ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সংবলিত
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনীতি

দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

- প্রফেসর মোঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী
- দিলারা আরজু

অক্ষর-পত্র
প্রকাশনী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সিলেবাসের আলোকে রচিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাসের আলোকে
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত

অর্থনীতি

দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর মোঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী
অধ্যাপক, অর্থনীতি
প্রাক্তন: অধ্যক্ষ, বরহামগঞ্জ সরকারি কলেজ, মাদারীপুর;
সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়,
সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ;
বিভাগীয় প্রধান, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ;
সহকারী অধ্যাপক,
সরকারি কুমুদিনী মহিলা কলেজ, টাঙ্গাইল;
প্রভাষক,
মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুর;
সরকারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ;
সরকারি সা'দত কলেজ, টাঙ্গাইল;
গাইবান্ধা সরকারি কলেজ;
ট্রেনিং স্পেশালিস্ট, নায়েম, ঢাকা

দিলারা আরজু
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি
বিয়াম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা;
প্রাক্তন প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা

প্রকাশনা
অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭
ফোন: ০৯৬৬৬-৭৮৭৯৮০
ই-মেইল: info@akkharpatra.com
ওয়েবসাইট: www.akkharpatra.com
ফেসবুক: facebook.com/AkkharPatraProkashoni

© লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরিবেশনা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন: ০২-৯৫১১৭২৭, ০১৩১৩৭৭০৯৫৭

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪
একাদশ সংস্করণ : আগস্ট ২০২৫

গবেষণা : অর্থনীতি দপ্তর
গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ

পণ্য ব্যবস্থাপনা
ও সমন্বয় : সাবিকুন নাহার আনিকা

প্রচ্ছদ : মানব

গ্রাফিক্স : নকশা দপ্তর

অঙ্কন : অঙ্কন দপ্তর

অঙ্গসজ্জা : প্রি-প্রেস দপ্তর

বর্ণবিন্যাস : অক্ষর-পত্র কম্পিউটার সিস্টেমস

মুদ্রণ ও বাঁধাই : বারতোপা প্রিন্টার্স লি.

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি নির্ধারিত
সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য (MRP):
৩৭০.০০ (তিন শ সত্তর) টাকা

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন
pbs.com.bd
অথবা কল/হোয়াটসঅ্যাপ করুন
01313 770 770

ভূমিকা

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য 'অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র' বইটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত পাঠ্যসূচির আলোকে রচিত। শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা বিবেচনা করে এ বিষয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তু বিন্যাস করা হয়েছে। বইটিতে অর্থনীতির ধারণা, তাত্ত্বিক, তাথ্যিক এবং প্রায়োগিক আলোচনা করে পাঠ মূল্যায়ন সংযোজন করা হয়েছে। বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে দক্ষতাভিত্তিক শিখনফলকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে যেন শিক্ষকগণ পাঠদানের সময় নির্দেশিত পিরিয়ড সংখ্যা অনুযায়ী ক্লাস গ্রহণ ও পাঠদান সম্পন্ন করতে পারেন।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা যাতে অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় সহজেই জানতে, বুঝতে, শিখতে ও অনুশীলন করে দক্ষতা অর্জন করতে পারে; সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বইটি রচনা করা হয়েছে। বইটিতে বাংলা একাডেমির বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নাবলির সব ধরনের উদাহরণ, প্রাসঙ্গিক চিত্র, সহজ সরল উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে শিখন ক্ষেত্রের বুদ্ধিবৃত্তীয় জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা এবং আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। তাছাড়া অধ্যায় শেষে প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির বিগত বছরের প্রশ্নাবলি সংযোজন করা হয়েছে। বইটি প্রস্তুত করতে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেছেন অক্ষর-পত্র প্রকাশনীর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের কর্মীবৃন্দ। হালনাগাদকৃত তথ্য এবং অর্থনীতির উপাত্ত বিশ্লেষণের আধুনিক পদ্ধতি প্রদানের জন্য ড. মোঃ গোলাম মর্তুজাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইটি রচনাকালে দেশি ও বিদেশি বহু লেখকের মূল্যবান গ্রন্থ হতে সাহায্য গ্রহণ করেছি। সে জন্য তাদের সকলের কাছে ঋণী। সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ও সহকর্মীবৃন্দ যে পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন সেজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে বইটির মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাব বলে আশা রাখি। আশা করি বইটি থেকে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলেই সার্থক হবে সকল শ্রম।

প্রফেসর মোঃ সোহ্‌রাওয়াদী [০১৭১২৯২৪৫৪৫] | দিলারা আরজু

বইটির বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠভিত্তিক উপস্থাপন
- শিখনফলের আলোকে প্রতিটি বিষয়বস্তুর সহজ উপস্থাপন
- সাম্প্রতিক তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়বস্তুর হালনাগাদকরণ
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছক, লেখচিত্র, সারণি, গাণিতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন
- প্রতিটি পাঠে জেনে রাখো, চিন্তা করো, শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, দলগত কাজ ও একক কাজ সংযোজন
- প্রতিটি পাঠের শেষে 'পাঠ মূল্যায়ন' সংযোজন
- সমসাময়িক বিষয়াবলি, যেমন— শুল্ক, মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধি, পদ্মা সেতু ইত্যাদির ওপর সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন
- শিক্ষাক্রম অনুসারে সর্বশেষ সৃজনশীল প্রশ্নকাঠামোর সঠিক অনুসরণ
- অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক জ্ঞান, অনুধাবন ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংযোজন
- অনুশীলনীতে সৃজনশীল প্রশ্নের পাশাপাশি সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন সংযোজন
- গাণিতিক সমস্যার সহজ সমাধান
- বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংযোজন
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর রেফারেন্সসহ সংযোজন
- প্রাঞ্জল ভাষা ও আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ

পাঠ্যসূচি

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয় (১২ পিরিয়ড)

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি; বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ; বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো, বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা; বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের কৃষি (২০ পিরিয়ড)

কৃষির কাঠামো: কৃষির উপখাত; জিডিপিতে বিভিন্ন উপখাতের অবদান; কৃষি খামার ও কৃষিজোত; কৃষি পণ্যের বিপণন: বিপণনের সমস্যা; কৃষি বিপণনে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ; কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা: শস্য উৎপাদন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন: চিংড়ি চাষ, মাশরুম চাষ, বন ও নার্সারি স্থাপন; কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ: কৃষিঋণ বিতরণ; কৃষি উপকরণ বিতরণ (কৃষি উপকরণে ভর্তুকি, উপকরণ সহজলভ্যকরণ, উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ); শস্য বহুমুখীকরণ; সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ; পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতির সাথে অভিযোজনের উপায়; পরমাণু ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি এবং আইসিটির ব্যবহার; কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন- উন্নত বীজ।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের শিল্প (১৪ পিরিয়ড)

শিল্প কাঠামো; বাংলাদেশে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস: কুটির শিল্প; অতি ক্ষুদ্র শিল্প (Micro Industry); ক্ষুদ্র শিল্প; মাঝারি শিল্প; বৃহৎ শিল্প; রপ্তানিমুখী শিল্প (পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া, তৈরি পোশাক); আমদানি বিকল্প শিল্প; শিল্পোন্নয়নে সরকারি নীতি: সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব।

চতুর্থ অধ্যায়: জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্ম-কর্মসংস্থান (১৮ পিরিয়ড)

জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব; জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ (জন্মহার, মৃত্যুহার ও নিট অভিবাসন); জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব; জনসংখ্যা তত্ত্ব: ম্যালথাসের তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব; বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক); বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম; মানবসম্পদ উন্নয়ন; বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি; আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা; আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয় (সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ)।

পঞ্চম অধ্যায়: খাদ্য নিরাপত্তা (১০ পিরিয়ড)

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা; খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ (Dimensions): খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food availability); খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা (Food access); খাদ্যের ব্যবহার (Food use); বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি; খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ; নিরাপদ খাদ্যের ধারণা ও গুরুত্ব; খাদ্যে নিরাপদকরণে সরকার, বেসরকারি সংস্থার ও জনসাধারণের ভূমিকা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: অর্থায়ন (১০ পিরিয়ড)

অর্থায়নের ধারণা; অর্থায়নের উৎস: নিজস্ব সঞ্চয়; ব্যাংক ঋণ; এনজিও; পুঁজিবাজার (শেয়ার মার্কেট, বন্ড মার্কেট, প্রাইমারি শেয়ার ও সেকেন্ডারি শেয়ার); শিল্প পুঁজিগঠনে শেয়ার মার্কেটের অবদান।

সপ্তম অধ্যায়: মুদ্রাস্ফীতি (১০ পিরিয়ড)

মুদ্রাস্ফীতি: মুদ্রাস্ফীতির ধারণা; মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ; মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও প্রভাব; বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও এর প্রতিকারের উপায়।

অষ্টম অধ্যায়: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (১৬ পিরিয়ড)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা; আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব; বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা; বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য; রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়; বিশ্বায়নের ধারণা; বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য।

নবম অধ্যায়: সরকারি অর্থব্যবস্থা (১২ পিরিয়ড)

সরকারের আয় ও ব্যয়; সরকারের ব্যয়ের উদ্দেশ্য; সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থান; সরকারের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত; পণ্য কর (Commodity tax); আয়কর (মজুরি এবং পুঁজি বিনিয়োগ থেকে); সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য ও উৎসসমূহ।

দশম অধ্যায়: উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৮ পিরিয়ড)

উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা; উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক: দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Long Term Perspective Plan); মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (Medium Term Plan); বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Development Programme); উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব; বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা (লক্ষ্যমাত্রা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন, সম্পদ বণ্টন ও অর্জন); ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা, উন্নয়ন কৌশল এবং খাত অনুযায়ী বণ্টন); বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা।

মানবণ্টন

সৃজনশীল প্রশ্ন: ৭০ নম্বর

মোট ১১টি প্রশ্ন থাকবে। ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০।	১০ × ৭ = ৭০

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ৩০ নম্বর

মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।	১ ×৩০ = ৩০
মোট	১০০

মানবণ্টন পরিবর্তনশীল; এর সাথে প্রশ্নের ধরনের তেমন সম্পর্ক নেই। মানবণ্টনের আপডেট দেখতে ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে টাইপ করো— akkharpatra.com/hsc/ecomdn25.pdf

সূচিপত্র

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়	**১-৪৪**
বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	২
প্রাচীন ও হিন্দু যুগের অর্থনীতি: আদি থেকে ১২০০ খ্রি. পর্যন্ত	৪
মুসলিম যুগের অর্থনীতি: ১২০০-১৭৫৭	৯
ইংরেজ যুগের অর্থনীতি: ১৭৫৭-১৯৪৭	৯
পাকিস্তান যুগের অর্থনীতি: ১৯৪৭-১৯৭১	১১
স্বাধীনতা উত্তর (বর্তমান) অর্থনীতি: ১৯৭১-বর্তমান	১৩
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান	১৫
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ	১৬
অবকাঠামো	২১
বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো	২১
বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য	২৪
বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা	২৬
বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান	২৯
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	৩০
অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাবনা	৩০
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩২
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন	৩৪
অনুশীলনী	৩৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের কৃষি	**৪৫-১১০**
কৃষি	৪৬
বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো	৪৬
বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ	৪৮
জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদান	৪৯
কৃষি খামার ও কৃষিজোত	৪৯
আদর্শ খামার	৫০
বাংলাদেশে কৃষি খামারের স্বরূপ	৫০
কৃষি খামারের প্রকারভেদ	৫১
কৃষি খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক	৫২
জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য	৫৩
কৃষিজোত	৫৩
বাংলাদেশে কৃষিজোতের স্বরূপ	৫৩
কৃষিপণ্যের বিপণন	৫৫
বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার স্বরূপ	৫৫
বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো	৫৫
বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাসমূহ	৫৬
কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ	৫৭
বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন নীতি	৫৭
বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব	৫৮
বাংলাদেশের কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা	৫৯
শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা	৫৯
গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা	৬১
চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা	৬৩
মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা	৬৫
বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা	৬৮
কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ	৭০
বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমস্যাবলি	৭২
বাংলাদেশের কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান	৭৩
কৃষিঋণ বিতরণ কর্মসূচি	৭৩
কৃষি উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি	৭৫
কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ	৭৬
শস্য বহুমুখীকরণ	৭৭
শস্য বহুমুখীকরণের ধরন	৭৭
শস্য বহুমুখীকরণের সুবিধা	৭৮
সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ	৭৯
সেচের সরকারি কার্যক্রম	৭৯
সরকারের সেচ কার্যক্রমের প্রভাব	৮০
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব	৮০
পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ	৮২
বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ	৮২
বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণের কারণ	৮২
বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল	৮৩
কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায়	৮৪
কৃষিখাতে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়	৮৬
কৃষি প্রযুক্তি	৮৯
পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তি	৮৯
কৃষিক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার	৮৯
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার	৯১
কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি-এর ব্যবহার	৯১
কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন: উন্নত বীজ	৯২
উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ সম্পর্কিত প্রযুক্তির ফলাফল	৯২
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৯৪
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন	৯৬
অনুশীলনী	১০১
তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের শিল্প	**১১১-১৭২**
শিল্প	১১২
বাংলাদেশের শিল্পের পটভূমি	১১২
বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো	১১২
বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য	১১৩
বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধি অর্জন	১১৪
বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস: শিল্পনীতি ২০২২ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস	১১৫
শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস	১২০
ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প	১২৩

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব	১২৪
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য	১২৫
বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সমস্যাবলি	১২৫
বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সমস্যাবলির সমাধানের উপায়	১২৬
বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য	১২৬
বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধাসমূহ	১২৭
বৃহদায়তন শিল্পের অসুবিধা	১২৮
বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব	১২৯
রপ্তানিমুখী শিল্প	১৩০
রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল	১৩০
বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা	১৩০
কতিপয় রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প (পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক)	১৩২
পাট শিল্প	১৩২
পাট শিল্পের গুরুত্ব	১৩২
পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা	১৩৩
পাট শিল্পের সমস্যা	১৩৫
পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়	১৩৫
পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	১৩৬
বস্ত্র শিল্প	১৩৭
বস্ত্র শিল্পের সমস্যা	১৩৮
বস্ত্র শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়	১৩৯
বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	১৩৯
চা শিল্প	১৪০
চা শিল্পের সমস্যা	১৪১
চা শিল্পের সমস্যার সমাধান	১৪১
চামড়া শিল্প	১৪২
চামড়া শিল্পের সমস্যা	১৪৩
চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায়	১৪৩
চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	১৪৪
তৈরি পোশাক শিল্প	১৪৫
তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব	১৪৫
তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা	১৪৬
তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যার সমাধান	১৪৭
তৈরি পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা	১৪৮
আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল	১৪৯
আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের কৌশলসমূহের সুবিধা/প্রয়োজনীয়তা	১৪৯
আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের কৌশলের অসুবিধা	১৫০
শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি	১৫১
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব	১৫৩
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	১৫৫
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	১৫৭
অনুশীলনী	১৬০
চতুর্থ অধ্যায়: জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান	**১৭৩-২২৪**
জনসংখ্যার পরিমাপ	১৭৪
জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপ	১৭৪
বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ	১৭৪
জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ	১৭৬
জন্মহার	১৭৬
মৃত্যুহার	১৭৬
জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার	১৭৭
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১৭৭
শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১৭৮
নিট অভিবাসন	১৭৮
বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণ	১৭৯
বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ	১৮০
বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহার কমানোর উপায়সমূহ	১৮০
জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক	১৮১
জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব	১৮১
জনসংখ্যা তত্ত্ব	১৮৩
ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব	১৮৩
ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা	১৮৫
ম্যালথাসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ	১৮৫
কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব	১৮৭
কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা	১৮৮
ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা	১৮৯
বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক)	১৮৯
বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার ও গঠন	১৯২
বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি	১৯৪
বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	১৯৫
মানবসম্পদ	১৯৭
মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৯৭
মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক	১৯৭
বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব	১৯৭
বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়	১৯৯
মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপসমূহ বা কর্মসূচিসমূহ	১৯৯
আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা	২০২
আত্মকর্মসংস্থানের কর্মক্ষেত্র	২০৩
আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয়	২০৩
সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ	২০৩
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২০৬
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২০৭
অনুশীলনী	২১২
পঞ্চম অধ্যায়: খাদ্য নিরাপত্তা	**২২৫-২৬০**
খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা	২২৬
খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ের কিছু বিষয়	২২৭
খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ	২২৮
খাদ্যের প্রাপ্যতা	২২৮
খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বা লভ্যতা	২৩১
খাদ্যের ব্যবহার ও পুষ্টি	২৩২
বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি	২৩৫
বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার তথ্য	২৩৫

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশে কি বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা বিদ্যমান?	২৩৬
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ	২৩৮
বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা সহায়ক সরকারি কার্যক্রমসমূহ	২৩৯
বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে করণীয়	২৪০
খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি	২৪০
খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির বিভিন্ন ব্যবস্থা	২৪১
নিরাপদ খাদ্য	২৪২
নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব	২৪২
খাদ্য ভেজালমুক্তকরণ	২৪৩
খাদ্য নিরাপদকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা	২৪৫
খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের ভূমিকা	২৪৬
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২৪৮
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২৪৯
অনুশীলনী	২৫২
ষষ্ঠ অধ্যায়: অর্থায়ন	**২৬১-৩০৬**
অর্থায়নের ধারণা	২৬২
অর্থায়নের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২৬২
অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য	২৬৩
অর্থায়নের কার্যাবলি	২৬৪
অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ	২৬৫
সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নের পার্থক্য	২৬৬
অর্থায়নের উৎসসমূহ	২৬৭
মেয়াদের ভিত্তিতে তহবিলের উৎসসমূহ	২৬৮
অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সঞ্চয়	২৬৮
নিজস্ব অর্থায়নের সুবিধাসমূহ	২৬৯
অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণ	২৭০
ব্যাংক ঋণের বৈশিষ্ট্য/শর্ত	২৭০
ব্যাংক ঋণের প্রকারভেদ	২৭০
ব্যাংক ঋণের উৎসসমূহ	২৭২
অর্থায়নে বিশেষায়িত ব্যাংকের ভূমিকা	২৭২
অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের সুবিধা	২৭৩
অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিও	২৭৪
অর্থায়নের উৎস হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা	২৭৫
পুঁজিবাজার	২৭৬
শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ	২৭৬
শেয়ারবাজারের প্রকারভেদ	২৭৬
শেয়ার	২৭৭
শেয়ারের প্রকারভেদ	২৭৭
সাধারণ শেয়ারের বৈশিষ্ট্য	২৭৯
শেয়ারের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধা	২৭৯
প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য	২৮০
বন্ড মার্কেট	২৮১
বন্ডের ধারণা	২৮১
বন্ডের বৈশিষ্ট্য	২৮১
বন্ডের শ্রেণিবিভাগ	২৮২
বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধা	২৮৩

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে পার্থক্য	২৮৪
বন্ড ও ডিবেঞ্চার (ঋণপত্র) এর মধ্যে পার্থক্য	২৮৪
শেয়ার মার্কেট/স্টক এক্সচেঞ্জ	২৮৫
বাংলাদেশের শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ	২৮৬
শেয়ারবাজার উন্নয়নে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপ	২৮৮
শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ার মার্কেটের অবদান	২৮৯
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২৯১
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২৯২
অনুশীলনী	২৯৭
সপ্তম অধ্যায়: মুদ্রাস্ফীতি	**৩০৭-৩৩৮**
মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতির ধারণা	৩০৮
মুদ্রাস্ফীতির শ্রেণিবিভাগ	৩০৯
চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি	৩১১
ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি	৩১১
চাহিদা বৃদ্ধিজনিত এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য	৩১২
মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি	৩১২
সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি	৩১৩
ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা	৩১৪
মুদ্রা সংকোচন	৩১৫
উৎপাদকের মূল্যসূচক সংখ্যা	৩১৬
উৎপাদনের অবমূল্যায়ন সূচক— GNP ডিফ্লেটর	৩১৬
মুদ্রাস্ফীতির কারণ	৩১৭
মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব	৩১৯
বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ	৩২১
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব	৩২২
মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়	৩২৪
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩২৬
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩২৭
অনুশীলনী	৩৩০
অষ্টম অধ্যায়: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	**৩৩৯-৩৭৮**
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা	৩৪০
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা	৩৪০
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠার কারণ	৩৪১
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি	৩৪১
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	৩৪২
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য	৩৪২
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব	৩৪৩
বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য	৩৪৪
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব	৩৪৫
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব	৩৪৫
বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের ধারণা	৩৪৭
বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য	৩৪৮
বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা	৩৪৯
বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ	৩৫১
বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ	৩৫২
বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়	৩৫৩
বিশ্বায়নের ধারণা	৩৫৫

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩৫৫
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব	৩৫৬
বিশ্বায়নের সুবিধাবলি	৩৫৭
বিশ্বায়নের অসুবিধাবলি	৩৫৭
বৈদেশিক সাহায্য	৩৫৯
বৈদেশিক সাহায্যের কারণ	৩৫৯
বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা	৩৬০
বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিভেদ	৩৬১
বৈদেশিক সাহায্যের উৎস	৩৬১
বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য	৩৬৩
বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য	৩৬৪
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩৬৬
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩৬৭
অনুশীলনী	৩৭০
নবম অধ্যায়: সরকারি অর্থব্যবস্থা	**৩৭৯-৪১৬**
সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা	৩৮০
সরকারি আয় ও ব্যয়ের ধারণা	৩৮০
সরকারি অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য	৩৮০
সরকারি ব্যয়	৩৮২
কেন্দ্রীয় ব্যয় ও স্থানীয় ব্যয়	৩৮২
কেন্দ্রীয় ব্যয় ও স্থানীয় ব্যয়ের পার্থক্য	৩৮২
সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য	৩৮৩
সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ	৩৮৫
সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থান	৩৮৭
সরকারি আয়	৩৮৯
সরকারের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত	৩৮৯
কর রাজস্ব	৩৯১
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর	৩৯২
পণ্য কর	৩৯২
আয়কর	৩৯৫
আয়করের গুরুত্ব বা উদ্দেশ্য	৩৯৫
সরকারি ঋণ	৩৯৬
সরকারি ঋণের উদ্দেশ্যাবলি	৩৯৮
সরকারি ঋণের উৎসসমূহ	৩৯৭
সরকারি ঋণের বিভিন্ন উৎসের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা	৪০০
বাংলাদেশে সরকারি ঋণের অসুবিধা	৪০১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৪০৩
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৪০৪

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
অনুশীলনী	৪০৬
দশম অধ্যায়: উন্নয়ন পরিকল্পনা	**৪১৭-৪৬৩**
অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা	৪১৮
উত্তম উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ	৪১৮
অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪১৯
পরিকল্পনাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বা পার্থক্য	৪২১
স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	৪২২
স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ	৪২২
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ	৪২৪
স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য	৪২৪
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪২৬
উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব	৪২৭
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি	৪২৯
বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা (লক্ষ্যমাত্রা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন, সম্পদ বন্টন এবং অর্জন)	৪৩০
বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ	৪৩৩
বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	৪৩৫
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পটভূমি	৪৩৬
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিকনির্দেশনা ও কৌশল	৪৩৬
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাধান্য	৪৩৬
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাধান্য খাতসমূহ	৪৩৬
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক অর্থায়ন কৌশল	৪৩৬
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	৪৩৭
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	৪৩৮
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র: প্রধান নির্দেশকসমূহ	৪৩৯
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাত ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা	৪৩৯
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল	৪৪১
বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা	৪৪২
বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলি	৪৪৪
পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলি সমাধানের উপায়	৪৪৫
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০	৪৪৭
অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫	৪৫১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৪৫৩
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৪৫৪
অনুশীলনী	৪৫৬

সহায়ক গ্রন্থসমূহ	**৪৬৪**
পরিশিষ্ট	**৪৬৫–৫৯২**
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৪৬৫
আলিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৪৬৬
এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৪৭২
সৃজনশীল নমুনা প্রশ্নোত্তর: ঢাকা বোর্ড-২০২৫	৫৮২

১

বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচয়

Introduction to Bangladesh Economy

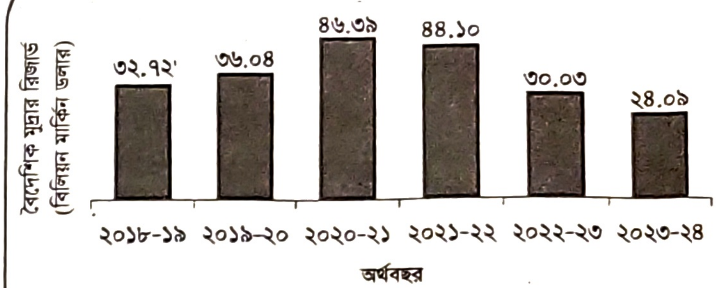

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (২১ মে, ২০২৪)

প্রধান প্রধান শব্দ

- মসলিন
- অর্থশাস্ত্র
- স্বর্ণযুগ
- পরিবেশ
- প্রাকৃতিক পরিবেশ
- গ্রামীণ খাত
- কৃষিখাত
- শহুরে খাত
- সরকারি খাত
- বেসরকারি খাত
- অবকাঠামো
- ব্ল্যাক গোল্ড
- মৃত্তিকা
- বিশ্বায়ন
- ব্লু ইকোনোমি

প্রাচীন বাংলার গোড়ার দিকে এ অঞ্চলের মানুষের আয়ের প্রধান উৎস ছিল শিকার, কৃষি এবং ছোটখাটো গৃহশিল্প। খ্রিষ্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত উন্নত চাষ ও গৃহশিল্প ধনসম্পদ (Wealth) উপার্জনের সর্বাপেক্ষা বড় দিক হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে এসময় ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল সম্পদ অর্জনের একটি প্রধান উপায়। সুতরাং প্রাচীন বাংলায় ধনসম্পদের উৎস ছিল তিনটি— কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য; যা আজও ভিন্ন রূপ ও মাত্রায় অব্যাহত। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে এখানকার বিশ্ব বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প ও স্বনির্ভর কৃষিসহ পুরো অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান আমলে আবার পূর্ব বাংলা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনশোষণের পরিণামেই বাংলাদেশের জন্ম। এ প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি, পরিবেশ, কাঠামো, বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ
- বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য
- প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের সাহায্যে বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি
পাঠ ২ ও ৩	বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি: প্রাচীন ও হিন্দু যুগের অর্থনীতি
পাঠ ৪	বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি: মুসলিম যুগের অর্থনীতি ও ইংরেজ যুগের অর্থনীতি
পাঠ ৫	বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি: পাকিস্তান যুগের অর্থনীতি ও স্বাধীনতা উত্তর বর্তমান অর্থনীতি
পাঠ ৬ ও ৭	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ
পাঠ ৮	অবকাঠামো, বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো
পাঠ ৯	বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
পাঠ ১০	বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা
পাঠ ১১	বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান
পাঠ ১২	বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাবনা

পাঠ ১ বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

১.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Context of the Economy of Bangladesh)

নৃতাত্ত্বিকসহ বিজ্ঞানীমহলের গবেষণা ও আবিস্কারের ভিত্তিতে ধারণা করা হয়, পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের ইতিহাস ২৫ লক্ষ বছরের। এ সময়কালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ক. প্রাগৈতিহাসিক যুগ (Pre-historical Age); খ. সুপ্ত ঐতিহাসিক যুগ (Proto-historical Age); গ. ঐতিহাসিক যুগ (Historical Age)।

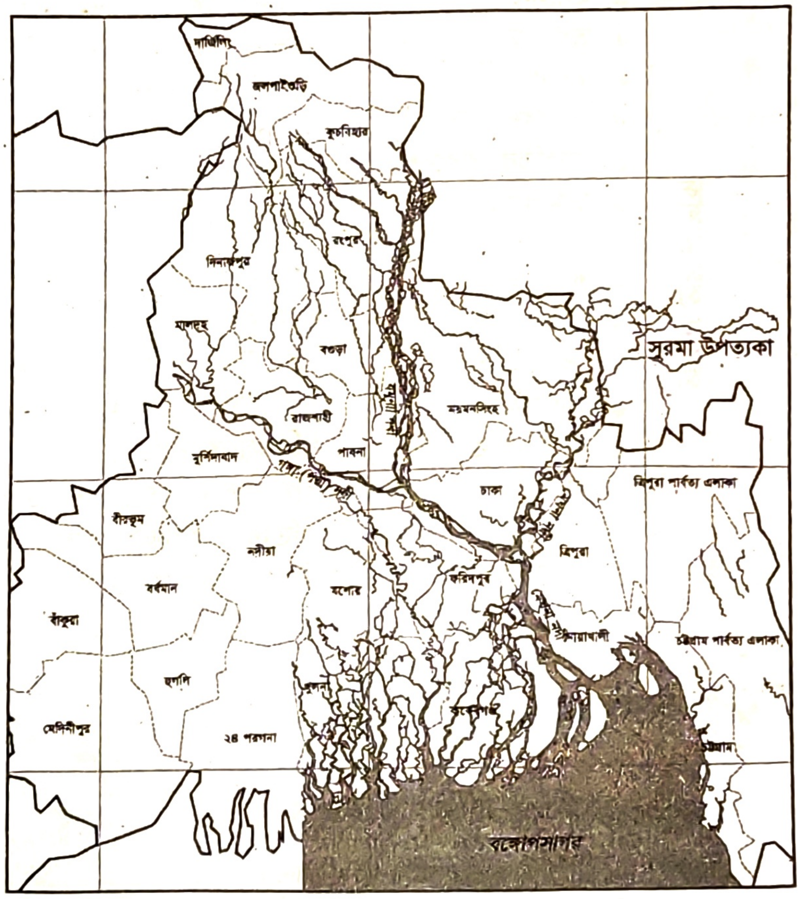
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
রংপুর
দিনাজপুর
মালদহ
বগুড়া
সুরমা উপত্যকা
রাজশাহী
ময়মনসিংহ
মুর্শিদাবাদ
পাবনা
গঙ্গা (পদ্মা) নদী
ঢাকা
ত্রিপুরা পার্বত্য এলাকা
বীরভূম
নদীয়া
ত্রিপুরা
বর্ধমান
যশোর
ফরিদপুর
বাঁকুড়া
নোয়াখালী
চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা
হুগলি
খুলনা
বাকেরগঞ্জ
মেদিনীপুর
২৪ পরগনা
চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগর

চিত্র: প্রাচীন বাংলার মানচিত্র

বর্তমান বাংলাদেশের একটি বড় অংশই প্রাচীনকালে সমুদ্রগর্ভে ছিল। এর দক্ষিণাঞ্চলের একটি বড় অংশ ধীরে ধীরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিতে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ বলতে আমরা যে ভূ-খণ্ড পেয়েছি প্রাচীন যুগে এ অঞ্চলের বিশেষ কোনো একক নাম ছিল না। তখন গোটা বাংলা অঞ্চলটি ভিন্ন ভিন্ন নামে ও খণ্ডে বিভক্ত ছিল। যুগে যুগে রাজনৈতিক পালাবদলের কারণে এ অঞ্চলগুলোর সীমানাও বহুবার হ্রাস-বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাচীনকালে উত্তরবঙ্গ পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি, দক্ষিণবঙ্গ সমতট ও হরিকেল এবং পূর্ববঙ্গ বঙ্গাল নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের কতগুলো অঞ্চল গৌড় নামে পরিচিত ছিল।

অস্ট্রিক কিংবা অস্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীর অনার্য লোকেরা এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আজকের কোল, ভিল, সাঁওতাল ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে। পাথরের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহারকারী মানুষ সম্ভবত দশ হাজার বছর (বা তারও) আগে প্রথম বাংলায় বসতি স্থাপন করে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে আর্যরা পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে। হিন্দু মৌর্য ও গুপ্ত শাসকদের পর বাংলা কয়েকশ বছর বৌদ্ধ পাল শাসকদের অধীনে ছিল। তারপর আবার দক্ষিণ ভারত থেকে আসা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণরা বাংলার ক্ষমতায় আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় মুসলিম উপনিবেশের বিস্তার শুরু হয়। এরপর ষোড়শ শতকের শুরুর দিক থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত তথা বাংলায় আসতে শুরু করে। এদের মধ্যে পরে আসা ইংরেজরাই কেবল ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন এদেশের অর্থনীতির বিকাশে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পটভূমিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. প্রাচীন ও হিন্দু যুগের অর্থনীতি (আদি থেকে ১২০০ খ্রি. পর্যন্ত): মৌর্য যুগ, গুপ্ত যুগ, পাল যুগ ও সেন যুগ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ কী?

মানব ইতিহাসে যে অংশের কোনো লিখিত বিবরণ নেই বা পাওয়া যায় না সেই সময়কালকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে। এই যুগেই প্রথম মানুষের পূর্বপুরুষরা খ্রিস্টপূর্ব ৩০ হাজার অব্দের দিকে কৃষিকাজ ও খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু করে।

খ. **মুসলিম যুগের অর্থনীতি (১২০০-১৭৫৭):** বাংলায় আধুনিক মুদ্রার প্রবর্তন, সচ্ছল অর্থনীতি, স্বর্গরাজ্য।

গ. **ইংরেজ যুগের অর্থনীতি (১৭৫৭-১৯৪৭):** বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন, ক্ষমতা দখল, দ্বৈত শাসন, নীল চাষ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন, ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার ও শিল্প বিপ্লবের সূচনা।

ঘ. **পাকিস্তান যুগের অর্থনীতি (১৯৪৭-১৯৭১):** পূর্ব পাকিস্তান উদ্বৃত্ত এলাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তান ঘাটতি এলাকা। দুই অঞ্চলে প্রবৃদ্ধির হার, ভোগ, চাকরি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে চরম বৈষম্য।

ঙ. **স্বাধীনতা উত্তর অর্থনীতি (১৯৭১-বর্তমান):** পুঁজিবাদী বা মুক্তবাজার অর্থনীতির (আমলাতান্ত্রিক) ব্যবস্থা।

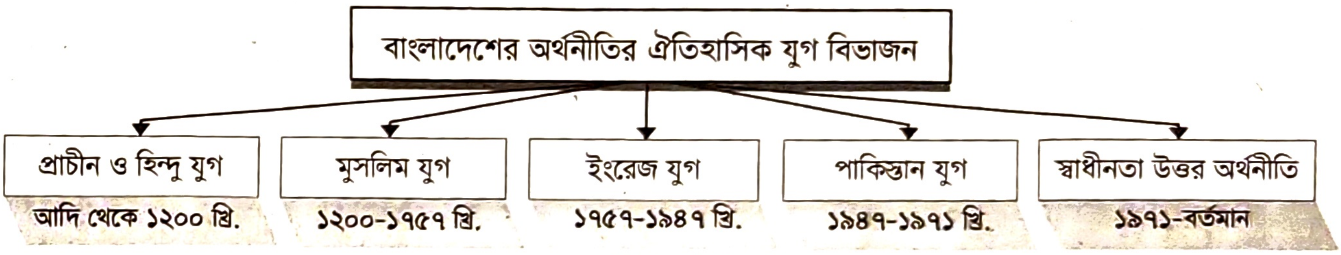

ছক: বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক যুগ বিভাজন

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট [*১] ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান অংশে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা সমগ্র দেশের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করে এবং বাঙালি অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের ওপর শোষণ চালাতে থাকে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের এ আত্মপ্রকাশ বিলম্বিত হলেও এ জনপদ ও তার অর্থনীতি বিশ্বে প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত। এ অঞ্চলের কৃষি ও কুটির শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি ছিল সমৃদ্ধ। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা হিসেবে বাংলার সুনাম ছিল। এ কারণেই যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলের সম্পদ বিশ্বের শাসক ও বণিকদের আকৃষ্ট করেছে। সেকালের 'সোনার বাংলা' বারবার লুণ্ঠিত হয়েছে বিদেশি ও বর্গীদের হাতে। তাছাড়া ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশ শাসনে এদেশের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যায়। তবে স্বাধীনতালাভের পর প্রায় পাঁচ দশকের পথ পরিক্রমায় নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব অর্থনীতির প্রগতির অংশীদার হতে সচেষ্ট। বর্তমান বিশ্বের যেসব দেশের অর্থনীতিকে উন্নয়নশীল অর্থনীতি বলা হয় বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি।

জেনে রাখো

বাংলাদেশ প্রাচীন হলেও ইতিহাস অত প্রাচীন নয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে মহাবীর আলেকজান্ডার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। মূলত তখন হতে উপমহাদেশে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা। প্রাচীনকালে গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে গঙ্গারিডি নামের একটি রাজ্য ছিল। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ইতিহাসবেত্তাদের বিবরণ বিশ্লেষণে গঙ্গারিডি রাজ্যটি ছিল বর্তমান বাংলাদেশ। সুতরাং জানামতে, বাংলাদেশের প্রাচীন নাম গঙ্গারিডি। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে প্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়? *[ব. বো. ২০১৬]*
২. কোন শতকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসে?
৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পটভূমিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
৪. কোন যুগে বাংলায় আধুনিক মুদ্রার প্রবর্তন হয়? *[কু. বো. ২০১৯]*
৫. উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের অঞ্চলগুলো কী নামে পরিচিত ছিল?
৬. এদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় কখন?

▶ উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

প্রাচীন বাংলার জনপদগুলো	১.	২.	৩.	৪.	৫.

[*১] পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্ট উদ্‌যাপন করা হয়। কিন্তু পরে পাকিস্তান দিনটিকে একদিন এগিয়ে নেয়। ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট ১৯৪৭-এ বলা হয়েছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই স্বাধীন দেশের জন্ম হয়।

পাঠ ২ ও ৩

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি: প্রাচীন ও হিন্দু যুগের অর্থনীতি

১.২ প্রাচীন ও হিন্দু যুগের অর্থনীতি: আদি থেকে ১২০০ খ্রি. পর্যন্ত
(Economy of Ancient and Hindu Period: Origin to 1200)

প্রাচীনকালে আর্যরা এদেশে আগমন করে। আর্যরা উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তারা বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মে পারদর্শী ছিল। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটে। এ যুগে সামন্ত-প্রথা ও পণ্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় চারশ বছর স্থায়ী পাল রাজবংশ। এ বংশের শাসকরা বাংলায় সফল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। পাল যুগে সাম্রাজ্য ছিল কৃষিনির্ভর। এ যুগের অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন গুরুত্ব পায়নি। প্রাচীন বাংলায় ভূমির মালিক রাজাকে কৃষকেরা জমি চাষের জন্য কর দিত। এ সময় বড় বা শক্তিশালী বাজারব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তবে গ্রিস, পারস্য ও আরব দেশে সূক্ষ্ম বস্ত্রসহ নানা দ্রব্য রপ্তানি হতো।

প্রাচীন ভারতে রচিত (চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে দুর্লভ রেশমি কাপড় ও ক্রিমিজাম (রেশম) শিল্পের কথা উল্লেখ আছে। নারীরা বস্ত্র তৈরিতে নিয়োজিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতিবস্ত্র, ক্ষৌম, কৌশেম, পত্রোর্ণ ও কম্বল তৈরি এবং শ্রমিকদের মজুরির উল্লেখ আছে। এ থেকে বোঝা যায় ঐ সময় বস্ত্রশিল্প বেশ উন্নত ছিল। তাছাড়া এ যুগে চিনিশিল্প, কাঠখোদাই ও পাথরশিল্প, ধাতুশিল্প ও মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটে। বাড়ি নির্মাণ, নৌকা তৈরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাঠের কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল ছাড়াও পাল ও সেন যুগে হীরা, স্বর্ণ, রৌপ্য, পান্না ও মুক্তার অলংকার ব্যবহারের বর্ণনা ও নমুনা পাওয়া গেছে। এ সময় কৃষিকাজ তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। সমাজে দাসপ্রথা ছিল।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তখন গ্রামগুলো ছিল 'স্বয়ংসম্পন্ন'। বাংলার মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। এ অঞ্চলে ছিল উর্বর ভূমি, অসংখ্য নদ-নদী-খালসহ পর্যাপ্ত পানি সম্পদ, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ইত্যাদি অনুকূল প্রাকৃতিক উপাদান। এটি অনেক কাল আগে থেকেই এ অঞ্চলে একটি কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। কৃষিক্ষেত্র থেকে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত সম্পদ প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে বিনিয়োগ করা হতো। স্বাভাবিক সময়ে মানুষের জন্য খাদ্যের অভাব হতো না। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্যাভাব দেখা দিত। কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতি চালু ছিল। এ যুগে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেনি।

প্রাচীন বাংলার একেবারে গোড়ার দিকে মানুষের আয়ের প্রধান উৎস ছিল কৃষি, শিকার এবং গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত কিছুটা উন্নত ধরনের চাষাবাদ এবং গৃহশিল্প উৎপাদনের বড় উপায় হলেও অর্থ-আয়ের প্রধান উৎস ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের মানুষ ছিল একান্তই ভূমি ও কৃষিনির্ভর। প্রাচীন বাংলার ধন-সম্পদের উৎস ছিল মূলত তিনটি। যথা- কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। এছাড়াও এসময়ের অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রচলন ও বেশ কিছু খনিজদ্রব্য আবিষ্কারের কথা জানা যায়।

প্রাচীন বাংলার কৃষি (Agriculture in Ancient Bengal)

১. প্রাচীন বাংলার ধনদৌলতের প্রথম এবং প্রধান উৎস ছিল কৃষি। তখনকার জনসাধারণ যেসব শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, তার মধ্যে 'ক্ষেত্রকর' বা 'কর্ষক' বা 'কৃষক' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরা ছিল বিশেষ একটি শ্রেণি। বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির প্রাধান্য ছিল। ডাক[৩] আর খনার বচন থেকেও প্রাচীন বাংলার কৃষিপ্রধান সমাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

    চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের (৬০২-৬৬৪) বিবরণে প্রাচীন বাংলার শস্যসম্ভারের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মতে, তখন এ অঞ্চলের জমিতে ভালো ফসল হতো। জনবহুল পুণ্ড্রবর্ধনে শস্য ও ফুল-ফলের প্রাচুর্য ছিল। জনপদ ও বন্দর তাম্রলিপ্তি (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত) কৃষিকাজের জন্য সুপরিচিত ছিল। স্থল ও জলপথে তাম্রলিপ্তির সঙ্গে অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ সুবিধাজনক ছিল। কৃষিকাজ ঋতু অনুযায়ী নির্ধারিত হতো। হিউয়েন সাঙের এ বিবরণ থেকে প্রাচীন বাংলার কৃষির সমৃদ্ধি ও প্রাধান্যের স্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে।

---

[৩] ডাকের বচন: ডাক নামের জ্ঞানী ব্যক্তির সুপ্রসিদ্ধ ও বহুপ্রচলিত কথা। * ৮০০ থেকে ১২০০ শতককে বলা হয় খনার সম্ভাব্য জন্মকাল।

২. প্রাচীন বাংলায় ধান এবং অন্যান্য শস্য ছাড়াও অনেক রকম গাছপালা ও ফলমূল জন্মাত। বাংলার সব জায়গাতেই আমের ফলন ভালো হতো। মহুয়া জন্মাত প্রধানত উত্তরবঙ্গ এবং মেদিনীপুরের দাঁতনের দিকে। মহুয়া ফল খাওয়া ছাড়াও এ থেকে মদ তৈরি হতো। কাঁঠালেরও উল্লেখ পাওয়া যায় পূর্ববাংলায়, বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গে। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী-করতোয়া আর সমুদ্রের আশপাশের অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে সুপারি আর নারিকেল হতো। হাওড়া জেলার গঙ্গা তীরবর্তী বেতর গ্রামের কাছে বারো শতকে ডালিমের ক্ষেত ছিল। পর্কটী (পাকুড়) ও খেজুরের উল্লেখ বহু লিপিতে পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এবং অন্যান্য পাথরে আঁকা ছবিতে কলাগাছ দেখতে পাওয়া যায়। অস্ট্রিক এবং আদি-অস্ট্রেলীয় আমল থেকেই কলা বাঙালির অন্যতম প্রিয় ফল ছিল।

৩. বাংলার অসংখ্য নদনদী, হাওড়, খালবিল ও পুকুরে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত।

৪. বাঁশ আর কাঠ ছিল প্রাচীন বাঙালির অর্থ উপার্জনের বড় উপায়। সাধারণ মানুষ বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করত। বরেন্দ্রভূমিতে ভালো বাঁশের ঝাড় ছিল।

৫. জোয়ারের সময় সমুদ্রের লোনা জলে প্লাবিত নিম্নভূমিতে প্রাচীনকালেও লবণ তৈরি করা হতো। তখন মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে এবং চট্টগ্রামে লবণ তৈরির উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬. বরেন্দ্রভূমিতে সুবিস্তৃত জমিতে এলাচের চাষ ছিল। বাংলায় লবঙ্গ, তেজপাতা ও লাক্ষারও চাষ হতো।

৭. প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির (১৩৮০-১৪৬০) মতে, বাংলার সেরা দ্রব্য ছিল ঘি। ঘরে ঘরে পালিত গবাদিপশুর দুধ থেকে তৈরি হতো মিষ্টি, ঘিসহ বিভিন্ন দুগ্ধজাত সামগ্রী।

মসলিন কী?

মসলিন অতি মিহি ও সূক্ষ্ম কাপড়। ইরাকের টাইগ্রিস নদীর তীরে মসূল নামে এক স্থানে এরকম সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হতো। সেজন্য এই 'মসূল' শব্দটি থেকে আমাদের ভূমিতে তৈরি এই মিহি কাপড়টির নাম হয়ে যায় মসলিন। মসলিনের প্রাচীন নাম গঙ্গাপট্টাহি।

প্রাচীন বাংলার শিল্প (Industries in Ancient Bengal)

১. **বস্ত্রশিল্প:** খ্রিষ্টের জন্মের আগেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। রেশম, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে বড় শিল্প এবং অর্থ উপার্জনের প্রধান উপায়। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীনকালে চার রকমের বস্ত্র ছিল। এগুলো হলো— দুকূল (রেশমি কাপড়), পত্রোর্ণ (এণ্ডি ও মুগাজাতীয়), ক্ষৌমবস্ত্র ও কার্পাসিক। প্রাচীন ভারতের অর্থনীতিবিদ কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে বলেছেন— বঙ্গের দুকূল যেমন নরম তেমনই সাদা, পুণ্ড্রের দুকূল শ্যামবর্ণ— দেখতে মণির মতো পেলব; কামরূপের দুকূল দেখতে ভোরের সূর্যের মতো। প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিকেরাও বাংলার এ শিল্পের কথা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২. **মসলিন ও পাটবস্ত্র:** মুসলিম যুগে যে কয়েকজন বিদেশি পর্যটক বাংলায় ভ্রমণ করতে আসেন, তাদের মধ্যে চীনের মা হুয়ান, মরক্কোর ইবনে বতুতা, পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ও ইংরেজ বণিক রাল্ফ ফিচ উল্লেখযোগ্য। তাদের সবার বর্ণনায় বাংলার সমৃদ্ধশালী রূপটি ফুটে ওঠে। প্রথম শতকে (৪০-৭০ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রিক ভাষায় অজ্ঞাত লেখকের লেখা 'Periplus of the Erythraean Sea'-তে উল্লেখ আছে যে, এদেশ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি পণ্য ছিল মসলিন। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে বিখ্যাত ইতালিয় বণিক ও অভিযাত্রী মার্কো পোলো (১২৫৪-১৩২৪) বাংলা সম্পর্কে বলেছেন, এখানকার মানুষ প্রচুর কার্পাস উৎপাদন করে এবং কার্পাসের ব্যবসা খুব সমৃদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দিতে ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার[৪] (১৬২৬-১৬৮৮) দু'বার ভারত সফর করেছেন। তিনি তার ভ্রমণকাহিনিতে উল্লেখ করেছেন, "বাংলার মসলিন বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, মসলিনের তৈরি একটি শাড়ি অনায়াসে আংটির ভেতর দিয়ে বের করা যেত।" তখন এদেশে ছয় রকমের মিহি কার্পাসবস্ত্র তৈরি হতো, যা সাধারণত চওড়ায় দুই হাত এবং লম্বায় উনিশ হাত হতো। এদেশে রেশমের জন্য গুটিপোকার চাষ হতো এবং উন্নত রেশম বস্ত্র তৈরি হতো। বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতির মধ্যেও কার্পাসের কথা পাওয়া যায়। তা দিয়ে সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় তৈরি হতো। প্রাচীন বাংলায় পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল। পূজা-পার্বণ, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে পাটের তৈরি কাপড় ব্যবহারের রীতি ছিল।

---

[৪] Francois Bernier: French Physician and Traveller.

৩. **চিনিশিল্প:** প্রাচীন বাংলায় আখ থেকে চিনি হতো। চিনি রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ আয় হতো। ইউরোপীয় পর্যটক ও বণিক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতকে বাংলা থেকে রপ্তানি হওয়া প্রধান দ্রব্যের মধ্যে চিনির কথা উল্লেখ করেছেন। ১৫১৪ সালে বাংলায় এসেছিলেন পর্তুগিজ পর্যটক দুয়ার্তে বারাবোসা। তার বিবরণ থেকে জানা যায়, ষোড়শ শতকের গোড়াতেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে, সিংহলে, আরবে ও পারস্যে চিনি রপ্তানিতে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিত বাংলা অঞ্চল।

৪. **কারুশিল্প:** ১৪১৪ সালে সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন চীনা পর্যটক মা হুয়েন। তিনি বাংলার কারুশিল্পীদের তৈরি বিভিন্ন অলঙ্কারের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন- কর্ণকুণ্ডল, কেয়ূর, শঙ্খবলয়, মেখলা ইত্যাদি। তখনকার সময়ে ধনী ব্যক্তিরা সোনা, রুপা এবং মণিমুক্তাখচিত গহনা পরতেন। রাজারা ছাড়াও বণিক, সাধু, সওদাগররা সোনা-রুপার থালাবাসন ব্যবহার করতেন। 'রামচরিত' কাব্যে মণিময় ঘুঙুর এবং মুক্তা, হীরা ও নানা বিচিত্র বর্ণের পাথর বসানো অলংকারের কথা উল্লেখ আছে।

৫. **লৌহশিল্প:** কৃষিকর্মে লোহার তৈরি জিনিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেমন- দা, কোদাল, খুরপি, খন্তা, লাঙল ইত্যাদি। এছাড়াও তখন লোহার জলপাত্র এবং তীরের ফলা, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্র তৈরি হতো। ধারালো এবং মজবুত বলে বাংলার তলোয়ারের অনেক নামডাক ছিল। তের শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় আসা জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক এখানকার দুমুখো ধারালো তলোয়ারের খুব প্রশংসা করেছেন।

৬. **মৃৎশিল্প:** প্রাচীন বাংলার কুম্ভকার বৃত্তির কেন্দ্র ছিল গ্রাম। এখানে মৃৎশিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। কুমারের কাজ ছিল সাধারণ মানুষের পরিচিত পেশাগুলোর একটি। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের কাছে রামপালে, কুমিল্লার ময়নামতিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থানে পোড়ামাটির থালা-বাটি, দেবদেবির মূর্তি, জলের পাত্র, প্রদীপ ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

৭. **হাতির দাঁতের শিল্প:** প্রাচীন বাংলায় হাতির দাঁতের শিল্পকর্মও হতো। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরা গ্রামে পাওয়া তাম্রশাসনে রাজবিগা নামে এক দন্তকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্য একটি লিপিতে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা পালকির কথা উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে সূত্রধর বা ছুতোর বলতে এ অঞ্চলে শুধু কাঠমিস্ত্রিকেই বোঝাতো না; বরং স্থপতি, খোদাইকার ও কাঠমিস্ত্রিকেও বোঝাত।

৮. **কাঠশিল্প:** প্রাচীন বাংলায় গৃহস্থালির জিনিসপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, রথ, গরুর গাড়ি, নৌকা এবং সমুদ্রগামী জাহাজ কাঠ দিয়ে তৈরি হতো। আজও প্রাচীনকালের এসব কাঠের স্তম্ভ, খিলান ও খুঁটির স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। সমাজে ওই কারুশিল্পীদের বিশেষ রকমের কদর ছিল।

জেনে রাখো

প্রাচীন বাংলায় 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম' ছিল আর্থিক ব্যবস্থার মৌলিক উপাদান। এ ব্যবস্থায় গ্রামগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'প্রজাতন্ত্র' হিসেবে বিরাজ করত। জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই গ্রামের মানুষজন নিজেরাই জোগাড় করতে পারত। বাইরের সাথে যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন হতো না। এ ধরনের গ্রাম ব্যবস্থায় বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন— কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক বাস করত। তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ফসলের বিনিময়ে গ্রামবাসীর কাছে সরবরাহ করত। উপনিবেশিক ব্রিটিশ আমল শুরু হওয়ার পর এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়।

৯. **কাঁসাশিল্প:** প্রাচীন বাংলায় সমৃদ্ধ কাঁসাশিল্প ছিল। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় ভাটেরা গ্রামের তাম্রশাসনে গোবিন্দ নামে এক কাংস্যকার বা কাঁসারির উল্লেখ ছিল। বাংলা অঞ্চলে পাওয়া অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও অষ্টধাতুর তৈরি মূর্তি নানা রকমের মিশ্র ধাতুশিল্পের প্রমাণ বহন করে।

১০. **নৌ-শিল্প:** নৌ-শিল্পে প্রাচীন বাংলার সুনাম ছিল। সাধারণ লোকের যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের নৌযান তৈরি হতো। রাজাদের সামরিক শক্তিতেও নৌবহরের একটি ভূমিকা ছিল। প্রাচীন বিভিন্ন লিপিতে বাংলার বন্দর, খেয়াঘাট ও জাহাজ ঘাটের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো থেকে নদীতে চলা ছোট-বড় নৌকা ছাড়াও সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে জানা যায়।

প্রাচীন বাংলার খনিজ (Minerals in Ancient Bengal)

১. কৌটিল্য[৫] তার অর্থশাস্ত্রে বাংলার পৌন্ড্রক এবং ত্রিপুরায় হীরার খনি থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আবুল ফজল ইবনে মোবারকের লেখা আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে হুগলির গড়মন্দারণে হীরার খনির উল্লেখ পাওয়া যায়।

২. আসাম আর উত্তর-ব্রহ্ম থেকে কিছু সোনা ত্রিপুরা জেলার ভেতর দিয়ে বাংলায় আসত। এ সোনার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তা খুব উঁচু মানের ছিল না। বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদী, ঢাকা ও ফরিদপুরের সোনারং, সোনারগাঁ, সুবর্ণবীথি, সোনাপুর ইত্যাদি নামের সঙ্গে ধাতু সোনার ইতিহাস জড়িত। এসব জনপদের নদীগুলোতে প্রাচীনকালে গুঁড়ো সোনা পাওয়া যেত।

৩. ত্রিপুরার যেসব বণিক ঢাকায় বাণিজ্য করতে আসত, তারা টুকরো সোনার বদলে নিয়ে যেতো প্রবাল, অয়স্কান্ত মণি, কচ্ছপের পিঠের খোল, সামুদ্রিক শঙ্খের মালা ইত্যাদি। রাঢ়ের দক্ষিণে সমুদ্রে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত।

৪. খ্রিষ্টপূর্ব ২৯৬ অব্দে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুণ্ড্র (বর্তমান বগুড়া) এবং ত্রিপুরায় (বর্তমান কুমিল্লা যার অংশ) গৌড়িক নামে এক রুপা পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর রঙ ছিল অগুরু ফুলের মতো।

৫. একটি পুঁথিতে রাঢ় দেশের লৌহখনির উল্লেখ আছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বাঁকুড়া, বীরভূম ইত্যাদি স্থান রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে ছিল। এখান থেকে সংগৃহীত লোহা দিয়ে তৈজসপত্রসহ ঘরসংসারের জিনিস ও ছোটখাটো অস্ত্র তৈরি হতো।

প্রাচীন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য (Business in Ancient Bengal)

১. প্রাচীন বাংলায় শুধু দেশের ভেতরে ব্যবসা-বাণিজ্য হতো তা নয়, বিদেশেও জিনিসপত্র রপ্তানি হতো। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের যথেষ্ট আয় হতো। একদল রাজকর্মচারীর ওপর হাটবাজার, খেয়াঘাটের কর এবং বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের ভার ছিল। ষষ্ঠ শতকে ব্যবসা-বাণিজ্য তদারকির জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। শহরের বাজার ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের হাটে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসের কেনাবেচা হতো।

২. বাঙালি বণিকেরা দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূল ধরে গুজরাট পর্যন্ত বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে যেতেন। এসব পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পান, সুপারি ও নারিকেল। তারা পান-সুপারির বদলে মণিমানিক এবং নারিকেলের বদলে শঙ্খ আনতেন।

৩. বাঙালি বণিকেরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে পাথুরে লবণ নিয়ে আসতেন, যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতো।

৪. তেজপাতা, পিপুল[৬] এবং বস্ত্রের ব্যবসাতেও ভালো লাভ হতো। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে রোম সাম্রাজ্যে আধ সের পিপুলের দাম ছিল পনেরোটি স্বর্ণমুদ্রা। এ সময় পাশ্চাত্যের বণিকেরা ভারতবর্ষ থেকে বছরে প্রায় এক লক্ষ মুদ্রার রেশম ও কার্পাসের কাপড় নিয়ে যেত। এ অর্থের মোটা অংশ আসতো বাংলায়।

৫. গুজরাট থেকে গৌড়ে কিংবা বারানসী থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে স্থলপথে বাণিজ্য হতো। একদিকে উত্তর রাঢ় ও পুণ্ড্রবর্ধন, অন্যদিকে সমতট ও তাম্রলিপ্তির সঙ্গে কামরুপের যোগাযোগের যে রাস্তা ছিল, সে পথ দিয়েই বণিকের দল যাতায়াত করত। তবে স্থলপথের চেয়ে বাংলায় নৌ-বাণিজ্যের প্রাধান্য বেশি ছিল। সে কারণেই বাংলার প্রাচীন লিপি ও সাহিত্যে খেয়াঘাট, নদ-নদী এবং নৌযাত্রার স্মৃতির অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬. সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল গঙ্গা বন্দর ও তাম্রলিপ্তি। চতুর্থ শতকে সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) সঙ্গে তাম্রলিপ্তিও নৌপথে বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যায়। মিয়ানমার (সাবেক বার্মা), সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) ও পূর্ব-দক্ষিণে ভারতের বৃহত্তর দ্বীপগুলোর সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন হতো। বিদেশের বাজারে জিনিসপত্র বিক্রি করে অনেক স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা বাংলায় আসত। দাম কথাটা প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা 'দ্রক্ষ' থেকেই এসেছে। এছাড়া দ্রব্য বিনিময় প্রথা অর্থাৎ জিনিস দিয়ে জিনিস নেওয়ার ব্যবস্থাও সে সময়ে প্রচলিত ছিল।

---

[৫] কৌটিল্য বা চাণক্য খ্রিষ্টপূর্বকালের (৩৭০-২৮৩ অব্দ) প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের একজন দিকপাল।

[৬] এক প্রকার সপুষ্পক উদ্ভিদ। এটি একটি লতাজাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ। পিপুল ফল শুকিয়ে মসলা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

প্রাচীন বাংলার মুদ্রা (Coin in Ancient Bengal)

১. ব্যবসা-বাণিজ্য করে বণিক আর শ্রেষ্ঠীদের (ধনকুবের) প্রচুর আয় হতো। অর্থের জোরে তারা রাষ্ট্রে ও সমাজে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাতো। বর্তমান ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ভুরট গ্রামে শ্রেষ্ঠীদের একটি বড় ঘাঁটি ছিল।

২. আদিকালে সমাজে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য দিয়ে লেনদেন হতো। পরবর্তী সময়ে লেনদেনের সুবিধার জন্য মুদ্রার ব্যবহার চালু হয়। বাংলায় মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায় খ্রিষ্টের জন্মের আগে থেকেই। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে বাংলায় 'গণ্ডক' বা কাকনিক নামের মুদ্রার প্রচলন ছিল। চব্বিশ পরগনার জাক্রা এবং বেড়াচাঁপা, রাজশাহীর ফেটগ্রাম, কিশোরগঞ্জের ভৈরববাজার, মেদিনীপুরের তমলুক ও নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বরে এ ধরনের মুদ্রা পাওয়া যায়। এসব মুদ্রার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় পাওয়া মুদ্রার ঘনিষ্ঠ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এর কারণ হলো– বাংলার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক যোগসূত্র ছিল। বাংলায় কুষাণ[৭] আমলের দুই-তিন রকমের স্বর্ণমুদ্রা দেখা যায়। ব্যবসায়ী বা বণিকদের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে এসব মুদ্রা বাংলায় এসেছে বলে ধারণা করা হয়।

৩. গুপ্ত শাসনামলে[৮] বাংলায় সোনা ও রুপার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত দিনার ছিল স্বর্ণমুদ্রা ও রূপক ছিল রৌপ্যমুদ্রা। তাছাড়া তখন তামার মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। নিম্নতম মুদ্রার নাম ছিল কড়ি। রাজা-বাদশারাও কড়িদান করতেন। লক্ষণ সেনের নিম্নতম দান ছিল এক লক্ষ কড়ি। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়েও কলকাতা শহরে কর আদায় হতো কড়ি দিয়ে।

৪. সপ্তম শতকের পর থেকে স্বর্ণমুদ্রা উঠে যায়। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন করে রুপার মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়; কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা আর ফিরে আসেনি। রুপার দ্রহ্ম মুদ্রা আসল দাম ও বাইরের চেহারা দু'দিক থেকেই নিকৃষ্ট ছিল। তারপর সেন আমলে রুপার মুদ্রাও হারিয়ে যায়। সেন আমলে মুদ্রা হিসেবে কড়িই ছিল সর্বেসর্বা। পরবর্তী সময়ের সুলতানি ও মোগল আমলেও কড়ির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৫. প্রথম স্তরে স্বর্ণমুদ্রার ওজন ও মূল্য ক্রমশ কমেছে; দ্বিতীয় স্তরে স্বর্ণমুদ্রা নকল ও খাদমিশ্রিত হয়েছে; তৃতীয় স্তরে রুপার মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাকে হটিয়ে দিয়েছে; চতুর্থ স্তরে রুপার মুদ্রাও ক্রমেই নিকৃষ্ট হয়েছে; শেষ পর্যন্ত এ মুদ্রাও উধাও হয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফাহিয়েন কোন দেশের পর্যটক ছিলেন? *[ঢাবি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট, সাত কলেজ ২০২২-২৩]*

২. গুপ্ত শাসনামলে বাংলায় কোন মুদ্রা প্রচলিত ছিল?

৩. অর্থশাস্ত্রে অবদানের জন্য কে বিখ্যাত? *[ঢাবি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট, সাত কলেজ ২০২২-২৩; ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০১৫-১৬]*

৪. প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রবিদ কে ছিলেন? *[ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০০১-০২]*

৫. কত সালে চীনা পর্যটক মা হুয়েন সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন?

৬. প্রাচীন বাংলার কোন ভূমিতে হীরার খনি ছিল?

৭. কোন শতকের পর থেকেই স্বর্ণমুদ্রা হারিয়ে যায়?

▶ উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হতো এমন পাঁচটি মুদ্রার নাম লেখো।

১.	২.	৩.	৪.	৫.

---

[৭] খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর চৈনিক উপজাতিদের সাম্রাজ্য।

[৮] আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ৩২০ থেকে ৫৫০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

পাঠ ৪

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি: মুসলিম যুগের অর্থনীতি ও ইংরেজ যুগের অর্থনীতি

১.৩ মুসলিম যুগের অর্থনীতি: ১২০০-১৭৫৭ (Economy of Muslim Period: 1200-1757)

১. বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে মুসলিম যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময় শিল্প ও বাণিজ্যে এ দেশ বেশ সমৃদ্ধ ছিল। এখানে দ্রব্যমূল্য ছিল অত্যন্ত কম। ফলে জীবনযাত্রার মান ছিল উন্নত। নৌ-শিল্প বেশ উন্নত হওয়ায় রণতরি ও পালতোলা বিভিন্ন ধরনের নৌকা তৈরি হতো। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন এ সময়ই হয়েছিল। কুটিরশিল্পের ব্যাপক বিকাশের ফলে বিপুল পরিমাণে বস্ত্র, চিনি, কামান, বারুদ, ভোজ্যতেল, লবণ, অলংকার এবং খনিজদ্রব্য লোহা উৎপাদিত হতো। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এসব পণ্য রপ্তানি হতো।

২. ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে পূর্ব বাংলার সোনারগাঁওয়ে প্রথম মুদ্রা প্রচলন শুরু হয়। এ সময় বিনিময় প্রথা রহিত হয়। বাংলার মুসলিম আমলের সেরা সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযমশাহ্‌'র সময় এখানকার অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। তিনি বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রেরণ করতেন। এমনকি গিয়াসউদ্দিন আযমশাহ্ আজকের তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরবেও খাদ্য ও স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়েছিলেন; যা মক্কা ও মদিনার দরিদ্র ও দুস্থদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। বাংলার এ সুলতান মক্কা ও মদিনার বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা, সরাইখানা স্থাপন এবং খাল খননও করিয়েছিলেন।

৩. মুসলিম যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আমরা তথ্য পাই চীনা পরিব্রাজক মা-হুয়ানের[১] বিবরণ থেকে। তিনি বাংলায় কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্য লক্ষ করেছিলেন। বাংলার কৃষকরা খুবই পরিশ্রমী ছিল বলে উল্লেখ করেছেন মা-হুয়ান। তিনি লিখেছেন, কৃষকরাই পরিশ্রম করে বাংলাকে 'স্বর্গরাজ্য' বানিয়েছিল। তখন দ্রব্যমূল্য কম ছিল বলে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ সহজেই পূরণ হতো। মরক্কোর বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) ফখরউদ্দিন মোবারক শাহের আমলে বাংলা সফর করেন। তিনিও বাংলার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা লক্ষ করেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন, খাদ্যদ্রব্য ও জীবনযাত্রা বাবদ ব্যয় বাংলার মত এত কম তিনি বিশ্বের আর কোথাও দেখেননি। তখন দাস-দাসী কেনাবেচা হতো। ইবনে বতুতা নিজেও 'আসুরা' নামে এক সুন্দরি দাসীকে এক স্বর্ণমুদ্রায় কিনেছিলেন। ভারতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোগল শাসনের সূচনা হয়। তার কয়েক দশক আগেই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে ইউরোপীয়রা আসতে শুরু করে। পর্তুগিজ নাবিক ও অভিযাত্রী ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিস্কার করেন। এতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পর্তুগিজদের পর ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার, ইংরেজ ইত্যাদি ইউরোপীয় জাতির বণিকেরা ভারতের সম্পদের টানে ছুটে আসে। তারা বাংলা থেকে প্রচুর পণ্য ক্রয় করত। মোগল আমলে এদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া দর্শনী, মিথি, শাহ্‌যুগ ও জোঘলি নামে চার ধরনের হুন্ডি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মোগল সুবেদার শায়েস্তা খাঁ তার আমলে ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে খান-ই জাহান মুর্শিদকুলী খান এদেশের মূল্যবান স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যাপকভাবে দিল্লিতে পাঠানোয় বাংলা মুদ্রাশূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে বাংলায় কড়ির মুদ্রা প্রচলিত হয়, যা অর্থনীতির তখনকার দুরবস্থাকেই নির্দেশ করে। মোগল আমলে বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল গৌড় নগরী, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম ইত্যাদি।

১.৪ ইংরেজ যুগের অর্থনীতি: ১৭৫৭-১৯৪৭ (Economy of British Period: 1757-1947)

১. **কোম্পানি আমল:** বাংলার মাটিতে বিদেশি বণিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম এসেছিল পর্তুগিজরা। বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি পর্তুগিজ জলদস্যুরা আজও বাংলার ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে। তবে অনেক পরে আসা ইংরেজরাই শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং এক পর্যায়ে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৭৫৭ সালের প্রহসনমূলক পলাশি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা বাংলার শাসনভার দখল করে। এরপর বাংলার অর্থনীতিতে বিপর্যয় শুরু হয়। 'পুতুল নবাব' মীর জাফর ইংরেজদের বার্ষিক রাজস্ব হিসেবে ১.৭৫ কোটি টাকা প্রদান করতেন। পরবর্তী নবাব মীর কাশিমও তাদের অনুরূপভাবে অর্থ প্রদান করেন।

২. **লর্ড ক্লাইভের দ্বৈতশাসন ও 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর':** কিছুদিন পর, ১৭৬৫ সালে ইংরেজ শাসক লর্ড ক্লাইভ বিতর্কিত দ্বৈতশাসন (Dual Government) ব্যবস্থা প্রচলন করেন। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা বাংলার

---

[১] ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে মা-হুয়ান চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন।

প্রজাদের ওপর করের বোঝা ও তা আদায়ের তোড়জোড় বাড়িয়ে দেয়। বাংলার অর্থনীতিতে এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। এমন প্রেক্ষাপটে টানা অনাবৃষ্টির কারণে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। বাংলা ১১৭৬ সালের (১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ) এ দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এ দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আবাসিক প্রতিনিধি রিচার্ড বেচার (Richard Becher) ১৭৭০ সালের ২৫ জুন যে রিপোর্ট দেন তাতে নানা হৃদয়বিদারক তথ্য ছিল। দেশের কয়েকটি অংশে মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মৃত মানুষের মাংস খেয়েছিল। শ্রমিকের অভাবে বহু কৃষিজমি পতিত থেকে জঙ্গলে পরিণত হয়। এ দুর্ভিক্ষের সময়ও নিষ্ঠুর ইংরেজ কোম্পানি ১ কোটি ৪৩ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় করেছিল।

৩. **লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও শিল্প বিপ্লব:** ১৭৯৩ সালে বাংলার অর্থনীতিতে আরেকটি বড় ঘটনা ঘটে। এটি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা। লর্ড কর্নওয়ালিস এদেশে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। ইংরেজ কোম্পানি চুক্তির মাধ্যমে খাজনা আদায়ের বিনিময়ে জমিদারদের স্থায়ীভাবে ভূমির বরাদ্দ দেয়। প্রজারা ভূমির অধিকার হারিয়ে অত্যাচারী জমিদারদের হাতে অসহায় হয়ে পড়ে। এছাড়া ব্রিটেনের অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পর ক্রমে কারখানায় উৎপাদিত বিলেতি পণ্য ভারতে পাঠানো হতে থাকে। এদেশের উৎপাদিত কাঁচামাল নিয়ে ব্রিটেনে পণ্য উৎপাদন করা হতে থাকে। ব্রিটিশদের দূরভিসন্ধিমূলক নীতির কারণে বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্র মসলিনসহ কুটির শিল্পের পতন ঘনিয়ে আসে। বাংলায় তখন ১২ ধরনের মসলিন কাপড় তৈরি হতো, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। ব্রিটিশদের নীতির কারণে দিনে দিনে মসলিন শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। খাজনার চাপে কৃষক, শ্রমিকসহ শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রাও হয়ে পড়ে দুর্বিষহ।

৪. **ধারাবাহিকভাবে দুর্ভিক্ষ:** ১৯২১ সালের পর খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার প্রায় ৩০% হ্রাস পায়। ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯০৭-০৮, ১৯১৮, ১৯২১, ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ হয়। এর মধ্যে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল সর্বাধিক গুরুতর। এতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। খাদ্য উৎপাদন হ্রাস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি জাপানিদের সম্ভাব্য আক্রমণ ব্যাহত করতে ব্রিটিশ সরকারের নৌযান অপসারণ, সৈন্যদের জন্য চালের মজুদ গড়ে তোলা, কালোবাজারিদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কারণে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।

৫. **নীল চাষ শুরু ও কৃষকদের উচ্ছেদ:** ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজরা ভারতে নীল চাষ শুরু করে। অনেক কৃষককে খাদ্যশস্যের বদলে জোরপূর্বক নীল চাষে বাধ্য করা হয়। ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারে অনেক চাষি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। বাংলার কৃষি উৎপাদন তথা অর্থনীতির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৬. **ইংরেজ শাসনের ভালো দিক:** ব্রিটিশ শাসনের কুফল থাকলেও শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পরিবহন, অবকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। ব্রিটিশদের প্রভাবেই এদেশে বাণিজ্যিকভাবে পাট, চা, নীল, তামাক ইত্যাদি অর্থকরী ফসল উৎপাদন শুরু হয়। সড়কপথের উন্নয়ন, রেলপথ চালু এবং টেলিগ্রাফ প্রচলনের ফলে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়। শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল?
[রাবি 'এ' ইউনিট ২০২৩-২৪; ঢাবি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট, সাত কলেজ ২০২২-২৩]

২. কোন শাসক সর্বপ্রথম বাংলায় মুদ্রা প্রচলন করেন? *[চ. বো. ২০১৭]*

৩. সর্বপ্রথম কোন বিদেশি বণিকরা বাংলাদেশে আসে? *[ঢা. বো.; রা. বো. ২০১৭; কু. বো. ২০১৬]*

৪. পলাশির যুদ্ধ কত সালে হয়? *[ঢা. বো. ২০১৯]*

৫. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা কোন সালে হয়েছিল? *[ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০০৩-০৪; চবি 'বি' ইউনিট ২০২৩-২৪]*

৬. বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন কে? *[চবি 'খ' ইউনিট ২০২২-২৩]*

৭. মীর জাফর কত কোটি টাকা ইংরেজদের রাজস্ব হিসেবে প্রদান করে?

▶ উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ইংরেজ আমলে বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়ার পাঁচটি কারণ লেখো।

পাঠ ৫

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি: পাকিস্তান যুগের অর্থনীতি ও স্বাধীনতা উত্তর বর্তমান অর্থনীতি

১.৫ পাকিস্তান যুগের অর্থনীতি: ১৯৪৭-১৯৭১ (Economy of Pakistan Period: 1947-1971)

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। সদ্য স্বাধীন হওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রটির ছিল দুটি অংশ— পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকরা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক অবস্থান নেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ২৪ বছর ধরেই তা বহাল থাকে। অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ সব ক্ষেত্রেই সরকারি নীতি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক। পূর্ব পাকিস্তানে ধান ছাড়াও পাট, চা, তুলাসহ বিভিন্ন অর্থকরী শস্য উৎপাদিত হতো। রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎসস্থল ছিল পূর্ব পাকিস্তান। অথচ বেশিরভাগ অর্থই ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা এদেশ থেকে শিল্পের কাঁচামাল সস্তায় কিনে উৎপাদিত পণ্য চড়া দামে এখানে বিক্রি করত। চব্বিশ বছরের শাসনকালে পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মূল যে বৈষম্যগুলো পরিলক্ষিত হয় তা নিচে বর্ণিত হলো—

১. **কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্য:** বৈষন্যমূলক কৃষিনীতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অন্যতম কারণ। পিয়ার্সন কমিশন নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, স্বাধীনতা লাভের চব্বিশ বছরের মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানে কোনো 'গ্রিন রেভোলিউশন' বা 'সবুজ বিপ্লব' (তুলনামূলক অল্পসময়ে বড় ধরনের কৃষি উন্নয়ন) সংঘটিত হয়নি। অন্যদিকে আধুনিক সেচ ব্যবস্থা ও মুনাফাকেন্দ্রিক কৃষিনীতি অনুসরণের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে 'সবুজ বিপ্লব' সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে মাত্র দুই বছরে (১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে) গম উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১০] পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ফসলের মূল্যেও ছিল বিশাল ফারাক। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত চাল পশ্চিম পাকিস্তানে যখন ১৮ টাকা মণ দরে বিক্রি হতো, তখন পূর্ব পাকিস্তানে চালের মণ ছিল ৫০ টাকা। ১ মণ গমের মূল্য পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১০ টাকা। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৩৫ টাকা।[১১] ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ সালে কৃষকের কাছে কৃষি উপকরণ বিতরণের ক্ষেত্রেও চরম বৈষম্য দেখা যায়। যেমন—পশ্চিম পাকিস্তানে সার বিতরণ করা হয়েছিল ৭,৩৯,০০০ মেট্রিক টন, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে বিতরণ করা হয়েছিল মাত্র ৩,৭১,০০০ মেট্রিক টন।[১২]

২. **জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ে বৈষম্য:** ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান ছিল কম। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের নীতির কারণে দুই অংশের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো। ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩২৭ টাকা ও ৪৬৪ টাকা। নিচে একটি সারণির সাহায্যে এ বৈষম্য তুলে ধরা হলো।[১৩]

মাথাপিছু আয়বৈষম্য (১৯৫৯-৬০ অর্থবছরের মূল্যে)

অর্থবছর	১৯৪৯-৫০		১৯৫৯-৬০		১৯৬৪-৬৫	
টাকা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
জিডিপি (কোটি টাকায়)	১৩১৩	১১৮৩	১৫৫৫	১৬৭৯	১৯৯৯	২৩৭৯
মাথাপিছু আয় (টাকায়)	৩০৫	৩৩০	২৮৮	৩৭৩	৩২৭	৪৬৪

৩. **প্রবৃদ্ধির হারে পার্থক্য:** ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর অনেকেই ভেবেছিলেন, পাকিস্তানের দুই অংশ একে অপরের বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু

---

[১০] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড

[১১] রুদ্র সাইফুল, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের চিত্র

[১২] অলি আহমদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫

[১৩] Gustav F. Papanek, Pakistan's Development: Social Goals and Private Incentives. (H.U. Press)

অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির কারণে সে প্রত্যাশা বাস্তবে রূপ নেয়নি। ১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে Gross National Product (GNP) এর প্রবৃদ্ধির হার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল যথাক্রমে ১.৭% ও ৩.৬%। তা ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.২% ও ৬.২%-এ।[১৪]

৪. **বিনিয়োগ ক্ষেত্রে বৈষম্য:** পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের অন্যতম কারণ ছিল বিনিয়োগের তারতম্য। পশ্চিম পাকিস্তানে বেসরকারি খাতেও অনেক বেশি বিনিয়োগ হতো। ভারত বিভাগের পর বিপুলসংখ্যক মুসলমান ব্যবসায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাস আরম্ভ করে, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানে বলতে গেলে কোনো উদ্যোক্তা শ্রেণি ছিল না। পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৭-৬৮ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ পূর্ব পাকিস্তানে হয় ৩৯০.৩০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে হয় ১৩৬৬.৭০ কোটি টাকা।

৫. **ব্যাংকিং ও অর্থায়নের নিয়ন্ত্রণ:** ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর মুসলিম মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ বোম্বে থেকে করাচিতে (পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী) স্থানান্তরিত হয়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে বিনিয়োগ হয়েছিল তা এসেছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। আন্তর্জাতিক বাজারে তখন পাটের চাহিদা ক্রমেই হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে বেশি বিনিয়োগ হয়েছিল পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন খাতে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এ সময় লৌহ ও ইস্পাত ইত্যাদি ভারী শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

জেনে রাখো

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত সুকৌশলে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন শুরু করে। ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এতে পূর্ব বাংলার অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যায়।

৬. **কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ব্যয়ে বৈষম্য:** রাজস্বের প্রধান উৎসগুলো ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এ সকল রাজস্বের বেশি অংশ আসত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। কিন্তু তার সিংহভাগ ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬০-৬১ অর্থবছর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয়ের মাত্র ১২% (২৬৯ কোটি টাকা) পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয় ৯৯৫ কোটি টাকা (৪৫%)। অবশিষ্ট ৪৩% বা ৯৫২ কোটি টাকা অনির্দিষ্ট থাকে, যা রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার কারণে সেখানেই ব্যয় হয়।[১৫]

৭. **সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ে বৈষম্য:** পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে সবসময় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানকে কম বরাদ্দ দিত। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬০-৬১ অর্থবছর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিনিয়োগ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল যথাক্রমে ১৭২ কোটি টাকা এবং ৪৩০ কোটি টাকা। পাকিস্তানের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬০-৬৫) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৫-৭০) এর অধীনেও পূর্ব পাকিস্তানের বরাদ্দ ছিল কম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ব্যয়ের ৩১% পূর্ব পাকিস্তান এবং ৬৯% পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছিল। অনুরূপভাবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে পূর্ব পাকিস্তান ৩৬% এবং পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছিল ৬৪%।[১৬] নিচে সারণির সাহায্যে উন্নয়ন ব্যয় বৈষম্যের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো—

কোটি টাকায়

সময় (সাবেক পাকিস্তান আমলে)	পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ	পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ	মোট বরাদ্দের পূর্ব পাকিস্তানের অংশ (%)
১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৭২২	৩৩৬	৩২%
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৮৬০	৯৭০	৩৪%
৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২৬১০	১৬৭০	৩৯%

৮. **বৈদেশিক সাহায্য বণ্টনে বৈষম্য:** পাকিস্তান আমলে যে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে তার সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্যের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হতো। ফলশ্রুতিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে চলে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে যে বৈদেশিক উন্নয়ন সাহায্য আসে তার মাত্র ১৭% পায় পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান পেতো ৬২% এবং কেন্দ্রের জন্য ২১%। ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৫-৬৬ অর্থবছর পর্যন্ত যে প্রকল্প সাহায্য আসে তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে দেওয়া হয়েছিল ২৩৯ মিলিয়ন ডলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে দেওয়া হয়েছিল ২৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

---

[১৪] A Measure of Economic Growth in East and in West Pakistan: S. U. Khan, Staff Economist, The Institute of Development Economics.

[১৫] সৈয়দ আকমল মাহমুদ, বাংলাদেশের অর্থনীতি

[১৬] উৎস: Pakistan Planning Commission

৯. **আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৈষম্য:** তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার আরেকটি হাতিয়ার ছিল আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য। পশ্চিম পাকিস্তান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করতো। ঐ কাঁচামাল দিয়ে উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্য পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রি করা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিদের মুনাফার অন্যতম প্রধান উৎস। আবার বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৬-৬৭ অর্থবছর পর্যন্ত শুধু ১৯৫০-৫১ অর্থবছর ছাড়া বাকি সকল বছরই পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি ছিল। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে শুধু ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছর ছাড়া সকল বছর উদ্বৃত্ত ছিল। এই ১৮ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের মোট উদ্বৃত্ত ছিল ৪৮১.৮৭ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল মোট ১৫৭৭.৫৩ কোটি টাকা।[১৭]

১০. **আমদানি রপ্তানির ব্যবধান:** পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানি করত বেশি, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় আমদানি করতো কম। পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো তা জমা হতো কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন স্টেট ব্যাংকে। বিনিময়ে তারা পেত দেশীয় মুদ্রা। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল এই দুই দশকে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৩৩০.৩ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ১৯৪৭.৬ কোটি টাকা। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানির পরিমাণ ছিল ১৯২৬.১ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৪১৯১.৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের আমদানির পরিমাণ ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ কম।

১১. **চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য:** দেশের দুই অংশের (পূর্ব ও পশ্চিম) মধ্যে চাকরির ক্ষেত্রে প্রকট বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সেনা অফিসার মূলত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেওয়া হতো এবং পূর্ব পাকিস্তানকে উপেক্ষা করা হতো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ হয়েছিল সচিব পদে ১৪%, যুগ্ম সচিব পদে ২০% এবং উপ সচিব পদে ৬%। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ পদগুলোতে নিয়োগ হয়েছিল যথাক্রমে ৮৬%, ৮০% এবং ৯৪%। দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগের সদর দপ্তরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। চাকরি ক্ষেত্রে এই বৈষম্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ ও নির্দেশক।

১২. **প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ:** পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল পরিকল্পনা প্রণীত হতো কেন্দ্রীয় সরকারের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে সহজেই সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত।

এককথায়, পাকিস্তানি শাসনের ২৪ বছরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। এর পরিণতিতে, এ ভূখণ্ডের মানুষ একসময় পাকিস্তানি শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এক পর্যায়ে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করার পর পাকিস্তান ভেঙে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

১.৬ স্বাধীনতা উত্তর (বর্তমান) অর্থনীতি: ১৯৭১-বর্তমান (Economy after Independence: 1971-Present)

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য বৈষম্যের প্রতিবাদে এদেশের আপামর মানুষ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধে জয় লাভ করে '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারা গঠন করে স্বাধীন বাংলাদেশ। জাতির প্রত্যাশা ছিল, জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন করে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে। রাষ্ট্রে থাকবে না অভাব, শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। পাকিস্তান আমলের সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অনেক এগিয়েছে। তবে স্বাধীনতার পর প্রায় অর্ধশতক কেটে গেলেও আমরা প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক মুক্তির পূর্ণ স্বাদ এখনো পাইনি।

---

[১৭] Muhammad Anisur Rahman, East and West Pakistan: A Problem in the Political Economy of Regional Planning.

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়েছে। তার মধ্যে ২টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গৃহীত ও সম্পন্ন হয়েছে। এসব পরিকল্পনার বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। যেমন– প্রথম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৩-১৯৭৮), দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮০-৮৫), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮৫-৯০), চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক (১৯৯০-৯৫), পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক (১৯৯৭-২০০২), ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক (২০১১-২০১৫) ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৫.৫০%, ৫.৪০%, ৫.৪০%, ৫%, ৭%, ৭.৩% ও ৭.৪%। কিন্তু অর্জিত হয় যথাক্রমে ৪%, ৩.৮০%, ৩.৮০%, ৪.১৫%, ৫.২১%, ৬.৩৫% এবং ৭.১৩।[১৮] অষ্টম পঞ্চবার্ষিক (২০২০-২০২৫) পরিকল্পনা চলমান রয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই পরিকল্পিত অর্থনীতির কায়দায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও নানা কারণে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশ ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠন করার মাধ্যমে কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে বেসরকারি খাতে স্থানান্তর করা হতে থাকে। এর ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নয়নের গতি আগের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ক্রমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার সুবাদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়তে থাকে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুসারে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১২৯ মার্কিন ডলার। যা ২০২৩ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৭৬৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালের খানা জরিপ অনুসারে ৮২.৯ শতাংশের বেশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। ২০১০ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৩৫.২ শতাংশ হয়, এ হার কমে ২০২১ সালে ২০.৫০ শতাংশ হয়েছে।[১৮] ১৯৭৫ সালে এ দেশে গড় আয়ু ছিল মাত্র ৪৬ বছর, যা ২০২৪-তে দাঁড়িয়েছে ৭২.৩ বছর। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভিশন-২০২১ ঘোষণা করা হয়েছিল। ভিশন-২০২১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে প্রযুক্তিভিত্তিক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তুলে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল।*

বাংলাদেশ ২০১৫ সালের জুলাই মাসে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। এভাবে চললে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে 'উন্নত' দেশের কাতারে পৌছাতে পারবে। যা হবে বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট অর্জন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কোন সালে উন্নয়নশীল দেশ উন্নীত হবে? *[ঢাবি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট, সাত কলেজ ২০২২-২৩]*

২. পাকিস্তান যুগের অর্থনীতির সময়কাল কত ছিল?

৩. ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের কতটি অংশ ছিল?

৪. ১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার কত ছিল?

৫. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত শতাংশ?

৬. ১৯৭৩-৭৪ সালের খানা জরিপ অনুসারে বাংলাদেশের কত শতাংশের বেশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো?

৭. ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে গড় আয়ু ছিল?

► উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[১৮] বাংলাদেশের অর্থনীতি, শাহেদ ও অন্যান্য

[১৮] খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬

* UNDP রিপোর্ট-২০২০।

পাঠ ৬ ও ৭ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ

১.৭ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location of Bangladesh)

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ নিয়েই এর ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান। প্রাকৃতিক পরিবেশ আবার জৈব ও অজৈব পরিবেশ নিয়ে গঠিত। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ নিয়ে জৈব পরিবেশ গঠিত হয়। অন্যদিকে ভূ-প্রকৃতি, আকৃতি, আয়তন, অবস্থান, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ; নদনদী, উপকূল রেখা নিয়ে অজৈব পরিবেশ গঠিত। জাতি, ধর্ম, সরকার, জনসংখ্যা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে সামাজিক পরিবেশ। বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত। এদেশ উত্তরে ২০°৩৪′ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং পূর্বদিকে ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কল্পিত কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করায় এদেশ পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। গ্রীনিচ মান সময় অপক্ষো বাংলাদেশ সময় ৬ ঘণ্টা আগে।

সীমানা (Territory): বাংলাদেশ তিনদিকে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মিয়ানমার (সাবেক বার্মা) এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মিয়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। বাংলাদেশের মোট ৪৭১১ কি.মি.সীমান্তের মধ্যে পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে ভারতের সঙ্গে ৩৭১৫ কি.মি. এবং দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমারের সঙ্গে ২৮০ কি.মি. সীমান্ত রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের টানা প্রায় ৭১৬ কি.মি. উপকূল।[১৯]

আয়তন (Land Area): বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা প্রায় ২২ কি. মি. (১২ নটিক্যাল মাইল) এবং দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল সমুদ্র সীমারেখা থেকে গভীর সমুদ্রের প্রায় ৩৭০ কি. মি. (২০০ নটিক্যাল মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশের সব প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের সার্বভৌম অধিকার বাংলাদেশের।

জনসংখ্যা (Population): ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ছিল ১৩০ মিলিয়ন। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৫১.৭ মিলিয়ন। বর্তমানে (২০২৪) তা ১৭১.০০ মিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৩%। পুরুষ-মহিলা অনুপাত ৯৬.৩ ঃ ১০০। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৭১ জন। স্থূল জন্মহার (Crude Birth Rate) প্রতি ১০০০ জনে ১৯.৪ এবং স্থূল মৃত্যুহার (Crude Death Rate) প্রতি ১০০০ জনে ৬.১। এক বছরের কম বয়সে শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২৭ জন। প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল পুরুষ ৭০.৮ বছর, মহিলা ৭৩.৮ বছর এবং উভয়ের গড় ৭২.৩ বছর।[২০] মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর$^{+}$) ৭.৩৫ কোটি। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৮০ কোটি এবং মহিলা ২.৫৫ কোটি। মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার কৃষিতে ৪৫.০০%, অকৃষি খাতে ৫৫% (শিল্পখাতে ১৭.০০% ও সেবা খাতে ৩৮.০০%)। জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা ১৮.৭%, নিম্নসীমা ৫.৬%। সুপেয় পানি গ্রহণকারী (ট্যাপ ও টিউবওয়েলের পানি) ৯৮.২%, উন্নত টয়লেট সুবিধা ৯৩.৬৩%, সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$) ৭৭.৯%।[২১]

পরিবেশ (Environment): আভিধানিক অর্থে পরিবেশ অর্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থা; যা বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব উপাদান দ্বারা গঠিত। কিন্তু পরিবেশ শব্দের দ্বারা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়কে বোঝানো হয়। যে পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বা অন্যান্য জীব বসবাস করে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাকে পরিবেশ বলা হয়। পরিবেশ বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত হয়। যেমন— ঘর বাড়ি, রাস্তাঘাট, বন-বনানী, কৃষ্টি কালচার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি। এসব উপাদানকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন— ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ; খ. সামাজিক বা মানবিক পরিবেশ।

---

[১৯] ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণি; বি.দ্র. মোট সীমানা ৫১৩৮ কি.মি., এর মধ্যে স্থলসীমা ৪৪২৭ (ভারতের সাথে ৪১৫৬ এবং মিয়ানমারের সাথে ২৭১) কি.মি.; সমুদ্রসীমা ৭১১ কি.মি.। *তথ্যসূত্র: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ*

[২০] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪: ১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫ মাইল বা ১.৮৫২ কি.মি.

[২১] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

১.৮ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment of Bangladesh)

মানুষের অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদানের দ্বারা সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতাকে তার পরিবেশ বলে। একটি দেশের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সমন্বয়ে সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হলে এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশের অর্থনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। একটি দেশের মানুষের জীবিকা অর্জন, ভোগ, বাণিজ্য তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব থাকে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, উদ্ভিদ, প্রাণী, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝায়।

ভূমির অবস্থা ও গঠনকাল অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

সময়কাল	বছর	ভূপ্রকৃতি	বৈশিষ্ট্য
টারশিয়ারি	৭ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে	টারশিয়ারি যুগের পার্বত্য ভূমি বা পাহাড়সমূহ	উচ্চভূমি ও নিবিড় বনভূমি
প্লাইস্টোসিন	১০ লক্ষ বছর পূর্বে	প্লাইস্টোসিন যুগের চত্বর বা সোপানসমূহ	সমভূমি থেকে সামান্য উচ্চভূমি ও অনিবিড় বনভূমি
হলোসিন বা সাম্প্রতিক সময়	১ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত	সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চল বা পলল সমভূমি	নদীবিধৌত বিস্তৃত পলি মৃত্তিকার সমভূমি

১. **টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি অঞ্চল:** চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকাগুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এসব পাহাড় মিয়ানমারের আরাকান, উত্তর-পূর্ব ভারতের লুসাই ও গারো পাহাড়ের শ্রেণিভুক্ত এবং হিমালয় পর্বতমালা গঠনের সময় এসব পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থান অনুযায়ী এ পাহাড়ি অঞ্চল দু'ভাগে বিভক্ত। যথা— ক. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ ও খ. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

ক. **দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ:** খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলার কিছু অংশে অবস্থিত পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের নদীসমূহ হলো কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা, কাসালং, নাফ ইত্যাদি। বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালীতে অবস্থিত। তাছাড়া এখানে কিছুসংখ্যক উষ্ণ প্রস্রবণও রয়েছে।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য:

i. কর্ণফুলী নদীর উজানে কাপ্তাইতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

ii. এসব পাহাড়ি এলাকায় স্থানীয় অধিবাসীরা জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকেন।

iii. এখানে ধান, চা, রাবার, আনারসসহ বিভিন্ন ফল, হলুদ, কাজুবাদাম ইত্যাদির চাষ হয়।

vi. কোনো কোনো স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর ইত্যাদি খনিজসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে।

v. পাহাড়, নদী, হ্রদ ও বনের সৌন্দর্যের কারণে এটি দেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন অঞ্চল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও এখানকার বন সেগুন, গর্জন, গামারি, চাপালিস, কড়ইসহ মূল্যবান কাঠের উৎস।

vi. স্থানীয় বাঁশের ওপর নির্ভর করে পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ১৯৫৩ সালে দেশের প্রথম কাগজ কল 'কর্ণফুলী পেপার মিল' স্থাপিত হয়।

খ. **উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ:** এ অঞ্চল সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার ছোট বড় পাহাড়গুলো নিয়ে গঠিত। এখানকার বিক্ষিপ্ত পাহাড়গুলো খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো এবং লুসাই পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন অংশ।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য:

i. এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে পাহাড়ের ঢালে চা, আনারস ও কমলালেবু উৎপন্ন হয়।

ii. প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে যা আসবাবপত্র তৈরি, গৃহনির্মাণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

iii. প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর ও কয়লা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

২. **প্লাইস্টোসিন যুগের উচ্চভূমি অঞ্চল:** বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের বিশাল বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর গড়, ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার ময়নামতি ও লালমাই-এর উচ্চভূমি নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। প্লাইস্টোসিন যুগের একেবারে শেষ প্রান্তে, আজ থেকে প্রায় ২৫ হাজার বছর আগে এ সব উচ্চভূমি গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এ অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

ক. **বরেন্দ্রভূমি:** রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এ অঞ্চলে ধান, পাট, গম, ভুট্টা, কলা, পান ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।

খ. **মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়:** উত্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত অর্থাৎ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর অঞ্চল জুড়ে এর বিস্তৃতি। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত এ অঞ্চলের উত্তরাংশ মধুপুরগড় নামে এবং গাজীপুর জেলার দক্ষিণাংশ ভাওয়ালের গড় নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের মাটি লাল এবং কঙ্করময়। এ অঞ্চলে শাল বৃক্ষের বনভূমি বিদ্যমান। এখানে কাঁঠাল, আনারস ভালো জন্মে।

গ. **ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়:** কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কি. মি. দক্ষিণে প্রায় ৩৪ বর্গ কি.মি. এলাকা নিয়ে ময়নামতি ও লালমাই পাহাড় অবস্থিত। এ পাহাড়ের মাটি লাল এবং তা নুড়ি, বালি ও কাদা দ্বারা গঠিত।

৩. **সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চল:** পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা নদী এবং এদের উপনদী ও শাখানদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা এ অঞ্চল গঠিত। এ নদীগুলো প্রায়ই গতি পরিবর্তন করে বলে নদীর অববাহিকায় নতুন নতুন পলল ভূমি গঠিত হয়। এ অঞ্চলে অনেক জলাভূমি ও বিল ছড়িয়ে রয়েছে। প্লাবন সমভূমি অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. **কুমিল্লা (ত্রিপুরা) সমভূমি:** চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ এবং নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ নিয়ে এ সমভূমি গঠিত। এ অঞ্চলের ভূমি উর্বর হওয়ায় ধান, পাট, তরমুজ, সুপারি, নারিকেল এবং বিভিন্ন ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

খ. **সিলেট অববাহিকা:** সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের অধিকাংশ এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার সামান্য অংশ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলে ইরি, বোরো ধান, বাদাম ইত্যাদির চাষ হয়। এ অঞ্চলের হাওরে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

গ. **পাদদেশীয় পলল সমভূমি:** পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, লালমনিরহাট এবং কুড়িগ্রাম জেলার উত্তরাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। হিমালয় পর্বত থেকে নদীর বয়ে আনা পলল দ্বারা এ সমভূমি গঠিত। তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া ইত্যাদি নদীবাহিত পলি জমার ফলে এ অঞ্চলে ঢালু ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। পাদদেশীয় পলল সমভূমি অঞ্চলে ধান, পাট, গম, তামাক প্রচুর উৎপন্ন হয়।

ঘ. **পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার প্লাবন সমভূমি:** এটি বাংলাদেশের মূল প্লাবন সমভূমি। এ সমভূমি ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, পাবনা এবং রাজশাহী অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান প্লাবিত হয়।

ঙ. **ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমি:** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ সমভূমিকে ব-দ্বীপ সমভূমি বলে। কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের সম্পূর্ণ অংশ এবং রাজশাহী, পাবনা ও ঢাকা অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে এ সমভূমি গঠিত। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলটি পদ্মা ও এর শাখা নদী দ্বারা গঠিত। অনেক ছোট বড় নদী, বিল এবং দ্বীপ এ সমভূমির প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। নদীগুলোর মোহনায় অনেক দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে হাতিয়া, ভোলা, সন্দ্বীপ, শাহবাজপুর, মোহনপুর উল্লেখযোগ্য। এ সমভূমির দক্ষিণে খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের তীরে রয়েছে বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল সুন্দরবন।

চ. **চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী সমভূমি:** ফেনী নদী থেকে কক্সবাজারের কিছু দক্ষিণ পর্যন্ত এ সমভূমি বিস্তৃত। এ অঞ্চল প্রধানত কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, বাঁশখালি ইত্যাদি নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য:

i. এখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া সাগর উপকূল, নদীসহ প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে পাওয়া যায় প্রচুর মাছ। উপকূলীয় এলাকার কোনো কোনো স্থানে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ প্রস্তুত করা হয়।

ii. এ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে অনেক দেশিবিদেশি পর্যটক বেড়াতে যায়। পর্যটন থেকে আয় দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে।

ভূ-প্রকৃতির প্রভাব: বাংলাদেশের নিম্ন সমতলভূমি কৃষিকাজের জন্য উপযোগী। তাই এ অঞ্চলের মানুষের জীবিকা অর্জনে কৃষি কাজের অবদান বিশাল। অন্যদিকে, গভীর পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকাজ অসুবিধাজনক বলে সেখানকার বেশিরভাগ লোক ফলমূল চাষ, কাঠ সংগ্রহ, পশুপালন ও কিছু পরিমাণে পশু শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে।

মৃত্তিকার গঠন (Soil Texture): ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ যে পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে তাকে মৃত্তিকা বা মাটি বলে। বাংলাদেশের মাটি চার প্রকার। যথা—

ক. **পুরাতন পলল বা লোহিত মৃত্তিকা:** লাল কাঁকরযুক্ত হওয়ায় এ মৃত্তিকার বর্ণ লাল। তাই একে লোহিত মৃত্তিকা বলে। উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি, ভাওয়াল ও মধুপুরের গড় এলাকার মাটি লাল রঙের। এতে বালি কম, কাদা বেশি। এ মাটি কম উর্বর।

খ. **নতুন পলল বা পাললিক মৃত্তিকা:** দেশের নিম্ন সমভূমি অঞ্চলের মাটি নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। ফলে মাটি খুবই উর্বর।

গ. **পাহাড়ি মৃত্তিকা:** টারশিয়ারি যুগে বেলে পাথর ও কর্দম শিলা থেকে এ জাতীয় মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে। দেশের পাহাড়ি অঞ্চলের কঠিন শিলার চূর্ণ মিশ্রিত এ মৃত্তিকা কৃষির জন্য তেমন উপযোগী নয়।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য: মৃত্তিকার গুণাগুণের ওপর মানুষের উপজীবিকা নির্ভরশীল। এদেশের নিম্ন সমভূমির মৃত্তিকা উর্বর বলে সেখানকার মানুষের উপজীবিকা কৃষিনির্ভর। সমুদ্র উপকূলের মৃত্তিকা লবণাক্ত বলে সেখানকার লোকদের উপজীবিকা মৎস্য শিকার, শুঁটকি তৈরি এবং লবণ চাষ। পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা শিলাচূর্ণ মিশ্রিত বলে সেখানেও কৃষিকাজ কম হয়। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের মূল উপজীবিকা বিভিন্ন ধরনের। যেমন— পশুপালন, উদ্যানকৃষি, কাঠ সংগ্রহ এবং কিছু পরিমাণে পশু শিকার প্রভৃতি।

ঘ. **লবণাক্ত মৃত্তিকা:** বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকাসহ উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ত মৃত্তিকা দেখা যায়।

৪. **জলবায়ু:** কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করেছে। অন্যদিকে এদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ কারণে এদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, অর্থাৎ শীত বা গরম কোনোটিই খুব বেশি নয়। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬.০১° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার।

গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস। বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস এপ্রিল। দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলে কম বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং আবহাওয়াও আর্দ্র থাকে।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য: জলবায়ুর প্রভাবে নিম্ন অঞ্চল ভূমিতে মানুষের উপজীবিকা কৃষিকার্য এবং পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের কারণে বনভূমি সৃষ্টি হয় এবং সেখানকার লোকদের উপজীবিকা ভিন্ন ধরনের হয়।

৫. **নদ-নদী:** নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছোটো-বড়ো অসংখ্য নদ-নদী (প্রায় ৯০৭টি) জালের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। উপনদী ও শাখানদীসহ এ দেশের নদীর মোট দৈর্ঘ্য হলো প্রায় ২২,১৫৫ কি. মি.।[২২]

i. **পদ্মা:** এই নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে রাজশাহী জেলার সীমান্ত দিয়ে পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পদ্মা গোয়ালন্দের কাছে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর পর দক্ষিণ-পূর্বে চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নামে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পদ্মার প্রধান শাখানদীগুলো হলো মাথাভাঙা, ইছামতি, কুমার, গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, নবগঙ্গা, চিত্রা, কপোতাক্ষ ইত্যাদি।

জেনে রাখো

দেশের দীর্ঘতম নদী হচ্ছে ইছামতী। এর দৈর্ঘ্য ৩৩৪ কিলোমিটার। দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদ ধনু। এর দৈর্ঘ্য ৩০৩ কিলোমিটার। সবচেয়ে বেশি নদ-নদী সিলেট বিভাগে। অন্যদিকে সবচেয়ে কম নদী চট্টগ্রাম বিভাগে।

[তথ্যসূত্র: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন]

ii. **মেঘনা:** আসামের বরাক নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে সিলেট জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। কুশিয়ারা নদী ভৈরবাজারের উত্তর-পূর্ব দিকে মদনা নামক স্থানে কালনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে ভৈরব বাজারের কাছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পরে এ মেঘনা নদী দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়। মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী ইত্যাদি এর উপনদী।

iii. **যমুনা:** ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা নামে সরাসরি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দৌলতদিয়ার কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। করতোয়া ও আত্রাই যমুনার প্রধান উপনদী। ধলেশ্বরী যমুনার শাখানদী এবং বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর শাখানদী।

iv. **ব্রহ্মপুত্র:** এ নদ হিমালয় পর্বতের অনেক উঁচু স্থান কৈলাস শৃঙ্গের কাছে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদটি চীনের তিব্বত ও ভারতের আসামের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নামে কুড়িগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে এটি তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এরপর দক্ষিণ দিকে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে নদটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। প্রথম শাখা দক্ষিণ-পূর্বে জামালপুর ও ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিশেছে। অন্য শাখাটি যমুনা নামে দক্ষিণমুখী হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী এবং বংশী ও শীতলক্ষ্যা প্রধান শাখানদী।

v. **কর্ণফুলী:** আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে কর্ণফুলী নদী রাঙামাটি ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর তীরেই দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ নদীর তীরে চন্দ্রঘোনাতে কর্ণফুলী কাগজের কল ও রেয়ন মিল অবস্থিত। বাংলাদেশের প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত। ফেনী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, কাসালং, হালদা ও বোয়ালখালি এ নদীর প্রধান উপনদী।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য: নদী অববাহিকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও উপজীবিকা অনেকাংশেই নদনদী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর অববাহিকার অধিবাসীদের একটি বড় অংশ মূলত মৎস্য শিকার, মৎস্য ব্যবসা, নৌচালনা, পণ্য পরিবহন বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবনযাপন করে।

---

[২২] সূত্র: ভূগোল ও পরিবেশ, ৯ম-১০ম শ্রেণি, পৃষ্ঠা-১৫৬

৬. **উদ্ভিদ ও বনাঞ্চল:** বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে সর্বত্র সবুজ তরুলতা দেখা যায়। এদেশের বনভূমি চার প্রকার। যথা- ১. দক্ষিণের সুন্দরবন ২. পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনভূমি ৩. মধ্য অঞ্চলের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং ৪. দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য: বাংলাদেশের বনাঞ্চলে শাল, সেগুন, গর্জন, মেহগনি, বাঁশ, সুন্দরি, গরান ইত্যাদি গাছ ও গোলপাতা পাওয়া যায়। বন থেকে অনেক মধু এবং মোমও আহরিত হয়। বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে এলাকার অনেক মানুষ জীবিকা অর্জন করে। বন তথা বৃক্ষ কার্বন শোষণ করে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব কমিয়ে আনে।

জেনে রাখো

- বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৬২ সালে।
- ১৮৬৫ সালে বন আইন প্রণীত হয়।
- সর্বপ্রথম ১৮৯২ সালে বৈজ্ঞানিকভাবে বন ব্যবস্থাপনার জন্য সুন্দরবনের ওয়ার্কিং প্লান তৈরি হয়। বন নীতি প্রণীত হয় ১৮৯৪ সালে।
- সর্বপ্রথম ফরেস্ট ইনভেন্টরি করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৬১ সালে।
- ১৯৬৩ সালে সর্বপ্রথম বন সম্প্রসারণ শুরু হয়। চট্টগ্রামের বেতাগী ও পোমরাতে ১৯৭৯ সালে সর্বপ্রথম সামাজিক বনায়ন শুরু হয়। ১৯৯৪ সালে বৃক্ষমেলা শুরু হয়।

তথ্যসূত্র: বন অধিদপ্তর।

৭. **খনিজ সম্পদ:** এদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, কঠিনশিলা, পিট কয়লা, সিলিকা বালু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব খনিজ সম্পদ গৃহস্থালী ও শিল্পখাতে কাজে লাগে। খনি শিল্পে কাজ করে অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এদেশে তিন ধরনের খনিজ সম্পদ রয়েছে।

ক. শক্তিসম্পদ: কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল।

খ. ধাতব খনিজ: অল্প পরিমাণ তামা ও আকরিক লৌহ।

গ. অধাতব খনিজ: চুনাপাথর, কঠিনশিলা, চীনামাটি, সিলিকা বালু, নুড়ি পাথর, গন্ধক, খনিজ লবণ ইত্যাদি।

এছাড়া কক্সবাজার অঞ্চলে সাগরসৈকতের বালিতে বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ উপাদান রয়েছে যা এখনো আহরণ করা শুরু হয়নি।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শক্তিসম্পদ শিল্পের শক্তি সরবরাহ করে থাকে। বিভিন্ন ধাতব এবং অধাতব খনিজ গৃহনির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য, বাসনপত্র তৈরি, অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। অধাতব খনিজ লবণ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মোট সীমানা কত কিলোমিটার? */দি. বো. ২০১৭/*
২. বাংলাদেশের মোট অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল? */সকল বোর্ড ২০১৮; ঢা. বো. ২০১৭; ব. বো. ২০১৭/*
৩. মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত কত কিলোমিটার? */দি. বো. ২০১৬/*
৪. গ্রীনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ সময় কত ঘণ্টা আগে? */চবি ঘ ইউনিট ২০২২-২৩/*
৫. বাংলাদেশের মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে? */ঢা. বো. ২০১৬/*
৬. বাংলাদেশের উষ্ণতম মাসের নাম কী? */জাবি 'বি' ইউনিট ২০২৩-২৪/*
৭. অবস্থান অনুযায়ী টারশিয়ারি যুগের পাহাড়িয়া অঞ্চলকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়?
৮. বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোথায় অবস্থিত? */ঢাবি খ ইউনিট ২০২৩-২৪/*

▶ উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের ভূমির অবস্থান ও গঠন অনুযায়ী এর সময়কাল প্রবাহ চিত্রে আঁক।

পাঠ ৮

অবকাঠামো, বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

১.৯ অবকাঠামো (Infrastructure)

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্য কতকগুলো মৌলিক উপাদান অপরিহার্য। উন্নয়নের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এসব অপরিহার্য উপাদানকে অবকাঠামো বলে। অর্থাৎ অবকাঠামো বলতে কোনো দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক ভিত্তিকে নির্দেশ করে। অবকাঠামোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. **সামাজিক অবকাঠামো:** যেসব সামাজিক উপাদান একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে তাকে সামাজিক অবকাঠামো বলে। উন্নত সামাজিক অবকাঠামো দেশের জনগণকে কর্মঠ, উদ্যমী ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে। সামাজিক অবকাঠামোর উপাদানগুলো হচ্ছে: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি।

২. **অর্থনৈতিক অবকাঠামো:** যেসব অর্থনৈতিক উপাদান অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে গতিশীল করে এবং অর্থনৈতিক উন্ননের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে যেগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে। অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপাদানগুলো হচ্ছে: রেলওয়ে, সড়কপথ, নৌপথ ও আকাশপথ, যাতায়াত ব্যবস্থা, ডাক, তার টেলিফোন, টেলিভিশন, বাঁধ, সেচ, ব্যাংক, বিমা, শক্তি সম্পদ প্রভৃতি।

অবকাঠামোর এসব উপাদানকে উন্নত ও দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা হলে উৎপাদনের উপাদানগুলোর গতিশীলতা বাড়ে ও সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়। অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

১.১০ বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো (Structure of Bangladesh Economy)

যে কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে একটি দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয় বা অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে তাকে অর্থনীতির কাঠামো বলে। বিভিন্ন খাত ও উপখাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো গঠিত হয়েছে।

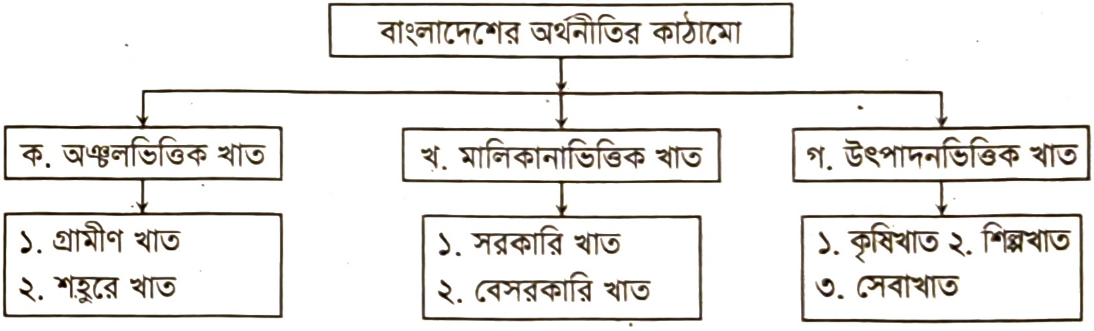

ছক: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাত

ক. অঞ্চলভিত্তিক খাত

১. গ্রামীণ খাত (Rural Sector): বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত ও পরিচালিত হয়, তা গ্রামীণ খাতের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এ খাতের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামীণ খাতের উপখাতগুলো নিম্নরূপ–

i. **কৃষি:** বাংলাদেশের জনসংখ্যার এখনো প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই এ দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি।

ii. **শিল্প:** গ্রামীণ শিল্পখাত হলো ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প। গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– তাঁত শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঁসাশিল্প, পিতলশিল্প, মৃৎশিল্প, স্বর্ণশিল্প, কাঠশিল্প, হস্তশিল্প, বিড়ি শিল্প, লবণ শিল্প, চামড়া শিল্প, নারিকেলের ছোবড়া শিল্প ইত্যাদি।

iii. **পরিবহন ও যোগাযোগ:** গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো গ্রামীণ পাকা, আধাপাকা, কাঁচা রাস্তা এবং নদীপথ। অতীতে মানুষ নৌপথে বেশি যাতায়াত করত। নৌকা, রিকশা, ভ্যানগাড়ি, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, বাইসাইকেল ও মোটর সাইকেল, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ইত্যাদি গ্রামীণ রাস্তায় চলাচলের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

iv. **পল্লী বিদ্যুৎ:** গ্রামাঞ্চলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে যা দিয়ে আবাসিক প্রয়োজন ছাড়াও সেচকাজ ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো চলে।

v. **ব্যাংকিং সুবিধা:** বর্তমানে কৃষি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ঋণদান সমিতি, এজেন্ট ব্যাংকিং ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবার প্রসার ঘটছে।

vi. **গ্রামীণ ব্যবসা-বাণিজ্য:** গ্রামে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কৃষিপণ্য ও কাঁচামাল এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্পের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়।

২. শহুরে খাত (Urban Sector): বাংলাদেশের শহর এলাকায় যে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত ও পরিচালিত হয়, তা শহুরে খাতের অন্তর্ভুক্ত। অব্যাহত নগরায়ণের ফলে এ খাতের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহুরে খাতের উপখাতগুলো নিম্নরূপ—

i. **বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প:** পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যাংকিং ও বিমা সুবিধার কারণে অধিকাংশ বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প দেশের শহরাঞ্চলের আশপাশে গড়ে উঠেছে।

ii. **ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান:** শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শহরাঞ্চলেই গড়ে ওঠে।

iii. **ব্যবসা-বাণিজ্য:** পরিবহন সুবিধা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির সেবা শহরাঞ্চলে সহজলভ্য হওয়ায় প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো শহরাঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছে।

iv. **বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ:** বিভিন্ন কল-কারখানার জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহৃত হয়। তাই এ খাতকে শহুরে খাত হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্থনীতিতে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.১২%।

v. **পেশা ও চাকরি:** সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা ও ব্যবসা মূলত শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠায় চাকরি ও অন্যান্য সেবাখাতকে শহুরে খাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

vi. **পরিবহন ও যোগাযোগ:** পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান অফিস, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন ও গৃহায়ন প্রকল্পসমূহ শহরে অবস্থিত।

এছাড়া এ খাতের মধ্যে রয়েছে আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠান, খনিজ সম্পদ আহরণকারী প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

খ. মালিকানাভিত্তিক খাত

১. সরকারি খাত: যেসব খাত সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয় সেসব খাতকে সরকারি খাত বলে। যেমন— মুদ্রা ও টাকশাল; অস্ত্র, গোলাবারুদ ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামাদি, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন; বিমান, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি।

কৃষিখাত: বাংলাদেশে কৃষিখাতের অধিকাংশ উৎপাদন বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হলেও কিছু কিছু উপখাত সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে:

i. কৃষি সম্প্রসারণ, মৎস্য ও পশুপালন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
ii. কৃষি খামার, মৎস্য খামার, পশুপালন খামার।
iii. সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বনায়ন ও আহরণ।

সেবামূলক খাত: বাংলাদেশে বেশকিছু সেবামূলক খাত সরকারি আওতায় পরিচালিত হয়। এগুলো হলো:

i. বাংলাদেশ বিমান ও রেলওয়ে পরিবহন।
i. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি) অধীনে পরিচালিত সড়ক পরিবহন।
iii. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত নৌ পরিবহন।
iv. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। আন্তর্জাতিক রুটে সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনা করে।
v. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা; যেমন— ডাক বিভাগ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, টেলিভিশন, কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ ইত্যাদি।
vi. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ।
vii. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি।

২. বেসরকারি খাত: যেসব খাত ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়, তাকে বেসরকারি খাত বলে। যেমন– বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পসমূহ, সড়ক ও নৌ পরিবহন (বাস-ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান-লঞ্চ), ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

গ. উৎপাদনভিত্তিক খাত: উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

ক. কৃষিখাত, খ. শিল্পখাত ও গ. সেবাখাত।

ক. কৃষিখাত: বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান। কৃষিকে কেন্দ্র করে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দেশের অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিখাতকে চারটি উপখাতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

i. শস্য ও শাকসবজি উপখাত; ii. পশুসম্পদ উপখাত; iii. বনজ সম্পদ উপখাত; iv. মৎস্য সম্পদ উপখাত।

কৃষিখাত বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের চাহিদা যেমন মিটায় তেমনই কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করে এবং শিল্প বিকাশে কাঁচামালের যোগান দেয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১১.০২%। শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে মোট শ্রমশক্তির ৪৫.০০ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত।

খ. শিল্পখাত: একটি দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পখাতের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশ যত বেশি শিল্পে উন্নত সে দেশ তত বেশি উন্নত। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে শিল্পখাতের উন্নয়ন হলো পূর্বশর্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্পখাতের উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান হচ্ছে ৩৭.৯৫%। শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে মোট শ্রমশক্তির ১৭.০০ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত।

গ. সেবাখাত: অবস্তুগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যার বিনিময় মূল্য বিদ্যমান এবং অভাব পূরণের ক্ষমতা রাখে তাকে সেবা বলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবাখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেবাখাত উন্নত হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে সেবাখাতের অবদান হচ্ছে ৫১.০৪%। শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে মোট শ্রমশক্তির ৩৮.০০% সেবাখাতে নিয়োজিত। [অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪]

সারণি: স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদন, সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

অবদান (শতকরা হার)								
খাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
কৃষি	১৩.৬২	১৩.১৪	১২.৫৬	১২.৫২	১২.০৭	১১.৬১	১১.৩০	১১.০২
শিল্প	৩২.৯৮	৩৩.৮৫	৩৪.৯৯	৩৪.৯৪	৩৬.০১	৩৬.৯২	৩৭.৬৫	৩৭.৯৫
সেবা	৫৩.৪০	৫৩.০১	৫২.৪৫	৫২.৫৪	৫১.৯২	৫১.৪৮	৫১.০৫	৫১.০৪
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)								
কৃষি	৩.২০	৩.৫৪	৩.২৬	৩.৪২	৩.১৭	৩.০৫	৩.৩৭	৩.২১
শিল্প	৮.২৭	১০.২০	১১.৬৩	৩.৬১	১০.২৯	৯.৮৬	৮.৩৭	৬.৬৬
সেবা	৬.৩৭	৬.৫৫	৬.৮৮	৩.৯৩	৫.৭৩	৬.২৬	৫.৩৭	৫.৮০
সার্বিক GDP (উৎপাদন মূল্যে)	৬.৫৪	৭.৩৪	৮.০১	৩.৭৬	৭.০০	৭.১৭	৫.৭৮	৫.৮২

*উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো। * সাময়িক হিসাব।*

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অঞ্চলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত?
২. মালিকানার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক খাতসমূহকে কয় ভাগ করা যায়?
৩. কৃষির খাতের উপখাত কতটি?
৪. মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত?
৫. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিল্প খাতের অবদান কত ছিল?
৬. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেবা খাতের অবদান কত ছিল?

► উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী শ্রমশক্তি কোন খাতে কত শতাংশ নিয়োজিত তা একটি তালিকায় উপস্থাপন করো।

পাঠ ৯ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

১.১১ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bangladesh Economy)

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল কৃষিপ্রধান দেশ। আয়তনে তুলনামূলকভাবে বেশ ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে অষ্টম স্থানে। এ দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৭১ জন লোক বাস করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি ১ লক্ষ এর অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষিখাতের প্রাধান্য, শিল্পের ক্রমোন্নতি, শ্রমঘন শিল্প, উচ্চহারের বেকারত্ব, অধিক জনসংখ্যা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্য, মানবসম্পদ তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা, দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ইত্যাদি। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো—

১. **কৃষিনির্ভর অর্থনীতি:** শিল্পের অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো প্রধানত কৃষিনির্ভর। এ দেশের কৃষির আজও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেকেলে ও উৎপাদনশীলতা কম। কৃষিজমির ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা, কৃষকের দারিদ্র্য, উন্নত উপকরণ ও প্রযুক্তির অভাব, স্বল্প বিনিয়োগ, নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে কৃষির উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে কৃষকের সচেতনতা, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, ক্রমবর্ধমান যন্ত্রের ব্যবহার, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির বদৌলতে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১৩.১৪ ভাগ এসেছিল কৃষি থেকে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত অবদান ছিল ১১.০২ শতাংশ। এ অর্থবছরে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৫.০০ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত।*

২. **অতিরিক্ত জনসংখ্যা:** বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর একটি। বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যা ১৭.১ কোটি। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আস্তে আস্তে কমছে। যেমন, জুলাই ২০০৪ এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৪২%। ২০২৪ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে হয় ১.৩৩%। বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১৭১ জন, যা বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি দেশগুলোর একটিতে পরিণত করেছে। জনসংখ্যার এ ক্রমবর্ধমান চাপ এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম প্রধান বাধা।

৩. **উন্নয়নশীল শিল্প খাত:** দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের কারণে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে সুষ্ঠু শিল্পনীতির অভাবে এ দেশে শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিনিয়োগ নীতি সহজীকরণ, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সরকারের উৎসাহ প্রদান, মূলধনের সহজলভ্যতা, শিল্প নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ট্যাক্স হলিডে প্রদান, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন প্যাকেজ সুবিধা প্রদান, বিদেশে বাজার সৃষ্টিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন, অভ্যন্তরীণ ভোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩৩.৮৫ শতাংশ যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৭.৯৫* শতাংশে দাঁড়ায়। তবে এখনও শ্রমশক্তির অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ শিল্পখাতে নিয়োজিত। তাছাড়া মূলধনের স্বল্পতা, উদ্যোক্তার অভাব, অদক্ষ শ্রমিক, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবের কারণে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠেনি।

৪. **বেকারত্ব:** বাংলাদেশের বেকার সমস্যা প্রকট। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কম এবং শিল্পোন্নয়নের গতি ধীর হওয়ায় বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি। তাছাড়া কৃষিতে ছদ্মবেশি বেকারত্ব এবং মৌসুমি বেকারত্ব বিদ্যমান রয়েছে। মোট ৬ কোটি ৩৪ লাখ শ্রমশক্তির মধ্যে ২৩ লাখ ৫ হাজার** কর্মক্ষম লোক বেকার। ফলে নির্ভরশীলতার মাত্রা ও সামাজিক অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা।

৫. **স্বল্প মাথাপিছু আয়:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার আশানুরূপ নয়। ফলে মাথাপিছু আয় খুবই কম। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ২৭৮৪ মার্কিন ডলার; যা অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়ই কম। মাথাপিছু আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। এ কারণে বিনিয়োগ ও উৎপাদনও কম। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন।

---

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

৬. **মূলধন ও বিনিয়োগের স্বল্পতা:** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম, এজন্য মূলধন গঠনের হারও কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় হলো জিডিপির ২৭.৬১%, জাতীয় সঞ্চয় ৩১.৮৬%, মোট বিনিয়োগ ৩০,৯৮%।[২৫] যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় দাঁড়িয়েছিল ২৫.৭৬% এবং মোট বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৩০.৯৫%। মূলধনের অভাবে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না।

৭. **বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা:** এদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক সাহায্যের ওপর এখনো অনেকাংশে নির্ভরশীল। মূলধনের অভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেটের মাত্র .৫% বৈদেশিক অনুদানের ওপর নির্ভরশীল।[২৬]

৮. **মুদ্রাস্ফীতি:** বর্ধিত জনসংখ্যা এবং মুদ্রা সরবরাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে দ্রব্য ও সেবার দাম বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটে। এতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পণ্য রপ্তানিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-এপ্রিলে) গড় মুদ্রাস্ফীতি হার ছিল ৯.৭৪%।[২৭]

৯. **অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:** অনুন্নত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে- বিশেষ করে পল্লি অঞ্চলে- যথাসময়ে কাঁচামাল ও শিল্পজাত পণ্য পৌছানো সম্ভব হয় না। বাংলাদেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের অবদান ছিল ৭.২৫% (সাময়িক)।

১০. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে প্রায় নিয়মিত ঘটনা। সাম্প্রতিক কয়েক দশকের মধ্যে ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে ভয়াবহ বন্যা ও ২০০৭ সালে সুপার সাইক্লোন 'সিডর' এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হেনে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করে। তবে দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কাজে অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকার ও জনগণ সাহসিকতার সঙ্গে দুর্যোগ মোকাবেলা করছে।

১১. **দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব:** উদ্যোক্তারাই নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে শিল্পোন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশে দক্ষ উদ্যোক্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তবে দেশীয় দক্ষ উদ্যোক্তার সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২. **অনুন্নত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো:** বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করছে।

১৩. **আর্থিক খাত সংস্কার:** দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক খাতকে যুগোপযোগী করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো— ক. টাকার ভাসমান বিনিময় হার চালু, খ. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, গ. অর্থ-ঋণ আদালত-২০০৩, ঘ. ব্যাংকের সুদের হার হ্রাস করার উদ্যোগ, ঙ. SME Loan চালু ইত্যাদি।

এগুলোই বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে অনেক সমস্যা রয়েছে। তবে বর্তমানে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগছে। আশাব্যঞ্জক বার্ষিক প্রবৃদ্ধিসহ অর্থনীতির কিছু সূচক আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এদেশ অচিরেই মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত লোক বাস করে?
২. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কত ভাগ মানুষ কৃষির সাথে জড়িত?
৩. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতের অবদান কত ছিল?
৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের অবদান কত ছিল?
৫. বাংলাদেশের বর্তমানে গড় মুদ্রাস্ফীতি হার কত?

► উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলোর তালিকা তৈরি করো।

---

[২৫] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪
[২৬] জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫
[২৭] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

পাঠ ১০ বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

১.১২ বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা (Economic Trends of Bangladesh)

স্বাধীনতালাভের পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিভিন্ন চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এগিয়ে চলছে। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক ও নির্ধারকের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো—

১. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থান ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। বিবিএস এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৫.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ১: জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

অর্থবছর	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০১৮-১৯	৭.৮৮
২০১৯-২০	৩.৪৫
২০২০-২১	৬.৯৪
২০২১-২২	৭.১৭
২০২২-২৩	৬.৩৩
২০২৩-২৪	৫.৮

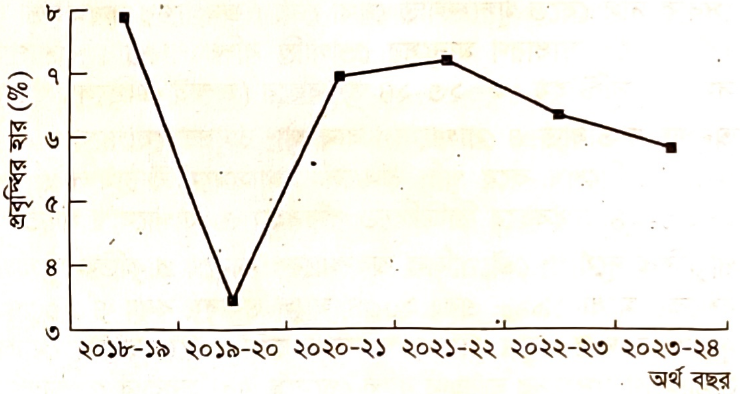

চিত্র: জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%) (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬)

২. **ভোগ:** ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট ভোগ ৮,৩১,২৫০ কোটি টাকা (সরকারি ৫৩১৭৫, বেসরকারি ৭,৭৮,০৭৫ কোটি টাকা), ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬,৯৫,২১৬ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৯,৪১,১৩৬ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে তা ছিল ২৬,৩৫,৫৭২ কোটি টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৬,৫৪,৩৪৬ কোটি টাকা।[২৭]

সারণি ২: ভোগ

অর্থবছর	ভোগ (কোটি টাকা)
২০১৮-১৯	২১,৫৭,৯৫৫
২০১৯-২০	২৩,১১,৯৮২
২০২০-২১	২৬,৩৫,৫৭২
২০২১-২২	২৯,৬৯,৮৭৫
২০২২-২৩	৩২,৮৪,০৪৭
২০২২-২৩	৩৩,৩৪,০২৩
২০২৩-২৪*	৩৬,৫৪,৩৪৬

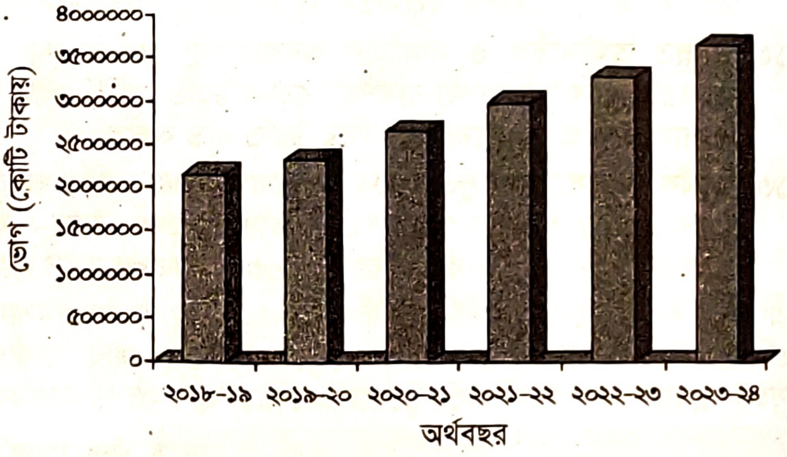

চিত্র ২: ভোগ (কোটি টাকা)

৩. **সঞ্চয়:** ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় জিডিপির ২২.০৪% এবং জাতীয় সঞ্চয় ৩০.৫৩%, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট দেশজ সঞ্চয় ২৫.৩৪% এবং জাতীয় সঞ্চয় ৩০.৭৯%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার ছিল যথাক্রমে ২৫.৭৬%, ২৯.৯৫%।[২৮] ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার প্রাক্কলন করা হয় যথাক্রমে ২৭.৬১% ও ৩১.৮৬%।

৪. **বিনিয়োগ:** ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিনিয়োগ হবে জিডিপি'র ৩০.৯৮%, গত অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ৩০.৯৫%। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল জিডিপি'র ২৩.৬৪% এবং সরকারি বিনিয়োগ ছিল জিডিপি'র ৭.৬১%।[২৮]

৫. **মূল্যস্ফীতির হার:** বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫.৪৪ শতাংশ। কিন্তু মূল্যস্ফীতির হার ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৯.০২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত) ৯.৭৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

---

[২৭] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

[২৮] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

সারণি ৩: মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)

অর্থ বছর	মূল্যস্ফীতি হার
২০১৮-১৯	৫.৪৮
২০১৯-২০	৫.৬৫
২০২০-২১	৫.৫৬
২০২১-২২	৬.১৫
২০২২-২৩	৯.০২
২০২৩-২৪*	৯.৭৪

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

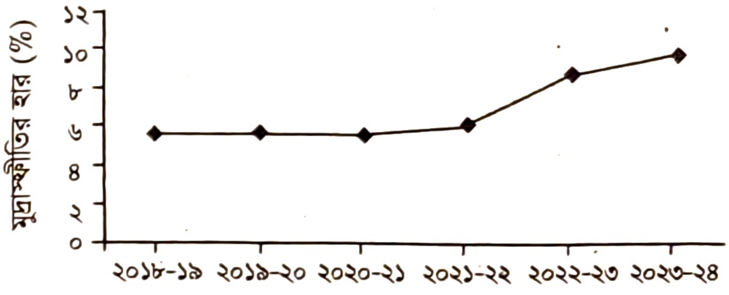

চিত্র: মুদ্রাস্ফীতির হার

৬. **পুঁজিবাজার:** ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২৩ সালের জুন মাসে ৬৫৩টি থেকে বেড়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ৬৫৮টি হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সব সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ৭,৭২,০৭৮.০৪ কোটি টাকা থেকে কমে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ৭,৬০,৭২৩.৪৮ কোটি টাকা হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ৬,২৫৪.৫৪ পয়েন্ট হয়েছে।[*]

৭. **রপ্তানি:** ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি বাবদ মোট আয় ছিল ৩৩,৬৭৪.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৫.৫৫[*২] বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩.৭১% বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ২০২৩-২৪[*৩] অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৩৮.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রধান আমদানিকারক উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত চিংড়ি, পাদুকা, পাটজাত পণ্য, চামড়া, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, প্রকৌশলসামগ্রী, সিরামিক দ্রব্য ইত্যাদি। দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার, যা মোট রপ্তানির ১৫.৮৭%। যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে জার্মানি (১১.২১%), যুক্তরাজ্য (১০.৫২% ও ফ্রান্স ৫.৭০%)।

৮. **আমদানি:** ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানি বাবদ মোট ব্যয় হয়েছিল ৭৫.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ৪৪.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াতে পারে। দেশভিত্তিক আমদানির ক্ষেত্রে চীনের (২৮.৪৬%) অবস্থান শীর্ষে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৪২%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৪.৫১%)।

৯. **রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয়:** ২০২২-২৩ অর্থবছরে, বাংলাদেশি প্রবাসীদের রেমিট্যান্স ২১.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (১৫.১২%)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স ১৫.০৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২.৭৫% কম। রেমিট্যান্সের সিংহভাগ এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স অর্জিত হয়েছে সৌদি আরব থেকে। তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, কাতার, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ইতালি।[৩০]

সারণি ৪: রেমিট্যান্সের পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধির হার

অর্থবছর	রেমিট্যান্সের পরিমাণ (মি. মার্কিন ডলার)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০১৮-১৯	১৬৪১৯.৬৩	৯.৬০
২০১৯-২০	১৮,২০৫.০১	১০.৮৭
২০২০-২১	২৪,৭৭৭.৭১	৩৬.১০
২০২১-২২	১৩,৪৩৮.৫০	১৫.১২
২০২২-২৩	২১৬১০.৭৩	২.৭৫
২০২৩-২৪	১৫০৭৭.৩৯	৭.৬০

*উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক * সাময়িক*

[*২] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪, সাময়িক হিসাব

[*৩] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪, সাময়িক হিসাব

[৩০] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

১০. **ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট (BoP):** ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৩.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১৩.৩৫ বিলিয়ন। এ বছর বাণিজ্য ঘাটতি ছিল বিশ্বব্যাপী পণ্যের উচ্চ মূল্য এবং উচ্চতর আমদানি বিল পরিশোধ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি নাগাদ বাণিজ্য ঘাটতি গত অর্থবছরের একই সময়ে তুলনায় ৪.৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। আমদানি যৌক্তিককরণ ব্যবস্থার ফলে ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে।

১১. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ:** ২০২২ সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৪.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। যা মূলত বিপুল প্রবাসী এবং রপ্তানি আয়ের কারণে। তবে বৈশ্বিক অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে ২০২৩ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২১ মে তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৪.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।[৩১]

সারণি ৫: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ

অর্থবছর	রিজার্ভের পরিমাণ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৮-১৯	৩২.৭২
২০১৯-২০	৩৬.০৪
২০২০-২১	৪৬.৩৯
২০২১-২২	৪৪.১০
২০২২-২৩	৩০.০৩
২০২৩-২৪	২৪.০৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (২১ মে, ২০২৪)

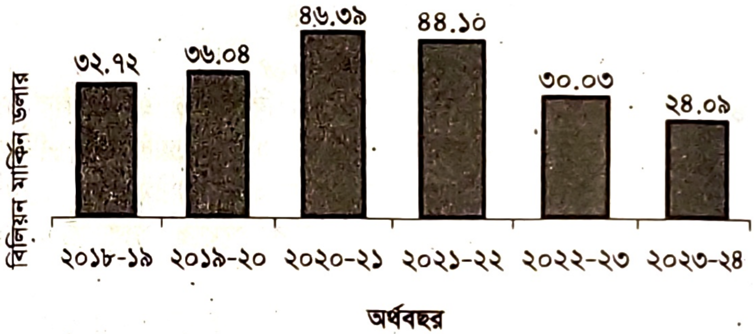

চিত্র ৪: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ (২১ মে, ২০২৪)

১২. **সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির প্রবণতা:** বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৭.৯ শতাংশ। গত ১০ বছরে দেশে সাক্ষরতার হার ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক দশকে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৮০.১ এবং ৭৫.৮। ২০১৬ সালে ১৫-২৪ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলার মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৯২.২৪ ভাগ, যা ২০০৭ সালে ছিল ৬১.৮৭%। সাক্ষরতার হারে বাংলাদেশ প্রতিবেশি কয়েকটি দেশসহ (ভারত ৬৯.৩০ ভাগ, নেপাল ৫৯.৬৩ ভাগ, ভুটান ৫৭.০৩ ভাগ ও পাকিস্তান ৫৬.৯৮ ভাগ) বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। তথ্যসূত্র: ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট ফর স্ট্যাটিসটিক্স (ইউআইএস)

১৩. **রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন:** সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো রূপকল্প-২০২১ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এ ধরনের মৌলিক ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য পূরণের জন্য সরকার ২০১০-২০২১, এ দশ বছর সময়ের জন্য একটি 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছিল।

১৪. **ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন ও দারিদ্র্য বিমোচন:** গৃহীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মূল বার্তা হলো- আগামী দিনের একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণ করা। এর উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত শক্তি সম্পদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, দ্রুতহারে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার কত শতাংশ?
২. ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ সর্বাধিক পরিমাণ আমদানি করে কোন দেশ থেকে? *[রাবি 'বি' ইউনিট ২০২৩-২৪]*
৩. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয়ের অবদান কত ছিল?
৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি কত বিলিয়ন মার্কিন ডলার?
৫. ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানি বাবদ কত বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছিল?
৬. ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের প্রবাহ কত বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল?

▶ উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

২০২৩-২৪ এর তথ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আমদানি, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স এর একটি সূচি তৈরি করো।

---

[৩১] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

পাঠ ১১ বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান

১.১৩ বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান
(The Position of Bangladesh in the Context of Global Perspective)

প্রায় ১৯০ বছর ইংরেজ শাসন ও ২৪ বছর পাকিস্তানি শোষণের পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের ওপরও প্রভাব ফেলছে বিশ্বায়ন। বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বেড়েছে। এ দেশের নাগরিকরা চাকরি ও ব্যবসাবাণিজ্য সূত্রে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। নিচে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো—

১. **মুক্তবাজার অর্থনীতি:** স্বাধীনতার পরে প্রায় এক দশক যাবৎ বাংলাদেশে নমনীয় মাত্রার মিশ্র অর্থব্যবস্থা চালু ছিল। সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে পুরোপুরি মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে। তবে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকায় এখনও মিশ্র অর্থনীতির কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

২. **বাণিজ্য উদারীকরণ:** বাজার অর্থনীতির নীতিমালা অনুসরণ করে বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর মূল বিষয় ছিল বিরাষ্ট্রীয়করণ অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে সংকুচিত করা, ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করা এবং বাণিজ্য উদারীকরণ। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে এদেশের বাজার বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। এজন্য অবশ্য বাংলাদেশি পণ্যকে দাম ও মানের দিক থেকে প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে।

৩. **বাণিজ্য সম্প্রসারণ:** বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের আকার পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় এদেশের মাথাপিছু জিডিপি এখনও অনেক কম। তারপরও তৈরি পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশ, মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্রম-উন্নয়ন, কৃষি, অকৃষি ও সেবা খাতের অগ্রগতি এবং খাদ্য উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে একটি বিকাশমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪. **দারিদ্র্য হ্রাস:** বাংলাদেশ বর্তমানে পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ধীরে হলেও মাথাপিছু আয় বাড়ছে ও দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাচ্ছে। জিডিপি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.০০%। বর্তমানে অর্থবছরে তা ৬.০৩%। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ। ২০২৪ সালে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

৫. **রপ্তানি সূচক বৃদ্ধি:** ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৫,৫৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২৪) মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮,৪৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে প্রধান দুটি পণ্য তৈরি পোশাক (ওভেন) এবং নিটওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪২৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৮,৫৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সময়ে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫.৮৭ শতাংশ পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের পরবর্তী প্রধান গন্তব্যস্থলের মধ্যে ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ জার্মানি (১১.২১ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (১০.৫২ শতাংশ) ও ফ্রান্স (৫.৭০ শতাংশ)।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সব থেকে বেশি রপ্তানি করে কোন দেশে?

২. ২০২৪ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যর হার কত শতাংশ?

৩. ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যর হার কত শতাংশ ছিল?

৪. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় কোন দেশ থেকে আসে?

► উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বর্তমান বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে তার মিলিয়ে চলছে তা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

পাঠ ১২ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাবনা

১.১৪ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Prospects of Bangladesh)

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ত্রিভুজ 'জ' এর ওপর নির্ভরশীল। এ তিনটি 'জ' হলো জমি, জনসংখ্যা এবং জল।

১. বাংলাদেশের জমি খুবই উর্বর। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করার সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্বৃত্ত কৃষিজাতদ্রব্য রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

২. ২০১১-এর আদমশুমারিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৫.১৭ কোটি। জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ এর ভিত্তিতে ১ জানুয়ারি ২০২৪ সালে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৭.১৫ কোটি।* তবে অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে ১৭.১০ কোটি। আয়তনের তুলনায় তা বেশি হলেও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক জনসংখ্যার দায়কে সম্পদে পরিণত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণে কাজ করতে হবে। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ। সে অবস্থান ধরে রেখে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে সফটওয়্যার রপ্তানিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বাজার দখলের সুযোগ রয়েছে।

৪. বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের কর্মীদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এজন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে এবং চিকিৎসক, প্রকৌশলীর মতো উচ্চ দক্ষতার পেশার কর্মীদের বিদেশে পাঠিয়ে রেমিট্যান্স আরও অনেক বৃদ্ধি করা যাবে।

৫. দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

৬. নতুন কিছু ভারি শিল্পের পথে যাত্রার সূচনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সমুদ্রগামী ছোট, মাঝারি জাহাজ নির্মাণ ও রপ্তানি করা হচ্ছে। গাড়ি, মোটর সাইকেল সংযোজন শুরু হয়েছে। শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে অনেক শিল্প চীন বা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হবে বলে অনেকের প্রত্যাশা।

৭. আর্থিক ও ব্যাংকিং খাত বড় হচ্ছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হবে।

৮. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। এছাড়া আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য থাকায় আছে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও দর্শনীয় স্থাপনা। তাই পর্যটন শিল্প অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হতে পারে।

৯. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, জ্বালানি ইত্যাদি খাতে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যাবে।

১০. বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। সঠিক, বাস্তবানুগ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশের উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

অনেক অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশকে একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিও রয়েছে। এ দেশের অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে প্রশমিত হচ্ছে এবং সম্ভাবনার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রেও শিক্ষার হার ও নারীর ক্ষমতায়নের মতো সূচকে অগ্রগতি হচ্ছে। এই অনুকূল উপাদানগুলো আগামীতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন নতুন উন্নয়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

১.১৪ অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাবনা (Prospects of Economy)

আগামী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাময় তিনটি খাত হলো কৃষি ব্যবসায় ডিজিটাল অর্থনীতি ও সবুজ অর্থায়ন। বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি, সংযত মুদ্রানীতি, মূল্যস্ফীতি প্রশমন, সন্তোয়জনক রপ্তানি বাণিজ্য, রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধি তথা সুশাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে টেকসই প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

---

* উৎস: জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

জিডিপিতে সেবা ও শিল্প খাতের অবদান তুলনামূলকভাবে বেশি এবং উভয়ই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন দিক থেকে এখনো মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। জমির স্বল্পতা ও অনুন্নত চাষ পদ্ধতির কারণে আমাদের কৃষির উৎপাদনশীলতা কম। তবে আধুনিক উপকরণের ব্যবহার, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে বাংলাদেশের কৃষি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাটসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জীবন রহস্য উন্মোচন উন্নত জাতর উদ্ভাবনের পথ খুলে দিচ্ছে। কৃষিবিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করছেন লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসলের জাত। বায়োটেকনোলজি কৃষিতে আনতে পারে বিপ্লব। ফল, সবজি ও চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের স্থান এখন বিশ্বের শীর্ষ কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি।

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে সমুদ্রনির্ভর ব্লু ইকোনোমির বৌদলতে। ব্লু ইকোনোমি (Blue Economy) বলতে বোঝায় সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতি। সমুদ্র থেকে যাই আহরণ করা হোক না কেন যদি সেটা দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তবে সেটা ব্লু ইকোনোমির পর্যায়ে পড়বে। অর্থাৎ সমুদ্রে যে পানি আছে এবং এর তলদেশে যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে সেই সব ধরনের সম্পদকে যদি আমরা টেকসই উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করি তবে তাকে ব্লু ইকোনোমি বা সুনীল অর্থনীতি বলে। ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গুন্টার পাউলি ব্লু ইকোনোমির সর্বপ্রথম ধারণা দেন।

ব্লু ইকোনোমি বা সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এ ইকোনোমি হচ্ছে সমুদ্র সম্পদনির্ভর অর্থনীতি। সাগরের অজস্র জলরাশি ও এর তলদেশের বিশাল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণে এক অর্থনৈতিক বিপ্লব। সম্প্রতি সমুদ্র বিজয়ের পর ব্লু ইকোনোমির অপার দুয়ার খুলে গেছে। আমাদের বিশাল সমুদ্রসীমা থেকে ব্যাপকভিত্তিক সম্পদ আহরণ করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারি। সমুদ্রের অফুরন্ত সম্ভাবনার মধ্যে মাছের বাইরে রয়েছে সামুদ্রিক শৈবাল, জৈবপ্রযুক্তি, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজভাঙা, সামুদ্রিক জলজ প্রাণীর চাষাবাদ, লবণ উৎপাদন, সমুদ্র পর্যটন, শিপিং শিল্প প্রভৃতি। সুতরাং, বাংলাদেশের সমুদ্র জলসীমায় মৎস্যসহ অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠুব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুনীল অর্থনীতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা হাতছানি দিচ্ছে।

জেনে রাখো

কিছু দেশের সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতির পরিমাপ:

অস্ট্রেলিয়া: জিডিপিতে ব্লু-ইকোনমির অবদান ৪৭.২ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার। যা মোট জিডিপির ৩%। ২০২৫ সালের মধ্যে ব্লু-ইকোনমির অবদান হবে ১০০ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার।

চীন: গত ৫ বছর সময়ে চীনের অর্থনীতিতে ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মেরিটাইম ইন্ডাস্ট্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। যা চীনের জিডিপির ১০% এবং ২০৩৫ সাল নাগাদ জিডিপিতে মেরিন সেক্টরের অবদান হবে ১৫%।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন: বাৎসরিক জিভিএ (Gross Value Added) ৫০০ বিলিয়ন ইউরো।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ আনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাক্কলিত জনসংখ্যা কত?
২. ২০১১ সালের আদমশুমারি হিসাব অনুযায়ী এদেশে জনসংখ্যা কত ছিল?
৩. বাংলাদেশ কোন দশকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে শুরু করে?
৪. 'নীল অর্থনীতি' কীসের সাথে যুক্ত? */ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০১৮-১৯/*
৫. কোন অর্থনীতিবিদ সর্বপ্রথম ব্লু ইকোনোমির ধারণা দেন?
৬. কত সালে ব্লু ইকোনোমির ধারণা দেয়া হয়?

▶ উত্তরের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. ২ ভাগে; ২. ষোড়শ শতকে; ৩. ৫ ভাগে; ৪. মুসলিম যুগে; ৫. গৌড়; ৬. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়।

পাঠ-২ ও ৩: ১. চীন; ২. সোনা ও রুপা; ৩. কৌটিল্য; ৪. কৌটিল্য; ৫. ১৪১৪; ৬. বজ্রভূমিতে; ৭. সপ্তম।

পাঠ-৪: ১. ১৭৯৩; ২. শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ; ৩. পর্তুগিজরা; ৪. ১৭৫৭; ৫. ১১৭৬; ৬. লর্ড কর্নওয়ালিস; ৭. ১.৭৫।

পাঠ-৫: ১. ২০২৬; ২. ১৯৪৭-১৯৭১; ৩. দুটি; ৪. ১.৭%; ৫. ৩১%; ৬. ৮২.৯; ৭. ৪৬ বছর।

পাঠ-৬ ও ৭: ১. ৪৭১১; ২. ২০০; ৩. ২৮০; ৪. ৬ ঘন্টা; ৫. কর্কটক্রান্তি; ৬. এপ্রিল; ৭. দুই; ৮. মহেশখালী।

পাঠ-৮: ১. দু'ভাগে; ২. ২ ভাগে; ৩. ৪টি; ৪. ৪৫.০০; ৫. ৩৭.৯৫; ৬. ৫১.০৪।

পাঠ-৯: ১. ১১৫৩ জন; ২. ৭০; ৩. ১১.০২; ৪. ২৭.৬১%; ৫. ৯.৭৪%।

পাঠ-১০: ১. প্রায় ৭৭.৯%; ২. চীন; ৩. ৩১.৮৬%; ৪. ৩৮.৪৫; ৫. ৭৫.০৬; ৬. ৭.৭০%।

পাঠ-১১: ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে; ২. ১৮.৭; ৩. ৫৬.৭%; ৪. যুক্তরাষ্ট্র।

পাঠ-১২: ১. ১৭.১৫ কোটি; ২. ১৫.১৭ কোটি; ৩. আশির দশকে; ৪. সমুদ্র; ৫. অধ্যাপক গুন্টার পাউলি; ৬. ১৯৯৪।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

মসলিন	প্রাচীন বাংলার অতি সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্র। গোটা ভারতের অর্থনীতিতেই মসলিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। উন্নত কার্পাস থেকে সুদক্ষ কারিগররা বিশেষ কৌশলে মসলিনের সুতা কেটে কাপড় তৈরি করতেন। মসলিন বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, এ ধরনের একটি শাড়ি অনায়াসে আংটির ভেতর দিয়ে টেনে বের করা যেত।
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র	'অর্থশাস্ত্র' প্রাচীন ভারতের পণ্ডিত কৌটিল্য রচিত একটি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থ। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে রচিত 'অর্থশাস্ত্র' প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত কৌটিল্য মৌর্য সম্রাটের বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের শিক্ষকও ছিলেন তিনি।
স্বর্ণযুগ	বাংলার ইতিহাসে মুসলমান যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। স্বর্ণযুগ বলতে এমন যুগকে নির্দেশ করে যে যুগে কোনো দেশ বা জাতি উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে। ওই দেশের মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত সকল ক্ষেত্রেই সুখী থাকে।
পরিবেশ	যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নয়নের ধারাকে প্রভাবিত করে তা-ই পরিবেশ।
প্রাকৃতিক পরিবেশ	মানুষের জীবিকা অর্জন, ভোগ, বাণিজ্য তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, নদনদী, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাণী, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝায়।

সামাজিক পরিবেশ	মানুষের সামাজিক কার্যাবলির সমষ্টিগত ফলাফল যা মানুষ দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত তা-ই সামাজিক পরিবেশ।
অর্থনৈতিক কাঠামো	যেকোনো দেশের সংগঠিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমষ্টিগতভাবে সে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলে। এ ভিত্তিকেই অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কাঠামো বা খাত বলা হয়।
গ্রামীণ খাত	বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত এবং পরিচালিত হয় তার সমষ্টিকে গ্রামীণ খাত বলে। গ্রামের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।
কৃষিখাত	বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
শহুরে খাত	বাংলাদেশের শহর এলাকায় যে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত ও পরিচালিত হয় তার সমষ্টিকে শহুরে খাত বলে। শহুরে খাতের উপখাত হলো: বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প, ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।
সরকারি খাত	যে সব খাত সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয় সেসব খাতকে সরকারি খাত বলে।
বেসরকারি খাত	যেসব খাত ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয় সেগুলোকে বেসরকারি খাত বলে।
ব্ল্যাক গোল্ড	কক্সবাজার এবং টেকনাফের সমুদ্রসৈকতের বালিতে যে বিভিন্ন ধরনের আণবিক খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্য তাকে সম্মিলিতভাবে ব্ল্যাক গোল্ড (Black Gold) বলে।
অবকাঠামো	কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব উপাদান গড়ে তোলা হয় এবং যেসব আর্থ-সামাজিক-ভৌত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়, সেগুলোকে সমষ্টিগতভাবে অবকাঠামো বলা হয়।
মৃত্তিকা	ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ যে পদার্থ দ্বারা আবৃত রয়েছে তাকে মৃত্তিকা বা মাটি বলে।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের অর্থনীতিতে উৎপাদিত মোট দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। এটি একটি পরিমাণগত ধারণা।
বিশ্বায়ন	বিশ্বায়ন হচ্ছে বিশ্বজুড়ে জনগণ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সরকারসমূহের আন্তসম্পর্ক ও সমন্বয়ের এক প্রক্রিয়া। কারও কারও দৃষ্টিতে, বিশ্বায়ন পুঁজিবাদী সম্প্রসারণের একটি প্রক্রিয়া যার আওতায় স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতি এক হয়ে একটি অনিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক বাজারভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে।
ব্লু ইকোনোমি	ব্লু ইকোনোমি (Blue Economy) বা সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ। ব্লু ইকোনোমি হচ্ছে সমুদ্র সম্পদনির্ভর অর্থনীতি। সাগরের অজস্র জলরাশি ও এর তলদেশের বিশাল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণে এক অর্থনৈতিক বিপ্লব। সম্প্রতি সমুদ্র বিজয়ের পর ব্লু ইকোনোমির অপার দুয়ার খুলে গেছে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রশ্ন-১. কোন শাসক সর্বপ্রথম বাংলায় মুদ্রা প্রচলন করেন?
উত্তর: বাংলায় সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ।

প্রশ্ন-২. '*Periplus of the Erythraean Sea*' কোন খ্রিষ্টাব্দের লেখা গ্রন্থ?
উত্তর: '*Periplus of the Erythraean Sea*' খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে (খ্রিষ্টাব্দ ৪০-৫০) লেখা গ্রন্থ।

প্রশ্ন-৩. উন্নয়নশীল দেশ বলতে কী বোঝ? */রা. বো. ১৯/*
উত্তর: অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করছে এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব দেশই উন্নয়নশীল, যেমন— বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৪. প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি পণ্যের নাম কী?
উত্তর: প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানির পণ্য ছিল মসলিন কাপড়।

প্রশ্ন-৫. প্রাচীন বাংলার রপ্তানি পণ্যসমূহ কী কী ছিল?
/সি. বো. ১৯/
উত্তর: প্রাচীন বাংলা থেকে চাল, চিনি, বিশ্ববিখ্যাত মসলিন ও অন্যান্য সুতিবস্ত্র, লবণ, গুড়, মসলা, মরিচ, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, পান, সুপারি, নারিকেল এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি হতো।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

প্রশ্ন-৬. বাংলাদেশ কোন অক্ষাংশে অবস্থিত?

উত্তর: বাংলাদেশ ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৭. প্রাকৃতিক সম্পদ কী?
উত্তর: প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যে জিনিসগুলো মানুষের প্রয়োজন মেটায়, তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে।

প্রশ্ন-৮. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?
/দি. বো., ব. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৭; রা. বো. ১৬/
উত্তর: একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভূপ্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু, নদ-নদী এবং খনিজ, বনজ, প্রাণিজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

প্রশ্ন-৯. পরিবেশ বলতে কী বোঝ?
/কু. বো., চ. বো., ব. বো., রা.বো. ১৮/
উত্তর: পরিবেশ বলতে মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে তারা বসবাস করে।

প্রশ্ন-১০. সামাজিক পরিবেশ কী? */য. বো. ১৯/*
উত্তর: মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশই হলো সামাজিক পরিবেশ।

প্রশ্ন-১১. ব্ল্যাক গোল্ড (Black Gold) কী?
উত্তর: কক্সবাজার এবং টেকনাফের সমুদ্রসৈকতের বালিতে যে বিভিন্ন আণবিক খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে তাকে ব্ল্যাক গোল্ড (Black Gold) বলে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো

প্রশ্ন-১২. অবকাঠামো কাকে বলে? */ঢা. বো. ১৬/*
উত্তর: একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব অর্থনৈতিক উপাদান অপরিহার্য সেগুলোকে অবকাঠামো বলা হয়।

প্রশ্ন-১৩. গ্রামীণ খাত কী?
/য. বো. ১৬; ঢা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. ১৮/
উত্তর: গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সমষ্টি হলো গ্রামীণ খাত।

প্রশ্ন-১৪. সামাজিক অবকাঠামো কাকে বলে?
উত্তর: যে সব সামাজিক বুনিয়াদ বা বিষয়াদি সমাজের কাঠামো গঠন ও উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে সেগুলোকে সামাজিক অবকাঠামো বলা হয়।

প্রশ্ন-১৫. অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে কী বোঝ?
/দি. বো. ১৬; য. বো. ১৭; কু. বো. ১৯, ১৬; চ. বো. ১৯/
উত্তর: অর্থনীতির কাঠামো বলতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অর্থনীতির খাতসমূহের গঠন ও আকৃতি, অর্থব্যবস্থার গতিধারা ও উন্নয়ন এবং মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধরনকে বোঝায়।

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

প্রশ্ন-১৬. অর্থনৈতিক মন্দা কাকে বলে? */চ. বো. ১৬/*
উত্তর: একটি দেশের অর্থনীতিতে যখন বেকারত্ব, মুদ্রাসংকোচন, উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেয় তখন তাকে অর্থনৈতিক মন্দা বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. মুসলিম যুগকে কেন স্বর্ণযুগ বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ১৯, চ. বো. ১৯; ব. বো. ১৭]*

উত্তর: বাংলায় মুসলিম শাসকদের যুগ ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল বা স্বর্ণ যুগ।

এ যুগে বাংলায় আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন হয়। বাংলা শিল্প ও কৃষিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় এখানে বস্ত্র, চিনি, লোহা, বারুদ, কামান, লবণ, কাগজ, অলংকার ইত্যাদি উৎপাদিত হতো। কৃষিকাজের ব্যাপকতার বদৌলতেই এ সময় বাংলায় উৎপাদিত চাল দেশের চাহিদা মিটিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে রপ্তানি করা হতো। এ সময়ে মহাজনী ব্যবসারও বিকাশ ঘটে। বিদেশি পর্যটকদের লেখায় এ সময়ের বাংলার অর্থনীতির একটি সমৃদ্ধ রূপ ফুটে ওঠে। এসব কারণে বাংলার ইতিহাসে মুসলিম যুগ স্বর্ণযুগ বলে পরিচিত।

প্রশ্ন-২. কী কী শিল্পের জন্য মুসলিম যুগ বিখ্যাত ছিল? *[য. বো. ১৭]*

উত্তর: মুসলিম যুগকে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলো হলো: কার্পাস বস্ত্র শিল্প, মসলিন বস্ত্র শিল্প, নৌ-শিল্প, চিনিশিল্প, লৌহ শিল্প, কামান শিল্প, বারুদ শিল্প, ভোজ্য তেল শিল্প, অলংকার শিল্প ইত্যাদি। এ সময়ে দেশে রেশম শিল্পও গড়ে ওঠে। তখনকার বাংলায় সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্প ছিল মসলিন বস্ত্র শিল্প। বাংলার মসলিন তখন সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি পণ্য ছিল।

প্রশ্ন-৩. ইংরেজ শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কীরূপ ছিল? *[ঢা. বো. ১৬]*

উত্তর: ইংরেজ শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বেহাল।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাংলার অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং স্থানীয় কৃষি ও কুটির শিল্পবিরোধী উদ্যোগ এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। ব্রিটিশরা ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের পর এদেশে তাদের পণ্যের বাজার তৈরি করতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। এদেশের কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করে যাতে খাদ্য উৎপাদন কমে যায়।

প্রশ্ন-৪. স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? *[দি. বো. ১৬]*

উত্তর: স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত নাজুক।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও শোষণমূলক নীতির কারণে এদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। শুরুতে সম্পদ সৃষ্টি ও রপ্তানি আয়ের দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান এগিয়ে ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ নীতির পরিণতিতে পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে দেশের পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়।

প্রশ্ন-৫. ব্রিটিশ শাসনের কুফল থাকলেও সুফলও কম নয়– ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ব্রিটিশ শাসনের কুফল থাকলেও সুফল যে একেবারে নেই তা বলা যায় না।

ব্রিটিশদের প্রভাবে এদেশে পাট, চা, নীল, তামাক, গাজা প্রভৃতি অর্থনৈতিক ফসল উৎপাদন শুরু হয়। যা আমাদের অর্থনীতির কোনোটি ধ্বংস করতে সহায়তা করেছে, আবার কোনোটি প্রাণ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে ব্রিটিশদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাদের শাসনামলে। যোগাযোগ, পরিবহণ, বন্দর, ইত্যাদি উন্নয়নে তাদের অবদান অবহেলা করা যায় না।

প্রশ্ন-৬. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কীরূপ? *[চ. বো. ১৬; সি. বো. ১৭]*

উত্তর: বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের ২০° ৩৪ থেকে ২৬° ৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

এ দেশের তিন দিকেই ভারতের অবস্থান। দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমারের সঙ্গেও কিছুটা সীমান্ত রয়েছে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ভারত ও মিয়ামনারের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্তের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩,৭১৬ কি.মি এবং ২৮০ কি.মি। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে ৭১৬ কি. মি. উপকূলরেখা রয়েছে।

প্রশ্ন-৭. অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেসব অর্থনৈতিক উপাদান অপরিহার্য, সেগুলোকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলা হয়।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কতগুলো অর্থনৈতিক উপাদানের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে– রেলপথ, সড়কপথ, নৌপথ ও আকাশপথ, ডাক, তার ও টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও আণবিক শক্তি, বাঁধ ও সেতু, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ কেন? *[দি. বো. ১৯]*

উত্তর: কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একটি দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি হলো এর অর্থনৈতিক অবকাঠামো। পরিবহণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শক্তি সম্পদ, প্রশিক্ষণ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির সমন্বয়ে অর্থনৈতিক অবকাঠামো গঠিত হয়। উন্নত যোগাযোগ, রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিদ্যুৎ, উন্নত শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সাধারণত দুর্বল অবকাঠামোর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর হয়। তাই বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামোর প্রয়োজন রয়েছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-৯. প্রাকৃতিক পরিবেশ কি উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত? *[য. বো. ১৯]*

উত্তর: হ্যাঁ, প্রাকৃতিক পরিবেশ সরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত।

প্রকৃতিপ্রদত্ত উপাদানসমূহ দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কোনো দেশের ভৌগোলিক অবস্থানসহ তার ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, উদ্ভিদ, প্রাণী, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝায়। একটি দেশে সাধারণত ওইসব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যার কাঁচামাল ওই দেশে সহজে পাওয়া যায়। এ কাঁচামালগুলো মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশেরই কোনো না কোনো উপাদান হয়ে থাকে। যেমন- বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে কয়লা, গ্যাস এবং নদীর স্রোত ইত্যাদি। যেসব দেশে এ সকল উপাদানের প্রাচুর্য রয়েছে তারা সহজেই এবং তুলনামূকভাবে স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। তাই বলা যায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণাংশে কোন দেশ অবস্থিত?
ক. মায়ানমার খ. ত্রিপুরা
গ. মণিপুর ঘ. আসাম

২. ব্রিটিশদের ভারতীয় উপ-মহাদেশে আগমনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. ধর্ম প্রচার করা খ নবজাগরণ ঘটানো
গ. শিক্ষা বিস্তার করা ঘ বাণিজ্যের বিকাশ

৩. কোনটি প্রাচীন বাংলার প্রধান অর্থনৈতিক খাত ছিল?
ক. পশু পালন খ. কৃষি
গ. ব্যবসায়-বাণিজ্য ঘ. শিল্প

৪. সোনারগাঁয়ে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন কে?
ক. শায়েস্তা খান খ. রাজা টোডরমল
গ. সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ. শামছুদ্দিন ফিরোজ শাহ

৫. কোন যুগে দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল?
ক. প্রাচীন ও হিন্দু যুগে. খ. মুসলিম যুগে
গ. ব্রিটিশ যুগে. ঘ. পাকিস্তান যুগে.

৬. ইবনে বতুতার ক্রয়কৃত দাসিটির নাম কী ছিল?
ক. অঙ্গরী খ. আসুরা
গ. অপনী ঘ. অসুরি

৭. কোনটি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য?
ক. মূলধনের স্বল্পতা খ. উচ্চ জীবনযাত্রার মান
গ. কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা
ঘ. স্বল্প মাথাপিছু আয়

৮. বাংলায় সোনারগাঁয়ে মুদ্রার প্রচলন হয় কত সালে?
ক. ১২০০ খ. ১৩০১
গ. ১৫৮২ ঘ. ১৭৫৭

৯. বিশ্বায়নের এ যুগে নতুন অর্থনীতি বিকাশে নিচের কোনটির ভূমিকা মুখ্য?
ক. শিক্ষা খ. তথ্যপ্রযুক্তি
গ. জনগণ ঘ. বাজার অর্থনীতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১০. ভূমির অবস্থা ও গঠনকাল অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি হলো—

i. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়িয়া অঞ্চল
ii. প্লাইস্টোসিন যুগের উচ্চ ভূমি অঞ্চল
iii. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

১১. প্রাচীন বাংলার ধনসম্পদের উৎস ছিল—

i. কৃষি　ii. শিল্প
iii. ব্যবসা-বাণিজ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

১২. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো—

i. কৃষি খাতের প্রাধান্য
ii. স্বল্প মাথাপিছু আয়
iii. প্রচুর মূলধন ও উচ্চ স্তরের বিনিয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মনির যে দেশে বসবাস করে সে দেশের অর্থনীতির ইতিহাস চার যুগে বিভক্ত। এর মধ্যে একটি যুগে সে দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধিশালী রূপ ফুটে ওঠে। যা ঐ দেশের 'স্বর্ণযুগ' নামে অভিহিত।

১৩. অনুচ্ছেদে বাংলার অর্থনীতির কোন যুগের নির্দেশ করে?

ক. আদি ও হিন্দু যুগ　খ. পাকিস্তান যুগ
গ. ইংরেজ যুগ　ঘ. মুসলিম যুগ

১৪. উদ্দীপকে উক্ত যুগের অর্থনীতির প্রধান দিক হলো—

i. শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ
ii. বিনিময় প্রথা রহিত
iii. বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একসময় মাহিবের দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে খুবই ভালো ছিল। সেই সময় দেশটিতে তৈরি হতো রণতরি, পালবাহী বিভিন্ন ধরনের নৌকা। তখন দেশটির বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো।

১৫. মাহিবের দেশে কোন যুগের অর্থনৈতিক চিত্র লক্ষ করা যায়?

ক. ইংরেজ　খ. পাকিস্তান
গ. মুসলিম　ঘ. আদি ও হিন্দু

১৬. মাহিবের দেশে এই ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজকালীন—

i. খাদ্যদ্রব্য সস্তায় ক্রয়-বিক্রয় হতো
ii. দাস-দাসী বেচাকেনা হতো
iii. বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আসিফের দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় বিদেশি বণিকরা এসে ব্যবসা শুরু করে। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে।

১৭. আসিফের দেশে প্রাচীন বাংলার কোন যুগের অর্থনৈতিক চিত্র লক্ষ করা যায়?

ক. গুপ্ত যুগের　খ. মৌর্য যুগের
গ. পাল যুগের　ঘ. মুসলিম যুগের

১৮. এ যুগে ব্যবসায় বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটায় মূলত—

i. ওলন্দাজ বণিকরা
ii. জাপানি বণিকরা
iii. ইংরেজ বণিকরা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৯. মুসলিম যুগের অর্থনীতির সময়কাল কোনটি? *[ব. বো. ১৯]*

ক. ১২০০-১৭৫৭　খ. ১২০০-১৮৫৭
গ. ১৭৫৭-১৮৫৭　ঘ. ১৭৫৭-১৯৪৭

২০. কোন যুগে বাংলায় কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়? *[চ. বো. ১৯]*

ক. মুসলিম যুগ　খ. প্রাচীন যুগ
গ. ইংরেজ যুগ　ঘ. পাকিস্তান যুগ

২১. কোন যুগে বাংলায় প্রথম মুদ্রা প্রচলন হয়? *[কু. বো. ১৯]*

ক. প্রাচীন যুগ　খ. মুসলিম যুগ
গ. ইংরেজ যুগ　ঘ. পাকিস্তান যুগ

২২. বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ কোনটি? *[রা. বো. ১৬; সকল বোর্ড ১৮]*

ক. আদি ও হিন্দু যুগ　খ. মুসলিম যুগ
গ. ইংরেজ যুগ　ঘ. পাকিস্তানি যুগ

২৩. কোন শাসক সর্বপ্রথম বাংলায় মুদ্রা প্রচলন করেন? *[চ. বো. ১৭]*

ক. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ　খ. শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ
গ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ　ঘ. ঈশা খাঁ

২৪. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কখন হয়েছিল? *[সকল বোর্ড ১৮; সি. বো. ১৬]*

ক. ১০৭৬ সালে　খ. ১১৭৬ সালে
গ. ১২৭৬ সালে　ঘ. ১৩৭৬ সালে

২৫. সর্বপ্রথম কোন বিদেশি বণিকরা বাংলাদেশে আসে? */ঢা. বো.; রা. বো.-১৭; কু. বো. ১৬/*
ক. ইংরেজরা খ. পর্তুগিজরা
গ. ফরাসিরা ঘ. ওলন্দাজরা

২৬. বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে কোন রেখা অতিক্রম করেছে? */ঢা. বো. ১৬; য. বো. ১৯/*
ক. মকরক্রান্তি খ. কর্কটক্রান্তি
গ. বিষুব ঘ. মেরু বৃত্তীয়

২৭. বাংলাদেশের মোট অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল? */ঢা. বো. ১৭; ব. বো. ১৭; সকল বোর্ড ১৮/*
ক. ১০০ খ. ২০০
গ. ২৮০ ঘ. ৩৫৪

২৮. বাংলাদেশের আঞ্চলিক (টেরিটোরিয়াল) সমুদ্রসীমা কত? */য. বো.; সি. বো. ১৭/*
ক. ১০ নটিক্যাল মাইল খ. ১২ নটিক্যাল মাইল
গ. ২০ নটিক্যাল মাইল ঘ. ২২ নটিক্যাল মাইল

২৯. মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত কত কিলোমিটার? */দি. বো. ১৬/*
ক. ২৮০ খ. ৩৮০
গ. ৪৮০ ঘ. ৫৮০

৩০. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কোনটি? */সি. বো. ১৬/*
ক. জাতি খ. সংস্কৃতি
গ. জনসংখ্যা ঘ. জলবায়ু

৩১. নিচের কোন জেলাটি পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত?*/দি. বো. ১৬/*
ক. কুমিল্লা খ. ময়মনসিংহ
গ. বান্দরবান ঘ. শেরপুর

৩২. উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত? */ব. বো. ১৯/*
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৩৩. কৃষিকাজ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন খাতের মধ্যে পড়ে? */রা. বো. ১৭/*
ক. উৎপাদনভিত্তিক খ. মালিকানাভিত্তিক
গ. শহুরে খাত ঘ. সেবা খাত

৩৪. নিচের কোনটি সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত? */ব. বো. ১৭/*
ক. নির্মাণ খ. ম্যানুফ্যাকচারিং
গ. পরিবহণ ঘ. খনিজ ও খনন

৩৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপাদান কোনটি? */দি. বো. ১৬/*
ক. বাসস্থান খ. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
গ. প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ঘ. যাতায়াত ও যোগাযোগ

৩৬. কোনটি গ্রামীণ খাতের অন্তর্ভুক্ত? */সি. বো. ১৬/*
ক. বনজ সম্পদ খ. বৃহৎ শিল্প
গ. উচ্চ শিক্ষা ঘ. উন্নত পরিবহন

৩৭. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি? */সি. বো. ১৬/*
ক. কৃষি একক বৃহত্তম খাত
খ. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য
গ. জীবনযাত্রার মানের অবনতি
ঘ. বেকারত্বের হার হ্রাস

৩৮. বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারায় নিচের কোনটি হ্রাস পাচ্ছে? */ব. বো. ১৭/*
ক. মাথাপিছু আয় খ. দারিদ্র্যের হার
গ. গড় আয়ুষ্কাল ঘ. জীবনযাত্রার মান

৩৯. SDG কী? */সি. বো. ১৭/*
ক. Sustainable Development Goals
খ. Super Development Goal
গ. Super Democratic Goal
ঘ. Super Demographic Goal

৪০. রূপকল্প-২০২১ অনুসারে বাংলাদেশ নিম্নের কোন পর্যায়ের দেশে পরিণত হবে? */য. বো. ১৯/*
ক. নিম্ন আয় খ. নিম্ন মধ্যম আয়
গ. মধ্যম আয় ঘ. উচ্চ আয়

৪১. বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে? */কু. বো. ১৯/*
ক. চীন খ. ভারত
গ. যুক্তরাজ্য ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

৪২. মুসলিম শাসনামলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— */য. বো. ১৭/*
i. নৌ শিল্পের প্রসার
ii. মুদ্রার প্রথম প্রচলন
iii. খাজনা প্রথা রহিতকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৩. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হলো— */য. বো. ১৬/*
i. ভূপ্রকৃতি ii. জলবায়ু
iii. জনসংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনভিত্তিক খাত— */য. বো. ১৯, কু. বো. ১৬/*
i. কৃষি ii. শিল্প
iii. সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৫. বাংলাদেশের অর্থনীতির মালিকানাভিত্তিক খাত হচ্ছে— */রা. বো. ১৬/*
i. ব্যক্তি খাত ও রাষ্ট্রীয় খাত
ii. একমালিকানা খাত ও যৌথ মালিকানা খাত
iii. সরকারি ও বেসরকারি খাত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪৬. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো— *[ঢা. বো.; সি.বো. ১৯, রা. বো. ১৬]*

i. অনুন্নত কৃষি
ii. অনুন্নত অবকাঠামো
iii. বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪৭. বাংলাদেশের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে যদি— *[ঢা. বো. ১৬]*

i. নতুন বাজার অন্বেষণ করা যায়
ii. অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি মোকাবিলা করা যায়
iii. বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৮ ও ৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রহমান সাহেব ইতিহাস বই পড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা জানতে পারে। সে আরও জানতে পারে এ যুগের কোনো লিখিত রূপ ছিল না। মানুষ পরিবেশ নির্ভর ছিল এবং কাজকর্মের জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু ব্যবহার করত। *[রা. বো. ১৭]*

৪৮. উক্ত যুগে মানুষ কোন বস্তুটি প্রথম বেছে নিয়েছিল?

ক. সোনা   খ. পাথর
গ. রুপা   ঘ. হীরা

৪৯. উক্ত বস্তুটি দিয়ে মানুষ—

i. আত্মরক্ষা করত   ii. শিকার করত
iii. আগুন জ্বালাতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫০ ও ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথিবীর মানচিত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ দেখালেন। দেশটি পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এবং এর মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। *[চ. বো. ১৬]*

৫০. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির নাম কী?

ক. ভুটান   খ. নেপাল
গ. মায়ানমার   ঘ. বাংলাদেশ

৫১. দেশটির উত্তরে ভারতের কোন কোন রাজ্য অবস্থিত?

i. পশ্চিমবঙ্গ   ii. আসাম
iii. মেঘালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সুপ্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশ সুজলা-সুফলা দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। এ কারণে বিভিন্ন সময়ে দেশটি বিদেশিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিদেশি শাসকগোষ্ঠী এ দেশকে শাসন ও শোষণ করেছে। পরে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। *[দি. বো. ১৭]*

৫২. উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিম্নের কোনটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক. জলবায়ু চরমভাবাপন্ন   খ. অপর্যাপ্ত নদ-নদী
গ. উর্বর সমতল ভূমি   ঘ. খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ

৫৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়ে শোষণ করেছিল—

i. মোগলরা   ii. ব্রিটিশরা
iii. পাকিস্তানিরা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথিবীর মানচিত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ দেখালেন। দেশটি পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এবং এর মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। *[চ. বো. ১৬]*

৫৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির নাম কী?

ক. ভুটান   খ. নেপাল
গ. মায়ানমার   ঘ. বাংলাদেশ

৫৫. দেশটির উত্তরে ভারতের কোন কোন রাজ্য অবস্থিত?

i. পশ্চিমবঙ্গ   ii. আসাম
iii. মেঘালয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	ক
১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	খ	২৪	খ
২৫	খ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ঘ	৩১	গ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ঘ	৩৬	ক
৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	গ	৪১	ক	৪২	ক	৪৩	ক	৪৪	ঘ	৪৫	খ	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	খ
৪৯	ঘ	৫০	ঘ	৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	গ	৫৪	ঘ	৫৫	ঘ										

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করো।

২. পাকিস্তানি আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কীভাবে সম্পদের স্থানান্তর ঘটেছিল?

৩. তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যসমূহ কী কী ছিল?

৪. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়?

৫. সামাজিক অবকাঠামো বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।

৬. বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? বর্ণনা করো।

৭. সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৮. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী? ব্যাখ্যা দাও।

৯. বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা ব্যাখ্যা করো।

১০. বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ কী কী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মি. 'X' গণমাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক বিষয়ে জানায় তার মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। সম্প্রতি তিনি প্রায় সকল খাতেই ধনাত্মক পরিবর্তন লক্ষ করেন। যেমন: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি ইত্যাদি। তিনি আরও অনুভব করেন, অনুকূল পরিবেশ ও বিদ্যমান সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হলে বাংলাদেশ অচিরেই একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। *[ঢা. বো. ২০১৯]*

ক. পলাশির যুদ্ধ কত সালে হয়? ১

খ. মুসলিম যুগকে কেন 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের পর থেকেই বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। GDP-এর প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ হচ্ছে। জীবনযাত্রার মান, শিক্ষার হার, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশটির ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদী, মৃত্তিকাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান দেশটির উন্নয়নে সহায়তা করছে। আশা করা যায়, এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। *[রা. বো. ২০১৯]*

ক. উন্নয়নশীল দেশ বলতে কী বোঝ? ১

খ. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখো। ২

গ. বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ কিনা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাদানগুলো উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. অর্থনীতির শিক্ষক আসাদ সাহেব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'সমষ্টিগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামো। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— উৎপাদনভিত্তিক, মালিকানাভিত্তিক এবং অঞ্চলভিত্তিক। তবে শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো ব্যতীত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হয় না। অর্থনৈতিক অবকাঠামো হচ্ছে একটি দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ।' *[কু. বো. ২০১৯]*

ক. অর্থনৈতিক কাঠামো কী? ১

খ. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত খাতগুলোর অধীনে বিদ্যমান উপখাতগুলোর সমন্বয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৩

ঘ. 'অর্থনৈতিক অবকাঠামো একটি দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ'— তুমি কি আসাদ সাহেবের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪. বড় আশা নিয়ে ব্রিটিশ শাসিত একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টেনে বিভক্ত হয়েছিল মানসুরা সুলতানার দেশ। কিন্তু দেশটির পশ্চিমাঞ্চল সেই আশার কোনো মূল্য দিল না। কৃষি, শিক্ষা, জাতীয় ও

মাথাপিছু আয় সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হলো মানসুরার দেশ। তার অঞ্চলে উৎপাদন অধিক হলেও ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক মনোভাব দেখানো হলো। তারা মনের ক্ষোভের কথা বলতে চাইলেও শাসকদের মধ্যে তা শোনার আগ্রহ দেখা গেল না।

ক. বাংলায় কত সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়েছিল? ১
খ. বাংলাদেশের সীমানার বিবরণ দাও। ২
গ. মানসুরা সুলতানা তার দেশের যেসব ক্ষেত্র নিয়ে অতৃপ্ত- তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫. প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে বিদেশি পর্যটকরা বাংলার সৌন্দর্য দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছে। চীনা পরিব্রাজক মা-হুয়ানের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তখন কৃষকরা পরিশ্রম করে বাংলাকে স্বর্গরাজ্য বানিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

ক. বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমা কত নটিক্যাল মাইল? ১
খ. প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল? ২
গ. উদ্দীপকের পরিব্রাজক কোন যুগে বাংলা ভ্রমণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত যুগে কৃষি প্রাধান্যে স্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে— মতামত দাও। ৪

৬. নড়াইল কলেজছাত্র সোহেল নিজ দেশকে দরিদ্র বলে অবহেলা করে না। বরং যখন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে তার দেশ সমৃদ্ধ ছিল, সেই সময় নিয়ে সে গর্ববোধ করে। একসময় এদেশেই তৈরি হতো রণতরি, পালতোলা, যাত্রীবাহীসহ বিভিন্ন ধরনের নৌযান। সে সময় কুটিরশিল্পের ব্যাপক বিকাশের ফলে এদেশে উৎপাদিত হতো বস্ত্র, চিনি, কামান, বারুদ, ভোজ্যতেল, লবণ, অলঙ্কার ইত্যাদি। আর এসব পণ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। তাই সোহেল মনে করে, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে অবহেলা না করে উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ক. কোন যুগে বাংলায় কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়? ১
খ. পাকিস্তান আমলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজমান ছিল— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কলেজ ছাত্র সোহেল বাংলার কোন যুগের অর্থনীতি নিয়ে গর্ববোধ করে? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. বাংলার অর্থনীতির এই চিত্র ইংরেজ যুগে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছিল— মূল্যায়ন করো। ৪

৭. ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে এদেশের অর্থনীতি মেরুদণ্ডহীন হয়েছিল। আর তাই ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসতে বাংলাদেশকে অনেক পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে।

/সি. বো. ২০১৭/

ক. বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমানার দৈর্ঘ্য কত কি.মি.? ১
খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ নীতিই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ'— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে, পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের শোষণ, বঞ্চনা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. সাদিয়ার পিতা বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে এর সীমানা, আয়তন, জনসংখ্যা, ভূপ্রকৃতির প্রকারভেদ, মৃত্তিকার গঠন, জলবায়ু, নদনদী, উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থের বিশদ বিবরণ প্রদান করেন।

ক. মৃত্তিকা কী? ১
খ. বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? ২
গ. সাদিয়ার পিতা বাংলাদেশের কীসের অবস্থান বর্ণনা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাদিয়ার পিতা বাংলাদেশের যে পরিবেশের উপাদানের কথা বলেছেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. জনাব রশিদ রসুলপুর গ্রামের কৃষক। তার এলাকাটি সমতল। গ্রামটির একদিকে হাওর আর অন্যদিকে নদী। নদী দিয়ে নৌকা চলে। পাশেই জেলে পল্লি। নদীর চর, হাওর আর সমতল মাঠে গরু, মহিষ ও ছাগল চরে বেড়ায়। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় তিনি ধান চাষে সেচ সুবিধা পেয়ে থাকেন। শীতকালে আবার রবিশস্যও ফলানো সম্ভব হয়। এই এলাকায় পাট, বাঁশ, বেত ইত্যাদিও প্রচুর জন্মে। বনভূমির কথা বাদ দিলে রসুলপুর গ্রাম যেন বাংলাদেশের আসল চেহারা।

/সি. বো. ২০১৯/

ক. প্রাচীন বাংলার রপ্তানি পণ্যসমূহ কী কী? ১
খ. 'আগামী দিনে পাটই হতে পারে বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ উদ্দীপকের আলোকে চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লিখিত উপাদানসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০. বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। এদেশের ভূখণ্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু। পূর্বে সামান্য উঁচু ভূমি ছাড়া সমগ্র দেশের ভূমি সমভূমি। জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই জলবায়ুতে নানারকম ফসল উৎপাদিত হয়। এর সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের চাহিদা পূরণ করে রপ্তানিও হচ্ছে।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]

ক. পরিবেশ বলতে কী বোঝ? ১
খ. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. ডেভিড বুকানন বই পড়ে আর টেলিভিশন দেখে কোনো দেশ বা অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে বিশ্বাসী নন। তিনি নিজে ভ্রমণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের পক্ষপাতী। বুকানন গত বছর ভ্রমণ করেছিলেন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপে। সেখানে রয়েছে সামান্য পরিমাণ পাহাড়ি অঞ্চল। এই বৃহৎ ব-দ্বীপের সীমিত উঁচুভূমি এবং নদীবিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং মানুষের ব্যবহার ডেভিড বুকাননকে মুগ্ধ না করে পারল না।

ক. ইবনে বতুতা কার শাসনামলে বাংলা ভ্রমণ করেছিলেন? ১
খ. ব্রিটিশ শাসনের কুফল থাকলেও সুফলও কম নয়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ডেভিড বুকাননের ভ্রমণ করা দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা উল্লেখ করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, এই ধরনের ব-দ্বীপে মানুষের জীবিকা অর্জন ইতিবাচক প্রভাব ফেলে? মতামত দাও। ৪

১২. ইংল্যান্ডের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে বাংলাদেশি ছাত্র তৌফিক ইমাম অপু। ইংল্যান্ডের বন্ধু টমাসের সঙ্গে আলাপকালে অপু বলে, 'আমার দেশের কৃষি ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। অধিক জনসংখ্যা, স্বল্প মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান আর মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমাদের দেশটি তোমাদের দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তবে জনগণ ও সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এ সমস্যাগুলো সমাধান করা তেমন কঠিন কিছু নয়।'

ক. গ্রামীণ খাত কী? ১
খ. বাংলাদেশের জলবায়ুর ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. তৌফিক ইমাম অপুর দেওয়া তথ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য অন্য আরও কিছু কারণ দায়ী— মূল্যায়ন করো। ৪

১৩. বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল দেশ। এদেশের অর্থনীতি যে সব ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে সেগুলো হলো— শিক্ষা, যাতায়াত ও যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ, ডাক, জনস্বাস্থ্য, বাসস্থান, পরিবার কল্যাণ, সেতু, বিদ্যুৎ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা, শক্তি সম্পদ, পানি সরবরাহ প্রভৃতি। দেশের উন্নয়নে এ সব উপাদানের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক। *[য. বো. ২০১৯]*

ক. সামাজিক পরিবেশ কী? ১
খ. প্রাকৃতিক পরিবেশ কি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত? ২
গ. উদ্দীপক থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর তুলনামূলক গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪. প্রায় ত্রিশ বছর আগে মি. জসিম লেখাপড়া শেষ করে কানাডা চলে যান। তৎসময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল নেতিবাচক। একটানা ত্রিশ বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে মি. জসিম অবাক। আগের বাংলাদেশ আর নেই। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সূচকে বাংলাদেশ আজ অগ্রসরমান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে। মি. জসিম সিদ্ধান্ত

নিলেন তিনি দেশেই অবস্থান করবেন এবং অর্জিত অর্থ বিনিয়োগ করবেন। *[দি. বো. ২০১৭]*

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক অবকাঠামো— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মি. জসিমের যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

১৫. শিক্ষক ক্লাসে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী তিন শাসনামল—

১. ১২০০ হতে ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত

২. ১৭৫৭ হতে ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত

৩. ১৯৪৭ হতে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত। বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনীতির অবকাঠামোর উপখাতগুলোর উন্নয়ন হয়েছে। *[ব. বো. ২০১৯]*

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ কী? ১

খ. অবকাঠামোর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি শাসনামলের নামসহ অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক গতিধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. একটি দেশ দীর্ঘদিন যাবত বিদেশিদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। দেশটি যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তার লড়াই অব্যাহত রয়েছে। দেশটি কৃষিপ্রধান হলেও তা অনুন্নত। শিল্পে অনগ্রসরতা, বিপুল জনসংখ্যা, শিক্ষার হার কম, খাদ্য ঘাটতি, অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে তার কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু সরকার আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় দেশটি দ্রুতই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করতে সক্ষম হবে। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*

ক. গ্রামীণ খাত কী? ১

খ. বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন দেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। ৩

ঘ. দেশটির অর্থনীতি সম্ভাবনাময়— তুমি কি এই ধারণার সঙ্গে একমত? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

১৭. সম্প্রতি এক সেমিনারে বক্তারা মতামত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। GDP-র প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। GDP-তে কৃষির অবদান কমেছে। মানবসম্পদসহ অন্যান্য খাতের উন্নয়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। *[য. বো. ২০১৭]*

ক. অর্থনৈতিক অবকাঠামো কাকে বলে? ১

খ. কী কী শিল্পের জন্য মুসলিম যুগ বিখ্যাত ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বক্তাদের ধারণা অনুযায়ী, বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পৌছাতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. জনাব রায়হান তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রায় ১৯০ বছর ইংরেজ শাসন ও শোষণ এবং ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের হাত থেকে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছে এবং অর্থনীতির বেশ কিছু সূচক যেমন- শিল্পের বিকাশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উন্নয়ন, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। *[কু. বো. ২০১৬]*

ক. অর্থনৈতিক কাঠামো কী? ১

খ. 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাথমিক খাতের প্রাধান্য রয়েছে' বলতে তুমি কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে শাসন ও শোষণের তিনটি উদাহরণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে তুমি কি মনে কর বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯. মাসুদ সাহেব একটি সেমিনারে বৈশ্বিক মন্দার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, '২০০৮ সাল থেকে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কবলে পড়তে শুরু করে। অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে বিশ্বের শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি যেমন কমেছে তেমনি সঞ্চয়, বিনিয়োগও হ্রাস পেয়েছে। সে তুলনায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি অনেক ভালো।' অন্য বক্তারা বললেন, প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসার, শিল্প উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে বিশ্বে পরিচয় লাভ করবে বলে অর্থনীতিবিদরা আশা করেন।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১

খ. মুসলিম যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা পরিবর্তনের সূচকগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ মন্দা উত্তরণে কী কী ব্যবস্থা নিতে পারে বলে তুমি মনে কর। মতামত দাও। ৪

২০. করিম 'X' দেশে বাস করে, তার দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। 'X' দেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার, মূলধনের স্বল্পতা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, শিল্পের অনগ্রসরতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয়ের ক্রমবর্ধমান ধারা বজায় রাখায় দেশটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে।

ক. কত সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়? ১

খ. কেন পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় কম ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের যে সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২১. সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকেরা ২০০ বছর এ উপমহাদেশ শাসন ও শোষণ করেছে। এরপর পাকিস্তান সরকার আজকের বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করেছে ২৪ বছর। তাদের উভয়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির জন্য ব্যবহার হয়েছে এ অঞ্চলের লুণ্ঠিত সম্পদ। কিন্তু এ অঞ্চলের জনগণের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল খুব সামান্য। পরবর্তীতে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডটি। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যেমন, কৃষির কাঠামোগত পরিবর্তন, শিল্প ও সেবা খাতের ভূমিকা, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সমুদ্র জয়, তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং শিশু মৃত্যুহার হ্রাস প্রভৃতি। *[চি. বো. ২০১৭]*

ক. অর্থনৈতিক অবকাঠামো কী? ১

খ. কোন যুগকে বাংলার ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়? কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণের সম্ভাবনা তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

২২. ড. আসগর আলী X বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক। ঐ বিভাগের রুবেল নামক একজন ছাত্র তার কাছে জানতে চায় স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি প্রকৃতিতে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। উত্তরে ড. আসগর আলী জানান স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অনুন্নত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষাসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এবং অর্থনীতির প্রায় সবক্ষেত্রেই গতিশীলতা আসছে। *[আলিম ২০১৮]*

ক. বাংলাদেশের আয়তন কত বর্গ কি. মি.? ১

খ. প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আসগর আলী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কী ধারণা দেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক গতিধারাকে উন্নয়নশীল বলা কতটা যুক্তিসংগত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

২

বাংলাদেশের কৃষি

Agriculture of Bangladesh

প্রধান প্রধান শব্দ

- কৃষি
- কৃষি কাঠামো
- কৃষির উপখাত
- কৃষি খামার
- কৃষিজোত
- বহুমুখী খামার
- কৃষি বিপণন
- শস্য বহুমুখীকরণ
- অভিযোজন
- জৈব প্রযুক্তি
- বৈশ্বিক উষ্ণতা
- বায়োটেকনোলজি

বাংলাদেশের উৎপাদনের প্রধান খাত হলো কৃষি। নদীমাতৃক ও পলিগঠিত সমতল ভূমির এদেশে মানুষের স্বাভাবিক ও সহজ পেশা কৃষি। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বলা হয়। বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কৃষিভিত্তিক বলা হয়েছে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে বলা হয়েছে, 'আগামী অনেক বছর ব্যাপী বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার ব্যাপারে কৃষিখাত প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকবে।' আর সর্বশেষ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারের লক্ষ্য হলো খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো ও জনগণকে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করা। কৃষিখাত মূলত বেসরকারি উদ্যোক্তা দিয়ে পরিচালিত হলেও এই সেক্টরের উন্নয়নে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিভিন্ন দিক এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো এবং এর উপখাতসমূহ
- জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদানের লেখচিত্র অঙ্কন
- বাংলাদেশে কৃষি খামার ও কৃষিজোত এর স্বরূপ
- বাস্তব ঘটনা ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যাসমূহ
- বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকার/ রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব
- বাস্তবচিত্র, ঘটনা কিংবা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশে কৃষিখাতে শস্য উৎপাদন, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, চিংড়ি ও মাশরুম চাষ, বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
- বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কৃষিঋণ, কৃষি উপকরণ বিতরণের বিভিন্ন কর্মসূচির উপযোগিতা
- বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে শস্য বহুমুখীকরণ ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের প্রভাব
- বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব চিহ্নিত করে বিদ্যমান সংকট থেকে উত্তরণ এবং অভিযোজনের উপায় অনুসন্ধান
- বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে পরমাণু বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি এবং আইসিটি ব্যবহারের গুরুত্ব
- বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তি, বিশেষ করে উন্নত বীজ উদ্ভাবনের ফলাফল মূল্যায়ন
- কৃষি উন্নয়নে গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থন দানে উদ্বুদ্ধ হওয়া

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১ ও ২	কৃষি; বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো; বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ
পাঠ ৩ ও ৪	জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদান; কৃষি খামার ও কৃষিজোত; আদর্শ খামার; বাংলাদেশে কৃষি খামারের স্বরূপ; কৃষি খামারের প্রকারভেদ ও কৃষি খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক
পাঠ ৫	জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য; কৃষিজোত ও বাংলাদেশে কৃষিজোতের স্বরূপ
পাঠ ৬	কৃষিপণ্যের বিপণন; বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার স্বরূপ; কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো এবং বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণনের সমস্যাসমূহ
পাঠ ৭	কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ; বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন নীতি এবং বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব
পাঠ ৮	বাংলাদেশের কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা ও শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা
পাঠ ৯ ও ১০	গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা এবং চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা
পাঠ ১১	মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা
পাঠ ১২	বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা
পাঠ ১৩	কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ, বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমস্যাবলি, বাংলাদেশের কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান ও কৃষিঋণ বিতরণ কর্মসূচি
পাঠ ১৪	কৃষি উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ
পাঠ ১৫	শস্য বহুমুখীকরণ; শস্য বহুমুখীকরণের ধরন ও সুবিধা
পাঠ ১৬	সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ; সেচের সরকারি কার্যক্রম ও এর প্রভাব এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব
পাঠ ১৭	পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ; বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ও এর কারণ; বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি ফলাফল; কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায়
পাঠ ১৮	কৃষিখাতে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়
পাঠ ১৯	কৃষি প্রযুক্তি; পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তি; কৃষিক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার
পাঠ ২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার; কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি-এর ব্যবহার; কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন: উন্নত বীজ; উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ সম্পর্কিত প্রযুক্তির ফলাফল

পাঠ ১ ও ২ কৃষি; বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো; বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ

২.১ কৃষি (Agriculture)

কৃষির ইংরেজি প্রতিশব্দ Agriculture শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Ager' ও 'Cultura' থেকে উদ্ভূত। Ager অর্থ জমি বা মাঠ এবং Cultura শব্দের অর্থ হলো চর্চা বা চাষ করা। তাই সাধারণ অর্থে জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করাকে কৃষি বলে। কৃষির সাথে যুক্ত ব্যক্তিকে বাংলায় 'ক্ষেত্রকর' বা 'কর্ষক' বা 'কৃষক' বলে। এর সঙ্গে স্পষ্টতই ক্ষেত্র বা খেত এবং কর্ষণ শব্দগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। কৃষি হলো এমন একটি সৃষ্টি সম্পর্কিত কাজ যা ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, উদ্ভিদ/শস্যচারা পরিচর্যা ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। পৃথিবীর প্রাচীন ও বৃহত্তম 'শিল্প' হলো কৃষি। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই কৃষিকাজ প্রধান পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়। অতএব, আমরা বলতে পারি, মানুষের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের স্বাভাবিক জন্ম-বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন উপকরণ ও পদ্ধতির সাহায্যে মাটি থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করাকে কৃষি বা কৃষিকাজ বলে।

জেনে রাখো

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশ বিশ্বে—

ইলিশে	১ম
মিঠাপানির মাছে	৩য়
সবজিতে	৩য়
আলুতে	৬ষ্ঠ
কাঁঠালে	২য়
আমে	৮ম
পেয়ারায়	৮ম

তথ্যসূত্র: খাদ্য কৃষি সংস্থা, ওয়ার্ল্ডফিশ ও মৎস্য অধিদপ্তর

২.২ বাংলাদেশের কৃষির কাঠামো (Agricultural Structure of Bangladesh)

কৃষি একটি গতিশীল জৈবিক ও প্রাথমিক উৎপাদন প্রক্রিয়া। মাটির জৈবিক ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণী পালনের সাহায্যে কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে কৃষির কাঠামো বা ক্ষেত্র কতগুলো খাত-উপখাতে বিস্তৃত। নিচে তা ছকে উপস্থাপন করা হলো–

উদ্যান ফসল
১. ফল
২. সবজি
৩. মসলা
৪. ফুল
৫. সৌন্দর্য বর্ধনকারী গাছ

মৎস্য
১. কার্প মাছ
২. জিওল মাছ[1]
৩. চিংড়ি
৪. রাক্ষুসে মাছ
৫. সামুদ্রিক মাছ

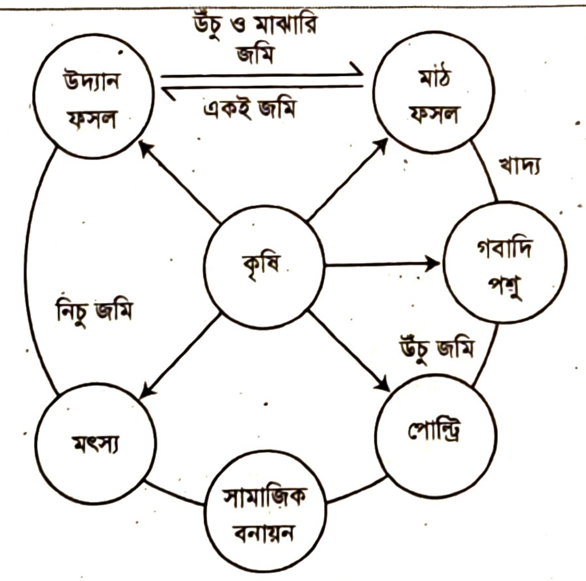

চিত্র: কৃষির কাঠামো

মাঠ ফসল
১. দানা জাতীয় ফসল
২. ডাল জাতীয় ফসল
৩. তৈলবীজ জাতীয় ফসল
৪. অর্থকরী ফসল

গবাদিপশু
১. গরু, মহিষ, উট
২. ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি।

পোল্ট্রি
১. হাঁস, মুরগি, টার্কি, তিতির
২. কবুতর, কোয়েল
৩. পোষা পাখি প্রভৃতি।

বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো বলতে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবস্থান ও গুরুত্ব, কৃষির উপখাত ও সেগুলোর উৎপাদন, কৃষিপণ্যের ধরন, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ধরন, খামারের আয়তন, কৃষিকাজের ধরন, কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির মিলিত রূপকে বোঝায়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর কৃষি কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। দেশভেদে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর ভিন্ন হয় বলে কৃষি কাঠামোও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

---

[1] জিওল মাছ: শিং, মাগুর, শোল ইত্যাদি

বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর বৈশিষ্ট্য:

১. **জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবস্থান ও গুরুত্ব:** বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত হলো কৃষি। দেশের শ্রমশক্তির শতকরা ৪৫.০০ ভাগ কৃষিকাজে নিয়োজিত। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের ১১.০২ শতাংশ হলো কৃষি খাতের অবদান।[১] কৃষি এদেশের মানুষের খাদ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেয়। কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অর্জিত হয়।

২. **কৃষির উপখাত ও সেগুলোর উৎপাদন:** মৎস্য উপখাত ব্যতীত এদেশের কৃষি তিনটি উপখাতে বিভক্ত, যথা– শস্য ও শাকসবজি, পশু সম্পদ ও বনজ সম্পদ। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির উপখাতগুলোর মধ্যে শস্য ও শাকসবজি উপখাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে এ খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৫.১৫ ভাগ। এরপর রয়েছে বনজ ও প্রাণী সম্পদের অবদান, যা যথাক্রমে প্রায় শতকরা ১.৬৯ ও ১.৮০ ভাগ।[১]

৩. **কৃষিপণ্যের ধরন:** বাংলাদেশের কৃষিতে দুই ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। যথা– খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল। ধান, গম, ডাল, ভুট্টা, তেলবীজ, আলু, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি প্রধান খাদ্যশস্য; অন্যদিকে পাট, চা, আখ, তামাক, রেশম, তুলা, রাবার ইত্যাদি হলো প্রধান অর্থকরী ফসল। তাছাড়া দেশের প্রায় সব কৃষক পরিবার নিজেদের প্রয়োজনেই বসতবাড়িতে কমবেশি হাঁস-মুরগি এবং গরু-ছাগল পালন করে। সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন অনেক বেড়েছে।

৪. **উৎপাদনের উদ্দেশ্য:** বাংলাদেশের কৃষকরা মূলত পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উৎপাদন করে। এ কারণে সাধারণত তারা পরিবারের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই যতটা সম্ভব উৎপাদন করে। তবে সাম্প্রতিককালে এদেশে কোনো কোনো কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। বহু তরুণ ও যুবক আত্মকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের খামার করায় এ খাতের আকার এখন বেশ বড়।

৫. **ভূমি ব্যবস্থার ধরন:** বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রায়তওয়ারী[২] প্রথা প্রচলিত আছে। কৃষকরা সরকারকে প্রদত্ত খাজনার বিনিময়ে বংশানুক্রমে ভূমির ভোগ-দখল ও হস্তান্তরের অধিকার ভোগ করে। উল্লেখ্য, এদেশে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ কৃষকেরই নিজস্ব কোনো জমি নেই। তারা ভূমিহীন কৃষক বা প্রান্তিক কৃষক। এ কৃষকরা যৎসামান্য আর্থিক মজুরি ও খাদ্যের বিনিময়ে কৃষিকাজ করে।

৬. **খামারের আয়তন:** বাংলাদেশে বেশিরভাগ কৃষি খামারের আয়তন ছোট। এদেশে মোট খামারের প্রায় ৯০% ভাগ হলো ০.৫–২.৪৯ একরের। বৃহদায়তন খামারের সংখ্যা খুবই কম।[৩]

৭. **কৃষিকাজের ধরন:** বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যে বছর প্রকৃতি কৃষিকাজের অনুকূলে থাকে সে বছর কৃষির ফলন ভালো হয়। আর যে বছর তার বিপরীত ঘটে সে বছর ফলন কম হয়। এখানে কৃষিকাজের একক হলো ভূমির মালিক ও তার পরিবার এবং তাদের মালিকানাধীন এক বা একাধিক খণ্ড জমি। মালিক তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সনাতন পদ্ধতিতে স্বল্প মূলধন খাটিয়ে কৃষিকাজ পরিচালনা করে। বর্গাচাষ পদ্ধতির অধীনে নিজের জমি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে অন্যকে চাষ করতে দেওয়ার রেওয়াজও চালু আছে। এদেশে এখনো মূলত সনাতন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ চললেও সাম্প্রতিককালে সীমিত পর্যায়ে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ শুরু হয়েছে যা ক্রমেই বাড়ছে।

৮. **কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা:** বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকই দরিদ্র। দেশের ৫০ শতাংশেরও অধিক কৃষক পরিবার কার্যত ভূমিহীন। তারা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে। কৃষকদের আয় খুব কম বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের জীবনযাত্রার মান নিচু। যথাযথ খাদ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাবে তারা দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন। আবার কারিগরি জ্ঞানের অভাবে কৃষির আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ। জাতির খাদ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করলেও সাধারণত সমাজেও তাদের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় না।

---

[১] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

[২] রায়তওয়ারী প্রথা অনুসারে কৃষকরা জমির মালিকানা লাভ করেন এবং নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে জমি ভোগ দখল করেন।

[৩] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই-২০১৬।

২.৩ বাংলাদেশের কৃষির উপখাতসমূহ (Subsectors of Agriculture in Bangladesh)

কৃষিকাজের ধরন ও উৎপন্ন পণ্যের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী সার্বিক কৃষি খাতের চারটি উপখাত রয়েছে। নিচে এদেশের কৃষির উপখাতগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো:

১. **শস্য ও শাকসবজি খাত (Crops and Vegetables Sector):** বিভিন্ন প্রকার শস্য ও শাকসবজি নিয়ে বাংলাদেশের কৃষির শস্য ও শাকসবজি উপখাত গঠিত। এটি কৃষির বৃহত্তম উপখাত। এ খাতের উৎপাদিত শস্যের মধ্যে ধান, পাট, গম, ডাল ইত্যাদি প্রধান। এছাড়া আলু, কপি, লাউ, পটল, করলা, বেগুন, টমেটো, ঝিঙ্গা, বরবটিসহ অনেক সবজি এবং বিভিন্ন ধরনের শাক উৎপাদিত হয়। এদেশে উৎপাদিত শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান। শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষিজমির ৯০ শতাংশেই খাদ্যশস্যের চাষ হয়। আবার খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির প্রায় ৮০ শতাংশই ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এদেশের জিডিপির শতকরা ৬.৬৮, এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ৫.৩০ ভাগ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতের অবদান হলো ৫.১৫।[৪]

২. **প্রাণিসম্পদ (Livestock):** গৃহে ও খামার পালিত নানা জাতীয় পশুপাখি নিয়েই বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ বা পশু সম্পদ উপখাত গঠিত। গ্রামীণ পরিবহণ, আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাণি সম্পদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে এর অবদান ছিল শতকরা ২.২৬ ভাগ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ১.৮৫ ভাগ যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে অবদান ১.৮০ ভাগ।[৪]

৩. **বনজ সম্পদ (Forestry):** বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৫৭ মিলিয়ন হেক্টর। এর ১.৮৮ মি. হেক্টর বন অধিদপ্তরের আওতাধীন। মোট ভূ-খণ্ডের প্রায় ১৫.৫৮% হলো বনভূমি।* কাঠ, বাঁশ, জ্বালানি, কাঠ, বেত, মোম, মধু, রাবার, গোলপাতা, শণ ইত্যাদি নিয়ে এ উপখাত গঠিত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এদেশের জিডিপি এর অবদান শতকরা ১.৮৪ ভাগ এবং ২০২২-২৩-তে ১.৭০% এবং ২০২৩-২৪-তে ১.৬৯%।[৪]

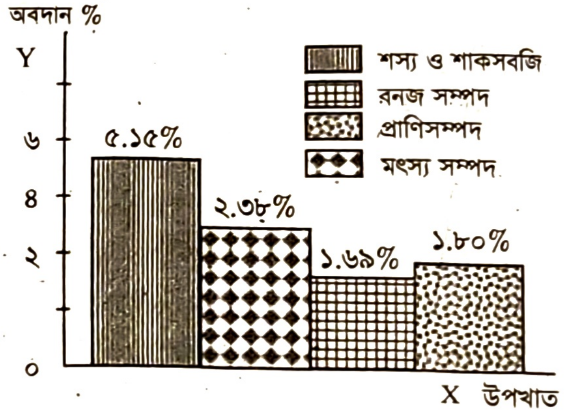

চিত্র: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমগ্র কৃষিখাতের উপখাতগুলোর শতকরা অবদান

মৎস্য সম্পদ (Fisheries): বাংলাদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হলো মৎস্য সম্পদ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় ও সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য নিয়ে এই উপখাত গঠিত। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে GDP-তে এ উপখাতের অবদান ২.৮৪%, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২.৪৫% এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২.৩৮%।[৪]

সুতরাং বলা যায়, দেশের সমগ্র কৃষি উৎপাদনে এ উপখাতগুলো বিভিন্ন মাত্রায় অবদান রেখে থাকে। পাশের লেখচিত্রে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমগ্র কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপখাতের অবদান শতকরা হিসাবে দেখানো হলো।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'Ager' শব্দের অর্থ কী
২. পৃথিবীর প্রাচীন ও বৃহত্তম শিল্প কী?
৩. বাংলাদেশের কৃষির সবচেয়ে বড় উপখাত কোনটি? *[রা. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*
৪. বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত?
৫. সার্বিক কৃষি খাতের কতটি উপখাত রয়েছে?

► উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

জিডিপিতে কৃষির উপখাতগুলোর অবদান পাইচিত্রে উপস্থাপন করো।

---

[৪] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

* বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর

পাঠ ৩ ও ৪ জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদান; কৃষি খামার ও কৃষিজোত; আদর্শ খামার বাংলাদেশে কৃষি খামারের স্বরূপ; কৃষি খামারের প্রকারভেদ ও কৃষি খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক

২.৪ জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদান
(Contribution of Subsectors of Agriculture to GDP)

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। তবে দিনে দিনে এদেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ কমে আসছে। সত্তরের দশকে এদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ।[৫] ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে সে অবদান ক্রমেই কমে দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগে।[৭] এ ধারা অব্যাহত থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ১২.৫৬ শতাংশ। ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে সমন্বিত কৃষি খাতের অবদান দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা প্রায় ১১.৬১, ১১.২০ এবং ১১.০২ ভাগ।[৮] অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে, অতীতের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান ক্রমেই অনেকখানি কমে এসেছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, দেশের মোট বার্ষিক কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরীণ কৃষি উৎপাদন কমলেও সে তুলনায় দেশের জাতীয় উৎপাদন আরও বেশি বাড়ছে। কৃষি খাতের মধ্যে শস্য ও শাকসবজি উপখাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। তারপর রয়েছে প্রাণি সম্পদ ও বনজ সম্পদ উপখাত। নিচে সারণি ও লেখচিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের বিগত কয়েক বছরের জিডিপি'তে কৃষির উপখাতগুলোর অবদান দেখানো হলো।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে কৃষির উপখাতসমূহের অবদানের হার (%)[৯]

কৃষির উপখাত	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
ক. শস্য ও শাকসবজি	৫.৭০	৫.৪৬	৫.৩০	৫.১৫
খ. প্রাণি সম্পদ	১.৯৮	১.৯১	১.৮৫	১.৮০
গ. বনজ সম্পদ	১.৭৫	১.৭২	১.৭০	১.৬৯
ঘ. মৎস্য সম্পদ	২.৬৪	২.৫৩	২.৪৫	২.৩৮

উপরের সারণির ভিত্তিতে নিচে গত কয়েক বছরের জিডিপিতে কৃষি উপখাতগুলোর অবদান লেখচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।

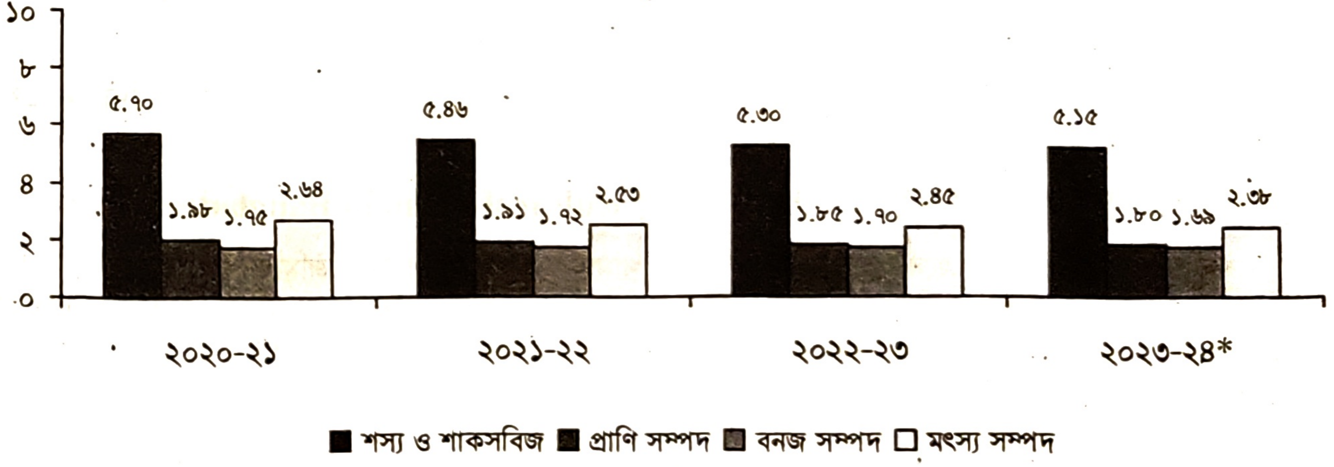

লেখচিত্র: বিভিন্ন অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষি উপখাতের শতকরা অবদান

২.৫ কৃষি খামার ও কৃষিজোত (Agricultural Farm and Agricultural Holding)

যে স্থানে কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয় সে স্থানকে খামার বলে। একজন কৃষক কোন আয়তনের জমিতে কৃষিকাজ পরিচালনা করেন তা উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রেক্ষিতে কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি খামার ও কৃষিজোত।

[৫, ৭, ৮, ৯] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৮০, ১৯৯৩, ২০২৪

একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কৃষকের অধীনে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির বাহ্যিক অবস্থাকে কৃষি খামার বলে। একজন কৃষক যে জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করেন তা একই স্থানে বা মাঠের বিভিন্ন স্থানে থাকতে পারে। এ রকম সব জমিকে একত্রে কল্পনা করে তিনি উৎপাদন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। কৃষক তার আওতাধীন জমিতে কোন কোন শস্য, কী পরিমাণে এবং কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একককে খামার (Farm) বলে। কৃষক কেবল একটি বিশেষ ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলে তা হবে বিশেষায়িত খামার; আর তিনি যদি কয়েক ধরনের ফসলের উৎপাদনে নিয়োজিত থাকেন তবে তা হবে বহুমুখী খামার।

কৃষিজোত ও কৃষি খামার ধারণা দুটির অর্থ খুব কাছাকাছি হলেও এ দুটি এক নয়। যে ভূমিতে কৃষিকাজ করা হয় তাকে কৃষি খামার বলে। আর, কৃষক যে আয়তনের জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করেন তাকে কৃষিজোত বলে। কৃষিকাজের জন্য কৃষকের অধীনে একটি অখণ্ড কৃষি জমিই হলো কৃষিজোত। এগুলো মাঠের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে, একাধিক কৃষিজোত নিয়ে কৃষি খামার হতে পারে। তবে কেউ কেউ কৃষিজোত বলতে আদর্শ খামারকেই বুঝিয়েছেন।

২.৬ আদর্শ খামার (An Ideal Farm)

আদর্শ খামার বলতে এমন একটি আয়তনের কৃষি খামারকে বোঝায় যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের সুষ্ঠু নিয়োগের ফলে একরপ্রতি উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়।

অর্থনীতিবিদ **Dyno Keatinge**-এর মতে, 'প্রচলিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ জমিতে একটি ফার্মের একর প্রতি সর্বাধিক উৎপাদন পাওয়া যায় এবং উৎপাদিত ফসলের আয় থেকে কৃষক ও তার পরিবার সন্তোষজনকভাবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পায়, সেই পরিমাণ জমিকে আদর্শ খামার বলে।'

আদর্শ কৃষি খামারের আয়তন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। এটি আবহাওয়া, জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণভেদে ভিন্ন হয়। যেমন– বাংলাদেশে আদর্শ খামারের আয়তন ৩ একর। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আদর্শ খামারের আয়তন ১৫০ একর, চীনে ৩২৫ একর, বেলজিয়ামে ১৪ একর, জার্মানিতে ২১ একর। অর্থাৎ আদর্শ খামারের আয়তন দেশভেদে বিভিন্ন রকমের হয়।

আদর্শ খামারের নির্ধারকসমূহ: বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আদর্শ খামারের আয়তন বিবেচনা করা হয়। নিচের এগুলো তুলে ধরা হলো:

১. **জমি বা মাটির প্রকৃতি:** জমির উর্বরতা শক্তি অধিক আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, শস্যবহুমুখীকরণের সুবিধা ইত্যাদি থাকলে আদর্শ খামার গড়ে তোলা সম্ভব।

২. **জমির আয়তন:** জমির আয়তন অত্যধিক ছোট বা বড় হলে আদর্শ খামার তৈরি করা যায় না।

৩. **ফসলের প্রকৃতি:** শাকসবজির ক্ষেত্রে জমির আয়তন ছোট, কিন্তু ধান গম ইত্যাদির জন্য জমির আয়তন বেশি হলে ফলন সর্বাধিক হয়।

৪. **জলবায়ু:** অনুকূল জলবায়ুতে ক্ষুদ্রায়তনের জমিতেই আদর্শ খামার গড়া যায়।

৫. **প্রযুক্তি:** আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আদর্শ খামার গঠনে সহায়ক।

সুতরাং বলা যায়, আদর্শ খামারের আয়তন কোনো দেশের জমির উর্বরতা, জলবায়ু বা আবহাওয়া, বিদ্যমান প্রযুক্তি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

২.৭ বাংলাদেশে কৃষি খামারের স্বরূপ (Nature of Agricultural Farm in Bangladesh)

বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারই হলো জীবনধারণোপযোগী খামার। কৃষক যখন তার জমিতে শুধু নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সব কৃষিপণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করেন তখন তাকে জীবনধারণোপযোগী খামার (Subsistence Farm) বলে। নিজের পরিবারের প্রয়োজন মেটানোই এ খামারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

জীবনধারণোপযোগী কৃষি খামারে পরিচালিত কৃষিকাজের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরিবারের চাহিদা মেটানো। এরূপ খামারে সাধারণত পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করা হয় এবং এটিই উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত এমন খামার থেকে কৃষকের আয় হয় যৎসামান্য। এজন্য তাদের সঞ্চয়ও কম হয়। এখানে কৃষিকাজে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ হয় নগণ্য। বাংলাদেশে যেসব জীবনধারণোপযোগী খামার একটু বড় সেখানে ব্যস্ত মৌসুমে প্রয়োজনবোধে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তবে এসব খামারের বেশিরভাগই অতি ক্ষুদ্রায়তনের হয়। এসব ক্ষুদ্রায়তন খামারের আকার ০.৫০–২.৪৯ একর হয়ে থাকে। মোট খামারের ৯০ শতাংশই এ আকারের। দেশের মাঝারি খামারগুলোর আয়তন ২.৫০–৭.৪৯ একর। এ খামারগুলোও জীবনধারণোপযোগী খামার। তবে এগুলোতে কিছু ফসল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের চেষ্টা চলে। এদেশে বৃহদায়তন (৭.৫০ একর ও তার বড়) খামারগুলো হলো বাণিজ্যিক খামার। সেখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ধরনের খামার এদেশের মোট খামারের মাত্র ২.৫২%।[৬]

---

[৬] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

জীবনধারণোপযোগী খামারে কৃষক পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ, পারিবারিক শ্রমের সদ্ব্যবহার, নিবিড় চাষ পদ্ধতি, ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ, উপকরণের অপচয় রোধ ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। তবে এ ধরনের খামারে অসুবিধাও কম নয়। ক্ষুদ্রায়তনের হওয়ায় এখানে উন্নত প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতি প্রয়োগে বাধা, উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলো ভোগ করতে না পারা, দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষীকরণের অভাব ইত্যাদি অসুবিধা দেখা দেয়।

বাংলাদেশের কৃষি খামারের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে এর আর একটি দিক বিবেচনা করা দরকার— তা হলো খামারগুলোর বহুমুখিতা। এদেশের বেশিরভাগ খামারই জীবননির্বাহী হওয়ায় সেখানে পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন করা হয়। এ কারণে বলা যায়, এদেশের বেশিরভাগ খামার জীবনধারণোপযোগী হলেও সেগুলো বহুমুখী খামারও বটে। এক্ষেত্রে সারা বছর ধরে কৃষিকাজ করার সুবিধা, ফসলের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি হ্রাস, একই ফসল চাষ করার একঘেয়েমি থেকে রক্ষা, পরিবারের প্রয়োজনানুসারে ফসল উৎপাদন ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করা যায়।

২.৮ কৃষি খামারের প্রকারভেদ (Types of Agricultural Farm)

বিভিন্নভাবে কৃষি খামারকে ভাগ করা হয়। নিচের ছকে তা উপস্থাপন করা হলো—

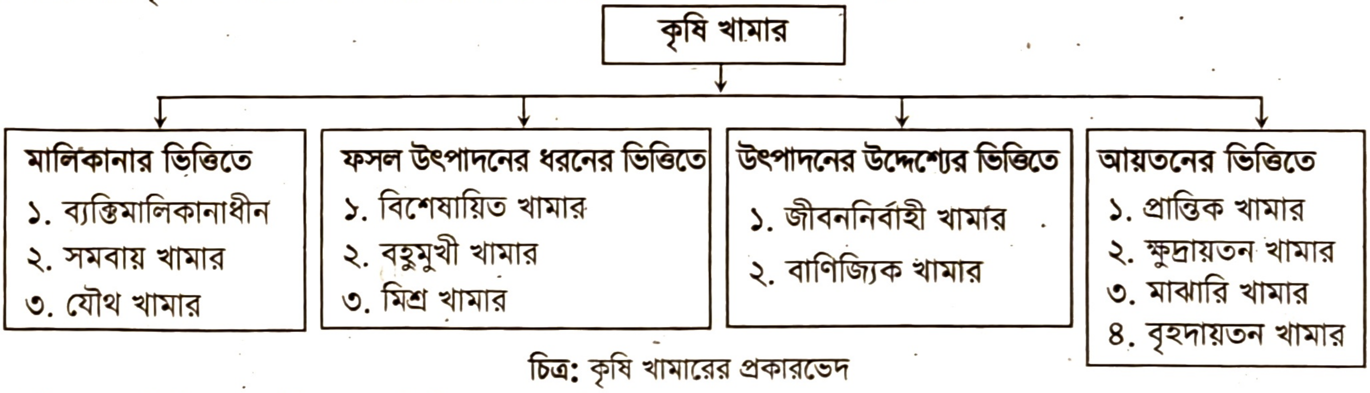

চিত্র: কৃষি খামারের প্রকারভেদ

মালিকানার ভিত্তিতে: মালিকানার ভিত্তিতে খামার তিন প্রকার। যথা—

১. **ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার:** যে খামার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয় তাকে ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার বলে।

২. **সমবায় খামার:** কৃষকেরা স্বেচ্ছায় পরস্পরের জমি একত্রিত করে যে বৃহদায়তন খামার গঠন করেন তাকে সমবায় খামার বলে। যেমন: বাংলাদেশের মিল্ক ভিটা সমবায় খামার।

৩. **যৌথ খামার:** যে খামারে কৃষকরা নিজেদের জমি ও মূলধন একত্রিত করে যৌথভাবে কৃষিকাজ ও খামারের অন্যান্য কার্যাবলি পরিচালনা করেন এবং কৃষক তার নিজস্ব শ্রমের ব্যয়িত সময় ও মান অনুসারে ফসলের অংশ পায়, তাকে যৌথ খামার বলে। রাশিয়ায় একসময় টোজ, আর্টেল, কমিউন নামে তিন ধরনের যৌথ খামার গঠিত হয়েছিল।

ফসল উৎপাদনের ধরনের ভিত্তিতে খামার: ফসল উৎপাদনের ধরনের ভিত্তিতে খামার তিন প্রকার। যথা—

১. **বিশেষায়িত খামার:** কোনো একটি খামার বিশেষ ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলে তাকে বিশেষায়িত খামার (Specialized farm) বলে। সর্বোচ্চ মুনাফা করার জন্য এ ধরনের ফার্মে ব্যবহৃত উৎপাদন কৌশল মূলধন নিবিড় হয়।

২. **বহুমুখী খামার:** একই খামারে একটি ফসলের পরিবর্তে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হলে তাকে বহুমুখী খামার বলে।

৩. **মিশ্র খামার:** যে খামারের একাংশে ফসল উৎপন্ন করে অন্য অংশে পশুপালন করা হয়, তাকে মিশ্র খামার (Mixed Farm) বলে। যেমন– কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে এরূপ খামার দেখা যায়।

উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খামার: উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খামার দুই প্রকার। যথা–

১. **জীবননির্বাহী খামার:** জীবননির্বাহের জন্য কৃষক যে ভূমিখণ্ডে ফসল উৎপাদন করে, তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে।

২. **বাণিজ্যিক খামার:** যে খামার মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয়, তাকে বাণিজ্যিক খামার বলে।

আয়তনের ভিত্তিতে খামার: আয়তনের ভিত্তিতে খামার চার প্রকার। যথা–

১. **প্রান্তিক খামার:** যে খামারের আয়তন ০.০৫-০.৪৯ একর তাকে প্রান্তিক খামার বলে।

২. **ক্ষুদ্রায়তন খামার:** যে খামারের আয়তন ছোট অর্থাৎ ০.৫০-২.৪৯ একর, তাকে ক্ষুদ্রায়তন খামার বলে।

৩. **মাঝারি খামার:** যে খামারের আয়তন ২.৫০-৭.৪৯ একর, তাকে মাঝারি খামার বলে।

৪. **বৃহদায়তন খামার:** যে খামারের আয়তন ৭.৫ একর বা তার বেশি, তাকে বৃহদায়তন খামার বলে।

২.৯ কৃষি খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদন দক্ষতার সম্পর্ক (Relation between Size of Agricultural Farm and Efficiency of Agricultural Production)

কৃষি খামারের আয়তনের সাথে কৃষিপণ্য উৎপাদনের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কৃষির দক্ষতা ও উৎপাদন পদ্ধতি বহুলাংশে খামারের আয়তনের উপর নির্ভর করে। তাই চাষাবাদ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চাষযোগ্য জমির ন্যূনতম আকার নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এদেশে বৃহদায়তনে খামারের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন খামার অধিক দক্ষ।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম জে ফারেল (Prof. Michael James Farrell) কৃষি খামারের দক্ষতা ৩ দিক থেকে পরিমাপ করেছেন। যথা—

১. **কৌশলগত দক্ষতা:** যে উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন সর্বাধিক হয় তাকে কৌশলগত দক্ষতা বলে।

২. **বণ্টনগত দক্ষতা:** কৃষিপণ্যের মূল্য প্রদত্ত অবস্থায় উপকরণসমূহকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন সর্বাধিক হয় তাকে বণ্টনগত দক্ষতা বলে।

৩. **অর্থনৈতিক দক্ষতা:** কৌশলগত দক্ষতা ও বণ্টনগত দক্ষতা এক সাথে অর্জিত হলে তাকে অর্থনৈতিক দক্ষতা বলে। এজন্য বলা হয় সে খামার অধিক দক্ষ যে খামারের অর্থনৈতিক দক্ষতা সবচেয়ে বেশি।

বিআইডিএস (BIDS) এর একজন গবেষক ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশের শ্রম ও জমির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি খামারের উৎপাদন দক্ষতা যাচাই করেন। এ যাচাই কাজে তিনি ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার কৃষি খামারের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখান যে ক্ষুদ্র খামারের উৎপাদন দক্ষতা বৃহৎ খামার অপেক্ষা অধিক।

নিচের সারণিতে বিষয়টি দেখানো হলো—

খামারের আয়তন (একর)	জমির দক্ষতা (টাকা)	একর প্রতি উৎপাদন (টাকা)	ফসলের নিবিড়তা (টাকা)	শ্রমের দক্ষতা (টাকা)
০ — ২.৪৯	৫৫২	৩৭২	১৪৯	৭.৬১
২.৫ — ৪.৯৯	৫৬০	৩৭৫	১৪৯	৮.১৩
৫.০ — ৭.৪৯	৪৬৩	৩৩৬	১৩৮	৭.৬২
৭.৫০ — ঊর্ধ্বে	৩২৬	২৫৮	১২৬	৬.৪৯
সমস্ত খামার	৪৪৯	৩১৬	১৪২	৭.৩৮

উৎস: *Hossain Mahbub-Farm Size and Productivity in Bangladesh A Case Study of Phulpur Farms in BER, January-1974.*

উপরের সারণিতে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র আকারের খামারের উৎপাদন দক্ষতা বেশি। ফলে এদেশে ক্ষুদ্র আকারের খামার অধিক কাম্য এবং এ ধরনের খামারই এদেশের জন্য আদর্শ খামার হিসেবে বিবেচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কৃষির কয়টি উপখাত রয়েছে?

২. বাংলাদেশের GDP-তে কৃষির কোন উপখাতের অবদান সর্বোচ্চ? *[সি. বো. ২০২১, চবি, ইউনিট ডি ২০২২-২৩]*

৩. যে ভূমিতে কৃষিকাজ করা হয় তাকে কী বলে?

৪. বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারের ধরন কেমন? *[য. বো., রা. বো. ২০২২]*

৫. যে খামারের জমির পরিমাণ ২.৪৯ একর; তাকে কোন ধরনের খামার বলে? *[চ. বো. ২০২২]*

৬. মালিকানার ভিত্তিতে খামার কত প্রকার?

৭. কোনো সুনির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত খামারকে কী বলে?

৮. মুনাফা অর্জনই কোন খামারের প্রধান উদ্দেশ্য?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কৃষি খামার ও কৃষিজোতের মধ্যে চারটি অমিল খুঁজে তা তালিকায় উপস্থাপন করো।

পাঠ ৫ জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য; কৃষিজোত ও বাংলাদেশে কৃষিজোতের স্বরূপ

২.১০ জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Subsistence Farm and Commercial Farm)

যে খামারে কৃষক তার নিজের তথা পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করেন তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে। অন্যদিকে, যে খামার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাকে বলা হয় বাণিজ্যিক খামার। এদের মধ্যে পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো—

জীবননির্বাহী খামার	বাণিজ্যিক খামার
১. জীবননির্বাহী খামার ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট হয়ে থাকে।	১. বাণিজ্যিক খামার বৃহদায়তন বিশিষ্ট হয়ে থাকে।
২. পারিবারিক প্রয়োজনে উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়।	২. মুনাফার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়।
৩. উৎপাদনে সনাতনী পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	৩. উৎপাদনে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
৪. উৎপাদনের দক্ষতা কম থাকে।	৪. উৎপাদনের দক্ষতা বেশি থাকে।
৫. উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্ভব হয় না।	৫. উপকরণের অর্থনৈতিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করা হয়।
৬. কম মূলধন বিনিয়োগ হয়।	৬. বেশি মূলধন বিনিয়োগ হয়।
৭. বহুবিধ ফসল উৎপাদিত হয়।	৭. একটি বা দুই ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়।
৮. ঝুঁকির পরিমাণ কম।	৮. ঝুঁকির পরিমাণ বেশি।
৯. খামারের ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা অদক্ষ।	৯. খামারের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পিত এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা দক্ষ।
১০. প্রকৃতির ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল।	১০. প্রকৃতির ওপর কম মাত্রায় নির্ভরশীল।

২.১১ কৃষিজোত (Agricultural Holding)

কৃষক যে আয়তনের জমির ওপর কৃষিকাজ পরিচালনা করেন তাকে কৃষিজোত বলে। কৃষিজোত হলো কৃষি খামারের অংশ। এরকম জোত ক্ষুদ্র, মাঝারি কিংবা বড় হতে পারে। আবার কৃষকের কৃষিজোতগুলো একত্রে না থেকে মাঠের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। মোটকথা, কৃষিকাজের জন্য কৃষকের অধীনে একটি অখণ্ড কৃষিজমিই হলো কৃষিজোত। একজন কৃষকের এক বা একাধিক কৃষিজোত থাকতে পারে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষকেরই কৃষিজোতগুলো উপবিভক্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত।

তবে কৃষিজোতের চেয়ে অর্থনৈতিক জোতকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক জোত বলতে এমন একটি আয়তনের কৃষিজমিকে বোঝায় যার দ্বারা কৃষিকাজের দক্ষতা ও ফলন সর্বোচ্চ পর্যায়ে হয়। আবার উক্ত কৃষিজোতে নিয়োজিত পরিবারটি স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হয়।

২.১২ বাংলাদেশে কৃষিজোতের স্বরূপ (Nature of Agricultural Holding in Bangladesh)

বাংলাদেশের প্রায় ৭৫% ভূমি মালিক নিজে চাষ করেন এবং ২৫% জমি বর্গাচাষের অধীন। এদেশের প্রায় ৪০% কৃষক পরিবার বর্গাচাষি এবং ৪৮% কৃষক পরিবার ভূমিহীন। তারা অন্যের জমিতে বর্গাচাষি কিংবা ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের মোট কৃষিজোতের শতকরা প্রায় ৮৮.৪৯ ভাগই হলো ক্ষুদ্রায়তনের জোত (০.৫-২.৪৯)। মাঝারি আয়তনের জোত (২.৫০-৭.৪৯) মোট জোতের শতকরা প্রায় ১০.৩৪ ভাগ।

বৃহদায়তনের জোতের (৭.৫০ একর$^{+}$) সংখ্যা নগণ্য —শতকরা মাত্র প্রায় ১.১৭ ভাগ । নিচে প্রদত্ত সারণিটি পর্যালোচনা করে বলা যায়, এদেশে কৃষিজোতগুলোর সিংহভাগই অতি ক্ষুদ্রায়তনের।

সারণি: বাংলাদেশে কৃষিজোতের আয়তন ও শতকরা হার

	মোট জোতের শতকরা	জোতের গড় আয়তন
ক্ষুদ্রায়তনের জোত	৮৮.৪৯	১.২৯
০.৫০–০.৯৯ একর	৬৩.৫৫	০.৯৭
১.০০–১.৪৯ একর	১৩.৯৯	১.৫০
১.৫০–২.৪৯ একর	১২.৩১	২.২৬
মাঝারি আয়তনের জোত ২.৫০–৭.৪৯ একর	১০.৩৪	৪.৩২
বৃহদায়তনের জোত ৭.৫০ একর ও তদুর্ধ্ব	১.১৭	১২.৭৪

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক

ক্ষুদ্রাকারের জোতে পুঁজির সাহায্যে চাষ, পারিবারিক শ্রম ব্যবহার, উপকরণসমূহের যথাযথ ব্যবহার, সারা বছর ধরে চাষ, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সুবিধা থাকলেও এর কতগুলো সমস্যাও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রয়োজন মাফিক বিনিয়োগের অভাব, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ না করায় উৎপাদন কম হওয়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রায়তন কৃষিজোতের আধিক্য রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এ দেশের বেশির ভাগ কৃষিজোতই পরিমিত আয়তনের নয়। এরূপ জোতে নিয়োজিত শ্রম ও মূলধন পূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায় না। এখানে কৃষিকাজ অদক্ষভাবে পরিচালনা করা হওয়ায় উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ হয় কম। এ কারণে ক্ষুদ্র কৃষকরা সন্তোষজনকভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারে না।

সারণি: বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহার (হেক্টর)

মোট আবাদযোগ্য জমি	:	৮৮;১৭,৯৩৫ হেক্টর
মোট সেচকৃত জমি	:	৭৮,৭৮,৬৭৮ হেক্টর
আবাদযোগ্য পতিত	:	৪,৫২,৪৩০ হেক্টর
এক ফসলি জমি	:	২০,৮৮,১৩৮ হেক্টর
দুই ফসলি জমি	:	৪১,১৩,৯৫৭ হেক্টর
তিন ফসলি জমি	:	১৮,৫৯,০৯১ হেক্টর
চার ফসলি জমি	:	২১,৪৪৮ হেক্টর
নিট ফসলি জমি	:	৮০,৮২,২৩০ হেক্টর
মোট ফসলি জমি	:	১,৫৯,৮১,৯৫১ হেক্টর

উৎস: কৃষি ডাইরি ২০২৪

জেনে রাখো

খামার: শব্দটি পশুপালন বা ফসল ফলানোর জায়গা বা ফসল ঝাড়াই-মাড়াই করার স্থান বা শস্যাঙ্গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'আমার বাড়ি আমার খামার' বর্তমান সরকারের একটি জনপ্রিয় প্রকল্প।

জোত: চাষের উপযোগী জমি। জোতজমা- ভূ-সম্পত্তি, জোতজমি- জমিদারের কাছ থেকে রায়তি স্বত্বে পাওয়া চাষের জমি, জোতদার- জমিদারের কাছ থেকে রায়তি স্বত্বে পাওয়া চাষের জমির মালিক। তাহলে 'জোত' শব্দটি দ্বারা ব্যবহৃত শব্দ হলো জোতদার- জমিদার- ভূস্বামী বা জমিদারের অধীনে চাষযোগ্য ভূ-সম্পত্তির মালিক। 'জোত' অপেক্ষা 'খামার' শব্দটি ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক অর্থে ব্যবহার হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আত্মতোষণ খামারের অপর নাম কী? *[দি. বো. ২০২২]*
২. আবাদযোগ্য জমিকে কী বলে? *[রা. বো. ২০২১]*
৩. কোন খামার ব্যবস্থায় শ্রমিক সংঘের উদ্ভব হতে পারে?
৪. বাংলাদেশের কত শতাংশ কৃষক পরিবার ভূমিহীন?
৫. বাংলাদেশের মোট কৃষিজোতের শতকরা কত ভাগ হলো ক্ষুদ্রায়তনের জোত?
৬. বাংলাদেশের আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ কত?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে চারটি পার্থক্য তালিকা আকারে লেখো।

পাঠ ৬

কৃষিপণ্যের বিপণন; বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার স্বরূপ; বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো এবং বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণনের সমস্যাসমূহ

২.১৩ কৃষিপণ্যের বিপণন (Marketing of Agricultural Products)

চিত্র: কৃষিপণ্যের প্রাথমিক বাজার

কৃষিপণ্যের বিপণন তথা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কর্মস্তর অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হলো: উৎপাদন শেষে পণ্য সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, ঝুঁকি বহন, বিজ্ঞাপন প্রদান, বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বণ্টন, বিক্রয় ইত্যাদি। এগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে কৃষকরা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় এবং ভোক্তা সাধারণও তা যুক্তিসংগত দামে ক্রয় করতে পারে। কৃষিতে পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.১৪ বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার স্বরূপ (Nature of Marketing of Agricultural Products in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখানে কৃষিপণ্যের বিপণন তথা বাজারব্যবস্থা অনুন্নত, অসংগঠিত ও ত্রুটিপূর্ণ। আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকায় বেশিরভাগ কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য মৌসুমের শুরুতেই অত্যন্ত কম দামে গ্রামের হাট-বাজারে বিক্রি করে দেন। অনেক সময় ফসল ক্ষেতে থাকা অবস্থায়ই আগাম বিক্রি করা হয়। ফড়িয়ারা তা কিনে উপজেলা সদর, নদী-বন্দর ও ছোট শহরগুলোর পাইকার, আড়তদার, মহাজন ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে কিছু লাভ রেখে বিক্রয় করেন। এরা আবার তাদের ক্রয়কৃত পণ্য গুদামজাত করেন এবং শহর ও বন্দরে চূড়ান্ত পর্যায়ের পাইকারি বাজারে বিক্রয় করেন। পাইকার ও খুচরা দোকানদাররা এ বাজার থেকেই পণ্য ক্রয় করে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করেন। পণ্য বিপণনের এ সমগ্র প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে তার দাম বাড়তে থাকে। তাই কৃষকরা যে দামে তার পণ্য বিক্রয় করেন তার চেয়ে অনেক বেশি দামে ভোক্তারা ক্রয় করেন। এ প্রক্রিয়ায় অর্জিত মুনাফার সিংহভাগই মধ্যস্বত্বভোগীদের হস্তগত হয় এবং কৃষক ও ভোক্তা সাধারণ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

২.১৫ বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো (Structure of Agricultural Production Marketing in Bangladesh)

কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামোর ছকটি হলো– ১. প্রাথমিক বাজার → ২. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাইকারি বাজার → ৩. খুচরা বাজার বা চূড়ান্ত বাজার।

এদেশের সমগ্র বাজার ব্যবস্থার সিংহভাগ দখল করে আছে কৃষিপণ্য বাজার। কৃষিপণ্যের এই ব্যাপক বাজার ব্যবস্থা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। বিস্তৃত অর্থে কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামো তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা:

১. **প্রাথমিক বাজার:** গ্রামে কৃষি খামারের কাছাকাছি স্থানে কৃষিপণ্যের প্রাথমিক বাজার বসে। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের কৃষি খামারের ৪-৫ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে কৃষিপণ্যের প্রাথমিক বাজার অবস্থিত। এসব বাজারে দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সাথে সপ্তাহে এক/দুইদিন বড় হাট বসে।

২. **মাধ্যমিক বাজার:** এ বাজারকে পাইকারি বাজার বলে। কারণ ব্যবসায়ীরা প্রাথমিক বাজার থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করে মাধ্যমিক বাজারে বিক্রি করে। পাইকারি ব্যবসায়ী বা আড়তদাররা এ বাজার থেকে কৃষিপণ্য ক্রয় করে থাকে।

৩. **খুচরা বাজার বা চূড়ান্ত বাজার:** চূড়ান্ত বাজারের ব্যবসায়ীরা মাধ্যমিক বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে তাদের ক্রয়কৃত পণ্য ভোক্তার কাছে বিক্রি করে। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করার পর ভোক্তার জন্য খুচরা কারবারিরা দোকানে অথবা রপ্তানিযোগ্য পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা হয় এ চূড়ান্ত বাজারে।

২.১৬ বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাসমূহ (Problems of Marketing of Agricultural Products)

বাংলাদেশের কৃষকরা নানা ধরনের সমস্যার মধ্যেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে পণ্য উৎপাদন করেন তার উপযুক্ত দাম পান না। কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা এজন্য দায়ী। সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

১. **পণ্যের নিম্নমান এবং পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের অভাব:** দেশের সব স্থানে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মান একরূপ নয়। নিম্নমানের বীজ, উৎপাদনকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কীটপতঙ্গের আক্রমণ, সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি কারণে কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিম্ন হয়। তাছাড়া পণ্যের সুষ্ঠু শ্রেণিবিভাগ, মান নির্ধারণ ও শনাক্তকরণের অভাবেও কৃষকরা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না।

২. **কৃষকের দরিদ্রতা:** এদেশের কৃষকরা দারিদ্র্যের কারণে কৃষিপণ্য গুদামজাত বা সংরক্ষণ না করে ফসল ওঠার পরপরই তা বিক্রি করে দেন। ফলে তারা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম থেকে বঞ্চিত হন।

৩. **মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব:** কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুতদার, আড়তদার ইত্যাদি বহু ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণির অস্তিত্ব আছে। এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের জন্যই কৃষক পণ্যের যে দাম পান এবং সর্বশেষ ভোক্তা যে দাম দেন তার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে। ফলে কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন।

৪. **অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা:** বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকরা অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থার জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্য শহরে বা বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রে নিয়ে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন না। তারা বাড়িতেই বা গ্রামের হাটবাজারে কম দামে মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে পণ্য বিক্রি করেন। ফলে কৃষকরা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পান না।

৫. **কৃষিপণ্যের বাজার সম্পর্কে অজ্ঞতা:** বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এজন্য একই পণ্য কোনো বাজারে চড়া দামে এবং কোনো বাজারে কম দামে বিক্রি হয়। এতে কম দামের বাজারের বিক্রেতা কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

৬. **গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অসুবিধা:** দরিদ্র কৃষকদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গুদামঘর, হিমাগার ইত্যাদি নেই। এ কারণে তারা ফসল তোলার মৌসুমের শুরু থেকেই কম দামে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হন।

৭. **বিপণন ঋণের অভাব:** কৃষিপণ্য বিপণনের বিভিন্ন পর্যায় যেমন- সংরক্ষণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কৃষকদের জন্য এরূপ কোনো ব্যবস্থা নেই কিংবা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

৮. **দামের উত্থান-পতন:** বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের দাম খুব বেশি ওঠানামা করে। ফসল ওঠার মৌসুমে দাম কম থাকে। আবার মৌসুম শেষে যখন পণ্যের দাম বেশ বেড়ে যায় তখন কৃষকদের কাছে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য থাকে না। এজন্যও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

৯. **ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা :** বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের ওজন ও পরিমাপ (সের, মণ, কেজি, কুইন্টাল) ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো ত্রুটিপূর্ণ ও প্রতারণার মাধ্যম। ফলে কৃষক প্রায়ই ক্ষতির শিকার হন।

১০. **অপ্রতুল বাজার সুবিধা:** বেশিরভাগ কৃষিজাত পণ্য গ্রামীণ প্রাথমিক বাজারে কেনা-বেচা হয়। এ বাজারে ভৌত অবকাঠামো খুবই দুর্বল। তাছাড়া টোল চাঁদা দেয়ার কারণে কৃষকরা পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে ন্যায্য দাম পান না।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থায় কৃষকের অজ্ঞতা, বাজার তথ্যের অভাব, নমুনাকরণের অভাবসহ নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। সেজন্যই এখানকার কৃষকরা সাধারণত পণ্যের ন্যায্য দাম পান না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন বাজারে কৃষক তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে থাকেন?
২. বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজারব্যবস্থা কয়টি স্তরে বিভক্ত?
৩. বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারব্যবস্থা কোন ধরনের? *[ম. বো. ২০২২]*
৪. কৃষিপণ্য কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌছায়?
৫. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সবচেয়ে দুর্বল দিক কী?
৬. মাধ্যমিক বাজারের অপর নাম কী?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে ই-কৃষি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ ৭

কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ; বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন নীতি এবং বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

২.১৭ কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ (Participation of Government/ State in Solving the Problems of Marketing of Agricultural Products)

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশেই কৃষি উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। কৃষি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ কার্যক্রম জোরদার করা, বাণিজ্যিক চাষাবাদের প্রসার, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিপণ্যের সুষম যোগান ও রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধা কৃষিপণ্যের উন্নত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এ কারণে বলা যায়, কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলে কৃষি উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হবে।

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের নিম্নমান, কৃষকদের দারিদ্র্য, বিপণন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, অসংগঠিত কৃষি বাজার ব্যবস্থা, পণ্য গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ঘাটতি, পণ্যের দামের ব্যাপক উত্থান-পতন ইত্যাদি সমস্যা কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে আছে। কৃষকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার সমাধান সম্ভব নয়। একমাত্র সরকার/রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধমেই পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলো দূর করে কৃষি উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা সম্ভব। কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যা সমাধানের জন্য বিপুল মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং এ থেকে সরাসরি কোনো মুনাফা পাওয়া যায় না বলে এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ দেখা যায় না। তাই এ ব্যাপারে সরকার/রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হয়।

জেনে রাখো

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি পেশায় নিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা যথাক্রমে ২% ও ১.৪%। আমাদের কৃষিতে নিয়োজিত আছে মোট শ্রমশক্তির ৪৫.০০%। জাপানে মাত্র ৪% শ্রমশক্তি সমুদয় কৃষি উৎপাদন পরিচালনা করে থাকে। নেদারল্যান্ডেও প্রায় ২% শ্রমশক্তি কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত। এ দেশটি ইউরোপের প্রধান কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক দেশ।

২.১৮ বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন নীতি (Agricultural Marketing Policy of Bangladesh Government)

দেশের কৃষি বিপণন নীতিতে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। যথা-

ক. উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ।

খ. অভ্যন্তরীণ ভোগ ও রপ্তানির জন্য কৃষিপণ্যের উন্নত মান বজায় রাখা।

গ. কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা।

এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি বিপণন নীতি নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়:

১. **বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন:** কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কৃষিপণ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও নমুনাকরণ, পাইকারি বাজার উন্নয়ন, কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২. **বাজার নিয়ন্ত্রণ:** কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে 'কৃষি বিপণন বিভাগ' (Department of Agriculture Marketing: DAM)। এটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি বিভাগ। বাংলাদেশে প্রায় ২৪,০০০টি প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কৃষিপণ্যের বাজার আছে।

৩. **মূল্য স্থিতিশীলকরণ:** কৃষি বিপণন বিভাগের মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীলকরণের উদ্দেশ্যে শস্য ক্রয় ও বিক্রয়ের কর্মসূচি রয়েছে। ফসল কাটার মৌসুমে সরকার নির্দিষ্ট দামে শস্য ক্রয় করে। আবার বাজারে খাদ্যশস্যের দাম বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা দেখা দিলে তা নির্দিষ্ট দামে খোলা বাজারে বিক্রি করা হয়। সুষ্ঠুভাবে মূল্য স্থিতিশীলকরণের লক্ষ্যে সরকার 'কৃষি মূল্য কমিশন' (Agriculture Price Commission : APC) নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে।

জেনে রাখো

কৃষি বিপণন নীতির উদ্দেশ্যে:

১. ন্যায্যমূল্য

২. উন্নত মান

৩. উৎপাদন ও মূল্যের স্থিতিশীলতা

২.১৯ বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের গুরুত্ব (Importance of Participation of the Government/State in Solving the Marketing Problems of Agricultural Products in Bangladesh)

বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত। কৃষকদের পক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেগুলোর সমাধান করা সম্ভব নয়। এ কাজ সরকারকেই করতে হবে। বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকারের অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনেক। নিচে তা তুলে ধরা হলো:

১. **কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা:** সরকারি উদ্যোগে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হলে কৃষকরা উপযুক্ত দামে তাদের পণ্য বিক্রি করে আয় ও সঞ্চয় বাড়াতে পারবে। তখন এখাতে বিনিয়োগ বাড়বে। এভাবে কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম পাওয়া নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকার পরোক্ষভাবে কৃষিতে বিনিয়োগে বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

২. **বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিকাজ পরিচালনা:** এ দেশে কৃষকরা মূলত জীবনধারণোপযোগী কৃষিকাজ করেন। এর ফলে কৃষিতে বিভিন্ন পণ্যের তেমন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় না। ফলে কৃষকদের আয়ও বাড়ে না। কিন্তু সরকার যদি কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা সহায়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে এখানে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিকাজ পরিচালিত হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৩. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** সরকারি/রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সুষ্ঠু কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠলে পণ্যের গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, নমুনাকরণ, পরিবহন, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হবে। ফলে বেকার সমস্যা লাঘব হবে।

৪. **কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত উপকরণ ব্যবহার:** কৃষিপণ্য অধিক উৎপাদনের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা অপরিহার্য। এ ধরনের চাষাবাদের জন্য রাসায়নিক সার, কীটনাশক, যান্ত্রিক সেচ ব্যবস্থা, উচ্চ ফলনশীল বীজ ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার আবশ্যক। কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যয়বহুল বলে আধুনিক পদ্ধতির চাষ পুরোপুরিভাবে চালু করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। কেবল পণ্যের উপযুক্ত দাম পেলেই কেবল কৃষকরা চাষের এ ব্যয়বহুল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন। সুতরাং, কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যা দূর করতে সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন:** বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি হলো— অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। পণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। এক্ষেত্রে বিপুল অর্থব্যয় করতে হয় এবং সরাসরি কোনো মুনাফা অর্জন করা যায় না বলে একাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ তেমন দেখা যায় না। এ জন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের সক্রিয় ও অব্যাহত অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়।

৬. **কৃষিপণ্যের দামের স্থিতিশীলতা বিধান:** আমাদের দেশে কৃষিপণ্যের দামের ব্যাপক ওঠা-নামার কারণে কৃষকরা উৎপাদনের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। কোনো কৃষিপণ্যের বাম্পার ফলনের বছর এর দাম যাতে খুব নিচে নেমে যেতে না পারে সেজন্য সরকার তা উপযুক্ত দামে কিনে গুদামে সংরক্ষণ করতে পারে। আবার যেসব পণ্যের ঘাটতি থাকে তা গুদামে রাখা মজুদ থেকে ন্যায্য বা ভর্তুকি দামে বাজারে বিক্রি করতে পারে। তাহলে এসব পণ্যের দাম খুব একটা বাড়ে না। তাই পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য কৃষি বিপণন ব্যবস্থায় সরকারের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যাগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থা উন্নত হলে কৃষকরা কী পাবে?
২. কীসের মাধ্যমে সরকার কৃষিপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?
৩. কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান?
৪. সুষ্ঠুভাবে মূল্য স্থিতিশীলকরণের লক্ষ্যে সরকার কী গঠন করেছে?
৫. কৃষি বিপণন নীতির উদ্দেশ্য কতটি?
৬. কৃষি উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত কী?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা সমাধানের ৪টি উপায় তালিকা আকারে লেখো।

পাঠ ৮ বাংলাদেশের কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা ও শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা

২.২০ বাংলাদেশের কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা (Trend of Changes of Agriculture in Bangladesh)

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনও অনেকাংশে প্রাচীন। তবে সাম্প্রতিককালে তাতে একটি পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। কৃষিতে আধুনিকীকরণের ছোঁয়া লেগেছে। ফলে এখাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটছে। এ পরিবর্তন উৎপাদনের কলাকৌশল, উপকরণসমূহের প্রয়োগ, শস্য-উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ পরিচর্যা, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। কৃষিতে আধুনিকীকরণের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। অতীতে বাংলাদেশের কৃষিখাত কেবল শস্য উৎপাদন, বিশেষ করে ধান, পাট, চা ইত্যাদি মুষ্টিমেয় শস্যের আবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে শস্য উৎপাদন ছাড়াও গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, চিংড়িসহ বিভিন্ন মৎস্য চাষ, বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজি চাষ এবং বন ও নার্সারিসহ নানা উপখাত সৃষ্টি ও তার সম্প্রসারণ হচ্ছে।

২.২১ শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারা (Trend of Changes in Crop Production)

বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক দিন ধরেই পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে। যেমন—

ক. পশুচালিত লাঙলের পরিবর্তে পাওয়ার টিলার ও শস্য মাড়াই যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। বীজ/চারা রোপন, ফসল কাটা ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যবহারও শুরু হয়েছে।

খ. গোবর সারের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হচ্ছে যা অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত হচ্ছে।

গ. পুরাতন পদ্ধতিতে সেচের পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর সেচের (STW, DTW, LLP) ব্যাপক প্রচলন হয়েছে।

ঘ. কৃষকরা জমির আইলে ফল বা বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষ করছেন।

ঙ. জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচের আওতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমি পতিত পড়ে থাকার হার কমেছে।

প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ফলে শস্যোৎপাদনে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে তার প্রধান ধারা নিম্নরূপ:

১. বিভিন্ন শস্যের প্রচলিত বীজের পরিবর্তে উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩৭টি উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে।

২. ফসলের বহুমুখীকরণও শস্যোৎপাদনে পরিবর্তনের ধারার আর একটি রূপ। পূর্বের এক ফসলের জায়গায় এখন বছরে দু'-তিনটি ফসলের চাষ হচ্ছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন: বাংলাদেশের কৃষির প্রধান উপখাত হলো শস্য উৎপাদন। অতীতে বাংলাদেশের কৃষিতে প্রধানত দুই ধরনের শস্য উৎপাদিত হতো। এর একটি খাদ্যশস্য এবং অন্যটি অর্থকরী ফসল। খাদ্যশস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ধান, গম, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি। পক্ষান্তরে অর্থকরী শস্য হলো— পাট, চা, তুলা, আখ, রাবার ইত্যাদি। ১৯৬০ সালে ফিলিপাইনে উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ইরি জাত ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে। বাংলাদেশে ব্যাপক মাত্রায় ইরি ধানের চাষ হয়। ইরি জাত উচ্চ ফলনশীল বলে এটি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক হয়েছে। ষাটের দশকের আগে এ দেশে গম চাষের কথা তেমন চিন্তা করা হতো না। কিন্তু খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হওয়ায় ধীরে ধীরে গমের চাহিদা বেড়েছে। বর্তমানে গমের চাষও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যশস্য হিসেবে ভুট্টার চাষও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কৌশলগত পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বর্তমানে প্রচলিত শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের কৃষিতে গুণগত পরিবর্তন আসছে এবং কৃষির বহুমুখীকরণ ঘটছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট উৎপাদন ধরা হয় ৫১৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। তার মধ্যে আউশ ৩৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৭১.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২২২.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ৬৬.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

উল্লেখ্য যে, হিসাবের সময় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ধান, গম ও ভুট্টা ফসল মাঠে থাকায় এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেখানো হয়েছে। নিচের সারণিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলো।[৭]

সারণি: খাদ্যশস্য উৎপাদন [লক্ষ মেট্রিক টন]

খাদ্যশস্য	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
আউশ	২৯.২০	৩০.১২	৩২.৮৫	৩২.৪৫	২৯.০১	৩৯.৭৭
আমন	১৪০.৫৫	১৫৫.০২	১৪৪.৩৮	১৪৯.৫৮	১৫৪.৩৩	১৭১.৭৯
বোরো	২০৩.৮৯	২০১.৮১	১৯৮.৮৫	২০৯.৭৭	২০৭.৬৭	২২২.৬৫
মোট চাল	৩৭৩.৬৩	৩৮৬.৯৫	৩৭৬.০৮	৩৯১.৮০	৩৯১.০২	৪৩৪.২২

---

[৭] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

খাদ্যশস্য	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
গম	১১.৪৮	১২.৪৬	১০.৮৫	১০.৮৬	১১.৭১	১২.২৯
ভুট্টা	৪৬.৯৯	৫৪.০২	৫৬.৬৩	৫৬.৩০	৬৪.৩২	৬৬.৯৫
মোট	**৪৩২.১১**	**৪৫৩.৪৪**	**৪৪৩.৫৬**	**৪৫৮.৯৬**	**৪৬৭.০৪**	**৫১৩.৪৫**

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়

শস্য উৎপাদনে পরিবর্তনের ধারার ব্যাখ্যা:

১. **উৎপাদনের ধারা:** ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জে.পি. হেক্টর ধানের জাতের একটি ক্যাটালগ তৈরি করেন। তার মতে, সে সময় এ উপমহাদেশে প্রায় ২০ হাজার জাতের ধানের চাষ হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮২ সালে BRRI এদেশের ১২ হাজার ৪৮৭টি ধানের জাতের তালিকা তৈরি করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৫০-৫১ অর্থবছরে চালের মোট উৎপাদন ছিল ৬২ লাখ টন। গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) দেশে চাল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৯১.০২ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত আবাদি জমির পরিমাণ না বাড়লেও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও চাষাবাদে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৩৪.২২ লক্ষ মেট্রিক টন।

২. **শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবন:** পুরোনো জাতগুলো থেকে অনেক নতুন জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিদেশ থেকে ৮ হাজার প্রজাতির ধান (৬ হাজার দেশি, ২ হাজার বিদেশি) সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে BRRI এর জিন ব্যাংকে। এ পর্যন্ত উচ্চফলনশীল ১০১টি এবং ৮টি হাইব্রিড জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বিআর-২৮ ও বিআর-২৯ জাত দুটি চাষিদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দেশি ধানের সঙ্গে পরাগায়নের মাধ্যমে ব্রি-৬২ নামের জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা শরীরের জিংক ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে। এ ধানটি সবচেয়ে কম সময়ে সর্বমোট ১০৫ দিনে উৎপাদিত হবে এবং ফলনও অন্যান্য জাতের চেয়ে বেশি হবে। এছাড়া বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) হারিয়ে যাওয়া ধানগুলো নিয়ে কাজ করছে।

৩. **খাদ্য উৎপাদনে অন্যান্য ফসল:** শস্য খাতে উৎপাদনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসে ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি দানাজাতীয় শস্য থেকে। এগুলো বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। গত দুই দশকে চালের উৎপাদন বেড়েছে বাৎসরিক প্রায় ৪ শতাংশ হারে। উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. **গম উৎপাদনের ধারা:** স্বাধীনতার সময় গমের উৎপাদন ছিল এক লাখ টনের নিচে। উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের ফলে ১৯৭৬ সাল থেকে গমের উৎপাদন বাড়তে থাকে। এক দশকের মধ্যেই তা বেড়ে প্রায় ১০ লাখ টনে উন্নীত হয়। তারপরও নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত গমের উৎপাদন প্রায় ১৮ লাখ টনে উন্নীত হয়। এরপর থেকে গমের আবাদ কমতে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গমের উৎপাদন ছিল ১২.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

৫. **ভুট্টা উৎপাদনের ধারা:** সাম্প্রতিককালে গমের জমিতে ভুট্টার আবাদ বেড়েছে। চাষের অনুকূল পরিবেশ, গমের তুলনায় বেশি ফলন ও লাভের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভুট্টা উৎপাদন হয়েছিল ৬৬.৯৫ লক্ষ মে. টন।

৬. **কৃষি গবেষণার অবদান:** কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন শস্যের পাঁচ শতাধিক উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। এসব জাতের মধ্যে কয়েকটি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যেমন, ধানের জাতগুলোর মধ্যে বিআর-১১ (১৯৮১ সালে অবমুক্ত) এবং ব্রি ধান-২৮ ও ২৯ (১৯৯৪ সালে অবমুক্ত)। ভারতীয় ধানের কয়েকটি জাত যেমন, স্বর্ণা ও শতাব্দী (মিনিকেট) কৃষকদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে। শস্যদানার উন্নতমান, চাষের স্বল্প সময় এবং অল্প উপকরণের প্রয়োজনের কারণে কৃষকেরা এগুলোর আবাদে উৎসাহী। তারা চীন থেকে আমদানি করা হাইব্রিড জাতের ধানও (হীরা, জাগরণ, আলোড়ন ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আবাদ করছেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের উৎপন্ন শস্যসমূহকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

২. চাল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত? *[রা. বো. ২১]*

৩. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ কত লক্ষ মেট্রিক টন?

৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভুট্টা উৎপাদন পরিমাণ কত লক্ষ মেট্রিক টন?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

৫ জন করে শিক্ষার্থীর দল গঠন করো। প্রতিটি দলের শিক্ষার্থী মিলে বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনের ধারায় যে পরিবর্তন এসেছে তার একটি তালিকা তৈরি করো। প্রতিটি দলের একজন সদস্য তা উপস্থাপনে করো।

পাঠ ৯ ও ১০ গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি প্রতিপালনের পরিবর্তনের ধারা এবং চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা

২.২২ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনে পরিবর্তনের ধারা (Trend of Changes in Breeding of Cattle and Poultry)

বাংলাদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হলো গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন। এটি প্রাণিসম্পদের একটি অংশ। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালন একটি পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। পূর্বে তা কেবল চাষাবাদ ও পরিবারের প্রয়োজন মিটানোর জন্য করা হতো। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই তা বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিংবা স্বকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে বেছে নেয়া হচ্ছে। আজকাল বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গাতেই ছোট-বড় পশুখামার গড়ে উঠছে। তবে এক্ষেত্রে হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসব খামারে পুরাতন প্রজাতির পশু-পাখির পরিবর্তে নতুন নতুন প্রজাতির পশু-পাখি পালন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অধিক মাংস, দুধ, ডিম পাওয়া যায় এমন প্রজাতির গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি বেছে নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে খাকি কেম্বেল ও জিনডিং হাঁস এবং ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির নাম উল্লেখ করা যায়।

বর্তমানে গবাদি পশু এবং হাঁস, মোরগ-মুরগি প্রতিপালনে যথেষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন টিকা ও প্রতিষেধক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। তাছাড়া, সাভারে গবাদি পশুর জন্য একটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রতিপালনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

গৃহপালিত পশুর অর্থনৈতিক উপকারিতা: ১. গরু-মহিষ ঘোড়া: চাষাবাদ, শস্য মাড়াই, পণ্য ও মানুষ পরিবহণ, তেলের ঘানি ও আখ মাড়াই; ২. খাদ্য হিসেবে মাংস ও অর্থ উপার্জন, আমিষের চাহিদা পূরণ ও দুধ, ঘি, পনির, দই, মাখন, ছানা প্রভৃতি প্রাপ্তি; ৩. পশুপালনে বেকার সমস্যার সমাধান ও আয় উপার্জিত হয়; ৪. চর্বি, সাবান শিল্পে ব্যবহার; ৫. গোবর থেকে উৎকৃষ্ট জৈবসার এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন হয়; ৬. পশম থেকে পোশাক তৈরি এবং ৭. হাঁড় ও শিং থেকে আঁঠা তৈরি করা হয়।

কৃষিকাজে পশুর গুরুত্ব: কৃষিকাজে পশুসম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য। বাংলাদেশের কৃষিকাজে অধিকাংশ সময় গবাদিপশু ব্যবহার করা হয়। কারণ আমাদের দেশে কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনো তেমনভাবে শুরু হয়নি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে গবাদি পশুর অবদান ১.৮৫%, গবাদি পশুর প্রবৃদ্ধির হার ২.২৬%, চলতি বাজার মূল্যে GDP অবদান ৭৩,৫৭১ কোটি টাকা, প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ২০%, আংশিক কর্মসংস্থান ৫০%, চাষাবাদ ৫০%, গৃহপালিত ও হাঁস-মুরগি থেকে জ্বালানি সরবরাহ ২৫%।*

খাদ্য ও প্রোটিনের যোগান: গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি আমাদের দুধ, ডিম, মাংস দিয়ে খাদ্য ও প্রোটিনের যোগান দেয়। মানবদেহে পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ এবং সুস্থ থাকার জন্য এসব খাদ্যসামগ্রী একান্ত অপরিহার্য।

জাতীয় আয়ে পশুসম্পদের অবদান: বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পশুসম্পদ থেকে আসে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল শতকরা ২.৩৮ ভাগ।*

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও পশুসম্পদের গুরুত্ব রয়েছে। পশুপালন, মাংস ব্যবসায়, পশু ব্যবসায় ও চামড়া ব্যবসায় নিয়োজিত বহু লোক পশুসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। গরু, ছাগল ও মহিষের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। বাংলাদেশের মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় শতকরা ০.৪২ ভাগ এ খাত থেকে পাওয়া যায়।*

সার ও জ্বালানি উৎস: আমাদের দেশে গবাদিপশুর গোবর জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

---

* কৃষি ডাইরি-২০২৪

পুষ্টি সমস্যার সমাধান: বাংলাদেশের পুষ্টি সমস্যার সমাধানে পশুসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, পুষ্টিকর খাদ্য দুধের জন্য আমাদের দেশের জনগণের গবাদিপশুর ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া আমাদের মাংসের চাহিদা মিটানোর জন্য আমরা গবাদিপশুর ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশুসম্পদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই পশুসম্পদের উন্নয়নে আমাদেরকে সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে।

প্রাণিসম্পদ: প্রাণিসম্পদ আমাদের অর্থনীতি অন্যতম চালিকাশক্তি এবং কৃষিখাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সর্বোপরি আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের অবদান অনস্বীকার্য।

১. **অর্থনৈতিক অবদান:** জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম।

২. **সরকারি উদ্যোগ:** গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত 'তরল ও হিমায়িত সিমেন' (Liquid and Frozen Semen) দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

জেনে রাখো

বৈশ্বিক সূচকে গবাদিপশু

- ছাগলের দুধ উৎপাদনে বিশ্বে ২য়
- ছাগলের মাংস উৎপাদন ৭ম

বিশ্বের অন্যতম সেরা জাতের গরু
চট্টগ্রামের লাল গরু, পাবনা গরু,
উত্তরবঙ্গের ধূসর গরু ও
মুন্সিগঞ্জের মিরকাদিমের গরু

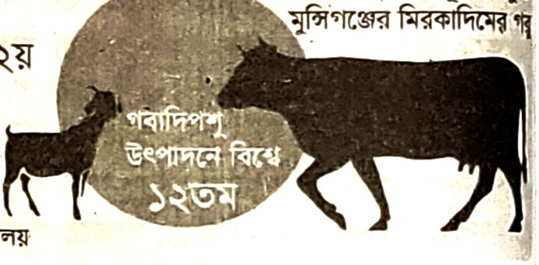

সূত্র: প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩. **উৎপাদন:** ২০২২-২৩ অর্থবছরে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় যথাক্রমে ৫৭১.৪৩ লক্ষ ও ৩৮৫৭.০৫ লক্ষ। সারণিতে দেশে প্রাণী ও পাখির পরিসংখ্যান দেওয়া হলো—

সারণি: প্রাণী ও পাখির সংখ্যা

প্রাণী/পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)					
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
গরু	২৪২.৩৮	২৪৩.৯১	২৪৫.৫০	২৪৭.০০	২৪৮.৫৬	২৫০.১৩
মহিষ	১৪.৯২	১৪.৯৩	১৫.০১	১৫.০৮	১৫.১৬	১৫.২৪
ছাগল	২৬২.৬৭	২৬৪.৩৫	২৬৬.০০	২৬৭.৭৪	২৬৯.৪৫	২৭১.১৭
ভেড়া	৩৫.৩৭	৩৬.০৭	৩৬.৮০	৩৭.৫২	৩৮.২৭	৩৯.০৩
মোট গবাদি প্রাণী	**৫৫৫.৩৪**	**৫৫৯.২৬**	**৫৬৩.৩০**	**৫৬৭.৩৪**	**৫৭১.৪৩**	**৫৭৫.৫৭**
মোরগ-মুরগি	২৮৯২.৮৩	২৯৬৬.০২	২৯৬৬.০২	৩১১৮.০০	৩১৯৬.৮৯	৩২৭৭.৭৭
হাঁস	৫৭৭.৫২	৫৯৭.১৬	৫৯৭.১৬	৬৩৮.৪৫	৬৬০.১৬	৬৮২.৬১
মোট হাঁস-মুরগি	**৩৪৭০.৩৫**	**৩৫৬৩.১৮**	**৩৫৬৩.৩৫**	**৩৭৫৬.৪৫**	**৩৮৫৭.০৪**	**৩৯৬০.৩৮**

উৎস: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২৪

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন- দুধ, মাংস এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণিতে দেখানো হলো—

সারণি: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	উৎপাদন						
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
দুধ (লক্ষ টন)	৯৪.০৬	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪	১৪০.৬৮	১৫০.৪৪
মাংস (লক্ষ টন)	৭২.৬০	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০	৯২.৬৫	৮৭.১০	৯২.২৫
ডিম (লক্ষ টি)	১৫৫২০০	১৭১১০০	১৭৩৬০০	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫	২৩৩৭.৬৩	২৩৭৪.৯৭

*উৎস: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।*

২.২৩ চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা (Trend of Changes in Shrimp Cultivation)

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ি প্রাণিজ আমিষের একটি বিশেষ উৎস। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণ চিংড়ি চাষ হচ্ছে এবং অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তাই চিংড়িকে 'সাদা সোনা বা White Gold' বলা হয়। এদেশে মৎস্য চাষের উৎসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— ক. অভ্যন্তরীণ উৎস, খ. সামুদ্রিক উৎস। অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– ক. মুক্ত জলাশায়, খ. চাষকৃত বা বন্ধ জলাশয়।

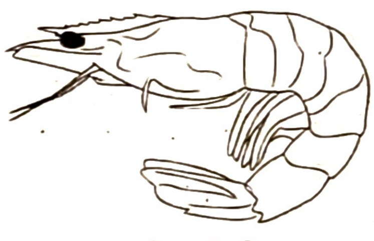

চিত্র: চিংড়ি

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অর্থকরী সম্পদ। বাংলাদেশের খাদ্য তালিকায় চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এটি একটি অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য। বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই চিংড়ি চাষের প্রচলন ছিল। তবে '৭০ এর দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে চিংড়ির চাষ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাসমূহে বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় চিংড়ির চাষ সবচেয়ে বেশি হয়। অভ্যন্তরীণ বাজারে চিংড়ি খাদ্যপণ্য হিসেবে কেনা-বেচা হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী হিসেবে রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে চিংড়ি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে রপ্তানি তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এজন্য সাম্প্রতিককালে চিংড়ি চাষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কেবল একটি উপাদেয় খাদ্য হিসেবেই নয়; বরং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস হিসেবে চিংড়ি চাষের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলাগুলোর নিম্নভূমিতে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ির চাষ চলছে। সাধারণত ধান চাষের উপযোগী নয় এমন জমিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। পূর্বে দেশের খাল-বিল ও পুকুরে অন্যান্য মাছের সাথে চিংড়ির চাষ হতো। কিন্তু এখন এর চাষের জন্য নির্মিত 'ঘের'গুলোতে সর্বাধুনিক উপায়ে চিংড়ি চাষের চেষ্টা চলছে। এসব ঘেরে বাগদা, গলদা, হন্না ও ছটা নামের চিংড়ির চাষ হয়; তবে এসবের মধ্যে গলদা ও বাগদা চিংড়ির চাষই প্রধান।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture ২০২২ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনে (অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়) বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় এবং বন্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পঞ্চম। বাংলাদেশে বিশ্বের মোট চিংড়ি উৎপাদনের ২.৫ শতাংশ উৎপাদিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে চিংড়ি খাত বাংলাদেশের দ্বিতীয় রপ্তানি খাতে পরিণত হয়েছে। এদেশে ৩৬ প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি ও ২৪ প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেলেও লবণাক্ত পানির বাগদা চিংড়ি এবং মিঠা পানির গলদা চিংড়ি বাণিজ্যিকভিত্তিতে উৎপাদিত হচ্ছে। আর এ দু প্রজাতির চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশ পাচ্ছে। বাংলাদেশে চিংড়ি খাতে পোনা আহরণে প্রায় ৮.৩৩ লাখ মানুষ জড়িত রয়েছে এবং উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে জড়িত রয়েছে ১.৫-২.০ লক্ষ লোক। ২০২১-২২ অর্থবছরে গলদা ও বাগদা চিংড়ি রপ্তানি করে প্রায় ৪০৭.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। এর মধ্যে ২৫৩ মিলিয়ন ডলারই আয় হচ্ছে বাগদা চিংড়ি রপ্তানি করে। বাগদা চিংড়ি 'Black Tiger' নামেও পরিচিত। দেশের জিডিপির ২.৫১ শতাংশ এবং মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ১.২০ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০ শতাংশ এই মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মধ্যে প্রায় ৪৬% চিংড়ি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে ২.৬২ লক্ষ চিংড়ি খামার এবং ৯৬৫১টি বাণিজ্যিক খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। এ অর্থবছরে বাংলাদেশে ২ লক্ষ ৬২ হাজার হেক্টর জলাশয়ে ৩ লাখ ১৬ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়।* দেশে বর্তমানে ১৪৩টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি ১১৯০টি বেসরকারি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরার উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়া কক্সবাজার, মহেশখালী, চকোরিয়া, সুন্দরবন, কুতুবদিয়া ও টেকনাফে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে সমুদ্র থেকে চিংড়ি পোনা আহরণের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে হ্যাচারির মাধ্যমে চিংড়ি পোনা উৎপাদিত হচ্ছে।

---

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

এছাড়া রাশনা চিংড়ি, হন্যে চিংড়ি, লাল চিংড়ি এবং চাপড়া চিংড়ি নামে কয়েক প্রকার চিংড়ি রয়েছে। এর মধ্যে হন্যে চিংড়ি পরিবেশ সহিষ্ণু। বর্তমান বিশ্বে ১০০ প্রজাতির গলদা চিংড়ির জাত উদ্ভাবন হয়েছে যার এক চতুর্থাংশ রয়েছে USA। চিংড়ি রপ্তানিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৫টি। এগুলো খুলনা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত।

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির একটি উপখাত হলো মৎস্য সম্পদ। চিংড়ি খামারের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদনের পরিবর্তন ধারা নিচের সারণিতে দেখানো হলো। (লক্ষ মে. টন)[৮]

অর্থবছর	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
চিংড়ি উৎপাদন	২.৫৪	২.৫৮	২.৭০	২.৭৯	২.৮৭	৩.০১	৩.১৬

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাময় কারণসমূহ হলো:

১. বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি আমদানিতে আগ্রহী। ২. এদেশের মাটি ও পানির অনুকূল পরিবেশের জন্য চিংড়ি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ৩. প্রাকৃতিক উৎস থেকে সহজেই চিংড়ির পোনা আহরণ করা যায়। ৪. চিংড়ি চাষ বিনিয়োগের পরিমাণও তেমন অধিক নয়। ৫. স্বল্প ব্যয়ে ক্ষুদ্রায়তন চিংড়ি খামার স্থাপন সম্ভব। ৬. চিংড়ির সাথে অন্যান্য অর্থকরী মাছের মিশ্র খামার স্থাপন লাভজনক। ৭. ধানক্ষেতেও সহজেই চিংড়ির চাষ করা যায়। ৮. বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। ৯. উপকূলীয় জলাশয় ছাড়া নদী-নালা, পুকুর, ডোবা, দীঘিতেও চিংড়ি চাষ করা যায়। ১০. চিংড়ি চাষে শ্রমিক সহজলভ্য।

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে চিংড়ি চাষের কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এগুলো হলো:

১. ব্যাপকভিত্তিতে চিংড়ি চাষের ফলে ধান চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।
২. চিংড়ি চাষ এলাকায় জমির উর্বরা শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।
৩. বিপুল পরিমাণ জমি চিংড়ি চাষের আওতায় চলে যাওয়ায় দেশে খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৪. দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ঘেরের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভিত্তিতে চিংড়ি চাষ করে কিছু লোক বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হয়েছে। এর ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৫. চিংড়ি চাষের ফলে ধান চাষের জমি হ্রাস পাওয়ায় চাষিদের কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে, বেকারত্ব ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৬. 'চিংড়ি এলাকায়' কৃষিকাজের অভাব দেখা দেওয়ায় গ্রাম থেকে লোক শহরে ভিড় করছে। এর ফলে শহরে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে এবং সেই সাথে শহরে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৭. চিংড়ি চাষের ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসব কারণে চিংড়ি চাষ আমাদের অর্থনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোথায় গবাদি পশুর জন্য একটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে?
২. বাংলাদেশে গৃহপালিত পশু দ্বারা চাষাবাদের কত শতাংশ পূরণ করা হয়?
৩. বাংলাদেশের কতভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

৪. মৎস্য চাষের উৎসকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা হয়?
৫. 'White Gold' বলা হয় কোনটিকে? *[ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিট ২০২২-২৩; সি. বো. ২০২২]*
৬. বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত? *[রা. বো. ২০১৭]*
৭. 'Black Tiger' নামে পরিচিত কোন চিংড়ি?

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের সম্ভাবনার পাঁচটি কারণ তালিকা আকারে লেখো।

---

[৮] মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পাঠ ১১ মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা

২.২৪ মাশরুম চাষে পরিবর্তনের ধারা (Trend of Changes of Mushroom Cultivation)

ইতিহাস খুঁজে জানা যায়, প্রায় ৪ হাজার ৬০০ বছর আগে প্রাচীন মিসরীয়রা মাশরুমকে মনে করত অমরত্বের উৎস। প্রাচীন আমলে ইউরোপে বেশ জনপ্রিয় ছিল মাশরুম। রোমানদের কাছে এটি ছিল দেবতার খাবার। চীন ও জাপানে ঔষধি হিসেবে মাশরুম ব্যবহার হয়ে আসছে কয়েক হাজার বছর ধরে। শুধু ইউরোপ বা এশিয়া নয়, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়ও মাশরুম খাওয়ার চল ছিল। মাশরুম প্রাচীন বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় কৃত্যে ব্যবহার হতো। তবে সবখানেই মাশরুমের একমাত্র উৎস ছিল প্রকৃতি।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মানুষ কোথায় ও কবে থেকে মাশরুম চাষ শুরু করল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। সম্ভবত চীনারাই প্রথম পেশাদারি ভিত্তিতে মাশরুম উৎপাদন শুরু করে। চীনে উদ্ধারকৃত ১৩১৩ সালের এক নথিতে কাঠের গুঁড়ির উপর শিতাকে মাশরুম (কালচে বাদামি রঙের এক ধরনের মাশরুম) উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। ৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে চীন ও জাপানে এটি উৎপাদনের তথ্য পাওয়া যায়। তবে তা উৎপাদন করা হতো শুধু ভেষজ হিসেবে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নয়। মাশরুম উৎপাদন পদ্ধতিতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অবদান ফরাসিদেরই। ১৯ শতকের শেষ নাগাদ ফ্রান্সে উদ্ভাবিত হয় 'তাকে তাকে সাজিয়ে' মাশরুম উৎপাদনের পদ্ধতি। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকরা পরবর্তীতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে একে আরও উন্নত করে তোলে।

জেনে রাখো

মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট: বাংলাদেশে মাশরুমের উৎপাদন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি সরকারি গবেষণা ও প্রশিক্ষণসেবা মূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান। এটি ঢাকা জেলার সাভারে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি টেকসই ও লাভজনক মাশরুম উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে।

বাংলাদেশে মাশরুম চাষের ইতিহাস খুব একটা বেশি দিনের নয়। 'মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' সূত্রে জানা যায়, ১৯৭৬ সালের দিকে তৎকালীন কৃষি উপদেষ্টা থাইল্যান্ড থেকে প্রথম স্ট্র জাতের মাশরুমের বীজ বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। সে সময় এ বীজ আসাদ গেটের উদ্যান নার্সারিতে বপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশে মাশরুম চাষ।

মাশরুম হচ্ছে এক ধরনের ছত্রাক জাতীয় পরজীবী। প্রকৃতিতে ছত্রাক আছে কয়েক লাখ প্রজাতির। এর মধ্যে খাওয়ার যোগ্য প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম। সিংহভাগই বিষাক্ত। অনেকে মাশরুমকে 'ব্যাঙের ছাতা' মনে করে ভুল করে থাকে। কিন্তু ব্যাঙের ছাতা এবং মাশরুম এক জিনিস নয়। ব্যাঙের ছাতা বর্ষাকালে যত্রতত্র গজিয়ে থাকে। এটা বিষাক্ত বিধায় খাওয়ার উপযোগী নয়। অন্যদিকে, মাশরুম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে চাষ করা হয়। এটি সম্পূর্ণ হালাল ও নিরাপদ এবং এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাই। বাংলাদেশে ঢাকার সাভারে মাশরুম ও মাশরুমের বীজ উৎপাদনের সেন্টার রয়েছে।

মাশরুম বাংলাদেশের খাদ্য তালিকায় এক নতুন সংযোজন। মাশরুম প্রোটিন সমৃদ্ধ, সুস্বাদু, ঔষধি গুণসম্পন্ন সবজি। একে অনেকে আবার সবজি মাংস (Vegetable meat) বলেও অভিহিত করেন। এতে ক্যালরি ও চর্বি খুব কম থাকলেও ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সবচেয়ে নির্দোষ ও মুখরোচক উপায়ে সর্বোচ্চ পুষ্টি একমাত্র মাশরুম থেকেই পাওয়া যায়। এর উৎপাদনে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না বলে এটি পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত।

মাশরুম চাষের বৈশিষ্ট্য:

১. মাশরুম চাষে আবাদি জমির দরকার হয় না।
২. মাশরুম ঘরের মধ্যেই চাষ করা যায়।
৩. তাকে তাকে সাজিয়ে একটি ঘরকে কয়েকটি ঘরের সমান ব্যবহার করা যায়।
৪. অত্যন্ত অল্প সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৭-১০ দিনের মধ্যে মাশরুম পাওয়া যায় যা বিশ্বের অন্য কোনো ফসলের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

চিত্র: মাশরুম

মাশরুমের প্রজাতি, পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা: পুষ্টি উপযোগিতার দিক থেকে মাশরুমের বিশেষত্ব হলো এতে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ খুব কম এবং মানুষের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণের পরিমাণ অনেক বেশি। প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনো মাশরুমে উন্নত মানের আমিষ রয়েছে ২৫-৩৫ শতাংশ। এছাড়া খনিজ লবণ ১০-১৫, ভিটামিন, মিনারেল ও আঁশ ৪০-৫০, শর্করা ৪-৬ ও উপকারী চর্বি রয়েছে ৪-৫ শতাংশ। এছাড়া এটি ডায়াবেটিস, ব্লাড কোলেস্টেরল, মেদ-ভুঁড়ি, উচ্চরক্তচাপ, ভাইরাসজনিত রোগ, কিডনি রোগ, জন্ডিস, ডেঙ্গু জ্বর, যৌন রোগ, এইডস, ব্রেস্ট ও অ্যানাল ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল রোগ প্রতিরোধ, নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক কার্যকর বলে প্রমাণিত। এছাড়া দেহের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও মাশরুম অনন্য।

পৃথিবীতে যত মাশরুম উৎপাদন হয়, তার প্রায় অর্ধেকই হয় চীন দেশে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬ প্রজাতির মাশরুম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ হচ্ছে। এসব মাশরুমের পরিবেশগত চাহিদা এবং উৎপাদন মৌসুম নিম্নরূপ:

মাশরুমের নাম	মাশরুমের ফুল ফোটার তাপমাত্রা	উৎপাদন মৌসুম
ওয়েস্টার মাশরুম	১৫-৩০°C	সারাবছর
মিল্কি মাশরুম	২৭-৩৭°C	গরমকাল
স্ট্র মাশরুম	২৫-৩৭°C	গরমকাল
শিতাকে মাশরুম	১৫-২০°C	শীতকাল
বাটন মাশরুম	১৫-২২°C	শীতকাল
ঋষি মাশরুম	২৫-৩৬°C	গরমকাল

মাশরুম চাষ করার জন্য পুঁজি কম লাগে এবং তা দ্রুত ফেরত আসে। কারণ প্রতিদিন মাশরুম সংগ্রহ করা যায়। মাত্র ৭-১০ দিনে এটির উৎপাদন হয়। বাড়তি কোনো আবাদি জমির দরকার হয় না। অন্য পেশার পাশাপাশি এটি উৎপাদন করা যায়। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে মাশরুমে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি একটি মূল্যবান সবজি। তাই বাজারে মাশরুমের চাহিদাও বেশি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট রোগবালাই মাশরুমের কম ক্ষতি করে। এটি উৎপাদনের জন্য কম সময় প্রয়োজন। অন্যদিকে, মাশরুম চাষে অতিরিক্ত কোনো শ্রমিকের দরকার হয় না। মাশরুম বিদেশে রপ্তানি করা যায়। ভিটামিন ও মিনারেলের উৎস হিসাবে মাশরুমের অবস্থান ঊর্ধ্বে। মাশরুম ফ্যাট অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড দ্বারা তৈরি যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুষ্টিহীনতা ও জনপ্রতি সবজি পাওয়ার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

মাশরুম উৎপাদন (Mushroom Production)

বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি কৃষিপণ্য মাশরুম। এখানকার আবহাওয়া সারা বছরই মাশরুম উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এছাড়া এটি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ অনেক সস্তা ও সহজলভ্য। উৎপাদন কার্যক্রমে মূলধনও প্রয়োজন হয় খুবই সামান্য। এ আবহাওয়া কাজে লাগিয়ে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ মাশরুম উৎপাদন করা যাবে, যা স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টিচাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম। এটি উৎপাদন পদ্ধতি অনেক সহজ হওয়ায় শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদেরও মাশরুম উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এছাড়া দুই ফসলের মাঝামাঝি অলস সময় বা যে সময় মাঠে কম সময় দিতে হয়, সে রকম মুহূর্তেও ঘরে বসেই মাশরুম উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন কৃষক।

ছায়াযুক্ত স্থানে কুঁড়েঘর, গোলপাতার ঘর বা বাঁশের চালার ঘরে মাশরুম চাষ করা হয়। যেখানে বাঁশ বা কাঠের তৈরি তাকের ওপর রক্ষিত বিভিন্ন আধারে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এর চাষ করা হয়। বাংলাদেশে যেসব মাশরুম চাষ করা হয় তার মধ্যে ঝিনুক, শিতাকে, দুধ-সাদা (মিল্কি), ঋষি, বাটন প্রভৃতি প্রধান।

মাশরুম উৎপাদনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ১. মাশরুমের স্পন (বীজ) উৎপাদন[৯], ২. মাশরুম চাষ এবং ৩. সংগ্রহান্তে সংরক্ষণ। খামারের আয়তন, বীজ মজুদের হার, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির ওপর চাষের সাফল্য নির্ভর করে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের লোকদের খাদ্য তালিকায় মাশরুম একটি পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য হিসেবে ধীরে ধীরে নিজের স্থান করে নিচ্ছে। এখন অনেকেই সবজি ও মাংসের সঙ্গে মাশরুম ব্যবহার করছেন; তাছাড়া

---

[৯] মাশরুমের বীজকে বলা হয় স্পন

এর দ্বারা স্যুপ, অমলেট, পাকোড়া, ঘুঘনি, ফ্রাই ইত্যাদিও তৈরি করা হয়। পূর্বে না হলেও বর্তমানে এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ চলছে। অনেকেই এর চাষকে আত্মকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে বেছে নিচ্ছে। শুধু দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নয়; দেশের মানুষের পুষ্টিচাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রেও ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে মাশরুম। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৫,০০০ মে. টন মাশরুম উৎপাদন হয়েছে।[১০]

সারণি: মাশরুম উৎপাদনের গতিধারা

(মে. টন)

অর্থবছর	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০২০-২১	২০২১-২২
মাশরুম উৎপাদন	৩০,০০০	৩২,০০০	৩৪,০০০	৩৬,০০০	৪০,০০০	৪২,০০০	৪৫,০০০

অর্থনৈতিক গুরুত্ব: গ্রামীণ তথা কৃষি অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তোলার পাশাপাশি দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিতের ক্ষেত্রে কৃষির বৈচিত্র্যায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ বৈচিত্র্যায়নের এক অনন্য মাধ্যম মাশরুম চাষ। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে প্রতিনিয়ত কৃষিজমির পরিমাণ কমে চলেছে, সেখানে কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি মাধ্যম হতে পারে মাশরুম চাষ। কারণ এটি উৎপাদনে অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হয় না। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ মাশরুম ও মাশরুম জাতপণ্য উৎপাদন ও বিপণন কাজে যুক্ত হয়েছে। এদেশে মাশরুম চাষ একদিক থেকে যেমন হতে পারে দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার, তেমনি খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রেও রাখতে পারে অনেক বড় ভূমিকা। কেননা মাশরুম চাষ ব্যবসায়িক দিক থেকে খুবই লাভজনক। কারণ মাশরুম চাষে কম পুঁজি, কম শ্রম দরকার হয়।

মাশরুমের রকমারি খাবার: মাশরুমের রকমারি খাবার রয়েছে। যেমন— মাশরুম ফ্রাই, চপ, কাবাব, ফুলকি, পাপর, চিপস, সালাদ, মাশরুম বিফভুনা, সবজি, মাশরুম স্যুপ, চা, মাশরুম ভাজি, জ্যাম, জেলি, আচার, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি ছাড়াও আরও অসংখ্য উৎকৃষ্ট ও রোগপ্রতিরোধ পুষ্টিযুক্ত খাদ্য।

জেনে রাখো

মাশরুম চাষের গুরুত্বপূর্ণ দিক:

১. মাশরুম চাষের জন্য ফসলি জমির প্রয়োজন হয় না।
২. স্বল্প জায়গায় স্বল্প পুঁজিতে মাশরুম চাষ করা যায়, কিন্তু মুনাফা হয় খুবই বেশি।
৩. ঘরে বসেই বেকার যুবক-যুবতীরা মাশরুম চাষ করতে পারে।
৪. মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ; যেমন— খড়, কাঠের গুড়া, ধানের তুষ, আখের ছোবড়া ইত্যাদি খুবই সস্তা এবং সহজলভ্য।
৫. মাশরুম চাষের জন্য বিশেষায়িত কোনো প্রযুক্তির প্রয়োজন নেই।
৬. মাশরুম চাষে বিনিয়োগকৃত মূলধন কম সময়ে ফেরত আসে।
৭. মাশরুম চাষে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।
৮. বিশ্বব্যাপী মাশরুমের চাহিদা বেশি হওয়ায় মাশরুম রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন ফসলের জন্য কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না? *[য. বো. ২০২২]*
২. মাশরুম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় রয়েছে? *[য. বো. ২০২২]*
৩. ডায়াবেটিস, ব্লাড কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপ ও ক্যান্সার রোগ নিয়ন্ত্রণের সবজির নাম কী? *[য. বো. ২০২১]*
৪. কখন বাংলাদেশে মাশরুমের বীজ প্রথম আনা হয়?
৫. কত দিনের মধ্যে মাশরুম পাওয়া যায়?
৬. কারা মাশরুমকে দেবতার খাবার মনে করত?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

▶ মাশরুমের পরিবেশগত চাহিদা ও উৎপাদনকাল সম্পর্কিত একটি ছক তৈরি করো।

---

[১০] মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

পাঠ ১২ বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা

২.২৫ বন ও নার্সারি স্থাপনে পরিবর্তনের ধারা (Trend of Changes in Forestry and Horticulture)

বন: সাধারণভাবে যে বিশাল এলাকা গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং যেখানে বন্য পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীব প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করে তাকে বন বলা হয়। গাছপালা, বন্যপশু-পাখি, কীটপতঙ্গ ও জীবের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক বনজ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির আয়তন ২৫,৭৫,০০০ হেক্টর। যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। এর মধ্যে ১৮,৮০,৪৯৪ হেক্টর বন অধিদপ্তরের আওতাধীন। যা দেশের আয়তনের ১০.৭৪%। দেশে বনসহ বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২২.৩৭%।[11] ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের প্রাথমিক সূচনা হয়। প্রাথমিকভাবে ঢাকা ও রাজশাহীতে দুটি নার্সারি স্থাপন করা হয়। সেখানে চারা উত্তোলন ও বিতরণই ছিল মূল লক্ষ্য। পরবর্তীতে সর্বপ্রথম ১৯৮০ সালে এডিবির আর্থিক সহায়তায় দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প চালু হয়। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলায় কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যথেষ্ট সাফল্য পাওয়া যায়। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩টি পার্বত্য জেলা বাদে ৬১টি জেলায় ১৯৮৮ সাল থেকে উপজেলা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয় এবং তা ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। পরবর্তীতে বনবিভাগের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এবং দেশে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। বাংলাদেশের বন হলো প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত। এখানকার বনভূমি থেকে বাঁশ, কাঠ, মধু ইত্যাদি বনজ সম্পদ আহরিত হয়; এটি বিভিন্ন প্রজাতির জীব-জন্তুর আবাসস্থলও বটে। এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে সুন্দরবন এলাকায় বনদস্যু, মৌয়ালী এবং কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে রোহিঙ্গাদের আবাসস্থলের জন্য বেশ কিছু বনভূমির বিনাশ ঘটে। দিন দিন বিনাশকৃত বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন— ১. দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি বাগান সৃজন, সড়ক-রেলপথ-বাঁধ সংযোগ সড়ক বনায়ন, ২. বাঁশ বাগান সৃজন, ৩. বরেন্দ্র নালা বা গালি বনায়ন, ৪. প্রতিষ্ঠান বনায়ন, ৫. বিক্রি ও বিতরণের জন্য চারা উত্তোলন, ৬. ম্যানগ্রোভ বনায়ন, ৭. বনের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে সোনাচর, চাঁদপাই, দুদমুখী অভয়ারণ্য ইত্যাদি সংরক্ষিতএলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে, ৮. সার্ভের মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, শনাক্তকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ৯. এছাড়া দেশের বনজ সম্পদ বিশেষ করে কাঠ যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ১০. দেশের বন উন্নয়ন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির একটি উপখাত হলো বনজ সম্পদ। মোট দেশজ উৎপাদনে বনজ সম্পদের অবদান নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

অর্থবছর	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
বনজ সম্পদ (%)	১.৮১	১.৭৬	১.৭৮	১.৭৫	১.৭২	১.৭০	১.৬৯

বনের প্রকারভেদ: উৎপত্তি উৎস অনুসারে বনভূমিকে প্রধানত ২ প্রকার। যথা-

১. প্রাকৃতিক বন (Natural forest), ২. কৃত্রিম বন (Artificial forest) বা মানুষের তৈরি বন (Man made forest)

বনভূমি ও মৃত্তিকার প্রকৃতি এবং অবস্থান অনুসারে বনভূমিকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. পাহাড়ি বন (Hill forest) ২. সমতল ভূমির বন (Plainland forest) ৩. ম্যানগ্রোভ বন (Mangrove forest) ৪. সামাজিক বন (Social forest) ৫. কৃষিবন (Agro-forest)।

বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. **প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন):** সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৬,০১,৭০০ হেক্টর। যা দেশের মোট আয়তনের ৪.১৩%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ৩৮.১২%। খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় এ বন অবস্থিত। সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে এ বনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে।
২. **পাহাড়ি বন:** পাহাড়ি বনের আয়তন প্রায় ১৩,৭৭,০০০ হেক্টর। যা দেশের মোট আয়তনের ৯.৩৩%। চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকায় এর অবস্থান।

---

[11] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

৩. **উপকূলীয় বনায়ন:** এ বনের আয়তন প্রায় ১,৯৬,০০০ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের ১.৩৬%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ১২.৫০%। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা। ১৯৬৫ সাল থেকে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ বনকে প্যারা বনও বলা হয়।

৪. **ক্রান্তীয় আর্দ্র পাতাঝরা বন (শালবন):** এ বনের আয়তন প্রায় ১,২০,০০০ হেক্টর। এ বন মূলত গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত। তাছাড়া দিনাজপুর, রংপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অল্প কিছু শালবন রয়েছে। এ বনের মূল গাছ শাল যা অনেকে গজরী বলে জানেন।

৫. **জলাভূমির বন:** রাতারগুলের আয়তন ২০৪.২৫ হেক্টর। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় এ বন অবস্থিত। রাতারগুল দেশের একটি দৃষ্টিনন্দন জলাভূমির বন।*

নার্সারি: যে জায়গায় চারাগাছ উৎপন্ন করে অন্য কোথাও রোপণের পূর্ব পর্যন্ত তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে নার্সারি বলে। নার্সারি স্থাপন দেশে বনায়ন কার্যক্রমেরই অংশ। চারা উৎপাদনের ভিত্তিতে নার্সারিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. পলিব্যাগ নার্সারি ও ২. বেড নার্সারি।

১. **পলিব্যাগ নার্সারি:** যে নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হয় তাকে পলিব্যাগ নার্সারি বলে। এই পদ্ধতিতে নার্সারি তৈরি করার জন্য প্রথমে বীজ সংগ্রহ করতে হয়, তারপর মাটি তৈরি করে পলিব্যাগ মাটি ভর্তি করতে হয় এবং সংগৃহীত বীজ বপন করতে হয়।

২. **বেড নার্সারি:** এ পদ্ধতিতে নার্সারি করতে প্রথমে জমিতে ছোট ছোট বেড তৈরি করতে হয়। তারপর প্রয়োজনীয় সার মিশ্রণ করে মাটি তৈরি করে বীজ বপন করতে হয়।

দুটি পদ্ধতির মধ্যে পলিব্যাগে চারা তৈরি করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সুবিধা বেশি। এছাড়া বিএডিসি ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[12]

নার্সারির গুরুত্ব: স্ব-কর্মসংস্থান ও সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রেও নার্সারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষি খাতের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে নার্সারি স্থাপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের নার্সারির চাষ করা হচ্ছে। নার্সারি স্থাপনের মাধ্যমে চাষিরা বিভিন্ন ধরনের ফুল, ফল, পানের বরজ, আম, লিচু, কুল ও বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষের চারা রোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে সফলভাবে নার্সারি স্থাপনে অংশগ্রহণ করছে। এসব নার্সারি একদিকে যেমন আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে তেমনি অন্যদিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট লাভজনক পেশা হিসেবে পরিণত হয়েছে। এ কারণে বর্তমানে নার্সারি স্থাপন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হলে বাংলাদেশে 'নার্সারি স্থাপন' একটি সম্ভাবনাময় পেশা হিসেবে পরিণত হবে এবং কৃষির এ উপ-খাতের দ্রুত বিকাশ ঘটবে। ফলে নার্সারির অর্থনৈতিক গুরুত্ব হলো— ১. ভেষজ উদ্ভিদের কাঁচামাল যোগান দেয়, ২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে অক্সিজেন প্রদান করে, ৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে, ৪. শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেয়, ৫. জ্বালানি ও কাঠের যোগান দেয়, ৬. প্রাণী প্রজাতি রক্ষা করে ৭. বনভোজন ও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত ৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একটি দেশে কত শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার? */সি. বো. ২০২১; কু. বো. ২০১৭/*
২. নার্সারি স্থাপন কোন কার্যক্রমের অংশ? */সি. বো., দি.বো. ২০২১; কু. বো. ২০১৭/*
৩. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কোন সালে কমিউনিটি ফরেস্ট্রি প্রকল্প চালু হয়?
৪. উৎপত্তি অনুসারে বন প্রধানত কত প্রকার?
৫. কোন সালে বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের প্রাথমিক সূচনা হয়?
৬. পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের নাম কী?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বন ও নার্সারি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত পাঁচটি বাক্য লেখো।

---

[12] সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩ * উৎস: বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, http://data.worldbank.org/indicator

পাঠ ১৩

কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ, বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমস্যাবলি, বাংলাদেশের কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান ও কৃষিঋণ বিতরণ কর্মসূচি

২.২৬ কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ (Agricultural Development Programmes)

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও কৃষি নানাভাবে সমস্যাগ্রস্ত। এজন্য এর উৎপাদনশীলতাও কম। তাই কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষির উন্নতিকল্পে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে কৃষি ঋণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ অন্যতম। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ কৃষক খুবই দরিদ্র। কৃষি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ প্রয়োজন। এসব উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য তাদের বিভিন্ন উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কৃষি উৎপাদনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের বাধ্য হয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

কৃষি ঋণের ধারণা: কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য যে ঋণ প্রয়োজন হয় তাকে কৃষি ঋণ বলা হয়। অর্থাৎ কৃষিকাজে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, কীটনাশক, ভূমি সমতলকরণ, খাল খনন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, হিমাগার নির্মাণ, শস্যবীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষি ঋণ বলে।

কৃষি ঋণের প্রকারভেদ: কৃষি ঋণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. **সময়ের ভিত্তিতে কৃষি ঋণ:** সময়ের ভিত্তিতে কৃষি ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

ক. **স্বল্পমেয়াদি ঋণ:** যে ঋণের টাকার ১৫ মাস বা তার কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ বলে। যেমন— বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা হয়।

খ. **মধ্যমমেয়াদি ঋণ:** যে ঋণের টাকা ১৫ মাস থেকে শুরু করে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তাকে মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ বলে। সাধারণত গরু, মহিষ, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং যন্ত্রপাতি মেরামত কাজের জন্য মধ্যমমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা হয়।

গ. **দীর্ঘমেয়াদি ঋণ:** যে ঋণের টাকা ৫ বছরের বেশি সময়ের পরে পরিশোধ করতে হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বলে। সাধারণত, জমির স্থায়ী উন্নয়ন, ট্রাক্টর ক্রয়, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরানো ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি কাজের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা হয়।

২. **উদ্দেশ্যের দিক থেকে কৃষি ঋণ:** উদ্দেশ্যের দিক থেকে কৃষি ঋণ তিন প্রকার। যথা-

ক. **উৎপাদনশীল কৃষি ঋণ:** যে সকল ঋণ উৎপাদন ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে তাকে উৎপাদনশীল কৃষি ঋণ বলে। যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন, হিমাগার নির্মাণ ইত্যাদির জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাই হচ্ছে উৎপাদনশীল ঋণ।

খ. **অনুৎপাদনশীল ঋণ:** মামলা মোকদ্দমা, ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদি, ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলে। এ ধরনের ঋণ কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে না।

গ. **ভোগ্য ঋণ:** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই প্রান্তিক কৃষক। তারা নিজ জমির উৎপাদিত ফসল দিয়ে বছর শেষ করতে পারে না। তাছাড়া অনেক সময় বন্যা, খড়া, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি কারণে ফসলের ক্ষতি হলে কৃষক জীবিকা নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এ ধরনের ঋণকে ভোগ্য ঋণ বলা হয়। ভোগ্য ঋণকে অনুৎপাদনশীল ঋণও বলা হয়।

৩. **বন্ধকীর দিক থেকে কৃষি ঋণ:** বন্ধকীর দিক থেকে কৃষি ঋণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

ক. জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ।

খ. ঋণের টাকা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য অস্থাবর সম্পত্তির অতিরিক্ত বন্ধক।

৪. **ব্যক্তিগত সম্পর্কে ঋণ:** কৃষকদের ঋণের আরেকটি উৎস হলো বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম্য মহাজন, দালাল, ফাড়িয়া, ভূ-স্বামী প্রভৃতি। এ ধরনের ঋণকে ব্যক্তিগত ঋণ বলা হয়।

কৃষি ঋণের উৎস: কৃষি ঋণের উৎসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ক. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস ও খ. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস।

ক. **অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস:** ঋণদানের যে সব উৎস সরকারি বিধি ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরিচালিত হয় সেসব উৎসকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলা হয়। যেমন—

১. **আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব:** বাংলাদেশে কৃষি ঋণের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। আমাদের দেশের কৃষকরা প্রয়োজনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এই ঋণের জন্য সাধারণত কোনো সুদ দিতে হয় না।

২. **গ্রাম্য মহাজন:** বাংলাদেশে কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের মহাজনেরা জমি, অলঙ্কার ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে কৃষকদের ঋণ দিয়ে থাকে। এজন্য কৃষকদের অত্যধিক উচ্চ হারে সুদ দিতে হয়।

৩. **গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার:** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদার রয়েছে। তারা কৃষকদের ঋণদানের জন্য সব সময় কিছু নগদ অর্থ হাতে জমা রাখে এবং সাধারণত ফসল বপনের পূর্বে কৃষকদের ঋণ দিয়ে থাকে। উৎপাদিত শস্য কম দামে ক্রয়ের জন্যই মূলত এ ঋণ দেওয়া হয়।

৪. **ফড়িয়া ও বেপারি:** বাংলাদেশের কৃষকরা ফড়িয়া ও বেপারিদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এই উৎস হতে প্রয়োজনবোধে সহজে ঋণ পাওয়া যায়। তাই সুদের হার খুবই বেশি হওয়া সত্ত্বেও কৃষেকরা তাদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

৫. **গ্রাম্য বিত্তশালী ব্যক্তি:** বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু ভুঁইফোড় বিত্তশালী- ব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তারা সম্পত্তি, অলঙ্কার ইত্যাদি বন্ধক রেখে কৃষকদের ঋণদান করে। এজন্য কৃষকদের নিকট হতে চড়া হারে সুদ আদায় করা হয়।

খ. **প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ:** যেসব উৎস সরকারি ঋণদানের বিধি ও নিয়মের অন্তর্ভুক্ত সে সমস্ত উৎসকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলা হয়। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো—

১. **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক:** বাংলাদেশের কৃষকরা যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অন্যতম। এই কৃষি ব্যাংক কৃষকদের বহুমুখী চাহিদা মিটানোর জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করে।

২. **রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক:** বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মতো ঋণদানের যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এটি দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংক:** কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কৃষকদের ধান, গম, আখ, তুলা ও অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে।

৪. **বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড:** বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড কৃষকদের ঋণদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই ব্যাংক সমবায় ঋণদান সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণদান করে থাকে।

৫. **ভূমি বন্ধকী ব্যাংক:** ভূমি বন্ধকী ব্যাংক কৃষকদের ঋণদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই ব্যাংক কৃষকদের একমাত্র সম্পদ 'ভূমি' বন্ধক রেখে ঋণদান করে। এ ব্যাংক প্রধানত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে।

৬. **গ্রামীণ ব্যাংক:** গ্রামীণ ব্যাংক কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে ঋণদান করে থাকে। গ্রামের দরিদ্র জনগণকে ঋণদান করে এবং বিশেষ তদারকি ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণের সঠিক ব্যবহার ও ঋণ আদায় নিশ্চিত করে।

৭. **বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড:** বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড কৃষি ঋণদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এটি কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, কীটনাশক, গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে ঋণদান করে।

উপরের উৎসের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহের দেয় ঋণের সুদের হার তুলনামূলকভাবে কম। পক্ষান্তরে, অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে প্রাপ্ত ঋণের জন্য চড়া সুদ দিতে হয়। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ প্রাপ্তির জটিলতা খুবই কম এবং এটি অতি সহজে প্রয়োজনমতো পাওয়া যায়।

২.২৭ বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমস্যাবলি (Problems of Agricultural Credit in Bangladesh)

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান। এদেশের প্রায় ৭৬ ভাগ লোক কৃষির ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। তাদের মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ নগণ্য। কাজেই কৃষিঋণ ছাড়া কৃষকদের পক্ষে কৃষিকার্য পরিচালনা করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু এখানে কৃষিঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা খুব উন্নত নয়। নানাবিধ কারণে কৃষিঋণ ব্যবস্থা এখনও সুসংগঠিত হতে পারেনি।

নিচে কৃষি ঋণের সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো–

১. **কৃষিঋণের স্বল্পতা:** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজে নিয়োজিত এবং তারা গরিব বলে ঋণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কৃষিঋণের পরিমাণ খুবই নগণ্য।

২. **অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা:** এদেশের কৃষকের কৃষিঋণের মোট চাহিদার প্রায় ৭০ ভাগ এই উৎস থেকে আসে। এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণের জন্য উচ্চ হারে সুদ প্রদান করতে হয়।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান সংস্থার স্বল্পতা:** প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান সংস্থার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম বলে কৃষকরা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে খুব কম ঋণ পেয়ে থাকে। দেশের মোট কৃষিঋণের ২০%-২৫% এই উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারে।

৪. **বন্ধকি ও জামিনের অভাব:** বাংলাদেশের কৃষকরা দরিদ্র। কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণের জন্য উপযুক্ত জামিন/বন্ধক দেওয়ার মতো সম্পদ তাদের নেই। এমতাবস্থায় দেশের বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

৫. **জটিল ঋণদান পদ্ধতি:** প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান পদ্ধতির জটিলতার কারণে কৃষক ঋণ সংগ্রহ করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। ফলে অশিক্ষিত কৃষকরা সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ না করে গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারস্থ হয়।

৬. **ঋণ প্রদানে বিলম্ব:** পদ্ধতিগত ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সময়মতো আবেদন করেও সঠিক সময়ে ঋণ পায় না। ফলে ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় না হয়ে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয়।

৭. **স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি:** কৃষিঋণের অন্যতম সমস্যা হলো স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অস্তিত্ব। অপরিচিতদের ক্ষেত্রে কৃষিঋণ পাওয়া কষ্টসাধ্য।

৮. **গ্রামাঞ্চলে ঋণদান প্রতিষ্ঠানের অভাব:** বাংলাদেশের কৃষকরা গ্রামে বাস করে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ঋণদান সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কম হয়। ফলে অনেক সময় কৃষকরা ঋণ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়।

৯. **সুদের হার বেশি:** কৃষি ঋণের সুদের হার বেশি হওয়ার ফলে গরিব কৃষকরা ঋণ সংগ্রহ করতে পারে না। বিশেষত গ্রাম্য মহাজনরা অত্যন্ত চড়া সুদে কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে।

১০. **অনুৎপাদনশীল ব্যয়:** এই ঋণ অনেক সময় অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা হয়। ফলে কৃষিঋণ প্রদানের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

সুতরাং বলা যায়, এসব সমস্যা ছাড়াও বাংলাদেশে কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক দুর্বলতা, ঋণদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ঋণ বণ্টন ও আদায় সম্পর্কিত বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, অসাধুতা প্রভৃতি সমস্যা জড়িত। তাই বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের জন্য গৃহীত কৃষিঋণ কার্যকরি করা সম্ভব হয় না।

২.২৮ বাংলাদেশের কৃষিঋণ সমস্যার সমাধান (The Remedies of Agricultural Credit Problems in Bangladesh)

কৃষিঋণের সমস্যাগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

১. **সুদের হার নিয়ন্ত্রণ:** গ্রাম্য মহাজনরা যাতে কৃষকদের নিকট থেকে ইচ্ছামতো সুদ আদায় করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে সুদের হার সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

২. **সমবায় ঋণদান সমিতি:** গ্রামে গ্রামে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন করে কৃষিঋণের অভাব কিছুটা দূর করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষকরা অল্প সুদে ঋণ পেতে পারে। সুতরাং, বাংলাদেশে সর্বত্র যত দ্রুত সম্ভব ঋণদান সমিতি গঠন করা উচিত।

৩. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস:** প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস করে ঋণদান পদ্ধতি সহজতর করতে হবে।

৪. **ঋণ তদারকির ব্যবস্থা:** ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ঋণ যাতে কৃষি উন্নয়নেই ব্যয় হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার।

৫. **গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের শাখা স্থাপন:** দেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষিঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর শাখা খোলা উচিত। এতে কৃষকরা হাতের কাছে ঋণ সুবিধা পাবে।

৬. **ক্ষুদ্র ঋণের যোগান বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোট ও প্রান্তিক কৃষকের ক্ষুদ্র ঋণের প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ঋণের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে।

৭. **প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি:** দেশে সরকারি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। কৃষি ব্যাংক থেকে আমাদের কৃষকরা যে ঋণ পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য।

৮. **জামানতের শর্ত শিথিল:** আমাদের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ যাতে সহজে ঋণ গ্রহণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের জামানতের শর্ত শিথিল করা উচিত। বর্তমানে কেবল জমি বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হয়। জমি ছাড়াও অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণদানের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

৯. **জামানতবিহীন ঋণ:** জামানতের অভাবে আমাদের ভূমিহীন কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য দেশে অবিলম্বে ভূমিহীন কৃষকদের জন্য জামানতবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

১০. **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধ:** আমাদের কৃষিঋণ ব্যবস্থা থেকে সব প্রকার দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। দুর্নীতিবাজ ব্যাংকারদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

১১. **মহাজনি শোষণের বিরুদ্ধে আইন:** গ্রামের মহাজনরা অনাদায়ি ঋণের জন্য যাতে দরিদ্র কৃষকের জমি আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রয়োজনবোধে এই উদ্দেশ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ অলবম্বন করা হলে আমাদের কৃষিঋণ ব্যবস্থার খানিকটা উন্নতি হবে। উল্লেখ্য যে, কৃষিঋণের ব্যাপক সম্প্রসারণ ছাড়া আমাদের কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়।

২.২৯ কৃষিঋণ বিতরণ কর্মসূচি (Agricultural Credit Distribution Programmes)

কৃষিকাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকরা যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষিঋণ বলে। এ দেশের কৃষকরা দরিদ্র বলে উৎপাদনের প্রয়োজনে নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ যোগান দিতে পারে না। এজন্য তারা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নেয়। এক্ষেত্রে ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো অসংগঠিত, অনিশ্চিত ও শোষণমূলক হওয়ায় কৃষকদেরকে ঋণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর দিকে হাত বাড়াতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানের ক্ষেত্রে সরকার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

১. কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগের স্বল্পতা দূর করার জন্য সরকার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোর মাধ্যমে মাঝারি সুদের হারে কৃষকদেরকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়।

২. এছাড়া নগদ তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে সরকার ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিআরডিবি, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. এবং বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণদান কার্যক্রমের সাথে জড়িত করেছে। তারা সহজ শর্তে কৃষকদেরকে মূলত ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ করছে।

৩. সরকার কৃষিঋণ বিতরণ সহজতর করার লক্ষ্যে বর্ধিত কলেবরে কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে।

৪. ঋণ বিতরণ সহজতর করার জন্য নীতিমালায় নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশিত হচ্ছে। সকল ব্যাংকের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষিঋণের পরিমাণ ও আওতা বাড়ানো এবং পল্লি এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে।

৫. প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের কথা চিন্তা করে সরকার ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করেছে।

বিভিন্ন অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি নিচের সারণিতে এ দেওয়া হলো।

সারণি: বিভিন্ন অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি (কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০০০-২০০১	৩,২৬৫.৯২	৩,০১৯.৬৭	২,৮৭৭.৮৭	১১,১৩৭.২৬
২০১০-২০১১	১২,৬১৭.৪০	১২,১৮৪.৩২	১২,১৪৮.৬১	২৫,৪৯২.১৩
২০১৭-২০১৮	২০,৪০০.০০	২১,৩৯৩.৫৫	২১,৫০৩.১২	৪০,৬০১.১১
২০১৮-২০১৯	২১,৮০০.০০	২৩,৬১৬.২৫	২৩,৭৩৪.৩২	৪২,৯৭৪.২৩
২০১৯-২০২০	২৪,১২৪.০০	২২,৭৪৯.০৩	২১,২৪৫.২৪	৪৫,৫৯২.৮৬
২০২০-২০২১	২৬,২৯২.০০	২৫,৫১১.৩৫	২৭,১২৩.৯০	৪৫,৯৩৯.৮০
২০২১-২০২২	২৮,৩৯১.০০	২৮৮৩৪.২১	২৭৪৬৩.৪১	৪৯৮০২.২৮
২০২২-২০২৩	৩০৮১১.০০	৩২৮২৯.৮৯	৩৩০১০.০৯	৫২৭০৪.৪৫
২০২৩-২০২৪*	৩৫০০০.০০	২৩৬৯০.৭৫	২২৬৬১.৭১	৫৫৮৬০.৮৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত পৃ: ৯৬

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৩৫০০০.০০ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সময় পর্যন্ত মোট ২৩৬৯০.৭৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।[১৩]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সময়ের ভিত্তিতে কৃষিঋণ কত প্রকার? *[সি. বো. ২০২২]*

২. উদ্দেশ্যের দিক থেকে কৃষিঋণকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

৩. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? *[রাবি 'এ' ইউনিট ২০১৭-১৮]*

৪. যেসব ঋণ উৎপাদন ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে তাকে কোন ধরনের ঋণ বলে?

৫. বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের সময় কৃষক কোন ঋণ গ্রহণ করে?

৬. বন্ধকীর দিক থেকে কৃষিঋণকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কৃষি ঋণের প্রকারভেদগুলো একটি ছকে উপস্থাপন করো।

---

[১৩] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪

পাঠ ১৪ কৃষি উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ

২.৩০ কৃষি উপকরণ বিতরণ কর্মসূচি (Agricultural Elements Distribution Programmes)

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সব প্রয়োজনীয় উপকরণের পর্যাপ্ত ও নিয়মিত যোগান আবশ্যক। এক্ষেত্রে এদেশের কৃষকরা অনেক পিছিয়ে আছে। তাই এ ব্যাপারে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের ন্যায্য দাম ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিতরণের জন্য সরকারের ব্যাপক কর্মসূচি রয়েছে।

কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান (Subsidy on Agricultural Elements)

জনস্বার্থ রক্ষা ও জনকল্যাণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক বহন করলে ভর্তুকি বলে বিবেচিত হয়। এমনটি করা হলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির দাম কম থাকে। বাংলাদেশে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন রাসায়নিক সার, উন্নত মানের বীজ, কীটনাশক, সেচব্যবস্থা, ছোটখাটো কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভর্তুকি একান্ত প্রয়োজন। এসব উপকরণের দাম বেশি থাকলে এদেশের দরিদ্র কৃষকেরা সেগুলো প্রয়োজন মাফিক সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারে না। তাই সরকার এসব উপকরণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান করে। ফলে সেগুলোর দাম সাধারণ কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

জেনে রাখো

কৃষিখাতে ভর্তুকি:
কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৩৮,২৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা মোট বাজেটের ৪.৭%। এছাড়া সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি বাবদ ১৭,২৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ (Mobilization of Agricultural Elements)

মানসম্মত/উচ্চ ফলনশীল বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপকরণ। অধিক পরিমাণে মানসম্মত/উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এ ধরনের বীজ উদ্ভাবনের জন্য সরকার দেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি স্থাপন করেছে। এসব ইনস্টিটিউটে ধান, গম, আলু, শাকসবজি, ডাল, তেলবীজ ইত্যাদির উন্নত মানের বীজ উদ্ভাবন করা হয়। উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, বর্ধন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের দায়িত্ব বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিএডিসি সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ, ২টি পাট বীজ, ২টি আলু বীজ, ৪টি ডাল বীজ ও তেলবীজ ও ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার পরিচালনা করে। তাছাড়া ৯০টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৭] বীজ উৎপাদন ও বিতরণের এ প্রক্রিয়ায় সরকার ভর্তুকি প্রদান করে বিধায় তা কম দামে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হয়। নিচের সারণিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসির বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও বিতরণ কার্যক্রমের একটি হিসাব দেওয়া হলো:[৮]

সারণি: বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি (মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০২৩-২৪		বীজের নাম	২০২৩-২৪	
	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ*		উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ*
ধান বীজ	১০৭৯৬০	৯৪৫৩৯	ডাল বীজ	১২৫৫	১৮৪৬
গম বীজ	২১০০০	১৯৯৬৪	তৈল বীজ	৩২৩০	২৭৪২
ভুট্টা বীজ	৮৮	৩৮৭	সবজি বীজ	১১৫	৫৭
আলু বীজ	৪৪৭৭৫	২৮৬২২	মসলা বীজ	৪৫০	২৭৩
পাট বীজ	১৩৪০	৮৬	**সর্বমোট**	**১৮০২১৩**	**১৪৮৫১৬**

শস্যোৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সার বিশেষ করে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিকল্প নেই। সরকার কৃষি খাতে সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য নিজ উদ্যোগে প্রধানত ইউরিয়া ও টিএসপি সার উৎপাদন করে। পরে এর ওপর ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম দামে কৃষকদের কাছে বিক্রি করে। তাছাড়া টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের আমদানির ওপর শতকরা ২৫ ভাগ হারে ভর্তুকি দেওয়া হয়, যাতে এগুলো দরিদ্র কৃষকরাও প্রয়োজনমাফিক ক্রয় করতে পারে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জমিতে মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৫৭.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

৭, ৮ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪। পৃ: ৯২

২.৩১ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ
(Distribution of Agricultural Elements Assistance Card)

বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসবের মধ্যে সম্প্রতি গৃহীত কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার নেত্রকোণার আটপারা উপজেলার তেলিগাতী ইউনিয়নের এক কৃষক সমাবেশে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এই তিন শ্রেণির কৃষক সরকারি কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড পেয়ে থাকেন।[১৫]

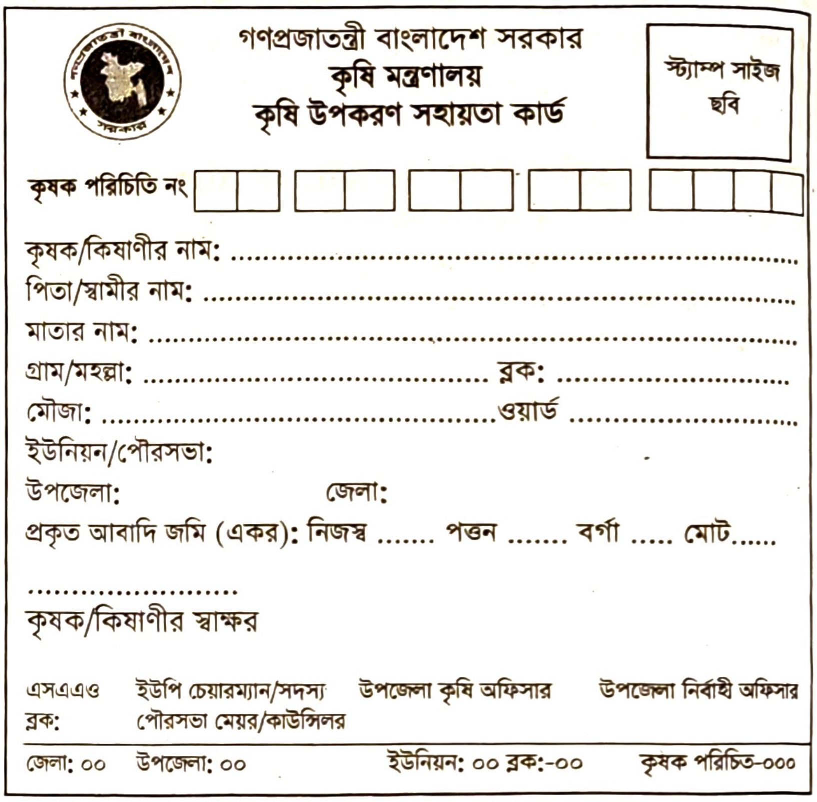

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড

স্ট্যাম্প সাইজ ছবি

কৃষক পরিচিতি নং ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

কৃষক/কিষাণীর নাম: ....
পিতা/স্বামীর নাম: ....
মাতার নাম: ....
গ্রাম/মহল্লা: .... ব্লক: ....
মৌজা: ....ওয়ার্ড ....
ইউনিয়ন/পৌরসভা:
উপজেলা: জেলা:
প্রকৃত আবাদি জমি (একর): নিজস্ব .... পত্তন .... বর্গা ..... মোট......

....
কৃষক/কিষাণীর স্বাক্ষর

এসএএও ব্লক:	ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য পৌরসভা মেয়র/কাউন্সিলর	উপজেলা কৃষি অফিসার	উপজেলা নির্বাহী অফিসার

জেলা: ০০ উপজেলা: ০০ ইউনিয়ন: ০০ ব্লক:-০০ কৃষক পরিচিত-০০০

i. **উদ্দেশ্য (Objectives):**
   ১. কৃষকদেরকে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা।
   ২. ভর্তুকিসহ বিনামূল্যে সরকার ঘোষিত সকল প্রকার কৃষি উপকরণ সহায়তা নিশ্চিত করা।
   ৩. সর্বোপরি দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

ii. **উপকরণ সহায়তা কার্ডের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Equipment Assistance Card)**
   ১. উপকরণ সহায়তা কার্ডে কৃষকের শনাক্তকারী নম্বর উল্লেখ থাকে।
   ২. এ কার্ডে কৃষকের নিজস্ব মোট জমির পরিমাণ, চাষকৃত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকে।
   ৩. বিভিন্ন ঋতুতে আবাদকৃত ফসলের নাম, প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

iii. **সুবিধাভোগী (Beneficiaries)**
   ১. সরকার ইতোমধ্যে ছোট, বড়, মাঝারি, বর্গাচাষি, ভূমির মালিকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে।
   ২. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবার রয়েছে। সরকারের নির্দেশনায় ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।

iv. **কার্ডের সুবিধা (Advantages of Equipment Assistance Card)**
   ১. বিনামূল্যে কৃষকদের সার, বীজ ও পরামর্শ সহায়তা প্রদান।
   ২. কৃষকেরা ভর্তুকি সুবিধার উপকরণ ব্যবহার করে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন।
   ৩. এ কার্ডের মাধ্যমে কৃষক তার ঈপ্সিত উপকার পাচ্ছে।
   ৪. কৃষকেরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং অর্থের অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিএডিসি সারা দেশে কয়টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার পরিচালনা করে?
২. বিএডিসি সারা দেশে কয়টি আলু বীজ উৎপাদন খামার পরিচালনা করে?
৩. সরকার নিজ উদ্যোগে কোন সার উৎপাদন করে?
৪. কৃষকদের উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয় কোন সাল থেকে?

► উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করো।

---

[১৫] যাদের ৫ শতক থেকে ৪৯ শতক জমি আছে তারা প্রান্তিক চাষি, যাদের ৫০ শতক থেকে আড়াই একর জমি আছে তারা ক্ষুদ্র চাষি.এবং যাদের আড়াই একর থেকে সাড়ে সাত একর জমি আছে তারা মাঝারি চাষি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

পাঠ ১৫ শস্য বহুমুখীকরণ; শস্য বহুমুখীকরণের ধরন ও সুবিধা

২.৩২ শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)

কৃষি খামারে একটি মাত্র শস্য উৎপাদন করাকে বলা হয় মনোকালচার। অন্যদিকে, খামারে একটি মাত্র শস্যের পরিবর্তে একাধিক শস্য উৎপাদন করাকে বলা হয় multiculture বা শস্য বহুমুখীকরণ। অর্থাৎ **একটি খামারে বা একই জমিতে বছরে একটি মাত্র একই জাতের শস্যের উৎপাদন না করে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে শস্যের বহুমুখীকরণ বলে।** অন্যভাবে বলা যায়, **কোনো একক ফসল বা একক প্রযুক্তির ওপর নির্ভর না করে ফসল বিন্যাস, মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ ও খামার যান্ত্রিকীকরণকে শস্য বহুমুখীকরণ বলা হয়।**

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলে একই জমিতে প্রতি বছর একই ফসল ফলানো হতো। বাংলাদেশে এখনও একই জমিতে একই ফসল বার বার ফলানোর প্রবণতা রয়েছে। বিশেষ করে অধিকাংশ জমিতে বছরের পর বছর শুধু ধান চাষ করা হয়ে থাকে। প্রতিবার একই ফসল ফলানোর ফলে জমির নির্দিষ্ট কয়েকটি রাসায়নিক উপাদান নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে ঐ বিশেষ ফসলটির উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু ঐ জমিতে যদি ধান চাষের পরে গম চাষ করা হয়। আবার গম চাষ শেষে আলু চাষ করা হয়, তাহলে মাটির রাসায়নিক উপাদানসমূহের মান বজায় রাখা যায়। এতে করে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফসলের ওপর থেকে অনেক প্রাকৃতিক বিরূপ প্রভাব হ্রাস পায়। একই জমিতে এরকমভাবে পরিবর্তন করে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করাকেই বলা হয় শস্য বহুমুখীকরণ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এরকম বহুমুখী কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

জেনে রাখো

দেশে প্রায় ৫৫ শতাংশ আবাদি জমিতে বছরে ২ ফসল, ১৫ শতাংশে ৩ ফসল এবং ৩০ শতাংশে এক ফসল উৎপাদন হয়। সে হিসাবে অন্তত ৭০ শতাংশ জমিতে বছরে একাধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব।

বিগত কয়েক দশকে কৃষি ফসলের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, কৃষিতে শস্যের অবদান ৭৫% এরও বেশি। এর মধ্যে মোট আবাদ যোগ্য জমির ৮০% জমিতে ধান চাষ করা হয়। বর্তমান সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রসার এবং বিশ্বায়নের কারণে মানুষ একখণ্ড জমিতে বছরে বিভিন্ন সময়ে ঋতুভেদে ধানের পাশাপাশি আলু, ঢেঁড়স, কলা, পটল, পেঁপে, কপি, মরিচ, বেগুন, কাঁকরোল, ভুট্টা, বরবটি, শিম, লাউ, মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি চাষ করছে। এতে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। অর্থাৎ শুধু ধান বা একটি মাত্র ফসলের ওপর নির্ভর না করে বছরের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া, মাটির গুণগত অবস্থা, সেচ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে ঋতুভেদে শস্যের জাত ও প্রযুক্তির বিন্যাস করাই হচ্ছে শস্যের বহুমুখীকরণ।

২.৩৩ শস্য বহুমুখীকরণের ধরন (Types of Crop Diversification)

বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণভাবাপন্ন। এখানে মৌসুমি বায়ু প্রবাহের প্রাধান্য আছে। ফলে সারা বছরই এখানে তিনটি মৌসুমে নানাবিধ ফসল উৎপাদন করা যায়। এগুলো হলো রবি, খরিপ-১, খরিপ-২। প্রতি মৌসুমে কৃষক তার ফসলবিন্যাসে সেসব ফসল অন্তর্ভুক্ত করেন। ফসলের উৎপাদন সময়, মাটির উর্বরতা, সেচের সুবিধা এসব বিষয় বিবেচনায় এনে ফসল নির্বাচন করেন। নিচে মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের ব্যবহার হিসেবে ৩টি নমুনা উল্লেখ করা হলো।

আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে পটলের চাষ: এটি শস্য বহুমুখীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কৃষক নিজেদের আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে চাষাবাদে অনেক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার মধ্যে আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে পটলের চাষ বেশ জনপ্রিয়। রিলে ফসল অর্থ হচ্ছে একটি ফসলের শেষ পর্যায়ে অন্য একটি ফসলের চাষ শুরু করা। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কৃষকেরা আগাম আলু চাষ করেন। ৫৫ সে.মি. দূরত্বে সারি করা হয় এবং আলু লাগানো হয়। প্রতি তৃতীয় সারি ফাঁকা রেখে সে সারিতে ডিসেম্বরে পটলের ডগা রোপণ করা হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আলু উত্তোলন শেষ হয়। পটল বড় হতে থাকে এবং মার্চ মাস থেকে পটল ধরতে থাকে এবং নভেম্বর মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। এ প্রযুক্তিতে পটলের জন্য অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে একই জমি হতে এভাবেই বাড়তি আয় সম্ভব।

আলুর সাথে রিলে ফসল হিসেবে করলার চাষ: আলুর সাথে করলা চাষেরও বড় সুযোগ রয়েছে। তাই উত্তরাঞ্চলের কৃষকেরা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলুর সাথে করলার চাষের নতুন পদ্ধতি শুরু করেছেন। কৃষক আগাম সময়ে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সারিতে আলু বীজ লাগান। দুই সারির মাঝখানে নালা তৈরি হয়। আলু লাগানোর পর পলি ব্যাগে করলার চারা গজানো হয়। জানুয়ারি মাসে দুই সারির মাঝের নালায় করলার চারা রোপণ করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি সময়ে সমস্ত আলু উত্তোলন করা হয়। আলু তোলার পর করলা গাছ খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে থাকে এবং মার্চ থেকে করলা ধরতে থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত করলা তোলা হয়। শস্য বহুমুখীকরণের এটি আরও একটি কৃষি প্রযুক্তি।

মিশ্র ফসল হিসেবে আলু ও লাল শাকের চাষ: লাল শাক স্বল্পমেয়াদি কিন্তু দ্রুত বর্ধনশীল। আলুর সাথে লাল শাকের চাষ একটি ভালো মিশ্র চাষ। আগেই বলা হয়েছে যে, সারিতে আলুর চাষ করা হয়। আলু গাছের উচ্চতা ৫-৬ সে.মি. হয় তখন

সারি বরাবর প্রথম মাটি তোলা হয়। এই তোলা মাটিতে লাল শাকের বীজ বপন করা হয়। আলু ও লাল শাক দুটোই সমানে সমান বাড়তে থাকে। লাল শাক দ্রুত বর্ধনশীল। তাই কয়েক দফা শাক ওঠানো যায়। ডিসেম্বর পর্যন্ত লাল শাক সংগ্রহ করা হয়। লাল শাক তোলার পরও আলু বড় হতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে আলু তোলা হয়।

আরও কিছু সাথি ফসল হিসেবে–

১. আখের সাথে কলার চাষ;
২. আখের সাথে টমেটোর চাষ হয়;
৩. আখের সাথে সরিষার চাষ হয়;
৪. আখের সাথে মসুরের চাষ হয়।

মিশ্র ফসল হিসেবে–

১. মসুরের সাথে সরিষার চাষ হয়;
২. আউশের সাথে তিলের চাষ;
৩. কলা বাগানে আউশের চাষ।

চিত্র: আখের সাথে রিলে ফসল হিসেবে কলা চাষ

মিশ্র চাষ বা ফসল কী?

এক ফসলের সাথে অন্য ফসল বা অন্য কিছু চাষাবাদ করাকে মিশ্র চাষ বলে। যেমন: ধান ক্ষেতের ভিতরে মাচ চাষ করা, আম বাগানে কালাই অথবা মটরশুঁটি চাষ করা ইত্যাদি।

২.৩৪ শস্য বহুমুখীকরণের সুবিধা (Advantages of Crop Diversification)

বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষক এখনও তাদের জমিতে বছরের পর বছর একই শস্যের চাষ করে। ফলে দেখা যায়, দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতে ধান উৎপাদিত হয়। তাই এদেশের কৃষিতে শস্য বহুমুখীকরণ পদ্ধতির তেমন একটা প্রয়োগ নেই এ কথা বলা যায়। তবে চাষের এ পদ্ধতির বিভিন্ন সুবিধা থাকায় তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এদেশে শস্য বহুমুখীকরণের প্রভাব নিম্নরূপভাবে বিবেচনা করা যায়।

১. বিভিন্ন শস্য জমিতে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। তাই শস্য বহুমুখীকরণ করলে জমির সকল রাসায়নিক উপাদানের সদ্ব্যবহার ঘটে এবং জমির সামগ্রিক উর্বরতা অক্ষুণ্ন থাকে। কাজেই বাংলাদেশে একই জমিতে পাল্টা-পাল্টি কয়েক ধরনের শস্য উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা সংরক্ষণ করা যাবে।
২. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয়। তাই এমনটি করা হলে আমাদের কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।
৩. এ ধরনের চাষাবাদের ফলে কোনো কারণে একটি ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্য ফসল দ্বারা তা অনেকটাই পূরণ করা যাবে। ফলে কৃষিতে ঝুঁকির মাত্রা কমবে।
৪. এ ধরনের ফসল উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করলে কৃষকরা সারা বছর ধরে কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকতে পারবে। ফলে তাদের সময় ও শ্রমের অপচয় হবে না।
৫. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের জন্য পানি সেচের প্রয়োজন হয়। তাই এ ফসল উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করলে সেচ যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার হবে।
৬. একের পর এক শস্য উৎপাদন হলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে।
৭. এ ধরনের ফসল উৎপাদন পদ্ধতিতে জমিতে সব সময়ই আগাছা নিড়াতে হয়। তাই এখানে আগাছা জন্মানোর সুযোগ পায় না।

সুতরাং, শস্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে এবং এর ফলে নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একই জমিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের ফসল উৎপাদন করাকে কী বলে?
২. কৃষি খামারে একটি মাত্র ফসল উৎপাদন করাকে কী বলে?
৩. মোট আবাদযোগ্য জমির শতকরা কত শতাংশ জমিতে ধান চাষ করা হয়?
৪. একই খামারে একাধিক শস্য উৎপাদন করাকে কী বলে? [ব. বো. ২০২২]
৫. বাংলাদেশের ফসলের মৌসুমকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়?
৬. বাংলাদেশে কোন ঋতুতে রবিশস্য ফলানো হয়?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

শস্য বহুমুখীকরণের পাঁচটি সুবিধা ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১৬ সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ; সেচের সরকারি কার্যক্রম ও এর প্রভাব এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব

২.৩৫ সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ (Extension of Irrigation Facilities)

ফলপ্রসূ ও অব্যাহতভাবে চাষাবাদের জন্য শস্যক্ষেত্রে নিয়মিত ও প্রয়োজনমাফিক পানি সেচ একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্তমানে সীমিত পর্যায়ে কূপ, খাল, দোন, ঝুঁড়ি ইত্যাদি প্রাচীন পদ্ধতিতে সেচ করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শক্তিচালিত পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ, হস্তচালিত নলকূপ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্যে জমিতে সেচ দেয়া হয়। ব্যাপকভিত্তিতে উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্যের চাষ, শীতকালীন ফসল উৎপাদন, শস্যের বহুমুখীকরণ, চাহিদা মোতাবেক পানি সরবরাহ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধা জমিতে নিয়মিত ও প্রয়োজনমাফিক সেচের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। অতএব, ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থিত পানি বিভিন্ন পদ্ধতিতে উত্তোলন করে প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষিজমিতে সরবরাহ করাকে সেচ ব্যবস্থা বলা হয়। অন্যকথায়, **উদ্ভিদের জন্ম, বর্ধন এবং ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং অধিক উৎপাদনের জন্য কোনো শস্যক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি কৃত্রিম উপায়ে সরবরাহ করাকে সেচ বলে।** নিচের ছকে সেচের পদ্ধতিসমূহ দেখানো হলো:

সেচ পদ্ধতি →
১. প্রাচীন পদ্ধতি: কূপ, খাল, দোন, হেঁইত বা ঝুঁড়ি পদ্ধতি
২. আধুনিক পদ্ধতি: শক্তিচালিত পাম্প, গভীর, অগভীর ও হস্তচালিত নলকূপ

২.৩৬ সেচের সরকারি কার্যক্রম (Government Programmes of Irrigation)

বাংলাদেশে কৃষি-উৎপাদনে সেচের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার এক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পগুলো হলো– ১. গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প (জি-কে); ২. কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্প; ৩. তিস্তা বাঁধ প্রকল্প; ৪. দিনাজপুর সেচ প্রকল্প; ৫. ব্রহ্মপুত্র বহুমুখী প্রকল্প; ৬. সাংগু প্রকল্প; ৭. মেঘনা উপত্যকা প্রকল্প; ৮. ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ডেমরা প্রকল্প; ৯. কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম সেচ প্রকল্প এবং ১০. ফরিদপুর সেচ প্রকল্প। এর মধ্যে বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প হলো তিস্তা প্রকল্প বাঁধ।

১. সেচ করতে গিয়ে যাতে পানির অপচয় না হয় তা দেখা দরকার। তাই সেচকৃত পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
২. পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
৩. দেশের বিভিন্ন স্থানে সেচের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে সেচের পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।
৪. সাম্প্রতিককালে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থিত পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি/প্রকল্পগুলো হলো: খাল-নালা পুনঃ খনন ও সংস্কার, পাহাড়ি ছড়ায় ঝিরিবাঁধ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে বিভিন্ন ক্ষমতার শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, বিদ্যুতায়ন, সেচের পানির অপচয় রোধ করার উদ্দেশ্যে ভূ-উপরিস্থিত ও ভূ-গর্ভস্থ (বারিড পাইপ) সেচ নালা নির্মাণ ইত্যাদি।
৫. সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে নতুন প্রযুক্তি নির্ভর রাবার ড্যাম স্থাপন করা হয়েছে। যা মূলত ষাটের দশকের গোড়ার দিকে শুরু করা হয়েছে।
৬. সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
৭. পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপে স্মার্ট কার্ড বেইজড প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।
৮. বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী বিভাগের সব জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে।

৯. ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এ যাবৎ ৪১৯০টি পুকুর পুনঃখনন, ২৪১৮.৮২ কি. মি. খাল/খাড়ি পুনঃখনন করে প্রায় ১.১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্ত পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান করা হয়েছে।[১৬]

১০. ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ১১টি সেচ প্রকল্প ও ১টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উপরিউক্ত উপায়ে পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। তাই সেচ ব্যয় হ্রাসের উপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করছে।

২.৩৭ সরকারের সেচ কার্যক্রমের প্রভাব (Effects of Government Irrigation Programmes)

পানি হলো শস্য ও উদ্ভিদের প্রাণস্বরূপ। তাই কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য জমিতে নিয়মিত ও প্রয়োজনমাফিক সেচ অপরিহার্য। এ সত্য অনুধাবন করে সরকার পানি সেচের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে এসেছে। এখন এসব কার্যক্রম ফল দিতে শুরু করেছে।

জমিতে নিয়মিত ও প্রয়োজনমাফিক পানি সেচে সহায়তা করে সরকার ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বাড়াতে সহায়তা করছে। এর ফলে একদিকে যেমন ফসল উৎপাদনের বহুমুখীকরণ ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি ফলন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। পানি সেচের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গত দশকে সেচের আওতাধীন এলাকা অনেক বেড়েছে। যেমন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যেখানে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৫.৫৭ লক্ষ হেক্টর, সেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৭.৮৯ লক্ষ হেক্টর। নিচের সারণিতে গত দশকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেচকৃত জমির পরিমাণ দেখানো হলো।

সেচ পদ্ধতি	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
এলএলপি ও অন্যান্য	১২.২১	১২.৪৮	১২.৭০	১২.৮৭	১৩.১০	১৩.২৮	১৩.৪৩
গভীর নলকূপ	১০.৭২	১০.৭৬	১০.৮৪	১০.৮৫	১০.৩৮	১০.৪৬	১০.৪৬
অগভীর নলকূপ	২৯.৮২	২৯.৯৪	৩০.০১	৩০.০৬	৩০.৭০	৩০.৮১	৩০.৯০
অন্যান্য	২.৮২	২.৬৯	২.৭২	২.৭৬	২.৭০	২.৯৩	৩.১০
মোট সেঁচ	**৫৫.৫৭**	**৫৫.৮৭**	**৫৬.২৭**	**৫৬.৫৪**	**৫৬.৮৮**	**৫৭.৪৮**	**৫৭.৮৯**

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪।

২.৩৮ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেচের গুরুত্ব (Importance of Irrigation in the Economy of Bangladesh)

খরা মৌসুমে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা বলতে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা বোঝায়। পর্যাপ্ত পানির যোগান ছাড়া চাষাবাদ সম্ভব নয়। বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল না থেকে কৃষির অন্যতম উপকরণ পানির যোগান নিশ্চিত করার জন্য পানিসেচ প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পানিসেচের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. **সারা বছর ফসল উৎপাদন:** বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান করতে হলে সারা বছর ফসল উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টি হলেও শীতকালে সাধারণত বৃষ্টি হয় না। অতএব শীত মৌসুমে বা খরার সময়ও ফসল উৎপাদনের একমাত্র উপায় হচ্ছে সেচ করা। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে সারা বছর মাঠে ধান বা গম দেখা যায় শুধু সেচ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে। অতএব পানিসেচ এদেশে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

২. **প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস:** বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ঠিক ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তাই সেচ ব্যবস্থা না থাকলে কৃষি মৌসুমি বায়ুর উপর 'জুয়া খেলা'তে পর্যবসিত হয়। অতএব প্রকৃতির খেয়াল খুশির উপর নির্ভর না করে সুষ্ঠু কৃষি কাজ করার জন্য সেচ অত্যাবশ্যক।

৩. **জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি:** নিয়মিত সেচব্যবস্থা পরিচালিত করা হলে জমির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়, এতে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

---

[১৬] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪, পৃ: ৯৪।

৪. **কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার:** বাংলাদেশে সম্প্রতি কৃষিতে আধুনিক সেচ-সার-বীজ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, যার ফলে স্বাধীনতার পর প্রায় আড়াই দশক সময় কালের মধ্যে একই চাষযোগ্য জমিতে শস্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এই অভাবনীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুবাদে এদেশের বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এই সেচ-সার বীজ প্রযুক্তি অন্যতম প্রধান উপকরণ পানি। উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার ও সেচ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব সেচ বাংলাদেশের কৃষিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **অধিক কর্মসংস্থান:** সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিতে প্রায় সারা বছরই কোনো না কোনো কৃষিকাজ করা যায়। এতে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৬. **একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন:** বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে দুই বা তিনটি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। এটি সেচ ব্যবস্থার কারণেই সম্ভব হচ্ছে। উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে আরো জমিতে দুই বা তিন ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে। অতএব একাধিক ফসল উৎপাদনের জন্য সেচ অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৭. **শস্য বহুমুখীকরণ:** বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দর্শনীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল মূলত ধানভিত্তিক। এই ধানভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। এ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য শস্য বহুমুখীকরণের কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। কিন্তু শস্য বহুমুখীকরণের জন্য বছরের বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী পানি প্রয়োজন হবে। অতএব সেচ শস্য বহুমুখীকরণের জন্য একান্ত আবশ্যক।

৮. **জাতীয় আয় বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ১১.০২ শতাংশ কৃষিখাত থেকে আসে। পানি সেচের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হলে জাতীয় আয় আরো বৃদ্ধি পাবে।

৯. **আমদানি ব্যয় হ্রাস:** প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলার জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে খাদ্য আমদানি করতে হয়। যদি সময়মতো সেচের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়, তবে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে।

১০. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** সেচ ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে, কৃষিতে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে কৃষকের জীবনযাত্রায় মানও উন্নত হবে।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এটা স্পষ্ট হল যে, বাংলাদেশে পানিসেচ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে বিশাল জনসংখ্যার অন্ন-সংস্থানের জন্য কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সেচ অপরিহার্য।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কূপ, খাল, দোন, হেঁইত বা ঝুড়ি এগুলো কোন পদ্ধতির সেচব্যবস্থা?

২. শক্তিচালিত পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ, হস্তচালিত নলকূপ এগুলো কোন পদ্ধতির সেচব্যবস্থা?

৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্পের নাম কী?

৪. বাংলাদেশে সরকারিভাবে কোন সময় থেকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়?

৫. বাংলাদেশ জি-কে প্রকল্প কোন ধরনের প্রকল্প? *[৪৪তম বিসিএস]*

৬. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে কতটি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সরকারের সেচ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো তালিকা আকারে লেখো।

পাঠ ১৭

পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ; বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ও এর কারণ; বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল; কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায়

২.৩৯ পরিবেশ ও পরিবেশ দূষণ (Environment and Environment Pollution)

মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসবাস ও তার কাজকর্ম পরিচালনা করে তাই হলো পরিবেশ। ভূপ্রকৃতি, মাটি, গাছপালা, নদ-নদী, জলবায়ু, আবহাওয়া, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহ, সামাজিক রীতি-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি হলো পরিবেশের উপাদান। আলো, বাতাস, পানি, নদী, পশুপাখি, গাছপালা, আবহাওয়া, জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য নিয়েই পরিবেশ। পরিবেশের এসব উপাদানের ওপর নেতিবাচক পরিবর্তনকে একত্রে পরিবেশ দূষণ বলে। যেখানে এসব উপাদান জীবনযাপন ও উন্নয়নের সহায়ক হলে সেখানে সুষ্ঠু পরিবেশ বিরাজ করছে; আর কোথাও এর অন্যথা ঘটলে সেখানকার পরিবেশ দূষিত। তাই কোনো দেশে পরিবেশের উপাদানগুলো প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বা উভয় কারণে জীবনযাপন ও উন্নয়নের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করলে সেখানে পরিবেশ দূষণ ঘটে। ঘনঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মাটি ক্ষয়, পানি, বায়ু, শব্দ, খাদ্য ইত্যাদি দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ঘটে।

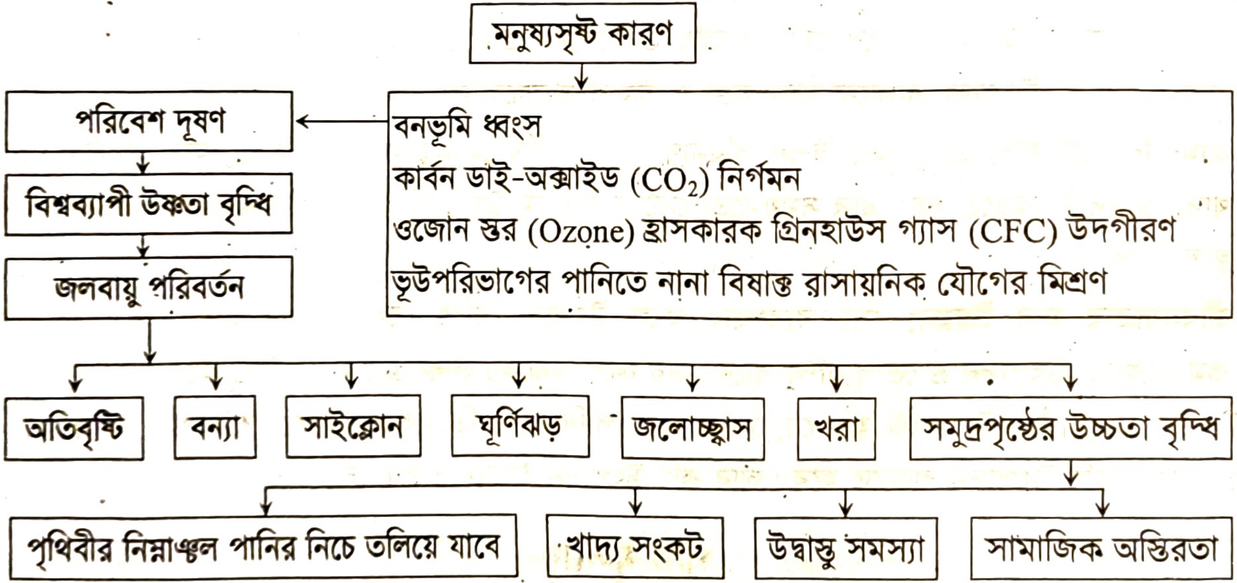
মনুষ্যসৃষ্ট কারণ
বনভূমি ধ্বংস
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গমন
ওজোন স্তর (Ozone) হ্রাসকারক গ্রিনহাউস গ্যাস (CFC) উদগীরণ
ভূউপরিভাগের পানিতে নানা বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ
পরিবেশ দূষণ
বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি
জলবায়ু পরিবর্তন
অতিবৃষ্টি
বন্যা
সাইক্লোন
ঘূর্ণিঝড়
জলোচ্ছ্বাস
খরা
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাবে
খাদ্য সংকট
উদ্বাস্তু সমস্যা
সামাজিক অস্থিরতা

চিত্র: মানুষের পরিবেশ দূষণ ও এর ফলাফল

২.৪০ বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ (Environment Pollution in Agriculture of Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত ও উৎপাদন আশানুরূপ নয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এখানকার কৃষি পরিবেশ দূষণের শিকার। এখানে ঘনঘন সংঘটিত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, সূর্য তাপের প্রখরতা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের নিম্নমুখিতা, শুষ্ক নদী-নালা, খালবিল ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, এখানকার কৃষির পরিবেশ দূষিত। তাছাড়া আমাদের ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকা, বিভিন্ন ফসলরোগ, হাঁস-মুরগির মড়ক, জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস, পোকামাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধি ইত্যাদি এ সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলাদেশে কৃষির পরিবেশ আশঙ্কাজনকভাবে দূষিত হয়েছে।

২.৪১ বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণের কারণ
(Causes of Environment Pollution in Agriculture of Bangladesh)

বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণের কারণগুলো দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা– প্রাকৃতিক কারণ ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তন অন্যতম।

জীবনযাপন ও উৎপাদন কাজ সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত তাপের প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় সূর্যকিরণ তাপের এ চাহিদা পূরণ করে। তবে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন উৎস থেকে ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও গ্রিনহাউস গ্যাস অধিক মাত্রায় উদগীরণ ও নিঃসারণের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি হয়ে পড়ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়া জোরদার হওয়ায় কলকারখানা দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। এর সাথে শিল্পোন্নত দেশগুলোর অসংখ্য কলকারখানা তো আছেই। এসব কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বিশ্বের স্বাভাবিক তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাব। এসব গ্যাসের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রার বৃদ্ধি হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। এর ফলে অন্যান্য অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশেও অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বেড়েছে; ঋতু পরিক্রমা ও ঋতু বৈচিত্র্যের রূপ ক্ষুণ্ন হচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে আমাদের জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং কৃষি পরিবেশ দূষণের কবলে পড়ছে।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে মাটি ক্ষয়ের দরুন মৃত্তিকা দূষণ একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাটিকে ক্রমেই শক্ত ও অনুর্বর করে তুলছে। শস্য ক্ষেতে যথেচ্ছা কীটনাশকের ব্যবহার কৃষিকাজের জন্য উপকারী অনেক অণুজীবের মৃত্যু ঘটাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানি অধিক পরিমাণে উত্তোলনের ফলে একদিকে পানিতে আর্সেনিক বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ভূ-অবনমনের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। পানি নিষ্কাশনের প্রাকৃতিক উপায়গুলো বিঘ্নিত হওয়ায় জলাবদ্ধতা বাড়ছে। উজানে নদীগুলোর পানি কমে যাওয়ায় সেগুলো শুষ্ক হয়ে উঠছে ও নাব্যতা হারাচ্ছে। এসব কারণেও আমাদের কৃষি পরিবেশ দূষণের শিকার হয়েছে।

সুতরাং পরিবেশ দূষণের কারণগুলো হলো— ক. অতিরিক্ত জনসংখ্যা, খ. সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, গ. শিল্প কারখানার বর্জ্য, ঘ. বনভূমি বিনাশ, ঙ. বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চ. লবণাক্ততা, ছ. অধিক হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন প্রভৃতি।

২.৪২ বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি/ফলাফল (Situation/Effects of the Environment Pollution, Global Warming and Climate Change on Bangladesh Agriculture)

বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming): সহজ কথায় বলা যায়, ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধিই হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা। পৃথিবীতে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে তাকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি গ্যাসসমূহের নির্গমন ও সঞ্চয়ন এবং ঘনমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হলো– ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যেতে দেয়, কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণকে যেতে দেয় না। সূর্য থেকে আসা বিকিরণের তাপমাত্রা বেশি থাকায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্র থাকে এবং সেই বিকিরণ বায়ুমণ্ডলভেদ করে সহজেই পৃথিবী পৃষ্ঠে আসতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু দ্বারা প্রতিনিয়তই বিকীর্ণপাতের অংশ বিশেষ শোষিত হওয়ায় তাপমাত্রা হ্রাস পায় বলে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এ বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড ভেদ করে যেতে পারে না। সেজন্য পৃথিবী ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হতে থাকে। একে 'বৈশ্বিক উষ্ণতা' বা 'Global Warming' বলে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন গ্যাস, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) এসব বিভিন্ন ধরনের গ্যাস নির্গমনের ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা দেখা দেয়। সুতরাং এ উষ্ণতার কারণসমূহ হলো— ১. গ্রিন হাউস প্রভাব (Green House Effect); ২. বনভূমি ধ্বংস; ৩. কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি; ৪. বায়ুমণ্ডলের ওজনস্তর ক্ষয়; ৫. রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার-এর ব্যবহার বৃদ্ধি।

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change) : যে নিয়ামকের দ্বারা জলবায়ুর উপাদান অর্থাৎ তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় তাকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের নির্দোষ শিকার (Innocent Victim)। এ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম বিপন্ন। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকালিন হওয়ার প্রবণতা বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনকারী নিয়ামকগুলো হলো অক্ষাংশ, সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দূরত্ব, সমুদ্র থেকে স্থলভাগের উচ্চতা, বনভূমি, ভূমির ঢাল ইত্যাদি। এ সকল নিয়ামক দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তিত হয়।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে তা অধিকতর দূষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি এখনও অনেকাংশে বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কখনও অতিবৃষ্টি ও বন্যা আবার কখনও অনাবৃষ্টি ও খরা দেখা দিচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে প্রায় প্রতি বছরই সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দেখা দেয়। এর ফলে একদিকে কৃষিকাজ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং অন্যদিকে উৎপাদনযোগ্য ফসলের এক বিরাট অংশ বিনষ্ট হচ্ছে; জানমালেরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি ঘটছে। ২০২২ সালে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওর অঞ্চলে অসময়ে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ধানের জমি ডুবে যায় এবং দূষিত পানিতে মাছ ও হাঁস প্রচুর পরিমাণে মারা যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গত ১০০ বছরে ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কি.মি. পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করায় নদী থেকে পানিসেচ করা যাচ্ছে না এবং নদীপাশের অনেক জায়গার মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ায় চাষবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। গড় বৃষ্টিপাত বাড়ায় জলাবদ্ধতা বাড়ছে ও কিছু কিছু করে জমি চাষের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও প্রকোপ বাড়ায় এসব জায়গায় ফসল উৎপাদনের ঝুঁকি ও ঝামেলা বাড়ছে এবং জেলেদের জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

অব্যবস্থাপনার দরুন কৃষিতে মাটি দূষণের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে এ দূষণ ক্রমেই বাড়ছে। এর ফলে মাটির বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এ কারণে মাটি ক্রমেই অনুর্বর হয়ে পড়ছে। ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অধিক চাপ পড়ায় একদিকে পানিতে আর্সেনিক বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে, 'ভূমি' অবনমনের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। শস্য ক্ষেতে যথেচ্ছা কীটনাশক ছিটানোর ফলে শস্য গাছের উপকারী অনেক অণুজীবের মৃত্যু ঘটছে ও বাতাস দূষিত হচ্ছে। বড় বড় নদীতে উজান থেকে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় দেশে ক্রমবর্ধমান শুষ্কতা ও বালুময় অঞ্চলের প্রসার ঘটছে, নতুন নতুন চরভূমি গঠিত হচ্ছে; নদীগুলোতে পানি শূন্যতা বাড়ছে ও নাব্যতা কমছে। এসবের ফলে অনেক কৃষি জমি চাষের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে; কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্য নৌকাযোগে আনা-নেয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে কৃষি মালামাল পরিবহণ ও যাতায়াত উভয়ই ব্যয়বহুল ও কষ্টকর হয়ে উঠছে।

২.৪৩ কৃষিতে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের উপায় (Means of Adaptation with Environment Pollution, Global Warming and Climate Change in Agriculture)

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। এটি এদেশের কৃষি উন্নয়নের পথে হুমকিস্বরূপ। এ সমস্যা থেকে তাই উত্তরণ প্রয়োজন। তবে এ সমস্যার সরাসরি সমাধান সম্ভব না হওয়ায় পরিবেশ দূষণের তীব্রতা হ্রাস এবং অধিক দূষণ রোধকল্পে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্য কথায়, অভিযোজনের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলা করা দরকার। জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য অতীব জরুরি বিষয়। 'অভিযোজন' বিষয়টি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলাকে বোঝায়। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অথবা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পরিবেশ পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়, তাকে অভিযোজন (Adaptation) বোঝায়। যেমন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে থাকলে উপকূল বরাবর বাঁধ নির্মাণ অথবা বন্যা কিংবা খরা সহ্য করতে পারে এমন ধরনের ধান চাষ করা।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও বিপন্নতা মোকাবেলা করতে ৭টি ধাপে একটি প্রক্রিয়ার ধারণা দেয়া যায়। যথা— ধাপ-১: জলবায়ু ঝুঁকি নিরূপণ, ধাপ-২: গুরুত্ব নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ, ধাপ-৩: সচেতনতা বৃদ্ধি, ধাপ-৪: সকলের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি, ধাপ-৫: জলবায়ু পরিবর্তনের বিপন্নতাগুলোকে সবার কাছে তুলে ধরা, ধাপ-৬: অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময় এবং ধাপ-৭: জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বয়িক দায়িত্ব। প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন এবং বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে অভিযোজন সম্ভব।

পরিবেশ দূষণের সাথে অভিযোজনের জন্য সরকার ইতোমধ্যে নীতি নির্ধারণ ও কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি (১৯৯২), জাতীয় পরিবেশ এ্যাকশন প্লান (১৯৯২), বননীতি (১৯৯৪), বনায়ন মাস্টার প্লান (১৯৯৩-২০১২) ইত্যাদি প্রধান। উল্লেখযোগ্য আইনের মধ্যে মৎস্য সংরক্ষণ আইন (১৯৫০), সামুদ্রিক অধ্যাদেশ (১৯৮৩), বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (১৯৭৩), ইট-পোড়ানোর আইন (১৯৮৯) উল্লেখযোগ্য। এসব আইন বিভিন্নভাবে কৃষিতেও পরিবেশ দূষণ রোধে সহায়ক।

জেনে রাখো

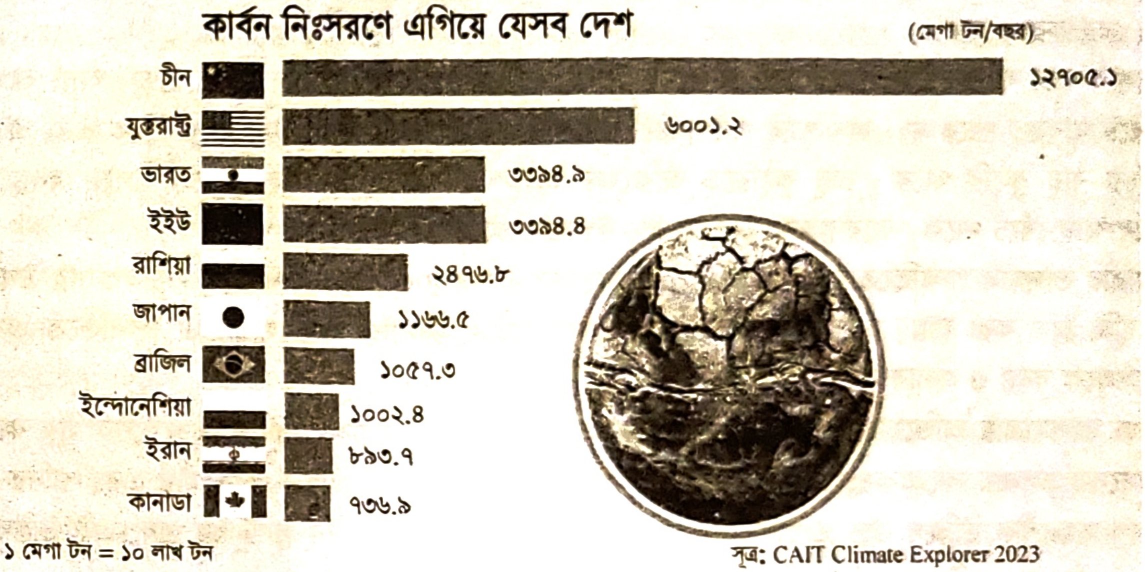

সূত্র: CAIT Climate Explorer 2023

কৃষিতে পরিবেশ দূষণের সাথে অভিযোজনের জন্য আরও কিছু কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: ১. পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে কৃষকদেরকে সচেতন করা। ২. বিদ্যমান দুর্যোগগ্রস্ত ও দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলগুলোতে সতর্ক নজরদারি। ৩. আসন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতি, পরবর্তী চাহিদা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্পর্কে পূর্বাভাস দান যা বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সহায়ক। ৪. কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ও ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ। ৫. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কৃষকদেরকে অবহিত ও সচেতন করে তোলা। ৬. গোবর সার, গো-মূত্র, ছাই ইত্যাদি দ্বারা জৈব কীটনাশক উৎপাদন। ৭. আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ। ৮. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। ৯. মজা ও পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কার। ১০. জলাবদ্ধতা দূর করা। ১১. আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা। ১২. লবণাক্ততা, মরুময়তা, অধিক পানি ইত্যাদিতে অভিযোজনে সক্ষম ধানসহ ফসলী বীজ উদ্ভাবন। ১৩. বন্যার পানি থেকে নিরাপদে থাকার জন্য বসত ভিটা-উঁচু জায়গায় তৈরি করা। ১৪. পুকুরে সাবান দিয়ে কাপড় কাচা বন্ধ করা প্রভৃতি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী কে? *[রা. বো. ২০১৯]*
২. বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে কী বেড়েই চলেছে?
৩. গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে কত সে.মি.?
৪. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কারণ কী?
৫. বাংলাদেশ সরকার 'বন নীতি' কোন সালে ঘোষণা করে?
৬. সর্বোচ্চ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ কোন দুটি? *[ঢাবি 'ঘ' ইউনিট ২০১৭-১৮]*
৭. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয় কোনটি? *[৪৬তম বিসিএস]*

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

পরিবেশ দূষণ তথা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার উপায়গুলো চিহ্নিত করো।

পাঠ ১৮ কৃষিখাতে অভিযোজনের কৌশল বা উপায়

২.৪৪ কৃষিখাতে অভিযোজনের কৌশল বা উপায় (Way of Adaptation in Agricultural Sector)

ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ আগে থেকেই পৃথিবীর একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দুর্যোগের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ অবস্থায় খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে সঠিক সময়ে চারা রোপণ, তাপমাত্রা সহনশীল ফসল বা ফসলের জাতের উন্নয়ন ও এর উপায় বা কৌশল বের করতে হবে।

১. **জলাবদ্ধতা বা বন্যায় ফসলের অভিযোজনের উপায়:** অধিকাংশ ফসল (জলজ উদ্ভিদ ছাড়া) বন্যা বা জলাবদ্ধতায় বেঁচে থাকতে পারে না। ধান পানি পছন্দকারী উদ্ভিদ। ধান গাছে অ্যারেনকাইমা টিস্যু থাকে এবং এ টিস্যুর মধ্যে প্রচুর বায়ু কুঠুরি থাকে। বায়ু কুঠুরিতে অক্সিজেন জমা থাকে এবং ধানগাছ ডুবে না গেলে বন্যা বা জলাবদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকে। আবার লম্বা জাতের ধান উচ্চতার কারণে বন্যা এড়াতে পারে।

আবার ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদ: হাওর ও জলাবদ্ধ এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে কচুরিপানার উপর সারা বছর সবজি চাষ করা যায়। ভাসমান পদ্ধতিতে ফসলের চারাও উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতিতে এসব এলাকার ফসলকে বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা করা যায়।

২. **উচ্চ তাপমাত্রায় অভিযোজনের উপায়:** উচ্চ তাপমাত্রায় ফসলের সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের হার কমে যায় এবং শ্বসনের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি কমে। তখন ফসলের প্রোটিন ভেঙে যায় এবং পানির অপচয় হয়। তাপ সহনশীল উদ্ভিদে উচ্চ তাপমাত্রায় বিশেষ ধরনের স্থিতিশীল প্রোটিন সৃষ্টি হয় এবং এই উদ্ভিদ দেহ থেকে ভেঙে যাওয়া প্রোটিনকে সরিয়ে দিতে পারে।

৩. **ফসলের খরা অভিযোজনের উপায়:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তীব্র খরা প্রবণ এলাকা– রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা ও টাঙ্গাইল জেলার কিছু অংশ। মাঝারি খরাপ্রবণ এলাকা– রংপুর ও বরিশাল জেলা এবং দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার কিছু অংশ। সাধারণ খরাপ্রবণ এলাকা– তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার পলল ভূমি এলাকা। বর্তমানে তিস্তা নদীতে পানিপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা অববাহিকায় খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থায় ফসল খরা এড়ানো ও খরা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে টিকে থাকে। খরা কবলিত ফসলের অভিযোজনের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো খরা অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া। খরা অবস্থায় ফসলের টিকে থাকার কৌশলকে খরা প্রতিরোধ বলে। ফসলের খরা প্রতিরোধের উপায় বা কৌশলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ক. খরা সহ্যকরণ ও খ. খরা পরিহারকরণ।

ক. **ফসলের খরা সহ্যকরণের উপায় বা কৌশল:** ফসল খরাকবলিত হওয়ার পরও দেহাভ্যন্তরে স্বল্প পানির সাহায্য নিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতাকে খরা সহ্যকরণ বলে। খরা অবস্থা চলে গেলে পুনরায় এ সব ফসল স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফুল-ফল ধারণ করে। ফসলের খরা সহ্যকরণ কৌশল বা উপায়গুলো হলো–

i. **প্রোটিন ও প্রোলিন জমাকরণ:** খরায় উদ্ভিদ দেহের প্রোটিন ভেঙে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। তখন উদ্ভিদ দেহে প্রোটিন বেশি মজুদ থাকলে তা খরা প্রতিরোধে সাহায্য করে। আবার প্রোটিন ভেঙে নানা রকম বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করতে পারে। এজন্য কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রোলিন নামক এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে এবং বিষাক্ততার মাত্রাকে কমিয়ে ফসলকে খরা সহনশীল করে তোলে।

ii. **কোষ গহ্বর শূন্যতা:** উদ্ভিদের অঙ্গভেদে খরা সহ্য করার সামর্থ্যের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উদ্ভিদের যেসব অঙ্গে কোনো কোষ গহ্বর থাকে না, সেসব অঙ্গ খরা সহনশীল হয়। যেমন— খরার কারণে কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতা মরে গেলেও পত্র মুকুল মরে না। তখন পত্র মুকুল খরা সহ্য করে এবং খরার অবসান হলে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

iii. **কোষের পানিশূন্যতা রোধকরণ:** খরাকবলিত ফসল খরা অবস্থায় কোষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দ্রাব জমিয়ে রাখে এবং কোষাভ্যন্তরে উচ্চতর অভিস্রবণ চাপ বজায় থাকে। ফলে কোষ থেকে পানি শুকিয়ে কোষ চুপসে যায় না। খরার সময় তোলা ফসলে এটি লক্ষ করা যায়।

iv. **সুপ্তাবস্থা:** অনেক বহুবর্ষী উদ্ভিদের খরা অবস্থায় মাটির উপরের অংশ মরে যায়, কিন্তু মাটির নিচে কন্দ/বাল্ব/রাইজোম ইত্যাদি আকারে সুপ্তাবস্থায় বেঁচে থাকে। আবার অনুকূল পরিবেশে এগুলো অঙ্কুরিত হয়।

v. **উপোসকরণ:** খরা কবলিত অবস্থায় কিছু কিছু উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার কমিয়ে দেয়। তখন পাতার কোষ নেতিয়ে পড়লেও রক্ষী কোষ বিভিন্ন প্রকার দ্রাব জমিয়ে রেখে রসস্ফীতি চাপ বজায় রাখে এবং স্বল্প মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করিয়ে সীমিত পর্যায়ের সালোকসংশ্লেষণ বজায় রেখে উদ্ভিদ কোনো রকম বেঁচে থাকে।

vi. **মোটা কোষ প্রাচীর:** অনেক ফসলে পাতার কোষে পানির পরিমাণ কমে গেলেও কোষ প্রাচীর মোটা হওয়ার কারণে পাতা নেতিয়ে পড়ে না।

খ. **ফসলের খরা পরিহারকরণ কৌশল:** ফসলের খরা পরিহারকরণ কৌশলগুলো হলো:

i. **সালোকসংশ্লেষণ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ:** পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিছু ফসল প্রস্বেদন কমালেও পত্ররন্ধ্রের সাহায্যে খুব কম পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে বেশি পরিমাণ খাদ্য তৈরি করে। যেমন– ভুট্টা, আখ ইত্যাদি ফসল।

ii. **পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণ:** খরাকবলিত অনেক ফসল পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পানির অপচয় হ্রাস করে খরাবস্থা মোকাবিলা করে। যেমন— যব ও লম্বা জাতের অনেক গম ফসল সকালের দিকে অল্প সময়ের জন্য পত্ররন্ধ্র খোলা রাখে এবং দিনের বাকি সময় পত্ররন্ধ্র বন্ধ রাখে। আবার অনেক ফসলের কোষে পানি ঘাটতি হলে এবং পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পত্ররন্ধ্রের আকার কমিয়ে দেয়, পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে দেয়। শিমের অধিকাংশ জাত এভাবে খরা পরিহার করে থাকে।

iii. **প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণ:** অনেক উদ্ভিদ খরায় পতিত হলে পাতার উপর লিপিড জমা করে প্রস্বেদন হারকে কমিয়ে দেয়। যেমন— সয়াবিন। আবার অনেক উদ্ভিদ পাতার উপরে ঘন রোমের আচ্ছাদন সৃষ্টি করে প্রস্বেদন হ্রাস করে থাকে।

iv. **পাতার আকার হ্রাসকরণ:** খরাকবলিত অবস্থায় অনেক ফসল পাতার আকার হ্রাস করে প্রস্বেদন কমিয়ে দেয়; যেমন— গো-মটর। পাতার কিনারা বা পাতার অগ্রভাগ পুড়িয়ে অনেক উদ্ভিদ পাতার আকার হ্রাস করে।

v. **পাতার দিক পরিবর্তন:** অনেক উদ্ভিদ খরাবস্থায় সূর্যালোকের সাথে বা খাড়াভাবে পাতার দিক পরিবর্তন করে। ফলে প্রস্বেদনের হার হ্রাস পেয়ে পানি সাশ্রয় হয়। যেমন– চীনাবাদাম, তুলা ও গো-মটরসহ আরও অনেক দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ এ প্রক্রিয়ায় খরা প্রতিরোধ করে।

vi. **পাতা ঝরানো:** খরার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অনেক উদ্ভিদ নিচ থেকে পুরাতন পাতা ঝরিয়ে প্রস্বেদন হ্রাস করে। তুলা, চিনাবাদাম, জোয়ার ও গো-মটরে এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। খরার অবসান হলে এ ধরনের ফসলে কাণ্ডের শীর্ষ বা পাতার কক্ষ থেকে পুনরায় কুশি গজায়।

৪. **ফসলের লবণাক্ততা অভিযোজনের উপায়:** লবণাক্ততার প্রতি সাড়া প্রদানের উপর ভিত্তি করে ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। i. হ্যালোফাইটস— গোলপাতা, কেওড়া ও ii. গ্লাইকোফাইটস— সুগারবিট, শিম, তুলা। হ্যালোফাইটস জাতীয় উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে সেখানেই জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে যা গ্লাইকোফাইটস পারে না।

৫. **মৎস্যক্ষেত্রে অভিযোজনের উপায়:** জলবায়ুর পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ-খাইয়ে চলার উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অভিযোজন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে—

i. বন্যাপ্রবণ বা অধিক বৃষ্টিযুক্ত এলাকায় পুকুরের পাড় উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে। অথবা নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে, যেন বন্যার পানি পুকুরে প্রবেশ করলেও মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে।

ii. উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ ভেঙে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও জনদুর্ভোগের এলাকাগুলোতে পরিকল্পিত মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে সে পানিকে কাজে লাগাতে হবে।

iii. তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে পুকুরের পানি গরম হয়ে গেলে পুকুরের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বাঁশের ফ্রেম তৈরি করে তাতে টোপা পানা রাখা যেতে পারে। এতে করে মাছ গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর নিচে অবস্থান নিতে পারবে।

iv. খরাপ্রবণ এলাকা যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে স্বল্প সময়ের পানিতে বড় পোনা চাষ করা যায়। এজন্য এলাকায় বড় পোনা মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তেলাপিয়া বেশ খরা সহনশীল একটি মাছ। খরা অঞ্চলে কই ও দেশি মাগুরের চাষও করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে অভিযোজনে সরকারি পদক্ষেপ: বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। জনদুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণী নির্ধারণকল্পে UNFCCC এর আওতায় National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০ প্রণীত হয়েছে। টেকসই পানি, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশকে রূপান্তর এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করা এ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হলো—

১. পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী ধানভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প। ২. জামালপুর ও শেরপুর জেলার দুর্বল কৃষকদের খামার উৎপাদনশীলতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প। ৩. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় জলাভূমির বন পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প। ৪. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প ইত্যাদি।

এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা ও খরাকে স্মরণ রেখে ১. চারা রোপণের সময় নির্ধারণ। ২. প্রতিকূল পরিবেশ (যেমন—লবণাক্ততা) উপযোগী ফসলের জাত উদ্ভাবন। ৩. তাপ ও ঠাণ্ডা সহিষ্ণু এবং বালাই প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন। ৪. খরার প্রভাব মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ। ৫. টেকসই উৎপাদন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন। ৬. ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, যেমন—বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ। ৭. অভিযোজন বিষয়ে গবেষণা উৎসাহিতকরণ। ৮. চাষের ক্ষেত্রে শস্যের বৈচিত্র্য আনয়ন। ৯. ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ। ১০. রিং ভিত্তিক ঝুলন্ত বাগান সম্প্রসারণ। ১১. কৃষি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খরা সহিষ্ণু ফসল খরা অবস্থায় কোষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে কী জমিয়ে রাখে?

২. খরা অবস্থায় ফসলের টিকে থাকার কৌশলকে কী বলা হয়?

৩. ফসলের খরা প্রতিরোধের কৌশলকে কত ভাগে ভাগ করা হয়?

৪. উদ্ভিদদেহে কী বেশি মজুত থাকলে খরা প্রতিরোধে সাহায্য করে?

৫. খরার মাত্রা বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদ কোন ধরনের পাতা ঝরিয়ে প্রস্বেদন হ্রাস করে?

৬. ফসল খরায় পতিত হলে পাতার উপর কী জমা করে প্রস্বেদনের হার কমিয়ে দেয়?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

এক দল বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ কীভাবে দূষিত হচ্ছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবে। আর এক দল এক্ষেত্রে অভিযোজনের উপায় সম্পর্কে মতামত দেবে।

পাঠ ১৯

কৃষি প্রযুক্তি; পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তি; কৃষিক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার

২.৪৫ কৃষি প্রযুক্তি (Agricultural Technology)

কোন কাজ করতে যে বিদ্যা, কৌশল, পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তাকেই প্রযুক্তি বলে। উৎপাদনের উপকরণ চারটি। যথা— ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। কৃষি উপকরণে অন্তর্ভুক্ত চাষ যন্ত্র, সেচ যন্ত্র, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, উন্নত বীজ ইত্যাদি। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে এসব উপকরণের সর্বাধিক দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার ও প্রয়োগের কলাকৌশলকে কৃষি প্রযুক্তি বলা হয়। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত জমি, জমির গুণাগুণ, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, কীটনাশক, পশু-পাখি পালন সম্পর্কীয় উপকরণসমূহ প্রভৃতি হলো কৃষি প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কৃষি প্রযুক্তি যত উন্নত হয় উৎপন্ন দ্রব্যের মান ও পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা ততই বাড়ে।

জেনে রাখো

কৃষি প্রযুক্তির সাথে জড়িত তথা কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত কয়েকটি স্তর হলো: ১. ভূমি কর্ষণ, সেচ ও তার প্রয়োগ; ২. বীজ বপণ ও চারা রোপণ; ৩. নিড়ানি, পরিচর্চা; ৪. ফসল কাটা ও মাড়াই; ৫. ফসল সংরক্ষণ/ গুদামজাতকরণ; ৬. শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ/ বাছাইকরণ ও ৭. শস্য বাজারজাতকরণ।

২.৪৬ পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তি (Atomic Energy and Bio-Technology)

পরমাণু শক্তি (Atomic Energy): পরমাণু দ্বারা উৎপাদিত শক্তিকে পরমাণু শক্তি বলে। ১৯০৩ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) সর্বপ্রথম পারমাণবিক শক্তির কথা উল্লেখ করেন। এইচ.জি. ওয়েলস পরমাণু বিভাজন প্রত্যয়টিকে জনপ্রিয়তায় রূপদান করেন। পারমাণবিক শক্তি বলতে অণু বন্ধন শক্তি, সম্ভাবনাময় শক্তি, প্রতিক্রিয়া, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়, আন্তঃআণবিক বা রাসায়নিক বন্টনের শক্তি, যা একত্রে একই আধারে ধারণ করে। অর্থাৎ পারমাণবিক শক্তি হলো অণু ক্ষমতার উৎস, যা টেকসই পারমাণবিক বিকিরণের মধ্যমে তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

জৈব প্রযুক্তি (Bio-Technology): জীবপ্রযুক্তি শব্দটি অর্থ ইংরেজি Biotechnology শব্দের বাংলা প্রতিরূপ। Bio শব্দের জীবন এবং Technology শব্দের অর্থ প্রযুক্তি। ১৯১৯ সালের হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky) সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি ব্যবহার করেন। মানুষের কল্যাণে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ কোষের জিনে বিভিন্ন উপাদানকে তথা DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) এবং RNA (Ribonucleic Acid)-এর আন্তঃপরিবর্তনের (সংযোজন বা বিয়োজনে) মাধ্যমে মৌলিক উদ্ভিদ বা প্রাণীর আকার, আকৃতি বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন সাধন করাকে জৈব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি (Biotechnology) বলে। এটি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া হতে শুরু করে উদ্ভিদ, প্রাণী, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়।

কীভাবে প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায়?

প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষের জিনে DNA এবং RNA বিভিন্ন ক্ষার উপাদান থাকে। এই DNA এবং RNA-এর সজ্জা বা বিন্যাসকে পরিবর্তন করে প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায়। যেমন- টক বরই গাছকে DNA-এর বিন্যাস পরিবর্তন করে মিষ্টি বরই গাছে পরিবর্তন করা যায়। আবার অনাকাঙ্খিত জিনকে সরিয়ে কাঙ্ক্ষিত জিন প্রতিস্থাপন করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

- Coleman প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে, "বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত নীতি অনুসরণ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেরকে ব্যবহার করার মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য ও সেবা তৈরির বিশেষ পদ্ধতিকে জৈব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি বলে।"

২.৪৭ কৃষিক্ষেত্রে পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার (Use of Atomic Energy and Bio-Technology in Agriculture)

বর্তমানে কৃষি উৎপাদনের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সনাতন ও প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের সাথে সাথে নতুন ও আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। পরমাণু শক্তিকে কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করা হয়। আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা (IAEA) ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) দেশে দেশে খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির ব্যবহার বিষয়ে যৌথভাবে কতকগুলো গবেষণা কার্য পরিচালনা করেছে। সেখান থেকে খাদ্যোৎপাদন বিষয়ে যে জ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত হয়েছে তা বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী খাদ্যের মানোন্নয়ন ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা ক্ষেত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশে পরমাণু শক্তি ব্যবহার করে কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপদকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ক. পরমাণু শক্তি হলো শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশেই পরমাণু শক্তি/আণবিক শক্তির বিকিরণকে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আণবিক বিকিরণকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন প্রজাতির ধানের বীজ উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত বীজের তুলনায় এভাবে প্রাপ্ত বীজ অধিক উৎপাদনক্ষম। ইতোমধ্যে আণবিক বিকিরণের সাহায্যে বার্লি, পিঁয়াজ, চিনাবাদাম, টমেটো ইত্যাদির উচ্চ ফলনশীল ও কীট-পতঙ্গ ও রোগ-প্রতিরোধক্ষম বীজ উদ্ভাবিত এবং তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ. আইসোটোপস (Isotopes) ব্যবহার করে বিভিন্ন দানাদার শস্যের মূল বীজ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট বীজ উদ্ভাবন করা হচ্ছে। বীজের পারমাণবিক শোধনের মাধ্যমে বীজ কোষের জীবনকে পরিবর্তন বা মডিফাই করা যায়। এতে করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এটাই কৃষিতে পরমাণু পদ্ধতি। পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতমানের উচ্চ ফলনশীল ধান, পাট, ডাল, তৈলবীজ, সবজি জাতীয় শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবন করা যায়।

গ. শস্যগাছ রোগাক্রান্ত হলে ফসল হুমকির সম্মুখীন হয়। তাই শস্যরোগ কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। এক্ষেত্রে যা শস্যের জন্য ক্ষতিকারক তা আণবিক বিকিরণের সাহায্যে ঐসব জীবাণু ও পোকামাকড় ধ্বংস করা যায়। শস্যকে গামা (Gamma) রশ্মির সামনে উন্মুক্ত করলে তা জীবাণু ও পোকামাকড় প্রতিরোধক হয়ে উঠে। এ বিকিরণের সাহায্যে জীবাণুগুলোকে বন্ধ্যা করে তার সংখ্যা হ্রাস করা হয়। উৎপাদিত খাদ্যের মানোন্নয়নেও বিকিরণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

জেনে রাখো

কৃষিতে পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় —

১. টিস্যুকালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে সমগুণধর্মী অসংখ্য অণুচারা সৃষ্টি (মাইক্রোপ্রোপাগেশন)।
২. আগাছা ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী জাত উন্নয়ন।
৩. অধিক সালোকসংশ্লেষণকারী ও অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী উদ্ভিদ সৃষ্টি।
৪. অধিক প্রোটিন, ভিটামিন, লৌহ সমন্বিত ফসলের গুণগতমান উন্নয়ন।
৫. জৈব সার তৈরি ও তার ব্যবহার।
৬. ইরি, বিরি ইত্যাদি উচ্চফলনশীল জাতের ধান উৎপাদন।
৭. একই পুকুরে নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ, যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি।
৮. অধিক ডিম প্রদানকারী (Layer) মুরগি এবং অধিক মাংস বিশিষ্ট মোরগ-মুরগি উৎপাদন।
৯. গরু মোটা তাজাকরণ পদ্ধতিতে অধিক মাংস বিশিষ্ট গরুর উৎপাদন।
১০. ক্লোনিং পদ্ধতিতে ভেড়া, ইঁদুর, ব্যাঙ, গরুসহ অনেক প্রাণীর জন্ম।
১১. টিস্যু কালচার অর্থাৎ উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোষ বা টিস্যুর ক্ষুদ্র অংশ দেহের বাইরে সজীব রেখে বৃদ্ধি ঘটানো।

ঘ. অব্যাহত চাষাবাদে ভূমির উর্বরতা হ্রাস পায়। তাই ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ এবং চারাগাছের সার-শোষণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আণবিক শক্তি ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গবেষণা লব্ধ ফলাফল থেকে জানা যায় যে, জমিতে কখন ও কী পরিমাণে সার ব্যবহার করতে হবে। পরমাণু গবেষণার ফল স্থানীয় পানি দূষণ রোধের কাজেও লাগানো যায়। যেকোনো জমিতে পানির পরিমাণ কত তাও আণবিক পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়। এখান থেকে ঠিক করা যায়, চারা গাছের জন্য কখন ও কী পরিমাণ পানির প্রয়োজন।

ঙ. অনেক সময় গবাদি-পশুপাখি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর ফলে মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদির যোগানও কমে যায়। এ অবস্থায় পশুপাখি যাতে রোগাক্রান্ত না হয় তা দেখা দরকার। আণবিক বিকিরণকে কাজে লাগিয়ে পশুপাখির রোগাক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জানা সম্ভব। এক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ ফলাফল কৃষককে রোগ ব্যাধি-প্রতিরোধক প্রজাতির পশুপাখি নির্বাচন ও পালন করতে সাহায্য করে। কীট-পতঙ্গের বন্ধ্যাকরণের ক্ষেত্রে আণবিক কৌশল ব্যবহৃত হয়। আণবিক শক্তি দ্বারা পুরুষ কীট-পতঙ্গকে বন্ধ্যা করা হয় যাতে তারা আর বংশ বিস্তার না করতে পারে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. Biotechnology ধারণাটি সর্বপ্রথম প্রদান করেন কে? *[রা. বো. ২০১৯, ২০১৬]*
২. Biotechnology শব্দটি কত সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়? *[দি. বো. ২০১৯]*
৩. কোনো জীবকে মানব কল্যাণে প্রয়োগের প্রযুক্তিকে কী বলা হয়? *[রা. বো. ২০২১]*
৪. বায়োটেকনোলজিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৫. বাংলাদেশে কত সালে 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়?
৬. শস্যকে কোন রশ্মির সামনে উন্মুক্ত করা হলে তা পোকামাকড় প্রতিরোধক হয়ে ওঠে?

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কৃষিতে পরমাণু শক্তি ও জৈব প্রযুক্তির ব্যবহারের সুবিধাগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ২০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার; কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি-এর ব্যবহার; কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন: উন্নত বীজ; উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ সম্পর্কিত প্রযুক্তির ফলাফল

২.৪৮ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার (Information and Communication Technology and its Usage)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বপ্ন দেখেছিলেন, 'বিশ্ব জগত দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে'। কবির সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ছোট্ট একটি যন্ত্র মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা আক্ষরিক অর্থেই বিশ্ব জগতকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীব্যাপী সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তি বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে তা হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)। কোনো বিষয়ে গবেষণার জন্য উপাত্তের প্রয়োজন। উপাত্ত (Data) প্রক্রিয়াকরণের পর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রেক্ষিতে যে সুশৃঙ্খল ফলাফল পাওয়া যায় তা হলো তথ্য (Information)। আর তা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশন করাই হলো যোগাযোগ (Communication)। সুতরাং তথ্য রাখা এবং তার পরিবেশনই হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

জেনে রাখো

ওয়েবসাইট থেকে কৃষি-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও সেবা পাওয়া যায়:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর: www.dae.gov.bd
কৃষি মন্ত্রণালয়: www.moa.gov.bd
বিএডিসি: www.badc.gov.bd
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI): www.brri.gov.bd
কৃষি তথ্য সার্ভিস: www.ais.gov.bd

২.৪৯ কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি-এর ব্যবহার (Usages of ICT in Agriculture)

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে দ্রুত যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, জুতসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সঠিক প্রয়োগ বিষয়ে আইসিটির বিকল্প নেই। তথ্যপ্রযুক্তির এ অপার সম্ভাবনা আমাদের কৃষিকেও করেছে সমৃদ্ধ। ই-কৃষি আমাদের কৃষি উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। সাধারণ অর্থে ই-কৃষি বলতে সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে বোঝায়। এখন কৃষকরা তাদের ঘরে বসেই ইন্টারনেট, রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোনের সাহায্যে কৃষি উৎপাদন বিষয়ক সর্বশেষ বিভিন্ন তথ্য, জ্ঞান, কলাকৌশল সম্বন্ধে জানতে পারছে। কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহার করে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

১. আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বানুমান করা, বৃষ্টিপাত, ঝড়, তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।
২. কৃষির সর্বাধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে জানা।
৩. শস্য পরিচর্যা পদ্ধতি এবং শস্য ও উদ্ভিদ রোগ সম্পর্কে জানা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. বিভিন্ন ধরনের সারের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং ঐগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে শেখা।
৫. মাটির গুণাগুণ অনুসারে চাষের জন্য ফসল নির্বাচন করা।
৬. বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষি বাজারে পণ্যের দাম ও দাম বাড়া-কমার প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
৭. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের দামের তুলনামূলক অবস্থা জানা।
৮. পশু-পাখির বিভিন্ন রোগ এবং সেগুলোর প্রতিষেধক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।
৯. কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান এবং মজুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ।
১০. উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের শস্য বীজ সম্পর্কে জানা।
১১. শস্য চাষে পানির মিতব্যয়ী ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ হওয়া।
১২. নিয়মানুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করা।
১৩. পশু-পাখির স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ-বালাই দূর করা।
১৪. কৃষিকাজে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা সম্পর্কে জানা।
১৫. কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক প্রভৃতির সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

চিত্র: কৃষকের আইসিটির ব্যবহার

সুতরাং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন কৃষি তথ্য সার্ভিস, অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সার্ভিস, গ্রামীণফোনের CIC, বাংলালিংক ফোনের 'জিজ্ঞাসা ৭৬৭৬' এর মাধ্যমে কোন ফসলের জন্য কি পরিমাণ জমিতে কী কী সার দিতে হবে, জমির উর্বরতার মানের ভিত্তিতে সুষম সার ব্যবহারের সুপারিশ পাওয়া যাবে।

২.৫০ কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন: উন্নত বীজ (Innovation of Agricultural Technology: Nourished Seed)

সাধারণ অর্থে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য উদ্ভিদের যে অংশ ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলে। উদ্ভিদ তত্ত্ব অনুসারে উদ্ভিদের নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে বীজ বলা হয়। উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির মাধ্যম হচ্ছে বীজ। যেমন- ধান, পাট ইত্যাদি এ ধরনের বীজকে উদ্ভিদ তাত্ত্বিক বীজও বলা হয়। কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন বলতে কৃষি ব্যবস্থায় উন্নতমানের কৌশল, অধিক উৎপাদনশীল মানসম্মত বীজ, উন্নতমানের রাসায়নিক সার ব্যবহারে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করাকে বোঝায়। উফশী প্রযুক্তি কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক ফলনশীল বীজ, কারিগরি পরিবর্তন, উন্নত সেচ ব্যবস্থা, চাষাবাদের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহারের দ্বারা কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এ প্রযুক্তিকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন হয় অধিক ফলনশীল বীজ।

কৃষি প্রযুক্তি কোনো স্থির বিষয় নয়। এটি একটি চলমান ধারণা। সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে চাহিদার আলোকে এ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটে। কৃষি প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ হলো উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ট্রাক্টর, পাওয়ার পাম্প, হারভেস্টার ও উইডার ইত্যাদি।

১৯৬০ এর সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) পর ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত 'আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (IRRI) কৃষিতে সর্বপ্রথম উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল প্রযুক্তি (উফশী প্রযুক্তি) বা High Yielding Variety Technology (HYV Technology) প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় । অনেকে এ প্রযুক্তিকে 'সার-সেচ-বীজ প্রযুক্তি' বলে থাকে।

International Rice Research Institute (IRRI) এর ন্যায় ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ব্যাপক সফলতা এনে দিয়েছে। ব্রি এ পর্যন্ত প্রায় ১০৬টি উফশী ও হাইব্রিড ধানবীজ উদ্ভাবন করেছে, দেশে হাইব্রিড ধানের আবাদ প্রচলন হয় ১৯৯৮ সালে। সরকারি-বেসরকারিভাবে এ ধরনের জাত উদ্ভাবন হয়েছে ২১৮টি। যা ধান তথা খাদ্যশস্যের বাম্পার ফলন ঘটাতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) এবং কিছু বেসরকারি সংস্থা যেমন— ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা কৃষিবীজ উদ্ভাবনে ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।
গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের উন্নত বীজের ব্যবহার এদেশে কৃষি প্রযুক্তির সবচেয়ে লক্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক।

২.৫১ উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ সম্পর্কিত প্রযুক্তির ফলাফল

(Effects of Technology Related to Improved Variety of Innovated Seeds)

বাংলাদেশ উন্নত উদ্ভাবিত বীজের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শস্যোৎপাদনে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। আগের চেয়ে কম পরিমাণ জমিতে পূর্বের তুলনায় অধিক উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে।

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। মানসম্মত বীজ এককভাবে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানসম্মত বীজ সরকারিখাত থেকে সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক প্রায় ১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।*

উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ সম্পর্কিত প্রযুক্তি কোনো একক বা বিচ্ছিন্ন প্রযুক্তি নয়, বরং এটি কয়েকটি প্রযুক্তির সমন্বয়ের প্রকাশ। এ প্রযুক্তির পাঁচটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো: ১. উন্নত বীজ ২. আধুনিক সেচ সুবিধা, ৩. রাসায়নিক সার, ৪. কীটনাশক ৫. প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ। এ উপাদানগুলোর নতুন উদ্ভাবন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে কৃষির উচ্চফলনশীল বীজ উদ্ভাবিত হলে শস্যের ধরনে পরিবর্তন সাধিত হয়।

---

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪; পৃষ্ঠা: ৯২।

তাছাড়াও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আনুষঙ্গিক ব্যবসায়, শিল্প ও গ্রামীণ কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। তবে কৃষিতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহৃত হলে কৃষি সমাজে কিছু নেতিবাচক প্রভাবও পড়ে থাকে। নিম্নে কৃষিতে উন্নত বীজ ব্যবহারের ফলাফল উল্লেখ করা হলো:

১. **উৎপাদন:** উফশী প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৬৭ সালে সর্বপ্রথম ৮ জাতের ধান চাষের মাধ্যমে উফশী প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। কৃষিতে উন্নত বীজ ব্যবহৃত হলে শস্য বহুমুখীকরণ তথ্য শস্যোৎপাদন বিন্যাস, চাষের নিবিড়তা এবং একর প্রতি ফলনে পরিবর্তন আসে। তাতে ধানের মতো কোনো বিশেষ ফসল চাষের আওতায় বেশি জমি চলে আসে। অপরদিকে, অন্যান্য শস্যের জন্য ব্যবহৃত আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। তবে সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২. **কর্মসংস্থান:** কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার তথা উন্নত বীজ ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ফলে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। তবে প্রযুক্তি উদ্ভাবন তথা উন্নত বীজের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের কারণে বেকারত্ব হ্রাসে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি।

৩. **বণ্টন ব্যবস্থা:** আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে নতুন ধরনের উদ্ভাবিত বীজের সাহায্যে চাষাবাদের ফল শুভ নয়। কারণ এক্ষেত্রে উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ইত্যাদি দরিদ্র কৃষকদের চেয়ে ধনী কৃষকরাই বেশি সংগ্রহ করতে পেরেছে। এর ফলে তারা তুলনামূলকভাবে বেশি লাভবান হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে ধনী ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে আয় বৈষম্য বাড়ছে। তবে উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ ব্যবহারের ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা যে কিছুই সুবিধা পাচ্ছে না, তা নয়। এ প্রযুক্তির কারণে তাদের জমি পূর্বের তুলনায় এখন বেশিবার চাষ হচ্ছে এবং অধিক উৎপাদন হচ্ছে। সুতরাং, এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ধনী কৃষকরা আরও ধনী হলেও মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকের অবস্থা খারাপ না হয়ে কিছুটা ভালো হয়েছে।

৪. **প্রযুক্তির প্রভাব:** প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিশেষ করে উন্নত বীজ উদ্ভাবনের ফলে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে। (ক) পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কারণে কৃষিতে যে প্রভাব পড়ছে তার সাথে অভিযোজনের অন্যতম উপায় হলো কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার ব্যবহার। তবে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে আরও কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। গভীর নলকূপ ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। (খ) কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ক্ষতিকর ডিডিটি ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে মাটির উর্বরতা ও গুণাগুণ নষ্ট হচ্ছে। মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। শস্যের দেশীয় প্রজাতিসমূহ আজ প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে। (গ) উচ্চফলনশীল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলস্বরূপ কৃষিতে অনেক অবাঞ্ছিত ও নতুন নতুন রোগবালাই এর আবির্ভাব ঘটছে। তাই বিশেষজ্ঞদের মত হলো, উচ্চফলনশীল কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার কতিপয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. HYV Technology বলতে কী বোঝায়? *[রা. বো. ২০২২]*
২. বিশ্বায়নের যুগে নতুন অর্থনীতি বিকাশে কার ভূমিকা মুখ্য?
৩. কত সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়?
৪. BRRI-এ পর্যন্ত কত ধরনের উফশী ও হাইব্রিড ধানবীজ উদ্ভাবন করেছে?
৫. কত সালে সবুজ বিপ্লব হয়?
৬. ডিএই (DAE) বাংলাদেশে সরকারের কী বিষয়ক সংস্থা? *[ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০২২-২৩]*

▶ উত্তরের জন্য ৯৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে উন্নত ধরনের উদ্ভাবিত বীজ সম্পর্কিত প্রযুক্তির পাঁচটি ফলাফল লেখো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ ও ২: ১. জমি; ২. কৃষি; ৩. শস্য ও শাকসবজি; ৪. ৪৫.০০%; ৫. চারটি।

পাঠ-৩ ও ৪: ১. ৪টি; ২. শস্য ও শাকসবজি; ৩. কৃষি খামার; ৪. জীবননির্বাহী খামার; ৫. ক্ষুদ্রায়তন; ৬. ৩; ৭. বিশেষায়িত খামার; ৮. বাণিজ্যিক খামার।

পাঠ-৫: ১. জীবননির্বাহী খামার; ২. কৃষি জোত; ৩. বাণিজ্যিক খামার; ৪. ৪৮%; ৫. প্রায় ৮৮.৪৯; ৬. ৪,৫২,৪৩০।

পাঠ-৬: ১. প্রাথমিক বাজারে; ২. ৪টি ; ৩. ত্রুটিপূর্ণ; ৪. বিপণন প্রক্রিয়া; ৫. মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী; ৬. পাইকারি বাজার।

পাঠ-৭: ১. ন্যায্যমূল্য; ২. বাফার স্টক; ৩. কৃষি বিপণন বিভাগ (DAM); ৪. কৃষি মূল্য কমিশন (APC); ৫. ৩টি; ৬. কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা।

পাঠ-৮: ১. ২ ভাগে; ২. চতুর্থ; ৩. ৫১৩.৪৫; ৪. ৬৬.৯৫।

পাঠ-৯ ও ১০: ১. সাভারে; ২. ৫০%; ৩. ১৪%; ৪. দুই; ৫. হিমায়িত চিংড়ি; ৬. ৪র্থ; ৭. বাগদা চিংড়ি।

পাঠ-১১: ১. মাশরুম; ২. সাভার; ৩. মাশরুম; ৪. ১৯৭৬ সালে; ৫. ৭-১০ দিন; ৬. রোমানরা।

পাঠ-১২: ১. ২৫ শতাংশ; ২. বনায়ন; ৩. ১৯৮০; ৪. ২; ৫. ১৯৬৭; ৬. সুন্দরবন।

পাঠ-১৩: ১. ৩ প্রকার; ২. ৩ প্রকার; ৩. ১৯৮৭; ৪. উৎপাদনশীল ঋণ; ৫. ভোগ্য; ৬. দুই।

পাঠ-১৪: ১. ২৪টি; ২. ২টি; ৩. টিএসপি; ৪. ২০১০।

পাঠ-১৫: ১. শস্য বহুমুখীকরণ; ২. মনোকালচার; ৩. ৮০%; ৪. শস্য বহুমুখীকরণ; ৫. ৩টি; ৬. শীত।

পাঠ-১৬: ১. প্রাচীন পদ্ধতি; ২. আধুনিক পদ্ধতি; ৩. তিস্তা বাঁধ প্রকল্প; ৪. ষাটের দশকে; ৫. সেচ প্রকল্প; ৬. ১১টি।

পাঠ-১৭: ১. মানুষ; ২. বৈশ্বিক তাপমাত্রা; ৩. ১০-২৫ সেমি; ৪. তাপমাত্রা বৃদ্ধি; ৫. ; ৬. চীন ও যুক্তরাষ্ট্র; ৭. ভূমিকম্প।

পাঠ-১৮: ১. দ্রাব ; ২. খরা প্রতিরোধ; ৩. দুই; ৪. প্রোটিন; ৫. পুরাতন; ৬. লিপিড।

পাঠ-১৯: ১. Karl Ereky ; ২. ১৯১৯ ; ৩. জৈব প্রযুক্তি; ৪. ৩; ৫. ১৯৭৩; ৬. গামা রশ্মি।

পাঠ-২০: ১. উফশী প্রযুক্তি; ২. তথ্যপ্রযুক্তি; ৩. ১৯৭০; ৪. ১০৬টি; ৫. ১৯৬০; ৬. কৃষি।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

কৃষি	মানুষের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের স্বাভাবিক জন্ম-বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন উপকরণ ও পদ্ধতির সাহায্যে মাটি থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করাকে কৃষি বলে।
কৃষি কাঠামো	বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিখাতের অবস্থান, কৃষিতে উৎপাদনের একক ও তার প্রকৃতি, চাষির উৎপাদনের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত উপাদানের সমন্বয়, কৃষিখাতের অধীনে উপখাত ও তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ইত্যাদির সম্মিলনে কৃষিখাতে যে আয়ের সৃষ্টি হয় তাকে কৃষি কাঠামো বলা হয়।
কৃষির উপখাত	কৃষিপণ্যের ধরন ও উৎপন্ন পণ্যের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী সার্বিক কৃষিখাতকে চারটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়। যথা- ক. শস্য ও শাকসবজি খ. প্রাণিসম্পদ গ. বনজ সম্পদ ও ৪. মৎস্য সম্পদ।
কৃষি খামার	একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কৃষকের অধীনে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির বাহ্যিক অবস্থাকে কৃষি খামার বলে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ কৃষি খামারে পরিচালিত কৃষিকাজের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরিবারের চাহিদা মেটানো। এ ধরনের খামারে মূলত পারিবারিক শ্রম কাজে লাগিয়ে উৎপাদন করা হয়।

কৃষিজোত	কোনো একজন কৃষক বা সংগঠকের অধীনে নির্দিষ্ট বা বিভিন্ন স্থানে যে পরিমাণ জমি কৃষি উৎপাদনের আবাদযোগ্য, তাকে কৃষিজোত বলে।
জীবন নির্বাহী খামার	যদি কৃষক তার খামার থেকে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই উৎপাদন করে তবে তাকে জীবন নির্বাহী খামার বলে।
বাণিজ্যিক খামার	যে খামারের উৎপাদন ব্যবস্থা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাকে বাণিজ্যিক খামার বলে।
বিশেষায়িত খামার	কোনো একটি খামার কোনো একটি বিশেষ ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত থাকলে তাকে বিশেযায়িত খামার বলে।
বহুমুখী খামার	একই খামারে একটি ফসলের পরিবর্তে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হলে তাকে বহুমুখী খামার বলে।
সমবায় খামার	কৃষকরা স্বেচ্ছায় পরস্পরের জমি একত্রিত করে যে বৃহদায়তন খামার গঠন করে তাকে সমবায় খামার বলে।
যৌথ খামার	যে খামারের কৃষক নিজেদের জমি ও মূলধন একত্রিত করে এবং প্রত্যেক কৃষক তার নিজস্ব শ্রমের পরিমাণ ও মান অনুসারে ফসলের ভাগ গ্রহণ করে তাকে যৌথ খামার বলে।
অর্থনৈতিক জোত	অর্থনৈতিক জোত বলতে এমন আয়তনের কৃষি জোত বা খামারকে বুঝায় যেখানে কৃষকরা তার সকল কৃষি উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করে একর প্রতি সর্বাধিক ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।
কৃষিপণ্যের বিপণন	কৃষিপণ্যের বিপণন হলো একটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম যার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য ও সেবার প্রবাহ উৎপাদনকারীর কাছ থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানে তার পছন্দমত আকারে পরিশোধ সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট দামে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো হয়।
রাষ্ট্রীয় বিপণন	সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে এ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্যোগকে রাষ্ট্রীয় বিপণন বলে।
চিংড়ি চাষে পরিবর্তনের ধারা	বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ি প্রাণিজ আমিষের একটি বিশেষ উৎস। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাসমূহে বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে চিংড়ির চাষ সবচেয়ে বেশি হয়। অভ্যন্তরীণ বাজারে চিংড়ি খাদ্য পণ্য হিসেবে বেচাকেনা হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী হিসেবে রপ্তানি করা হয়।
মাশরুম	মাশরুম একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু, ঔষধি গুণসম্পন্ন সবজি। একে অনেকে আবার সবজি মাংস বলেও অভিহিত করেন। এতে ক্যালরি ও চর্বি খুব কম থাকলেও ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। তাই মাশরুম বাংলাদেশের খাদ্য তালিকায় এক নতুন সংযোজন।
নার্সারি	যে জায়গায় চারাগাছ উৎপন্ন করে অন্য কোথাও রোপণের পূর্ব পর্যন্ত তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে নার্সারি বলে। চারা উৎপাদনের ভিত্তিতে নার্সারিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. পলিব্যাগ নার্সারি ও ২. বেড নার্সারি।
কৃষিঋণ	কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণসহ অন্যান্য কাজের জন্য যে ঋণের প্রয়োজন হয়, তাকে কৃষিঋণ বলে।
অভিযোজন	'অভিযোজন' বিষয়টি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলাকে বোঝায়। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অথবা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পরিবেশ পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়, তাকে অভিযোজন বোঝায়।
শস্য বহুমুখীকরণ	একই জমি বিভিন্ন মৌসুমে এক ফসলের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শস্য বহুমুখীকরণ বলে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা	মানুষের নানামুখী কার্যকলাপের ফলে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীতে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পেলে তাকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে।
উফশী প্রযুক্তি	গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি উপকরণের সাহায্যে কৃষিকার্য পরিচালনা করাকে উচ্চ ফলনশীল প্রযুক্তি বা সংক্ষেপে উফশী (High Yielding Variety, HYV) প্রযুক্তি বলে।
পরমাণু পদ্ধতি	বীজের পারমাণবিক শোধনের মাধ্যমে বীজ কোষের জীবনকে পরিবর্তন বা মডিফাই করা যায়। এতে করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এটাই কৃষিতে পরমাণু পদ্ধতি।
বায়োটেকনোলজি	কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী বা তা থেকে প্রাপ্ত কোনো বস্তুকে প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে জৈব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি বলে।
কৃষিনীতি	কৃষির বহুমুখী সমস্যার সমাধান তথা কৃষি উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই প্রণীত নীতিমালা হলো কৃষিনীতি।
বৈশ্বিক উষ্ণতা	কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি গ্যাসসমূহের নির্গমন ও সঞ্চয়ন এবং ঘনমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে।
জলবায়ু পরিবর্তন	যে নিয়ামকের দ্বারা জলবায়ুর উপাদান অর্থাৎ তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বারিপাত ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় তাকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলে।
আইসিটি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Information and Communication Technology, যা সংক্ষেপে আইসিটি (ICT) নামে পরিচিত। জমিতে সারের প্রয়োগ, কীটনাশকের ব্যবহার, সেচপদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ, শস্য মাড়াই, কৃষিপণ্যের বিপণন, কৃষিপণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইসিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ কৃষির কাঠামো

প্রশ্ন-১. কৃষি কী? */ঢা. বো. ২২; রা. বো., কু. বো. ২১; সি. বো. ১৭/*
উত্তর: ফসল, বনায়ন, পশুপাখি, মাছ চাষ করতে মাটির জৈবিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাকে কৃষি বলা হয়।

প্রশ্ন-২. কৃষি কাঠামো কী? */রা. বো. ২১; চ. বো.; য. বো. ১৯/*
উত্তর: কৃষিপণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য, কৃষি কাজের সাথে জড়িত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির সমন্বিত রূপকে কৃষি কাঠামো বলে।

প্রশ্ন-৩. কৃষিকাজ কী? */দি. বো. ২২/*
উত্তর: মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করাকে কৃষিকাজ বলে।

■ কৃষির উপখাত, জিডিপিতে বিভিন্ন উপখাতের অবদান

প্রশ্ন-৪. কৃষির উপখাত কয়টি? */দি. বো. ২২/*
উত্তর: কৃষির উপখাত ৪টি।

■ কৃষি খামার ও কৃষিজোত

প্রশ্ন-৫. কৃষি খামার কাকে বলে? */ম. বো. ২২; চ. বো., বো., ব. বো. ২১; দি. বো. ২১, ১৬; কু. বো., য. বো. ১৯, ১৭/*
উত্তর: একজন কৃষক ফসল ফলানোর জন্য যে জ ব্যবহার করে থাকে তাকে কৃষি খামার বলে।

প্রশ্ন-৬. কৃষিজোত কী? */ম. বো., রা. বো., সি. বো., য. বো. ২৫; বো., ব. বো. ২২; কু. বো., চ. বো. ২১; ঢা. বো., য. বো. ২১, ১৮; বো., সি. বো. ১৮; সি. বো. ১৬; আলিম ২২/*
উত্তর: কোনো একজন কৃষকের অধীনে নির্দিষ্ট স্থানে পরিমাণ জমি কৃষি উৎপাদনে আবাদযোগ্য তাই কৃষিজোত।

প্রশ্ন-৭. জীবননির্বাহী খামার কী? *[ঢা. বো. ২১; ম. বো. ২১, ২৩; রা. বো. ২১, ১৮; সি. বো. ২৩; কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮; য. বো. ১৭; আলিম ১৮]*

উত্তর: জীবননির্বাহের জন্য স্বল্পপুঁজি, নিজস্ব শ্রম ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কৃষক যে কৃষিকাজ পরিচালনা করে তাকে জীবননির্বাহী কৃষি খামার বলে।

প্রশ্ন-৮. যৌথ খামার কী? *[কু. বো. ২১]*

উত্তর: যে খামারের কৃষক নিজেদের জমি ও মূলধন একত্রিত করে এবং প্রত্যেক কৃষক তার নিজস্ব শ্রমের পরিমাণ ও মান অনুসারে ফসলের ভাগ গ্রহণ করে তাকে যৌথ খামার বলে।

প্রশ্ন-৯. মিশ্র খামার কী? *[য. বো. ২১]*

উত্তর: যে খামারের একাংশে ফসল উৎপন্ন করে অন্য অংশে পশুপালন করা হয়, তাকে মিশ্র খামার বলে।

প্রশ্ন-১০. বাণিজ্যিক খামার কাকে বলে? *[রা. বো. ১৯]*

উত্তর: যে উৎপাদন ব্যবস্থায় খামারের আয়তন বড় হয় এবং অসংখ্য শ্রমিক নিয়োগ করা হয় এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা যায় সেই খামারকে বাণিজ্যিক খামার বলে।

প্রশ্ন-১১. বহুমুখী খামার কী?

উত্তর: যদি কোনো কৃষি খামার একাধিক ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে, তাকে বহুমুখী খামার বলা হয়।

■ কৃষি পণ্যের বিপণন: বিপণনের সমস্যা; কৃষি বিপণনে সরকার/রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন-১২. কৃষিপণ্য কাকে বলে? *[ঢা. বো. ২১]*

উত্তর: যেসব পণ্যসামগ্রী ভূমি, নদ-নদী, খামার ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয় তাকে কৃষিপণ্য বলে।

প্রশ্ন-১৩. কৃষিপণ্যে রাষ্ট্রীয় বিপণন কী?

উত্তর: সরকার কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বিদেশের বাজারে কৃষিপণ্যের সরাসরি ক্রয়-বিক্রয়কে কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বিপণন বলে।

প্রশ্ন-১৪. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? *[ঢা. বো. ২৫, ২৩, ১৯; রা. বো., ব. বো. ২৫; য. বো. ২৩, ২২; চ. বো. ২২; রা. বো., ব. বো. ১৯; দি. বো. ১৯, ১৭; সি. বো. ১৯, ১৭; আলিম ২৩]*

উত্তর: কৃষিপণ্যের বিপণন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌছানো হয়।

■ কৃষিখাতে পরিবর্তনের ধারা: শস্য উৎপাদন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন: চিংড়ি চাষ, মাশরুম চাষ, বন ও নার্সারি স্থাপন

প্রশ্ন-১৫. মাশরুম কী? *[দি. বো. ২৩; ম. বো. ২১]*

উত্তর: মাশরুম হচ্ছে এক ধরনের ছত্রাক (Fungi)। খাওয়ার উপযোগী এ ছত্রাকের সাদা, ডিম্বাকার, শরীরের অংশকে মাশরুম বলে।

প্রশ্ন-১৬. পলিব্যাগ নার্সারি কী?

উত্তর: যে নার্সারিতে পলিব্যাগ দ্বারা চারা উৎপাদন করা হয় তাকে পলিব্যাগ নার্সারি বলে।

প্রশ্ন-১৭. নার্সারি কাকে বলে?

উত্তর: যে জায়গায় চারাগাছ উৎপন্ন করে অন্য কোথাও রোপণের পূর্ব পর্যন্ত তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় তাকে নার্সারি বলে।

প্রশ্ন-১৮. মাশরুম কী ধরনের ফসল?

উত্তর: মাশরুম একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ঔষধি গুণসম্পন্ন সবজি।

■ কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ: কৃষিঋণ বিতরণ; কৃষি উপকরণ বিতরণ (কৃষি উপকরণে ভর্তুকি, উপকরণ সহজলভ্যকরণ, উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ)

প্রশ্ন-১৯. কৃষিঋণ কাকে বলে? *[রা. বো. ২৩; ম. বো. ২২, ২১; কু. বো. ২২, ১৯; দি. বো., সি. বো., ব. বো. ২১; ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য কৃষকরা যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষি ঋণ বলা হয়।

প্রশ্ন-২০. আনুষ্ঠানিক কৃষি ঋণের উৎস কাকে বলে?

উত্তর: যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রচলিত আইন-কানুন ও শর্তাবলির অধীনে ঋণ দান কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদেরকে কৃষি ঋণের আনুষ্ঠানিক উৎস বলে।

প্রশ্ন-২১. অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কাকে বলে?

উত্তর: বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ দান এর নিয়ম-নীতির বাইরে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজস্ব নিয়মানুসারে যে ঋণ দান কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে কৃষি ঋণের অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে।

প্রশ্ন-২২. কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস কী কী? *[সি. বো. ১৯]*

উত্তর: কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ: ১. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ২. গ্রাম্য মহাজন ৩. গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার ৪. ফড়িয়া ও বেপারি ৫. গ্রাম্য বিত্তশালী ব্যক্তি প্রভৃতি।

প্রশ্ন-২৩. উপকরণ সহায়তা কার্ড কী?
উত্তর: ফসল উৎপাদনে ঋণ, উপকরণ সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার কৃষকদের পরিচিতি স্বরূপ যে কার্ড বিতরণ করে তাকে উপকরণ সহায়তা কার্ড বলে।

প্রশ্ন-২৪. কৃষিনীতি কী?
উত্তর: কৃষির বহুমুখী সমস্যার সমাধান তথা কৃষি উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই প্রণীত নীতিমালা হলো কৃষিনীতি।

প্রশ্ন-২৫. BRDB-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: BRDB-এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Rural Development Board (বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড)।

■ শস্য বহুমুখীকরণ; সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ

প্রশ্ন-২৬. শস্য বহুমুখীকরণ কী? */ঢা. বো., চ. বো., য. বো. ২৫; ম. বো., দি. বো., সি. বো. ২৩; কু. বো. ২৩, ২২; ব. বো. ২২, ১৭; চ. বো. ২১; ঢা. বো. ১৭; য. বো. ১৬/*
উত্তর: একই জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে কেবল একটি শস্যের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে শস্য বহুমুখীকরণ বলে।

প্রশ্ন-২৭. বীজ কী?
উত্তর: সাধারণ অর্থে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য উদ্ভিদের যে অংশ ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ বলে।

■ পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতির সাথে অভিযোজনের উপায়

প্রশ্ন-২৮. অভিযোজন কী?
উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টাকে অভিযোজন বলে।

প্রশ্ন-২৯. মাটি দূষণ কী?
উত্তর: মাটিতে উদ্ভিদ জন্মায় আর উদ্ভিদের ওপর অন্যান্য জীব নির্ভরশীল। কোনো কারণে যদি মাটির সেই কার্যকারিতা বা উপযোগিতা হ্রাস পায় বা বিনাশ ঘটে তখন তাকে মাটি দূষণ বলে।

প্রশ্ন-৩০. পরিবেশ দূষণ কী? */য. বো. ২১/*
উত্তর: পরিবেশ যে সব উপাদান দ্বারা গঠিত তাদের যেকোনো একটি উপাদানের ঘাটতির কারণে এবং মানুষের সৃষ্ট কারণে যদি আমাদের আর্থ-সামাজিক জীবন বাধাগ্রস্ত হয় বা প্রভাবিত হয় তবে তাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়।

প্রশ্ন-৩১. বৈশ্বিক উষ্ণতা কাকে বলে?
উত্তর: কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি গ্যাসসমূহের নির্গমন ও সঞ্চয়ন এবং ঘনমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বলে।

প্রশ্ন-৩২. জলবায়ুর পরিবর্তন কাকে বলে?
উত্তর: যে নিয়ামকের দ্বারা জলবায়ুর উপাদান অর্থাৎ তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, বারিপাত ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় তাকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলে।

■ পরমাণু ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি

প্রশ্ন-৩৩. পরমাণু শক্তি কী?
উত্তর: পারমাণবিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিক্রিয়ার কারণে যে শক্তি উৎপাদিত হয়, তাকেই পরমাণু শক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন-৩৪. বায়োটেকনোলজি কী? */ঢা. বো. ২৩/*
উত্তর: কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী বা তা থেকে প্রাপ্ত কোনো বস্তুকে প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে জৈব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি বলে।

■ আইসিটির ব্যবহার

প্রশ্ন-৩৫. আইসিটি কী?
উত্তর: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Information and Communication Technology, সংক্ষেপে আইসিটি (ICT)।

■ কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন- উন্নত বীজ

প্রশ্ন-৩৬. উফশী প্রযুক্তি কী? */রা. বো. ১৯/*
উত্তর: গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি উপকরণের সাহায্যে কৃষিকার্য পরিচালনা করাকে উচ্চ ফলনশীল প্রযুক্তি বা সংক্ষেপে উফশী প্রযুক্তি বলে।

প্রশ্ন-৩৭. জৈব প্রযুক্তি কী? */ম. বো. ২৫; কু. বো. ২৩; দি. বো. ২১/*
উত্তর: মানুষের কল্যাণে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ কোষের জিনে বিভিন্ন উপাদানকে তথা DNA এবং RNA আন্তঃপরিবর্তনের মাধ্যমে মৌলিক উদ্ভিদ বা প্রাণীর আকার, আকৃতি বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন সাধন করাকে জৈব প্রযুক্তি বলে।

প্রশ্ন-৩৮. কৃষি প্রযুক্তি কী?
[চ.বো. ২৫, ২২; ব. বো. ২৫; ব. বো. ২১; ঢা. বো. ১
উত্তর: যে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, কৌশল এবং যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করে তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে, প্রতিকূল পরিবেশে কৃষি ফসল বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়, তাকে কৃষি প্রযুক্তি বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. পরিবেশ দূষণ কীভাবে কৃষি উৎপাদনে প্রভাব ফেলে? *[ম. বো. ২১]*

উত্তর: পরিবেশের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়াকে পরিবেশ দূষণ বলে।

পরিবেশ দূষণের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে কৃষিক্ষেত্রের ওপর। পরিবেশ দূষণের ফল হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন। যা কৃষির ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মাটি দূষণের ফলে মাটির উর্বরতাশক্তি কমে গিয়ে ফসল উৎপাদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। গাছপালা মরে যাচ্ছে। আবার পানি দূষণের ফলে মৎস্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন তথা খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তৈরি হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা।

প্রশ্ন-২. কৃষক ঋণ গ্রহণ করে কেন?
[চ. বো. ২৫; ম. বো., দি. বো. ২৩; ব. বো. ২২; য. বো. ২১; রা. বো. ১৯]

উত্তর: কৃষকরা তাদের নিজস্ব অর্থ দিয়ে কৃষিকাজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে না।

কৃষিকাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকরণ: যেমন— লাঙল, যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র বলে এসব উপকরণ ক্রয় করে কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে পারে না। তাই কৃষি উৎপাদন ব্যয় নির্বাহ করতে কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন-৩. কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে— ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো. ২৫; দি. বো., চ. বো. ২১; ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির ভিত্তি হলো কৃষি, যা জাতীয় উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৫.০০% লোক কৃষিকাজে নিয়োজিত। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে GDP-তে সমন্বিত কৃষি খাতের অবদান ছিল ১১.০২ ভাগ। তাছাড়া, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কৃষি থেকে আসে। আবার, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে বিভিন্ন কৃষিসামগ্রী (মাছ, মাংস, পশুর চামড়া ইত্যাদি) রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। যা একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায়, কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৪. 'কৃষক দরিদ্র তাই ফসল বিপণনের সমস্যাও বেশি'— ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো. ২১, ১৯]*

উত্তর: বাংলাদেশে কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত এবং এর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে কৃষকের দরিদ্রতা।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক খুবই দরিদ্র। তারা অর্থের অভাবে ফসল কাটার সাথে সাথে কম মূল্যেই তা বিক্রয় করে থাকে। এমনকি তারা ফসল গুদামজাতও করতে পারে না। ফলে তারা ফসলের দাম বৃদ্ধি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে, ক্রেতা হিসেবে আছে অল্পসংখ্যক ফড়িয়া, দালাল, আড়তদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী। নগদ অর্থের প্রয়োজনে কৃষক স্বল্পমূল্যে তাদের কাছে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সুতরাং, কৃষকের দরিদ্রতাকে কৃষিজাত পণ্য বিপণনের অন্যতম সমস্যা বলা যায়।

প্রশ্ন-৫. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষির জন্য ক্ষতিকর— ব্যাখ্যা করো। *[ব. বো. ২৫]*

উত্তর: পরিবেশ দূষণের ফল হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন, যা কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির দরুন সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রের ওপর। জলবায়ুর পরিবর্তন মানবজীবন এবং সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস, বন্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি, বৃক্ষরাজি, মৎস্য উৎপাদন ও প্রজননক্ষমতা ধ্বংস হচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন তথা খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তৈরি হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা।

প্রশ্ন-৬. জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ। *[ঢা. বো., ব. বো. ২১]*

অথবা, **জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামার কী একই? ব্যাখ্যা করো।** *[ঢা. বো. ২৫; কু. বো. ২২]*

উত্তর: জীবননির্বাহী খামার হলো ক্ষুদ্র আয়তনের ভূমি, যেখানে উত্তম চাষাবাদের মাধ্যমে যে ফসল উৎপাদন হয় তা দ্বারা উৎপাদনকারী কৃষক কোনো রকমভাবে জীবিকানির্বাহে সক্ষম। পক্ষান্তরে, বাণিজ্যিক খামার হলো বৃহৎ আয়তনের ভূমি, যেখাঅেধিক শ্রম, পুঁজি ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়।

জীবননির্বাহী খামারের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক খামারে মুনাফার উদ্দেশ্যে আধুনিক ও লাভজনক পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়। আবার, কৃষিপণ্য পচনশীল হওয়ায় বাণিজ্যিক খামারে ঝুঁকি বেশি, জীবননির্বাহী খামারে ঝুঁকি কম।

প্রশ্ন-৭. কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কী বোঝ? *[চ. বো. ১৬]*

উত্তর: কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

কৃষকের কাছ থেকে কৃষিপণ্য যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোক্তার হাতে পৌছায় সে প্রক্রিয়াকে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ বলে। উৎপাদিত দ্রব্য চূড়ান্ত ভোক্তার হাতে পৌছানো পর্যন্ত যে সকল প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে হয় তা হলো– ফসল উৎপাদন, উৎপাদিত ফসল সংগ্রহ, শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ, প্যাকেটকরণ, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, বিজ্ঞাপন, ঝুঁকি বহন, তথ্য সংগ্রহকরণ, বন্টন, বিক্রয় ইত্যাদি। আর এ সকল কাজকে সম্মিলিতভাবে কৃষিপণ্যের বিপণন বলে।

প্রশ্ন-৮. চিংড়িকে সাদা সোনা বলা হয় কেন? *[রা. বো. ২২; চ. বো., সি. বো. ২১; কু. বো. ১৯; য. বো. ১৭; দি. বো. ১৬]*

উত্তর: বর্তমান সময়ে চিংড়ি বাংলাদেশের রপ্তানি তালিকায় উচ্চ স্থান দখল করে নিয়ে বিপুল অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে বিধায় একে 'সাদা সোনা' বলা হয়।

সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলাগুলোর নিম্নভূমিতে বর্তমানে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। পূর্বে চিংড়ি চাষ কেবল জেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তা অনেকের কাছেই আত্মকর্মসংস্থান, অর্থোপার্জন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সাধারণত অভ্যন্তরীণ বাজারে চিংড়ি খাদ্যপণ্য হিসেবে কেনা-বেচা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী হিসেবে রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে চিংড়ি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানিপণ্য হিসেবে তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। তাই চিংড়িকে 'সাদা সোনা' বলা হয়।

প্রশ্ন-৯. মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণেই কৃষকগণ ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না- ব্যাখ্যা করো। *[ব. বো. ২২; কু. বো ২১; ঢা. বো., দি. বো., য. বো., সি. বো. ১৮]*

উত্তর: কৃষিপণ্য খামার থেকে ভোক্তার হাতে পৌছানো পর্যন্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রয়েছে বলে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পায় না।

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় দালাল, ফড়িয়া, বেপারি, মজুদদার, আড়তদার ইত্যাদি বহু ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণির অস্তিত্ব আছে। এরা অনেক সময় কৃষকদেরকে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করে। এর ফলে কৃষক যে দাম পায় এবং সর্বশেষ ভোক্তা যে দাম দেয় তার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের জন্য। ফলে কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রশ্ন-১০. 'বাংলাদেশের কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়'— ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ২১, ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: বাংলাদেশের কৃষকরা নানাবিধ কারণে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণদানকারী সংস্থার সংখ্যা কম। তাছাড়া, এসব ঋণদানকারী সংস্থার ঋণ প্রদানের ক্ষমতাও কম। আবার, ঋণদান পদ্ধতিও জটিল, শর্তসাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ বলে অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত কৃষকের পক্ষে তা অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই, দরিদ্র ও অশিক্ষিত কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রশ্ন-১১. মাশরুম একটি ঔষধি গুণসম্পন্ন খাবার? ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ২৫; সি. বো. ২১]*

অথবা, **মাশরুম মানব দেহের জন্য উপকারী খাদ্য— ব্যাখ্যা করো।** *[চ. বো. ২২]*

উত্তর: মাশরুম ঔষধি গুণসম্পন্ন একটি সবজি।

মাশরুম প্রচুর ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার। তাই এটি শিশুদের হাড় ও দাঁত গঠনে বিশেষ কার্যকর। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস রোগে যারা আক্রান্ত তাদের জন্য মাশরুম অত্যাবশ্যক। মাশরুমে ইরিডাডেনিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে, যা রক্তের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। তাই এটি হৃদরোগীদের জন্য আদর্শ খাবার। মাশরুমে ট্রাইটারপিন থাকায় এটি এইডস প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি বয়স্কদের আদর্শ আমিষ, অ্যাজমারোগ নিরাময়ক ও রূপচর্চায় অতুলনীয়।

প্রশ্ন-১২. বাংলাদেশের কৃষি কি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ২৩, ২২; দি. বো. ২১, ১৯; ঢা. বো. ১৬]*

উত্তর: হ্যাঁ, বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

পর্যাপ্ত সেচব্যবস্থার অভাবে আমাদের দেশের কৃষকেরা চাষাবাদের জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে থাকে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে যদি সময়মতো বৃষ্টিপাত হয় তাহলে ভালো ফসল হয়, কিন্তু যদি সময়মতো বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে ভালো ফসল হয় না। ফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা এখনও অনেকটাই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. Agriculture শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
ক. গ্রিক শব্দ খ. ল্যাটিন শব্দ
গ. স্প্যানিশ শব্দ ঘ. তুর্কি শব্দ

২. বাংলাদেশের শ্রমশক্তির কতভাগ কৃষিকাজে নিয়োজিত?
ক. ৪৫.০০ ভাগ খ. ৪৮.৪৯ ভাগ
গ. ৫১.১০ ভাগ ঘ. ৫৪.৯০ ভাগ

৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক নিচের কোন ধরনের?
ক. প্রান্তিক খ. বৃহৎ
গ. ধনী ঘ. মাঝারি

৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কত ছিল?
ক. ১০.৬৮% খ. ১১.০২%
গ. ১৬.৪১% ঘ. ১৭.৩৩%

৫. উৎপাদনকারী → মধ্যস্বত্বভোগী → পাইকারি ব্যবসায়ী → খুচরা ব্যবসায়ী → ভোক্তা
প্রবাহ চিত্রটি কী নির্দেশ করে?
ক. বিপণন পদ্ধতি খ. উৎপাদন পদ্ধতি
গ. ক্রয় পদ্ধতি ঘ. সংরক্ষণ পদ্ধতি

৬. মুনাফা অর্জনই নিচের কোন খামারের প্রধান উদ্দেশ্য?
ক. বাণিজ্যিক খামার খ. জীবননির্বাহী খামার
গ. বহুমুখী কৃষি খামার ঘ. সমবায় খামার

৭. বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বেশিরভাগ মুনাফা কারা ভোগ করে?
ক. কৃষকরা খ. সরকার
গ. মধ্যস্বত্বভোগীরা ঘ. সমবায় সমিতি

৮. একজন কৃষকের সকল আবাদযোগ্য জমিকে একত্রে কী বলা হয়?
ক. কৃষি খামার খ. কৃষি জমি
গ. কৃষি ব্যবস্থা ঘ. কৃষিজোত

৯. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে প্রধানত কী ঘটে?
ক. জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়
খ. জমিতে সেচের ব্যবহার বাড়ে
গ. সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়
ঘ. জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা হ্রাস পায়

১০. বাংলাদেশে চাষকৃত মাশরুমের মধ্যে কোনটি সারা বছর উৎপাদিত হয়?
ক. ঝিষি খ. শিতাকে
গ. ওয়েস্টার ঘ. মিল্কী

১১. কোনটি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধক সবজি?
ক. মাশরুম খ. লাল শাক
গ. পুঁই শাক ঘ. পালং শাক

১২. শস্যকে কোন ধরনের রশ্মির সামনে উন্মুক্ত করলে তা জীবাণু ও পোকামাকড় প্রতিরোধক হয়ে ওঠে?
ক. গামা রশ্মি খ. রঞ্জন রশ্মি
গ. এক্সরে রশ্মি ঘ. বেগুনি রশ্মি

১৩. বাংলাদেশে কয়টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টার রয়েছে?
ক. ১টি খ. ৩টি
গ. ৯টি ঘ. ১৪টি

১৪. Biotechnology শব্দের অর্থ কী?
ক. পরমাণু প্রযুক্তি খ. জৈব প্রযুক্তি
গ. প্রাণ প্রযুক্তি ঘ. বায়ো প্রযুক্তি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৫. কৃষির মূল লক্ষ্য হলো—
i. শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ
ii. শস্য-উদ্ভিদ উৎপাদন
iii. খাদ্য উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যাগুলো হচ্ছে—
i. পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব
ii. সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি
iii. গুদামের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের সমস্যা হলো—
i. ফড়িয়া ও দালালদের দৌরাত্ম্য
ii. কৃষকের দরিদ্রতা
iii. ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. বাংলাদেশে কৃষিখাতে পরিবর্তনের যে সূচনা হয়েছে তার ফলে—
i. কৃষি উৎপাদন বাড়ছে
ii. আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ছে
iii. শস্য বহুমুখীকরণ ঘটছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. পৃথিবীর তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার কারণ—
i. কার্বন ডাই-অক্সাইড
ii. অক্সিজেন
iii. গ্রিন হাউজ গ্যাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. বাংলাদেশে কৃষিতে পরিবেশ দূষণ ঘটছে, কারণ—
i. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ii. জলবায়ু পরিবর্তন
iii. অধিক ভূমিক্ষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. বায়োফুয়েল (Biofuels) তৈরিতে সাহায্য করে—
i. আইসিটি ii. জৈব প্রযুক্তি
iii. গুল্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২২. কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি বলতে আমরা বুঝি—
i. যান্ত্রিক সেচ ii. কৃষিঋণ
iii. উচ্চ ফলনশীল বীজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার শামীম আহমেদ ব্যবসায়িক কাজে আফ্রিকার একটি দেশে যান। তিনি সেখানে দেখতে পান কৃষকরা কৃষিকাজে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, যান্ত্রিক পানিসেচ ব্যবস্থা, উচ্চ ফলনশীল বীজ প্রভৃতি ব্যবহার করছে।

২৩. আফ্রিকার উক্ত দেশটিতে কী ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি চালু রয়েছে?
ক. আদিম যুগের খ. মধ্যযুগীয়
গ. সনাতনী ঘ. আধুনিক

২৪. এই ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতিতে—
i. কৃষক লাভবান হয়
ii. উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
iii. মাটি দূষিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. কোনটি পৃথিবীর প্রাচীন পেশা? *[কু. বো. ২৩, ২১; ঢা. বো. ১৬]*
ক. কৃষিকাজ খ. পশু পালন
গ. মৎস্য শিকার ঘ. ব্যবসা

২৬. বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য কোনটি? *[ব. বো. ২৩, ২১; রা. বো. ১৭]*
ক. প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা
খ. উন্নত প্রযুক্তি
গ. অধিক মূলধন
ঘ. সম্প্রসারিত বাজার

২৭. HYV Technology এর পূর্ণরূপ কী? *[কু. বো. ২৩]*
ক. High Yielding Varity Technology
খ. High Yielding Variety Technology
গ. High Yielding Veriety Technology
ঘ. High Yielding Vareity Technology

২৮. কৃষি জোত বলতে বোঝায়— *[ঢা. বো. ২২]*
ক. কৃষি উৎপাদনের জন্য আবাদযোগ্য জমি
খ. কৃষি জমিতে পরিচালিত উৎপাদন কার্যক্রম
গ. কৃষি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম
ঘ. একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন মৌসুমে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষাবাদ

২৯. বাংলাদেশে কৃষি উপখাত কয়টি? *[ব. বো. ২৩, ১৯]*
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৫ ঘ. ৬

৩০. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে? *[রা. বো., দি. বো. ২৫, ২১]*
ক কৃষি খ শিল্প
গ সেবা ঘ তৈরি পোশাক

৩১. নিচের কোনটি মালিকানাভিত্তিক খামার? *[কু. বো. ২১]*
ক মিশ্র খামার খ যৌথ খামার
গ বহুমুখী খামার ঘ বিশেষায়িত খামার

৩২. বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির কোন উপখাতের অবদান বেশি? *[য. বো. ২৩, ১৭; সি. বো. ২৫, ২১; কু. বো. ১৯, ১৬; বো. ২৫, ১৯, ১৬, ঢা. বো., রা. বো. ১৭; দি. বো. ১৬]*
ক. বনজ সম্পদ খ. শস্য ও শাকসবজি
গ. মৎস্য সম্পদ ঘ. প্রাণিসম্পদ

৩৩. কৃষির সবচেয়ে বড় উপখাত কোনটি? *[ঢা. বো. ২৫]*
ক. শস্য ও শাকসবজি খ. প্রাণিসম্পদ
গ. বনজ সম্পদ ঘ. মৎস্য সম্পদ

৩৪. প্রান্তিক কৃষকের জমির পরিমাণ কত? *[দি. বো. ২৩; রা. বো. ১৯*
ক. ০.০৫—০.৪৯ একর
খ. ০.৫০—২.৪৯ একর
গ. ২.৫০—৭.৪৯ একর
ঘ. ৭.৪৯ একরের বেশি

৩৫. কৃষকেরা স্বেচ্ছায় পরস্পরের জমি একত্রিত করে যে খামার গড়ে তোলে তাকে কী বলে? *[ঢা. বো. ১৯]*
ক. ব্যক্তিগত খামার খ. ক্ষুদ্রায়তন খামার
গ. সমবায় খামার ঘ. যৌথ খামার

৩৬. মুনাফা অর্জন কোন খামারের প্রধান উদ্দেশ্য? *[রা. বো. ১৫*
ক. বাণিজ্যিক খামার
খ. জীবননির্বাহী খামার
গ. বহুমুখী কৃষি খামার
ঘ. সমবায় খামার

৩৭. উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খামার কত প্রকার? *[সি. বো. ২১; দি. বো. ১*
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

৩৮. মালিকানার ভিত্তিতে খামার কত প্রকার? *[রা. বো. ২৩; চ. বো. ২১; য. বো. ১*
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৩৯. বাংলাদেশে আদর্শ কৃষি খামারের আয়তন কত একর? *[ম. বো. ২৫, ২৩; দি. বো. ২২; রা. বো. ২১, ১৭; য. বো. ২৫, ২১, ১৭]*

ক. ৩ একর খ. ৪ একর
গ. ৯ একর ঘ. ১০ একর

৪০. বাংলাদেশে কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে? *[সি. বো. ২৩; য. বো. ২১; রা. বো. ১৭, ১৬; আলিম ১৭]*

ক. বহুমুখী খামার খ. জীবননির্বাহী খামার
গ. সমবায় খামার ঘ. যৌথ মূলধনী খামার

৪১. কৃষিপণ্যের পাইকারি বাজার কোন পর্যায়ের বাজারকে নির্দেশ করে? *[চ. বো. ২২]*

ক. গ্রাম্য খ. প্রাথমিক
গ. মাধ্যমিক ঘ. চূড়ান্ত

৪২. যে খামারে এক অংশে ফসল উৎপাদন এবং অন্য অংশে পশুপালন করা হয় তাকে বলে? *[দি. বো. ২৫; সি. বো. ২১]*

ক. বিশেষায়িত খামার খ. বহুমুখী খামার
গ. মিশ্র খামার ঘ. প্রান্তিক খামার

৪৩. যে খামারের জমির পরিমাণ ২.৪৯ একর; তাকে কোন ধরনের খামার বলে? *[চ. বো. ২২]*

ক. প্রান্তিক খ. ক্ষুদ্রায়তন
গ. মাঝারি ঘ. বৃহদায়তন

৪৪. চাষাবাদের প্রকৃতি ও আয়তনের দিক থেকে কৃষি খামার কয় প্রকার? *[দি. বো. ২৫]*

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৪৫. পরিবেশ দূষণের প্রাথমিক সমস্যা কী? *[ঢা. বো. ২৩; রা. বো. ১৭]*

ক. উষ্ণতা বৃদ্ধি খ. খাদ্য সংকট
গ. উদ্বাস্তু সমস্যা ঘ. স্বাস্থ্য সমস্যা

৪৬. নিচের কোনটিকে 'সাদা সোনা' বলা হয়? *[ঢা. বো. ২৫, ২১; দি. বো. ২১; কু. বো. ২৫, ২১; সি. বো. ২১; য. বো. ২৫; সকল বোর্ড ১৮; রা. বো. ১৬; আলিম ১৮]*

ক. ইলিশ খ. রুই
গ. পাবদা ঘ. চিংড়ি

৪৭. কোন ফসলে কৃষিজমির প্রয়োজন হয় না? *[ম. বো. ২১; য. বো. ২৫, ২৩; ঢা. বো. ২১; চ. বো. ২৫, ২১; রা. বো. ১৯, ১৭]*

ক. তুলা খ. গম
গ. চা ঘ. মাশরুম

৪৮. নার্সারি স্থাপন প্রধানত কোন কার্যক্রমের অংশ? *[রা. বো. ২৫; ম. বো., দি. বো. ২১; কু. বো. ১৭]*

ক. বাগান করা খ. শিল্প
গ. বনায়ন ঘ. কৃষি

৪৯. কোনো দেশে কত শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার? *[রা. বো. ২৫; ম. বো. ২১; কু. বো. ১৭]*

ক. ২৫ খ. ১৫
গ. ৯ ঘ. ১৯

৫০. কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কোনটি? *[কু. বো. ২১; ব. বো. ১৯]*

ক. গ্রাম্য মহাজন
খ. আত্মীয়-স্বজন
গ. ধনী কৃষক
ঘ. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

৫১. মাশরুম গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে— *[য. বো. ২২]*

ক. ঢাকা খ. গাজীপুর
গ. সাভার ঘ. টাঙ্গাইল

৫২. বাংলাদেশে কৃষিঋণের উপানুষ্ঠানিক উৎস কোনটি? *[ম. বো. ২৩; চ. বো. ২৫, ২৩; সি. বো. ২৫, ২১; ব. বো. ১৭]*

ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
খ. সমবায় ব্যাংক
গ. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

৫৩. সময়ের ভিত্তিতে কৃষিঋণ কত প্রকার? *[সি. বো. ২২; দি. বো. ১৬]*

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৫৪. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? *[ম. বো. ২৫]*

ক. ১৯৮৫ খ. ১৯৮৬
গ. ১৯৮৭ ঘ. ১৯৮৮

৫৫. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী কে? *[রা. বো. ১৯]*

ক. সূর্য খ. বরফ
গ. মানুষ ঘ. সমুদ্র

৫৬. Biotechnology ধারণাটি সর্বপ্রথম প্রদান করেন কে? *[রা. বো. ১৯; রা. বো. ১৬; আলিম ২২]*

ক. Karl Ereky খ. Karl Marx
গ. Karl Peter ঘ. Karl Thomas

৫৭. বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবদান কত? *[ঢা. বো. ২১]*

ক. ৯৬ শতাংক. খ. ৮৬ শতাংশ
গ. ৭৬ শতাংক. ঘ. ৬৬ শতাংক.

৫৮. লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান কীসের উদাহরণ? *[কু. বো. ১৭]*

ক. বায়োফার্মিং খ. বায়োফুয়েল
গ. উফশী ঘ. বায়োটেকনোলজি

৫৯. কোনটি HYV Technology? *[কু. বো. ২৫, ২১; ব. বো., সি. বো. ২৫]*

ক. উফশী প্রযুক্তি খ. তথ্য প্রযুক্তি
গ. পরমাণু প্রযুক্তি ঘ. জৈব প্রযুক্তি

৬০. কৃষির উপখাতসমূহ হচ্ছে— *[দি. বো. ২৩; কু. বো. ২১; রা. বো. ১৯; য. বো. ২৫, ১৬; চ. বো. ১৬]*

i. পশুপালন
ii. শস্য ও শাকসবজি
iii. খনিজ সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬১. বাংলাদেশে কৃষি বিপণনের সমস্যা হচ্ছে— *[চ. বো. ২৫, ২১]*

i. অবকাঠামোগত সমস্যা
ii. গুদামজাতকরণ সমস্যা
iii. দামের উত্থান-পতন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬২. বাণিজ্যিক খামার পরিচালিত হয়— *[য. বো. ২৫]*

i. বৃহদায়তনভিত্তিক
ii. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে
iii. পারিবারিক ভরণ পোষণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৩. উপানুষ্ঠানিক ঋণের উৎস হলো— *[রা. বো. ২৫]*
i. সমবায় ব্যাংক   ii. এনজিও
iii. গ্রামীণ ব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii,

৬৪. বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হচ্ছে— *[দি. বো. ২১, ১৭]*
i. কৃষি ঋণ বিতরণ
ii. কৃষি উপকরণ বিতরণ
iii. শস্য বহুমুখীকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৬৫. শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে— *[কু. বো. ২১; সি. বো. ২৫, ১৭]*
i. খাদ্য ঘাটতি পূরণ সম্ভব
ii. কর্মসংস্থান হ্রাস পায়
iii. একাধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৬৬. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে প্রভাব লক্ষ করা যায়— *[কু. বো. ২৩, ১৭]*
i. কর্মসংস্থান হ্রাস পায়
ii. মাটির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে
iii. উৎপাদন ঝুঁকি হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৬৭. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে— *[য. বো. ২৩]*
i. বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস পায়
ii. উৎপাদন হ্রাস পায়
iii. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৬৮. কৃষিক্ষেত্রে ICT ব্যবহার করা হয়— *[ব. বো. ১৬]*
i. পণ্যের বাজারজাতকরণে
ii. কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে
iii. কৃষি বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সখিনা বেগমের কোনো ফসলি জমি নেই। গত বছর থেকে তিনি পরিত্যক্ত মাটির ঘরে এমন একটি কৃষি পণ্যের উৎপাদন শুরু করেছেন যা বিক্রি করে তিনি অর্থ উপার্জন করতে পারছেন। *[চ. বো. ২২]*

৬৯. উদ্দীপক অনুযায়ী সখিনা বেগম কোনটির উৎপাদন করেছেন?
ক. চিংড়ি   খ. মাশরুম
গ. চারাগাছ   ঘ. ঝিনুক

৭০. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষিপণ্য নিচের কোনটিকে সহায়তা করবে?
i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
ii. উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি
iii. দারিদ্র্য বিমোচন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিজান পড়াশোনা শেষ করে নিজ গ্রামে একটি কৃষি খামার স্থাপন করেন। উক্ত খামারে শাক-সবজি উৎপাদনের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন করেন। *[য. বো. ২২]*

৭১. মিজানের খামার—
ক. যৌথ খামার   খ. বহুমুখী খামার
গ. মিশ্র খামার   ঘ. বিশেষায়িত খামার

৭২. উক্ত খামারের উদ্দেশ্য—
i. পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানো
ii. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি
iii. সামাজিক বনায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব শাহেদ একজন কৃষক। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তার সামান্য জমিতে পরিবারের সদস্য নিয়েই চাষাবাদ করেন এবং তা দিয়েই পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করেন। *[য. বো.*

৭৩. উদ্দীপকে কোন ধরনের খামারের কথা বলা হয়েছে?
ক. বাণিজ্যিক   খ. মিশ্র
গ. বহুমুখী   ঘ. জীবননির্বাহী

৭৪. উক্ত খামারের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. মুনাফা অর্জন করা   ii. জীবনধারণ করা
iii. ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বেলায়েত হোসেন একজন কৃষক। তার পরিবারে স্ত্রী ও ২ ছেলে আছে। পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত তার ১ বিঘা জমিতে পারিবারিক শ্রম ও পুঁজি প্রয়োগের মধ্যেমে ধান উৎপাদন করেন। *[দি. বো. ২২]*

৭৫. উদ্দীপকে কোন ধরনের খামারের কথা বলা হয়েছে?
ক. মিশ্র খামার   খ. জীবননির্বাহী খামার
গ. সমবায় খামার   ঘ. বাণিজ্যিক খামার

৭৬. উক্ত খামারের মূল উদ্দেশ্য হলো—
i. জীবনধারণ করা   ii. উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা
iii. মুনাফা অর্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফজর আলী একজন কৃষক। এ বছর তার জমিতে প্রচুর ধান উৎপাদন হয়েছে। কিন্তু দাম কম থাকায় সে বাজারে ধান বিক্রি করতে পারছে না। */ব. বো. ১৯/*

৭৭. ফজর আলী কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন?
ক. শস্য বহুমুখীকরণ
খ. কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন
গ. কৃষি উপকরণ বিতরণ
ঘ. কৃষিপণ্যের বিপণন

৭৮. ফজর আলীর সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান হলো—
i. তিনি ধানের উপযুক্ত দাম পাবেন
ii. ভোক্তা যুক্তিসঙ্গত দামে তা ক্রয় করতে পারবে
iii. মধ্যস্বত্বভোগীরা সুফল ভোগ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ৭৯ ও ৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
তিন বন্ধু রনি, জনি ও সনি তাদের জমি ও অন্যান্য উপকরণ একত্রিত করে ১০ একর আয়তনের একটি খামার প্রতিষ্ঠা করে। তারা যুগপৎভাবে চাষাবাদ ও পশুপালন করে। */ঢা. বো. ২৫/*

৭৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত খামারটি কোন ধরনের?
ক. মিশ্র খ. বহুমুখী
গ. বাণিজ্যিক ঘ. বিশেষায়িত

৮০. উক্ত খামার হচ্ছে—
i. একটি বৃহদায়তন খামার
ii. একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার
iii. একটি যৌথ খামার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব ফারুক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করে। গত কয়েক বছর তার গ্রামে প্রচুর কৃষিজ পণ্য উৎপাদন হয়। সে পণ্যের বাজার দাম সম্পর্কে অবগত নয়। উক্ত গ্রামে কোনো গুদামঘর নেই এবং গ্রামের রাস্তাটি যথেষ্ট সরু। */ম. বো. ২১/*

৮১. জনাব ফারুকের গ্রামের উৎপাদন সম্পর্কিত সমস্যাটি কোন ধরনের?
ক. কৃষিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ
খ. কৃষি ঋণের প্রসার
গ. শস্য বহুমুখীকরণ
ঘ. কৃষিপণ্যের বিপণন

৮২. জনাব ফারুকের সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান হলো—
i. কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ii. গুদামঘর নির্মাণ
iii. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'মি. 'ক. ও মি. 'খ' নিজস্ব বাড়িতে পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার করে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং অর্থ উপার্জনের পথ সৃষ্টি করেছেন। */রা. বো. ২২/*

৮৩. পোল্ট্রি ও ডেইরি কৃষির কোন উপখাত—
ক. শস্য খ. মৎস্য
গ. বনজ ঘ. পশু সম্পদ

৮৪. এ দুটি খামার থেকে সৃষ্টি হয়েছে—
i. আয় উপার্জন ii. কর্মসংস্থান
iii. যাতায়াত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কৃষক গণি মিয়া একটি কৃষিপ্রযুক্তি 'B' সম্পর্কে অবগত হলেন, যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ। */ম. বো. ২৫/*

৮৫. উদ্দীপকে 'B' দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোন প্রযুক্তি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক. বায়োটেকনোলজি খ. আইসিটি
গ. পারমাণবিক শক্তি ঘ. প্রাকৃতিক সার

৮৬. উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে—
i. যোগাযোগ দ্রুত হচ্ছে
ii. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সহজ হয়
iii. উন্নতমানের বীজ উদ্ভাবন হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	খ	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	ক	৭	গ	৮	ঘ	৯	ক	১০	গ	১১	ক	১২	ক
১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ
২৫	ক	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ক	৩১	খ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	ক
৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	খ	৪১	গ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	ক	৪৫	ক	৪৬	ক	৪৭	ঘ	৪৮	গ
৪৯	ক	৫০	ঘ	৫১	গ	৫২	ঘ	৫৩	খ	৫৪	গ	৫৫	গ	৫৬	ক	৫৭	গ	৫৮	ঘ	৫৯	ক	৬০	ক
৬১	ঘ	৬২	ক	৬৩	গ	৬৪	ঘ	৬৫	খ	৬৬	খ	৬৭	খ	৬৮	ঘ	৬৯	খ	৭০	খ	৭১	গ	৭২	ক
৭৩	ঘ	৭৪	গ	৭৫	খ	৭৬	ক	৭৭	ঘ	৭৮	ক	৭৯	ক	৮০	খ	৮১	ঘ	৮২	গ	৮৩	ঘ	৮৪	ক
৮৫	গ	৮৬	খ																				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
২. কৃষি খামার ও কৃষিজোত বলতে কী বোঝায়?
৩. জীবন নির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামার বলতে কী বোঝ?
৪. বাংলাদেশে কৃষকরা কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না কেন?
৫. কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
৬. কৃষিপণ্য বিপণন সমস্যা সমাধানে সরকার বা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ প্রয়োজন কেন?
৭. চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৮. মাশরুম চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৯. কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ কী কী?
১০. কৃষকরা কী কৃষিকাজের প্রয়োজন ছাড়াও ঋণ নেয়? ব্যাখ্যা করো।
১১. কৃষি ঋণ কত প্রকার এবং কী কী?
১২. কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বলতে কী বোঝায়?
১৩. বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?
১৪. কৃষিতে পরিবেশ দূষণ কীভাবে ঘটে?
১৫. কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন বলতে কী বোঝায়?
১৬. কৃষিতে আইসিটি (ICT) ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মি. X এমন একজন কৃষক যিনি শিক্ষিত এবং যার খামারের আয়তন বৃহৎ। অপরদিকে, মি. Y এমন একজন কৃষক যিনি অশিক্ষিত এবং যার খামারের আয়তন ক্ষুদ্র। মি. X এবং মি. Y উভয়ে কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করে সুনাম অর্জন করেছেন। মি. X বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সমবায় ঋণদান সমিতি ইত্যাদি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। অপরদিকে, মি. Y বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বল্প সময়ে এবং সহজে বন্ধু-বান্ধব, দোকানদার, গ্রাম্য মহাজন থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। *[ঢা. বো. ২০২৫]*

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. জীবননির্বাহী খামার এবং বাণিজ্যিক খামার কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. X-এর ঋণের উৎস কোন ধরনের তা চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. X এবং মি. Y-এর ঋণের উৎসের তুলনামূলক সুবিধা এবং অসুবিধা উদ্দীপক অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৪

২. আবহমান কাল থেকে কৃষি বাংলাদেশের প্রধান পেশা। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য সেক্টরও দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কৃষিতে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষকরা মূলধন সংগ্রহের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে পর্যাপ্ত ঋণের সুবিধা পাচ্ছে না। সরকারি কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন— কৃষি উপকরণ বিতরণ, কৃষি ঋণ বিতরণ সহায়তা, কৃষিবীজ সহায়তা সহজলভ্য করেছে। *[চ. বো. ২০২৩]*

ক. পরিবেশ দূষণ কী? ১
খ. কৃষিতে উন্নত বীজের ব্যবহার কর্মসংস্থানকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষির উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কি পর্যাপ্ত? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৩. আব্দাল মিয়া একজন ক্ষুদ্র চাষি। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের জটিলতার কারণে গ্রাম্য মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে চাষাবাদ করেন। ফলে মূলধন সংকট লেগেই থাকে। ইদানীং সরকার কৃষকদের সহায়তা করার জন্য ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের মাঝে স্বল্পমূল্যে রাসায়নিক সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি উপকরণ পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে আব্দাল মিয়ার মতো কৃষকেরা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন। *[কু. বো. ২০২২]*

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. 'জীবননির্বাহী খামার' ও 'বাণিজ্যিক খামার' ধারণা দুটি ভিন্ন—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আব্দাল মিয়ার অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলোর বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. কৃষির উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষি উপকরণ বিতরণের ইতিবাচক দিকটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪. কাসিম ও হাসিম একই গ্রামের মানুষ। উভয়ই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কাসিম সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার কারণে একর প্রতি উৎপাদন খুবই কম হয়। কিন্তু হাসিম শিক্ষিত যুবক হওয়ায় এ সনাতন পদ্ধতি থেকে বের হয়ে কৃষিতে উন্নত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, উফসী বীজ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে। এছাড়াও সে লক্ষ করছে যে, ICT এর ব্যবহার তাকে অনেক লাভবান করছে। এর মাধ্যমে যেকোনো তথ্য সে সহজেই পাচ্ছে। *[চ. বো. ২০২২]*

ক. কৃষি প্রযুক্তি কী? ১
খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা কৃষির জন্য হুমকিস্বরূপ—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হাসিমের কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহের গুরুত্ব উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার কীভাবে কৃষকদের লাভবান করেছে? তোমার মতামত দাও। ৪

৫. জনাব 'ক' একজন কৃষক। তিনি তার কৃষি জমিতে নানা ধরনের ফসল ফলান। কিন্তু অধিক উৎপাদনের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কৃষিসামগ্রী ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি একটি ব্যাংকে গেলেন। কিন্তু, ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় তিনি স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণ করলেন। তিনি আরো বলেন যে, কৃষকরা ব্যাংক হতে ঋণ কম পায়। *[রা. বো. ২০২৫]*

ক. কৃষিজোত কী? ১
খ. 'কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষিঋণ গ্রহণের উৎসসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. জনাব 'ক' এর সমস্যা সমাধানের সরকার কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৬. GDP-তে সার্বিক খাতসমূহের অবদান:

অর্থবছর খাত	১৯৮০-৮১	২০২২-২৩
কৃষি	৩৩.০৭	১১.৩০
শিল্প	১৭.৩১	৩৭.৬৫
সেবা	৪৯.৬২	৫১.০৫

[ঢা. বো., রা. বো. ২০২৫]

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১
খ. 'কৃষি এবং পরিবেশ পরস্পর পরিপূরক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা উদ্দীপক অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৪

৭. 'X' দেশের কৃষকরা দরিদ্র। তাদের অপ্রতুল বাজার সুবিধা, সংরক্ষণাগারের অভাব, দুর্বল বাজারকাঠামো, অপর্যাপ্ত বাজার তথ্য এবং সরকারি নীতির অভাব প্রকট রয়েছে। 'Y' দেশের সরকার কৃষকদের সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে কৃষিবিমার প্রচলন, উপকরণ সহায়তা ও ভর্তুকি প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং ই-কৃষি চালু করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাত করণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। *[য. বো. ২০২৫]*

ক. জৈবপ্রযুক্তি কী? ১
খ. 'মাশরুম একটি ঔষধি গুণসম্পন্ন খাবার'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'X' দেশের উল্লিখিত তিনটি সমস্যা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'Y' দেশের কৃষি বিপণনে রাষ্ট্রের উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কোনো মিল আছে কি না? মতামত দাও। ৪

৮. রসূলপুর গ্রামে পেঁয়াজের খুব ভালো ফলন হয়। কিন্তু এ গ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থা ও বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততার কারণে কোনো ফসল সংরক্ষণাগার গড়ে উঠেনি। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির দালাল কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজ খুব কম মূল্যে কিনে নেয় এবং বেশি দামে শহরের বাজারে বিক্রয় করে। *[সি. বো. ২০২৩]*

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কাকে বলে? ১
খ. 'বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষি উন্নয়নকে ব্যাহত করছে' —উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রসূলপুর গ্রামের কৃষিতে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা দূরীকরণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৯. রহিমুদ্দিন জীবননির্বাহের জন্যই চাষাবাদ করে। তার যে দু/তিনটি জোত আছে তা অতি ক্ষুদ্র ও মাঠের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। তাই আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

ক. জীবননির্বাহী খামার কী? ১
খ. কৃষি খামার ও কৃষিজোতের মধ্যে পার্থক্য কী? ২
গ. রহিমুদ্দিনের খামারের লক্ষণীয় দিকগুলো তুলে ধর। ৩
ঘ. রহিমুদ্দিনের পক্ষে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা সম্ভব নয় কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০. জমির প্রান্তিক কৃষক। সনাতন চাষ পদ্ধতি, অদক্ষ পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে যে ফসল উৎপাদন হয় তার সাহায্যে জীবিকানির্বাহ কঠিন। ফলে কৃষিকাজের জন্য ফসলের বীজ, কীটনাশক ও সার ক্রয়ের জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও বিভিন্ন এনজিও এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুদে ঋণ নিতে হয়। যার ফলে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় না। *[রা. বো. ২০২১]*

ক. জীবননির্বাহী খামার কী? ১
খ. "কৃষক দরিদ্র তাই ফসল বিপণনের সমস্যাও বেশি"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জমিরের কৃষি খামারের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. জমিরের গৃহীত ঋণের উৎসগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. মি. সাজিদ একজন স্বল্পশিক্ষিত কৃষক। তিনি আর্থিকভাবে খুব একটা সচ্ছল নন। তিনি তার নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ করেন। পরিবহন ও ঋণের অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুদামজাতকরণের সমস্যা ইত্যাদি কারণে তিনি তার জমিতে উৎপাদিত ফসল স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেন। এতে তার সংসারে অভাব অনটন লেগেই আছে। সরকার কৃষকদের এসব সমস্যা নিরসনে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি বিমা প্রচলন, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *[ম. বো. ২০২৩]*

ক. জীবননির্বাহী খামার কী? ১
খ. 'কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. সাজিদ-এর উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপণনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কি পর্যাপ্ত? উত্তরের যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ৪

১২. রহিম মিয়া পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার একজন কৃষক। কৃষিকাজ করতে গিয়ে তিনি মূলধন সংকটে পড়েন। তার কৃষি ঋণ প্রয়োজন। প্রত্যাশিত কৃষিঋণের উৎস সীমিত হওয়ায়, আবার কিছু কৃষি ঋণের প্রাপ্তি সহজ কিন্তু সুদের হার উচ্চ হওয়ায় তিনি সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেননি। জমি থাকা সত্ত্বেও শস্য ও শাকসবজি উৎপাদন অনেক কম হয়েছে। গ্রামীণ বাজারটি অনেক দূরে, যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো নয়। তাই উদ্বৃত্ত ফসলের সঠিক দামও পায়নি। এ কারণে তার পরিবারে অভাব অনটন লেগেই আছে।

ক. কৃষিপ্রযুক্তি কী? ১
খ. জীবননির্বাহী খামার থেকে বাণিজ্যিক খামার ধারণাটি কীভাবে পৃথক— বুঝিয়ে দাও। ২
গ. রহিম মিয়ার কৃষিঋণের উৎসগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. রহিম মিয়ার সমস্যা সমাধানে তোমার সুপারিশ কী—বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩. জনাব শামীম ও সালামের কৃষি খামারের আয়তন যথাক্রমে ১ একর ও ৯ একর। মূলধন স্বল্পতার কারণে শামীম বীজ, সার, সেচব্যবস্থা, কীটনাশক ক্রয় বাবদ গ্রাম্য মহাজন, ভূ-স্বামী ও ধনী কৃষকদের নিকট হতে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করলেও সালাম কৃষি ব্যাংক হতে স্বল্প সুদ ও তুলনামূলক নমনীয় কিস্তিতে ঋণ নিয়ে লাভজনক উপায়ে খামার পরিচালনা করছেন। *[ম. বো. ২০২৫]*

ক. কৃষিজোত কী? ১
খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বলে মনে করো? ২
গ. উদ্দীপক হতে জনাব শামীম ও সালামের কৃষি খামারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত কৃষি ঋণসমূহের মধ্যে কার গৃহীত ঋণকে কৃষকবান্ধব বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৪. ফজলু তার অল্প জমিতে পরম যত্নে চাষাবাদ করে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে, তা দিয়ে সে কোনো মতে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারে কিন্তু বাজারজাত করার মতো তেমন কোনো উদ্বৃত্ত তার থাকে না। অপরদিকে, তার বন্ধু রানা এমনভাবে চাষাবাদ করে যে, সে একই জমিতে বছরে তিন-চারটি ফসল উৎপাদন করতে পারে; যেমন: ধান, আলু, সবজি, ডাল ইত্যাদি। *[ঢা. বো. ২০২৩]*

ক. বায়োটেকনোলজি কী? ১

খ. বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থা অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলোর ওপর বেশি নির্ভরশীল কেন? ২

গ. ফজলুর কৃষি খামারটির উৎপাদন কৌশল ও দক্ষতা সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপূর্বক এর প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৩

ঘ. রানার চাষাবাদ পদ্ধতিটি কী এবং কীভাবে এটি শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন (sustainable development) সাধনে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫. জনাব আশরাফ উপকূলীয় এলাকার একজন প্রান্তিক চাষি। তিনি সারাবছর বিভিন্ন রকমের শস্য উৎপাদন করে থাকেন। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য তিনি তার উৎপাদিত শস্য শহরে বিক্রয় করতে পারেন না। অন্যদিকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী ও দালালদের দৌরাত্ম্যের কারণে তিনি ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হন। সংরক্ষণের সুযোগ না থাকায় ফসলের মৌসুমেই কম দামে শস্য বিক্রয় করতে বাধ্য হন। কঠোর পরিশ্রম করেও আশরাফের আর্থিক সচ্ছলতা অর্জিত হয়নি। *[ম. বো. ২০২১]*

ক. আত্মতোষণ খামার কাকে বলে? ১

খ. কৃষি খামার ও কৃষি জোত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. "কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ"— উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৬. মি. জামাল ও কামাল দুই বন্ধু। মি. জামালের জমির পরিমাণ কম এবং উৎপাদিত ফসল দিয়ে কোনোভাবে পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করেন। অন্যদিকে মি. কামালের জমির পরিমাণ বেশি। তিনি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদ করেন। তিনি পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করেন। *[দি. বো. ২০২৩]*

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১

খ. কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মি. জামাল ও কামালের কৃষি খামারের পার্থক্যগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মি. জামালের তুলনায় মি. কামালের কৃষি খামার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ— উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৭. ১৯৮০'র দশকে বাংলাদেশে একটি শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে ওঠে। এর ফলে নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্ববৃহৎ উৎস। দক্ষ শ্রমিকের যোগান এবং বৈচিত্র্যময় আইটেম তৈরি করতে পারলে এই শিল্পের এখনো ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান। *[দি. বো. ২০২৫]*

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. কৃষি কীভাবে শিল্পকে সহায়তা করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্ণিত শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উদ্দীপকের আলোকে তুলে ধরো। ৪

১৮. আমাদের দেশের কৃষকরা কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ ব্যাংক, গ্রাম্য মহাজন, ভূস্বামী, মধ্যস্বত্বভোগী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। কৃষিঋণের উপযোগিতা বৃদ্ধিতে তথা এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সরকার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাস, তদারকি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *[রা. বো. ২০২৩]*

ক. কৃষিজোত কী? ১

খ. কৃষি খাতের উন্নতি হলে কৃষকের দরিদ্রতা হ্রাস পাবে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো পৃথক করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত কি না? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৯. হাসিব একজন দরিদ্র কৃষক। তার গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। গ্রামে ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। পণ্যের দাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানায় সে দালাল ও ফড়িয়াদের কাছে অল্প দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে সরকার পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ন্যায্যমূল্যে কৃষি পণ্য ক্রয় ও বিপণন, ঋণ সহজীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হাসিবের সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়েছে। *[কু. বো. ২০২৫]*

ক. কৃষিজোত কী? ১

খ. 'কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে'—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কৃষি সংক্রান্ত কোন সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত বলে কি তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০. জনাব আবদুল গণি তার জমিতে ধান, গম ও শাক-সবজি উৎপাদন করে কোনো রকমে পরিবারের চাহিদা মেটান। অপরদিকে তার প্রতিবেশী সুরেশবাবু জমিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদনে সমর্থ হন এবং বাজারে বিক্রি করে লাভবান হন। *[চ. বো. ২০২৫]*

ক. কৃষি প্রযুক্তি কী? ১

খ. কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে কেন? ২

গ. সুরেশবাবুর খামারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুই ধরনের খামারের তুলনা করো। ৪

২১.

কৃষি খামার ‘A’	**কৃষি খামার ‘B’**
→ সীমিত জমির ব্যবহার	→ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
→ উৎপাদিত ফসল দ্বারা শুধু পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ হয়।	→ উৎপাদিত ফসল দ্বারা পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সাথে অধিক মুনাফা অর্জন হয়।

[ব. বো. ২০২৫]

ক. কৃষি প্রযুক্তি কী? ১

খ. ‘শস্য বহুমুখীকরণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক’—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ‘A’ এবং ‘B’ কৃষি খামারের পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি খামারের মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? বর্ণনা করো। ৪

২২. ‘A’ ও ‘B’ ব্যক্তির প্রত্যেকের একটি করে খামার রয়েছে। ‘A’ ব্যক্তির খামারে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন না পড়লেও ‘B’ ব্যক্তির খামারে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় অসংখ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। এছাড়া প্রথম ব্যক্তির খামারে বহুবিধ ফসল উৎপাদন হলেও উপকরণের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির খামারে একটি বা দুটি ফসল উৎপাদন হলেও উপকরণের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়। *[য. বো. ২০২৫]*

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১

খ. সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ অধিক কর্মসংস্থানে সহায়ক-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম খামারটির ধরন চিহ্নিত করে দুটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় খামারে কীভাবে উপকরণের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩. রাজিব সাহেব একজন দরিদ্র কৃষক। তার খামারের আয়তন ছোট হওয়া সত্ত্বেও যে ফসল ফলে তা দিয়ে তার পরিবারের ভরণপোষণ চলে। পক্ষান্তরে হামিদ সাহেব একজন ধনী কৃষক। তার খামারের আয়তন বড় হওয়ায় তার খামারে অধিক ফসল উৎপাদন হয়। যা দিয়ে তার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত ফসল বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করে। *[আলিম ২০১৯]*

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১

খ. “বৈশ্বিক উষ্ণতা কৃষির জন্য হুমকিস্বরূপ”—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রাজিব সাহেবের খামার কোন ধরনের খামারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজিব সাহেবের খামারের তুলনায় হামিদ সাহেবের খামার অধিক ভূমিকা রাখে— উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৬. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৪. বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে যেমন টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি অঞ্চল, তেমনি সাম্প্রতিক যুগের প্লাবন সমভূমিও রয়েছে। এছাড়া নদ-নদী, বন-জঙ্গল, ঋতুবৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতিতে এদেশ পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের এই রূপবৈচিত্র্য অনেক কবি-সাহিত্যিকদের মুগ্ধ করেছে। আবার, এই রূপবৈচিত্র্যের ওপর ভিত্তি করে এদেশের কৃষি কাঠামো গড়ে উঠেছে।

ক. কৃষিপণ্যে রাষ্ট্রীয় বিপণন কী? ১

খ. অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের কবি-সাহিত্যিকগণ যে বিষয়টি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো আলোচনাপূর্বক বিশ্লেষণ করো। ৪

◄১ ও ২ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৩

বাংলাদেশের শিল্প

Industry of Bangladesh

প্রধান প্রধান শব্দ

- শিল্প
- ফার্ম
- শিল্পখাত
- শিল্পনীতি
- ভোগ্য শিল্প
- ক্ষুদ্র শিল্প
- কুটিরশিল্প
- মাইক্রোশিল্প
- হাইটেক শিল্প
- হোসিয়ারি শিল্প
- অগ্রাধিকার শিল্প
- রপ্তানিমুখী শিল্প
- কোটা সুবিধা
- শিল্প শুমারি

অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত শব্দ হলো শিল্প। একটি দেশের আধুনিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি শিল্প। ফার্ম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজটি সম্পন্ন করে। এরূপ সমজাতীয় ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে শিল্প গঠিত হয়। এদেশে প্রতিদিন শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। পণ্যের উৎপাদন, রূপান্তর, প্রক্রিয়াকরণ বা সংযোজন এ সবই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান ছিল ৩৭.৯৫ শতাংশ। শিল্পের মালিকানা সাধারণত ব্যক্তিগত, অংশীদারি, সরকারি, বেসরকারি ইত্যাদি হতে পারে। বর্তমানে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, কুটির, রপ্তানিমুখী, আমদানি বিকল্প শিল্প অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে এসব শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো
- বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস
- রপ্তানিমুখী শিল্পের তালিকা প্রস্তুত
- পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া এবং তৈরি পোশাক শিল্প
- আমদানি বিকল্প শিল্পের ধারণা এবং গুরুত্ব
- সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতির যথার্থতা

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১ ও ২	শিল্প, বাংলাদেশের শিল্পের পটভূমি; বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য; বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধি অর্জন
পাঠ ৩	বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস: শিল্পনীতি ২০২২ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস
পাঠ ৪	শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস
পাঠ ৫	ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প; বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পার্থক্য; বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সমস্যাবলি; বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সমস্যাবলি সমাধানের উপায়; বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য; বৃহদায়তন শিল্পের অসুবিধাসমূহ; বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব
পাঠ ৬	রপ্তানিমুখী শিল্প; বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ৭	কতিপয় রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প; পাটশিল্প; পাট শিল্পের গুরুত্ব ও পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা
পাঠ ৮	পাট শিল্পের সমস্যা; পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় ও পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
পাঠ ৯	বস্ত্র শিল্প; বস্ত্র শিল্পের সমস্যা; বস্ত্র শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় ও বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
পাঠ ১০	চা শিল্প; চা শিল্পের সমস্যা ও চা শিল্পের সমস্যার সমাধান
পাঠ ১১	চামড়া শিল্প; চামড়া শিল্পের সমস্যা; চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় ও চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
পাঠ ১২	তৈরি পোশাক শিল্প; তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব; তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা; তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যার সমাধান ও তৈরি পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা
পাঠ ১৩	আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল; আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের কৌশলসমূহের সুবিধা/ প্রয়োজনীয়তা; আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের কৌশলের অসুবিধা ও শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি
পাঠ ১৪	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

পাঠ ১ ও ২

শিল্প, বাংলাদেশের শিল্পের পটভূমি; বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য; বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধি অর্জন

৩.১ শিল্প (Industry)

কোনো সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনকারী সব ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলা হয়। অন্যকথায়, বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে নানামুখী প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করাকে শিল্প বলে। **যেমন:** পাট, বাঁশ, আখের ছোবড়া ইত্যাদি কাঁচামাল ব্যবহার করে কাগজ তৈরি করা।

যে কারখানায় একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির অধীনে সংগৃহীত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাকে ফার্ম বলে। যেমন— শাহ সিমেন্ট, ফ্রেশ সিমেন্ট ইত্যাদি। একটি দেশে এরূপ অনেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে। একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত এসব ফার্মের সমষ্টিই হলো শিল্প।

শিল্পের বৈশিষ্ট্য:

- শিল্প হলো কোনো সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি;
- শিল্প ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত;
- শিল্পের ফার্মের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে;
- শিল্পই দেশের সব শিল্পপণ্য সরবরাহ করে থাকে;
- পণ্য দ্রব্যের দাম নির্ধারণে শিল্পের ভূমিকাই মুখ্য;
- একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৩.২ বাংলাদেশের শিল্পের পটভূমি (Background of the Industry of Bangladesh)

শিল্প হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়। দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের কাজটি কোনো ফার্ম বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে। এরূপ সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে শিল্প গঠিত হয়। যেমন- বাংলাদেশে যতগুলো কাগজ তৈরির কল আছে তাদের সমন্বয়ে বাংলাদেশের কাগজ শিল্প গড়ে ওঠেছে।

দ্রুত শিল্পায়ন ব্যতীত উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান। ব্রিটিশ সরকার প্রায় দুইশ বছর (১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত) এবং পাকিস্তান সরকার প্রায় ২৪ বছর এদেশ শাসন ও শোষণ করেছে। ব্রিটিশ সরকারের একচোখা নীতি ও পাকিস্তান সরকারের পক্ষপাতিত্বের কারণে এদেশের শিল্প কারখানা আলোর মুখ দেখতে পারেনি। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে শিল্পকারখানার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, উদ্যোক্তা, কার্যকর শিল্পনীতি প্রভৃতির অভাবে খুব বেশি শিল্পকারখানা গড়ে ওঠতে পারেনি।

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হলো পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। তাছাড়া উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে।

৩.৩ বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো (Industrial Structure of Bangladesh)

বাংলাদেশ শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত নয় তবে উন্নয়নের গতিতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সময়ে সরকার বিভিন্ন শিল্পনীতি গ্রহণ করে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

ক. মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগ, উৎপাদন কলাকৌশল ও মূল্য সংযোজন বিষয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিল্পখাতকে তিনটি উপখাতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১. বৃহদায়তন শিল্প (মাঝারি শিল্পসহ), ২. ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও ৩. কুটিরশিল্প। শিল্পখাতের মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে বৃহৎ শিল্প প্রায় ১৫%, ক্ষুদ্র শিল্প প্রায় ২৫% ও কুটিরশিল্প প্রায় ৬০% কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। শিল্পখাতের মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প প্রায় ৫০%, ক্ষুদ্র শিল্প প্রায় ৩৬% ও কুটিরশিল্প প্রায় ১৪% সৃষ্টি করে থাকে। বাংলাদেশের বৃহদায়তন শিল্প, শিল্পজাত দ্রব্যের প্রায় অর্ধেক উৎপাদন করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানে সেই প্রাধান্য নেই। কারণ শিল্পখাতের মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ১৫% বৃহৎ শিল্পে সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, কুটিরশিল্পে মূল্য সংযোজন কম হলেও কর্মসংস্থান বেশি।

খ. উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পখাত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা: ১. ভোগ্যপণ্য শিল্প ২. মধ্যবর্তী পণ্য শিল্প ও ৩. মূলধনী দ্রব্য শিল্প। শিল্পখাতের মোট মূল্য সংযোজনে এসব শিল্পের অবদান হলো ভোগ্যপণ্য শিল্প প্রায় ৫৫%, মধ্যবর্তী পণ্য শিল্প প্রায় ৪২% এবং মূলধনী দ্রব্য শিল্প মাত্র ৩%। সুতরাং এ দেশের শিল্পখাতে বেশি পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়। অন্যদিকে পর্যাপ্ত মূলধন এবং উন্নত প্রযুক্তির অভাবে এদেশে মধ্যবর্তী ও মূলধনী দ্রব্য কম উৎপাদিত হয়।

গ. বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ শিল্পগুলো হলো বস্ত্র শিল্প, পোশাক শিল্প, পাট শিল্প ও চামড়া শিল্প। এ কয়েকটি শিল্প বৃহৎ শিল্প উপখাতের মধ্যে প্রায় ৭০% কর্মসংস্থান এবং প্রায় ৫০% মূল্য সংযোজন সৃষ্টি করে। বৃহৎ শিল্পের মধ্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো রাসায়নিক শিল্প, সার শিল্প, পেট্রোলিয়াম শোধন শিল্প ও রাবার শিল্প। বৃহৎ শিল্পের মধ্যে আরও রয়েছে চিনি, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ, ওষুধ ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। এ উপখাতে কতিপয় শিল্পের প্রাধান্য রয়েছে।

ঘ. মালিকানার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের শিল্পকাঠামো হচ্ছে— ১. সরকারি মালিকানা; ২. বেসরকারি মালিকানা।

৩.৪ বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Industrial Structure of Bangladesh)

বাংলাদেশের শিল্পের কাঠামোতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়—

দ্বৈত মালিকানা: বাংলাদেশের শিল্পখাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার মালিকানা রয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানায় জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭৫ সালের ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর, বিশেষ করে আশির দশকের পর থেকে এ দেশে বেসরকারি মালিকানায় শিল্প খাতের প্রসার ঘটতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশির ভাগ শিল্পকারখানা বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে।

বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন: বাংলাদেশে বিগত এক দশকে পাট, বস্ত্র, চিনি, তৈরি পোশাক, ওষুধ ইত্যাদি অনেক শিল্পপণ্য উৎপাদনে বৃহদায়তনে শিল্প গড়ে উঠেছে।

মাঝারি শিল্পের প্রাধান্য: বাংলাদেশে মাঝারি শিল্প কারখানার সংখ্যাই বেশি। মাঝারি শিল্প মূলত বৃহৎ ও ক্ষুদ্রশিল্পের মাঝামাঝি অবস্থান করে। মাঝারি শিল্প, বৃহৎ শিল্পের ন্যায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তবে মূলধন তুলনামূলকভাবে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা কম ব্যবহার করে। বাংলাদেশে প্যাকেটজাত বিস্কুট, মেলামাইন, চীনামাটির বাসনপত্র, স্যানিটারি ফিটিংস, সাইকেল, টায়ার-টিউব, সিগারেট ইত্যাদি উৎপাদনকারী শিল্প হলো মাঝারি শিল্প।

বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্য: বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তুলনামূলক কম মূলধন এবং শ্রমঘন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যায় বলে বাংলাদেশে এ শিল্পের প্রসার ঘটেছে। মোট শিল্পখাতের মূল্য সংযোজনের ৪৫% আসে বস্ত্রশিল্প থেকে এবং শিল্প শ্রমিকের ৫০% এ শিল্পে নিয়োজিত।

তৈরি পোশাক শিল্পের দ্রুত প্রসার: বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি দ্রুত বিকশিত রপ্তানিমুখী শিল্প। গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যায়। সস্তা শ্রম কাজে লাগিয়ে স্বল্প খরচে উৎপাদিত পোশাক রপ্তানি করাই এর মূল্য লক্ষ্য। এ শিল্পে প্রচুর সংখ্যক নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করছে। শিল্প খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকের প্রায় ৮০%-ই তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত।

জেনে রাখো

শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকার বেশি এবং ৩০ কোটি টাকার মধ্যে কিংবা ১০০ থেকে ২৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত আছে এমন কারখানাকে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মাঝারি শিল্প বলা হয়। এ নীতি অনুযায়ী, জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত আছে এমন কারখানাকে নন- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মাঝারি শিল্প বলে।

মূলধনের স্বল্পতা: বাংলাদেশের শিল্প খাতে স্বল্প পুঁজির শিল্প কারখানার আধিক্য লক্ষ করা যায়। মূলধনের স্বল্পতার কারণে বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানও সেভাবে গড়ে উঠে নি। মুদ্রাবাজার (ব্যাংক, বিমা) কিংবা মূলধনবাজার (শেয়ার মার্কেট) থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে বড় শিল্প-কারখানা স্থাপন করার মতো অবস্থা এখনও বাংলাদেশে সেভাবে প্রসারিত হয়নি।

ভারি শিল্প গড়ে ওঠেনি: ভারি শিল্পের অভাব বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে শিল্প-কারখানায় যন্ত্রপাতি তৈরি হয়, তাকে বৃহদায়তনের ভারি শিল্প বলে। যেমন– পাটকলে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু পাটকলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরি হয় ভারি শিল্পে। বাংলাদেশে এ রকম ভারি শিল্পের ভিত এখন যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে উঠেনি।

খনিজ সম্পদের অভাব: শিল্পোন্নয়নে খনিজ সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। লৌহ, কয়লা, পেট্রোলিয়ামের মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদের অভাবে এদেশের শিল্পোন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

শক্তি সম্পদের অভাব: বাংলাদেশে শক্তি সম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কয়লা ও তেল নেই বললেই চলে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎশক্তির যোগান পর্যাপ্ত নয়। ফলে শিল্পোন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে।

ওষুধ শিল্পের ব্যাপক প্রসার: অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। কিছু প্রতিষ্ঠানের ওষুধ বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন: বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোতে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মাধ্যমিক পণ্য ও মূলধনী পণ্য উৎপাদন হয় খুবই কম।

শ্রমনিবিড় শিল্পের প্রাধান্য: বাংলাদেশের শিল্প খাতে শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি বেশি ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে মূলধন নিবিড় প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই কম।

সার্বিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, বিগত প্রায় তিন দশক সময়ে বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোতে পরিবর্তনের একটি ধারা সূচিত হয়েছে।

৩.৫ বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধি অর্জন
(Contribution and Growth of Industrial Sector in GDP of Bangladesh)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের (Broad industry) অবদান ছিল ৩৭.৬৫ শতাংশ। জিডিপিতে শিল্পখাত ৫টি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো- ১. ম্যানুফ্যাকচারিং; ২. খনিজ ও খনন; ৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; ৪. পানি সরবরাহ, পয়নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পণ্যব্যবহার কার্যক্রম এবং ৫. নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২৫.০৭ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২৪.৯৫ শতাংশ। [অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪, পৃ-১৫]

জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিভিন্ন অর্থবছরের অবদান ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে: (অবদান কোটি টাকা)[১]

খাত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
কুটির শিল্প (কটেজ)	৯৬৭০৪ (১৪.১৭)	১০০২৫৭ (৩.৬৭)	১১০৫৫৭ (১০.২৭)	১২২৮৪৭ (১১.১২)	১৩৫১৩৯ (১০.০১)	১৪৩৩৫১ (৬.০৮)
ছোট, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প	১৭৪৬৩২ (১০.৬১)	১৭৯৩২৫ (২.৬৯)	২০৪২৪১ (১৩.৮৯)	২১৪১২৬ (৪.৮৪)	২৩৩৭০৮ (৯.১৫)	২৪৯৬৯৬ (৬.৮৪)
বৃহৎ শিল্প	২৮৯৮৮৫ (০.৪১)	২৯১০৭২ (১০.৬১)	৩২১৯৬৭ (১০.৬১)	৩৭২৪৫২ (১৫.৬৮)	৪০৩৬৭৫ (৮.৩৮)	৪৩০৩২০ (৬.৬০)
মোট	৫৬১২২০ (১২.৩৩)	৫৭০৬৫৪ (১.৬৮)	৬৩৬৭৬৫ (১১.৫৯)	৭০৯৪২৫ (১১.৪১)	৭৭২৫২২ (৮.৮৯)	৮২৩৩৬৭ (৬.৫৮)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ৩৭.৯৫ শতাংশ। দেশের জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এরূপ ১৯টি খাতের মধ্যে ৫টি উপখাতের সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে।

জেনে রাখো

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনেক পালাবদল ঘটেছে। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় উঠে এসেছে এদেশ। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭০ সালে এ দেশের অর্থনীতিতে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) আকার ছিল মাত্র ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার। তৎকালীন সময়ে মুদ্রা বিনিময় হার ছিল প্রতি ডলারে ৭ টাকা ২৮ পয়সা। সেই হিসাবে, অর্থনীতির আকার দাঁড়ায় ৩ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের স্থিরমূল্যে দেশের অর্থনীতি বা জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৩৩ লাখ ৯৭ হাজার ২৩১ কোটি টাকা। মাথাপিছু আয় এখন ২৭৮৪ ডলার দাড়িয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কোন খাতের প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি? *[৪২ তম বিসিএস]*

২. শিল্প কী? *[ম. বো. ২০২২]*

৩. বাংলাদেশের শিল্প খাতে কোন শিল্পের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়?

৪. বাংলাদেশের শিল্পনীতি-২০১০ অনুসারে মাঝারি শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা কত? *[ঢা. বো. ২০১৭]*

৫. জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাত কয়টি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত? *[দি. বো. ২০২২]*

৬. জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান কত শতাংশ? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. 'বি' ইউনিট ২০১১-১২]*

৭. শিল্প খাতের কোন উপখাতের অবদান সর্বোচ্চ?

৮. ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প কোন কোন উপখাতকে ধরা হয়? *[রা. বো. ২০২১]*

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. জিডিপিতে বিভিন্ন শিল্পের অবদান দিয়ে লেখচিত্র অঙ্কন করো।

২. বাংলাদেশে শিল্পখাতের উপখাতগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[১] *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ * সাময়িক, বন্ধনীতে শতকরা প্রবৃদ্ধির হার*

পাঠ ৩ বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস: শিল্পনীতি ২০২২ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

৩.৬ বাংলাদেশের শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Industry in Bangladesh)

'শিল্পনীতি ২০১০'-এর অনুসারে, বাংলাদেশের শিল্পগুলোকে ৯টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- ক. কুটিরশিল্প, খ. মাইক্রো শিল্প, গ. ক্ষুদ্র শিল্প, ঘ. মাঝারি শিল্প, ঙ. বৃহৎ শিল্প, চ. হাইটেক শিল্প, ছ. সংরক্ষিত শিল্প, জ. অগ্রাধিকার শিল্প এবং ঝ. নিয়ন্ত্রিত শিল্প। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের শিল্পনীতিতে ১২টি শিল্পের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পগুলোকে মোট ১৭টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে ২০২২ শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিল্পনীতি ২০২২ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Industry according to Industrial Policy 2022)

শিল্পনীতি ২০২২ অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণিবিন্যাস

- **শিল্প:** ব্যাপক অর্থে 'শিল্প' বলতে উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝাবে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন, পুনঃসামঞ্জস্যকরণ সংক্রান্ত কাজ।
- **উৎপাদন শিল্প:** পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সব ধরনের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড;
- **সেবা শিল্প:** যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব সেবামূলক কর্মসম্পাদিত হয় সেসব কর্ম।

১. বৃহৎ শিল্প:

- উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' (Large Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ কোটি টাকার অধিক। অথবা তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। যেসব তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১০০০ এর অধিক। কেবল এসব শিল্প বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।
- সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক। অথবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

২. মাঝারি শিল্প:

- ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকা। অথবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১-৩০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন।
- সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত। অথবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১-১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।
- তবে, কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৩. **ক্ষুদ্র শিল্প:**

- ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা। অথবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৬-১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।
- সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা। অথবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।
- তবে, কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৪. **মাইক্রো শিল্প:**

- 'মাইক্রো শিল্প' (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা। অথবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১-২৫ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।
- সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাইক্রো শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে। অথবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।
- তবে, কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৫. **কুটির শিল্প:**

- 'কুটির শিল্প' (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে। এসব প্রতিষ্ঠান জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টানার নিচে। এ প্রতিষ্ঠানে পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়।
- তবে, কোনো একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

৬. **হস্ত ও কারুশিল্প:** 'হস্ত ও কারুশিল্প' বলতে কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যকে বোঝায়। অথবা সৃজনশীল ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক যে পণ্য উৎপাদন করে।

৭. **হাইটেক শিল্প:** 'হাইটেক শিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর, উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর, পরিবেশবান্ধব, ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি), সফটওয়্যার টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রিনিউএবল এনার্জি, গ্রিন টেকনোলজি, হার্ডওয়্যার, ইনফরমেশন টেকনোলজি এনাবল্ড সার্ভিসেস (আইটিইএস) এবং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আরএন্ডডি) নির্ভর শিল্পকে বোঝাবে।

৮. **ভারী শিল্প:** 'ভারী শিল্প' (Heavy Industry) বলতে এমন শিল্পপণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে বৃহৎ আকারের উদ্যোগ, বড় যন্ত্রপাতি, ভূমির বৃহৎ এলাকা, উচ্চ খরচ ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িত থাকবে। এ শিল্প হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। উদাহরণস্বরূপ জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন শিল্প, ইস্পাত শিল্প, মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প ইত্যাদি ভারী শিল্প হিসেবে গণ্য হবে।

৯. **সৃজনশীল শিল্প:** 'সৃজনশীল শিল্প' (Creative Industry) বলতে সেব শিল্পকে বোঝায় যা শৈল্পিক মনন ও উদ্ভাবনী মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশল অথবা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। **যেমন:** অ্যাডভার্টাইজিং, স্থাপত্য, আর্ট এন্ড অ্যান্টিক, ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, ফিল্ম এন্ড ভিডিও, ইন্টারেক্টিভ লেজার সফটওয়্যার, মিউজিক, পারফর্মিং আর্ট, পাবলিশিং বা প্রকাশনা, সফটওয়্যার এন্ড কম্পিউটার ও মিডিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

১০. **রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্প:** রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্প বলতে সেসব শিল্পকে বোঝাবে যেসব শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এখাত থেকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শ্রেণির শিল্প সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্যতায় প্রাধান্য পাবে। **যেমন:** তৈরি পোশাক শিল্প; কৃত্রিম ফাইবার শিল্প; গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং শিল্প; ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প; প্লাস্টিক শিল্প; চামড়াজাত শিল্প; পাটজাত শিল্প; কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প; লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প; জাহাজ নির্মাণ শিল্প; ফার্নিচার শিল্প; হোম টেক্সটাইল শিল্প এবং একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্প; অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প; লজিস্টিকস শিল্প খাত।

১১. **বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্প:** বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্প বলতে সেসব শিল্পকে বোঝাবে যেসব শিল্পপণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয়। এসব পণ্যের রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ়করণে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। **যেমন:** ইলেকট্রিক ও ইলেক্টনিক শিল্প; সিরামিক শিল্প; মৎস্য শিল্প; প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং শিল্প; জুয়েলারি শিল্প; পেপার ও পেপার প্রোডাক্টস; রাবার শিল্প; রেশম শিল্প; হস্ত ও কারুশিল্প; তাঁতজাত শিল্প; সোলার এনার্জি; জীবন্ত ও প্রক্রিয়াজাত কাঁকড়া; খেলনা শিল্প; আগর শিল্প; হালাল মাংস ও মাংসজাত পণ্য; রিসাইকেল্ড পণ্য; চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী কর্মকাণ্ড। **যেমন:** আর্টিফিশিয়াল ইনটিলিজেন্স (এআই), ব্লক চেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), বিগ ডাটা এনালাইটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ক্লাউড কম্পিউটিং, এডভান্সড রোবোটিক্স, 3D প্রিন্টিং, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর)।

১২. **অগ্রাধিকার শিল্প:** 'অগ্রাধিকার শিল্প' (Priority Sector) বলতে সেসব শিল্পকে বোঝাবে যে শিল্প খাতগুলো বিকাশমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে অবদান রাখতে সক্ষম। কোন কোন শিল্প খাত/শিল্প উপ-খাত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প খাত হিসেবে চিহ্নিত হবে তা সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হবে। **যেমন:** বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পর্যটন শিল্প; হোম টেক্সটাইল শিল্প; উইন্ড মিল; ভেষজ ঔষধ শিল্প; হাসপাতাল ও ক্লিনিক, এলইডি, সিএফএল বাল্ব উৎপাদন; চা শিল্প; বীজ শিল্প; প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ; সিমেন্ট শিল্প; লজিস্টিকস শিল্প খাত; হাইটেক শিল্প; মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট ও ডিভাইজ শিল্প খাত; কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্প; রাইস ব্রান অয়েল শিল্প খাত।

জেনে রাখো

চার শিল্পবিপ্লব

প্রথম: ১৭৮৪ সাল, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার

দ্বিতীয়: ১৮৭০ সাল, বিদ্যুতের আবিষ্কার

তৃতীয়: ১৯৬৯ সাল, ইন্টারনেটের আবিষ্কার

চতুর্থ: ডিজিটাল বিপ্লব, ক্লাউস সোয়াব ২০১৬ সালে 'ডিজিটাল বিপ্লবকে' ৪র্থ শিল্পবিপ্লব বলেন।

১৩. **ট্রেডিং শিল্প:** ট্রেডিং বা ব্যবসা বলতে দেশে-বিদেশে উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডসমূহকে বোঝাবে।

১৪. **সংরক্ষিত শিল্প:** সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যেসব শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প (Reserved Industry) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। **যেমন:** অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি; পারমাণবিক শক্তি; সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল; বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ।

১৫. নিয়ন্ত্রিত শিল্প:

- প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ ধরনের শিল্প ব্যক্তি খাতে স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের (যেমন- সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।
- নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত কোনো শিল্প প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের অনুমোদন/অনাপত্তি না পাওয়া পর্যন্ত শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপনের জন্য নিবন্ধন প্রদান করতে পারবে না।

  যেমন: যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প; বেসরকারি খাতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্প; বেসরকারি খাতে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি; বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ; প্রাকৃতিক গ্যাস/তেল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প; কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প; অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প; বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প (যেমন- ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, মনোরেল, অর্থনৈতিক অঞ্চল। স্যাটেলাইট চ্যানেল; কার্গো/যাত্রী পরিবহন বিমান; সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল; সমুদ্র বন্দর/গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন; VOIP (Voice Over Internet Protocol) ও IP (Internet Protocol) Telephone; সৈকত বালি থেকে আহরিত ভারী খনিজনির্ভর শিল্প স্থাপন ও আহরণ; বিস্ফোরকসহ যেকোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান; এসিড উৎপাদনকারী শিল্প; রাসায়নিক সার উৎপাদনকারী শিল্প; সকল প্রকার শিল্প স্লাজ (Industrial Sludge) ও স্লাজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত সার এবং এ সংক্রান্ত যেকোনো সামগ্রী উৎপাদনকারী/প্রস্তুতকারী শিল্প; স্টোন ক্রাশার শিল্প।

জেনে রাখো

নিয়ন্ত্রিত শিল্পের বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প হলো: ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, মনোরেল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইনল্যান্ড কনটেইনার, ডিপো/কনটেইনার, ফ্রেইট স্টেশন ইত্যাদি।

১৬. পর্যটন শিল্প: পর্যটন শিল্প বলতে ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে ভ্রমণ, চারু ও কারুশিল্পের ঐতিহ্য ও স্থাপনা দর্শন, বনাঞ্চল ও জীব-বৈচিত্র্যের দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ, বিভিন্ন প্রকার আবাসন ও চিত্ত বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝাবে। একই সাথে পর্যটকদের জন্য নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পর্যটন সুযোগ-সুবিধাদি প্রবর্তন ও অবকাঠামো নির্মাণকেও বোঝাবে।

১৭. অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প: দেশের বিশেষ আইন দ্বারা বিধিবন্ধ নয় বা কর ও রাজস্ব আদায় খাতে অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত নয় এমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প হিসেবে আখ্যায়িত হবে। যেমন: গৃহকর্মী (Domestic Workers, হকার (Street Vendors), আবর্জনা সংগ্রহকারী (Waste Pickers) ইত্যাদি।

শিল্পনীতি ২০২২-এর লক্ষ্য

১. টেকসই ও পরিবেশসম্মত শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন;

২. সরকারের সামগ্রিক রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে জনশক্তির দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২৭ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ;

৩. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবসহ দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে দীর্ঘমেয়াদে শিল্পায়ন প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকারি ও ব্যক্তি খাতে সক্ষমতার উন্নয়ন এবং

৪. টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তি আহরণ এবং বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়নে বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশল শিল্পের শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা।

জেনে রাখো

ফরাসি সমাজবিদ ও দার্শনিক অগাস্তে ব্ল্যাংকি সর্বপ্রথম ১৮৩৭ সালে 'শিল্প বিপ্লব' কথাটি ব্যবহার করেন।

শিল্পনীতি ২০২২-এর উদ্দেশ্য

১. দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি; গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান এবং স্থানীয় প্রযুক্তি ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ;
২. রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বহুমুখীকরণ সহায়ক শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান;
৩. কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে শিল্পায়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিকশিত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি;
৪. হালকা প্রকৌশল শিল্পসহ বৃহৎ শিল্পের অগ্র ও পশ্চাৎমুখী শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে উচ্চ প্রযুক্তির ভারী শিল্প স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৫. বিনিয়োগ পরিবেশের অধিকতর উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প খাতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা;
৬. প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামো সহজীকরণের মাধ্যমে শিল্প খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;
৭. শিল্প পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থ সংরক্ষণ;
৮. শিল্পপণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় বাজারজাতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৯. চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান;
১০. স্থানীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষায়িত শিল্প জোন গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান;
১১. শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
১২. পরিবেশসম্মত শিল্পায়ন এবং কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং
১৩. আন্তর্জাতিক মানের মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্ব মূল্য সংযোজন চেইনে অংশগ্রহণ সহজীকরণ।

শিল্পনীতি ২০১৬ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি;
২. উৎপাদিত শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টি;
৩. আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস;
৪. টেকসই শিল্পায়নের জন্য দেশীয় উপকরণ ব্যবহার বৃদ্ধি ও পণ্য বহুমুখীকরণ এবং আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন;
৫. সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি;
৬. ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পের মাধ্যমে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ;
৭. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী শিল্প কত প্রকার? *[ম. বো. ২০২২]*
২. শিল্পনীতি-২০১৬ অনুযায়ী শিল্প কত প্রকার? *[ঢা. বো. ২০২৩]*
৩. শিল্পনীতি-২০২২ অনুযায়ী শিল্প কত প্রকার?
৪. সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল কোন শিল্পের অন্তর্গত? *[ব. বো. ২০২২]*
৫. সর্বশেষ বাংলাদেশের জাতীয় শিল্পনীতি কত সালে গ্রহণ করা হয়? *[চ. বো. ২২]*
৬. শিল্পনীতি ২০২২ অনুসারে ২০২৭ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান কত শতাংশ ধরা হয়েছে?

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল শিল্পখাতগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৪ শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস

৩.৭ শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Industry according to Industrial Policy 2016)

ক. বৃহৎ শিল্প:

১. ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' (Large Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (Replacement Cost) ৫০ কোটি টাকার অধিক কিংবা তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। যে সকল তৈরি পোশাক (শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১০০০ এর অধিক কেবল সে সকল তৈরি পোশাক শিল্প বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

খ. মাঝারি শিল্প:

১. ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১ থেকে ৩০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন।

২. সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১ থেকে ১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

গ. ক্ষুদ্র শিল্প:

১. ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩১ থেকে ১২০ জন শ্রমিক কাজ করে।

২. সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩. কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ঘ. মাইক্রো শিল্প:

১. 'মাইক্রো শিল্প' (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

২. সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাইক্রো শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩. কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ঙ. কুটিরশিল্প:

১. 'কুটিরশিল্প' (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নিচে এবং যা পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়।

২. কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড কুটিরশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

চ. হস্ত ও কারুশিল্প:

'হস্ত ও কারুশিল্প' বলতে কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে অথবা সৃজনশীল ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক যে পণ্য উৎপাদিত হয়।

ছ. হাইটেক শিল্প:

'হাইটেক শিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস/জীব প্রযুক্তি বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) নির্ভর শিল্পকে বোঝাবে।

জ. সংরক্ষিত শিল্প:

সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যে সকল শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প (Reserved Industry) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সংরক্ষিত শিল্পখাতের উদাহরণ হলো— ১. অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ২. পারমাণবিক শক্তি, ৩. সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল, ৪. বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ।

ঝ. অগ্রাধিকার শিল্প:

'অগ্রাধিকার শিল্প' (Priority Industry) বলতে সে সমস্ত শিল্প গণ্য হবে যে শিল্পখাতগুলো বিকাশমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন শিল্পখাত/শিল্প উপখাত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত/উপখাত হিসেবে চিহ্নিত হবে তা সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হবে। অগ্রাধিকার শিল্পের উদাহরণ: ১. প্লাস্টিক শিল্প, ২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান, ৩. জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ৪. পর্যটন শিল্প, ৫. হিমায়িত মৎস্য শিল্প, ৬. হোম টেক্সটাইল সামগ্রী শিল্প, ৭. ভেষজ ঔষধ শিল্প, ৮. হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ৯. হস্ত ও কারু শিল্প, ১০. চা শিল্প, ১১. বীজ শিল্প, ১২. জুয়েলারি, ১৩. খেলনা, ১৪. আসবাবপত্র শিল্প ও ১৫. সিমেন্ট শিল্প।

ঞ. উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প:

উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প (High Priority Industry) বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝায় যে সমস্ত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এ খাত থেকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শ্রেণির শিল্পখাত সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্যতায় প্রাধান্য পাবে। উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পের উদাহরণ: ১. কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প, ২. তৈরি পোশাক শিল্প, ৩. আইসিটি/সফটওয়ার শিল্প, ৪. ঔষধ শিল্প, ৫. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প, ৬. লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ৭. পাট ও পাটজাত শিল্প।

ট. সৃজনশীল শিল্প:

১. 'সৃজনশীল শিল্প' (Creative Industry) বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝায় যা শৈল্পিক মনন ও উদ্ভাবনী মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশল অথবা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমন- এ্যাডভার্টাইজিং, স্থাপত্য, আর্ট এন্ড এ্যান্টিক, ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, ফিল্ম এন্ড ভিডিও, ইন্টারেক্টিভ লেজার সফটওয়্যার, মিউজিক, পারফর্মিং আর্ট, পাবলিশিং, সফ্টওয়্যার এন্ড কম্পিউটার ও মিডিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

২. এ শিল্প সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে সৃজনশীল শিল্পের মানচিত্র (Mapping) প্রণয়ন করা হবে। এ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের অধিকতর সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

ঠ. নিয়ন্ত্রিত শিল্প:

১. প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ ধরনের শিল্প ব্যক্তিখাতে স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের (যেমন— সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।

২. নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের অনুমোদন/অনাপত্তি না পাওয়া পর্যন্ত শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপনের জন্য নিবন্ধন দিতে পারবে না। নিয়ন্ত্রিত শিল্পের উদাহরণ: ১. যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প, ২. বেসরকারি খাতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্প, ৩. বেসরকারি খাতে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, ৪. বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ, ৫. প্রাকৃতিক গ্যাস/ তেল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প, ৬. কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প, ৭. অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প, ৮. স্যাটেলাইট চ্যানেল, ৯. কার্গো/যাত্রী পরিবহন বিমান, ১০. সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল, ১১. সমুদ্র বন্দর/গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন, ১২. VOIP(Voice Over Internet Protocol) ও IP(Internet Protocol) Telephone, ১৩. এসিড উৎপাদনকারী শিল্প, ১৪. রাসায়নিক সার উৎপাদনকারী শিল্প।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পকে কী বলা হয়?

২. শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী 'পর্যটন শিল্প' নিম্নের কোন শিল্পের অন্তর্গত? *[দি. বো. ২০২২]*

৩. কোন শিল্পটি উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত? *[য. বো. ২০২১]*

৪. উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব গবেষণানির্ভর শিল্পকে কী বলে? *[চ. বো. ২০১৯]*

৫. ফ্লাইওভার নির্মাণ কোন শিল্পের অন্তর্গত? *[দি. বো. ২০১৭]*

৬. শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ কত টাকা? *[য. বো. ২০২১]*

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস থেকে সংরক্ষিত শিল্পের একটি প্রবাহ চিত্র আঁক।

পাঠ ৫

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প; বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পার্থক্য; বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সমস্যাবলি; বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সমস্যাবলি সমাধানের উপায়; বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য; বৃহদায়তন শিল্পের অসুবিধাসমূহ; বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব

৩.৮ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প (Small and Cottage Industry)

কুটিরশিল্প: যে শিল্পে স্বল্প মূলধন ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সংখ্যা ১০ জনের অধিক নয় ও সহজলভ্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে পারিবারিক সদস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তাকে কুটিরশিল্প বলে।

অধ্যাপক **পি. এন. ধর**-এর মতে, 'যে শিল্পে ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য প্রস্তুতে ২০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে কুটিরশিল্প বলে।'

কুটিরশিল্পের বৈশিষ্ট্য:

১. সাধারণত পারিবারিক মালিকানায় গৃহের ভেতরে বা পাশে ছোট পরিসরে এ শিল্প স্থাপিত হয়। তবে আধুনিক কালে কিছু কিছু কুটিরশিল্পের কারখানা বসত বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন স্থানে এবং কিছুটা বড় আকারে স্থাপন করা হয়।
২. এ শিল্পের হালকা ও সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং দেশজ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়।
৩. এ শিল্পের ব্যবস্থাপনা কৃষি ব্যবস্থাপনার কাছাকাছি।
৪. সাধারণত পরিবার বা কোনো একটি গোষ্ঠীর দ্বারা এ শিল্পের শ্রমিক ও পুঁজি সরবরাহ করা হয়। এ শিল্পের বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ কম হয়।
৫. কুটিরশিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত।
৬. অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুটিরশিল্পের কারখানা গ্রামীণ ও শহরের বিচ্ছিন্ন এলাকায় স্থাপিত হয়।

ক্ষুদ্র শিল্প: ২০১৬ শিল্পনীতিতে কুটিরশিল্প অপেক্ষা বড় কিন্তু বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা ছোট এবং জমি কারখানা ব্যতীত স্থায়ী সম্পদ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা ৩১ থেকে ১২০ জন শ্রমিক কাজ করে এরূপ শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার মতে, 'যে সকল শিল্পে জমি ছাড়া স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা সেসব শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।' বাংলাদেশে শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাধারণত বেতনভুক্ত শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে দেশে বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলো হলো— ধাতব শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, সাবান ও কসমেটিকস শিল্প, হোসিয়ারি শিল্প, কাচ শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, স্টেশনারি দ্রব্য শিল্প, যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, হালকা যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি শিল্প ইত্যাদি।

এদেশের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প কী কী?

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্পগুলো হলো তাঁত শিল্প, বাঁশ শিল্প, বেত ও কাঠ শিল্প।

ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য:

১. বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা কম পুঁজি, স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক ও মোটামুটি আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এসব শিল্প পরিচালিত হয়।
২. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকের নিজস্ব মূলধন ছাড়াও ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।
৩. এসব শিল্পে দেশি ও বিদেশি উভয় উৎস থেকেই কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সংগৃহীত হয়।
৪. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি কারখানার পরিবেশ বিরাজ করে এবং তা একক, অংশীদারি অথবা সমবায়ভিত্তিক মালিকানায় পরিচালিত হয়।
৫. এসব অধিকাংশ শিল্পে উন্নত প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়।
৬. এসব শিল্পকে দেশের কারখানা আইন মেনে চলতে হয়।
৭. বাংলাদেশে সাধারণত এসব শিল্পের অধিকাংশ উৎপাদিত পণ্যের প্রসারিত অভ্যন্তরীণ বাজার রয়েছে।
৮. অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা শহরাঞ্চলে বা শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত হয়।
৯. এসব শিল্পের উৎপাদনে মূল্য সংযোজনের মাত্রা কুটিরশিল্প অপেক্ষা বেশি। তাই এসব শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি।

৩.৯ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের গুরুত্ব (Importance of Small and Cottage Industry in Bangladesh Economy)

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা কিংবা পারিবারিক অবসরকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো–

১. **কর্মসংস্থান:** বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বেকার সমস্যা। এ বিপুল বেকার জনশক্তিকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তাদেরকে ঘরে বসেই কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

২. **মহিলাদের কর্মসংস্থান:** আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ বিশাল অঙ্কের নারীসমাজ ধর্মীয় কারণে, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদির কারণে ঘরের বাইরে কোনো কাজ করতে পারে না। তখন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তারা ঘরে বসেই কাজের ব্যবস্থা করতে পারে।

৩. **কৃষিখাতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস:** বাংলাদেশের কৃষিখাতে প্রচুর লোক ছদ্মবেশী বেকার, মৌসুমি বেকার হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। এ সকল ছদ্ম বেকার, মৌসুমি বেকারদের কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োগ করা যায়।

৪. **স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন:** আমাদের দেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চয়ের পরিমাণও কম হয় তাই মূলধনের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। তাই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে এই স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ করা যায়।

৫. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** দেশের কৃষকদের বাড়তি আয়ের মাধ্যম হিসেবে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফলে মাথাপিছু আয় বাড়ার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে।

৬. **সম্পদের সুষম বন্টন:** বৃহদায়তন শিল্পের কারণে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত থাকে। পক্ষান্তরে, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে এই সম্পদের সুষম বন্টন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা যায়।

৭. **দেশজ কাঁচামালের সদ্ব্যবহার:** আমাদের দেশে পল্লি অঞ্চলে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সেগুলো কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে এ সব দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা যায়।

৮. **বৃহদায়তন শিল্পের উপজাত ব্যবহার:** বৃহদায়তন শিল্পের উপজাত দ্রব্যের মধ্যে অনেক কিছু ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৯. **জনগণের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন:** ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে জনগণের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়। ফলে সৌখিন দ্রব্য আসবাবপত্র নির্মাণে এ শিল্প সাফল্য লাভ করে থাকে।

১০. **বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়:** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত পণ্য অনেক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ অনেক কমে যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়।

১১. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:** ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের অনেক পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

১২. **মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস:** বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ বেশি হলে দামস্তর এমনিতে কমে যাবে। মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

১৩. **ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা সহজ:** ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের জন্য একদিকে যেমন মূলধন কম প্রয়োজন হয় অন্যদিকে, তেমনি কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞান কম ব্যবহার হয়। ফলে এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সহজ।

১৪. **কুটিরশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না:** কুটিরশিল্পসমূহ সাধারণত দেশের বিভিন্ন স্থানে ও অঞ্চলে বিক্ষিপ্তকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ফলে দেশে কোনো সময় যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় তাহলেও কুটিরশিল্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

১৫. **পরিবেশ দূষণ কম:** বৃহদায়তন শিল্প পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। কিন্তু এদিক থেকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না তথা এই শিল্পটি পরিবেশ বান্ধব।

১৬. **জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ:** বাংলাদেশের কুটিরশিল্প কারখানাকে পুরোনো ঐতিহ্যের জীবন্ত জাদুঘর হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আর তাই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে ধারণ করে থাকে।

১৭. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে:** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি, বৃহদায়তন শিল্প ও অন্যান্য খাতের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.১০ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Small & Cottage Industry)

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অনেকটা কাছাকাছি হলেও শিল্পদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন:

১. দেশীয় কাঁচামাল, স্বল্প মূলধন ও হালকা প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি দ্বারা পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে নিজ গৃহে পরিচালিত শিল্পই হলো কুটির শিল্প। অন্যদিকে, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি স্বল্প মূলধন ও অল্প কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে পরিচালিত শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।

২. কুটির শিল্পের জমি ও কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয় ১০ লক্ষ টাকার নিচে এবং শ্রমিক সংখ্যা সাধারণত ১৫ জনের অধিক হয় না। কিন্তু, ক্ষুদ্র শিল্পের স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয় ১০ লক্ষ থেকে ২ কোটি টাকা এবং শ্রমিক সংখ্যা সাধারণত ১৬-৫০ জন হয়।

৩. ক্ষুদ্র শিল্পে কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং বিদ্যুতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কিন্তু কুটির শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ খুবই স্বল্প।

৩.১১ বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সমস্যাবলি (The Problems of Cottage Industry in Bangladesh)

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ বাংলাদেশে কুটির শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বাংলাদেশের কুটির শিল্পগুলো বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। নিচে বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সমস্যাবলি আলোচনা করা হলো:

১. **মূলধনের অভাব:** বাংলাদেশের কুটির শিল্পীরা অত্যন্ত দরিদ্র। তাদের আয় খুবই কম। তাই দেশের কুটির শিল্পীদের মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ অবস্থায় তাদের পক্ষে কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা সম্ভব হয় না। ফলে কুটির শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

২. **ঋণের অভাব:** বাংলাদেশের কুটির শিল্পীরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহজ শর্তে প্রয়োজনমতো ঋণ পায় না। এ অবস্থায় ঋণের অভাবে কুটির শিল্পীদের পক্ষে অনেক সময় উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৩. **কাঁচামালের অভাব:** বাংলাদেশে কুটির শিল্পের পর্যাপ্ত কাঁচামাল উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানি করতে হয়। ফলে দেশে কাঁচামালের অভাব দেখা দেয় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৪. **শিক্ষার অভাব:** বাংলাদেশের কুটির শিল্পীরা অশিক্ষিত। তাদের কোনো কারিগরি জ্ঞান নেই। তাই তারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ। এ অবস্থায় তাদের পক্ষে ভালো ও রুচিসম্মত দ্রব্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

৫. **আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব:** বাংলাদেশে কুটির শিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশি হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদিও নিম্নমানের হয়ে থাকে।

৬. **ত্রুটিপূর্ণ বাজারব্যবস্থা:** বাংলাদেশে কুটির শিল্পের বাজারব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের দেশের কুটির শিল্পীরা দ্রব্যাদির বাজার সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখে না। ফলে ফড়িয়া ও দালালরা তাদেরকে প্রতারিত করে থাকে এবং তারা দ্রব্যাদির ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত।

৭. **নিম্নমানের দ্রব্য:** বাংলাদেশের কুটির শিল্পীদের সাধারণ ও কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে উৎপাদিত কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি অত্যন্ত নিম্নমানের হয়ে থাকে। ফলে দ্রব্যাদির চাহিদা কম হয়।

৮. **বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা:** কুটির শিল্প বর্তমানে বৃহদায়তন শিল্পের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এরূপ প্রতিযোগিতার ফলে বাংলাদেশের কুটির শিল্প ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

৯. **বিদেশি পণ্যের প্রতি আকর্ষণ:** বিদেশি পণ্যের মান উন্নত এবং দাম কম। তাই বাংলাদেশের জনগণ স্বভাবতই কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষা বিদেশি দ্রব্যাদি অধিক পছন্দ করে। ফলে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে।

১০. **দক্ষ কারিগরের অভাব:** বাংলাদেশে কুটির শিল্পে নিয়োজিত লোকদের অধিকাংশই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। তাদের আধুনিক কারিগরি জ্ঞান নেই, তাই তারা অদক্ষ। এজন্য তাদের পক্ষে রুচিসম্মত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

১১. **কম মজুরি:** বাংলাদেশে যেসব লোক কুটির শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে তাদের মজুরি খুবই কম। ফলে এ শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি রয়েছে।

১২. **সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব:** বাংলাদেশের কুটির শিল্পের অন্যতম সমস্যা হলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে আমাদের কুটির শিল্পগুলোর বিকাশের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

৩.১২ বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সমস্যাবলি সমাধানের উপায় (Measures to Solve the Problems of Cottage Industry in Bangladesh)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কুটির শিল্পের বর্তমান সমস্যাবলির সমাধান একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করতে হবে—

১. **উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ:** বাংলাদেশের কুটির শিল্পে প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশ হতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করে কুটির শিল্পীদের মধ্যে কম দামে ও সহজ শর্তে সরবরাহ করতে হবে। এর ফলে কুটির শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদির মান উন্নত হবে।

২. **পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহ:** কুটির শিল্পীদের মূলধনের অভাব পূরণের জন্য সহজ শর্তে ও কম সুদে পর্যাপ্ত ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যাংক, ক্ষুদ্র শিল্প ব্যাংক ও সমবায় সমিতির শাখা স্থাপন করে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. **কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা:** কুটির শিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের কারিগরি প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে অধিক সংখ্যক কারিগরি বিদ্যালয় কেন্দ্র স্থাপন করে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. **কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান:** কুটির শিল্পীদের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশ হতে কাঁচামাল আমদানি করে কুটির শিল্পে কাঁচামাল যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার:** বাংলাদেশের কুটির শিল্পে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে উৎপাদন ব্যয় কম হবে এবং দ্রব্যের গুণগত মান উন্নত হবে।

৬. **বাজারব্যবস্থার উন্নতি:** কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজারব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। সমবায় বাজার সমিতি গঠন করে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে কুটির শিল্পীরা ন্যায্যমূল্য পাবে। তাছাড়া বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির জনপ্রিয়তা বাড়ানো যেতে পারে।

৭. **মান উন্নয়ন:** কুটির শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদির মান উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করলে দ্রব্যাদির মান উন্নত হবে।

৮. **প্রতিযোগিতা হ্রাস:** কুটির শিল্পকে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বৃহদায়তন ও কুটির শিল্পকে পরস্পর পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিযোগিতা হ্রাস করতে হবে।

৯. **ব্যাপক প্রচার:** রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রচার চালালে এর চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

১০. **সংরক্ষণের ব্যবস্থা:** কুটির শিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত হতে রক্ষার জন্য সংরক্ষণমূলক নীতি গ্রহণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিদেশি দ্রব্যের ওপর অধিক শুল্ক ধার্য এবং কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারকে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. **সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা:** কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য। কাজেই কুটির শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সাহায্যদানের জন্য সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ওপরে আলোচিত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করলে কুটির শিল্পের বর্তমান সমস্যাবলির সমাধান সম্ভব হবে। ফলে কুটির শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৩.১৩ বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Large Industry)

যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল মূলধন, বহুসংখ্যক দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক, উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলোকে বৃহৎ শিল্প বলে। উন্নত দেশগুলোতে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন কলাকৌশল, আকৃতি, ব্যবহৃত উপকরণ, সরঞ্জাম, প্রযুক্তি ও শ্রমিকের দক্ষতা এবং কারিগরি জ্ঞান অনেক উন্নতমানের। উৎপাদিত পণ্য উন্নত-মানসম্পন্ন। সেসব অধিকাংশ শিল্প ভোগ্যপণ্য অপেক্ষা মূলধন দ্রব্য বেশি উৎপাদন করে। উন্নত

দেশের বড় বড় শিল্পের উৎপাদিত মূলধন দ্রব্যাদি বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিল্প ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ বৃহৎ শিল্প প্রধানত ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে এবং এগুলোর কিছু কিছু দ্রব্য মূলত রপ্তানির জন্য উৎপাদন হয়। এ দেশের প্রধান বৃহৎ শিল্প হলো— পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ইত্যাদি। এসব বৃহৎ শিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. বৃহৎ শিল্প সাধারণত গোষ্ঠী মালিকানায় পরিচালিত এবং সেখানে শিল্প ও কারখানা আইন প্রযোজ্য হয়।
২. এসব প্রায় প্রতিটি শিল্প কিছুসংখ্যক ফার্ম বা কারখানার সমন্বয়ে গঠিত।
৩. বৃহৎ শিল্প ব্যক্তিমালিকানা অথবা রাষ্ট্রীয় উভয় খাতেই স্থাপিত ও পরিচালিত হতে পারে। তবে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছুসংখ্যক শিল্প ছাড়া অধিকাংশ বড় শিল্প বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন।
৪. ঋণদাতা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পুঁজি বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করে।
৫. এসব শিল্পে বিপুল মূলধন, বেশিসংখ্যক শ্রমিক, আধুনিক ও উন্নত সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।
৬. উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বেশি ও তার মান উন্নত।
৭. প্রায় সব বড় শিল্পের শ্রমিকরা কোনো না কোনো শ্রমিক সংগঠনের সদস্য।
৮. দক্ষ ও অর্ধদক্ষ উভয় ধরনের শ্রমিক রয়েছে।
৯. উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

জেনে রাখো

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা বা সংক্ষেপে বিসিক (BSCIC = Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation) বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা বা ইপসিক (EPSCIC = East Pakistan Small and Cottage Industry Corporation)। তৎকালীন EPSIC-এর উত্তরসূরি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন।

১৯৭৩ সালে বিসিককে Bangladesh Small Industries Corporation (BSIC) এবং Bangladesh Cottage Industries Corporation (BCIC) দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

৩.১৪ বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধাসমূহ (The Adventages of Large Industries)

বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতকগুলো ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করা যায়। ফলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়। আধুনিককালে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ ও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন শিল্প ব্যবস্থা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। নিচে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো –

১. **শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ সুবিধা:** বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন পদ্ধতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরে বিভক্ত করে শ্রমিকের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ করা হয়। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
২. **মূলধন সংগ্রহের সুবিধা:** বৃহদায়তন শিল্প সহজেই প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থার নিকট হতে সহজ শর্তে বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।
৩. **কাঁচামাল ক্রয়ের সুবিধা:** বৃহদায়তন শিল্পে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল একই সাথে ক্রয় করতে হয় বলে তা পাইকারি দামে ক্রয় করা সম্ভব হয়। ফলে পাইকারি দাম খুচরা দাম তুলনায় কম হয়।
৪. **ব্যবস্থাপনার সুবিধা:** উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি পেলেও এর একই ব্যবস্থাপকমণ্ডলী দ্বারা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করানো যায়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও ব্যবস্থাপনার ব্যয় বাড়ে না।
৫. **যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার:** বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমবিভাগ প্রবর্তনের ফলে যন্ত্রপাতিরও সদ্ব্যবহার হয়। ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কারিগরি ব্যয় সংকোচ দেখা দেয় এবং ব্যয় হ্রাস পায়।
৬. **কারিগরি সুবিধা:** স্বাভাবিকভাবেই বৃহদায়তন কারখানা সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত কারিগরি পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর ফলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে ও অপচয় রোধ হয়।

৭. **বিক্রয়ের সুবিধা:** বৃহদায়তন শিল্পে কম সময়ে বেশি পণ্য উৎপাদন করা যায়। ফলে খরচ কম পড়ে। তাই কম দামে বিক্রি করতে এবং চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যোগান দিতে পারে।

৮. **ঝুঁকি হ্রাস:** বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদনে ক্ষতি হলেও অন্য দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে তা কাটিয়ে ওঠে।

৯. **পরিবহন সুবিধা:** এ ধরনের প্রতিষ্ঠান একই সময়ে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদিত পণ্য পরিবহন করে। ফলে গড় পরিবহন ব্যয় কম হয়।

১০. **গবেষণার সুবিধা:** দ্রব্যের মানোন্নয়নের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করা একান্ত অপরিহার্য। একমাত্র বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই গবেষণা কাজের বিপুল ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব।

১১. **প্রচার সুবিধা:** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান একই খরচে বিপুল উৎপন্ন দ্রব্যের প্রচারের ব্যবস্থা, দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিক্রেতা নিযুক্ত এবং বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ করতে পারে। ফলে এরা সহজেই বাজার নিজেদের দখলে আনতে পারে।

১২. **দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ:** বৃহদায়তন শিল্পের ব্যবসা কার্য পরিচালনার জন্য উচ্চ বেতন, অভিজ্ঞ কর্মচারী ও দক্ষ ম্যানেজার নিয়োগ করা হয় ফলে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালিত হয়।

১৩. **স্থায়ী খরচের মিতব্যয়:** বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থায়ী খরচ; যেমন– ভূমির খাজনা, মূলধনের সুদ, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বাবদ গড় ব্যয় কমে। ফলে শিল্পের মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

অতএব, উপরিউক্ত বিভিন্ন সুবিধাসমূহ বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

৩.১৫ বৃহদায়তন শিল্পের অসুবিধাসমূহ (The Disadvantages of Large Industries)

বৃহদায়তন শিল্পের কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে বৃহদায়তন শিল্পের অসুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো –

১. **মূলধন সংগ্রহে যোগান:** বৃহদায়তন শিল্পে প্রচুর পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিকের পক্ষে সবসময় এত বেশি মূলধনের যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া সুদের হার বাড়লে ঋণ গ্রহণের সমস্যা দেখা দেয়।

২. **ব্যবস্থাপনার জটিলতা:** বৃহদায়তন উৎপাদন সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়। এর ফলে অনেক শাখা-প্রশাখার তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনাকার্য পরিচালনা করা জটিল হয়ে পড়ে।

৩. **বাজারের সীমাবদ্ধতা:** উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা কোনো কারণে যেমন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পরিবহন সমস্যা ইত্যাদির জন্য কমে গেলে বৃহদায়তন উৎপাদন লাভজনক হয় না।

৪. **অতি উৎপাদন সমস্যা:** বৃহদায়তন শিল্পে প্রচুর দ্রব্য উৎপাদন হয়। অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না বলে বৃহদায়তন শিল্পে অতি উৎপাদন সমস্যা দেখা দেয়।

৫. **একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি:** অনেক সময় সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো চুক্তির মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি করে। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না।

৬. **অপচয়:** বৃহদায়তন শিল্পের পরিধি বিশাল হওয়ায় অনেক সময় মালিকের পক্ষে সব কিছু দেখভাল ও তত্ত্বাবধানে রাখা সম্ভব হয় না। ফলে কাঁচামাল, উপজাত দ্রব্য, মাধ্যমিক দ্রব্য ইত্যাদির প্রচুর অপচয় ঘটে।

৭. **শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্কের অবনতি:** বৃহদায়তন উৎপাদনে শ্রমিকের সাথে মালিক পক্ষের কোনোরূপ যোগাযোগ থাকে না বলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে বৃহদায়তন শিল্প কারখানায় ধর্মঘট, লকআউট প্রভৃতি লেগে থাকে।

৮. **অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ:** বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠার ফলে শিল্প এলাকায় অনেক বেশি লোককে বসবাস করতে হয়। ফলে সেখানে বস্তি জীবনের উদ্ভব ঘটে। এতে করে পরিবেশ নোংরা ও দূষিত হয় এবং নানারকম নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৯. **ধনবৈষম্য সৃষ্টি:** বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠার ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অধিক সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে সমাজে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং উত্তরোত্তর তা বাড়ে।

অতএব, উপরিউক্ত বিভিন্ন অসুবিধাসমূহ বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

৩.১৬ বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব (The Importance of Large Industries In Bangladesh)

বাংলাদেশে যে তিন শ্রেণির প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তার মধ্যে মূলধন ও উৎপাদনের দিক থেকে বৃহৎ শিল্প সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি:** বৃহৎ শিল্পে শ্রমিক প্রতি মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বেশি। সুতরাং, এ শিল্প জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেশি অবদান রাখে।

২. **রপ্তানি বৃদ্ধি:** রপ্তানিমুখী শিল্পের অনেকগুলোই বৃহৎ শিল্প। যেমন— তৈরি পোশাক, চামড়া, চিংড়ি, চীনামাটির পাত্র বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। বৃহৎ শিল্পের দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার:** বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক শিল্পগুলো বৃহৎ শিল্প। যেমন— সার, সিমেন্ট, চীনামাটির পাত্র ইত্যাদি শিল্প। এসব শিল্পের উন্নয়ন হলে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে।

৪. **কৃষি উন্নয়ন:** কোনো কোনো বৃহৎ শিল্প কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে। যেমন— পাট, চা, চিনি, সিগারেট ইত্যাদি। এসব শিল্পের উন্নতি হলে কাঁচামালের ব্যবহার বাড়বে এবং ফলে কৃষির উন্নতি হবে।

৫. **প্রযুক্তির উন্নয়ন:** বৃহৎ শিল্পে সাধারণত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রযুক্তির অনুসরণে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ফলে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে।

৬. **দক্ষ শ্রমিক শ্রেণি:** বৃহৎ শিল্পে সাধারণত দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এর ফলে দেশে একটি দক্ষ শ্রমিক শ্রেণি গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

৭. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণ:** শ্রমঘন বৃহৎ শিল্পে বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। দেশের অভ্যন্তরে বৃহৎ শিল্পের বিকাশ ঘটলে তা বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৮. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:** শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর দাম কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় বেশি হয়। দেশে শিল্পোন্নয়ন হলে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

৯. **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনশীলতা তুলনামূলক অধিক হয়। তাই এ শিল্পের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে দেশের মোট উৎপাদন বাড়ানো যায়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

১০. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন:** বাংলাদেশের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশে কৃষির উৎপাদন প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু দেশে শিল্পে বিকাশ ঘটানো সম্ভব হলে বন্যা, খরা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও নিরবচ্ছিন্নভাবে শিল্পাজাত দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়।

১১. **স্বনির্ভরতা অর্জন:** বর্তমানে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিদেশে থেকে আমদানির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় এবং বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহৎ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়সহ বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করা সম্ভব।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুটির শিল্পে ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ কত?
২. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিচের কোন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম? */ব. বো. ২০২১/*
৩. বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়? */কু. বো. ২০২৩/*
৪. কুটির শিল্প টিকিয়ে রাখা কেন প্রয়োজন? */চ. বো. ২০২২/*
৫. পারিবারিক পরিবেশে এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে শিল্প গড়ে উঠে তাকে কী বলা হয়?
৬. ধাতব শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, কসমেটিকস শিল্প, হোসিয়ারি ইত্যাদি কোন শিল্পের অন্তর্গত?

► উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

পার্থক্য খুঁজে ছক আকারে উপস্থাপন করো: ১. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ২. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প।

পাঠ ৬ রপ্তানিমুখী শিল্প; বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

৩.১৭ রপ্তানিমুখী শিল্প (Export Oriented Industry)

রপ্তানিমুখী শিল্প: দেশে উৎপাদিত পণ্য সম্পূর্ণরূপে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করার জন্য যে শিল্প গড়ে উঠে তাকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলা হয়। অর্থাৎ যেসব পণ্যের বৈদেশিক চাহিদা ও রপ্তানির সম্ভাবনা বেশি থাকে সেসব পণ্যের শিল্পকেই রপ্তানিমুখী শিল্প বলা হয়। যেসব শিল্প তাদের উৎপাদিত পণ্যের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে অথবা রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করে ও যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের সেবায় ন্যূনতম ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে, সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে গণ্য করা হবে। রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্য থেকে লাভ বৃদ্ধি করা। রপ্তানিমুখী শিল্প বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, দেশি-বিদেশি যৌথ উদ্যোগ বা সম্পূর্ণভাবে দেশি বিনিয়োগ দ্বারা ব্যক্তিগত বা সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হতে পারে। যেসব রপ্তানিমুখী শিল্পে দেশজ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় সে শিল্পের পণ্য উৎপাদনে মূল্য সংযোজন বেশি হয়। পক্ষান্তরে, আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উপকরণের ওপর নির্ভরশীল রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প) মূল্য সংযোজনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হলে কতকগুলো বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়।

প্রথমত, যেসব পণ্যের বিদেশে চাহিদা রয়েছে সেগুলোর কোনটি উৎপাদনে তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা (Comparative Cost Advantage) রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পণ্যের চাহিদা ও বাজার সম্পর্কে ধারণা এবং তথ্য পেতে হবে। নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার অনুসন্ধান, বিদ্যমান অপরাপর পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, রপ্তানির জন্য নির্বাচিত পণ্য উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি, পুঁজি সংগ্রহ, উৎপাদন পরিবেশ ও কাঁচামাল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থত, অন্যান্য দেশের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, দক্ষ শ্রমশক্তি, উন্নত বিপণন, সহায়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি আবশ্যক।

জেনে রাখো

রপ্তানিমুখী শিল্পের লক্ষণীয় দিকগুলো হলো:

১. রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদিত পণ্য কেবল বিদেশে রপ্তানির জন্য উৎপাদন করা হয়।
২. এ শিল্পের লক্ষ্য সর্বাধিক রপ্তানি আয় অর্জন।
৩. এ শিল্প দেশি-বিদেশি কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।
৪. কেবল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এ শিল্প স্থাপিত হয়।
৫. বহির্বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনকারী শিল্প।

৩.১৮ রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল (Export Oriented Industrialization Strategy)

রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল বলতে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রয় করাকে বোঝায়। অন্যভাবে দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা স্থাপন করে উৎপাদিত পণ্য বিশ্ববাজারে বিক্রয় করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াকে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল বলে।

সুতরাং, যে প্রক্রিয়ায় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হয় তাকে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৩.১৯ বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

(Necessity of Establishing Export Oriented Industry in Bangladesh)

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর লেনদেন ভারসাম্য সবসময় প্রতিকূলে থাকে। তার কারণ হলো আমদানি নির্ভরতা। সেক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বের প্রায় সব দেশই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। আর সে জন্যই দেশে শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের গুরুত্ব আরও বেশি।

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠার সপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো দেওয়া যায়:

১. **শিল্পভিত্তি প্রসার:** রপ্তানিমুখী বেশি সংখ্যক শিল্প স্থাপিত হলে পরিপূরক শিল্প হিসেবে অন্যান্য শিল্প স্থাপিত হবে এবং দেশের শিল্পভিত্তি প্রসারিত হবে।

২. **দেশজ কাঁচামালের সদ্ব্যবহার:** বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী বেশি সংখ্যক শিল্প স্থাপিত হলে দেশজ বিভিন্ন কাঁচামালের সদ্ব্যবহার হবে। যেমন: পাট শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, চামড়া শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ইত্যাদি রপ্তানিমুখী শিল্প দেশজ কাঁচামাল ব্যবহার করে।

৩. **বিদেশি মূলধনের আগমন:** রপ্তানিমুখী শিল্প বিদেশি বিনিয়োগে স্থাপিত হলে বিদেশি মূলধনের আগমন ঘটে। ফলে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

৪. **শিল্প উন্নয়ন:** বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা অন্যান্য সব শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি আমদানি করা যায়। ফলে দেশের সামগ্রিক শিল্পখাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৫. **রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার:** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। বেশি সংখ্যক রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপিত হলে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ও বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। ফলে রপ্তানি আয় বাড়বে।

৬. **কর্মসংস্থান:** বাংলাদেশে বিদ্যমান শিল্প কারখানার পাশাপাশি রপ্তানিমুখী শিল্পের সংখ্যা বাড়লে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান হবে এবং বেকারত্ব লাঘব হবে। বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। দেশীয় সম্পদের ব্যবহার করে এদেশে শ্রমনিবিড় রপ্তানিমুখী শিল্পোৎপাদন শুরু করলে দেশে বেকার সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

৭. **উন্নয়নের জন্য অর্থ সংস্থান:** স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রপ্তানিচালিত উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ রপ্তানি বাড়লে উন্নয়নের জন্য সম্পদের সংস্থান সহজ হবে। এজন্যই দেশে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

৮. **শিল্প প্রযুক্তির উন্নয়ন:** রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহ সাধারণত পণ্যের মান বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে। এর ফলে দেশের অন্যান্য শিল্পেও এ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

৯. **বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ:** বাংলাদেশে অনেক বছর যাবৎ বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি রয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্ধিত রপ্তানি আয় দ্বারা বাণিজ্য ঘাটতি দূর করা সম্ভব।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বহির্বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনকারী শিল্পের নাম কী?
২. শতকরা কতভাগ পণ্য পণ্যের রপ্তানি করলে তাকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে?
৩. রপ্তানিমুখী শিল্পের মূল উদ্দেশ্য কী?
৪. কোন আমলে এ দেশে কোনো বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠেনি?
৫. কত সালে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়াকে বেগবান করার জন্য 'প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড' গঠন করা হয়?

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

গ. বাড়ির কাজ

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প কম। কারণ এদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প বিকাশের জন্য সুষ্ঠু শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়নি। তবে ২০১৬ সালে বর্তমান সরকার একটি চমৎকার শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছেন। আশা করা যায়, বর্তমানে রপ্তানিমুখী শিল্প বেশি করে প্রতিষ্ঠা হবে।

ক. উদ্দীপকের দেশে কেন রপ্তানিমুখী শিল্প কম গড়ে ওঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
খ. উদ্দীপকের দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ৭ কতিপয় রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প; পাটশিল্প; পাট শিল্পের গুরুত্ব ও পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা

৩.২০ কতিপয় রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প (পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক) (Few Large Scale Export Oriented Industries (Jute, Textile, Tea, Leather and Garments))

ব্রিটিশদের প্রায় দুইশ' বছরের শাসন ও পাকিস্তানিদের ২৪ বছরের শাসন ও শোষণের ফলে এদেশে কোনো শিল্পই আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৯৩ সালে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়াকে বেগবান করার জন্য 'প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড' গঠন করা হয়। এছাড়াও সরকার নতুন নতুন শিল্পনীতিসহ আরও গতিশীল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তৎকালীন ভারতবর্ষে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল পাট ও চা। এদেশের পাট শিল্প সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ ও স্কচ্ কোম্পানির হাতে ছিল। দরিদ্র পাট চাষিরা সংঘবন্ধ ছিল না, তাই তারা ন্যায্য দাম পেত না। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে পাটের দাম হঠাৎ কমে যায়। কিন্তু পাট কোম্পানির লাভ অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। ১৯২১-১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই পাটকলে শ্রমিকদের ধর্মঘট চলতে থাকে।

৩.২১ পাট শিল্প (Jute Industry)

পাট পরিবেশবান্ধব শিল্প। বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ। পাটকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ (Golden Fiber of Bangladesh) বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে উৎকৃষ্ট মানের পাট উৎপন্ন হয়ে আসছে। তাই বাংলদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহের মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। পাটকে বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল বলা হয় এবং পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে শীর্ষে ছিল। বর্তমানে এ শিল্পের অবস্থান বিশ্বের দ্বিতীয়।

বিশ শতকের শুরুর দিকে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে দেয় পাট। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলায় একের পর এক পাট শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। নারায়ণগঞ্জের পাশাপাশি খুলনার খালিশপুর ও দৌলতপুর হয়ে ওঠে পাট শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। পাট চাষের পরিসর বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হয় এসব পাটকল। বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটজাত সুতার সবচেয়ে বড় বাজার তুরস্ক। এর পরই রয়েছে চীন, ভারত, মিসর, ইরান, বেলজিয়াম, রাশিয়া, পাকিস্তান ও মেক্সিকো। পাটের অন্যান্য পণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় সুদান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কেনিয়া, বেলজিয়াম ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

জেনে রাখো

পাট উৎপাদন শীর্ষে ৫টি দেশে হলো:
১. ভারত; ২. বাংলাদেশ; ৩. চীন; ৪. নেপাল; ৫. ভুটান।

বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশন (বিজেএমসি) তথ্য মতে, পাটপণ্য থেকে বৈশ্বিক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬৫ শতাংশই রয়েছে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে। বাকি অংশ ভারত, চীন, নেপাল ও পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশের। ২০২৩-২৪ অর্থবছর পাটপণ্য রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ আয় করে ৪৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর আগের অর্থবছরে (২০২২-২৩) পাটপণ্য রপ্তানি থেকে দেশে এসেছিল ৪৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর বাইরে বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাটও রপ্তানি হয়। যদিও এদেশে পাটপণ্যের বৈচিত্র্য তুলনামূলক কম। *[বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪]*

যদিও দেশের সিংহভাগ পাটকলই ৫০ বছরের বেশি পুরনো মেশিন দিয়ে চলছে। পাটের জন্য বিশেষ পরিচিতি পাওয়া খুলনা এখনও এ শিল্পের উর্বর প্রান্তর। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকল লোকসান দিয়ে এখনো টিকে থাকলেও একের পর এক বন্ধ হচ্ছে বেসরকারি পাটকল। খুলনায় বেসরকারি ২০টি পাটকলের মধ্যে সাতটিই এখন বন্ধ। সেকেলে হয়ে পড়েছে পাটকলের মেশিনারিজও। তার পরও পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে এখনো উঁচু অবস্থানেই রয়েছে বাংলাদেশ।

৩.২২ পাট শিল্পের গুরুত্ব (Importance of Jute Industry)

পাট ও পাট জাতীয় আঁশ সারা বিশ্বে তুলার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আঁশ ফসল হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৪২% এখানে উৎপাদন হয়। পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। এদেশের ৪০-৪৫ লক্ষ চাষি প্রত্যক্ষভাবে পাট চাষের সাথে সম্পৃক্ত। পাট চাষ, পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাট ও পাট জাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবসার সাথে অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িত। ১৯৮০ দশকের শুরুতে এদেশে কাঁচা পাটের উৎপাদন ছিল ৬০-৬৫ লক্ষ বেল। ১৯৯০ দশকে শুরুতে এটি নেমে যায় ৪৪-৪৭ লক্ষ বেলে (প্রতি বেল = ১৮২.২৫ কেজি বেলিং রোপসহ)। তবে সম্প্রতি পাট উৎপাদনে অগ্রগতি দৃশ্যমান। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৩% আসে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে। দেশে পলিথিন

শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৭টি পণ্যে মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাট চাষের জমি ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০১০ সাল থেকে গড়ে ৭-৭.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হচ্ছে এবং গড়ে প্রায় ৭০-৮০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয়েছে। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৯৮.০৫* লক্ষ বেল কাঁচা পাট উৎপাদিত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

নিচে পাট শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো—

১. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সরাসরি পাট শিল্পের সাথে জড়িত যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

২. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:** পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম। পাট দিয়ে ২৮৫ ধরনের পণ্য তৈরি করে রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৩% অর্জন করে।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
কাঁচাপাট	১৭৩	১৬৮	১৫৬	১১২	১৩০	২৩৮	২১৬	১৩০	১০০
পাটজাত দ্রব্যসমূহ	৭৪৭	৭৯৪	৮৭০	৭০৪	৭৫২	১০২৩	৯১১	৪৮০	৪৮২

*উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪, * জুলাই-ফেব্রুয়ারি*

৩. **পাট পরিবেশ বান্ধব:** প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাবে বিশ্ববাসী সচেতন হওয়ায় পাটের ব্যবহার বাড়ছে। তাছাড়া ১ জানুয়ারি ২০০2 সাল থেকে ঢাকা শহরে পলিথিন ব্যাগ এবং ২০০2 সালের মার্চে সারাদেশে পলিথিন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার। বর্তমানে সরকার পরিবেশ বান্ধব পাট উৎপাদনে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করছে।

৪. **মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাট শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. **পাট কাঠি:** গ্রামে রান্নার জ্বালানি, বেড়া, পারটেক্স তৈরিতে, পানের বরজে ব্যবহারের জন্য পাট কাঠির বহুল ব্যবহার হচ্ছে।

সুতরাং বলা যায়, সারা বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকর প্রভাব হতে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পাটের বিকল্প নেই। তাই এদেশের কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পাট খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্ব।

৩.২৩ পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা (Present Condition of Jute Industry)

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম এবং বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল। ২০০১ সালের ৩০ জুন লোকসানের কারণে এটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় ১৯৭১-৭২ অর্থবছরে পাটকলের সংখ্যা ছিল ৬৮টি। দেশে বিজেএমএ-এর অধীনে পাটকলের সংখ্যা ১৪৬টি। এর মধ্যে ৩৮টি পাটকল বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং নতুন ১০৮টি স্থাপিত (৮৯টি কম্পোজিট মিল, ৪টি কার্পেট ও ১৫টি বহুমুখী) পাটপণ্য উৎপাদনকারী মিল স্থাপিত হয়েছে। বিরাষ্ট্রীয়কৃত ৩৮টি মিলের মধ্যে বর্তমানে ১২টি চালু, ১৫টি আংশিক চালু এবং ১১টি বন্ধ রয়েছে। 'শিল্পনীতি ২০১০' এ পাটজাত পণ্যকে 'অগ্রাধিকার খাত' হিসেবে চিহ্নিত করে 'পাটনীতি-২০১১' প্রণীত হয়। দেশে উৎপাদিত কাঁচাপাটের সিংহভাগ পাট বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের পাটকলসমূহে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাটকলগুলো সারা দেশে স্থাপিত পাট ক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে কাঁচাপাট ক্রয় করে পাট চাষিদের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। বর্তমানে বিজেএমসির আওতাধীন মোট মিলের সংখ্যা ৩১টি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ৬.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন। যা থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির একটি বৃহৎ অংশ পাট শিল্পের সাথে জড়িত। সুতরাং, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব অন্যান্য শিল্পের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

---

* উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪, পাট অধিদপ্তর, ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত

নিচের সারণিতে বিগত কয়েক বছরের কাঁচাপাট উৎপাদনের পরিমাণ, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য দেখানো হলো—

সারণি: দেশে কাঁচাপাট উৎপাদন, রপ্তানি মূল্যের বিবরণ

অর্থবছর	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	রপ্তানি মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০২১-২২	৯৩.১৮	২১৬
২০২২-২৩	৭০.৬৪	১৩০
২০২৩-২৪	৯৮.০৫	১০০

উৎস: পাট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪।

দেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কাঁচাপাট উৎপাদিত হয় ৯৮.০৫ লক্ষ বেল এবং শুধু কাঁচাপাট থেকে রপ্তানি আয় হয় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সারণি: পাটজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণ

অর্থবছর	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	রপ্তানি মূল্য মিলিয়ন মার্কিন ডলার
২০২১-২২	৮.১০	৯১১
২০২২-২৩	৪.০০	৪৮০
২০২৩-২৪	৬.২৯	৪৮২

উৎস: পাট অধিদপ্তর, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪।

দেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাটজাত পণ্য উৎপাদিত হয় ৪.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং রপ্তানি আয় হয় ৪৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চট, বস্তা, কার্পেট, দড়ি, বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, শো-পিস, ম্যাট, সেন্ডেল ইত্যাদি। বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানত হেসিয়ান (সুতার তৈরি কাপড়), স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। তাছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটনব্যাগ, নার্সারি পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। এসব পাট ও পাটজাত দ্রব্য ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, ভারত, জার্মানি, মিসর, পোল্যান্ড, ইতালি, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশে রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে পাট অধ্যাদেশ ১৯৬২ এবং ১৯৬৪ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, পাট ও পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন-রপ্তানি, বার্ষিক মজুদ ও মূল্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন ও উফশী পাটবীজ উৎপাদনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে দেশে ১০টির মতো প্রতিষ্ঠান পাট থেকে ট্রাভেল ব্যাগ, হ্যান্ড ব্যাগ, কুশন, ল্যান্ডশেড, টেবিল ক্লথ, নকশা করা শপিং ব্যাগ, লন্ড্রি বাস্কেট, ফ্লোর ম্যাট ও ঘর সাজানোর উপকরণ ও পোশাক তৈরি করছে।

জেনে রাখো

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৩৮ সালে ঢাকায় সর্বপ্রথম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পাট গবেষণাগার (Jute Research Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে একটি এক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সোনালি আঁশ (Golden Fiber of Bangladesh) খ্যাত পণ্যটির নাম কী?

২. পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম?

৩. কত সালে বাংলাদেশের প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়?

৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কত লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদিত হয়েছিল?

৫. এক বেলে কত কেজি?

৬. কোন শিল্পনীতিতে পাটজাত পণ্যকে 'অগ্রাধিকার খাত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে?

৭. পাট দিয়ে তৈরি সোনালি ব্যাগের প্রধান ৩ আবিষ্কারক কে? *[ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]*

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

দেশে কাঁচাপাট উৎপাদন ও রপ্তানি মূল্যের ২০১৯-২০২৪ এর তথ্য দিয়ে একটি স্তম্ভচিত্র তৈরি করো।

পাঠ ৮ পাট শিল্পের সমস্যা; পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় ও পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

৩.২৪ পাট শিল্পের সমস্যা (Problems of Jute Industry)

বাংলাদেশের সোনালি আঁশ এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। পাট শিল্পের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **প্লাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহার:** প্লাস্টিকের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় পাটের দাম হ্রাস পেয়েছে। তাই পাটচাষিরা পাট উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

২. **মান নির্ধারণে সমস্যা:** আমাদের দেশে পাটকে উপযুক্ত মান অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত করা হয় না। ফলে পাটের গড় মূল্য কৃষক পেয়ে থাকে। এতে কৃষক পাট চাষে নিরুৎসাহী হয়।

৩. **চালের মূল্য বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চালের (ভাত) ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাটচাষিরা পাট উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ধান উৎপাদনে মনোযোগী হচ্ছে না।

৪. **সরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা:** সরকার পাটচাষিদেরকে তাদের প্রয়োজনমতো ঋণের ব্যবস্থা না করায় এ ক্ষেত্র আশার আলো দেখছে না।

৫. **সরকারি নীতিমালার অভাব:** পাটচাষিদেরকে পাট উৎপাদনে কীভাবে সহযোগিতা করা হবে এবং তারা লোকসানের সম্মুখীন হলে কীভাবে বা কতটুকু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তা নির্ধারণে জটিলতা রয়েছে।

৬. **মিল মালিকদের দৌরাত্ম্য:** পাটচাষিরা পাট বিক্রি করলেও মিল মালিকরা সময়মতো চাষিদের টাকা পরিশোধ করে না। ফলে চাষিদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয় না।

৭. **মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী:** পাটচাষিরা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি পাট বিক্রি করতে পারে না। এক্ষেত্রে মধ্যপন্থি, ফড়িয়া, দালালদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৮. **মজুদকরণে সমস্যা:** পাট উত্তোলনের পর চাষিরা মজুদ করতে বা সংরক্ষণ করতে পারে না। তাই তারা সংরক্ষণের অভাবে তড়িঘড়ি করে পাট বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষকরা দাম কম পেয়ে থাকে।

৯. **বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি:** বর্তমানে বিভিন্ন দেশে পাটের বিকল্প হিসেবে মেশতা, সিমাল, সিনথেটিক, রোজেল ইত্যাদি উদ্ভাবন হওয়ার ফলে পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বর্তমানে জটিল সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

১০. **বাজার তথ্য সরবরাহের সমস্যা:** বাজারজাতকরণ ও পাট সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। তাছাড়া বাজারজাতকরণের উন্নত ব্যবস্থা এ দেশে অনুপস্থিত।

১১. **উন্নত যন্ত্রাংশের অভাব:** বাংলাদেশের পাটকলসমূহে এখনও প্রাচীন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।

এসব সমস্যার কারণে বাংলাদেশের পাট শিল্পের প্রসার ব্যাহত হচ্ছে।

৩.২৫ পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় (Measures for Solving the Problems of Jute Industry)

বিপুল সম্ভাবনার খাত পাটকে বাঁচাতে পারলে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। নিচে পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করা হলো:

১. **গুণগত মান সম্পন্ন বীজ:** পাটের ভালো ফলনের জন্য ভালো বীজ সংরক্ষণ করে সে বীজ দ্বারা উৎপাদন পরিচালনা করতে হবে।

২. **উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থা:** উন্নত যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করে চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. **কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ:** কীটপতঙ্গ প্রতিরোধের জন্য সঠিক ওষুধ কৃষকদের নিকট পৌছাতে হবে।

৪. **সরকারের সঠিক নীতিমালা:** সরকারের একটি উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যেখানে পাটচাষিরা চাষ করতে উৎসাহ পাবে এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা পাবে।

৫. **ঋণ দান:** কৃষকেরা যাতে ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারে সেজন্য সরকারকে একটি কার্যকর সুদের হার নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৬. **গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা:** উন্নত গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করে পাট সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে।

৭. **তথ্যের প্রসার:** পাট সম্পর্কে সহজেই যেন কৃষকরা বিভিন্ন তথ্য পেতে পারে সেজন্য টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে তথ্যের প্রসার ঘটাতে হবে।

৮. **শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি:** পাট শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে তারা উৎপাদন বাড়াতে পারবে।

৯. **কূটনৈতিক তৎপরতা:** বিশ্ববাজারে পাটকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সরকারি পর্যায়ে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে। কূটনৈতিক তৎপরতা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশের পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বলতর হবে।

১০. **শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি:** পাট শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কেননা মজুরি বৃদ্ধি পেলে কাজের প্রতি তাদের উৎসাহও বৃদ্ধি পাবে।

১১. **উন্নত যন্ত্রাংশ ব্যবহার:** পাটশিল্পে উন্নত যন্ত্রাংশ ব্যবহার করলে পাটকলগুলোতে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

১২. **মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব বিলোপ:** পাট শিল্পের উন্নতির জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে হবে।

সুতরাং, পাট শিল্পের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য উপরিউক্ত সমস্যা সমাধান করে এর বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

৩.২৬ পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Prospects of Jute Industry)

বর্তমানে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে। যদিও দক্ষতা বাড়িয়ে পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে আরও ভালো অবস্থান তৈরির সুযোগ রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (EU) বিভিন্ন দেশে প্লাস্টিকের ব্যাগ নিষিদ্ধের কারণে এ বাজার তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত, চীনসহ পাটপণ্য উৎপাদনকারী দেশগুলোর সামনে এ বাজারে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)। এরই মধ্যে ২৩৫ ধরনের দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনও হচ্ছে। এছাড়া পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প 'সোনালি ব্যাগ', ভিসকস, কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস, চারকোল, পাট পাতার পানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে পাট শিল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে কাজ করছে। 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০'-এর আওতায় ১৭টি পণ্য (ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা-ময়দা, খুদ-তুষ-কুড়া, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিড) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাটপণ্যকে উৎসাহিত করতে ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় রয়েছে। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. **পাট পরিবেশ বান্ধব:** পাট পরিবেশ বান্ধব বস্তু বলে এর চাহিদা কখনোই কমবে না।

২. **অন্যান্য বস্তু তৈরি:** পাট হতে কাগজ, রেয়ন ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

৩. **পাটের শ্রেষ্ঠত্ব:** কৃত্রিম তন্তুর পরিধি বিস্তার করলে বর্তমানে পাট তার পূর্বের সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় ফিরে আসবে।

৪. **আধুনিক উৎপাদন কৌশল:** পাট শিল্পের আধুনিক উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের ফলে পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাবে এবং দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে।

৫. **স্বল্প উৎপাদন ব্যয়:** বাংলাদেশে শ্রমিকের মজুরি খুব কম, ফলে এদেশে পাট শিল্পের উৎপাদন ব্যয়ও কম।

৬. **বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধা:** দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে এ শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হলে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ অফুরন্ত।

৭. **ভিসকস সুতা উৎপাদন:** দেশে পোশাক শিল্প কারখানা ও বস্ত্র উৎপাদন কারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতার (স্পিনিং) কারখানা বাড়ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভিসকসের চাহিদা। বিশ্বে যত বস্ত্র তৈরি হয় তার ৩১ ভাগ হয় কটন থেকে। আর ৬৭ ভাগ ভিসকস, বাকি অংশ সিনথেটিকের মতো সুতা থেকে। কটনের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। পাট থেকে ভিসকস সুতা তৈরি শুরু হলে এ খাতে বাংলাদেশ রাজত্ব করবে কোনো সন্দেহ নেই।

জেনে রাখো

পাটে লিগনিন থাকার কারণে পাটের আঁশ শক্ত হয়। ওই পাটের আঁশকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লিগনিনমুক্ত করে। অন্যান্য ক্ষুদ্র রাসায়নিক উপাদান মুক্ত করলে পাটের আঁশ পেজা তুলার মতো নরম হয়ে যায়। তা থেকে যে সুতা তৈরি হয়, সেটাই ভিসকস সুতা। এ সুতা দিয়ে তৈরি পোশাক অনেক আরামদায়ক হয়।

সুতরাং, বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের কারণে পাটের সম্ভাবনা অফুরন্ত। সারা বিশ্ব এখন সবুজায়নে জোর দিচ্ছে। ইইউভুক্ত দেশগুলো পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে এসব দেশগুলোয় বিপুল পরিমাণ পাটের ব্যাগের চাহিদা সৃষ্টি হবে। এছাড়া পাটের শপিং ব্যাগ ও শৌখিন দ্রব্যেরও চাহিদা রয়েছে। এ বাজার ধরতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কারখানা স্থাপন করতে হবে। সেই সঙ্গে গবেষণার পাশাপাশি তৈরি করতে হবে দক্ষ জনবল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাটের বিকল্প দুটি কৃত্রিম পণ্যের নাম লেখো।
২. পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প দুটি পণ্যের নাম লেখো।
৩. কত সালে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক আইন পাস হয়?
৪. সরকার কতটি পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে?
৫. প্রতি বছর কত তারিখে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে পালন করা হয়?
৬. বিশ্বে উৎপাদিত বস্ত্রের কত ভাগ কটন থেকে তৈরি হয়?

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সোনালি আঁশ পাটের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনার উপায় নিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

পাঠ ৯

বস্ত্র শিল্প; বস্ত্র শিল্পের সমস্যা; বস্ত্র শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় ও বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

৩.২৭ বস্ত্র শিল্প (Textile Industry)

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বস্ত্র। বাংলাদেশ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে বস্ত্র শিল্প থেকে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস ও বস্ত্র খাত একটি দ্রুত বিকশিত সেক্টর। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এই সেক্টর জাতীয় অর্থনীতিতে অনেক অবদান রাখছে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে যৌথভাবে প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। যাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ হচ্ছে নারী শ্রমিক। তৈরি পোশাক খাত (নিটওয়্যারসহ) হতে দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৩ শতাংশ আয় হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাত হতে রপ্তানি আয় ৩২,৪৫৬ মিলিয়ান মার্কিন ডলার। যা পূর্বের অর্থবছরে ছিল ৪৬,৯৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[*] রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় ৪৮.৩৫% শতাংশ ওভেন কাপড় দেশীয় ওভেন শিল্প কারখানা হতে মেটানো হয়।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (BTMC): বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত (অক্টোবর, ২০১৭) মোট ৮,২৬৫.৫০ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে নিজস্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ৯৮২.৫৮ লক্ষ কেজি। BTMC'র নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন করা হয় না। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উৎপাদন কার্যক্রমের ওপর একটি তুলনামূলক চিত্র নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি: বিটিএমসি মিলসমূহের বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন[২]

অর্থবছর	স্পিন্ডল (টাকু) এর স্থাপিত ক্ষমতা		সুতা উৎপাদনের পরিমাণ
	সংখ্যা	ব্যবহার (%)	লক্ষ কেজি
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০	২০.৪৮
২০১৫-১৬	১৯৮৭৯২	২৩	২২.৩৭
২০১৬-১৭	১৬৯৪৭২	২৯	২০.৪৭
২০১৭-১৮	১৫২১৭৬	২২	৪.৯৮

উৎস: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প: বাংলাদেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড দেশে তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে মোট তাঁত সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি। এ শিল্পে সারা বছর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৬ লক্ষ। সর্বশেষ তাঁত শুমারি অনুযায়ী বছরে প্রায় ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার তাঁত বস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে আসছে।[৩]

---

[*] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪।

[২] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪, পৃষ্ঠা ১১১।

[৩] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

বাংলাদেশের রেশম শিল্প: রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক কুটিরশিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ মহিলাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এ শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সম্প্রতি রেশম চাষকে 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এদেশের ৬.৫০ লক্ষের অধিক গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী তথা মহিলাদেরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (১৯৭৭), বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এ ৩টি সংস্থা একীভূত হয়ে 'বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড' (২০১৩) গঠিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণিতে দেয়া হলো—

অর্থবছর	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (মেট্রিক টন)	রেশম সুতা (মেট্রিক টন)
২০১৮-১৯	৪.৩১	১৮৩.০০	১.০২
২০১৯-২০	৪.৫২	২০০.০২	১.২১
২০২০-২১	৪.০০	১৪৫.০০	০.৫৬
২০২১-২২	৪.৬০	২১৫.০০	১.২৬৬
২০২২-২৩	৫.৪৮	২২৪	১.২৫৪
২০২৩-২৪*	১.৮৪৫	৬৯.৮৭১	০.৪৬৯

*উৎস: বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত*

৩.২৮ বস্ত্র শিল্পের সমস্যা (Problems of Textile Industry)

বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্যা লক্ষ করা যায়:

১. **কাঁচামালের অভাব:** বস্ত্র শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা এখনও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। স্বাধীনতার পর তুলার উৎপাদন কম ছিল। এখনও এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

২. **সুতাকলের অভাব:** এখনো এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুতাকল গড়ে ওঠেনি। এজন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতা উৎপাদন সম্ভব হয় না। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৩. **মূলধনের অভাব:** বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য অধিক পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় মূলধনের স্বল্পতা লক্ষ করা যায়।

৪. **যন্ত্রপাতির অভাব:** বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, ফলে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব দেখা দেয় এবং বস্ত্রকলে উৎপাদিত কাপড়ের গুণগতমান নিম্ন হয়।

৫. **বিদ্যুতের অভাব:** নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ এখনও বস্ত্র শিল্পে নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটছে না।

৬. **প্রাকৃতিক গ্যাসের অভাব:** বস্ত্র শিল্পের বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের প্রয়োজনীয় সংযোগ এখনও প্রয়োজনের তুলনায় কম সরবরাহ করা হয়।

৭. **দক্ষ শ্রমিকের অভাব:** শ্রমিকদেরকে উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা না করায় তারা দক্ষ হতে পারেনি। ফলে দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা তাদের দক্ষতা দেখাতে পারে না।

৮. **শ্রমিক অসন্তোষ:** বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকরা কিছুদিন পরপর ধর্মঘটসহ ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয়, যা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। কারণ শ্রমিক অসন্তোষ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা নষ্ট করে।

৯. **জাহাজীকরণের সমস্যা:** পণ্য জাহাজীকরণে প্রায়ই বিলম্ব ঘটে, ফলস্বরূপ বস্ত্র মালিকরা প্রায়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ তারা সময়মতো নির্ধারিত অর্ডার অনুসারে ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করতে পারে না।

১০. **দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব:** দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে বস্ত্রশিল্প এখন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

এসব সমস্যার কারণে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

৩.২৯ বস্ত্র শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় (Measures for Solving the Problems of Textile Industry)

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বস্ত্র শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের সমস্যা দূর করা সম্ভব।

১. **সরকারি নীতিমালা:** একটি আকর্ষণীয় বস্ত্র নীতিমালা সরকার তৈরি করলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে।

২. **কাঁচামালের পর্যাপ্ততা:** বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ও অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ হয়। এজন্য দেশের ভিতর কাঁচামাল তৈরিতে মনোযোগী হতে পারলে বা উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারলে সমস্যা সমাধান হবে।

৩. **সুতাকল স্থাপন:** এ দেশে সুতাকলের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। তাই সুতাকল নির্মাণে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

৪. **বিদ্যুৎ সংযোগ:** নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা পেলে উদ্যোক্তারা অধিক বিনিয়োগে আগ্রহী হবে।

৫. **প্রাকৃতিক গ্যাসের নিশ্চয়তা:** প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করলে যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশি বিনিয়োগ হবে বলে আশা করা যায়।

৬. **আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি:** প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি সহজলভ্য করতে হবে।

৭. **ঋণের প্রসার:** ঋণ সহজ ও শর্তমুক্ত হলে দেশি বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবে এবং এ শিল্পের প্রসার ঘটবে।

৮. **বন্ধ কারখানা চালু:** বন্ধ পোশাক কারখানাগুলো সরকারকে বিশেষ প্যাকেজের আওতায় চালুর উদ্যোগ নিতে হবে যাতে করে ফার্মের সংখ্যা বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৯. **জাহাজীকরণ সমস্যা:** জাহাজীকরণ সমস্যার সমাধান হলে সঠিক সময়ে পণ্য সরবরাহ করা যাবে।

১০. **ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:** দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধান করা সম্ভব।

এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের বস্ত্র ও সুতাকল যথেষ্ট উন্নত হবে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বস্ত্র ও সুতা শিল্পে হবে উন্নত।

৩.৩০ বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Prospects of Textile Industry)

বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প হওয়া সত্ত্বেও এ শিল্প এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে।

১. **অনুকূল আবহাওয়া:** অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করায় এদেশে বস্ত্র শিল্প ও তুলা উৎপাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

২. **বস্ত্রের চাহিদা:** এদেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

৩. **সস্তা শ্রম:** এদেশে সস্তা শ্রম বিরাজ করায় খুব সহজেই এবং কম খরচে বস্ত্র উৎপাদন করা যায়।

৪. **সহায়তা নীতি:** সরকার বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করার জন্য মন্দা সহায়তা প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা ঘোষণা করেছে যা ভবিষ্যতে বিদ্যমান থাকলে বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

৫. **অনুকূল শিল্পনীতি:** বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের সহায়ক।

৬. **আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার:** উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৭. **দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি:** বাংলাদেশের অশিক্ষিত শ্রমিকের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তারা উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থাৎ বস্ত্র শিল্পে উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এসব কারণে বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পে কত লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে?

২. বাংলাদেশ বিশ্বের কততম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ?

৩. কত সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়?

৪. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় কত শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে আসছে?

৫. 'বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

৬. সম্প্রতি রেশম চাষকে কোন প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে?

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য পাঁচটি সুপারিশ লেখো।

পাঠ ১০ চা শিল্প; চা শিল্পের সমস্যা ও চা শিল্পের সমস্যার সমাধান

৩.৩১ চা শিল্প (Tea Industry)

১৮০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষের আসাম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় চা চাষ শুরু হয়। তারই ধারাবহিকতায় ১৮২৮ সালে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর তীরে চা আবাদের জন্য জমি বরাদ্দ হয়। ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের মালনীছড়া চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত মালনীছড়াই বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে শুধু দুইটি জেলায় চা আবাদ করা হতো। একটি সিলেট জেলায় যা 'সুরমা ভ্যালি' নামে পরিচিত ছিল, আর অপরটি চট্টগ্রাম জেলায় যা 'হালদা ভ্যালি' নামে পরিচিত ছিল।

১৯৭০ সালে বাংলাদেশে চা বাগানের সংখ্যা ছিল ১৫০টি। বর্তমানে নিবন্ধিত চা-বাগানের সংখ্যা ১৭০টি। চা চাষের জমির পরিমাণ ২,৮০,২২৭.০৪ একর। সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায় (৯০টি)। এছাড়া হবিগঞ্জ (২৫টি), সিলেট (১৯টি), চট্টগ্রাম (২২টি), পঞ্চগড় (১০টি), ঠাকুরগাঁও (১টি), রাঙামাটি (২টি) ও খাগড়াছড়ি (১টি) এলাকায় চা বাগান রয়েছে। উল্লেখ্য ২০০২ সাল থেকে চা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদ শুরু হয়েছে। যা ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে। তবে সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলায় চা বাগান করার জন্য প্রথম বারের মতো বাংলাদেশ চা বোর্ড অনুমোদন দেয়।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে চা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩১.৩৮ মিলিয়ন কেজি। ২০১৮ সালে ৮২.১২ মিলিয়ন কেজি এবং ২০১৯ সালে রেকর্ড পরিমাণ ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি ২০২০ সালে ৮৬.৩৯ মিলিয়ন কেজি এবং ২০২২ সালে ৯৩.৮৩ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয়। এছাড়া ২০২৩ সালে ১.০৪ মিলিয়ন কেজি ও ২০২৪ সালে ১.১৫ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানি হয়।[৪] কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, পোল্যান্ড, রাশিয়া, ইরান, যুক্তরাজ্য, আফগানিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ফ্রান্সসহ অনেক দেশে বাংলাদেশের চা রপ্তানি হয়। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামীতে চা আমদানির প্রয়োজন হবে না বরং রপ্তানির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে।

চা রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
রপ্তানি আয়	২	৪	৩	৩	৩	৪	২	১	৩

*উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪ * জুলাই-ফেব্রুয়ারি*

- 'টি এস্টেট' অর্থ— চা গাছ থেকে আহরণকৃত পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং শ্রমিক/কর্মচারীর মৌলিক সুযোগ সুবিধাদিসহ চা বাগানকে বোঝবে। ● 'চা বাগান' অর্থ— ২৫ একর বা ১০.১২ হেক্টরের অধিক ভূখণ্ড সম্বলিত চা বাগান, যা টি এস্টেট নয়।

স্থায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত টি এস্টেটসমূহের পরিসংখ্যান

মৌলভীবাজার	হবিগঞ্জ	সিলেট	চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	খাগড়াছড়ি	মোট স্থায়ী নিবন্ধনকৃত 'টি এস্টেট'
৭৫	২২	১২	১৮	০২	০১	১৩০

স্থায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত চা বাগানসমূহের পরিসংখ্যান

মৌলভীবাজার	হবিগঞ্জ	সিলেট	চট্টগ্রাম	পঞ্চগড়	ঠাকুরগাঁও	মোট স্থায়ী নিবন্ধনকৃত 'চা বাগান'
১৫	৩	৭	৪	১০	০১	৪০

জেনে রাখো

দেশের প্রথম চা নিলাম কেন্দ্র চট্টগ্রামে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চা-নিলাম কেন্দ্র চালু হয়েছে চায়ের রাজধানী নামে খ্যাত মৌলভীবাজারে। সম্প্রতি তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র চালু হলো পঞ্চগড়ে। আর বাংলাদেশের একমাত্র চা মিউজিয়াম শ্রীমঙ্গলে।

চা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্থায়ী সর্বমোট ১৭০টি 'টি এস্টেট ও চা বাগান' এর মোট জমির পরিমাণ: (একর)

মৌলভীবাজার	হবিগঞ্জ	সিলেট	চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	পঞ্চগড়	ঠাকুরগাঁও	খাগড়াছড়ি	মোট জমির পরিমাণ
১,৫৬,১৯১.৯৪	৫৪,১৬৪.১৬	২৮,৯৩৬.৩২	৩৫১২১.২৪	৭৯৪.৯৪	৪৯৩৪.৬৭	৪০.৭৭	৪৩	২৮০২২৭.০৪

[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড]

---

[৪] বাংলাদেশ চা বোর্ড-২০২৫

৩.৩২ চা শিল্পের সমস্যা (Problems of Tea Industry)

চা শিল্পের নিম্নোক্ত সমস্যা বিরাজমান।

১. **বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল:** সময়মতো বৃষ্টিপাত না হলে চা উৎপাদন কম হয়। বৃষ্টিপাতের ওপর এ শিল্প এখনও নির্ভরশীল।

২. **উন্নত যন্ত্রপাতির অভাব:** চা উৎপাদনের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতির অভাবে প্রায়ই চা নিম্নমানের হয়।

৩. **দক্ষ শ্রমিকের স্বল্পতা:** অনেক সময় দক্ষ শ্রমিকদের স্বল্পতার জন্য চা শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৪. **গুদামজাতকরণ ও প্যাকিং-এর সমস্যা:** উৎপাদিত চা গুদামজাতকরণের অভাব ও গুণগত মানের প্যাকিং নির্ধারণে সমস্যা দেখা যায়।

৫. **কীটপতঙ্গের আক্রমণ:** কীটনাশক সম্পর্কে কৃষকের সচেতনতার অভাবে প্রায়ই চা উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬. **পরিবর্তক দ্রব্যের উপস্থিতি:** চা এর বিকল্প হিসেবে কফির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চায়ের চাহিদা কমে যাচ্ছে। দৈনন্দিন কফির সাথে চা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

৭. **দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব:** সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সময়মতো উপযুক্ত সিদ্ধান্তের অভাবে চায়ের কম উৎপাদন লক্ষ করা যায়।

উপরিউক্ত সমস্যার কারণে বাংলাদেশে চা শিল্পের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

৩.৩৩ চা শিল্পের সমস্যার সমাধান (Measures for Solving the Problems of Tea Industry)

চা শিল্পের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. **সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ:** বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল না থেকে সময়মতো সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

২. **উন্নত বীজ ও নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র আবিষ্কার:** চা উৎপাদনের জন্য উন্নত বীজ সংরক্ষণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৩. **অধিক মূলধন:** পুঁজি বিনিয়োগ করে ২-৩ বছর অপেক্ষা করতে হয়। তাই অধিক মূলধনের সাথে চা মালিকদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারলে এই শিল্পের বিকাশ ঘটবে।

৪. **গুণগত মান বৃদ্ধি:** চায়ের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে পারলে এর রপ্তানি বাড়বে।

৫. **গুদামজাতকরণ ও প্যাকিং সমস্যার সমাধান:** গুদামজাতকরণের ব্যবস্থাসহ আকর্ষণীয় প্যাকিং সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে এ শিল্প বিকশিত হবে।

৬. **রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ:** রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাজার সম্প্রসারণে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেতে হবে। যেমন- প্রচার, প্রদর্শন ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ।

৭. **যন্ত্রপাতি:** চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন করতে হবে।

৮. **শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ:** চা পাতা উত্তোলনের সাথে জড়িত এবং কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারলে চায়ের মান উন্নত হবে এবং সংগ্রহের পরিমাণও বাড়বে।

৯. **উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:** যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং চা পরিবহণের উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।

এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাংলাদেশের চা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সীমান্তের ওপারে দার্জিলিংয়ের চা পৃথিবীখ্যাত। আমাদের এখানেও ভালো মানের চা উৎপাদিত হয়। তবে চা শিল্পের বিকাশে আরও কাজ করতে হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের একমাত্র চা মিউজিয়াম কোথায় অবস্থিত? *[কুবি বি ইউনিট ২০১৯-২০]*

২. বাংলাদেশে মোট কতটি চা বাগান আছে? *[য. বো. ২০২২]*

৩. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত? *[রা. বো. ২০২১, ২০১৯]*

৪. বাংলাদেশের কোথায় সর্বপ্রথম চা চাষ শুরু হয়?

৫. হবিগঞ্জ জেলায় কয়টি চা বাগান আছে?

৬. বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু হয় কত সালে?

৭. কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে?

৮. সম্প্রতি কোন জেলায় চা বাগান প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুমোদন পায়? *[রাবি বি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের চা শিল্পের সমস্যা সমাধানের ৫টি উপায় লেখো।

পাঠ ১১

চামড়া শিল্প; চামড়া শিল্পের সমস্যা; চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় ও চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

৩.৩৪ চামড়া শিল্প (Leather Industry)

চামড়া শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প। বিশ্বের মোট গবাদিপশুর ১.৮% এদেশেই জবাই হয়। চামড়া শিল্প দেশের একটি বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। পোশাক শিল্পের পরে দেশে চামড়া শিল্পের অবস্থান। বাংলাদেশ থেকে পাকা চামড়ার পাশাপাশি জুতা, ট্রাভেল ব্যাগ, বেল্ট, ওয়ালেট বা মানিব্যাগ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এছাড়াও চামড়ার তৈরি নানা 'ফ্যান্সি' পণ্যেরও চাহিদা রয়েছে ব্যাপক। বাংলাদেশে প্রচুর হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, যারা এ সব পণ্য তৈরি করে বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করছে।

চিত্র: চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য

বাংলাদেশের চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্যের বড় বাজার হলো ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা। সাম্প্রতিক সময়ে এর বাইরে জাপান, ভারত, নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, হংকং এবং তাইওয়ানে বেশি রপ্তানি হয়। তবে বিশ্বে বাংলাদেশি পণ্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা জাপান। মোট রপ্তানি পণ্যের ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ যায় জাপানের বাজারেই। এর অন্যতম কারণ, বাংলাদেশি চামড়ার জুতার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই জাপান 'ডিউটি ফ্রি' ও 'কোটা ফ্রি' সুবিধা দিয়ে আসছে। বিশ্বে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার এখন ২২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। আর এর মাত্র দশমিক পাঁচ শতাংশের যোগান দেয় বাংলাদেশ। ট্যানারি ছাড়াও বাংলাদেশে ১১০টি জুতাসহ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের শিল্প কারখানা আছে। চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার জন্য আছে ২০৭টি শিল্প-কারখানা। এর মধ্যে এপেক্স, এফবি, পিকার্ড বাংলাদেশ, জেনিস, আকিজ, আরএমএম, বেঙ্গল এবং বে'র রয়েছে নিজস্ব ট্যানারি ও চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা।[৫]

সঠিক কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও প্রতিবছর ২০০ থেকে ২৫০ মিলিয়ন জোড়া জুতা তৈরি হয় বাংলাদেশে। ট্যানারি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ কোটি ৬৫ লাখ 'পিস' কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ছাগলের চামড়া ১ কোটি, গরু ৫০ লাখ, ভেড়া ও মহিষ মিলে ১৫ লাখ পিস। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ২৩ কোটি বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়। আর এই চামড়ার প্রায় অর্ধেকই পাওয়া যায় কোরবানির ঈদের সময়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কাঁচা চামড়া বা 'ওয়েট-ব্লু লেদার' এবং প্রক্রিয়াজাত চামড়া বা 'ক্রাস্ট লেদার' রপ্তানি করে আসলেও, এখন বেশি রপ্তানি হয় 'ফিনিশড লেদার'।[৬]

সারা দেশের ২৩০টি ট্যানারির মধ্যে ১৫৪টির অবস্থান হাজারীবাগে। প্রায় ৩ হাজার ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কর্মসংস্থান প্রায় ৯ লাখ মানুষের। হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি সরাতে সরকার অনেক আগে থেকেই চেষ্টা করে আসছে। সবশেষে বুড়িগঙ্গার দূষণ রোধে ২০১৭ সালে ট্যানারি শিল্পকে হাজারিবাগ থেকে সাভার হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ কাজে সহায়তা করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ৪৯৭ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতের আয় হয়েছে ৪৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ খাতে করোনার কারণে রপ্তানি আয় কমে গেছে।[৭]

সারণি: চামড়া (কাঁচা) ও চামড়াজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
রপ্তানি আয়	৪৭৪	৪২৪	৫৩৭	৩৭৫	৪৬৩	৬০০	৪০০	৪৩০

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ জুলাই-ফেব্রুয়ারি।*

---

[৫] লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

[৬] বাংলাদেশ ট্যানারস এসোসিয়েশন (বিটিএ)

[৭] রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)

৩.৩৫ চামড়া শিল্পের সমস্যা (Problems of Leather Industry)

চামড়া শিল্পের প্রধান প্রধান সমস্যা নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **ঋণের স্বল্পতা:** চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ পায় না। কোরবানির সময় ব্যবসায়ীদের অনেক টাকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রায়ই সরকার প্রয়োজনের তুলনায় এ ক্ষেত্রে কম ঋণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

২. **প্রক্রিয়াজাতকরণের অসুবিধা:** চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ট্যানারি শিল্প সারা দেশে সমভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রায়ই চামড়া তার গুণগত মান হারায়।

৩. **বিদ্যুৎ ঘাটতি:** প্রয়োজনীয় বা চাহিদামতো বিদ্যুৎ না পাওয়ায় এ শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এতে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে ১৫৪টি কারখানার মধ্যে ১২৪টিতে বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে।

৪. **রাসায়নিক শিল্পের স্বল্পতা:** চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এসব রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৫. **শ্রমিকদের অদক্ষতা:** প্রায়ই চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। ফলে চামড়ার গুণগত মান নষ্ট হয়।

৬. **সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা:** সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা উদ্যোক্তাদেরকে চামড়া শিল্পে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

৭. **সংরক্ষণের অভাব:** চামড়া সংরক্ষণের জন্য চামড়ার আড়ৎ থাকা দরকার, যা আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

৮. **চামড়া নীতি:** চামড়া শিল্পের বিকাশের জন্য যে রকম আকর্ষণীয় নীতি উদ্যোক্তারা আশা করে সে রকম নীতি সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি।

৯. **চামড়া পাচার:** প্রতি বছর এ দেশ থেকে চামডা পার্শ্ববতী দেশে পাচার হয়ে যায়। ফলে এদেশের শিল্প কারখানায় চামড়ার অভাব দেখা যায়।

১০. **পরিবেশ দূষণ:** পরিবেশ দূষণ বর্তমানে একটি জাতীয় সমস্যা। চামড়া শিল্পের জন্য আলাদা কোনো শিল্প নগরী নেই। ফলে এদেশের শহরে, নগরে ও শহরতলীতে এ শিল্প স্থাপন করার ফলে ট্যানারি থেকে নির্গত বর্জ্য পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

১১. **চামড়ার দাম হ্রাস:** রপ্তানি ভাটার প্রভাব পড়ে কাঁচা চামড়ার দামেও। ২০১৪ সালে প্রতি বর্গফুট গরু ও মহিষের চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭০ ও ৭৫ টাকা। ২০২৩ সালে ধরা হয়েছে ৫৫ ও ৫০ টাকা করে।

জেনে রাখো

বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

১. প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া
২. ফুটওয়্যার ও পাদুকা
৩. চামড়াজাত পণ্য, যেমন: হাতব্যাগ, বেল্ট ও ওয়ালেট ইত্যাদি।

প্রতি বর্গফুট (টাকা)

সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪
গরু	৫০	৫০	৫০	৪৫	৪৫	৪০	৪৫	৫০	৫৫	৬০
মহিষ	৫৫	৫৫	৫৫	৫০	৫০	৩৫	৪০	৪৫	৫০	৫৫

উপরিউক্ত সমস্যার কারণে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বিস্তৃতি ব্যাহত হচ্ছে ও রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

৩.৩৬ চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় (Measures for Solving the Problems of Leather Industry)

চামড়া শিল্পের ওপর ভর করে বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯ লাখ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। তাই এ শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. **ঋণের পর্যাপ্ত যোগান:** চামড়া শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে পারলে এবং সেই ঋণ সহজ হলে এ শিল্পের বিকাশ ঘটবে।

২. **বিদ্যুতের সংযোগ:** চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করলে এ শিল্পের সমস্যার সমাধান হবে।

৩. **রাসায়নিক দ্রব্যের পর্যাপ্ততা:** প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে এ শিল্প আলোর মুখ দেখতে পারবে।

৪. **সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা:** বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অধিক প্রয়োজন।

৫. **পাচার রোধ:** দেশের বাইরে যেন চামড়া পাচার না হতে পারে সে দিকে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬. **বিদেশে বাজার সৃষ্টি:** বিদেশে বাজার সৃষ্টি করার জন্য দেশীয় বিনিয়োগকারীদের ও সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

৭. **ট্যানারি শিল্প স্থাপন:** দেশে আরও বেশি ট্যানারি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. **চামড়া নীতি:** চামড়া শিল্পের বিকাশের জন্য সঠিক চামড়া নীতি প্রণয়ন করতে হবে। চামড়া নীতিতে চামড়ার মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৯. **পৃথক ট্যানারি বা শিল্প নগরী স্থাপন:** বাংলাদেশে ট্যানারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য সুপরিসর স্থানে একটি পৃথক শিল্পনগরী স্থাপন করতে হবে।

উপরের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে বাংলাদেশের চামড়া শিল্প রপ্তানি আয়ে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৩.৩৭ চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Prospects of Leather Industry)

চামড়া শিল্প দেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। তবে পোশাক শিল্পকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় চামড়া শিল্পকে ততটা দেওয়া হয় না। চামড়া শিল্পের বর্তমান সংকট রোধে সরকারের হস্তক্ষেপ জরুরি। এদেশে চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **চামড়ার পর্যাপ্ততা:** এদেশে প্রতিদিন বহুসংখ্যক গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া জবাই করা হয়। তাছাড়া কোরবানির সময় প্রচুর চামড়া পাওয়া যায়।

২. **উন্নত চামড়া:** এ দেশে যে চামড়া পাওয়া যায় তা উন্নতমানের এবং দিন দিন এই শিল্পে দক্ষ শ্রমিক ও উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ছে।

৩. **সস্তা শ্রম:** জনবহুল দেশ হওয়ায় শ্রমিকের সংখ্যা বেশি এবং সস্তা মূল্যে শ্রম পাওয়া যায়।

৪. **চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা:** বিদেশে এবং দেশের ভিতর চামড়াজাত দ্রব্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বিদেশের বাজারে উন্নতমানের চামড়ার সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে চামড়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে চামড়া শিল্প ভবিষ্যতে একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে গড়ে উঠবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রক্রিয়াজাত চামড়াকে কী বলা হয়?

২. 'ওয়েট-ব্লু লেদার' কী?

৩. বাংলাদেশে কতটি ট্যানারি শিল্প রয়েছে?

৪. চামড়া শিল্পনগরী কোথায় অবস্থিত?

৫. কত সালে ট্যানারি শিল্পকে হাজারিবাগ থেকে সাভারের হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হয়?

৬. কোন শিল্পের বর্জ্য মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটায়?

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের আর কী কী সম্ভাবনা থাকতে পারে তার তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১২

তৈরি পোশাক শিল্প; তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব; তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা; তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যার সমাধান এবং তৈরি পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা

৩.৩৮ তৈরি পোশাক শিল্প (Readymade Garments Industry)

পোশাক শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এ দেশে এ শিল্পের ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে কতিপয় সাহসী উদ্যোক্তার হাতে গড়া হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ শিল্পটির যাত্রা শুরু হয় এবং ১ লক্ষ টাকার তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি হয়। টি-শার্ট, পলো শার্ট, ট্রাউজার উৎপাদন ও রপ্তানির মধ্য দিয়েই যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় পাঁচ হাজার পোশাক তৈরির কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। এদের প্রায় ৮০ শতাংশই হলো অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা কর্মী। এই শিল্পটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যেও পোশাক শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ বর্তমানে এ খাত থেকে উপার্জিত হয়।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশেরও বেশি বস্ত্রপণ্য ও তৈরি পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩২.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করেছে।[৮] বিশ্বের প্রায় ৯০টি দেশে পোশাক রপ্তানি করা হয়।* বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশের গন্তব্য ইউরোপিয় ইউনিয়ন (EU)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আয় হয়েছে ৬,১০৩.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১৫.৮৭ শতাংশ। সুতরাং, আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জেনে রাখো

বৈশ্বিক তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ পাঁচ দেশ।
১. চীন, ২. বাংলাদেশ, ৩. ভিয়েতনাম, ৪. তুরস্ক, ৫. ভারত।

[বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪]

১৯৭৬-৭৭ সালে এদেশে মাত্র ৩টি কারখানা ছিল। তারপর ২০২৩ সালে এসে ২য় রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে। প্রতি বছর এ খাত থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এসব পণ্য রপ্তানি করা হয়।

তৈরি পোশাকের রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
তৈরি পোশাকের রপ্তানি আয় (নিটওয়্যারসহ)	২৮০৯৪	২৮১৫০	৩০৬১৫	৩৪১৩৩	২৮,০০০	৩১,৪৫০	৪২,৬১৩	৩১,৩৬২	৩২৮৬০

*উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।*

বর্তমানে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো: ১. শ্রমিক কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, ২. পণ্য খালাস প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ৩. ইউটিলিটি বিল মওকুফ, ৪. বিমা প্রিমিয়াম হ্রাস, ৫. ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ, ৬. নগদ সহায়তা অব্যাহত রাখা, ৭. কমপ্লায়েন্স অনুসরণ। ৮. শ্রমিকদের সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে এ খাতের মালিক; শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৩.৩৯ তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব (Importance of Readymade Garments Industry)

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্ববৃহৎ খাত হলো তৈরি পোশাক শিল্প। সেই প্রেক্ষিতে এই শিল্পের গুরত্ব অপরিসীম। নিম্নে এ শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো—.

---

[৮] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

১. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে প্রায় ২ কোটি শ্রমিক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত। এর মধ্যে ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫২ জন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে। তাই তৈরি পোশাক শিল্প জনবহুল এই দেশের বেকারত্বের ভার অনেকটা লাঘব হয়েছে।

২. **উদ্যোক্তার প্রসার:** স্বাধীনতার পর যেখানে কোনো উদ্যোক্তা ছিল না সেখানে বর্তমানে পোশাক শিল্প বিস্তারের সাথে সাথে সাহসী উদ্যোক্তাদের বিস্তৃতি ঘটেছে।

৩. **নারীদের কর্মসংস্থান:** বাংলাদেশের ৮০ শতাংশের বেশি নারী তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে পোশাক শিল্পের মাধ্যমে। এর ফলে সমাজ কাঠামো ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:** সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। তাই এ খাতের গুরুত্ব সর্বাধিক। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় ৩২.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫. **ব্যাংক ব্যবসার প্রসার:** পোশাক শিল্পকে কেন্দ্র করে ব্যাংক, বীমা ব্যবসার প্রসারণ ঘটেছে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জেনে রাখো

BGMEA হলো বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি। এটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. **আত্মনির্ভরশীল জাতি:** পোশাক শিল্পের মাধ্যমে এদেশ আত্মনির্ভরশীল হতে চলেছে। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানি করতে পারছে।

৭. **অবকাঠামোর উন্নয়ন:** পোশাক শিল্পের প্রসারণে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটেছে।

৮. **কৃষির ছদ্মবেশী বেকার হ্রাস:** পোশাক শিল্পে অধিক সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হওয়ায় কৃষির ছদ্মবেশী বেকার হ্রাস পেয়েছে।

৯. **সহায়ক শিল্প সৃষ্টি:** পোশাক শিল্পের প্রয়োজনে অন্যান্য সহায়ক শিল্প যেমন: সুতা, কার্টুন, পলিব্যাগ, গামটেপ, প্যাকিং প্রভৃতি পণ্যের কারখানার বিকাশ ঘটেছে।

৩.৪০ তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা (Problems of Readymade Garments Industry)

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা; বিশ্ববাজার সংকুচিত হওয়া ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। নিচে এ খাতের সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো–

১. **মূলধনের অভাব:** অধিক মূলধন নিয়ে পোশাক শিল্পের ব্যবসা আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু মূলধনের স্বল্পতা প্রকৃত উদ্যোক্তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাই মূলধনের স্বল্পতা এই শিল্প বিকাশের অন্যতম সমস্যা।

২. **কাঁচামালের অভাব:** দেশের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত কাঁচামাল না পাওয়ায় উদ্যোক্তাদের আমদানি নির্ভরশীল থাকতে হয়। সময়মতো কাঁচামাল না পাওয়া, কাঁচামালের স্বল্পতা এবং বেশি দামে কাঁচামাল ক্রয় করায় ব্যবসায়ীরা বিপাকের সম্মুখীন হয়।

৩. **দক্ষ শ্রমিকের অভাব:** দক্ষ শ্রমিক উৎপাদনের সহায়ক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রাম থেকে চলে আসা অদক্ষ শ্রমিকদের কোনো ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা না করেই উৎপাদনে নিযুক্ত করা হয়।

৪. **উন্নত যন্ত্রপাতির অভাব:** পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। নিজ দেশে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত না হওয়ায় বেশি দামে যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয় এবং এর ফলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।

৫. **গুটি কয়েক দেশের সাথে বাণিজ্য:** যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কতিপয় দেশ ব্যতীত অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য পরিচালিত না হওয়ায় এ শিল্পের প্রসারিত হয়নি। যার দরুন বিশ্বব্যাপী এই শিল্প বিস্তৃত হতে পারেনি।

৬. **বিদ্যুতের অভাব:** লোডশেডিং আমাদের দেশের প্রতিনিয়ত সমস্যা। বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ উৎপাদনের সহায়ক নয়। তাই নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে প্রায়শই উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে।

৭. **গ্যাসের স্বল্পতা:** নিরবচ্ছিন্ন গ্যাসের সংযোগও এই শিল্পে নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে প্রায়ই শ্রমিকরা কর্মসময়ে অলস থাকে।

৮. **ঋণের অসুবিধা:** বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধার অভাব রয়েছে।

৯. **অবাধ বাণিজ্যের প্রভাব:** যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অন্যান্য দেশ জেনারেলাইজড সিস্টেমস অব প্রেফারেন্স (GSP) সুবিধা পেলেও বাংলাদেশ এই সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। ফলে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশকে অবাধ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

১০. **পোশাকের গুণগত মান:** প্রায়ই বিদেশি ক্রেতারা পোশাকের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং পোশাক নিতে অস্বীকার করায় পোশাক শিল্পের মালিকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১১. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে প্রায়ই ধর্মঘটসহ বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হয়, যা উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

১২. **শ্রমিক অসন্তোষ:** শ্রমিকরা প্রায়ই বেতন বৃদ্ধি, কর্মসময় নির্ধারণ ইত্যাদি দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠান ভাঙচুরে নিযুক্ত হয় যা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির ওপর আঘাত হানে।

১৩. **রপ্তানিতে বিলম্ব:** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। মাঝে মধ্যে শুল্ক ও জাহাজীকরণ জটিলতার কারণে প্রায়ই সময়মতো কাঁচামাল পাওয়া যায় না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং রপ্তানি বিলম্বিত হয়।

পোশাক শিল্পে কোটা কী?

পোশাক আমদানিকারক দেশসমূহ পোশাক রপ্তানিকারক দেশসমূহকে কিছু কিছু নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির পোশাক রপ্তানির পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয় যা পোশাক শিল্পে কোটা নামে পরিচিতি।

১৪. **স্বল্প আইটেমের পোশাক রপ্তানি:** বাংলাদেশ ১০-১২টি আইটেমের পোশাক রপ্তানি করে। কিন্তু চীন, ভারত, তাইওয়ান, হংকং প্রভৃতি দেশ প্রায় ১১৫-১২০টি আইটেমের পোশাক রপ্তানি করে। তাই বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে।

উপর্যুক্ত সমস্যাসমূহের জন্য বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিকাশ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৩.৪১ তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যার সমাধান
(Measures for Solving the Problems of Readymade Garments Industry)

বাংলাদেশের সস্তা শ্রম এবং সরকারের সহযোগিতা পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এ শিল্পের সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করা হলো–

১. **কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ:** পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে পোশাক শিল্পের মালিকরা সহজেই কাঁচামাল পাবে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারকে যথাযথ উৎসাহ দানপূর্বক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

২. **শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি:** পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. **নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ:** প্রতিটি ফার্মে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সরকারকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মনোযোগী হতে হবে এবং উদ্যোক্তাদের আশা প্রদান করতে হবে। তাহলে অচিরেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।

৪. **পণ্যের মান নির্ধারণ:** পণ্যের সঠিক মান নির্ধারণের জন্য উন্নত কাঁচামাল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **কোটা সুবিধা:** যেসব দেশে রপ্তানি ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা প্রচলিত আছে সেসব দেশের সাথে বাংলাদেশকে কুটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করতে হবে।

৬. **ঋণের সহজলভ্যতা:** ঋণের সহজলভ্যতা হলে উদ্যোক্তরা উৎসাহ পাবে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সমন্বয়ে একটি কার্যকর সুদের হার এই শিল্পের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

৭. **সুষ্ঠু পোশাক নীতি:** সকল সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে সঠিক পোশাক শিল্পনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৮. **বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ:** বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সুযোগ প্রদান করলে এদেশে পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে এবং এই শিল্প আরও বিকশিত হবে।

৯. **গবেষণা:** এই শিল্প কীভাবে আরও রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারবে অথবা কোথায় কোথায় সমস্যা আছে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষজ্ঞ টিম দিয়ে গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

১০. **আইটেম বৃদ্ধিকরণ:** বিদেশিদের চাহিদা অনুযায়ী এদেশ সকল ধরনের পণ্য উৎপাদন করতে পারে না। তাই অধিক আইটেমের পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিদেশিদের চাহিদার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

১১. **আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ:** পোশাক শিল্পের ওপর প্রায়ই বিশ্বমানের সেমিনার বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সেমিনারে দেশীয় শিল্প মালিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. **শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধিকরণ:** তৈরি পোশাক শিল্পের বৃহৎ একটি সমস্যা হলো শ্রমিকের কম মজুরি প্রদান। অথচ আমাদের তৈরি পোশাকে যতটা মূল্য সংযোজন হয় তার প্রায় ৬০ ভাগেরও বেশি শ্রমিকের শ্রম থেকে আসে। অথচ এই মূল্য সংযোজনের মাত্র ২৫ ভাগ শ্রমিকদের দেওয়া হয়।

এসব সমস্যার কারণে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

জেনে রাখো

বাংলাদেশ—
- পোশাক রপ্তানিতে— ২য়
- পণ্য রপ্তানিতে দক্ষিণ এশিয়ায়— ২য়
- বিশ্বের আমদানিকারক— ৩২তম
- তৈরি পোশাক রপ্তানি বাণিজ্যে হিস্যা— ৭.৯%
- বিশ্বের বৃহৎ মোবাইল মার্কেটে- ৯ম
- তৈরি পোশাকের বৃহৎ বাজার ইইউ (EU)।

৩.৪২ তৈরি পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা (Prospects of Readymade Garments Industry)

দ্রুত বিকাশমান শিল্প হিসেবে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বর্তমানে রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ ভাগই এই খাত থেকে অর্জিত হয়। নিচে পোশাক শিল্পের সম্ভাবনার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **পর্যাপ্ত শ্রমিক:** এদেশে সস্তায় পর্যাপ্ত শ্রমিক এখন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে। তাই জনবহুল এই দেশে শ্রমিকনির্ভর শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ।

২. **সরকারি প্রণোদনা:** সরকার এই শিল্পের প্রতি সবসময় সুনজর দিয়ে আসছে যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

৩. **নারীদের অংশগ্রহণ:** বিপুল সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণ এই শিল্প নিশ্চিত করতে পেরেছে, যা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।

৪. **বিদ্যুৎ-গ্যাসের নিশ্চয়তা:** সরকার সব সময় এ খাতে বিদ্যুৎ-গ্যাসের নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদানে আগ্রহী থাকে। যা অধিক উৎপাদনে অতি প্রয়োজনীয়।

৫. **বিদেশি বিনিয়োগ:** পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বিধায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সবসময় এই খাতে বিনিয়োগের ইচ্ছা পোষণ করে থাকে।

৬. **সরকারের উদার শিল্পনীতি:** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশের আর একটি কারণ হলো সরকারে উদার শিল্পনীতির আশ্রয়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং, কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পোশাক রপ্তানিকারক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম কী? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে কোন শিল্পের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রয়েছে? *[দি. বো. ২০২১; ঢা. বো. ২০১৬]*

৩. বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের একক বৃহত্তম বাজার কোন দেশ? *[রা. বো. ২০২১, ২০১৭]*

৪. তৈরি পোশাক রপ্তানিক্রারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে কততম? *[ম. বো. ২০২১]*

৫. বাংলাদেশে কোন রপ্তানি পণ্য থেকে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়? *[দি. বো. ২০১৯]*

৬. GSP সুবিধা কোন খাতের সাথে সম্পর্কিত? *[কু. বো. ২০১৭]*

৭. তৈরি পোশাকে বৃহৎ বাজার কোথায়? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

► উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দুই দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের সমস্যা লিপিবদ্ধ করবে। দ্বিতীয় দল তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করবে। প্রতিটি দলের একজন সদস্য তা উপস্থাপন করো।

পাঠ ১৩

আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল; আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের কৌশলসমূহের সুবিধা/প্রয়োজনীয়তা; আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের কৌশলের অসুবিধা ও শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি

৩.৪৩ আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল (Import Substitution Industrialization Strategy)

আমদানি না করে কোনো দেশের অভ্যন্তরে শিল্প স্থাপন করে দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করাই হলো আমদানি বিকল্প শিল্প। সুতরাং বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য নিজের দেশে উৎপাদন করতে শিল্প কলকারখানা স্থাপন করাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে। আন্তর্জার্তিক বাজারে তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদিত প্রাথমিক দ্রব্যের, চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে যে ঘাটতি দেখা দেয় সে ঘাটতি হ্রাসের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা হয়। সাধারণত বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিবর্তে দেশের অভ্যন্তরে সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করার নীতিকে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল বলে। অন্যভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে যেসব দ্রব্য আমদানি করা হয়, সেসব দ্রব্য আমদানি না করে দেশীয় প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে ঐসব দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহ দেশের অভ্যন্তরে স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল বলে। এ প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হলো দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শিল্প স্থাপন করা। তাছাড়া লেনদেনের ভারসাম্য দূরীকরণ, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দাতাগোষ্ঠীর অবৈধ হস্তক্ষেপ প্রভৃতি অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হয়। এজন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তা হলো আমদানিকৃত পণ্যের ওপর অধিকহারে শুল্ক ও করারোপ করা, কোটা প্রবর্তন ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি। ফলে পণ্যের আমদানি হ্রাস পায় এবং দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে। সুতরাং, যে প্রক্রিয়ায় আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিবর্তে দেশের অভ্যন্তরে ঐসব দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাকেই আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল বলে।

আমদানি বিকল্প শিল্পের বৈশিষ্ট্য: আমদানি বিকল্পন শিল্পের কতকগুলো লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

i. আমদানি বিকল্পন শিল্পে কেবল আমদানিকৃত দ্রব্যের মতো অথবা তার নিকট বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন করা হয়।
ii. এ শিল্পে দ্রব্য কেবল অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন করা হয়।
iii. এ শিল্পে যতদূর সম্ভব দেশীয় কাঁচামাল, নিজস্ব প্রযুক্তি ও শ্রমনিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় যাতে এ শিল্প স্থাপনের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভর করতে না হয়।
iv. এ শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, অর্জন নয়।
v. প্রয়োজনে এ শিল্প সরকার প্রদত্ত সংরক্ষণ সুবিধা পেয়ে থাকে।
vi. এ শিল্প দেশে একচেটিয়া বাজারের প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে।

জেনে রাখো

নারী শিল্পোদ্যোক্তা: যদি কোনো নারী ব্যক্তিমালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের অন্যূন (ন্যূনতম) ৫১% শেয়ারহোল্ডারের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন।

৩.৪৪ আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের কৌশলসমূহের সুবিধা/প্রয়োজনীয়তা (Advantages/Importance of Import Substitution Industrialization Strategy)

বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়। তাই দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১. **রপ্তানি বৃদ্ধি:** আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল অনুসরণ করা হলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এসব দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

২. **আমদানি হ্রাস:** বাংলাদেশ প্রতি বছর ভোগ্যপণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য বিপুল পরিমাণে আমদানি করে। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। যদি দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পকারখানা স্থাপন করা হয় তবে আমদানি ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

৩. **নির্ভরশীলতা হ্রাস:** এ শিল্পায়ন কৌশল অবলম্বন করা হলে নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। দেশে ভোগ্যপণ্য ও মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো ধীরে ধীরে শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়।

৪. **লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণ:** বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় বেশি বলে লেনদেন ভারসাম্যে প্রায়ই ঘাটতি দেখা দেয়। তাই শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে দেশেই আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এ ব্যবস্থায় দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ হবে এবং লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীভূত হবে।

৫. **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** এ শিল্পায়ন কৌশলের মাধ্যমে দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হয়। ভোক্তা স্বল্পমূল্যে দেশীয় উন্নতমানের পণ্য ভোগ করতে পারে। ফলে ভোক্তার সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন গঠিত হয়। এর ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৬. **দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ:** বিদেশি শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় নবীন শিল্পসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিদেশি পণ্য আমদানি বন্ধ বা নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। এর ফলে দেশীয় শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণতায় ফিরে আসবে এবং দেশীয় শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশের নাগরিকদের ব্যবহারের উপযোগী হবে।

৭. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** বাংলাদেশ বেকার সমস্যায় জর্জরিত একটি দেশ। দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল অবলম্বন করে নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে তোলা হলে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৮. **দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন:** আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে দেশের অভ্যন্তরে নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে। বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কৃষি ও শিল্প উভয় খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

সুতরাং, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। ফলে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি পরনির্ভরশীলতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে।

৩.৪৫ আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের কৌশলের অসুবিধা

(Disadvantages of Import Substitution Industrialization Strategy)

আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলের যেমন সুবিধা রয়েছে তেমনি এর কতকগুলো অসুবিধাও রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. **মূলধন নিবিড় কৌশল:** আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন ব্যবস্থায় মূলধন নিবিড় কৌশল ব্যবহৃত হয়। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এমতাবস্থায় দেশে আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে বেকার সমস্যার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাতে পারে।

২. **বিশ্ববাজারে প্রবেশের বাধা:** বিশ্বায়নের এ যুগে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারের প্রবেশাধিকার ও সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায়, এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না। কিন্তু আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণ করা। এতে বিশ্ববাজারে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

৩. **নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি:** এ কৌশল অনুসরণ করা হলে ভোগ্যপণ্যের আমদানি হ্রাস পায়। কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও মূলধনসামগ্রীর আমদানি বৃদ্ধি পায়। তাই আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল আমদানি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে।

৪. **নিম্নমানের পণ্য:** আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলের অন্যতম অসুবিধা হলো নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন। এ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানা সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতায় অব্যাহতভাবে সংরক্ষণ সুবিধা ভোগ করে। তাছাড়া এরূপ শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজারও খুব সংকীর্ণ। এমতাবস্থায় পণ্যের মানোন্নয়নে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না বলে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদিত হয়।

৫. **নেশা জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে:** নেশাজাতীয় দ্রব্যের আমদানি ঠেকানোর জন্য এ ধরনের দ্রব্যের শিল্প স্থাপিত হলে দেশের জনগণ এসবের প্রতি আসক্ত হবে। যার দ্বারা জাতীয় ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

৬. **বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হ্রাস:** এ শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করা হলে দেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হ্রাস পায়। কারণ শিল্পায়ন কৌশলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে আমদানি নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য সংরক্ষণমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগে প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করে এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

এসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক দেশ আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশল গ্রহণ করছে। এতে ধীরগতিতে হলেও এসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৩.৪৬ শিল্পোন্নয়নের সরকারি নীতি (Government Policy of Industrial Development)

২০১০ সালের শিল্পনীতির পর অষ্টম 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ২০১৬ সালের শিল্পনীতিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো—

১. **উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার:** শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. **তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে অগ্রাধিকার:** সংযোগ শিল্পের বিকাশে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩. **কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জন:** কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক বীজ প্রজনন, উৎপাদন, বর্ধন ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। একই সাথে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. **ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন:** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি (SME) শিল্প উন্নয়নের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৫. **কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন:** কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্প স্থাপন এবং এর ক্রমবিকাশকে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬. **অর্থকরী শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা:** দেশে যেসব প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে বিশেষ করে গ্যাস, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর এবং বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে বিদ্যমান সিলিকন, মোনাজাইট, জিরকন, রুটাইল, ঝিনুক, মুক্তা, প্রবাল, জীবাশ্ম, সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদির যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে নতুন নতুন অর্থকরী শিল্প স্থাপন সম্ভব হয়। সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. **পণ্যের সংরক্ষণ:** বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য যাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা যায় সে লক্ষ্যে হিমায়িত, পাস্তুরিত, কৌটাজাত কিংবা শুষ্ক খাদ্য হিসেবে শিল্পজাত বা প্রক্রিয়াজাত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮. **বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন:** দেশে ব্যাপকভিত্তিতে সৌরশক্তি ও বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল গার্বেজ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. **শিল্প এলাকা স্থাপন:** অধিকতর কাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিবিড় শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, উপকরণের সহজলভ্যতা এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প এলাকা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১০. **মূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন:** আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনসহ অধিকতর মূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে রপ্তানি শিল্পপণ্য বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পশ্চাৎসংযোগকারী শিল্পপণ্য উৎপাদনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১১. **শিল্পপার্ক স্থাপনের উদ্যোগ:** দেশে ইতোমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বেশ কিছু শিল্প-কারখানা বেসরকারি মালিকানায় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব শিল্প-উপখাতে অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিল্পপার্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. **শক্তিশালী পুঁজিবাজার সৃষ্টি:** শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার সৃষ্টিতে সর্বাত্মক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১৩. **প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি:** শিল্পখাতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

১৪. **আমদানি বিকল্প শিল্পকে উৎসাহ প্রদান:** স্থানীয় বাজারে শিল্পপণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পের দক্ষতা ও সক্ষমতাকে অধিকতর শক্তিশালী ও উৎসাহিত করা হয়েছে।

১৫. **বেসরকারিকরণ:** রাষ্ট্রীয় খাতের অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত এবং পর্যায়ক্রমে বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬. **অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রাধিকার:** বন্দর সুবিধা, শক্তিখাত, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এসব খাতে নির্মাণ, পরিচালনা ও স্বত্ব গ্রহণ এবং নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর পদ্ধতিসহ ব্যক্তি বিনিয়োগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

১৭. **রুগ্ন বা অলাভজনক শিল্পের পুনর্বাসন ও উন্নয়ন:** শিল্পক্ষেত্রে অলাভজনক রুগ্নশিল্পের পুনর্বাসন ও উন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে স্থানীয় বাজারে রুগ্নশিল্পে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে রুগ্নশিল্পে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে কার্যকর ব্যয় পদ্ধতি প্রয়োগসহ গুণগত মানোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮. **পরিবেশ উন্নয়ন:** শিল্পক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনে বর্জ্য হ্রাস, বর্জ্য অপসারণ এবং সর্বোপরি দূষণমুক্ত পণ্য উৎপন্ন করার লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

১৯. **আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি:** আঞ্চলিক ও উপ-অঞ্চলকে সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকলে তা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০. **গবেষণা ও উন্নয়ন:** গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তরে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তি উন্নয়নে বাজারমুখী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

২১. **বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান:** প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২২. **এমআইএস (MIS) চালু করা:** শিল্প মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা (বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ) সহ একটি সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) চালু করা এবং এ তথ্যকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৩. **শিল্পোন্নয়নে বিদেশি সংস্থার সাথে চুক্তি:** বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর বিভিন্ন চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়কারী শিল্পকে কী ধরনের শিল্প বলে? *[সি. বো. ২০২১]*

২. আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন প্রধানত কোন ধরনের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে শুরু হয়?

৩. বাংলাদেশে কোন ধরনের শিল্পের উপস্থিতি কম?

৪. অষ্টম শিল্পনীতি কত সালে ঘোষণা করা হয়েছে?

৫. নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে গণ্য হতে হলে কত ভাগ শেয়ারের মালিক হতে হবে?

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একদল আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন কৌশলের সুবিধার তালিকা তৈরি করবে ও আর অন্য দল অসুবিধার তালিকা তৈরি করবে। প্রতিটি দলের একজন সদস্য তা উপস্থাপন করো।

পাঠ ১৪ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

৩.৪৭ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership (PPP))

পটভূমি: সরকার ও ব্যক্তিমালিকানার যৌথ প্রয়াস নিয়ে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় (Public Private Partnership-PPP) গঠিত হয়। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যক্তিমালিকানাকে উৎসাহিত করে থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার ও ব্যক্তিমালিক যৌথভাবে উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে। বাংলাদেশের সরকার ১৯৯৬ সালে থেকে নীতিগতভাবে Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines (PSIG) জারি করে পিপিপি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রমের পথ সুগম করে।

উন্নয়ন ও জনকল্যাণের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) চুক্তি একটি পুরোনো ধারণা। স্বাধীনতার পূর্বে প্রকল্প বিনিয়োগ বাস্তবায়নে এমন অংশীদারিত্ব ছিল। বর্তমানে এর ধারণাগত চিন্তাভাবনার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতার পর এ অঞ্চলে পিপিপি'র অধীনে অনেক শিল্প হয়েছে। শিল্পসমূহ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভালো ভূমিকা রাখছে।

সংজ্ঞা: দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যসম্পর্ক গড়ে তোলাকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership- PPP) বলা হয়। PPP হলো চুক্তিভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণে কোনো প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার একটি সময়োপযোগী কৌশল বা প্রক্রিয়া। এরূপ অংশীদারিত্ব বা পরিকল্পনা বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে। ইদানিং পিপিপি'র অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই এগিয়ে চলছে। যেমন– বিদ্যুৎ উৎপাদন, টোল সড়ক ইত্যাদি।

বাংলাদেশ সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে যেমন– ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, বিমানবন্দর, সিভিল এভিয়েশন, সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর, স্থলবন্দর, রেলওয়ে, সেতু, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতি খাতে বেসরকারি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে।

জেনে রাখো

দেশে প্রথমবারের মতো ২০০৯ সালেসরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপি মডেল চালু হয়। বর্তমানে পিপিপি'র অধীনে চলমান প্রকল্পগুলো হলো: ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনাল, রামপুরা-আমুলিয়া-ডেমরা এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প, ঢাকা বাইপাস প্রকল্প, গাবতলী-সাভার-নবীনগর এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প প্রভৃতি।

উদ্দেশ্যসমূহ: বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো–

১. উন্নয়নের গতিপথকে যৌথ অর্থায়নে দীর্ঘমেয়াদিভিত্তিক সুদৃঢ়করণ ও বিনিয়োগকে বর্ধিতকরণ।
২. এ দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভবিষ্যতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা।
৩. জনসাধারণকে টেকসই বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিতকরণ এবং সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা।
৪. ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৫. অর্থ, কর্মের চাহিদা ও যোগানের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান করা।
৬. দেশের জনসেবাকে অধিকতর যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে জনকল্যাণ বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করা।
৭. দেশে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা করা।
৮. বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জ্বালানি ও সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা।
৯. অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অতি জরুরি খাতসমূহে বিনিয়োগ ও উন্নয়নে স্থিতিশীলতা আনয়ন করা।
১০. দীর্ঘমেয়াদি আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
১১. ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের বিনিয়োগকে শক্তিশালী করা এবং যৌথভাবে বিনিয়োগ ঝুঁকি বহন করা।

পিপিপি অংশীদারিত্ব চুক্তির প্রকারভেদ: সরকারি খাত এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে চুক্তির প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়। যথা- ১. যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি; ২. মূলধনায়িত চুক্তি; ৩. সেবামূলক চুক্তি; ৪. ব্যবস্থাপনা চুক্তি; ৫. ইজারা চুক্তি; ৬. বিশেষ সুবিধা বা অধিকার চুক্তি।

সরকারি-বেসরকারি (পিপিপি) প্রকল্পে উন্নয়ন প্রক্রিয়া

১. এখন দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার প্রয়াসে নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারি সেক্টরের প্রবেশাধিকার রয়েছে। সাধারণভাবে সরকার একদিকে নিজের ইচ্ছামতো অবকাঠামোগত অথবা অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পকে বিনিয়োগ এবং তা থেকে মুনাফা প্রাপ্তির পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে, বেসরকারি সেক্টরের জন্য শুধু অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ এবং তা থেকে মুনাফার সংস্থান করার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

২. যেকোনো প্রকল্পে অর্থায়ন দুইভাবে হতে পারে। যথা: সরকারি অর্থায়নে গঠিত সরকারি অবকাঠামো প্রকল্প অথবা বেসরকারি অর্থায়নে গঠিত বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প। সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থায়ন, মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণত সরকার নিজেই নিয়ে থাকে। আবার বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এত বড় অঙ্কের অর্থায়ন প্রায় অসম্ভব। তাই এসব প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা থেকে ঋণ এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর নির্ভর করতে হয়।

৩. এসব প্রকল্পে অর্থায়ন মাঝে মাঝে কিছু কঠিন শর্তের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। যেমন– মূলধনী যন্ত্রপাতি যা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হবে তা ঋণ প্রদানকারী দেশ থেকে ক্রয় করতে হবে। এসব শর্তের কারণে বিনিয়োগ সম্ভাবনা কমে যায় এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব ঋণের জামানত সরকারকে নিতে হয়। ফলে জনগণের ওপর বিশাল অঙ্কের ঋণের বোঝা যুক্ত হয়।

ফলাফল: ১. পিপিপি-এর যৌথ প্রচেষ্টায় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ২. জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। ৩. কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। ৪. সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ৫. পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। ৬. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটে।

পিপিপির সুবিধা-অসুবিধা: নিচে পিপিপির সুবিধা-অসুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলো–

ক. সুবিধা (Advantages)

১. প্রকল্পের সম্পদের আয়ুষ্কালের সাথে ব্যয়ের পরিমাণকে সমন্বয়-সাধন করা।

২. সম্পদের আয়ুষ্কালের সাথে অর্থের মূল্যের প্রাধান্যতা প্রকাশ করা যায়।

৩. পিপিপি-র কারণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ বেসরকারি অংশীদার নিজের স্বার্থেই সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করে থাকে।

৪. প্রকল্পের সময় ও ব্যয়ের ওপর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়।

খ. অসুবিধা (Disadvantages)

১. প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের জন্য অধিক লেনদেন ব্যয় করতে হয়, যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য কঠিন হয়।

২. সরকারি কর্মকর্তা যারা চুক্তির সাথে জড়িত, তাদের দৌরাত্ম্যের কারণে বেসরকারি খাত এগিয়ে আসতে চায় না।

৩. ব্যবসা ও চুক্তির বিষয়ে সরকারি খাত উদাসীন থাকে।

৪. প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের জন্য মেয়াদভিত্তিক ও সময় সাপেক্ষে বিষয়টি রাজি করানো কঠিন কাজ।

৫. সীমিত নমনীয়তা যা বাংলাদেশের মতো দেশে বড় সমস্যা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকার ও ব্যক্তি মালিকানায় গঠিত যৌথ প্রয়াসকে কী বলে? *[চ. বো. ২০১৯]*

২. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কী নামে পরিচিত? *[ব. বো. ২০২২]*

৩. PPP-এর পূর্ণরূপ কী? *[ম. বো., সি. বো. ২০২৩]*

৪. কীসে যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি লক্ষ করা যায়?

৫. বাংলাদেশের সরকার কোন সালে থেকে নীতিগতভাবে PSIG জারি করে পিপিপি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করে?

▶ উত্তরের জন্য ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশ সরকারের সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রকল্পগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ ও ২: ১. শিল্প; ২. সমজাতীয় ফার্মের সমন্বিতরূপ; ৩. মাঝারি শিল্পের; ৪. ১০০-২৫০ জন; ৫. ৫টি; ৬. ৩৭.৯৫%; ৭. ম্যানুফ্যাকচারিং; ৮. ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্পকে।

পাঠ-৩: ১. নয়; ২. বারো; ৩. সতের; ৪. সংরক্ষিত শিল্প; ৫. ২০২২ সালে; ৬. ৪০%।

পাঠ-৪: ১. হাইটেক শিল্প; ২. অগ্রাধিকার; ৩. ঔষধ শিল্প; ৪. হাইটেক শিল্প; ৫. নিয়ন্ত্রিত শিল্প; ৬. ৫০ কোটি টাকা।

পাঠ-৫: ১. পাঁচ লক্ষ টাকার নিচে; ২. কুটির শিল্প; ৩. ভোগ্যপণ্য; ৪. দেশজ কাঁচামালের সদ্ব্যবহার; ৫. কুটিরশিল্প ; ৬. ক্ষুদ্র শিল্প।

পাঠ-৬: ১. রপ্তানিমুখী শিল্প; ২. কমপক্ষে ৮০%; ৩. বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার লাভ; ৪. ব্রিটিশ আমলে; ৫. ১৯৯৩ সালে।

পাঠ-৭: ১. পাট; ২. দ্বিতীয়; ৩. ১৯৫১ সালে; ৪. ৯৮.০৫ লক্ষ বেল; ৫. ১৮২.২৫ কেজি; ৬. 'শিল্পনীতি ২০১০; ৭. ড. মোবারক আহমদ খান।

পাঠ-৮: ১. সিনথেটিক ও রোজেল; ২. সোনালি ব্যাগ ও ভিসকস; ৩. ২০১০ সালে; ৪. ১৭টি পণ্যের; ৫. ৬ মার্চ; ৬. ৩১ ভাগ।

পাঠ-৯: ১. প্রায় ৫০ লক্ষ; ২. দ্বিতীয় বৃহত্তম; ৩. ১৯৭৭ সালে; ৪. ২৮%; ৫. ২০১৩ সালে; ৬. 'আমার বাড়ি আমার খামার'।

পাঠ-১০: ১. শ্রীমঙ্গল; ২. ১৬৭টি; ৩. মৌলভীবাজার; ৪. সিলেটের মালিনিছড়ায়; ৫. ২৫টি; ৬. ১৮৫৪ সালে; ৭. মৌলভীবাজার জেলায়; ৮. খাগড়াছড়ি।

পাঠ-১১: ১. ক্রাস্ট লেদার; ২. কাঁচা চামড়া; ৩. ২৩০টি; ৪. সাভারে ; ৫. ২০১৭ সাল; ৬. চামড়া শিল্প।

পাঠ-১২: ১. BGMEA; ২. তৈরি পোশাক শিল্পে; ৩. যুক্তরাষ্ট্র; ৪. দ্বিতীয়; ৫. তৈরি পোশাক; ৬. তৈরি পোশাক; ৭. ইইউ।

পাঠ-১৩: ১. আমদানি বিকল্প শিল্প; ২. ভোগ্যপণ্য; ৩. ভারী ও মৌলিক শিল্প; ৪. ২০১৬; ৫. ৫১%।

পাঠ-১৪: ১. পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ; ২. PPP; ৩. Public Private Partnership; ৪. PPP তে; ৫. ১৯৯৬।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

শিল্প	শিল্প হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়। দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের কাজটি কোনো ফার্ম বা উৎপাদনকারী একাধিক প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে। এরূপ সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে শিল্প গঠিত হয়।
ফার্ম	একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করে এমন একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে। অর্থাৎ যে কারখানায় অনুসৃত উৎপাদন পদ্ধতির অধীনে সংগৃহীত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটি দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাকে ফার্ম বলে।
কাঁচামাল	শিল্প উৎপাদনের প্রাথমিক উপকরণকে কাঁচামাল বলে। যেমন— কাপড় উৎপাদনের জন্য সুতার প্রয়োজন হয়। এখানে সুতা হচ্ছে কাঁচামাল।
শিল্প কাঠামো	শিল্পের আকার, উদ্দেশ্য, মালিকানা, উৎপাদন, কৌশল, বাজারজাতকরণ, শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বিত ধারণাকে শিল্প কাঠামো বলে।
শিল্পখাত	একটি দেশে যেসব শিল্প রয়েছে সেগুলোর সমষ্টিকে শিল্পখাত বলা হয়।
শিল্পনীতি	শিল্পখাত ও শিল্পোন্নয়ন এর সাথে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক কীরূপ, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে শিল্প কীভাবে সম্পর্কিত-এ সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালাকে শিল্পনীতি বলা হয়। শিল্পনীতি ২০০৫ এ বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা হলেও শিল্পনীতি ২০১০ এ শিল্পসমূহকে ৯ ভাগে এবং শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে শিল্পসমূহকে ১২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যা শিল্পনীতি ২০২২ এ ১৭ ভাগে ভাগ করা হয়।
বৃহদায়তন শিল্প	যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপুল মূলধন, বেশিসংখ্যক দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিক, উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলোকে বৃহদায়তন শিল্প বলে।
ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বল্প মূলধন, কম শ্রমিক ও ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিয়ে কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলোকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে।
ভোগ্য শিল্প	যে সকল শিল্প কারখানা সরাসরি মানুষের ভোগ উপযোগী দ্রব্য তৈরি করে তাকে ভোগ্য শিল্প বলে।

কুটিরশিল্প	কুটিরশিল্প বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যবিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় এবং যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫ লক্ষ টাকার নিচে এবং পারিবারিক সদস্য সমন্বয়ে সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয় এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।
মাইক্রো শিল্প	'মাইক্রো শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ৩০ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।
ক্ষুদ্র শিল্প	শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী কুটির শিল্প অপেক্ষা বড় কিন্তু বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা ছোট এবং জমি কারখানা ব্যতীত স্থায়ী সম্পদ ৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা ২৬-১২০ জন শ্রমিক কাজ করে, এরূপ শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।
হাইটেক শিল্প	হাইটেক শিল্প বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস/জীব প্রযুক্তি বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) নির্ভর শিল্পকে বোঝায়।
সংরক্ষিত শিল্প	সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যে সকল শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প বলা হয়। যেমন: অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক শক্তি প্রভৃতি।
হোসিয়ারি শিল্প	হোসিয়ারি শিল্প মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পের অন্তর্গত। এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য হলো গেঞ্জি, আন্ডার ওয়্যার, মোজা ইত্যাদি।
অগ্রাধিকার শিল্প	অগ্রাধিকার শিল্প বলতে সে সমস্ত শিল্প গণ্য হবে যে শিল্পখাতগুলো বিকাশমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন শিল্প অধিকার প্রাপ্ত হবে তা সরকার সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে নির্ধারণ করে।
হস্ত ও কারুশিল্প	হস্ত ও কারুশিল্প বলতে বোঝায় কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত, মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য। অনেক সৃজনশীল ব্যক্তিও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক পণ্য উৎপাদন হস্ত ও কারুশিল্পের উদাহরণ।
শ্রম অসন্তোষ	শ্রম অসন্তোষ হচ্ছে শ্রমিকদের অতৃপ্তি। শ্রমিক মালিক সংঘাতের ফলে শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয়।
রপ্তানিমুখী শিল্প	বিদেশের বাজারে রপ্তানির উদ্দেশ্যে দেশে যে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে। রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্য হতে লাভ বৃদ্ধি করা।
বৈদেশিক মুদ্রা	নিজ দেশের বাইরে যেসব মুদ্রা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত তাই বৈদেশিক মুদ্রা।
পাট শিল্প	পাট বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ও পরিবেশ বান্ধব ফসল। পাটকে বাংলাদেশের সোনালি আঁশ (Golden Fiber of Bangladesh) বলা হয়। ১৯৫১ সাল পরবর্তী সময়ে এদেশে পাট শিল্প গড়ে ওঠে। ২০২৪ সালে ৭.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৯৮.০৫ লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদিত হয়েছে।
তৈরি পোশাক শিল্প	পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অতি সম্ভাবনাময় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রুত বিকশিত শিল্প। ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমনিবিড় হওয়ায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের স্বল্প মজুরীতে সহজেই কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের পথ প্রসারিত হচ্ছে।
রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল	যে প্রক্রিয়ায় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হয়, তাকে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন কৌশল হিসেবে অভিহিত করা হয়।
আমদানি বিকল্প শিল্প	বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য নিজের দেশে উৎপাদন করতে শিল্প কারখানা স্থাপন করাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে। আন্তর্জাতিক বাজারে তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদিত প্রাথমিক দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে যে ঘাটতি দেখা দেয় সে ঘাটতি হ্রাসের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা হয়।

কোটা সুবিধা	কোটা সুবিধা হলো এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বিদেশের বাজারে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানি করা যায়। বিশ্বের ধনী আমদানিকারক দেশ দরিদ্র রপ্তানিকারক দেশসমূহকে এই সুবিধা প্রদান করে থাকে। কোটা সুবিধা বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে সহায়তা করে।
PPP	দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যসম্পর্ক গড়ে তোলাকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership-PPP) বলা হয়। যেমন– বিদ্যুৎ উৎপাদন, টোল সড়ক, মাল ওঠা-নামার বন্দর ইত্যাদি।
শিল্প শুমারি	শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করাকে শিল্প শুমারি বলে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ শিল্প কাঠামো

প্রশ্ন-১. শিল্প কাঠামো কী? *[দি. বো. ২২]*

উত্তর: শিল্পের আকার, উদ্দেশ্য, মালিকানা, উৎপাদন, কৌশল, বাজারজাতকরণ, শ্রেণিবিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বিত ধারণাকে শিল্প কাঠামো বলে।

প্রশ্ন-২. শিল্প কী? *[দি. বো. ২৫, ২৩, ২১; য. বো. ২৫; ব. বো. ২৩, ২২; ঢা. বো., ম. বো. ২২, ২১; রা. বো. ২২; য. বো., সি. বো. ২১, ১৭; কু. বো. ২১, ১৮]*

উত্তর: কারখানায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রাথমিক দ্রব্যকে (কাঁচামাল) মাধ্যমিক দ্রব্য এবং মাধ্যমিক দ্রব্যকে চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকেই শিল্প বলে।

■ বাংলাদেশে শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস: কুটিরশিল্প; অতি ক্ষুদ্র শিল্প (Micro Industry); ক্ষুদ্র শিল্প; মাঝারি শিল্প; বৃহৎ শিল্প

প্রশ্ন-৩. মাইক্রো শিল্প কী? *[ঢা. বো., কু. বো. ২৩; চ. বো. ২২; আলিম ১৯]*

উত্তর: জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০-৭৫ লক্ষ টাকা অথবা ১-২৫ জন বা তার চেয়ে কম শ্রমিক কাজ করে এমন শিল্প কারখানাকে মাইক্রো শিল্প (Micro Industry) বলে।

প্রশ্ন-৪. কুটিরশিল্প কাকে বলে? *[য. বো. ২৩; রা. বো. ২২; ম. বো. ২১; সি. বো. ১৭, ১৮; দি. বো. ২১, ১৮; রা. বো. ২১, ১৯; ব. বো. ১৯]*

উত্তর: গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন এবং সহজলভ্য কাঁচামাল ও ছোটখাটো সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে শিল্প পরিচালিত হয় তাকে কুটিরশিল্প বলে।

প্রশ্ন-৫. মাঝারি শিল্প কাকে বলে? *[য. বো. ২৩; রা. বো. ২২; ম. বো., ব. বো. ২১; কু. বো. ১৯; সি. বো. ১৬; আলিম ২২]*

উত্তর: শিল্পনীতি ২০২২ অনুসারে যে শিল্পকারখানায় ২১ জনের অধিক কিন্তু ৩০০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে মাঝারি শিল্প বলে।

প্রশ্ন-৬. বৃহৎ বা বৃহদায়তন শিল্প কাকে বলে? *[কু. বো., চ. বো. ২৫, ২৩, ২১; কু. বো. ২২; ঢা. বো. ১৬; সি. বো. ১৭; আলিম ১৭]*

উত্তর: যেসব শিল্প কারখানায় বেশি মূলধন, বৃহৎ যন্ত্রপাতি ও আধুনিক প্রযুক্তি এবং বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয়, তাই বৃহদায়তন শিল্প। যথা- পাট শিল্প।

প্রশ্ন-৭. হাইটেক শিল্প কী? *[ম. বো., দি. বো. ২৫; কু. বো. ২৩, ২২; ঢা. বো. ২২; ম. বো., সি. বো., ব. বো. ২১; দি. বো. ২১, ১৭; য. বো. ২১, ১৯]*

উত্তর: 'হাইটেক শিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর, উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব এবং আইটি বা গবেষণা ও উন্নয়ন নির্ভর শিল্পকে বোঝায়।

প্রশ্ন-৮. অগ্রাধিকার শিল্প কী? *[ঢা. বো. ২৫, ২১]*

উত্তর: অগ্রাধিকার শিল্প বলতে সে সমস্ত উদীয়মান শিল্পকে বোঝায়, যা প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

■ রপ্তানিমুখী শিল্প (পাট, বস্ত্র; চা, চামড়া, তৈরি পোশাক)

প্রশ্ন-৯. রপ্তানিমুখী শিল্প কাকে বলে? *[ঢা. বো. ২৩; ম. বো. ২২; ঢা. বো. ২১, ১৬; চ. বো., সি. বো. ২১; দি. বো. ১৯; য. বো. ১৭; আলিম ১৮]*

উত্তর: যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন ও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে সেগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে।

■ আমদানি বিকল্প শিল্প

প্রশ্ন-১০. আমদানি বিকল্প শিল্প কাকে বলে? */চ. বো. ২২. ২১, ১৯: ঢা. বো., সি. বো. ১৯: ঢা. বো. ১৭: কু. বো. ১৬/*

উত্তর: আমদানি দ্রব্য অন্য দেশ থেকে আমদানি না করে, দেশে উৎপাদনের জন্য যে শিল্প গড়ে তোলা হয়, তাকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে।

প্রশ্ন-১১. সংরক্ষিত শিল্প কাকে বলে? */ব. বো. ২৫: সি. বো. ২৩: ঢা. বো., কু. বো., য. বো. ২২, ২১/*

উত্তর: সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যে সকল শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেগুলোকে সংরক্ষিত শিল্প বলে।

■ শিল্পোন্নয়নে সরকারি নীতি: সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব

প্রশ্ন-১২. সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব কী? */সি. বো. ২৫/*

উত্তর: কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারি খাত ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করাকে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership-PPP) বলে।

প্রশ্ন-১৩. PPP কী? */ম. বো., কু. বো., চ. বো. ২৫; সি. বো., ব. বো. ২৩: দি. বো., য. বো. ২১/*

উত্তর: PPP হলো Public Private Partnership। দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যসম্পর্ক গড়ে তোলাকে PPP বলা হয়।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখো। */দি. বো. ২৫; রা. বো. ২২; কু. বো. ২১, ১৮; সি. বো. ২১; রা. বো., ব. বো. ১৯; চ. বো., ব. বো., রা. বো. ১৮/*

উত্তর: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মধ্যে ২টি পার্থক্য হলো-

পারিবারিক মালিকানা ছাড়াও অংশীদারি অথবা সমবায়ভিত্তিক মালিকানায় পরিচালিত শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। অন্যদিকে সাধারণত পারিবারিক মালিকানায় কুটির বা গৃহ অভ্যন্তরে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় যে শিল্প পরিচালিত হয় তাকে কুটিরশিল্প বলে। ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ কুটিরশিল্প অপেক্ষা বেশি। অপরদিকে কুটিরশিল্পে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই কম।

প্রশ্ন-২. ফার্ম ও শিল্পের মৌলিক পার্থক্য কী? */য. বো. ২৩; চ. বো. ২২; দি. বো. ২১; আলিম ১৭/*

অথবা, **ফার্ম এবং শিল্প কী পরস্পর ভিন্ন? ব্যাখ্যা করো।** */ঢা. বো., রা. বো. ২৫/*

উত্তর: কোনো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত একক উৎপাদন ইউনিটকে ফার্ম এবং সব ফার্মকে একত্রে শিল্প বলে।

একই ব্যবস্থাপনায় একটি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ একাধিক প্ল্যান্ট থাকতে পারে। এসব প্ল্যান্টের সমষ্টিই হলো ফার্ম। অর্থাৎ, একই ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনের সকল ইউনিটের সমষ্টিকে ফার্ম (Firm) বলে। যেমন- বাংলাদেশে সিমেন্ট উৎপাদনকারী 'মেঘনা সিমেন্ট' নামের কারখানাটি হলো একটি ফার্ম। অন্যদিকে, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। যেমন- বাংলাদেশের সকল সিমেন্ট ফার্ম নিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশে সিমেন্ট শিল্প।

প্রশ্ন-৩. পাট শিল্প কীভাবে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারে? */য. বো. ২১/*

উত্তর: প্রাচীনকাল থেকে এদেশে উৎকৃষ্টমানের পাট উৎপন্ন হয়ে আসছে।

এক সময় পাটই ছিল বাংলার প্রধাঅর্থকরী ফসল। যাকে 'স্বর্ণসূত্র' বলা হতো। পাটের সেই সোনালি দিন ফিরিয়ে আনতে সরকার অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন- 'পাটনীতি-২০১১' প্রণয়ন, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার মতো নানাবিধি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণই হলো তার আভাস। ভবিষ্যতে এ সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে ও প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে পাটের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন-৪. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দেশে সুষম উন্নয়ন ঘটায়—ব্যাখ্যা করো। */ঢা. বো. ২২; য. বো. ২১; দি. বো. ১৭/*

অথবা, **ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রসার সম্পদের সুষম বণ্টনে সহায়তা করে —ব্যাখ্যা করো।** */কু. বো. ২৩/*

উত্তর: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প গ্রামাঞ্চলে প্রসার লাভ করলে সুষম উন্নয়ন সম্ভব।

বাংলাদেশের প্রধান বৃহৎ শিল্পগুলো হলো— পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি। এসব শিল্প সাধারণত শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ফলে গ্রামের সাধারণ পরিবারের লোকজনের এসব শিল্পে কাজ করার সুযোগ খুবই কম থাকে। এ দিক থেকে চিন্তা করলে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের কারখানাগুলো গ্রামাঞ্চলে ও শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত হয়ে থাকে। যা অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই বলা হয়ে থাকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সুষম উন্নয়ন ঘটায়।

প্রশ্ন-৫. রপ্তানিমুখী শিল্প বলতে কী বোঝ?

উত্তর: যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রধানত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন ও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে সেগুলোকে রপ্তানিমুখী শিল্প বলে।

উন্নত দেশসমূহ বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশ হতে স্বল্পমূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করে উন্নত শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে এবং পরে এ দ্রব্যগুলো পুনরায় বেশি মূল্যে উন্নয়নশীল দেশে বিক্রয় করে মুনাফা লাভ করে। মূলত নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে স্বনির্ভরতা অর্জন করাই রপ্তানিমুখী শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-৬. স্বনির্ভরতা অর্জনে শিল্পায়ন জরুরি কেন?

[ঢা. বো., কু. বো. ২২; সি. বো. ১৯]

উত্তর: বর্তমানে বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ শিল্পজাতদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এজন্যে আমাদের বিপুল পরিমাণ কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়ে থাকে। এ অবস্থায় দেশকে শিল্পায়িত করা হলে প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব হবে। তাই নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। এতে বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে এবং স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা সহজতর হবে। এ কারণে স্বনির্ভরতা অর্জনে শিল্পায়ন জরুরি।

প্রশ্ন-৭. 'পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল'— ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ২৫; দি. বো. ২৩, ১৮; সি. বো. ২১, ঢা. বো., সি. বো., য. বো. ১৮]*

উত্তর: সম্প্রতি পাটের বিকল্প পণ্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের ফলে নতুন করে পাট শিল্পের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

পাটের বিকল্প ব্যবহার আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর চাহিদা কমে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আবার নতুন করে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে পাট দ্বারা বিভিন্ন উন্নত ও রুচিশীল পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- পাটের তৈরি ব্যাগ, জুতা, মাদুর ইত্যাদি। তাছাড়া, এ সকল পণ্য পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না। তাই বলা যায়, পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

প্রশ্ন-৮. শিল্পায়নের মাধ্যমে কীভাবে একটি দেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করে? *[রা. বো., দি. বো. ২১]*

উত্তর: দেশে শিল্পায়ন ঘটলে দেশটি এমন কতগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যা অতীতে আমদানি করতে হতো।

দেশে বড় বড় কল-কারখানার প্রসার ঘটলে নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে, যার ফলে সেক্ষেত্রে বিদেশি নির্ভরতা কমে। দেশে শিল্প বিকশিত হলে প্রতিরক্ষার সাজ-সরঞ্জাম দেশেই উৎপাদন করা যায়; বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তাই বলা যায়, শিল্পায়নের মাধ্যমে একটি দেশ বিভিন্ন উপায়ে স্বনির্ভরতা অর্জন করে।

প্রশ্ন-৯. অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিপিপি এর ভূমিকা কী?

[ব. বো. ২১, কু. বো. ১৭]

উত্তর: PPP-এর পূর্ণ রূপ হলো— Public Private Partnership।

সরকারি ও বেসরকারি মালিকানার যৌথ প্রয়াসের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিপিপি সহায়তা করে। এটি চুক্তিভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণে কোনো প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার একটি সময়োপযোগী কৌশল বা প্রক্রিয়া। উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের স্বল্পতা থাকায় কোনো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার বা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একার পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থায়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যেকোনো প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব। বর্তমানে PPP-এর অধীনে বেশ কিছু প্রকল্পের সার্থক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে PPP অনেক সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১০. আমদানি বিকল্প শিল্প দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করে— ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ২৩; কু. বো. ১৯; সি. বো. ১৬]*

উত্তর: কোনো দেশ বিদেশ হতে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি করে, সে সমস্ত দ্রব্য নতুন করে আমদানি না করে নিজস্ব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপন করলে ঐ সমস্ত শিল্পকে আমদানি বিকল্প শিল্প বলে। আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহকে বিদেশি পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সরকার সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এগুলো হলো আমদানি বিকল্প শিল্পসমূহকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান এবং পণ্যসমূহের ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ও কর আরোপ। এর ফলে আমদানি বিকল্প শিল্প দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন-১১. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ কেন?

[চ. বো. ২৫, ২১]

উত্তর: রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) হলো রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য নির্ধারিত বিশেষ এলাকা।

EPZ স্থাপনের মূল্য উদ্দেশ্য হলো শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশ সাধন। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য শিল্পখাতের উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে EPZ স্থাপন করেছে। যাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্প বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা, মূলধন স্বল্পতা, প্রযুক্তি জ্ঞানের আভাব মোচন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে কোন ধরনের শিল্পের গুরুত্ব অত্যধিক?
ক. তৈরি পোশাক শিল্পের খ. কুটিরশিল্পের
গ. মাঝারি শিল্পের ঘ. ক্ষুদ্র শিল্পের

২. বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়?
ক. প্রাথমিক পণ্য খ. মূলধনী পণ্য
গ. ভোগ্যপণ্য ঘ. মাধ্যমিক পণ্য

৩. কোনটি বাংলাদেশে প্রথম স্থাপিত পাটকল?
ক. কওমী জুটমিল খ. নর্থবেঙ্গল জুটমিল
গ. আদমজী জুটমিল ঘ. জুবলী জুটমিল

৪. সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল কোন ধরনের শিল্পের উদাহরণ?
ক. সংরক্ষিত শিল্প খ. নিয়ন্ত্রিত শিল্প
গ. সৃজনশীল শিল্প ঘ. অগ্রাধিকার শিল্প

৫. স্বল্প মূলধন, হালকা যন্ত্রপাতি, দেশীয় কাঁচামাল কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য?
ক. ক্ষুদ্র শিল্প খ. হাইটেক শিল্প
গ. মাঝারি শিল্প ঘ. সংরক্ষিত শিল্প

৬. বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম কিসের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন?
ক. ধান খ. গম
গ. তুলা ঘ. পাট

৭. নিচের কোনটি কুটিরশিল্প?
ক. সাবান শিল্প খ. বস্ত্র শিল্প
গ. তাঁত ঘ. চিনি শিল্প

৮. আইটি বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) নির্ভর শিল্প বলতে কোনটি বোঝানো হয়?
ক. সংরক্ষিত শিল্পকে খ. হাইটেক শিল্পকে
গ. অগ্রাধিকার শিল্পকে ঘ. বৃহৎ শিল্পকে

৯. বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এককভাবে কোন শিল্পের অবদান সর্বাধিক?
ক. চা শিল্প খ. চামড়া শিল্প
গ. তৈরি পোশাক শিল্প ঘ. হিমায়িত খাদ্য শিল্প

১০. নিচের কোনটি মাঝারি শিল্পের পণ্য?
ক. প্লাস্টিক খ. চিনি
গ. সার ঘ. কাগজ

১১. কোন শিল্পে পরিবারের সদস্যরাই কর্মী হিসেবে কাজ করে?
ক. ক্ষুদ্র শিল্প খ. অতি ক্ষুদ্র শিল্প
গ. মাঝারি শিল্প ঘ. কুটিরশিল্প

১২. করিম সাহেবের কারখানায় ২৫৫ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। করিম সাহেবের শিল্পটি কোন ধরনের?
ক. ক্ষুদ্র শিল্প খ. মাঝারি শিল্প
গ. বৃহৎ শিল্প ঘ. অগ্রাধিকার শিল্প

১৩. পাট চাষিদের পাট উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলার কারণ কোনটি?
ক. পাটের মূল্যের উত্থান
খ. পাটের মূল্য হ্রাস
গ. মজুদের সমস্যা
ঘ. ভালো বীজের অভাব

১৪. জমিরুদ্দিন সাহেব ৫০ কোটি ব্যয় করে একটি পামওয়েল ফ্যাক্টরি নির্মাণ করেন। শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী তার প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি কোন ধরনের?
ক. মাঝারি শিল্প খ. ক্ষুদ্র শিল্প
গ. বৃহৎ শিল্প ঘ. কুটিরশিল্প

১৫. বাংলাদেশে কোন শিল্প নেই বললেই চলে?
ক. কাগজ শিল্প খ. সার শিল্প
গ. পোশাক শিল্প ঘ. ভারী ও মৌলিক শিল্প

১৬. পোশাক শিল্প কোন ধরনের শিল্প?
ক. মূলধন নিবিড় শিল্প খ. শ্রম নিবিড় শিল্প
গ. আমদানি বিকল্প শিল্প ঘ. কুটিরশিল্প

১৭. ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ থেকে সর্বপ্রথম কত টাকার তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হয়?
ক. ১ লক্ষ খ. ৫ লক্ষ
গ. ১০ লক্ষ ঘ. ১ কোটি

১৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কত সালে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক পণ্যের GSP সুবিধা প্রত্যাহার করে?
ক. ২০০৫ সালে খ. ২০১২ সালে
গ. ২০১৩ সালে ঘ. ২০১৪ সালে

১৯. কোনটি বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান?
ক. ইস্পাহানী চা বাগান
খ. লাক্কাতুরা চা বাগান
গ. কাজী টিএস্টেট
ঘ. মালনীছড়া চা বাগান

২০. শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশে অগ্রাধিকার শিল্প খাতের সংখ্যা কয়টি?

ক. ১৭টি খ. ২৬টি

গ. ২৮টি ঘ. ৩১টি

২১. বাংলাদেশের কয়টি ইপিজেড রয়েছে?

ক. ৪টি খ. ৬টি

গ. ৮টি ঘ. ১২টি

২২. কোন শিল্পে মূলধননির্ভর উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়?

ক. নির্মাণ শিল্পে খ. ভারী শিল্পে

গ. সংরক্ষিত শিল্পে ঘ. বস্ত্র শিল্পে

২৩. বাংলাদেশ সরকার কোন শিল্পনীতি ঘোষণার মাধ্যমে শিল্পসমূহকে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা করে?

ক. ১৯৭৩ সালের খ. ১৯৮৬ সালের

গ. ১৯৯১ সালের ঘ. ২০১০ সালের

২৪. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়কারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে কী ধরনের শিল্প বলা হয়?

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প

খ. আমদানি বিকল্প শিল্প

গ. বৃহৎ শিল্প

ঘ. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প

২৫. বাংলাদেশে কোন শিল্পের অভাব রয়েছে?

ক. মাঝারি শিল্পের খ. রপ্তানিমুখী শিল্পের

গ. ক্ষুদ্র শিল্পের ঘ. কুটিরশিল্পের

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৬. বৃহৎ শিল্প কারখানায়—

i. ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে

ii. আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়

iii. মূলধন ৩০ কোটি টাকার অধিক হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৭. মাইক্রো শিল্প হলো সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে—

i. ২৫০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে

ii. স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা

iii. ১০-২৪ জন বা তার চেয়ে কমসংখ্যক শ্রমিক কাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়। কারণ—

i. পাট রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়

ii. পাট সহজে উৎপাদন করা যায় না

iii. পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. কুটিরশিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. স্বল্প মূলধন

ii. হালকা যন্ত্রপাতি

iii. বিদেশি কাঁচামাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. জনাব রায়হান মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে চান। তিনি যে ধরনের শিল্পের কারখানা স্থাপন করতে পারেন তাহলো—

i. প্লাস্টিক

ii. বস্ত্র

iii. প্রসাধনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩১. বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের সমস্যা হলো—

i. কাঁচামালের অভাব

ii. মূলধনের অভাব

iii. শ্রমিক অসন্তোষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩২. বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সমস্যা হলো—

i. পরিবেশ দূষণ ii. চোরাচালান

iii. ঋণের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৩. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নের উপায় হলো—

i. কোটা নমনীয়করণ

ii. কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি

iii. শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৪. একটি দেশের শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়—

i. জাতীয় দিক বিবেচনা করে
ii. রাজনৈতিক দিক বিবেচনা করে
iii. আন্তর্জাতিক দিক বিবেচনা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩৫. শিল্পনীতি ২০১৬ এর আলোকে অগ্রাধিকার শিল্প—

i. জাহাজ শিল্প
ii. ভেষজ শিল্প
iii. পর্যটন শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

করিমন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মী। তার মতো প্রায় ৫০ লাখ কর্মী এ শিল্পে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এই শিল্পপণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

৩৬. করিমন যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সেটি কী ধরনের শিল্প?

ক. হোসিয়ারি শিল্প　　খ. বস্ত্র শিল্প
গ. পোশাক শিল্প　　ঘ. পাট শিল্প

৩৭. এ শিল্প এদেশের শিল্প জগতে এক অভাবনীয় সংযোজন হওয়ার কারণ—

i. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
ii. ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি
iii. রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব ইব্রাহিম খলিল একজন ব্যবসায়ী। ঢাকার সাভারে তার একটি সোয়েটার ফ্যাক্টরি রয়েছে। ফ্যাক্টরির শ্রমিক সংখ্যা ৫০০। তিনি তার ফ্যাক্টরিতে উৎপন্ন সোয়েটার বিদেশে রপ্তানি করে থাকেন।

৩৮. জনাব ইব্রাহিম খলিলের সোয়েটার ফ্যাক্টরিকে কোন ধরনের শিল্প বলা যায়?

ক. মাঝারি　　খ. বৃহৎ
গ. ক্ষুদ্র　　ঘ. কুটির

৩৯. এই ধরনের শিল্প কারখানার মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছে—

i. পাট শিল্প　　ii. বস্ত্র শিল্প
iii. চিনি শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪০. কোন শিল্পটি স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে বিবেচিত? *[দি. বো. ২৫; ঢা. বো. ২২]*

ক. হাইটেক শিল্প　　খ. সংরক্ষিত শিল্প
গ. অগ্রাধিকার শিল্প　　ঘ. মাইক্রো শিল্প

৪১. বাংলাদেশে কেন পাহাড়ি অঞ্চলে 'চা' চাষ অধিক করা হয়? *[কু. বো. ২৩; দি. বো. ২২]*

ক. শ্রমিক সস্তা　　খ. মাটি উর্বর
গ. উদ্যোক্তাদের ইচ্ছা　　ঘ. অধিক বৃষ্টিপাত

৪২. শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিল্পকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়? *[কু. বো. ২৫; ঢা. বো., রা. বো. ২৩; ব. বো. ২৫, ২৩, ১৭; ম. বো. ২২; য. বো. ১৭]*

ক. ৯　　খ. ১২
গ. ১৫　　ঘ. ১৮

৪৩. বাংলাদেশে কোন ধরনের শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি? *[সি. বো. ২৫; কু. বো. ২১; য. বো. ১৬; আলিম ২২]*

ক. বৃহৎ শিল্পে　　খ. ক্ষুদ্র শিল্পে
গ. মাঝারি শিল্পে　　ঘ. কুটিরশিল্পে

৪৪. শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য বিবেচনায় শিল্পকে ভাগ করা হয়েছে— *[য. বো. ২২]*

ক. ২ ভাগে　　খ. ৩ ভাগে
গ. ৩ ভাগে　　ঘ. ৫ ভাগে

৪৫. জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব শিল্প কোনটি? *[ঢা. বো. ২৫; কু. বো. ২৩; ম. বো. ২১; চ. বো. ১৯]*

ক. মাইক্রো শিল্প　　খ. হাইটেক শিল্প
গ. সংরক্ষিত শিল্প　　ঘ. নিয়ন্ত্রিত শিল্প

৪৬. স্বল্প মূলধন, হালকা যন্ত্রপাতি, দেশীয় কাঁচামাল কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য? *[আলিম ২৩]*

ক. মাঝারি শিল্প　　খ. হাইটেক শিল্প
গ. ক্ষুদ্রশিল্প　　ঘ. সংরক্ষিত শিল্প

৪৭. পারিবারিক পরিবেশে এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যে শিল্প গড়ে উঠে তাকে বলা কী বলা হয়? *[সি. বো. ১৯]*

ক. বৃহৎ শিল্প　　খ. মাঝারি শিল্প
গ. কুটিরশিল্প　　ঘ. মাইক্রো শিল্প

৪৮. ফ্লাইওভার নির্মাণ কোন শিল্পের অন্তর্গত? */দি. বো. ১৭/*

ক. হাইটেক খ. সংরক্ষিত

গ. নিয়ন্ত্রিত ঘ. অগ্রাধিকার

৪৯. বাংলাদেশে সর্বশেষ শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয় কোন সালে? */ম. বো. ২১/*

ক. ২০০৫ খ. ২০১০

গ. ২০১৬ ঘ. ২০২২

৫০. বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ শিল্প কী? */রা. বো. ২১/*

ক. পাট খ. চামড়া

গ. তৈরি পোশাক. ঘ. চা

৫১. বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিল্পে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়? */কু. বো. ২৩, ২১; চ. বো. ১৭/*

ক. শিল্পের কাঁচামাল খ. মূলধনী দ্রব্য

গ. ভোগ্যপণ্য ঘ. রপ্তানি পণ্য

৫২. 'কনফিডেন্স সিমেন্ট কারখানাটি হলো একটি— */চ. বো. ২৫; য. বো. ২৩/*

ক. শিল্প খ. ফার্ম

গ. প্লান্ট ঘ. ইউনিট

৫৩. অস্ত্রশস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি, সিকিউরিটি প্রিন্টিং নিচের কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত? */ম. বো. ২৫/*

ক. অতিক্ষুদ্র খ. অগ্রাধিকার

গ. হাইটেক ঘ. সংরক্ষিত

৫৪. চা গবেষণা কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত? */রা. বো. ২১, ১৯/*

ক. সুনামগঞ্জ খ. মৌলভীবাজার

গ. হবিগঞ্জ ঘ. সিলেট

৫৫. বাংলাদেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র কোন জেলায় চালু হয়েছে? */সকল বোর্ড ১৮/*

ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম

গ. হবিগঞ্জ ঘ. মৌলভীবাজার

৫৬. কোনটি চা শিল্পের প্রধান সমস্যা? */ম. বো. ২১/*

ক. দরপতন খ. সংরক্ষণের অভাব

গ. অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ঘ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতি

৫৭. কোন সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি করা হয়? */চ. বো. ২৫/*

ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৪

গ. ১৯৭৬ ঘ. ১৯৭৯

৫৮. বাংলাদেশে কোন রপ্তানি পণ্য থেকে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়? */ম. বো. ২৫. ২৩. ২২: রা. বো. ২৩. ২১: দি. বো. ১৯/*

ক. তৈরি পোশাক খ. কাঁচাপাট

গ. চা ঘ. চামড়া

৫৯. GSP সুবিধা কোন খাতের সাথে সম্পর্কিত? */কু. বো. ১৭/*

ক. নির্মাণ খ. সেবা

গ. তৈরি পোশাক ঘ. চামড়া

৬০. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয় কোন সালে? */আলিম ১৯/*

ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৩

গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৫

৬১. কোন শিল্পের গড় উৎপাদন খরচ কম কিন্তু অধিক উৎপাদন সম্ভব? */সি. বো. ২১/*

ক. মাঝারি খ. কুটির

গ. বৃহৎ ঘ. ক্ষুদ্র

৬২. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বৃহত্তম বাজার কোনটি? */ঢা. বো. ২৫; রা. বো. ২১/*

ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. ইউরোপীয় ইউনিয়ন

গ. মধ্যপ্রাচ্য ঘ. যুক্তরাজ্য

৬৩. বর্তমানে বাংলাদেশে কোন শিল্পটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে? */য. বো. ২৫/*

ক. চামড়া খ. সিমেন্ট

গ. ঔষধ ঘ. প্রসাধনী

৬৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয় কত সালের শিল্পনীতির মাধ্যমে? */য. বো. ২২/*

ক. শিল্পনীতি ১৯৮২ খ. শিল্পনীতি ১৯৮৬

গ. শিল্পনীতি ১৯৯১ ঘ. শিল্পনীতি ১৯৯৫

৬৫. PPP এর পূর্ণরূপ কী? */ম. বো. ২৫. ২৩: সি. বো. ২৫. ২৩. ১৭. ১৬: রা. বো.. দি. বো. ২১: ব. বো. ২১. ১৯. ১৬: কু. বো. ২৫. ২১. ১৬: য. বো. ২৫. ১৬/*

ক. Public Private Partnership

খ. Private Public Partneship

গ. Partnership Public Private

ঘ. Partnership Private Public

৬৬. কোনো পণ্যের আমদানি কমানোর উদ্দেশ্যে ঐ পণ্য দেশে উৎপাদন করার জন্য শিল্প স্থাপনকে বলে— */সি. বো., ব. বো. ২৫; ঢা. বো. ১৭/*

ক. আমদানিমুখী শিল্প খ. নিয়ন্ত্রিত শিল্প

গ. অগ্রাধিকার শিল্প ঘ. আমদানি বিকল্প শিল্প

৬৭. রপ্তানিমুখী শিল্পনীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো— */রা. বো. ২২/*

i. রপ্তানি আয় বৃদ্ধি

ii. কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি

iii. পরনির্ভরশীলতা হ্রাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৮. সংরক্ষিত শিল্প হলো— */চ. বো. ২৫/*

i. চামড়া শিল্প

ii. অস্ত্র শিল্প

iii. সিকিউরিটি প্রিন্টিং শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৯. বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা হলো— *[সি. বো. ২৫; চ. বো. ২১]*

i. প্রশিক্ষণের সমস্যা
ii. দক্ষ শ্রমিকের সমস্যা
iii. বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৭০. সংরক্ষিত শিল্পের উদাহরণ হচ্ছে— *[সি. বো. ২১; কু. বো. ১৬]*

i. অস্ত্রশস্ত্র
ii. সার শিল্প
iii. সিকিউরিটি প্রিন্টিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৭১. রপ্তানি বৃদ্ধিতে যে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে— *[সি. বো. ১৭]*

i. রপ্তানি আয়ের উপর কর রেয়াত
ii. রপ্তানি ঋণ বৃদ্ধি
iii. খাদ্যদ্রব্য আমদানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৭২. অগ্রাধিকার শিল্পে— *[য. বো. ২২]*

i. পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়
ii. কর রেয়াত দেওয়া হয়
iii. নজরদারি করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৭৩. আমদানি বিকল্প শিল্পের মাধ্যমে— *[কু. বো. ২১; য. বো. ১৯]*

i. অভ্যন্তরীণ বাজার সংকোচিত হবে
ii. বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে
iii. শিল্পায়ন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৭৪. বাংলাদেশ রপ্তানি তাড়িত কৌশল গ্রহণের কারণ— *[য. বো. ২৫]*

i. বাণিজ্য উদারিকরণ
ii. সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
iii. মুক্তবাজার অর্থনীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৭৫. বৃহদায়তন শিল্পের পণ্যসমূহ হলো— *[রা. বো. ২৫]*

i. চিনি এবং পাট   ii. বস্ত্র এবং কাগজ
iii. বাঁশ এবং সার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৬ ও ৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

টনি সাহেবের চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে যেখানে ৮০০০ শ্রমিক কাজ করছে। তৈরিকৃত পোশাক ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হচ্ছে। *[সকল বোর্ড ১৮]*

৭৬. টনি সাহেবের কারখানা কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত?
ক. ক্ষুদ্র   খ. মাঝারি
গ. কুটির   ঘ. বৃহৎ

৭৭. জাতীয় অর্থনীতিতে এ ধরনের শিল্প অবদান রাখে—
i. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে
ii. বেকারত্ব দূরীকরণে
iii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৮ ও ৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তৈরি পোশাক শিল্পের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক উপকরণ সুতা, বোতাম, জিপার, লেবেল ইত্যাদি পূর্বে সম্পূর্ণভাবে আমদানি করা হতো। বর্তমানে শতভাগ দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। *[ঢা. বো. ২৩]*

৭৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপকরণগুলো কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?
ক. ক্ষুদ্র শিল্প   খ. কুটির শিল্প
গ. আমদানি বিকল্প শিল্প   ঘ. রপ্তানিমুখী শিল্প

৭৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প অবদান রাখছে—
i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে
ii. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে
iii. রপ্তানি বৃদ্ধিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮০ ও ৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. Y দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। *[সি. বো. ২৫]*

৮০. মি. Y এর শিল্প প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্ভুক্ত?
ক. বৃহৎ শিল্প   খ. ক্ষুদ্র শিল্প
গ. কুটির শিল্প   ঘ. মাঝারি শিল্প

৮১. মি. Y এর শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে
i. কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ হতে পারে
ii. শুধু পরিবারের সদস্যরাই মালিক হতে পারে
iii. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবহৃত হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'B' দেশে সম্প্রতি এমন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যেখান থেকে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয়। এ শিল্পে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এ শিল্প ভূমিকা রাখলেও এ শিল্পের কিছু সমস্যা বিদ্যমান। *[চ. বো. ২২]*

৮২. উদ্দীপকে কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে?
ক. তৈরি পোশাক খ. ঔষধ
গ. চামড়া ঘ. কুটির শিল্প

৮৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—
i. বিশ্ব বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা
ii. কারখানার উন্নতমানের পরিবেশ
iii. শ্রমিকের নিম্ন মজুরি ও অসন্তোষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৪ ও ৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দরিদ্র চাষি মোবারক আলী আফসোস করে বলেন যে, 'সোনালি আঁশ' এর সেই সোনালি দিন এখন আর নেই। *[কু. বো. ২২]*

৮৪. উদ্দীপকে কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে?
ক. চা খ. চামড়া
গ. পাট ঘ. তৈরি পোশাক

৮৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যা হলো—
i. বিকল্প দ্রব্যের আবিষ্কার
ii. বাজার তথ্যের অভাব
iii. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৬ ও ৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
খলিল সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী সম্পদ ৫০ কোটি টাকার অধিক এবং শ্রমিক সংখ্যা ১,০০০ এর অধিক। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এটি সফলতা অর্জন করেছে। *[রা. বো. ২১]*

৮৬. খলিল সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক. চামড়া শিল্প
খ. তৈরি পোশাক শিল্প
গ. পাট শিল্প
ঘ. চা শিল্প

৮৭. এ শিল্পের ক্ষেত্রে—
i. ১৯৭৬ সালে রপ্তানি শুরু করে
ii. রপ্তানি আয়ের ৮২% অর্জিত হয়
iii. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিল্প	বৈশিষ্ট্য
শিল্প: M	i. নিজস্ব গৃহে পরিচালিত এবং পরিবারভিত্তিক
	ii. শ্রমিক সংখ্যা ১৫ জনের বেশি নয়
শিল্প: N	i. বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে গড়ে ওঠে
	ii. বেতনভুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ২৬ থেকে ১০০ জন

[রা. বো. ২৫]

৮৮. শিল্প: M কোন ধরনের শিল্প?
ক. সৃজনশীল খ. কুটির
গ. ক্ষুদ্র ঘ. হাইটেক

৮৯. শিল্প: N বিকাশিত হলে—
i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে
ii. কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ বাড়বে
iii. অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণনির্ভরতা বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯০ ও ৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শরিফা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। এই শিল্প হতে মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০% অর্জিত হয়। এটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই শিল্পের সমস্যা প্রচুর। *[ঢা. বো., সি. বো. ১৯]*

৯০. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প কোনটি?
ক. পাট শিল্প
খ. তৈরি পোশাক শিল্প
গ. চামড়া শিল্প
ঘ. বিড়ি শিল্প

৯১. উদ্দীপকের শিল্পটিকে দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলার কারণ হলো—
i. এটি দেশের উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অবদান রাখে
ii. এটি কর্মসংস্থানে বড় ভূমিকা পালন করে
iii. এটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯২ ও ৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশে একটি শিল্পের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। অথচ রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে এই শিল্প থেকে। এই শিল্পে কর্মরত প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের বেশির ভাগই দরিদ্র মহিলা শ্রমিক। বর্তমানে শিল্পটি বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন। *[ব. বো. ১৯]*

৯২. উদ্দীপকে কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে?
ক. ঔষধ খ. চা
গ. পাট ঘ. তৈরি পোশাক

৯৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের বর্তমান সমস্যাগুলো হলো—
i. বিশ্ব বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা
ii. শ্রমিকের নিম্ন মজুরি ও মজুরি অসন্তোষ
iii. ভবন ধস ও অগ্নিকাণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৪ ও ৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশে এমন একটি শিল্প রয়েছে যেখান থেকে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয় এবং এ শিল্পে প্রায় ৫০ লক্ষ নারী শ্রমিক কর্মরত, যারা নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এ শিল্পে যুক্ত হয়েছে। উল্লিখিত শিল্পটি বর্তমানে বেশ সমস্যার সম্মুখীন। *[চ. বো. ১৬]*

৯৪. উদ্দীপকে কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে?
ক. ঔষধ খ. চামড়া
গ. চা ঘ. তৈরি পোশাক

৯৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের বর্তমান সমস্যাগুলো হলো—
i. উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা হ্রাস
ii. শ্রমিকের নিম্ন মজুরি ও শ্রমিক অসন্তোষ
iii. ভবন ধস ও অগ্নিকাণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপক থেকে ৯৬ ও ৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. 'X' নিজ দেশে রঙিন টেলিভিশন উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। এখন আর রঙিন টেলিভিশন এবং এর এক্সেসরিজ বিদেশ থেকে আনতে হবে না। *[দি. বো. ২৫]*

৯৬. মি. 'X'-এর উৎপাদন কার্যক্রমকে কোন ধরনের শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়?
ক. বৃহৎ খ. রপ্তানিমুখী
গ. মাঝারি ঘ. আমদানি বিকল্প

৯৭. মি. 'X'-এর উদ্যোগ ফলপ্রসূ হলে—
i. বেকারত্ব কমবে
ii. বাণিজ্য ঘাটতি বাড়বে
iii. বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৮ ও ৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ঔষধ ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য একসময় সম্পূর্ণভাবে আমদানি নির্ভর ছিল। বর্তমানে এ ধরনের পণ্য দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত হচ্ছে এবং চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। *[কু. বো. ১৯]*

৯৮. উদ্দীপকের উল্লিখিত পণ্যসমূহ কোন ধরনের শিল্পের আওতাধীন?
ক. সৃজনশীল খ. আমদানি বিকল্প
গ. সংরক্ষিত ঘ. মাইক্রো

৯৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পসমূহ স্থাপনের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে—
i. কর্মসংস্থান বাড়ছে
ii. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে
iii. বাণিজ্য ভারসাম্যের উন্নতি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব জুবেরী একজন শিল্পপতি। তিনি দেখলেন প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ল্যাপটপ আমদানি করতে হয়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন দেশে একটি ল্যাপটপ তৈরির কারখানা স্থাপন করবেন। *[চ. বো. ১৯]*

১০০. জনাব জুবেরীর শিল্পটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?
ক. ক্ষুদ্র শিল্প খ. সংরক্ষিত শিল্প
গ. অগ্রাধিকার শিল্প ঘ. আমদানি বিকল্প শিল্প

১০১. উদ্দীপকে যে ধরনের শিল্পের কথা বলা হয়েছে তার প্রভাবে দেশে—
i. আমদানি হ্রাস পাবে
ii. রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে
iii. নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০২ ও ১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাসুদ সাহেবের তৈরি পোশাক কারখানায় ১০০০ শ্রমিক কাজ করে। এ কারখানার উৎপাদিত পণ্যগুলো বিদেশে রপ্তানি করা হয়। *[রা. বো. ২২]*

১০২. কারখানাটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?
ক. কুটির খ. ক্ষুদ্র
গ. মাঝারি ঘ. বৃহৎ

১০৩. পোশাক কারখানাটি স্থাপনের ফলে—
i. কর্মসংস্থান বাড়ছে
ii. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে
iii. বাণিজ্য ভারসাম্যের উন্নতি হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্বজুড়ে এখন বহুল স্বীকৃত উন্নয়ন কৌশল। বাংলাদেশ সরকারও এ কৌশলের আওতায় বিবিধ খাতে বেশ কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের যৌক্তিক উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। *[ঢা. বো. ২২]*

১০৪. উদ্দীপকে বর্ণিত উন্নয়ন কৌশল কী নামে পরিচিত?
ক. FDI খ. PPP
গ. GSP ঘ. SDG

১০৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের উদ্যোগ যৌক্তিক, কেননা এর মাধ্যমে—
i. ব্যাপক পুঁজির সরবরাহ সম্ভব হয়
ii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়
iii. প্রকল্প ব্যয় ন্যূনতম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. X একজন শিল্পপতি। তিনি বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে সাভারে একটি মোটরসাইকেল তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। অল্প দিনেই তিনি বেশ সুনাম অর্জন করলেন। */য. বো. ২২/*

১০৬. মি. X এর স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক. ক্ষুদ্র শিল্প খ. মাঝারি শিল্প
গ. আমদানি বিকল্প শিল্প ঘ. রপ্তানি উন্নয়ন শিল্প

১০৭. উল্লিখিত শিল্প স্থাপনের ফলে—
i. দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে
ii. বাণিজ্যিক ভারসাম্য প্রতিকূল হবে
iii. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিসেস সালমা বেগমের প্রতিষ্ঠিত তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যগুলো বিদেশে রপ্তানি হয় এবং তার কারখানায় বর্তমান শ্রমিকের সংখ্যা ২০০০ জন। */চ. বো. ২৫/*

১০৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারখানাটি কোন ধরনের?
ক. কুটির খ. ক্ষুদ্র
গ. মাঝারি ঘ. বৃহৎ

১০৯. কারখানাটি স্থাপনের ফলে দেশে—
i. উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে
ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে
iii. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১০ ও ১১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সিলেটের ছকিনা খাতুন বাড়ির আঙিনায় 'শীতলপাটি' বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে পরিবারের আট সদস্য ও স্বল্প পুঁজি নিয়ে উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। */ব. বো. ২৫/*

১১০. ছকিনা খাতুনের উৎপাদন কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ক. ক্ষুদ্র শিল্প খ. মাঝারি শিল্প
গ. কুটির শিল্প ঘ. মাইক্রো শিল্প

১১১. উদ্দীপকের শিল্পটির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. পুঁজি বিশ লাখ টাকার কম
ii. স্বল্প কর্মসংস্থান
iii. পরিবেশ বান্ধব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশে 'Y' শিল্পে অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। এ শিল্প হতে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। */কু. বো. ২৫/*

১১২. Y শিল্পটি হলো—
ক. চামড়া শিল্প খ. তৈরি পোশাক শিল্প
গ. চা শিল্প ঘ. বস্ত্র শিল্প

১১৩. 'Y' শিল্পের প্রসারণ হলে—
i. দামস্তর ক্রমাগত বাড়বে
ii. লেনদেন ভারসাম্য অনুকূল হবে
iii. বেকারত্ব হ্রাস পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	গ	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	খ	৯	গ	১০	ক	১১	ঘ	১২	খ
১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	গ	২২	খ	২৩	খ	২৪	খ
২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	খ	৩১	ঘ	৩২	ঘ	৩৩	ঘ	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	গ
৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	খ	৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	গ
৪৯	ঘ	৫০	ক	৫১	গ	৫২	খ	৫৩	ঘ	৫৪	খ	৫৫	ঘ	৫৬	গ	৫৭	গ	৫৮	ক	৫৯	গ	৬০	খ
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	ক	৬৫	ক	৬৬	ঘ	৬৭	ঘ	৬৮	গ	৬৯	ঘ	৭০	গ	৭১	ক	৭২	ক
৭৩	ক	৭৪	ঘ	৭৫	ক	৭৬	ঘ	৭৭	ক	৭৮	গ	৭৯	ক	৮০	খ	৮১	গ	৮২	ক	৮৩	ঘ	৮৪	ঘ
৮৫	ক	৮৬	খ	৮৭	ক	৮৮	খ	৮৯	ক	৯০	খ	৯১	ঘ	৯২	ঘ	৯৩	ঘ	৯৪	ঘ	৯৫	গ	৯৬	ঘ
৯৭	খ	৯৮	খ	৯৯	গ	১০০	ঘ	১০১	ঘ	১০২	ঘ	১০৩	খ	১০৪	খ	১০৫	ঘ	১০৬	গ	১০৭	খ	১০৮	ঘ
১০৯	ক	১১০	গ	১১১	ঘ	১১২	খ	১১৩	গ														

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিল্পখাত বলতে কী বুঝায়?
২. শিল্পের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ব্যাখ্যা দাও।
৩. সংরক্ষিত শিল্প ও নিয়ন্ত্রিত শিল্প বলতে কী বোঝায়?
৪. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বলতে কী বোঝায়?
৫. মাঝারি শিল্প বলতে কী বোঝায়?
৬. মাঝারি শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।
৭. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।
৮. কুটিরশিল্প কীভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে?
৯. অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
১০. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
১১. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
১২. কীভাবে এদেশে পাট শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব?
১৩. সিলেটে চা শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ সংক্ষিপ্ত রূপে লেখো।
১৪. চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করো।
১৫. শিল্পোন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) বলতে কী বোঝায়?

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মি. 'A' একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী। তার তৈরি পোশাকের সুনাম বিশ্বব্যাপী। তার কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ১,২০০ জন এবং তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি টাকার অধিক। তিনি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। অপরদিকে মি. 'B' তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন করেন। তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম। এই উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। *[ঢা. বো., রা. বো. ২০২৫]*

ক. সৃজনশীল শিল্প কী? ১
খ. ফার্ম এবং শিল্প কি পরস্পর ভিন্ন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. B-এর শিল্প কোন ধরনের তা চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দেশের জন্য মি. B-এর শিল্পের তুলনায় মি. A-এর শিল্পের গুরুত্ব বেশি"— উদ্দীপক অনুসারে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

২. মি. আজাদ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তার শিল্পে প্রায় ৮০% শ্রমিকই নারী। তার শিল্পের উৎপাদন আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কম-বেশি অবদান রাখছে। তবে শিল্পটির সমস্যাগুলো হলো কাঁচামাল ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব, বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা, শ্রমিক অসন্তোষ, ব্র্যান্ডিং সমস্যা ইত্যাদি। *[য. বো. ২০২৩]*

ক. PPP কী? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়ন প্রয়োজনীয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. আজাদের শিল্প এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ধরনের ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. মিসেস ফারজানা একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি স্ব-অর্থায়নে ঘরোয়া পরিবেশে বাঁশ ও বেতের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করেন। তাঁকে এ কাজে তাঁর স্বামী সহযোগিতা করেন। ইদানীং তাঁর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু তাঁর পুঁজি স্বল্প। ঋণের জন্য তিনি একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করেন। প্রতিষ্ঠানটি তাঁকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়। ঋণের অর্থ দ্বারা উৎপাদন বাড়িয়ে তিনি বেশ ভালো মুনাফা অর্জন করছেন। *[য. বো. ২০২২]*

ক. শিল্প কী? ১
খ. ফার্ম কি শিল্প হতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিসেস ফারজানার উৎপাদনকে কোন ধরনের শিল্প বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. পূর্বে 'B' দেশটি M ও N পণ্যগুলো বিদেশ হতে আমদানি করলেও বর্তমানে উক্ত পণ্যসমূহ 'B' দেশটির অভ্যন্তরেই উৎপাদন হচ্ছে এবং কম দামে ভোক্তারা ক্রয় করছে। একই সাথে 'C' দেশটি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ও অর্থায়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত ও কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে লিপ্ত রয়েছে। *[য. বো. ২০২৫]*

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. স্বনির্ভরতা অর্জনে বৃহৎশিল্প কীভাবে সহায়তা করতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের 'B' দেশটির শিল্পের ধরন অনুযায়ী তিনটি গুরুত্ব উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'C' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি নীতির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫. সুলতান সাহেবের কারখানায় স্থায়ী মূলধন প্রায় ৫৫ কোটি টাকা এবং তার কারখানায় ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করে। এই কারখানায় পাটের কার্পেট, বস্তা ও হেসিয়ান সুতা তৈরি হয়। বর্তমানে বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। */ঢা. বো. ২০২৩/*

ক. মাইক্রো শিল্প কী? ১

খ. আমাদের দেশে কাঁচা চামড়ার দাম কম থাকা সত্ত্বেও চামড়াজাত পণ্যের দাম এত বেশি কেন? ২

গ. সুলতান সাহেবের কারখানাটি যে শিল্পের অন্তর্গত তার ধরন নির্ণয় করো এবং বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা করো। ৪

৬. অনন্যা শিক্ষাসফরে ঠাকুরগাঁও এসেছে। সে এখানে একটি দোকানে পুরানো উলের তৈরি মাদুর, জায়নামাজ, হাতব্যাগ ইত্যাদি বিক্রি হতে দেখল। বিক্রেতার সাথে আলাপ করে সে জানতে পারল যে, এখানকার বেশকিছু বাড়িতেই পুরানো উল দিয়ে এ ধরনের নানা জিনিস তৈরি হচ্ছে। এগুলো বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রিও হচ্ছে। বিক্রেতা মন্তব্য করল যে, 'সরকারের সহযোগিতা পেলে এ সমস্ত পণ্যসামগ্রী ব্যাপকভাবে বিদেশে রপ্তানি সম্ভব।'

ক. বৃহদায়তন শিল্প কী? ১

খ. পাট শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অনন্যার দেখা দ্রব্যগুলো কোন ধরনের শিল্পের উৎপাদিত পণ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিক্রেতার মন্তব্য বিশ্লেষণপূর্বক তোমার মত প্রকাশ করো। ৪

৭. জনাব 'X' ২০১৫ সালে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কারখানা স্থাপন করেন। তখন তার কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ছিলো ৮০ জন। কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকায় সাত (৭) বছর পরে জনাব 'X' ১০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং আরো ৮০ জন শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন সম্প্রসারণ করেন। */কু. বো. ২০২৫/*

ক. PPP-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. 'বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নয়, সাশ্রয় করাই হলো আমদানি বিকল্প শিল্পের উদ্দেশ্য' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জনাব 'X' এর কারখানা কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২০২২ সালে শিল্পটির পরিবর্তন বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. ১৯৮০'র দশকে বাংলাদেশে একটি শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে ওঠে। এর ফলে নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্ববৃহৎ উৎস। দক্ষ শ্রমিকের যোগান এবং বৈচিত্র্যময় আইটেম তৈরি করতে পারলে এই শিল্পের এখনো ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান। */দি. বো. ২৫/*

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. কৃষি কীভাবে শিল্পকে সহায়তা করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্ণিত শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উদ্দীপকের আলোকে তুলে ধরো। ৪

৯. মি. 'X' ও তার পরিবারের সদস্যরা কুলা, ঝাঁপি, ডালা, ফুলদানি তৈরি ও বিক্রি করে। তার পুঁজি কম। তাই সে ঋণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ও ব্যাংকে যোগাযোগ করে। জামানত দিতে না পারায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাকে ঋণ দেয় না। ব্যাংক ঋণ পেলে সে উৎপাদন বৃদ্ধি করে আর্থিক অনটন দূর করতে পারতো। */চ. বো. ২০১৯/*

ক. আমদানি বিকল্প শিল্প কী? ১

খ. 'শিল্প ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন শিল্পের সমস্যার কথা বলা হয়েছে? এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পের উন্নয়নে তুমি কী কী সুপারিশ করবে? ৪

১০. বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে 'ক' শিল্প থেকে। 'ক' শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে নতুন এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। অনগ্রসর নারীদের কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে। *[রা. বো. ২০২১]*

ক. কুটির শিল্প কী? ১

খ. শিল্পায়নের মাধ্যমে কীভাবে একটি দেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করে? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' দ্বারা কোন ধরনের শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো বাংলাদেশ 'ক' দ্বারা নির্দেশিত শিল্পের সমস্যা রয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১. বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ একটি শিল্প থেকে অর্জিত হয়। শ্রমিকের সহজলভ্যতা ও নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের কারণে এ শিল্প সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ, ক্রেতাদের নানামুখী শর্তের চাপ মোকাবেলার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হতে হচ্ছে। *[চ. বো. ২০২৫]*

ক. PPP এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির গুরুত্ব লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচ্য শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় নির্দেশ করো। ৪

১২. ঢাকার সাভারে অবস্থিত একটি রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক জমিলা। শতকরা ৮০ ভাগ মহিলা শ্রমিক এ শিল্পে নিয়োজিত। বৈদেশিক বাজারে শুল্ক বাধা ও ঘন ঘন শ্রমিক অসন্তোষ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার বড় একটি অংশ আসে এ শিল্প থেকে। এ শিল্পে বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনাও। *[আলিম ২০২২]*

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. আমদানি বিকল্প শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জমিলা কোন শিল্পে কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো জমিলার শিল্পটি একটি সম্ভাবনাময় শিল্প? তোমার মতামত দাও। ৪

১৩. এক সময় পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রতি আগ্রহ ও চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার এই শিল্পের উন্নতির জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও বিভিন্ন সেবামূলক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে "জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার" প্রতিষ্ঠা করেছে। *[দি. বো. ২০২৩]*

ক. PPP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আমদানি বিকল্প শিল্প কীভাবে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করে? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত শিল্পটির বর্তমান সমস্যাগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এই শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪. জনাব মাসুদ ও তার স্ত্রী বাঁশ, বেত ও পাট দিয়ে বিভিন্ন দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও সৌখিন জিনিস তৈরি করেন এবং সেগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের মূলধন কম থাকায় এবং উপকরণ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ফলে অনেক সময় উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বেকারত্ব নিরসন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের স্বার্থে এ ধরনের উৎপাদন কার্যক্রম টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন। *[চ. বো. ২০২৫]*

ক. বৃহৎ শিল্প কাকে বলে? ১

খ. রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে যে শিল্পের কথা বলা হয়েছে তার তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লিখিত শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫. রুমানার বাড়ি রাজশাহীতে। তারা আট ভাইবোন। রুমানা এসএসসি পাস করার পর সংসারে অভাব-অনটনের কারণে ঢাকাতে একটি পোশাক কারখানায় চাকরি নেন। সেখানে ৮০% এর ওপরে নারী শ্রমিক কাজ করে। তৈরি পোশাক খাত থেকে বর্তমানে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন গতিশীল। *[দি. বো. ২০২১]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. ফার্ম ও শিল্পের মৌলিক পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কীরূপ ভূমিকা পালন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. করিমের কারখানায় ২০ জন শ্রমিক কাজ করে। তার স্থায়ী মূলধন প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। তাঁর বন্ধু ফাহিম পরিবারের লোকজনের পুঁজি ও শ্রম ব্যবহার করে নিজ গৃহে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন। তবে দুজনেই সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে দিনে দিনে ব্যবসার প্রসার করছেন। *[সি. বো. ২০২৫]*

ক. সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব কী? ১

খ. 'কৃষি উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন জরুরি'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. করিমের কারখানাটি যে ধরনের শিল্পের অন্তর্গত তা নির্ণয় করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে ফাহিমের শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

১৭.

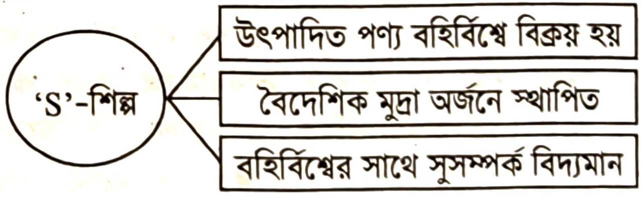
'S'-শিল্প
উৎপাদিত পণ্য বহির্বিশ্বে বিক্রয় হয়
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে স্থাপিত
বহির্বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক বিদ্যমান

[ব. বো. ২০২৫]

ক. সংরক্ষিত শিল্প কী? ১

খ. শিল্পায়ন কীভাবে বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'S'-শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'S'-শিল্পটির গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচনা করো। ৪

১৮. পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক শিল্পসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিদেশের বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে এমন কিছু শিল্প রয়েছে যা পৃথিবীর অপরাপর দেশ হতে ক্রয়কৃত পণ্য ও সেবা হ্রাস এবং উক্ত দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন ও যোগান দেয়ার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। তবে দু'ধরনের শিল্পই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বেকারত্ব নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *[য. বো. ২০২৫]*

ক. শিল্প কী? ১

খ. তৈরি পোশাক শিল্প নারীর ক্ষমতায়নে কীভাবে সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন কোন ধরনের শিল্পের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প দুটির তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

১৯. বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু জবাই করা হয়। তাছাড়া ঈদ-উল-আযহার সময় কমপক্ষে ২০-২৫ লক্ষ গরুর-মহিষ এবং ৪০-৪৫ লক্ষ ছাগল-ভেড়া জবাই করা হয়। দেশে এবং বিদেশে এসব চামড়ার চাহিদা অনেক বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিককালে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কারণে মূল্যবান চামড়া মাটিতে পুঁতে ফেলা কিংবা নদীতে ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। *[চা. বো. ২০২১]*

ক. অগ্রাধিকার শিল্পের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. PPP যৌথভাবে ঝুঁকি বহন করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার প্রধান তিনটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য তুমি কী কী সুপারিশ করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০. মি. রবি গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বাড়িতে বেত দ্বারা বিভিন্ন ধরনের চেয়ার, দোলনা ও সোফাসেটসহ অনেক দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করেন। এ কাজে তার স্ত্রী, সন্তান ও ছোট ভাই তাকে সাহায্য করে। উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বাজারে বিক্রি করে যে মুনাফা অর্জন করে, তা দিয়ে তিনি ঋণ পরিশোধসহ পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করতে পারেন। তাকে দেখে গ্রামের অনেকেই এ কাজে আত্মনিয়োগ করে। *[ব. বো. ২০২৩]*

ক. PPP কী? ১

খ. আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়ক —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বেকারত্ব হ্রাস, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বণ্টনে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

২১. জনাব আবদুর রহমান গবাদিপশু থেকে পাওয়া এক ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, মানিব্যাগ, ব্রিফকেস, বেল্ট তৈরি করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে প্রচুর আয় করেন। প্রক্রিয়াজাতকরণের অসুবিধা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব ও পরিবেশ দূষণের মতো সমস্যা থাকলেও প্রচুর কাঁচামালের সরবরাহ, সস্তা শ্রম ও দেশে-বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। *[আলিম ২০২৩]*

ক. ক্ষুদ্রশিল্প কাকে বলে? ১

খ. ফার্ম ও শিল্প এক নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর— উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

২২. চামড়া শিল্প বাংলাদেশের একটি উদীয়মান ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প। এই শিল্পের উৎপাদিত প্রধান দ্রব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, অলঙ্কারের বাক্স ইত্যাদি। এই সমস্ত দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। *[সি. বো. ২০২৫]*

ক. কৃষিভিত্তিক শিল্প কী? ১

খ. আমদানি রিকল্প শিল্প বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সাহায্য করে কীভাবে? ২

গ. কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের ধরন চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং এক্ষেত্রে সরকারের করণীয় আলোচনা করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৩. 'X' গ্রামের কাদের মিয়া একজন প্রান্তিক কৃষক। তিনি ছোট ছোট জোতে বিভক্ত জমিতে সনাতন পদ্ধতি ব্যবহার করে ও স্বল্প পুঁজি নিয়ে অল্প অল্প করে একাধিক ফসল চাষাবাদ করেন। যা দিয়ে কোনো রকমে তার পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হয়। পরবর্তীতে একজন কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি বৃহদায়তনে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ শুরু করেন। এতে কাদের মিয়ার জীবনে স্বচ্ছলতা আসে এবং সেই সাথে দেশের শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে GDP-তে এর অবদান বৃদ্ধি পায়। *◀২ ও ৩ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. বহুমুখী খামার কী? ১

খ. কীভাবে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দেশে সুষম উন্নয়ন ঘটায়? ২

গ. কাদের মিয়া প্রথমে ও পরবর্তীতে যে খামারে চাষাবাদ করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কাদের মিয়ার পরবর্তী চাষাবাদ কীভাবে GDP-তে শিল্পের অবদান বৃদ্ধি করতে পারে? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

২৪. রিপা এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। এই অবসর সময়ে সে মাকে মুক্তা ও পাথরের মালা এবং ফুলদানি বানাতে সাহায্য করছে। এতে করে বিক্রির পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে। তা দেখে রিপা তার মাকে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের কথা বলল। উত্তরে মা বলেন, অনেক আগে এ ধরনের ব্যবসায় লাভজনক হলেও এখন আর তেমন লাভ হয় না। রিপা তখন বলল, বাবা যে পোশাক কারখানাতে কাজ করে সেখানে তো অনেক শ্রমিক। তাদের লাভ তো অনেক বেশি। *◀১ ও ৩ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. বাংলাদেশের প্রধান খনিজসম্পদের নাম কী? ১

খ. কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের সমস্যার কারণেই কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রিপার মায়ের ব্যবসায়টি কোন শিল্পের অন্তর্গত? প্রাচীন অর্থনীতিতে এ শিল্পের অবদান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে, রিপার বাবা যেখানে কাজ করে সেটি বর্তমানে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় সর্ববৃহৎ খাত— মূল্যায়ন করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৪

জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

Population, Human Resource and Self-employment

থমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪)

প্রধান প্রধান শব্দ

- আদমশুমারি
- জনসংখ্যার ঘনত্ব
- জনসংখ্যার পরিমাপ
- স্থূল জন্মহার
- স্থূল মৃত্যুহার
- অভিবাসন
- নিট অভিবাসন
- জনসংখ্যা তত্ত্ব
- প্রাকৃতিক নিরোধ
- কাম্য জনসংখ্যা
- মানবসম্পদ
- আত্মকর্মসংস্থান

সাধারণভাবে বলা যায় মানুষের সমষ্টি হলো জনসংখ্যা। জনসংখ্যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে। কোনো দেশের জনসংখ্যা যদি সম্পদের তুলনায় বেশি হয় তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আবার এ জনসংখ্যাকে যদি জনসম্পদে রূপান্তর করা হয়, তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এ কারণে জনসংখ্যা যেমন দেশের জন্য অভিশাপ তেমনি আশীর্বাদও বটে। কোনো দেশের জাতীয় আয় প্রধানত প্রকৃতি ও মানুষের ওপর নির্ভরশীল। কেবল প্রাকৃতিক সম্পদই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে না, এ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের অভাব পূরণের জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তাই দক্ষ জনশক্তি বা মানবসম্পদ হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল হাতিয়ার।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- জনসংখ্যা পরিমাপের ধারণা
- সূত্র ব্যবহার করে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়
- জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ
- দেশের অর্থনীতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে জনাধিক্য সমস্যাটি শনাক্ত করা
- বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার কাঠামো
- বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কর্মসূচির কার্যকারিতা
- মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারণা
- বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত স্বাস্থ্য, আবাসন ও নারী উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুত্ব
- আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা
- সফল আত্মকর্মীর ঘটনা কিংবা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আত্মকর্মসংস্থানের করণীয়সমূহের তালিকা প্রস্তুত
- নিজেকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হওয়া

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	জনসংখ্যার পরিমাপ; জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপ ও বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ
পাঠ ২	জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ; জন্মহার; মৃত্যুহার; জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিট অভিবাসন
পাঠ ৩ ও ৪	বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণ; বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ ও বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহার কমানোর উপায়সমূহ
পাঠ ৫ ও ৬	জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
পাঠ ৭	জনসংখ্যা তত্ত্ব ও ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
পাঠ ৮ ও ৯	ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা ও ম্যালথাসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ
পাঠ ১০	কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা
পাঠ ১১ ও ১২	ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক)
পাঠ ১৩	বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার ও গঠন
পাঠ ১৪ ও ১৫	বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি এবং বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
পাঠ ১৬	মানবসম্পদ; মানবসম্পদ উন্নয়ন; মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকসমূহ এবং বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব
পাঠ ১৭	বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপসমূহ বা কর্মসূচিসমূহ
পাঠ ১৮	আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা, আত্মকর্মসংস্থানের কর্মক্ষেত্র; আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয় ও সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ

পাঠ ১

জনসংখ্যার পরিমাপ; জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপ ও বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ

৪.১ জনসংখ্যার পরিমাপ (Measurement of Population)

এ পৃথিবীতে জনসংখ্যার ইতিহাস খুব প্রাচীন। একটি দেশের জনসংখ্যার প্রভাব উক্ত দেশের জনসংখ্যার কাঠামো তথা জনসংখ্যার গঠন, আয়তন, আকার ও পেশাগত বণ্টনের ওপর নির্ভর করে। আর এসব স্তরের পরিমাপকেই জনসংখ্যার পরিমাপ (Measurement of Population) বলে। অর্থাৎ যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোনো স্থানে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বা পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাকে জনসংখ্যার পরিমাপ বলা হয়। জনসংখ্যার পরিমাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর তথ্যসমূহ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির নীতি নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

৪.২ জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপ (Measurement of Density of Population)

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কোনো দেশের প্রতি বর্গমাইল বা বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তাকে বোঝায়। কোনো দেশের মোট জনসংখ্যাকে ঐ দেশের মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে ঐ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। নিচের সূত্রের সাহায্যে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রকাশ করা হয়—

$$DP = \frac{TP}{TA}$$

এখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)
TP = মোট জনসংখ্যা (Total Population)
TA = মোট আয়তন (Total Area)

সুতরাং জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে মোট জনসংখ্যার সাথে মোট আয়তনের অনুপাতকে বোঝায়। কোনো দেশের ঘনত্ব ঐ দেশের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, জমির উর্বরতা, শিল্পায়ন, জীবনযাত্রার মান, যাতায়াত ও পরিবহণ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপ

ধরি, ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা হলো ১৭,২৮,০৪,৪৭০ জন এবং আয়তন হলো ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এ তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে—

জনসংখ্যার ঘনত্ব সূত্র, $DP = \frac{TP}{TA}$

সুতরাং, বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব $= \frac{১৭,২৮,০৪,৪৭০}{১,৪৭,৫৭০} =$ ১১৭১ জন।

অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৭১ জন লোক বাস করে।

জেনে রাখো

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) দেওয়া এক হিসাব অনুযায়ী ঢাকা পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল শহরগুলোর তালিকায় ১১তম। কিন্তু আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার হিসাবে ঢাকা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জনঘন শহর। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৩,৫০০ মানুষ বাস করে। দ্বিতীয় ঘনবসতিপূর্ণ শহর মুম্বাইয়ে বাস করে ৩২,৪০০ জন।

জেনে রাখো

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বিশ্বের প্রথম ৫টি নগর রাষ্ট্র:	জনসংখ্যা (প্রতি বর্গ কি.মি)
১. ম্যাকাও-	২১,৪০২
২. মোনাকো-	১৮,১৪৮
৩. সিঙ্গাপুর-	৮,৩৭৭
৪. হংকং-	৭,১৩৫
৫. বাহরাইন-	১,৮৯২

source: wisevoter.com

৪.৩ বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ (Causes of High Density of Population in Bangladesh)

বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৫৫ জন। কিন্তু ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩৪ জনে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১০১৫ জন। ২০২৩ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১৫৩ জন। যা বর্তমানে (২০২৪) প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১১৭১ জন। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো দায়ী—

১. **ভূ-প্রকৃতি:** জনসংখ্যার ঘনত্ব ভূ-প্রকৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পার্বত্য অঞ্চলের চেয়ে সমতল ভূমিতে মানুষের জীবিকা নির্বাহের অনুকূল পরিবেশ, যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা, জীবনধারণের ব্যয় কম বলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়। আর বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমতল, তাই এখনাকার জনসংখ্যাও অধিক ঘনবসতিপূর্ণ।

২. **জলবায়ু:** বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ হওয়ায় এ অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা কম বয়সেই সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে এবং তাদের প্রজনন ক্ষমতা শীতপ্রধান দেশের তুলনায় বেশি থাকে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে।

৩. **জন্মনিয়ন্ত্রণে অনীহা:** সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণকে পাপ বলে গণ্য করা হয়। এজন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ এদেশের সাধারণ মানুষের নিকট এখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। এর ফলে বাংলাদেশে জন্মহার তেমন কমানো যাচ্ছে না।

৪. **ভূমির উর্বরতা:** বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল গঙ্গাবিধৌত পলল সমভূমি দ্বারা গঠিত। পলিযুক্ত সমভূমি কৃষি কাজের জন্য অধিক উপযোগী বলে এদেশে ফসলের উৎপাদন বেশি হয়, যার ফলে প্রত্যেকটি কৃষি পরিবার অধিক ছেলে সন্তান কাম্য মনে করে। আর এ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি হয়।

৫. **পুত্র সন্তান কামনা:** বাংলাদেশে মূলত পুরুষশাসিত সমাজ বিদ্যমান। ফলে সবাই পুত্র সন্তান কামনা করে। এক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের আশায় অধিক সন্তান হয়ে পড়ে। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

৬. **খাদ্যে শ্বেতসারের আধিক্য:** খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্বেতসারের আধিক্য থাকলে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই সন্তান জন্মদানের উপযোগী হয়।

৭. **শিল্পায়ন:** যেসব অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে ঐসব অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব বেশি হয়। এজন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব বেশি। এছাড়া নাগরিক সুবিধা বেশি থাকার কারণে এসব অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব বেশি হয়ে থাকে।

৮. **বহুবিবাহ:** প্রচলিত আইনের প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। এদেশের গ্রামাঞ্চলের অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্থরা একাধিক বিবাহ করাকে আর্থিক সচ্ছলতা ও পৌরুষের প্রতীক বলে মনে করে। আর এ কারণে জন্মহারও অধিক হয়।

৯. **জন্ম ও মৃত্যুহার:** বাংলাদেশে মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার অনেক বেশি। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি।

১০. **জীবনযাত্রার নিম্নমান:** বাংলাদেশে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। যার ফলে সন্তানসন্ততি প্রতিপালনের খরচ খুবই কম। সুতরাং অল্প বয়সে বিয়ে করে অধিক সন্তান জন্ম দিতে কারো তেমন আপত্তি থাকে না।

১১. **নিরাপত্তা:** যেসব অঞ্চলে জানমালের নিরাপত্তা বেশি সেখানে লোকবসতি বেশি। বাংলাদেশ সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা লাভের সুযোগ বেশি। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্বও বেশি।

১২. **বাল্যবিবাহ:** এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো বাল্যবিবাহ । এদেশের ছেলেমেয়েরা অল্পবয়সে বিবাহ করে, ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায় এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়।

১৩. **চরম দারিদ্র্য:** সাধারণত দরিদ্র দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। **ডি. ক্যাস্টো** তার বিখ্যাত 'Geography of Hunger' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক। ১৯৭৬ সালে ইংল্যান্ডের সাসেক্সে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিরাও **ক্যাস্টোর** বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েছেন। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলোতে চরম দরিদ্রতা বিরাজমান থাকায় জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূলত এসব কারণই বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হওয়ার জন্য দায়ী। তাই বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর অন্যতম।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বর্তমানে (২০২৪) প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত জন লোক বাস করে?
২. 'A' একটি দেশ যেখানে ১৫ কোটি লোকের বাস। দেশটির আয়তন ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ কিমি। দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব কত? *[দি. বো. ২০২১]*
৩. জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপের সূত্রটি লেখো। *[ঢা. বো.; রা. বো., ব.বো. ২০১৯, রা. বো. ২০১৭; চ. বো. ২০১৬]*
৪. ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত ছিল? *[ঢাবি 'ঘ' ইউনিট ১৯৯৭-৯৮]*
৫. বাংলাদেশে মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার পরিমাণ কেমন?
৬. 'Geography of Hunger' বিখ্যাত গ্রন্থটি কার লেখা?

► উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

'ক' দেশের জনসংখ্যা ১৫,০০০ জন এবং আয়তন ১০০০ বর্গ.কি.মি.। উক্ত দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করো।

পাঠ ২

জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ; জন্মহার; মৃত্যুহার; জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিট অভিবাসন

৪.৪ জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ (Determinants of Population)

একটি দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণার সাংখ্যিক পরিমাপকে জনসংখ্যার নির্ধারক বলে। এসব নির্ধারকের সাহায্যে কোনো দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত উপাত্ত বা তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যায়। এসব নির্ধারকসমূহের মধ্যে রয়েছে জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার; শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নিট অভিবাসন। এ সব ছাড়াও রয়েছে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, দেশের আয়তন, অর্থনৈতিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি।

৪.৫ জন্মহার (Birth Rate)

কোনো দেশে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে পরিমাণ জীবন্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাকে সে দেশের জন্মহার বলে। কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাকে ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগফলকে ১০০০ দিয়ে গুণ করলে ঐ বছরের জন্মহার পাওয়া যায়।

জেনে রাখো

জনসংখ্যার আরও কিছু নির্ধারক রয়েছে। যেমন- ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, দেশের আয়তন, অর্থনৈতিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি।

নিম্নোক্ত উপায়ে একটি দেশের জন্মহার নিরূপণ করা হয়—

$$\text{জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মগ্রহণকারী জীবিত শিশুর মোট সংখ্যা}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

উদাহরণ: যদি ১ বছরে কোনো দেশে জীবিত শিশুর সংখ্যা ৩০ লক্ষ হয় এবং মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি হয় তাহলে ঐ দেশে প্রতি হাজারে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে—

$\text{জন্মহার} = \frac{৩০০০০০০}{১০০০০০০০০} \times ১০০০ \text{ জন} = ৩০ \text{ জন}$। অর্থাৎ কোনো দেশের জন্মহার ৩০ জন হলে ঐ দেশে নির্দিষ্ট বছরে প্রতি ১০০০ জনে ৩০ জন জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে।

৪.৬ মৃত্যুহার (Death Rate)

কোনো দেশে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে পরিমাণ লোক মৃত্যুবরণ করে তাকে সে দেশের মৃত্যুহার বলে। কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে যে পরিমাণ লোক মৃত্যুবরণ করে তাকে ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগফলকে ১০০০ দ্বারা গুণ করলে ঐ বছরের মৃত্যুহার পাওয়া যায়।

নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে মৃত্যুহার নিরূপণ করা যায়—

$$\text{মৃত্যুহার} = \frac{\text{মোট মৃত্যুর সংখ্যা}}{\text{বছরের মাঝামাঝি সময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

উদাহরণ: যদি একটি দেশে ১ বছরে মোট ১৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে এবং মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি হয় তাহলে ঐ দেশে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার হবে—

$\text{মৃত্যুহার} = \frac{১৫০০০০০}{১০০০০০০০০} \times ১০০০ \text{ জন} = ১৫ \text{ জন}$। অর্থাৎ কোনো দেশের মৃত্যুহার ১৫ জন হলে ঐ দেশে নির্দিষ্ট বছরে প্রতি ১০০০ জনে ১৫ জন লোক মৃত্যুবরণ করে।

জন্মহার যখন মৃত্যুর হারকে অতিক্রম করে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উন্নত দেশে জন্মহার < মৃত্যুহার না হলেও জন্মহার = মৃত্যুহার হয়ে থাকে। আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জন্মহার > মৃত্যুহার হয় যা অধিক জনসংখ্যাকে নির্দেশ করে।

৪.৭ জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (Normal Growth Rate of Population)

প্রতি হাজারে জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্যকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বলে। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারকে সাধারণত শতকরা হার হিসেবে দেখানো হয়। সূত্রের সাহায্যে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নিরূপণ করা যায়–

$$\text{জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{\text{১০০০}} \times \text{১০০}\%$$

উদাহরণস্বরূপ, জন্মহার ৩০ এবং মৃত্যুহার ১৫ হলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ—

$$\text{জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার} = \frac{\text{৩০} - \text{১৫}}{\text{১০০০}} \times \text{১০০}\% = \text{১.৫}\%$$

বর্তমানে বিশ্বে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১.৭%। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এ হার ২% এর অধিক এবং উন্নত দেশগুলোতে এর হার গড়ে ০.৬% মাত্র।

তাৎপর্য: জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কোনো দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনের মাপকাঠি। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ধনাত্মক হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ঋণাত্মক হলে হ্রাস পায়।

৪.৮ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Growth Rate of Population)

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারের সাথে দেশান্তরের শতকরা হার বিয়োগ করে যে হার পাওয়া যায়, তা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। এক দেশের মানুষ যেমন বিদেশে যেতে পারে আবার বিদেশি নাগরিকও সেদেশে আগমন করতে পারে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিরূপণের জন্য দেশের জন্ম ও মৃত্যুহারের সঙ্গে বহিরাগমন ও বহির্গমন হারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতএব, জন্মহার ও বহিরাগমন হারের সমষ্টি থেকে মৃত্যুহার ও বহির্গমন হারের সমষ্টিকে বিয়োগ করে ঐ বিয়োগ ফলকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করে এবং ১০০ দিয়ে গুণ করে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিরূপণ করা হয়।

$$\text{জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার} = \frac{(\text{জন্মহার} + \text{বহিরাগমন হার}) - (\text{মৃত্যুহার} + \text{বহির্গমন হার})}{\text{১০০০}} \times \text{১০০}\%$$

উদাহরণ: ধরা যাক, কোনো দেশের জন্মহার ৩০, মৃত্যুহার ১৫, বহিরাগমন হার ২ এবং বহির্গমন হার ৪ হয় তবে ঐ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে নিম্নরূপ—

$$\text{জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার} = \frac{(\text{৩০} + \text{২}) - (\text{১৫} + \text{৪})}{\text{১০০০}} \times \text{১০০}\% = \frac{\text{৩২} - \text{১৯}}{\text{১০০০}} \times \text{১০০}\% = \frac{\text{১৩}}{\text{১০০০}} \times \text{১০০}\% = \text{১.৩}\%$$

সারণি: বাংলাদেশে জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধির হার

সাল	জনসংখ্যা (কোটিতে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা)
১৯৭৪	৭.১৪	২.৭১
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৬
১৯৯১	১১.১৪	২.১৭
২০০১	১২.৯২	১.৪৮
২০১১	১৫.১৭	১.৩৭
২০১৯	১৬.৩৭	১.৩৭
২০২০	১৬.৬৫	১.৩৭
২০২২	১৬.৫১	১.২২
২০২৩	১৬.৯৮	১.৩
২০২৪*	১৭.১০	১.৩৩

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪

---

* জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২৪

৪.৯ শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Zero Population Growth)

শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলো জন্মহার ও মৃত্যুহারের সমান অবস্থা। সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহারের পরিমাণ সমান হলে তাকে শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Zero Population Growth) বলা হয়।

শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে,
$ZPG = CBR - CDR = 0$

যেখানে, ZPG = শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Zero Population Growth)
CBR = স্থূল জন্মহার (Crude Birth Rate)
CDR = স্থূল মৃত্যুহার (Crude Death Rate)

সুতরাং, একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি জানার জন্য উপরের নির্ধারকসমূহ জানা অপরিহার্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই উপাদানসমূহের উপর নির্ভরশীল।

৪.১০ নিট অভিবাসন (Net Immigration)

অভিবাসন বলতে কোনো ব্যক্তি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের লক্ষ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনকে নির্দেশ করে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মোট আগমন ও মোট নির্গমনের পার্থক্যকে নিট অভিবাসন বলে। জীব পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এ উপাত্ত পাওয়া যায়। নৌবন্দর, বিমান বন্দর ও স্থল পথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে গমনকারী সকল যাত্রীদের পরিসংখ্যান রাখা হয়। তখন পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহ থেকে তথ্য পাওয়া যায়। যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বহিরাগতের সংখ্যা I এবং স্থায়ীভাবে বহির্গামীর সংখ্যা E এবং জনসংখ্যা P হয় তবে উক্ত স্থানের নিট অভিবাসন হার নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় $= \frac{I - E}{P} \times ১০০০$

উদাহরণস্বরূপ, যদি মোট জনসংখ্যা P = ২৩.৫৭ মিলিয়ন = ২৩.৫৭ × ১০,০০,০০০ = ২,৩৫,৭০,০০০ জন।
যদি স্থায়ীভাবে বহিরাগত সংখ্যা ৫,৮০,০০০ জন এবং বহির্গামীর সংখ্যা = ২,৫০,০০০ জন হয় তবে.

$$\text{নিট অভিবাসনের হার} = \frac{I - E}{P} \times ১০০০ = \frac{৫,৮০,০০০ - ২,৫০,০০০}{২,৩৫,৭০,০০০} \times ১০০০ = ১৪ \text{ জন প্রতি হাজারে}$$

মন্তব্য: দেশটির স্থায়ীভাবে বহিরাগমনের হার বহির্গমনের হারের চেয়ে বেশি।
উন্নত দেশে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে এ হার বেশি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একটি দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বহিরাগমন ও বহির্গমন এর পার্থক্যকে কী বলে? *[ঢা. বো. ২০২২]*
২. স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। *[য. বো. ২০২১]*
৩. মনে করো 'ক' দেশে ৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করল এবং উক্ত বছরের মধ্যবর্তী সময়ে মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি হলে স্থূল মৃত্যুহার কত হবে? *[চ. বো. ২০১৯]*
৪. অশোধিত জন্মহারের সংক্ষিপ্ত রূপ কী?
৫. অশোধিত মৃত্যুহারের সংক্ষিপ্ত রূপ কী?
৬. জন্মহার, বন্ধ্যাত্ব, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কী বলা হয়?
৭. ZPG এর পূর্ণরূপ কী? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. ২০২২-২৩]*

▶ উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

জনসংখ্যা পরিমাপের মৌলিক উপাদনগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৩ ও ৪

বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণ; বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ ও বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহার কমানোর উপায়সমূহ

৪.১১ বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণ (Causes of High Birth Rate in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জন্মহার অনেক বেশি। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি হাজারে জন্মহার হলো ১৫ জন, কানাডায় ১৬ জন, জাপানে ১৪ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ জন। সেখানে বাংলাদেশের স্থূল জন্মহার হলো প্রতি হাজারে ১৯.৪ জন। নিচে বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণগুলো আলোচনা করা হলো–

১. **ভৌগোলিক পরিবেশ:** বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। এরূপ জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। ফলে তারা অল্প বয়সেই বিবাহ করে সন্তানের জন্ম দেয়।

২. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ:** এদেশে নানা কারণে সন্তান-সন্ততিদেরকে অতি অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়। ফলে সন্তান উৎপাদন বেশি হয়। বাল্যবিবাহ ছাড়াও এ দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। তাই পুরুষরা একই সময়ে বহুবিবাহ করতে পারে। বস্তুত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা আমাদের দেশে উচ্চ জন্মহারের অন্যতম কারণ।

৩. **শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতা:** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। তাই তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার (৭$^{+}$) হলো ৭৭.৯%[*]। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ লোক অপরিণামদর্শী। জন্মনিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা তারা বোঝে না। তাই তারা অধিক সন্তানের জন্মদানকে ক্ষতিকর মনে করে না।

৪. **নারী শিক্ষার অভাব:** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, যেদেশে নারী শিক্ষার হার যত বেশি, সে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তত কম। এর কারণ এই যে- ১. শিক্ষিতা মহিলাদের পড়াশোনায় অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ায় সাধারণত তাদের দেরিতে বিয়ে হয়। ২. শিক্ষিতা কর্মজীবী মহিলাদেরকে সংসারকর্মের বাইরেও ব্যস্ত থাকতে হয় বলে তারা কম সন্তানে আগ্রহী। ৩. শিক্ষিতা মহিলারা জীবনযাত্রার মান পরিবারের সুখ-সুবিধা, সন্তান-সন্তুতির ভবিষ্যৎ প্রভৃতি ব্যাপারে সচেতন বলে তারা কম সন্তান কামনা করে। বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। এটি আমাদের দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

৫. **জীবনযাত্রার নিম্নমান:** বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নমানের। তাই সন্তান প্রতিপালনে ব্যয় খুব বেশি নয় বলে অধিক সন্তান জন্ম দিতে তারা দ্বিধাবোধ করে না।

৬. **সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার:** শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অদৃষ্টবাদী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে অধিক জন্মহারের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৭. **দারিদ্র্য:** বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। সাধারণত দরিদ্র জনগণ নিজেদের সন্তানদের উচ্চ মান সম্পর্কে কোনো ধারণাই করতে পারে না। তাই তারা অপরিকল্পিতভাবে অধিক সন্তানের জন্ম দেয়।

৮. **খাদ্যাভ্যাস:** বাংলাদেশের লোকেরা বেশি পরিমাণে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে, আমিষ জাতীয় খাদ্য খুবই কম ভক্ষণ করে। আর শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণে প্রজনন ক্ষমতা কমে। তাই অতিরিক্ত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণের কারণে বাংলাদেশে অধিক জন্মহারের সৃষ্টি হয়।

৯. **চিত্তবিনোদনের অভাব:** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনগণের চিত্তবিনোদনের আধুনিক কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। ফলে গ্রামের দরিদ্র লোকদের জন্য আর কোনো চিত্তবিনোদনের সুযোগ না থাকায় তারা স্ত্রীর সঙ্গ বেশি কামনা করে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জন্মহার বেশি হয়।

১০. **জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা:** সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে বাংলাদেশে এখনো পরিবার পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে কার্যকর হয়নি। আবার অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণকে ধর্মবিরোধী কাজ বলে মনে করে। ফলে জন্মহার দ্রুতই বেড়ে চলছে।

এসব কারণের ফলে বাংলাদেশের জন্মহার অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

---

[*] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

৪.১২ বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ (Causes of High Death Rate in Bangladesh)

বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ হওয়ার এখানে অন্যান্য দেশ থেকে মৃত্যুহারের পরিমাণ অধিক। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ১৩ জন। বর্তমানে এ বিশাল মৃত্যুহার কমে দাঁড়িয়েছে ৬.১ ভাগে।[1] কিন্তু বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এদেশে মৃত্যুহার অনেক বেশি। বাংলাদেশের এরূপ উচ্চ মৃত্যুহারের কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. **দরিদ্রতা:** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করে। দারিদ্র্যের কারণেই তারা উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে বাংলাদেশের লোকেরা অনাহারে, অর্ধাহারে, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান প্রভৃতি কারণে সহজেই নানা রোগে আক্রান্ত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২. **সুচিকিৎসার অভাব:** বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বের উন্নত দেশের তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের। অধিকাংশ জনগণ উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে যে সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল রয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। বর্তমানে শহরকেন্দ্রিক ব্যয়বহুল চিকিৎসা সেবা বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের নাগালের বাইরে। অশিক্ষিত গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার গ্রাম এলাকায় চিকিৎসার একমাত্র আশা-ভরসা। এর ফলে বহু লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৩. **নিম্ন জীবনযাত্রার মান:** দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক খুবই নিম্নমানের জীবনযাপন করে। জনগণ অত্যধিক দারিদ্র্যের জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থান সংগ্রহ করতে পারে না এবং চিকিৎসার ওষুধ ও পথ্য যোগাতে অক্ষম হয়। অর্ধাহারে, অনাহরে এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকে বলে তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পায় এবং অকালে মৃত্যুবরণ করে।

৪. **পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব:** বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র বলে তারা পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। আর এই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দেশের জনগণের মধ্যে একটা বিরাট অংশ পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

৫. **নারী মৃত্যুহর:** বাংলাদেশের উচ্চ মৃত্যুহারের মধ্যে নারী মৃত্যুহার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। নারীদের অজ্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার, প্রসবকালীন শিক্ষিত ধাত্রীর অভাব প্রভৃতি কারণে অনেক নারীই মৃত্যুবরণ করে।

এ সকল কারণের জন্য বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় মৃত্যুহার অনেক বেশি।

৪.১৩ বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহার কমানোর উপায়সমূহ (Ways of Reduction of High Death Rate in Bangladesh)

বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহার কমাতে হলে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত জনগণের মধ্যে একটি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গড়ে তুলতে হবে। যেসব উপায়ে বাংলাদেশের উচ্চ মৃত্যুহার কমানো সম্ভব সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো –

১. সচেতনতা বৃদ্ধি, ২. দারিদ্র্য দূরীকরণ, ৩. উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা, ৪. বাল্যবিবাহ রোধ, ৫. পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, ৬. নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ৭. শিশু মৃত্যুহার কমানো, ৮. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ৯. নারী মৃত্যু হার কমানো, ১০. যানবাহন দুর্ঘটনা রোধ ইত্যাদি।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশে উচ্চ মৃত্যুহার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের স্থূল জন্মহার প্রতি হাজারে কত জন?
২. বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার (৭^{+}) কত শতাংশ?
৩. ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মৃত্যুহার প্রতি হাজারে কত ছিল?
৪. বর্তমানে বাংলাদেশে মৃত্যুহার প্রতি হাজারে কত জন?
৫. বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র বলে তারা কী ধরনের খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়?

► উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহার ও মৃত্যুহার কমানোর উপায়গুলোর একটি প্রবাহ চিত্র অঙ্কন করো।

---

[1] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

পাঠ ৫ ও ৬ জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

৪.১৪ জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Population and Economic Development)

একটি দেশের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। জনসংখ্যা একাধারে যেমন উন্নয়নের পথে সহায়তা করে তেমনি প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে। কোনো দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার এ জনসংখ্যাকেই যদি জনসম্পদে অর্থাৎ দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এমন অনেক দেশ আছে যাদের জনসংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিকভাবে অনেক উন্নত। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। তাই জনসংখ্যা যেমন দেশের উন্নয়নের জন্য আশীর্বাদ তেমনি অভিশাপও বটে।

দেশের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদকে দক্ষ শ্রমশক্তি দ্বারা সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। অর্থাৎ একমাত্র জনসংখ্যাই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। দেশে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যদি সম্পদের তুলনায় জনশক্তি কম থাকে তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বানুযায়ী, কোনো দেশের জনসংখ্যা সম্পদের তুলনায় কম হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইতিবাচক। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পের সম্প্রসারণ তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

অপরদিকে, কোনো দেশের জনসংখ্যা যদি সে দেশের সম্পদের তুলনায় অধিক হয় তবে ঐ জনসমষ্টি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং দেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টি, খাদ্য ঘাটতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি বহুমুখী চলমান প্রক্রিয়া, যার দ্বারা জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ে এবং সাথে সাথে জীবনযাত্রার মানও বাড়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে বোঝানো হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে অধিক উৎপাদন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ও বন্টনের পরিবর্তন নির্দেশিত হয়। জনসংখ্যার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক হলো– জনসংখ্যা অধিক হলে তা উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে, আর কাম্য হলে তা উন্নয়নে সহযোগী। সুতরাং জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যার প্রভাব

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যার প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই-ই হতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যার নেতিবাচক প্রভাব: অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যার নেতিবাচক প্রভাব নিচে উল্লেখ করা হলো– ১. বেকার সমস্যা; ২. সঞ্চয় হ্রাস; ৩. বিনিয়োগ ও মূলধন হ্রাস; ৪. আয়-বণ্টনে অসমতা; ৫. সামাজিক অস্থিরতা; ৬. মাথাপিছু আয় হ্রাস; ৭. খাদ্য ঘাটতি; ৮. পরিবেশ বিপর্যয়; ৯. মুদ্রাস্ফীতি; ১০. অদক্ষ মানবসম্পদ; ১১. নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি; ১২. কৃষির ওপর বিরূপ প্রভাব; ১৩. নিম্ন জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যার ইতিবাচক প্রভাব: জনসংখ্যা কেবল একটি দেশের অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ বা সম্পদও বটে। কাম্য ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যায়। নিচে জনসংখ্যার ইতিবাচক প্রভাব উল্লেখ করা হলো– ১. শ্রমের যোগান; ২. মূলধনের বিকল্প উৎস; ৩. মানবসম্পদ রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন; ৪. বাজারের বিস্তৃতি; ৫. কলকারখানায় শ্রমবিভাগ প্রবর্তন; ৬. বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

এভাবে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি, পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি, বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

৪.১৫ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব (Effects of Population Growth)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **দুষ্প্রাপ্যতা:** কোনো দেশে জনসংখ্যা বেশি হলে দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভাব পরিলক্ষিত হয়।

২. **নিম্ন মাথাপিছু আয়:** কোনো দেশে জনসংখ্যা বেশি হলে মাথাপিছু আয় কমে যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ২০২৪ সালে মাথাপিছু আয় ২৭৮৪ মার্কিন ডলার। উন্নত দেশের তুলনায় তা অত্যন্ত কম।

৩. **বেকারত্ব:** বাংলাদেশে সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা অধিক বলে মোট শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ বেকার এবং কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের শতকরা ২৫ ভাগ প্রচ্ছন্ন বেকার।

৪. **শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা:** এদেশে প্রায় ১৭ কোটি ১০ লাখ লোকের বসবাস।[২] জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য সে তুলনায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় নেই। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর তার বিশাল চাপ পড়ছে।

৫. **স্বাস্থ্য:** অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও নাজুক অবস্থা। পর্যাপ্ত পরিমাণে হাসপাতাল নেই, নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার। যারা আছে তারা তত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। সুতরাং, চিকিৎসার অভাবে আমাদের রোগাক্রান্ত ও নির্জীব জনগোষ্ঠী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে।

৬. **খণ্ড-বিখণ্ড জমি:** ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশের জমিগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হচ্ছে। ফলে কমসংখ্যক জমি চাষ করে তারা লাভের মুখ দেখছে না, তাই তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জমির এ অবস্থায় কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৭. **জন্ম ও মৃত্যুর উচ্চহার:** বাংলাদেশে প্রতি হাজারে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই অত্যধিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে শতকরা ১.৩৩ ভাগ।

৮. **আয়তন:** বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। অথচ লোকসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি ১০ লাখ। ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় এত কম জায়গায় অধিক লোক পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই।

৯. **খাদ্যঘাটতি:** বাংলাদেশে প্রকট খাদ্যঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি) সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ৩৭.৪৯ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি করেছে। খাদ্যঘাটতির এ কারণ হলো অধিক জনসংখ্যা।*

১০. **বাসস্থানের সমস্যা:** বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাসস্থানের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে। আবার চরম দারিদ্র্যের কারণে অনেকের পক্ষে গৃহনির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না।

১১. **মূলধন গঠনের হার হ্রাস:** বাংলাদেশের জনগণ খুবই দরিদ্র। ভরণ-পোষণের পর জনগণের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে সীমিত আয়ের লোকদের সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। ফলে দেশে মূলধন গঠনের হার কম।

১২. **শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত:** ক্রমবর্ধমান জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য অধিক খাদ্য আমদানি করতে হয়। একমাত্র আমদানিতেই বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ ব্যয় হয়। ফলে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৩. **পরনির্ভরশীলতা:** এদেশের পরনির্ভরশীলতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য অতিমাত্রায় বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। এরূপ পরনির্ভরশীলতা জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। জনাধিক্যের কারণে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রভাব ক্ষতিকারক। এসব ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোনো দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কী ধরনের প্রভাব পড়েবে?

২. জনসংখ্যা যদি জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক কী ধরনের প্রভাব পড়েবে?

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জনসংখ্যার কত ধরনের প্রভাব রয়েছে?

৪. সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কত? */চবি 'ঘ' ইউনিট ২০২২-২৩; ঢা. বো. ২০২১/*

৫. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্যতম প্রধান সমস্যা কী?

৬. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কত লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়?

৭. বাংলাদেশের লোকসংখ্যার পরিমাণ কত?

► উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান পাঁচটি কারণ তালিকা আকারে উল্লেখ করো।

---

[২] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

পাঠ ৭ জনসংখ্যা তত্ত্ব ও ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

৪.১৬ জনসংখ্যা তত্ত্ব (Theory of Population)

জনসংখ্যা তত্ত্বের ইতিহাস খুব প্রাচীন। মানব সভ্যতার প্রায় সকল মহৎ চিন্তাবিদই জনসংখ্যা বিষয়ে কিছু মতবাদ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে জনসংখ্যা তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য দুটি তত্ত্ব বহুল প্রচলিত রয়েছে।
যেমন- ১. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব; ২. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব। নিচে এ দুটি তত্ত্ব পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো—

৪.১৭ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব (Malthusian Theory of Population)

থমাস রবার্ট ম্যালথাস (Thomas Robert Malthus) (১৭৬৬ – ১৮৩৪) রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং জনসংখ্যা তত্ত্বের ক্ষেত্রে একজন প্রভাবশালী ব্রিটিশ ধর্মযাজক ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ছিলেন। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তার 'An Essay on the Principle of Population' বা 'জনসংখ্যার নীতির ওপর প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে জনসংখ্যা সমন্ধে একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বটি তার নামানুসারে 'ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব' নামে পরিচিত। এ তত্ত্বের অনুমিত শর্তসমূহ হলো—
১. মানুষের জীবনধারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন কিন্তু এর যোগান সীমিত, ২. নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণ প্রয়োজনীয়, নিয়ন্ত্রিত এবং শাশ্বত, ৩. শিশুধারণ এবং জীবনযাত্রার মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, ৪. কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি প্রযোজ্য, ৫. জমি ও উৎপাদন ক্ষমতা স্থির, ৬. কৃষিই একমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা ও ৭. উৎপাদন প্রযুক্তি স্থির।

তার মতে, খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ কখনো শেষ হবে না। আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে এবং একই জমি থেকে ক্রমাগতভাবে উন্নত মাত্রায় উৎপাদন সম্ভব হবে। যদি দুর্ভিক্ষ, মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক নিরোধ এবং বিলম্ব বিবাহ, নৈতিক সংযম প্রভৃতির মতো প্রতিরোধমূলক নিরোধ দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিহত না হয়, তবে সময়ের গতিতে যেকোনো মুহূর্তে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরও বলেন, উত্তর আমেরিকায় দেড় শতাব্দী পর্যন্ত প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, আবার কোথাও ১৫ বছরেও দ্বিগুণ হয়েছে।

ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে, অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, . . . এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে, অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, . . . । ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন জ্যামিতিক হারে বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় খাদ্যোৎপাদন সে হারে বাড়তে পারে না। ম্যালথাসের মতে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক দেশেই প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্রুত বাড়তে পারে না। এর ফলে এমন এক সময় আসে যখন জনসংখ্যার পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায় এবং দেশে জনাধিক্য দেখা দেয়। তত্ত্বটি সূচির সাহায্যে ব্যাখ্যা:

বছর	০	২৫	৫০	৭৫	১০০	১২৫	১৫০	১৭৫	২০০	–	৩০০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১	২	৪	৮	১৬	৩২	৬৪	১২৮	২৫৬	–	৪০৯৬
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	–	১৩

ম্যালথাস ২৫ বছর সময়কে একক হিসেবে গণ্য করেন। সূচিতে দেখা যায়, প্রথম ২৫ বছর পর্যন্ত জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বাড়ে একইভাবে। কিন্তু ২৫ বছর পর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। যেমন- ১০০ বছরে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে ৫ গুণ অথচ জনসংখ্যা বাড়ে ১৬ গুণ। ২০০ বছরে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে ৯ গুণ অথচ জনসংখ্যা বাড়ে ২৫৬ গুণ। ৩০০ বছরে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে ১৩ গুণ অথচ জনসংখ্যা বাড়ে ৪০৯৬ গুণ।

চিত্রের সাহায্যে জনসংখ্যা তত্ত্বের ব্যাখ্যা:

চিত্রে ভূমি অক্ষে সময় (T) বছর এবং লম্ব অক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি (P) এবং খাদ্য উৎপাদন (F) দেখানো হলো। প্রতি ২৫ বছর পর পর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে যা A, C, F_1, F_2 ও F_3 বিন্দুর সংযোগে প্রাপ্ত AF রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে।

অন্যদিকে, প্রতি ২৫ বছর অন্তর অন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে যা চিত্রে A, C, P_1, P_2 ও P_3 বিন্দুর সংযোগে প্রাপ্ত AP রেখার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। চিত্রে ১০০ বছর সময়ের মধ্যে

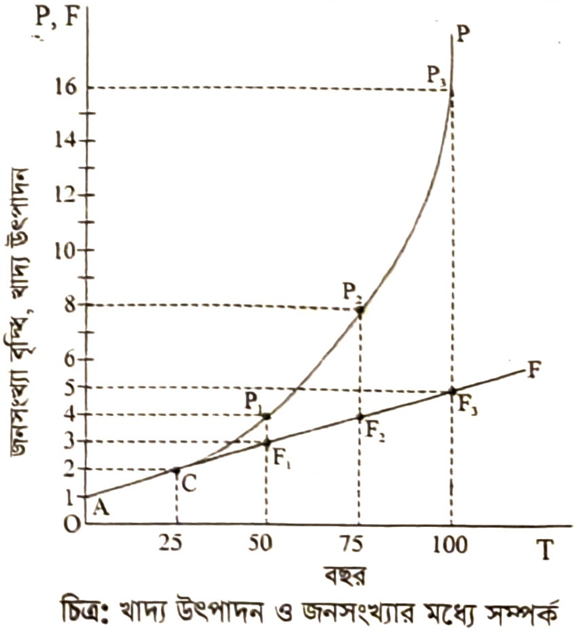

চিত্র: খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক

AF এবং AP রেখার মধ্যে CF_3 P_3 ব্যবধান সৃষ্টি হবে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিকের জন্য এ ব্যবধান হয়। যখন এ ব্যবধান বেশি হয় তখন খাদ্যের অভাব হয়।

ম্যালথাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা:

ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে দুইটি উপায়ের কথা বলেছেন। যেমন- ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Preventive Check) ও খ. প্রাকৃতিক নিরোধ (Positive Check)।

ক. **প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:** বিলম্বে বিবাহ, যৌন সংযম, জন্মনিয়ন্ত্রণ, কৌমার্য অবলম্বন ইত্যাদি পন্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলা হয়। ম্যালথাস বলেছেন, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকলে দেশে খাদ্য সমস্যা দেখা দেবে।

খ. **প্রাকৃতিক নিরোধ:** মহামারি, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রাণসংহারকে প্রাকৃতিক নিরোধ বলা হয়। এসব সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে ম্যালথাস দেশের জনগণকে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।

ম্যালথাসীয় চক্র (Malthusian Cycle): ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি চক্রাকার চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে চক্রাকার রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় বলে একে ম্যালথাসীয় চক্র নামে অভিহিত করা হয়। পাশের চিত্রে দেখা যায়, প্রথমে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে অচিরেই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে জনাধিক্য দেখা দেয়। এ অবস্থায় পুনরায় প্রাকৃতিক প্রতিরোধ কার্যকরী হয় এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে নিশ্চিহ্ন করে খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা ফিরিয়ে আনে। কিন্তু এ ভারসাম্য অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। ফলে জনাধিক্য এবং প্রাকৃতিক প্রতিরোধের চক্রাকার আবর্তন চলতেই থাকে।

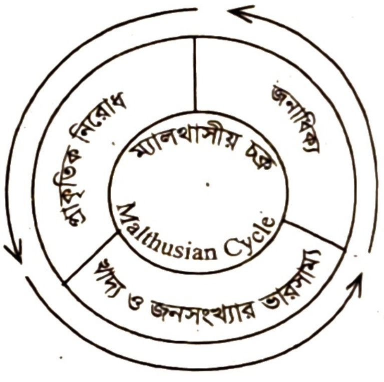
প্রাকৃতিক নিরোধ
জনাধিক্য
ম্যালথাসীয় চক্র
Malthusian Cycle
খাদ্য ও জনসংখ্যার ভারসাম্য

চিত্র: ম্যালথাসীয় চক্র

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি নিচের ছকে দেখানো হলো–

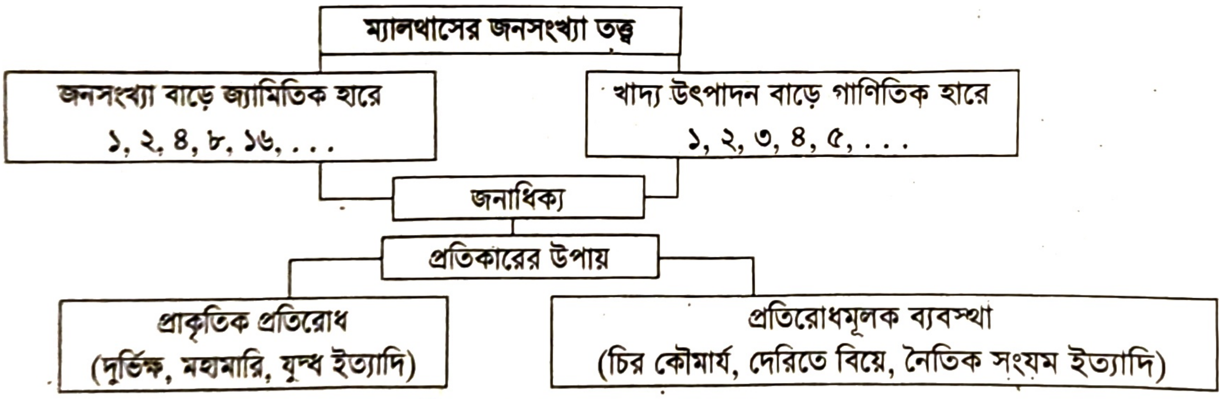
ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে
১, ২, ৪, ৮, ১৬, . . .
খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে
১, ২, ৩, ৪, ৫, . . .
জনাধিক্য
প্রতিকারের উপায়
প্রাকৃতিক প্রতিরোধ
(দুর্ভিক্ষ, মহামারি, যুদ্ধ ইত্যাদি)
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা
(চির কৌমার্য, দেরিতে বিয়ে, নৈতিক সংযম ইত্যাদি)

চিত্র: ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'An Essay on the Principles of Population' গ্রন্থের লেখক কে? *[রা. বো. ২০২২; জাতীয় বিশ্ব. অনার্স ভর্তি পরীক্ষা ২০০৩-০৪]*
২. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কয়টি? *[ব. বো. ২০২২]*
৩. জনসংখ্যা সম্পর্কিত কয়টি প্রচলিত তত্ত্ব রয়েছে?
৪. ম্যালথাস তার জনসংখ্যা বিষয়ক তত্ত্বটি কত সালে প্রথম প্রকাশ করেন? *[য. বো., কু. বো. ২০২১]*
৫. ম্যালথাসের তত্ত্বানুসারে ২৫ বছরে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কত গুণ হয়?
৬. ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বাড়ে কোন প্রগতিতে? *[জাতীয় বিশ্ব. অনার্স ভর্তি পরীক্ষা ২০০৪-০৫]*

▶ উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলো তালিকা আকারে লেখো।

পাঠ ৮ ও ৯ ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা ও ম্যালথাসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ

৪.১৮ ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Malthusian Theory)

আধুনিককালে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটিকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। নিচে এ তত্ত্বের সমালোচনার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো:

১. **ঐতিহাসিক অসত্যতা:** সমসাময়িক সময়ে এ তত্ত্বটি কিছুটা সত্য প্রমাণিত হলেও বর্তমানে এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহের জনসংখ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং ম্যালথাসের তত্ত্বটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়।

২. **বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী:** ম্যালথাস যখন তত্ত্বটি প্রচার করেন তখন সবেমাত্র ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে উন্নত দেশগুলোতে খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা ম্যালথাস অনুধাবন করতে পারেননি। এ কারণে ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩. **খাদ্য উৎপাদনের গাণিতিক হার ভুল প্রমাণিত হয়েছে:** ম্যালথাস ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ওপর ভিত্তি করে খাদ্যোৎপাদনে গাণিতিক হারের মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে যে নতুন উৎপাদন কৌশল ও যন্ত্রের প্রচলন করেছে তাতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পথ সুগম হয়েছে।

৪. **জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারণা সঠিক নয়:** ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। পাশ্চাত্যের বহু উন্নত দেশ বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

৫. **জনসংখ্যার সাথে শুধু খাদ্যদ্রব্যের তুলনা:** ম্যালথাস জনসংখ্যাকে কেবল খাদ্য উৎপাদনের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু তিনি খাদ্য উৎপাদন ছাড়া দেশের অন্যান্য সম্পদের কথা বিবেচনায় আনেননি।

৬. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বদাই খারাপ নয়:** ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সর্বদাই খারাপ বিবেচনা করেন। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ মানবশিশু কেবল ক্ষুধার্ত উদর নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না; সে দুইখানা হাতও নিয়ে আসে এবং এ হাত দুটো খাদ্যোৎপাদনে সাহায্য করতে পারে। ফলে কোনো কোনো সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

৭. **জনসংখ্যা নয় বরং সম্পদের সুষম বণ্টনই মূল সমস্যা:** অধ্যাপক সেলিগম্যান-এর মতে, 'জনসংখ্যা কেবলই সংখ্যাগত সমস্যা নয় বরং তা দক্ষ উৎপাদন ও ন্যায়সংগত বণ্টনেরও সমস্যা'। বস্তুতপক্ষে জনসংখ্যা যদি দক্ষ হয় এবং রাষ্ট্রের সম্পদ সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগতভাবে বণ্টন করা হয়, তাহলে জনসংখ্যা সমস্যা দেখা দেয় না।

৮. **জনসংখ্যার গুণগত দিক উপেক্ষিত:** ম্যালথাস-এর নিকট জনসংখ্যার গুণগত দিকটি উপেক্ষিত ছিল। কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যা অশিক্ষিত, অদক্ষ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে তা দেশের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আবার ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যা যদি শিক্ষিত, দক্ষ ও কর্মঠ হয় তাহলে তা দেশের জন্য বোঝা না হয়ে সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। ম্যালথাস তার তত্ত্বে জনসংখ্যার এ গুণগত দিকটি বিবেচনায় আনেননি।

সুতরাং, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি তার সময়ে সঠিক তথ্য দিলেও বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের নিকট ম্যালথাসের তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের মৌলিক সত্যতা অনস্বীকার্য।

৪.১৯ ম্যালথাসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ (Bangladesh in the Context of Malthusian Theory)

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশকে পর্যবেক্ষণ করলে বাংলাদেশে আমরা যেসব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই সেগুলো হলো:

১. **জনসংখ্যা ও খাদ্য বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। বর্তমানে এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৩% এবং খাদ্য উৎপাদনের হার মাত্র ০.৬৫%।

২. **খাদ্য ঘাটতি:** ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫১৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু গত অর্থবছরে উৎপাদন হয় ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন। */উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪/*

৩. **মাথাপিছু জমি:** বাংলাদেশে একজন লোকের ভরণ-পোষণের জন্য ১.২ হতে ১.৮০ একর জমির প্রয়োজন। অথচ ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমি পরিমাণ ছিল ০.২৮ একর। বর্তমানে ০.২৫ একর।

৪. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** বাংলাদেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি দেখা যায়। যা ম্যালথাসের তত্ত্বকে সত্যতা দান করে।

৫. **স্বাস্থ্যহানি:** অনাহার, অর্ধাহার, রোগব্যাধি, মহামারি বাংলাদেশের জনগণের নিত্য সহচর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬. **জন্ম ও মৃত্যুহার:** বাংলাদেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই অধিক। প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার ১৯.৪ এবং স্থূল মৃত্যুহার ৬.১ জন।

৭. **বেকারত্ব:** বাংলাদেশে বর্তমান মোট শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ বেকার।

৮. **জীবনযাত্রার মান:** বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় মাত্র ২৭৮৪ মার্কিন ডলার। ফলে জীবনযাত্রার মান এখনও নিম্ন। এখানে শতকরা প্রায় ১৮.৭ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।[৩]

ম্যালথাস বর্ণিত জনসংখ্যা সমস্যার সকল লক্ষণই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান। তাই ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রয়োগশীলতা বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে লক্ষ করা যায়।

জেনে রাখো

বিভাগ	প্রতিষ্ঠিত*	জনসংখ্যা	আয়তন* (বর্গ কিমি)	জনসংখ্যা ঘনত্ব	বৃহত্তম শহর (জনসংখ্যাসহ)
ঢাকা	১৮২৯	৪,৪২,১৬,১০৭	২০,৫৩৯	২,১৫৬	ঢাকা (১,১২,১৯,৭০৮)
চট্টগ্রাম	১৮২৯	৩,৩২,০২,৩২৬	৩৩,৭৭১	৯৭৯	চট্টগ্রাম (৪৮,৮১,০০৫)
রাজশাহী	১৮২৯	২,০৩,৫৩.১১৯	১৮,১৯৭	১,১২১	রাজশাহী (১০,৯৪,৭৮৪)
খুলনা	১ অক্টোবর, ১৯৬০	১,৭৪,১৬,৬৪৫	২২,২৭২	৭৮২	খুলনা (১০,৬৬,১৭৯)
বরিশাল	১ জানুয়ারি ১৯৯৩	৯১,০০,১০২	১৩,২৯৭	৬৮৮	বরিশাল (৭,৭৬,৫০৪)
সিলেট	১ আগস্ট, ১৯৯৫	১,১০,৩৪,৮৬৩	১২,৫৯৬	৮৭৩	সিলেট (১০,১১,৫৭৮)
রংপুর	২৫ জানুয়ারি ২০১০	১,৭৬,১০,৯৫৬	১৬,৩১৭	১,০৮৮	রংপুর (১০,৩১,৩৮৮)
ময়মনসিংহ	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫	১,২২,২৫,৪৯৮	১০,৫৮৪	১,১৪৬	ময়মনসিংহ (১৩,৫০,৬৪০)

*উৎস: *জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২; bn.wikipedia.org.*

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'জনসংখ্যা কেবলই সংখ্যাগত সমস্যা নয় বরং তা দক্ষ উৎপাদন ও ন্যায়সংগত বণ্টনেরও সমস্যা'— উক্তটি কার?

২. ম্যালথাস-এর নিকট জনসংখ্যার কোন দিকটি উপেক্ষিত ছিল?

৩. বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত? *[জাতীয় বিশ্ব. অনার্স ভর্তি পরীক্ষা ২০০৫-০৬]*

৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত লক্ষ মেট্রিক টন ধরা হয়েছে?

৫. ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমি পরিমাণ কত ছিল?

৬. বাংলাদেশে শতকরা কত ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে? *[জাতীয় বিশ্ব. অনার্স ভর্তি পরীক্ষা ২০১১-১২]*

৭. বাংলাদেশে ষষ্ঠ জাতীয় জনশুমারি ও গৃহগণনা কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়? *[৪৫তম বিসিএস]*

▶ উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু কার্যকর পাঁচটি বাক্যে লেখো।

---

[৩] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

* বাংলাদেশে ষষ্ঠ জাতীয় জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ সালের ১৫ জুন থেকে ২১ জুন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

পাঠ ১০ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা

৪.২০ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Optimum Population Theory)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অধ্যাপক অ্যাডউইন ক্যানান, কার স্যান্ডার্স, ডাল্টন, রবিন্স প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের একটি বিকল্প তত্ত্ব প্রচার করেন। এটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো মাথাপিছু আয় যে পর্যায়ে সর্বোচ্চ হয়, জনসংখ্যার আয়তন সে পর্যায়ে কাম্য বা বাঞ্ছনীয় হয়। কাম্য জনসংখ্যা হলো জনসংখ্যার আদর্শ আয়তন।

- **কে. ই. বোল্ডিং** (K. E. Boulding) এর মতে, 'যে জনসংখ্যার দ্বারা জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।
- কল্যাণভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়ে **কার স্যান্ডার্স** (Carr Saunders) বলেন, 'যে জনসংখ্যা সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করে তাই কাম্য জনসংখ্যা।'
- আয়ভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়ে অর্থনীতিবিদ **ডাল্টন** (Dalton) বলেন, 'কাম্য জনসংখ্যা হলো তা যা সর্বাধিক মাথাপিছু আয় প্রদান করে।'

সুতরাং কাম্য জনসংখ্যা হলো সর্বোত্তম কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা যেখানে উৎপাদন, আয় ও মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়।
কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে, কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। একেই কাম্য জনসংখ্যা বলে। যদি কোনো দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে কম হয়, তবে তাকে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ বলে। জনসংখ্যার এ আয়তন প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য অপ্রতুল এবং এ অবস্থায় শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের সুবিধাগুলো বিশেষভাবে উপভোগ করা যায় না। তাই প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয় না। আবার জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে যখন শ্রমের যোগান বাড়ে, শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়, উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নততর কলাকৌশলের ব্যবহার ঘটে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়, তখন মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়তে থাকে। অবশেষে জনসংখ্যা বেড়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের পূর্ণ ব্যবহার করে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়। তখন জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদ বৃদ্ধি না পাওয়ায় মাথাপিছু আয় কমে যায়। এ পর্যায়ের জনসংখ্যাকে অধিক জনসংখ্যা বলে। তাই দেখা যায়, নিম্ন বা অধিক জনসংখ্যা কোনোটিই বাঞ্ছনীয় নয়। কেবল জনসংখ্যার যে আয়তনে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয়, তাই হলো কাম্য জনসংখ্যা।

বীজগাণিতিকভাবে: ডাল্টনের সূত্র মতে, এখানে, M = অসামঞ্জস্যের পরিমাণ, O = কাম্য জনসংখ্যা, A = প্রকৃত জনসংখ্যা, $M = \frac{A - O}{O}$, $M = \frac{100 - 40}{40} = \frac{60}{40} = 1.5$, তাৎপর্য: ১. M = 0 (শূন্য) হলে দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ও কাম্য জনসংখ্যার মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই। ২. M > 0 (শূন্য) অর্থাৎ ধনাত্মক হলে দেশটি জনবহুল এবং M < 0 অর্থাৎ ঋণাত্মক হলে দেশটিতে জনবিরলতা বিদ্যমান। **কে. ই. বোল্ডিং** এর কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের ধারণাকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **আলফ্রেড সার্ভে** (Alfred Survey) তার *'The General Theory of Population'* গ্রন্থে নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন।

চিত্রে OX অক্ষে জনসংখ্যা এবং OY অক্ষে মাথাপিছু প্রকৃত আয় নির্দেশ করা হয়েছে। SPR হলো মাথাপিছু প্রকৃত আয়রেখা। চিত্র থেকে বোঝা যায়, জনসংখ্যার আয়তন শূন্য (0) থেকে বেড়ে OM স্তরে পৌঁছা পর্যন্ত মাথাপিছু প্রকৃত আয় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।
OM স্তরে জনসংখ্যার প্রকৃত মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়ে MP-তে পৌঁছায়। সুতরাং OM জনসংখ্যাই হলো কাম্য জনসংখ্যা। চিত্রের S বিন্দুটি নিম্ন জনসংখ্যা এবং R বিন্দুটি অতিরিক্ত জনসংখ্যা নির্দেশ করছে। OM-এর পরে জনসংখ্যা আরও বাড়লে মাথাপিছু আয় কমে যায়।

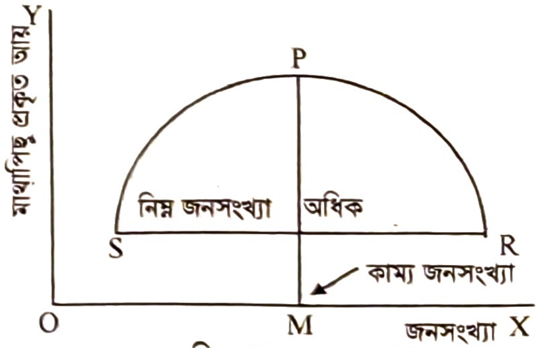

চিত্র: কাম্য জনসংখ্যা

জনসংখ্যার আয়তন OM-এর চেয়ে কম হলে নিম্ন জনসংখ্যা এবং বেশি হলে অধিক জনসংখ্যা বোঝায়।

গাণিতিক ব্যাখ্যা: মাথাপিছু আয়ের উপর জীবনযাত্রার মান (S) নির্ভর করে এবং তা আবার জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে।
গাণিতিকভাবে $S = f(P)$, এখানে dP = Chanage in Population, dS = Change in Standard of Living।

যদি $\frac{dS}{dP} > 0$ হয় অর্থাৎ জনসংখ্যার পরিবর্তনে যদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন ধনাত্মক হয়, তবে জনসংখ্যা কাম্য স্তরের কম

হবে। যদি $\frac{dS}{dP} = 0$ হয় অর্থাৎ জনসংখ্যার পরিবর্তনে (dP) যদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন (dS) শূন্য হয়, অর্থাৎ মাথাপিছু আয় না বাড়ে, তখন প্রকৃত মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হবে এবং কাম্য জনসংখ্যা স্তর অর্জিত হবে। যদি $\frac{dS}{dP} < 0$ হয়, অর্থাৎ জনসংখ্যার পরিবর্তনে (dP) যদি জীবনযাত্রার পরিবর্তন (dS) ঋণাত্মক হয়, তবে জনসংখ্যা কাম্য স্তরের চেয়ে বেশি হবে।

৪.২১ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Optimum Population Theory)

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি ত্রুটিমুক্ত নয়। নিচে তত্ত্বটির ত্রুটিগুলো তুলে ধরা হলো:

১. **কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় অসুবিধাজনক:** তত্ত্বটি দ্বারা কোনো দেশের কাম্য জনসংখ্যার আয়তন নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন, কারিগরি জ্ঞান, উৎপাদন প্রভৃতির পরিবর্তন সর্বদাই ঘটে ফলে কাম্য জনসংখ্যার আয়তনও সর্বদা পরিবর্তিত হয়।

২. **মৌলিক তত্ত্বের অভাব:** কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যা সম্পর্কে কোনো তত্ত্বমূলক ধারণা পাওয়া যায় না। কারণ এটি অল্প (কম) সময়ের জন্য প্রযোজ্য। তত্ত্বটিতে কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রবণতা, কারণ ও ফলাফল, জন্ম ও মৃত্যুর হার হ্রাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই স্থান পায়নি।

৩. **বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে অসমর্থ:** এ তত্ত্বে জনসংখ্যার আয়তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জনসংখ্যার গঠন ও কাঠামো, দক্ষতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

৪. **মাথাপিছু আয়ের সঠিক পরিমাপ অসম্ভব:** কোনো দেশে মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তন পরিমাপ করা বেশ কঠিন। কারণ মাথাপিছু আয়ের উপাত্ত প্রায়ই ভুল, বিভ্রান্তিকর এবং অনির্ভরযোগ্য হয়।

৫. **তত্ত্বটি খাঁটি জড়বাদী:** কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি জড়বাদীকে গ্রহণ করেছে, যা শুধু সমাজের মাথাপিছু আয়ের অগ্রগতি পরিমাপ করে। সম্পদের মধ্যে এটি বিস্তৃত নয় বরং এটি কেবল পরম এককের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

৬. **কাম্য জনসংখ্যা একটি চলমান বিন্দু:** শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসংখ্যার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। আবার আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে সম্পদের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটে। তখন কাম্য স্তরেরও পরিবর্তন ঘটে। এ কারণে কাম্য জনসংখ্যার স্তরকে একটি চলমান বিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

চিত্রে জনসংখ্যার প্রাথমিক কাম্যতার স্তর ON যেখানে সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় MN। কিন্তু ক্রমাগত গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে নতুন নতুন সম্পদ প্রাপ্তির এবং অন্যান্য কারণে জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে N′M′ হয়। ফলে জনসংখ্যার নতুন কাম্যতার স্তর ON′ হয়। অর্থাৎ, কাম্যতার স্তর কোনো স্থির ধারণা নয়।

কিছু দোষত্রুটি থাকলেও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়েনি। তত্ত্বটি আমাদেরকে ম্যালথাসীয় তত্ত্বের হতাশাবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত করেছে।

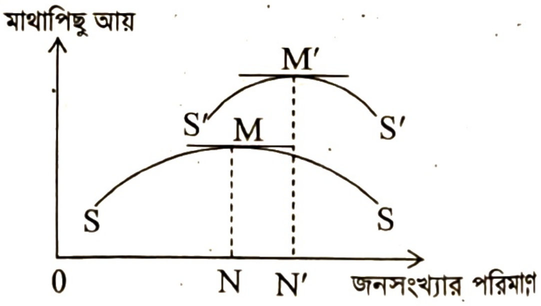

চিত্র: কাম্য জনসংখ্যার চলমান বিন্দু

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. **কাম্য জনসংখ্যার সূত্র কে প্রদান করেন?** *[রা. বো. ২০২১; য. বো. ২০১৭]*
২. **জনসংখ্যার কোন স্তরে জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ হয়?** *[ম. বো. ২০২২]*
৩. **যে জনসংখ্যা দ্বারা সর্বোচ্চ জাতীয় উৎপাদন অর্জিত হয় তাকে কী বলে?** *[ম. বো. সি. বো. ২০২১]*
৪. **অধ্যাপক ডাল্টন প্রদত্ত কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের সূত্রে M কী প্রকাশ করে?** *[ম. বো. ২০২১]*
৫. **'কাম্য জনসংখ্যা হলো তা যা সর্বাধিক মাথাপিছু আয় প্রদান করে' উক্তিটি কার?**
৬. **কাম্য জনসংখ্যার কল্যাণভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়েছেন কে?**

▶ উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা আছে কিনা মন্তব্য করো।

পাঠ ১১ ও ১২

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গা ও ভৌগোলিক)

৪.২২ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা (Comparison between Malthusian Population Theory and Optimum Population Theory)

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সাথে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা থেকে বোঝা যাবে এ দুইটির মধ্যে কোনটি উন্নত। এ দুইটি তত্ত্বের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত, ম্যালথাস তার জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কেবল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তুলনা করেছেন। অন্যদিকে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যাকে দেশের সামগ্রিক সম্পদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি গতিশীল। একটি দেশের জনসংখ্যা নির্দিষ্ট মেয়াদে কী হারে বৃদ্ধি পায় এবং এ বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা এ তত্ত্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব নিশ্চল ও স্থির রাজনৈতিক জগতেই প্রযোজ্য, গতিশীল অর্থনীতিতে এর অস্তিত্ব কম।

তৃতীয়ত, ম্যালথাস তার তত্ত্বে জনসংখ্যার পরিমাণগত দিকটির প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরদিকে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যার সংখ্যাগত দিকটিই শুধু বিবেচনা করা হয়নি, জনসংখ্যার গুণগত দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত, ম্যালথাসের তত্ত্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও বাস্তবজীবনে তার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যার সাথে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চমত, ম্যালথাসের মতে, 'দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও খাদ্যাভাব দেখা দিলেই বোঝা যাবে দেশে জনাধিক্য দেখা দিয়েছে।' কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের অনুসারীরা মনে করেন যে, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও খাদ্যাভাব না থাকলেও বিভিন্ন কারণবশত দেশে জনাধিক্য দেখা দিতে পারে।

জেনে রাখো

রেভারেন্ড থমাস ম্যালথাস ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগ সৃষ্টি করে দুনিয়ার ধ্বংস ডেকে আনবে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন ৭০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা এরই মধ্যে বলছেন যে, ২০৫০ নাগাদ জনসংখ্যা ৯০০ কোটিতে পৌঁছাবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, শিল্প-বিপ্লবই আমাদেরকে ম্যালথাসের অনুমানকৃত ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছে।

ষষ্ঠত, ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী অতিরিক্ত জনসংখ্যাই সমস্যা। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং নিম্ন জনসংখ্যা দুইটিই সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তমত, ম্যালথাস তার জনসংখ্যা তত্ত্বে নৈরাশ্যবাদের কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, দেশের মোট সম্পদের সদ্ব্যবহার করে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

অষ্টমত, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এটি মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান দেখলেই শঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে যদি মাথাপিছু আয় বেড়ে চলে, তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কাম্য বলে গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে ম্যালথাসীয় নৈরাশ্যবাদের পরিবর্তে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেয়।

৪.২৩ বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গা ও ভৌগোলিক) Population Structure of Bangladesh (Age-Sex and Geographical)

একটি দেশের জনসংখ্যার কাঠামো অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যার কাঠামো বিশ্লেষণে বয়ঃলিঙ্গা ও ভৌগোলিক বণ্টন সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **বয়স অনুসারে জনসংখ্যা:** কোনো জনসংখ্যার বয়স কাঠামো থেকে সে দেশের কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা এবং জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির অনুপাত জানা যায়। সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধদের নির্ভরশীল জনসংখ্যা হিসেবে ধরা হয়।

বাংলাদেশে ১৫ বছরের নিচে এবং ৬৪ বছরের বেশি বয়সের লোকদেরকে অনুপার্জনক্ষম ও পরনির্ভরশীল হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে নির্ভরশীলতার হার ৫২.৬৪%।[৪] ফলে দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম লোক কর্মক্ষম। নিচে বাংলাদেশে জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বণ্টনের একটি তালিকা দেওয়া হলো—

বছর	(০-১৪) বয়সের জনসংখ্যা (%)	(১৫-৬৪) বয়সের জনসংখ্যা (%)	(৬৫-উর্ধ্ব) বয়সের জনসংখ্যা (%)
১৯৬১	৪৬.১	৪৮.৭	৫.২
১৯৭৪	৪৮.০	৪৬.৩	৫.৭
১৯৮১	৪৬.৫	৪৭.৪	৬.১
১৯৯১	৪৫.১	৪৯.৫	৫.৪
২০০১	৪৫.৫	৪৯.০০	৫.৫
২০১১	৩৪.৬৪	৫৭.৮৮	৭.৪৮
২০২২	২৮.৬১	৬২.১৪	৯.২৫[*৪]

বয়স অনুসারে জনসংখ্যা বণ্টনের এরূপ অবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় এবং জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

২. **লিঙ্গ (নারী ঃ পুরুষ) অনুযায়ী জনসংখ্যার কাঠামো:** বাংলাদেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশি। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অনুপাত হলো ১০০ ঃ ১০৩.৮। ২০১১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী পুরুষ-মহিলার অনুপাত ছিল ১০০.৩ ঃ ১০০। ২০২৩ সালে ১০০ ঃ ৯৮.১ জন। যা বর্তমানে (২০২৪) ১০০ ঃ ৯৬.৩ জন।[*] অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারীর স্থলে ৯৬.৩ জন পুরুষ রয়েছে।

জেনে রাখো

লিঙ্গানুপাত বলতে প্রতি ১০০ জন মহিলার বিপরীতে পুরুষের সংখ্যাকে বোঝানো হয়।

নিচে লিঙ্গ অনুযায়ী জনসংখ্যা বণ্টনের একটি তালিকা দেওয়া হলো—

সাল	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০২২*	২০২৪*
নারী ও পুরুষের অনুপাত	১০০ ঃ ১০৭.৭	১০০ ঃ ১০৬.১৪	১০০ ঃ ১০৫.৮৬	১০০ ঃ ১০৩.৮	১০০ ঃ ১০০.৫	১০০ ঃ ৯৮	১০০ ঃ ৯৬.৩

৩. **গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা অর্থনৈতিক অবস্থান:** গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান কমেছে খুব ধীরগতিতে। প্রায় সব খাতেই গ্রাম ও শহরের বৈষম্য বিদ্যমান। শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষের সুযোগ-সুবিধা অনেক কম। মানসম্মত চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব। শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষের আয় কম। অথচ মুদ্রাস্ফীতির হার গ্রামে বেশি। বেশির ভাগ কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। গ্রাম থেকে টাকা এনে শহরে ঋণের যোগান বাড়ানো হচ্ছে। অথচ গ্রামে ঋণের প্রবাহ কম। কিন্তু আমানতের প্রবৃদ্ধির হার বেশি। গ্রামে কর্মোপযোগী মানুষ বেশি থাকলেও স্থায়ী কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির হার কম। ফলে শ্রমশক্তি বড়ই অংশই স্বকর্মসংস্থান বা খণ্ডকালীন শ্রমে নিয়োজিত। তাদের আয়ের কোনো ধারবাহিকতা নেই। একারণে গ্রামের মানুষ ভালো নেই এবং তারা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

৪. **গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা বণ্টন কাঠামো:** বাংলাদেশে শহরের তুলনায় গ্রামে অধিক লোক বাস করে। বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যার হার ১৯৯১ সালে ছিল মোট জনসংখ্যার ২০.১%; যা ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.৫১% দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে গ্রামের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৭৯.৯% এবং ৬৮.৪৯%। [তথ্যসূত্র: জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২]

নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গ্রাম ও শহরভিত্তিক বণ্টনের একটি সারণি দেওয়া হলো—

বছর	গ্রাম (%)	শহর (%)	মোট	বছর	গ্রাম (%)	শহর (%)	মোট
১৯৭৪	৯১.২	৮.৮	১০০	২০০১	৭৬.৩	২৩.৭	১০০
১৯৮১	৮৪.৮	১৫.২	১০০	২০১১	৭১.৬	২৮.৪	১০০
১৯৯১	৭৯.৯	২০.১	১০০	২০২২	৬৮.৪৯	৩১.৫১	১০০

৫. **পেশাভিত্তিক জনসংখ্যা:** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বিভিন্ন উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত রয়েছে এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অন্যের উপর নির্ভরশীল। ২০২৪ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের

---

[*] জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২

[*] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

নিয়োজিত কর্মক্ষম মোট জনসংখ্যার ৪৫% কৃষি খাতে এবং ৩৮.০০% সেবা খাতে এবং ১৭.০০% শিল্প খাতের সাথে জড়িত। নিচে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির পেশাভিত্তিক বণ্টনের একটি তালিকা দেওয়া হলো—

বছর	কৃষি শ্রমশক্তি	অকৃষি শ্রমশক্তি	বছর	কৃষি শ্রমশক্তি	অকৃষি শ্রমশক্তি
১৯৮১	৬১.৩	৩৮.৭	২০০৭	৫১.৬৯	৪৮.৩১
১৯৯১	৫৪.৭	৪৫.৩	২০২২	৪০.৬	৫৯.৪
২০০১	৬২.৩	৩৭.৭	২০২৩	৪৫.৩৩	৫৪.৬৭

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩

৬. **ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা:** বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯৯ ভাগ লোকের ভাষা বাংলা। কেবল ১% জনগণ আরবি, উর্দু, ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষাভাষী।

৭. **উপজীবিকাভিত্তিক জনসংখ্যা:** ২০২৩ সালের বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৭.৩৫ কোটি শ্রমশক্তি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৪.৮০ কোটি এবং মহিলা ২.৫৫ কোটি। কৃষি খাতে ৪৫.০০%, শিল্পে ১৭.০০% এবং সেবা খাতে ৩৮.০০%। শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-'১৭ অনুযায়ী মোট কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে প্রধান অংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা প্রায় ৪৪.৩%। চাকরিজীবী ও পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতদের হার যথাক্রমে ৩৯.১% ও ১১.৫%।

৮. **জেলা ও বিভাগ ভিত্তিক জনসংখ্যা:** জেলাভিত্তিক বিবেচনায় ঢাকা জেলা সর্বাধিক জনবহুল (১০,০৬৭ প্রতি বর্গ কি. মি.)। পক্ষান্তরে বান্দরবান জেলা সবচেয়ে কম জনবহুল (১০৭ জন প্রতি বর্গ কি. মি.)।* আর ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ জনসংখ্যা এবং বরিশাল বিভাগে সবচেয়ে কম জনসংখ্যা বিদ্যমান।

জনসংখ্যা কাঠামো কী?

জনসংখ্যা কাঠামো বলতে মোট জনসংখ্যাকে জৈবিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগকে বোঝায়। এক্ষেত্রে বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, শ্রমশক্তি, প্রজনন, মরণশীলতা, স্থানান্তর ও জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার, গঠন ও পেশাগত বৈশিষ্ট্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, এদেশের অধিক জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা যেমন বেশি তেমনি গুণগত দিক থেকেও এখানকার জনশক্তির দক্ষতা নিম্নমানের। এছাড়া আমাদের জনসংখ্যার প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কম, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি, নির্ভরশীলতার হার বেশি, শহরে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা কম এবং শিক্ষিতের হারও কম। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন, প্রকৃতি ও গুণগত মান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জনসংখ্যা তত্ত্বটি কী?

২. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে কোন দিকটি বিবেচনা করা হয়েছে?

৩. প্রত্যেক দেশে ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয় কার মতে? *[জাতীয় বিশ্ব. অনার্স ভর্তি পরীক্ষা ২০০২-০৩]*

৪ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে অনুযায়ী কোন ধরনের জনসংখ্যাই সমস্যা?

৫. বাংলাদেশের কোন বিভাগে জনসংখ্যা সবচেয়ে কম? *[৪৬তম বিসিএস]*

৬. বাংলাদেশে সাধারণত কত বছর পরপর আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়? *[সি. বো. ২০২১]*

৭. বর্তমানে বাংলাদেশের পুরুষ-নারী অনুপাত কত? *[জাতীয় বিশ্ব. অনার্স ভর্তি পরীক্ষা ২০০৬-০৭]*

৮. বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রতি বর্গ কি.মি.-তে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে? *[ইবি. 'ঘ' ইউনিট ২০০৩-০৪]*

▶ উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. শ্রেণির কাজ

গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা কাঠামো ছক আকারে উপস্থাপন করো।

---

* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পাঠ ১৩ বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার ও গঠন

৪.২৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার ও গঠন (Population Size and Structure of Bangladesh)

কোনো দেশের জনসংখ্যার আকার ও গঠন বলতে জনসংখ্যার আয়তন, ঘনত্ব, বৃদ্ধির হার, শিক্ষিতের হার, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, জন্মহার, মৃত্যুহার ইত্যাদি বিভিন্ন নির্দেশককে বোঝানো হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই নির্দেশকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **জনসংখ্যার আয়তন:** বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০১১ সালে ছিল ১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ এবং ২০২৪ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৭ কোটি ১০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। আয়তনের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি। নিচের সারণিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি দেখানো হলো—

বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০২২	২০২৪*
জনসংখ্যা	৫.০৮	৭.৬৪	৮.৯৯[৬]	১১.১৪[৭]	১৩.১৫	১৪.৯৮	১৬.৫১[*]	১৭.১০

২. **জনসংখ্যার ঘনত্ব:** অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই বেশি। বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ২০১১ সালে এদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন। ২০২৪ সাল নাগাদ জনসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়িয়েছে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৭১ জন। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যার ঘনত্বও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের একটি তালিকা দেওয়া হলো—

বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০২২	২০২৪*
জনসংখ্যার ঘনত্ব	৩৬৫	৪৯৭	৬০৫	৭৫৫	৮৩৪	১০১৫	১১১৯	১১৭১

৩. **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:** বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি। যেখানে উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০% থেকে ১.০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ১.৩৬% এবং ২০২২ সালে ১.২২% এ দাঁড়িয়েছে। যা বর্তমানে ১.৩৩%। নিচে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের একটি তালিকা দেওয়া হলো—

বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০২২	২০২৪*
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২.১২	২.৭০	২.৩৬	২.১৭	১.৪৮	১.৩৬	১.২২	১.৩৩

৪. **নির্ভরশীল জনসংখ্যা:** সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধদেরকে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বলা হয়। এরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে না। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি পরনির্ভরশীল। ২০২২ সালের জনশুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৫-৬৪ বছর বয়সের লোকসংখ্যা হলো ৬৫.৫৩%, ৫-১৪ বছর বয়সের লোকসংখ্যা হলো ১৯.১৭%, ০-৪ বছর বয়সের লোকসংখ্যা হলো ৯.৪৪% এবং ৬৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সের লোকসংখ্যা হলো ৫.৮৬%। এ বিপুল সংখ্যক পরনির্ভরশীল জনসংখ্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বল্পসংখ্যক কর্মরত জনগণকে বহন করতে হয়। যার ফলে পারিবারিক সঞ্চয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ২০২৪ সালের হিসাবে দেশের প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধী ২৫.৫ জন।

জেনে রাখো

সাক্ষরতার হার নিরূপণে কমপক্ষে যে কোনো একটি ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারেন এমন ব্যক্তিকে সাক্ষর হিসেবে গণ্য করা হয়।

উৎস:

[৬] Bangladesh Population Census 1981,1991, 2011

[৭] World Development Report, 2012

[*] জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

[*] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

৫. **শিক্ষিতের (সাক্ষরতা) হার:** বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। শিক্ষার হার কম হওয়ার জন্য বাংলাদেশের শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা কম। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার হলো শতকরা ৪২.৪ ভাগ। তন্মধ্যে পুরুষ শিক্ষিতের হার ৩৮.৯ ভাগ এবং মহিলা শিক্ষিতের হার ২৫.৫ ভাগ। এরপর ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৫৭.৯০%, ২০২৪ সালে ৭৭.৯%। উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। নিচে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হারের একটি তালিকা দেওয়া হলো–

বছর	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০২২	২০২৪*
জনসংখ্যা	১৭.৪	২০.২	২৬.০	৪২.৪	৪৫.৩	৫৭.৯	৭৪.৬৬[১]	৭৭.৯

৬. **জন্মহার ও মৃত্যুহার:** বাংলাদেশের জনসংখ্যার জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার হলো ১৯.২ জন এবং স্থূল মৃত্যুহার হলো ৫.৫ জন। ২০২৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি হাজারে স্থূল জন্মহার হলো ১৯.৪ জন এবং স্থূল মৃত্যুহার হলো ৬.১ জন। যা উন্নত দেশসমূহের তুলনায় এ হার অনেক বেশি। নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার জন্মহার ও মৃত্যুহারের একটি তালিকা দেওয়া হলো–

বছর (প্রতি হাজারে)	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০২২	২০২৪*
জন্মহার	৫১.৩	৪৭.৪	৩৬.০	৩১.০	১৭.৯০	১৯.২	১৮.১	১৯.৪
মৃত্যুহার	২৯.৭	১৯.৪	১৩.০	১১.০	৩.৭	৫.৫	৫.১	৬.১

৭. **প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল:** উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ধীরে হলেও বাড়ছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও উন্নত দেশের তুলনায় তা কম। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৭৪ বছর, যুক্তরাজ্যে ৭৩ বছর, জাপানে ৭৯ বছর এবং জার্মানিতে ৭২ বছর। পক্ষান্তরে, ২০২৪ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল হলো ৭২.৩ বছর। নিচে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কালের একটি তালিকা দেওয়া হলো–

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ বসবাস করে শহরে।

১৯৫০ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহরের তালিকায় ১১তম স্থানটি দখল করেছে ঢাকা। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী শহরটির জনসংখ্যা ১ কোটি ২ লাখের বেশি। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ জনবহুল শহর জাপানের রাজধানী টোকিও। বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল শহরের তালিকায় নাম রয়েছে ভারতের রাজধানী দিল্লির।

সাল	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০০৭	২০০৯	২০১১	২০২৪*
প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বয়স)	৪৪.৭২	৪৬.৫০	৫৪.৮০	৫৬.১০	৬১.৮০	৬৫.১	৬৭.২	৬৯	৭২.৩

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক হতে বিশ্বে কততম? *[চ. বো. ২০২২]*
২. বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান গড় আয়ু কত? *[ঢা. বো. ২০২১]*
৩. জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
৪. ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত ছিল?
৫. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই কম?
৬. বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল কত?

▶ উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

জনসংখ্যার ঘনত্ব ও শিক্ষিতের হারের তথ্যের আলোকে লেখচিত্র অঙ্কন করো।

---

[১] উৎস: Bangladesh Population Census 1981,1991, 2011; জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

* বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

পাঠ ১৪ ও ১৫ বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি এবং বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

৪.২৫ বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি (Trend of Population of Bangladesh)

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি জনবহুল দেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি ১০ লক্ষ এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালের পূর্বে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ছিল মন্থর। ১৯২১ সালের পর হতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি বাড়তে থাকে। কিন্তু ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক ১% -এর বেশি হয়নি। তবে ১৯৫১ সালের পর থেকে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। ১৯৫১ সালে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ০.৫০% সেখানে ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২.২৬%। ১৯৫১ হতে ১৯৬১ সালে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণের কারণে মৃত্যুহার কমতে থাকে বলে জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় অধিক হারে বাড়তে থাকে। যেখানে ১৯০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ২.৮৯ কোটি এবং ১৯৫১ সালে ছিল ৪.৪২ কোটি সেখানে ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.০৮ কোটিতে। তাছাড়া ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়। এ শুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭.৬৪ কোটি। কিন্তু ১৯৮১ সালে তা দাঁড়ায় ৮.৯৯ কোটিতে এবং ১৯৯১ সালে ১১.১৪ কোটিতে। আর ২০২৪ সালের বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭.১০ কোটিতে। নিচে ১৯০১ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার দেওয়া হলো। যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি জানতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

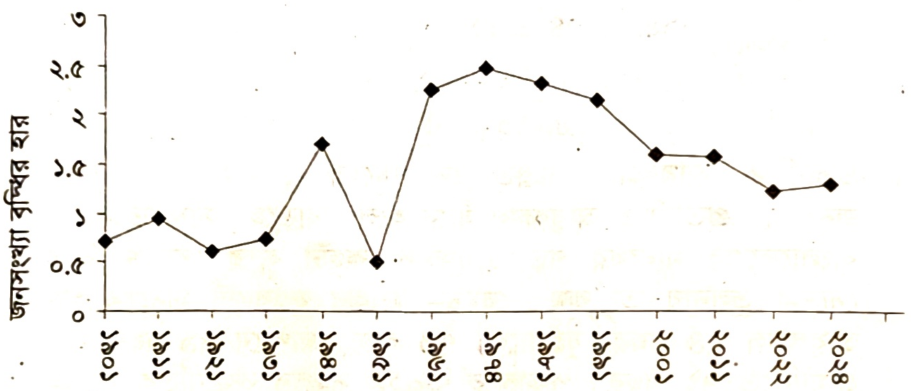

চিত্র: বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

সাল	জনসংখ্যার পরিমাণ (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	সাল	জনসংখ্যার পরিমাণ (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)
১৯০১	২.৮৯	০.৭২	১৯৭৪	৭.৬৪	২.৪৮
১৯১১	৩.১৬	০.৯৪	১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৫
১৯২১	৩.৩৩	০.৬০	১৯৯১	১১.১৪	২.১৭
১৯৩১	২.৫৬	০.৭৪	২০০১	১৩.১৫	১.৫৯
১৯৪১	৪.২০	১.৭০	২০১১	১৪.৯৮	১.৫৭
১৯৫১	৪.৪২	০.৫০	২০২২	১৬.৫১	১.২২
১৯৬১	৫.০৮	২.২৬	২০২৪	১৭.১০	১.৩৩*

সুতরাং চিত্রানুযায়ী, ১৯০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১%-এর কম। কিন্তু ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে বেশি (২.৪৮)। আবার ২০২৪ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত কম।

উৎস: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ * বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

৪.২৬ বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম (Population Control Activities in Bangladesh)

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়: বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে জনসংখ্যা সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। সরকার ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যাকে একনম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন। এদেশের জনসংখ্যা অতিদ্রুত ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি মারাত্মক ও ভয়াবহ পরিণতির দিক নির্দেশ করে। কারণ এ বিশাল জনগোষ্ঠীর মুখে আহার তুলে দিতে গিয়ে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই জনসংখ্যা সমস্যার মতো ভয়ঙ্কর সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রমগুলো হলো—

১. ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২. হেলথ এডভোকেসি এবং মাতৃ ভাউচার স্কিম এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারা দেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৪. জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার, পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্যভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

৫. বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্গম এলাকার সেবা প্রদানকারীদের বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬. স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিও-র সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হচ্ছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠিত হয়। নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ আলোচনা করা হলো—

১. **জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন:** জাতীয় জনসংখ্যা নীতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সুশৃঙ্খল এবং যথাযথভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে জনসংখ্যা সমস্যাকে মোকাবিলা করা সহজ হবে।

২. **পরিবার পরিকল্পনা:** পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যার সমস্যা সমাধান হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা প্রায় সব দেশেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে অজ্ঞতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য গ্রাম্য জনগণের একাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথাকে এখনো মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারছে না।

৩. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হচ্ছে দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এতে জনসংখ্যা হ্রাস পায়।

৪. **যথাযথ আইন প্রয়োগ:** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা রোধ করতে হলে আইনের সাহায্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং একই সাথে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **শিক্ষার প্রসার:** শিক্ষার প্রসার জনসংখ্যা রোধে সহায়তা করে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ে করে। তাছাড়া দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনগণকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা যাবে এবং তাতে জনসংখ্যার সমস্যা হ্রাস পাবে। এ লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেন।

৬. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হয় তাহলে লোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতির ধারণক্ষমতা বাড়বে। অর্থাৎ কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে নিয়োগ প্রদানের, শিশুদের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের, গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের এবং সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে। এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনগণের অবস্থান্তর ঘটবে, যার ফলে জন্মের হার হ্রাসের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে।

৭. **ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ:** জনসংখ্যা সমস্যা রোধকল্পে জনগণের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করতে হবে। ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে।

৮. **নারী শিক্ষার প্রসার:** কর্মক্ষেত্রে নারীদের কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে।

৯. **নিরক্ষরতা দূরীকরণ:** উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ থেকে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে হবে। এতে অধিকাংশ লোক অপরিণামদশী বিবাহের দায়িত্ব ও ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন সম্পর্কে সচেতন হবে। ফলে জন্মহার কমবে।

১০. **আন্তর্জাতিক স্থানান্তর:** অনেক সময় ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হতে অতিরিক্ত লোকসংখ্যা কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশে পাঠানো যেতে পারে। এতে ঘনবসতিপূর্ণ দেশের জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। অতীতে পাক-ভারত উপমহাদেশ হতে বহু লোক ইংল্যান্ড, শ্রীলংকা, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতো।

১১. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** কর্মসংস্থান সুযোগের অভাবে বাংলাদেশের জনগণ দরিদ্র। ডি. ক্যাস্ট্রো তার বিখ্যাত 'Geography of Hunger' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অধিক। তাই জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করতে হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. **চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ:** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং সেখানে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তাই বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে চিত্তবিনোদনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জন্মহার হ্রাস পাবে।

১৩. **নারীর ক্ষমতায়ন:** বাংলাদেশের নারী সমাজের সিংহভাগ ঘরের বাইরে গিয়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা পরিবারের জন্য আয় উপার্জনে অক্ষম। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাদের মর্যাদা কম। এ কারণে অনেক সময় তাদের মতের বিরুদ্ধেও তাদের উপর মাতৃত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। তাই জনসংখ্যা রোধকল্পে উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সুতরাং, উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ছিল?

২. কোনো দেশের জনসংখ্যা গণনার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি কোনটি? *[রা. বো. ২০১৬]*

৩. বাংলাদেশে প্রথম কত সালে আদমশুমারি হয়?

৪. বাংলাদেশে সর্বশেষ জনশুমারি কোন সালে করা হয়? *[ঢা.বি. 'ঘ' ইউনিট ২০১০-১১]*

৫. বাংলাদেশে কোন সালে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠিত হয়?

৬. কত সালে সরকারিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করা হয়?

৭. পরিবারের আয়তন সীমিত রাখার কার্যক্রমকে কী বলে?

৮. কার নেতৃত্বে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে?

৯. সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় কোন সালে?

▶ উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ: একক কাজ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার উপায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১৬

মানবসম্পদ; মানবসম্পদ উন্নয়ন; মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকসমূহ এবং বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব

৪.২৭ মানবসম্পদ (Human Resource)

সাধারণ অর্থে কর্মক্ষম মানুষ অথবা শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে মানবসম্পদ ধারণার সাথে দক্ষতা তথা উৎপাদনশীলতা জড়িত। কাজেই **একটি দেশের উৎপাদনশীল ও দক্ষ শ্রমশক্তি বা জনশক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়।** অর্থনীতিতে জনসংখ্যাকে একই সাথে সম্পদ ও দায় হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা জনসংখ্যা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধারও সৃষ্টি করে। কোনো দেশের জনসংখ্যা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখে তখন জনসংখ্যা সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। আবার কোনো দেশের জনসংখ্যা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তখন জনসংখ্যা দায় হিসেবে গণ্য হয়।

মানবসম্পদ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ মাইকেল পি. চৌড়ানো বলেন, 'একটি দেশের ভূমি ও মূলধনকে বস্তুগত সম্পদ বলা হয় বিধায় তার প্রেক্ষিতে শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়।' সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমশক্তিকে যদি দক্ষ করে তোলা যায়, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে, তাহলে সেই শ্রমশক্তিকেই অর্থনীতিতে মানবসম্পদ বলে।

৪.২৮ মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ একান্ত প্রয়োজন। মানবসম্পদ বলতে মূলত জনশক্তিকে বোঝায়। আর কোনো দেশের জনশক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা সুবিধা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দক্ষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া সম্ভব নয়। বস্তুত উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মগুণ উন্নত ও বিকশিত করে তোলাকেই মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ জে ডি সেথি বলেন, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন যদি সামগ্রিক উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে তা মানুষের ভেতরে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক, কারিগরি, উদ্যোক্তীয় এমনকি নৈতিক সামর্থ্যগুলোর সর্বাধিক ব্যবহার বোঝায়। এটি নতুন নতুন সামর্থ্য সৃষ্টি বোঝায়।' সুতরাং, উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তোলার নিয়মকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে।

৪.২৯ মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক (Index of Human Resource Development)

মানবসম্পদ উন্নয়নে তিনটি মৌলিক সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ তিনটি মৌলিক সূচক হলো– (১) আয়ুষ্কাল, (২) শিক্ষার্জন বা জ্ঞানার্জন এবং (৩) জীবনযাত্রার মান। নিম্নে এ তিনটি সূচকের বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. **আয়ুষ্কাল:** মানুষের কর্মক্ষম জীবনকাল তার আয়ুষ্কালের উপর নির্ভর করে। যার আয়ুষ্কাল যত বেশি, তার কর্মক্ষম জীবনকালও তত বেশি। কোনো দেশের জনগণের আয়ুষ্কাল পরিমাপ করা হয় জনগণের জীবন প্রত্যাশা দ্বারা। যদি কোনো দেশের জনগণের জীবন প্রত্যাশা বাড়তে থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নত দেশের মানুষের আয়ুষ্কাল অনুন্নত দেশের মানুষের আয়ুষ্কালের চেয়ে বেশি হয়।

২. **শিক্ষার্জন বা জ্ঞানার্জন:** মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম সূচক হলো শিক্ষার্জন বা জ্ঞানার্জন। জ্ঞান পরিমাপ করা হয় বয়স্ক শিক্ষার হার এবং স্কুল শিক্ষার গড় বয়স দ্বারা। এখানে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব হলো ২/৩ এবং স্কুল শিক্ষার গড় বয়সের গুরুত্ব হলো ১/৩।

৩. **জীবনযাত্রার মান:** কোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানও মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোনো দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়লে মানবসম্পদের উন্নয়ন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। জনগণের জীবনযাত্রার মান পরিমাপে মানুষের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে ক্রয়ক্ষমতা বা জীবনযাত্রার ব্যয় সূচক নির্ণয় করা হয়।

জেনে রাখো

অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল (Gunar Myrdal) মানবসম্পদ উন্নয়নে আটটি উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো—
১. খাদ্য, ২. বস্ত্র, ৩. বাসস্থান, ৪. শিক্ষা, ৫. স্বাস্থ্য সুবিধা, ৬. জনসংযোগ মাধ্যম, ৭. পরিবহণ ও ৮. শক্তি ভোগ।

৪.৩০ বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব
(Importance of Human Resource Development in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান ও জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো–

১. **দক্ষতা বৃদ্ধি:** উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সুবিধা দিয়ে বিপুল জনগোষ্ঠীকে সম্পদে রূপান্তর করা গেলে, জনগণ দেশের আপদ না হয়ে সম্পদ হবে।

২. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** কেবল দক্ষ মানবসম্পদই পারে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে। ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ঘাটতি দূর হবে, দেশও স্বাবলম্বী হবে।

৩. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি করতে পারলে বেকারত্ব দূর হবে। কারণ আমাদের দেশে দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রকট।

৪. **জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান:** বাংলাদেশ একটি অধিক জনবহুল দেশ। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের জন্য সম্পদ নয় বরং দায়। তাই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করতে পারলে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান হবে।

৫. **দক্ষ উদ্যোক্তা ও দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি:** মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা ও দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোরদার করা যায়।

৬. **প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ:** মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব। ফলে দেশকে দ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা সহজ হবে।

৭. **খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা:** কৃষকদের উন্নত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করার ফলে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে এবং দেশের খাদ্য ঘাটতি দূর হবে।

৮. **বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ:** মানবসম্পদের উন্নয়নের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে রপ্তানি বাড়বে এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমবে। ফলে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে অন্যদিকে আমদানি ব্যয় কমবে এবং বাণিজ্য ঘাটতি দূর হবে।

৯. **জনশক্তি রপ্তানি:** মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তি ও মেধাকে বিদেশে রপ্তানি করে দেশে বেকারত্বের প্রকোপ হ্রাস করা যায় এবং বৈদেশিক মুদ্রার আয়ও বৃদ্ধি করা যায়।

১০. **সঞ্চয় ও মূলধন গঠন:** মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণ অধিক উৎপাদনশীল কাজে জড়িত হয়ে তাদের আয় বাড়িয়ে সঞ্চয়, মূলধন ও বিনিয়োগের হার রাড়াতে পারে।

১১. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। কারণ দক্ষ জনশক্তিই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

১২. **আয়-বৈষম্য দূর:** বর্তমানে বাংলাদেশে প্রকট আয় বৈষম্য বিরাজমান। এক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তর করা গেলে মানুষের আয় বাড়বে। ফলে সমাজে আয় বৈষম্য কমবে।

১৩. **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র দূরীকরণ:** শিক্ষিত, দক্ষ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ দ্বারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙা সহজ হবে।

জেনে রাখো

মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। UNDP ২০২১-২২-এর HDI অনুযায়ী ১৯১টি দেশের মধ্যে এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯তম। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ছিল ১৩৯তম।

সুতরাং, এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই জরুরি। তখন বাংলাদেশের জনগণ বোঝা না হয়ে বরং সম্পদে রূপান্তরিত হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দেশের জনসংখ্যাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা জনশক্তিতে রূপান্তর করাকে কী বলে? */সি. বো. ২০২১/*

২. কোন ধরনের জনসংখ্যাকে অর্থনীতিতে মানসম্পদ বলা হয়? */চ. বো. ২০২২/*

৩. মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক কয়টি? */কু. বো. সি. বো. ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৮/*

৪. জনসংখ্যাকে কোনটিতে রূপান্তর করতে পারলে তা দেশের জন্য সম্পদ হবে?

৫. গুনার মিরডাল মানবসম্পদ উন্নয়নে কতটি অপরিহার্য উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন?

৬. দক্ষ মানুষকে কী বলে?

▶ উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মানবসম্পদ উন্নয়নের তিনটি মৌলিক সূচকের নাম লেখো।

পাঠ ১৭ বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপসমূহ বা কর্মসূচিসমূহ

৪.৩১ বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় (Ways to Develop Human Resource in Bangladesh)

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশি হলেও এদেশে শ্রমের যোগান কম। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হলো সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নিচে বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় উল্লেখ করা হলো–

১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ২. কারিগরি শিক্ষার প্রসারতা, ৩. উৎপাদন বৃদ্ধি, ৪. কৃষি শিক্ষার প্রসার, ৫. জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, ৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ৭. পরিবেশের উন্নয়ন, ৮. বাসস্থান সমস্যার সমাধান, ৯. সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন সৃষ্টি, ১০. পরিকল্পনা, ১১. সরকারি উদ্যোগ, ১২. নারী শিক্ষার প্রসার, ১৩. সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন-এর উপাদানগুলোর উন্নয়ন। যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়, সেগুলোই হলো মানবসম্পদ উন্নয়নের উপাদান।

অর্থনীতিবিদ **গুনার মিরডাল** মানবসম্পদ উন্নয়নের আটটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১. **খাদ্য ও পুষ্টি:** খাদ্য পুষ্টিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোনো দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ যদি অধিকমাত্রায় সুষম খাদ্য গ্রহণ করে উচ্চমানের ক্যালোরি গ্রহণ করতে পারে তাহলে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

২. **বস্ত্র:** বস্ত্র হলো মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা। প্রয়োজনীয় ও পছন্দনীয় বস্ত্রের ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দেয়।

৩. **আবাসন বা বাসস্থান:** বাসস্থান হলো মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক চাহিদা। দেশের সব লোকের জন্য নিরাপদ বাসস্থান থাকা মানব উন্নয়ন সূচককে বৃদ্ধি করে।

৪. **স্বাস্থ্য:** স্বাস্থ্য হলো সকল সুখের মূল। মানবসম্পদ উন্নয়নের উপাদান হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলে চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. **শিক্ষা:** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতি মানেই সমৃদ্ধ জাতি। তাই শিক্ষার হার বৃদ্ধিকে মানব উন্নয়ন সূচকের উপাদানে হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬. **পরিবহণ সুবিধা:** এটি হলো জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অন্যতম প্রধান সুবিধা।

৭. **গণসংযোগ মাধ্যম:** গণসংযোগের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা যায়।

৮. **শক্তি ভোগ:** দেশের জনগণ মাথাপিছু কত পরিমাণ বিদ্যুৎ ও অন্যান্য উৎসের শক্তি ভোগ করে থাকে তাকে শক্তি ভোগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সুতরাং, এসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুণগত মান বৃদ্ধি করে মানবসম্পদের উন্নয়ন করা সম্ভব।

৪.৩২ মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপসমূহ বা কর্মসূচিসমূহ (Govt. Steps or Programmes for HRD in Bangladesh)

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিতকরণ, জাতীয় নারী উন্নয়ন-২০১১ এবং শিশু নীতিমালা-২০১১ গৃহীত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এদেশের মানুষ আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে এক উদীয়মান মানবসম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই এ দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ক. শিক্ষা: বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মুখ্য উপাদান হলো শিক্ষা। সরকার শিক্ষা বিস্তারে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে তা হলো–

জেনে রাখো

জাতীয় সংসদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় ১৯৯০ সালে। ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরীক্ষামূলক চালু হয় এবং সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় ১৯৯৩ সালে।

১. ১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
২. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি শিক্ষকদের মূল বেতনের ১০০% সরকার বহন করছে।
৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে।
৪. কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
৫. নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কম্পিউটার শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
৬. শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য SESDP, SEDP, SESIP, SSFAP, TQI–II, EEQEP ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৭. মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
৮. শিক্ষা আইন প্রণয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৯. ভর্তি ও কোচিং বাণিজ্য বন্ধের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
১০. কোমলমতি শিশুদের ভর্তি পরীক্ষার চাপ কমানোর জন্য ১ম শ্রেণিতে লটারির কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।
১১. সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণিতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা গ্রহণ করে ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
১২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য বাৎসরিক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১৪. স্কুল বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন: স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। দুর্বল ও অসুস্থ লোক দ্বারা দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক উপাদান হলো- সুষম খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত বাসস্থান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ । কিন্তু এগুলোর কোনটি এদেশে সহজলভ্য নয়। তাই এদেশের মানুষ দুর্বল, ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারি ফলে তারা কর্মবিমুখ। এজন্য দেশে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বাংলাদেশের মানুষের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। এ লক্ষ্যে সরকার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে—

বর্তমানে বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে এ বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই জনসংখ্যার গুণগতমান বৃদ্ধি করতে হলে স্বাস্থ্যসেবা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে হবে। ইতোমধ্যে সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছে। যার অন্যতম হলো—

১. কমিউনিটি মেডিকেল সেন্টার চালু করা হয়েছে।
২. প্রতি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারসহ ৯ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ডাক্তার নিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।
৩. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪. অনেকগুলো হেলথ টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
৫. মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে।
৬. বেসরকারি খাতে আধুনিক হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
৭. এছাড়াও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে—
    ক. জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা;
    খ. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস;

গ. রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা;

ঘ. এইচপিএন সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহকে সচল রেখে স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা;

ঙ. এছাড়া তিন স্তরবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গ. নারী শিক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়ন: বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় ৫০% হলো নারী। নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুমোদিত হয়েছে। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১ গৃহীত হয়েছে। নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যথা– ১. অতি দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন, ২. খাদ্য নিরাপত্তাহীন মহিলাদের উন্নয়ন, ৩. বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প, ৪. গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্প ইত্যাদি। বর্তমানে সরকার নারী শিক্ষার হার ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যথা—

১. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান।

২. বই কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৩. শিক্ষকতায় অধিক হারে নারী শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৪. বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

৫. ইভটিজিং বন্ধে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এসব পদক্ষেপের ফলে নারী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনশীলতা ও ক্ষমতায়ন বেড়েছে। এতে মানবসম্পদ উন্নয়নের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. আবাসন: জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (NHA) ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে ৩.১০ মিলিয়ন গৃহের ঘাটতি প্রাক্কলন করেছে। আবার ২০০০ সালে ৫ মিলিয়ন গৃহ এককের ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে। বর্তমানে সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরে (সদরে) বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

জেনে রাখো

যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর তাদেরকে যুবশক্তি বলা হয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Not in education, employment or training.' (সংক্ষেপে একে NEET বলে)। অর্থাৎ যখন এই যুবকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই, কোনো প্রশিক্ষণে নেই, কোনো কর্মসংস্থানেও নেই, তখন বলা হয় যুবশক্তির অপচয় হচ্ছে।

এসব ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ এবং এগুলোর সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা মানবসম্পদ হিসেবে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন সালে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা' গৃহীত হয়েছে?

২. কোন সালে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণীত হয়েছে?

৩. কত সাল থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করা হয়েছে?

৪. কত সাল থেকে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়েছে?

▶ উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মানবসম্পদ উন্নয়নের সুপারিশসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১৮

আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা, আত্মকর্মসংস্থানের কর্মক্ষেত্র; আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয় ও সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ

৪.৩৩ আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা (Concept of Self-employment)

আত্ম শব্দের অর্থ নিজ, কর্মসংস্থান অর্থ নিয়োগ। **কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে আত্মকর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থান বলে।** আত্মকর্মসংস্থানের সমার্থক শব্দ হলো স্বকর্মসংস্থান।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বর্তমানে (২০২৪) এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১৭.১০ কোটি। এদেশে প্রতি বছর শ্রমবাজারে প্রায় ১৮ লক্ষ নতুন লোক প্রবেশ করছে। এ দেশে ৮ কোটি কর্মক্ষম লোকের মধ্যে ২ কোটি বেকার। অফুরন্ত শ্রম সরবরাহের অভাবে এদেশের অর্থনীতিতে ছদ্মবেশী ও মৌসুমি বেকারত্ব বিদ্যমান। মূলধন, বৈদেশিক মুদ্রা ও দক্ষ জনশক্তির অভাবে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তাই দারিদ্র্য বিমোচন করে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। এ বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য স্বকর্মসংস্থান একান্ত অপরিহার্য। স্বকর্মসংস্থান হলো এমন এক ধরনের কর্মসংস্থান, যা স্বল্প মূলধন ও সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়ে একজন ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে পরনির্ভরশীলতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়।

আত্মকর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ:

১. দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না, ২. প্রাতিষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে, ৩. অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ মোকাবিলায় একমাত্র আত্মকর্মসংস্থান সমাধান করতে পারে এবং ৪. নারী বেকারত্বের হার হ্রাস।

আত্মকর্মসংস্থানের প্রকারভেদ

আত্মকর্মসংস্থানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা:

১. **নিয়োগকর্তা:** নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিন্তু অন্যদের দিয়ে কাজ সম্পাদন করেন।
২. **নিজেই কর্মী:** নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নিজেই কাজ সম্পাদন করেন।
৩. **সমিতির সদস্য:** সমিতি গঠন করে কতিপয় ব্যক্তি যখন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে সদস্যগণ কর্মী হতে পারেন বা অন্যদের দ্বারা কাজ সম্পাদন করাতে পারেন।

নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার দেখানো হলো:

ক্ষেত্র	শতকরা হার %
পারিবারিক কর্ম	১১.৫
আত্ম-কর্মসংস্থান	৪৪.৩
চাকরিজীবী	৩৯.১
অন্যান্য	৫.১

উৎস: বিবিএস, লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-২০১৭

তাই বলা যায় যে, আত্মকর্মসংস্থান আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এজন্য এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

৪.৩৪ আত্মকর্মসংস্থানের কর্মক্ষেত্র (Work Sources of Self-employment)

এদেশের অধিকাংশ কুটিরশিল্পই স্বকর্মসংস্থানমূলক।

১. পারিবারিক পরিবেশে হস্তচালিত তাঁত শিল্প, চরকা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প , রেশম শিল্প প্রভৃতি।
২. মৃৎ শিল্প, কাঁসা ও পিতল শিল্প , কাঠ শিল্প, বিড়ি শিল্প, শঙ্খ শিল্প, ঝিনুক শিল্প প্রভৃতি।
৩. লবণ শিল্প, জুতা, মানিব্যাগ, পুতুল ও ফুলের টব তৈরি, উলের কাজ প্রভৃতি।
৪. ইমিটেশন ও অলঙ্কার শিল্প।
৫. নার্সারিতে বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা তৈরি এবং তা বিক্রি প্রভৃতি কর্ম।

একজন গ্রামীণ যুবক বা দরিদ্র কর্মক্ষম মহিলা এসব কর্ম স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অভিশাপ হতে মুক্ত হতে পারে।

৪.৩৫ আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয় (Necessary Step for Self-employment)

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির নিজের জন্য বিভিন্ন করণীয় দিকসমূহ হলো–

১. সব কাজের প্রতি সম্মানবোধ জানানো এবং কোনো কাজই অপমানজনক নয়।
২. কাজটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৩. কাজটির ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা। কারণ ঝুঁকিতে টিকে থাকতে হলে ঝুঁকির প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে। যেকোনো কাজেই ঝুঁকি বিদ্যমান। ঝুঁকি হলো কোনো কর্মে বিপদ বা আপদ বা ক্ষতি বা কোনো কিছু হারানোর ভয়। ঝুঁকি হলো তিন ধরনের। যথা–
    ক. **ব্যবসায়ে ঝুঁকি:** ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় জড়িত ঝুঁকিকে ব্যবসায়ের ঝুঁকি বলে।
    খ. **আর্থিক ঝুঁকি:** অর্থ বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনাকে আর্থিক ঝুঁকি বলে।
    গ. **খাঁটি ঝুঁকি:** ব্যবসায়ে আর্থিক ঝুঁকি ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নি, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদির অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকিকে খাঁটি ঝুঁকি বলে।
৪. এসব ছাড়াও ব্যক্তি যে কাজটি আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বেছে নিতে চায় তার সকল দুর্বল দিক, সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নিতে হবে এবং কর্মমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।
৫. কাজটির আর্থিক প্রাপ্তি এবং আর্থিক ব্যয় এবং এদের পার্থক্য নিরূপণ করে স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে হবে।
৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মমুখী প্রকল্প গ্রহণ করা।
৭. কৃষি ও বিভিন্ন শিল্পের উপর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৩৬ সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ (Case Study of Successful Self-employer)

বিদেশে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি তরুণ সাবিরুল, 'ইন্সপায়ার ওয়ান মিলিয়ন' আন্দোলনে বলেন, "অনেকের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছাড়া কেউ সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। আসলে ডিগ্রি অর্জন করাটা জীবনের একটা দিক, কিন্তু এটাই জীবন নয়।" সাবিরুল আরও বলেন, "সাফল্যের সংজ্ঞাটা একেক মানুষের কাছে একেক রকম। সাফল্যের ক্ষেত্রে আমি ৭P-এর ধারণায় বিশ্বাসী। এই ৭P সেই ১৪ বছর বয়স থেকেই আমাকে সাহায্য করছে, যখন আমি প্রথম আমার ব্যবসা চালু করেছিলাম।" সাবিরুলের ধারণাগুলো হলো–

১. **ইতিবাচক মনোভাব (Positivity):** যেকোনো পরিস্থিতিতে ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দাও।
২. **ভালো লাগা (Passion):** অন্য কারও মতো নয়, নিজের ভালো লাগার কাজটি করো।
৩. **কঠোর অধ্যবসায় (Perseverance):** কঠোর পরিশ্রম করো এবং কাজের ক্ষেত্রে শতভাগ মনোযোগ দাও।
৪. **লেগে থাকা (Persistence):** কঠোর পরিশ্রম করে দিনের কাজ দিনে শেষ করো। জীবনে ধারাবাহিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **উদ্দেশ্য (Purpose):** জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করো এবং বিশ্বাস করো যে তুমি ব্যতিক্রমী কিছু করতে সক্ষম।

৬. **ধৈর্য (Patience):** সাফল্য ধরা দিতে সময় নেয়। কখনো তাড়াহুড়ো করো না এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে চেষ্টা করো। কারণ এটাই হয়ে উঠবে তোমার জন্য সাফল্যের গল্প।

৭. **মানুষ (People):** মানুষকে সব সময় বিশ্বাস করো। তুমি যা-ই অর্জন করতে চাও, তোমার চারপাশে এমন কেউ না কেউ আছেন, যিনি তোমাকে সেটা অর্জনে সাহায্য করতে পারেন।

সফল উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে যে পাঁচটি বিষয় মানতে হবে

আসলে উদ্যোক্তা হওয়ার আগে বা যেকোনো ক্যারিয়ার বেছে নেয়ার আগেই মানুষকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রথমত নিজেকে জানাটা খুবই জরুরি। আমার মতে পাঁচটি ধাপে এটি করা সম্ভব–

১. **আত্মবিশ্বাস:** নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্বাসী থাকা এবং এ মনোভাব ধরে রাখা যে আমি পারব।

২. **আত্মনিবেদন:** প্রতিদিন সকালে হাসিমুখে ঘুম থেকে ওঠা এবং আনন্দের সঙ্গে প্রতিটি কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **দূরদৃষ্টি:** নিজের পথচলা নিয়ে দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। ১০ বছর পর একজন নিজেকে কোথায় দেখতে চান, তার উচিত সেভাবে কাজ করা।

৪. **সাহায্য:** সাহায্য চাইতে ভয় পাওয়াটা অনেক মানুষের স্বপ্নকে থমকে দিয়েছে। আমি সবাইকে বলি, তোমার জন্য সাহায্য আছে, শুধু তুমি সঠিক জায়গায় গিয়ে সেটাকে খুঁজে নাও।

৫. **সহজ কর্মপরিকল্পনা:** প্রতিদিনই তোমার কোনো পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তুমি যেভাবে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, সেভাবেই কর্মপরিকল্পনা ঠিক করবে।

একটি স্বনির্ভরশীলতার গল্প

মোহাম্মদ ইয়াকুত আলী একজন সফল খামারী। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে সরকারি চাকরির পেছনে না ঘুরে আত্মকর্মসংস্থানে মনোযোগী হন। পৈত্রিক ৯ একর জমিতে শুরু করেন মাছ ও সবজি চাষ। ৮ একর জমিতে ছোট বড় ৬টি পুকুরে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আর ১ একর জমিতে রয়েছে তার সবজি খামার।

উচ্চ শিক্ষিত যুবক মোহাম্মদ ইয়াকুত আলী মৎস্য খামার থেকে বছরে প্রায় ১০ লাখ এবং সবজি থেকে ২ লাখ টাকা আয় করছেন। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু যে তিনি নিজে স্বনির্ভর হচ্ছেন তা নয়, তার খামারে প্রতিদিন কাজ করছেন গ্রামের ৬ জন দরিদ্র শ্রমিক। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে তারাও তাদের পরিবারে স্বচ্ছলতা এনেছেন।

এ ব্যাপারে ইয়াকুত আলী বলেন, ৪ বছর পূর্বে শুরু করা মাছ চাষে প্রথম বছর আমার তেমন একটা লাভ না হলেও পরবর্তী বছর থেকে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। তাছাড়া আরও ১ একর জায়গায় সবজি চাষ করছি। সেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার সবজি যেমন- আলু, শিম, ঢেঁরস, বেগুন, টমেটো ইত্যাদি চাষ করে বছরে আমার প্রায় ২ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। এভাবে দুইটি প্রকল্প থেকে আমার বছরে কমপক্ষে ১২ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। তাছাড়াও আমার বাড়িতে বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা গ্যাসের ব্যবস্থা করেছি। বসতবাড়িতে বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ রোপন করে বার মাস ফল উৎপাদন করছি। এসব ফল নিজের পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রিও করছি। মৎস্য চাষ প্রকল্পে প্রথম দিকে যে সময় দিতে হতো এখন আর আমার তেমন একটা সময় দিতে হয় না। শ্রমিকরা নিয়মিত কাজ করে চলছেন। আমি মাঝে মাঝে তদারকি করি।

ইয়াকুত আলী আরও বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসেবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান বাড়েনি। চাইলেই একজন শিক্ষিত ছেলে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে যোগদান করতে পারছে না। পদ সংখ্যার চেয়ে প্রার্থীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে আমার কাছে মনে হলো চাকরি পাওয়ার আশায় সময় নষ্ট না করে স্বনির্ভর হওয়ার রাস্তা খোজাটা অনেক ভালো। আমি চাই আমার মতো এলাকার অন্য শিক্ষিত বেকার যুবকরা চাকরি খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে মৎস্য চাষের মতো লাভজনক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ুক। আমি তাদের সব রকম পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে আগ্রহী। বেকার যুবকরা নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে যেমন নিজে স্বাবলম্বী হবে তেমনি অনেক গরিব অসহায় মানুষেরও কর্মসংস্থান হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আত্মকর্মসংস্থানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
২. আত্মকর্মসংস্থান ব্যক্তির কী বাড়ায়?
৩. খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী সবচেয়ে কম দারিদ্র্যপ্রবণ জেলা কোনটি? */ম. বো. ২০২১/*
৪. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ কাকে আবিষ্কার করে?
৫. আত্মকর্মসংস্থান যুবকদের কী করে?
৬. নিজের দক্ষতা ও গুণাবলি দ্বারা নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে কী বলা হয়?

উত্তরের জন্য ২০৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

▶ সফল উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে ৩টি ধাপ লেখো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. ১১৭১ জন; ২. ১০০০ জন; ৩. $DP = \frac{TP}{TA}$; ৪. ৭৫৫ জন; ৫. বেশি; ৬. ডি. ক্যাস্টো।

পাঠ-২: ১. নিট অভিবাসন; ২. $CDR = \frac{D}{P} \times 1000$; ৩. ৫; ৪. CBR; ৫. CDR; ৬. প্রজননশীলতা; ৭. Zero Population Growth।

পাঠ-৩ ও ৪: ১. ১৯.৪ জন; ২. ৭৭.৯; ৩. ১৩ জন; ৪. ৬.১ জন; ৫. পুষ্টিকর।

পাঠ-৫ ও ৬: ১. নেতিবাচক; ২. ইতিবাচক; ৩. ২ ধরনের; ৪. ২৭৮৪; ৫. জনসংখ্যা; ৬. ৩৭.৪৯ লক্ষ মে. টন; ৭. ১৭.১০ কোটি।

পাঠ-৭: ১. টমাস ম্যালথাস; ২. ২টি; ৩. ২টি; ৪. ১৭৯৮; ৫. দ্বিগুণ; ৬. জ্যামিতিক।

পাঠ-৮ ও ৯: ১. সেলিগম্যানের; ২. গুণগত; ৩. ১.৩৩%; ৪. ৫১৩.৪৫; ৫. ০.২৮ একর; ৬. ১৮.৭; ৭. ২০২২ সালে।

পাঠ-১০: ১. ডাল্টন; ২. কাম্য জনসংখ্যা; ৩. কাম্য জনসংখ্যা; ৪. নিম্ন জনসংখ্যা হতে বিচ্যুতির; ৫. ডাল্টনের; ৬. কার স্যান্ডার্স।

পাঠ-১১ ও ১২: ১. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব; ২. সংখ্যাগত ও গুণগত; ৩. ম্যালথাস; ৪. অতিরিক্ত এবং নিম্ন জনসংখ্যা; ৫. বরিশাল; ৬. ১০ বছর; ৭. ৯৬.৩ ঃ ১০০; ৮. ঢাকা।

পাঠ-১৩: ১. ৮ম; ২. ৭২.৩ বছর; ৩. তৃতীয়; ৪. ৪৯৭; ৫. পার্বত্য অঞ্চলে; ৬. ৭২.৩।

পাঠ-১৪ ও ১৫: ১. ০.৫০%; ২. আদমশুমারি; ৩. ১৯৭৪ সালে; ৪. ২০২২; ৫. ১৯৭৫; ৬. ১৯৭৬; ৭. পরিবার পরিকল্পনা; ৮. রাষ্ট্রপতির; ৯. ১৯৯৩।

পাঠ-১৬: ১. মানবসম্পদ উন্নয়ন; ২. উৎপাদনশীল; ৩. ৩টি; ৪. দক্ষ জনশক্তিতে; ৫. আটটি; ৬. মানবসম্পদ।

পাঠ-১৭: ১. ২০১১ সালে; ২. ২০১০ সালে; ৩. ১৯৯০; ৪. ১৯৯৩।

পাঠ-১৮: ১. ৩; ২. সামাজিক মর্যাদা; ৩. নারায়ণগঞ্জ; ৪. নিজেকে; ৫. উদ্যোগী; ৬. আত্মকর্মসংস্থান।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

আদমশুমারি	কোনো নির্দিষ্ট দেশের বা স্থানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সকল ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদির সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশনার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় আদমশুমারি। আদমশুমারি গণনার পদ্ধতি হলো- প্রত্যক্ষ গণনা, পরোক্ষ গণনা, প্রকৃত গণনা এবং বৈধ গণনা।
জনসংখ্যা	একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে জনসংখ্যা বলে।
জনসংখ্যার পরিমাপ	কোনো দেশের নির্দিষ্ট সময়ের জনবিজ্ঞানজনিত তথ্যসমূহ বিন্যস্ত করা বা সাজিয়ে হিসাব করাকেই উক্ত দেশের ঐ সময়ের জনসংখ্যার পরিমাপ (Measurement of Population) বলে।
জনসংখ্যার ঘনত্ব	কোনো দেশের মোট জনসংখ্যাকে ঐ দেশের মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে ঐ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। নিচে একটি স্থানের সাহায্যে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রকাশ করা যায়: $DP = \frac{TP}{TA}$; এখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব, TP = মোট জনসংখ্যা, TA = মোট আয়তন
জনসংখ্যার নির্ধারক	যেসব উপাদানের ওপর কোনো স্থানের জনসংখ্যা নির্ভরশীল, সেসব উপাদানকে জনসংখ্যার নির্ধারক বলে।
স্থূল জন্মহার	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তালিকাভুক্ত জীবিত মোট জনসংখ্যা ও ঐ নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণত এক বছর) মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে ১০০০ দ্বারা গুণ করলে স্থূল জন্মহার পাওয়া যায়। জন্মহার ধনাত্মক হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ঋণাত্মক হলে হ্রাস পায়।
স্থূল মৃত্যুহার	স্থূল মৃত্যুহার হলো নির্দিষ্ট বছরের মধ্য সময়ে কোনো জনসমষ্টির মধ্যে প্রতি হাজারে মৃত্যু সংখ্যার অনুপাত। জন্মহার যখন মৃত্যুহারকে অতিক্রম করে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উন্নত দেশে জন্মহার = মৃত্যুহার হলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জন্মহার > মৃত্যুহার হয়ে থাকে।
অভিবাসন	অভিবাসন বলতে কোনো ব্যক্তি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের লক্ষ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনকে নির্দেশ করে। এটি মূলত এক বা একাধিক ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তনের গতিশীল প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
নিট অভিবাসন	একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা এবং মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্যকে ঐ দেশের নিট অভিবাসন বলা হয়। $\therefore \text{নিট অভিবাসন} = \frac{\text{অভিবাসীর সংখ্যা} - \text{দেশান্তরের সংখ্যা}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$
জনসংখ্যা তত্ত্ব	জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন- বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, তার ফলাফল, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ যে তত্ত্বে আলোচিত হয়, তাকে জনসংখ্যা তত্ত্ব বলে। জনসংখ্যা তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য দুটি তত্ত্ব বহুল প্রচলিত রয়েছে- ১. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব; ২. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব।
প্রাকৃতিক নিরোধ	মহামারি, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রাণসংহারকে প্রাকৃতিক নিরোধ বলা হয়। এসব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে ম্যালথাস দেশের জনগণকে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন।
কাম্য জনসংখ্যা	কাম্য জনসংখ্যা বলতে এমন একটি জনসংখ্যার স্তর নির্দেশ করে যেখানে উৎপাদন এবং আয় সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ যে জনসংখ্যার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।
পরিবার পরিকল্পনা	পরিবার পরিকল্পনা বলতে বোঝায় প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারকে বিদ্যমান মাথাপিছু সম্পদ ও সুযোগের প্রেক্ষিতে পরিবারের আয়তনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে উদ্যোগী হওয়া। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কমিয়ে দাম্পত্য জীবন সুখের হয়।
প্রজননশীলতা	প্রজননশীলতা হচ্ছে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা। সন্তান জন্মদানে সক্ষম স্ত্রী, পুরুষ বা উভয়ের জীবিত সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়াকে প্রজননশীলতা বলে।
মানবসম্পদ	যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত দক্ষ জনসমষ্টিকে মানবসম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধরনের জনগণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার যোগ্য। মানবসম্পদ উন্নয়নের তিনটি মৌলিক সূচক হলো- ১. আয়ুষ্কাল ২. শিক্ষার্জন এবং ৩. জীবনযাত্রার মান।
আত্মকর্মসংস্থান	আত্ম শব্দের অর্থ 'নিজ' এবং কর্মসংস্থান অর্থ 'নিয়োগ'। সুতরাং, কোনো ব্যক্তি নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলে তাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থানের সমার্থক শব্দ হলো স্বকর্মসংস্থান।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

প্রশ্ন-১. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? *[ঢা. বো. ২৫, ১৯, ১৮; ব. বো. ২৫, ২৩, ২২, ১৯; রা. বো. ২৩, ২১; দি. বো. ২৩, ২২, ১৮; কু. বো. ২৩; ম. বো. ২২, ২১; চ. বো. ২১; সি. বো. ২১; য. বো. ২১, ১৮]*
উত্তর: একটি দেশে প্রতি বর্গমাইল বা বর্গকিলোমিটারে গড়ে যে সংখ্যক মানুষ বাস করে তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে।

প্রশ্ন-২. আদমশুমারি কী?
উত্তর: সাধারণ অর্থে 'আদম' বলতে জনগণ এবং 'শুমারি' বলতে গণনা বোঝায়। কাজেই আদমশুমারি বলতে জনসংখ্যা গণনা বোঝায়।

প্রশ্ন-৩. জনসংখ্যার ঘনত্ব কীভাবে পাওয়া যায়?
উত্তর: একটি দেশের মোট জনসংখ্যাকে মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৪. জনসংখ্যার পরিমাপ কাকে বলে? *[সি. বো. ২৫]*
উত্তর: যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোনো স্থানে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বা পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাকে জনসংখ্যার পরিমাপ বলা হয়।

■ জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ (জন্মহার, মৃত্যুহার ও নিট অভিবাসন)

প্রশ্ন-৫. জনসংখ্যার নির্ধারক কাকে বলে?
উত্তর: জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস যে সকল উপাদান বা নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয় তাকেই জনসংখ্যার নির্ধারক বলে।

প্রশ্ন-৬. জন্মহার কী? *[য. বো. ২১]*
উত্তর: কোনো দেশে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে পরিমাণ জীবন্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাকে সে দেশের জন্মহার বলে।

প্রশ্ন-৭. স্থূল জন্মহার কী? *[ম. বো., চ. বো. ২৩; সি. বো. ২৩, ১৯; দি. বো., ব. বো. ২১; য. বো. ১৯; আলিম ২৩]*
উত্তর: কোনো একটি নির্দিষ্ট বছরে একটি দেশের জনসংখ্যার প্রতি ১,০০০ জনে যতজন জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাই হলো ঐ সময়ে ঐ দেশের স্থূল জন্মহার।

প্রশ্ন-৮. মৃত্যুহার কাকে বলে?
উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারের মোট মৃত্যুর সংখ্যাই হলো মৃত্যুহার।

প্রশ্ন-৯. অশোধিত মৃত্যুহার কী? *[ঢা. বো. ২৩]*
উত্তর: একটি নির্দিষ্ট বছর কোনো দেশের জনসংখ্যা প্রতি এক হাজারে যে পরিমাণ মানুষ মৃত্যুবরণ করে তাকে ঐ বছরে ঐ দেশের স্থূল মৃত্যুহার বা অশোধিত মৃত্যুহার বলে।

প্রশ্ন-১০. অভিবাসন কী? *[দি. বো. ২৩; ম. বো. ২২; চ. বো., সি. বো. ২১; রা. বো., ব. বো. ১৯]*
উত্তর: স্থায়ীভাবে বসবাসের লক্ষ্যে পূর্বের বসতি এবং স্থান পরিত্যাগ করে নতুন বসতি স্থাপনের জন্য অন্য কোনো স্থানে মানুষের আগমনকে অভিবাসন বলে।

প্রশ্ন-১১. আন্তর্জাতিক অভিগমন কী?
উত্তর: যদি একদেশ হতে অন্যদেশে গমনাগমনের মাধ্যমে বাসস্থানের পরিবর্তন হয় তবে তাকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলা হয়।

প্রশ্ন-১২. নিট অভিবাসন কাকে বলে? *[চ. বো. ২৫, ২৩; সি. বো. ২৩, ১৮, ১৭; ঢা. বো. ২২; কু. বো. ২১; ঢা. বো. ২১, ১৮, ১৬; দি. বো. ২১, ১৮; য. বো. ২৫, ১৮]*
উত্তর: একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্য হলো ঐ দেশের ঐ বছরের নিট অভিবাসন।

প্রশ্ন-১৩. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী? */কু. বো. ২৫; ঢা. বো., ম. বো. ২১; ব. বো. ২১, ১৮; কু. বো., চ. বো., রা. বো. ১৮/*

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে সমতা আসলে এ অবস্থানকে শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলা হয়।

■ জনসংখ্যা তত্ত্ব: ম্যালথাসের তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

প্রশ্ন-১৪. জ্যামিতিক বৃদ্ধির হার কী? */সি. বো. ২৫; কু. বো. ২১/*

উত্তর: গুণন হারে বৃদ্ধি পাওয়া হলো জ্যামিতিক বৃদ্ধির হার। যেমন— ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ....।

প্রশ্ন-১৫. গাণিতিক বৃদ্ধির হার কী? */চ. বো., য. বো. ২২/*

উত্তর: যোগ হারে বৃদ্ধি পাওয়াকে গাণিতিক বৃদ্ধির হার বলে। যেমন— ১, ২, ৩, ৪, ৫ ....।

প্রশ্ন-১৬. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কী?

উত্তর: বিলম্বে বিবাহ, যৌনসংযম, জন্মনিয়ন্ত্রণ, কৌমার্য অবলম্বন ইত্যাদি পন্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলা হয়।

প্রশ্ন-১৭. কাম্য জনসংখ্যা কী? */ব. বো. ২৫; ঢা. বো., য. বো. ২২; সি. বো. ২১; কু. বো., রা. বো. ২১, ১৮; চ. বো.; ব. বো. ১৮; য. বো., চ. বো. ১৬; আলিম ১৮/*

উত্তর: কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বিদ্যমান থাকলে গড় উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

প্রশ্ন-১৮. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্রটি লেখ। */ব. বো. ১৭/*

উত্তর: কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্রটি হলো- $M = \frac{A - O}{O}$, এখানে M = অসামঞ্জস্যের পরিমাণ, O = কাম্য জনসংখ্যা, A = প্রকৃত জনসংখ্যা।

■ বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং কাঠামো (বয়ঃলিঙ্গ ও ভৌগোলিক)

প্রশ্ন-১৯. বেকারত্ব কী? */ঢা. বো., রা. বো. ২৩; য. বো. ২১; দি. বো. ২৫, ১৬/*

উত্তর: কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে।

প্রশ্ন-২০. জনসংখ্যা সমস্যা কাকে বলে?

উত্তর: সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশে কাম্য মাত্রার চেয়ে জনসংখ্যা অধিক বেড়ে গেলে তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলে।

■ বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

প্রশ্ন-২১. পরিবার পরিকল্পনা কী?

উত্তর: একটি ছোট ও সুখী সমৃদ্ধিশালী পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে পূর্ব হতে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত পন্থায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলা হয়।

প্রশ্ন-২২. জনসংখ্যা নীতি কী?

উত্তর: জনসংখ্যা উন্নয়নে কোনো দেশের সরকার কর্তৃক যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাই জনসংখ্যা নীতি।

■ মানবসম্পদ উন্নয়ন; বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি

প্রশ্ন-২৩. মানবসম্পদ কী? */ঢা. বো. ১৯; আলিম ২২/*

উত্তর: মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মগুণ উন্নত ও বিকশিত করে তাকে বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলাই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন।

প্রশ্ন-২৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? */ঢা. বো., রা. বো. ২৫; ব. বো. ২৩, ২২; কু. বো. ২২; রা. বো., চ. বো. ২১/*

উত্তর: কর্মক্ষম জনশক্তি বা শ্রমশক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে।

■ আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা; আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয় (সফল আত্মকর্মীর কেইস সমীক্ষণ)

প্রশ্ন-২৫. আত্মকর্মসংস্থান কী? */রা. বো., দি. বো., চ. বো., য. বো. ২৫; য. বো. ২৩; দি. বো., কু. বো. ২২; দি. বো. ২১, ১৯; ব. বো. ২১; কু. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৭; রা. বো. ১৬; আলিম ২৩/*

উত্তর: নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কীভাবে প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো. ২১]*

উত্তর: কোনো একটি দেশের জলবায়ুর ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভর করে।

বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে অল্প বয়সে ছেলেমেয়েরা যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে। ফলে তারা অল্প বয়সেই বিবাহ করে সন্তানের জন্ম দেয়। অপরদিকে, শীতপ্রধান দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তুলনায় কম। জলবায়ু জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বলা যায়, ভৌগোলিক পরিবেশে জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভাবিত হয়।

প্রশ্ন-২. পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? *[য. বো. ২১]*

উত্তর: পরিকল্পিত উপায়ে পরিবার গঠনকে পরিবার পরিকল্পনা বলে।

সাধারণ অর্থে, পরিবার পরিকল্পনা বলতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করাকে বোঝায়। পরিবার পরিকল্পনা বলতে শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণকেই বোঝায় না বরং পরিবারের সদস্য বা লোকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নতমানের জীবনযাত্রা নির্বাহের পরিকল্পনাকেও বোঝায়। পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সন্তান জন্ম দেওয়া পরিবার পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন-৩. নিট অভিবাসন বলতে কী বোঝায়?

অথবা, নিট অভিবাসন ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ২২]*

উত্তর: নিট অভিবাসন একটি নির্দিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে পরিমাপ করা হয়।

সেক্ষেত্রে ঐ দেশের নিট অভিবাসন ঐ দেশের বহিরাগমনের হার এবং বহির্গমনের হার এর ওপর নির্ভর করে।

এক্ষেত্রে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্য হলো ঐ দেশের ঐ বছরের নিট অভিবাসন।

প্রশ্ন-৪. যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়, তাকে কী বলে? *[ঢা. বো. ১৬]*

উত্তর: যে সংখ্যক জনসংখ্যা থাকলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

কাম্য জনসংখ্যা হলো সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা সেখানে উৎপাদন, আয় ও মাথাপিছু আয় সর্বোত্তম হয়। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে, কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। একেই কাম্য জনসংখ্যা বলে।

প্রশ্ন-৫. জন্মহার জনসংখ্যাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ১৭]*

উত্তর: কোনো দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক জন্মহার।

কোনো দেশে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে যে পরিমাণ জীবন্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাকে সে দেশের জন্মহার বলে। জনসংখ্যার সাথে এর সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ কোনো অঞ্চলের জন্মহার বৃদ্ধি পেলে ওই অঞ্চলের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। আবার জন্মহার হ্রাস পেলে জনসংখ্যাও হ্রাস পায়। অর্থাৎ জন্মহারের পরিবর্তন জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে। কোনো দেশের জনসংখ্যার মৃত্যুহার এবং নিট অভিবাসন স্থিতিশীল থাকলে উচ্চ জন্মহার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে। বিপরীত অবস্থায় জনসংখ্যা হ্রাস পায়। এভাবে জনসংখ্যাকে জন্মহার সরাসরি প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন-৬. প্রাকৃতিক নিরোধ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: মহামারি, দুর্ভিক্ষ, চরম দারিদ্র্য, জটিল রোগ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রাণসংহারকে প্রাকৃতিক নিরোধ বলা হয়।

ম্যালথাস বলেন, প্রকৃতি যখন মানুষের অতিরিক্ত সংখ্যা বহন করতে পারবে না তখনই দুর্যোগ দেখা দেয়। তিনি মনে করেন, খাদ্যের যোগানের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়ে গেলে প্রকৃতি নিজেই মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেয়। আর তখনই মহামারি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকট আকারে দেখা দেয়। সুতরাং, এভাবে অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রাণ সংহারকে 'প্রাকৃতিক নিরোধ' বলা হয়।

প্রশ্ন-৭. জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত নীতি ও কার্যক্রমের টেকসই প্রায়োগিক কৌশলই জনসংখ্যা নীতি।

যে সব নীতি বা প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যার সঠিক সমাধান করা যায় তাকেই জনসংখ্যা নীতি বলে। এক কথায় বলা যায় যে, জনসংখ্যা নীতি হলো এমন কতকগুলো গঠনমূলক ও বাস্তবধর্মী আইনানুগ ব্যবস্থা যা প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং সরকারি পদক্ষেপের সমষ্টি ও সমন্বয় এবং যার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

প্রশ্ন-৮. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারী শিক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে— ব্যাখ্যা করো। *[ম. বো. ২৫]*

অথবা, নারী শিক্ষা কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে পারে? *[রা. বো., য. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো. ২১]*

উত্তর: নারী শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সহায়ক হবে।

সন্তান জন্মদান থেকে শুরু করে লালন-পালনে একজন নারীর ভূমিকা সর্বাধিক। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ নারীদের অশিক্ষা ও অসচেতনতা। শিক্ষিত নারীরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে অবহিত হতে পারে ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সঠিক সঠিক ব্যবহার করবে। এভাবে নারী শিক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-৯. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে?

[ব. বো. ২৫, ২২; রা. বো. ২৩; য. বো. ২২; ঢা. বো. ২১, ১৯]

অথবা, প্রশিক্ষণ কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে?

[ম. বো. ২৫; ঢা. বো. ২২; রা. বো. ২১; য. বো. ১৭, ঢা. বো., ব. বো. ১৯]

অথবা, মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা কী?

[কু. বো., চ. বো.; ব. বো., রা. বো. ১৮]

উত্তর: শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

শিক্ষা হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষার প্রসার ঘটলে মানুষ নিজেকে সম্পদে পরিণত করার বিভিন্ন কৌশল ও সৃজনী ক্ষমতা অর্জন করে। অন্যদিকে, কোনো একটি কাজ সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা বার বার করাই হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ মানুষের শ্রমের গুণগত মান বাড়িয়ে উৎপাদনশীল করে। প্রশিক্ষণ যত উন্নত পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় মানুষ ততই তার কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। এভাবেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১০. মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্য ও সেবার কী সম্পর্ক? *[রা. বো. ২১, ১৬]*

উত্তর: মানবসম্পদ উন্নয়নের উপাদান হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ।

সুচিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সুস্থ, সবল ও নিরোগ রাখতে পারলে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে। এদেশে মানবসম্পদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মাতৃসদন, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন এবং সেগুলো থেকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্য সেবার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন-১১. মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

[দি. বো. ১৯]

উত্তর: মানবসম্পদ বলতে মূলত জনশক্তিকে বোঝায়।

কোনো দেশের জনশক্তিকে উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পরিবেশ প্রভৃতি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তোলাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মগুণ উন্নত ও বিকশিত করে তোলাই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন।

প্রশ্ন-১২. অধিক জনসংখ্যা কীভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটায়? ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ২২; য. বো. ২১]*

উত্তর: জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে পরিবেশ দূষিত হয়। অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অভিবাসন, নগরায়ণ ইত্যাদি সমস্যা পরিবেশের ওপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করেছে। অতিরিক্ত যানবাহন, বাসস্থানের অব্যবস্থা, ময়লা নিষ্কাশনের অব্যবস্থায় পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ে। এছাড়া বনভূমি কেটে বসবাসের উপযোগী জায়গা তৈরি করেও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন-১৩. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে? *[দি. বো. ২৫; কু. বো. ২২; চ. বো. ১৯; ব. বো. ১৭]*

উত্তর: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। শিক্ষা হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটলে মানুষ নিজেকে সম্পদে পরিণত করার বিভিন্ন কৌশল ও সৃজনী ক্ষমতা অর্জন করে। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে উন্নত করতে এবং রাষ্ট্রের বিদ্যমান সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন-১৪. ভূপ্রকৃতি দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি কীভাবে প্রভাবিত হয়? *[কু. বো. ১৯]*

উত্তর: একটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেকাংশেই ভূপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের অনেকাংশই সমতল ভূমি হওয়ায় তা মানুষের বসবাস উপযোগী। এ অঞ্চল সমতল ভূমি হওয়ায় মানুষের জীবিকা নির্বাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা এবং জীবনধারণের ব্যয় কম বলে বেশি ঘনরসতিপূর্ণ। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া অধিকাংশ এলাকা সমতল এবং পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি কম। এ কারণে এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। এভাবেই ভূপ্রকৃতি দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন-১৫. 'অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা'— কেন? *[ঢা. বো. ২২; কু. বো. ২১, ১৭]*

উত্তর: বাংলাদেশের সকল সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অধিক জনসংখ্যা।

সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে কাম্য মাত্রার চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হলে তা জনসংখ্যা সমস্যায় পরিণত হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতি খুব বেশি সচ্ছল না হওয়ায় এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার সকল মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। এদেশের বেশির ভাগ লোকের জীবনযাত্রার মান খুব নিম্ন হওয়ায় এরা উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এদের উল্লেখযোগ্য অবদান না থাকায় এরা বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এরূপ জনসংখ্যা সমস্যা দেশের সকল উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। তাঅধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন-১৬. আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক— ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো., দি. বো. ২১, ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ১৮; আলিম ২২]*

উত্তর: আত্মকর্মসংস্থান একটি দেশের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং এর ফলে দেশে দারিদ্র্যের পরিমাণ বা মাত্রা হ্রাস পায়।

সাধারণত কোনো ব্যক্তি নিজের অর্থ বা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার আলোকে সীমিত ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়। এর ফলে উদ্যোক্তাসহ তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য কর্মীরা তুলনামূলক উন্নত জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক।

প্রশ্ন-১৭. কর্মসংস্থানের ওপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব কেমন? *[সি. বো. ১৯; আলিম ২৩]*

উত্তর: জনাধিক্যের চাপ কর্মসংস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

জীবনধারণের জন্য কর্মসংস্থানের একান্ত প্রয়োজন। তবে কোনো দেশে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে না। ফলে বেকারত্ব, অর্ধবেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পায়। জনবহুল দেশে শিল্প ও সেবা খাত শক্তিশালী না হলে কৃষিবহির্ভূত খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগও খুবই সীমিত থাকে। তাই ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে বেকার সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। এভাবেই অতিরিক্ত জনসংখ্যা কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব ফেলে।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটিকে জনসংখ্যার প্রধান নির্ধারক বলা যায়?
ক. সামাজিক রীতিনীতি খ. অর্থনৈতিক অবস্থা
গ. জনসংখ্যার ঘনত্ব ঘ. জন্মহার

২. জনসংখ্যা পরিমাণ কত তা জানার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি কোনটি?
ক. নিবন্ধীকরণ খ. নমুনাজরিপ
গ. প্রাক্কলন কৌশল ঘ. আদমশুমারি

৩. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
ক. ৭৫৫ জন খ. ৮৭৬ জন
গ. ৮৩৪ জন ঘ. ১১৭১ জন

৪. 'ক' দেশের আয়তন ১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন। 'ক' দেশটির জনসংখ্যা কত?
ক. ১০ কোটি ১৫ লক্ষ খ. ১৫ কোটি
গ. ১৫ কোটি ১৫ লক্ষ ঘ. ১৬ কোটি

৫. কোনটির মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিমাপ করা যায়?
ক. আদমশুমারি খ. বয়স কাঠামো
গ. জন্মহার ঘ. মোট আয়তন

৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা কাদের মধ্যে বেশি?
ক. মধ্যবিত্ত খ. নিম্ন মধ্যবিত্ত
গ. উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘ. উচ্চবিত্ত

৭. জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সরল সূত্রটি হলো $DP = \frac{TP}{TA}$। এখানে DP বলতে কী বোঝায়?
ক. মোট জনসংখ্যা খ. দেশের মোট আয়তন
গ. বিশেষ এলাকার জনসংখ্যা ঘ. জনসংখ্যার ঘনত্ব

৮. অধ্যাপক ডাল্টন কাম্য জনসংখ্যা পরিমাপ করার সূত্রে M দ্বারা কী নির্দেশ করেছেন?
ক. সর্বাধিক জনসংখ্যা
খ. সবচেয়ে কম জনসংখ্যা
গ. অতিরিক্ত জনসংখ্যা
ঘ. কাম্য জনসংখ্যা থেকে বিচ্যুতির মাত্রা

৯. বর্তমানে (২০২৪) বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
ক. ২.৪১% খ. ১.২২%
গ. ২.০৩% ঘ. ১.৩৩%

১০. কোন বয়সের মানুষকে কর্মক্ষম হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
ক. ১৫-৩৯ বছর খ. ১৪-৪৯ বছর
গ. ১৫-৫৯ বছর ঘ. ১৫-৭৯ বছর

১১. যে জনসংখ্যা তত্ত্বে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় সে জনসংখ্যাকে কী বলে?
ক. শূন্য জনসংখ্যা খ. কাম্য জনসংখ্যা
গ. দক্ষ জনসংখ্যা ঘ. নিম্ন জনসংখ্যা

১২. পৃথিবীতে জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক. ৭ম খ. ৮ম
গ. ৯ম ঘ. ১০ম

১৩. নিচের কোনটি জনসংখ্যার জৈবিক ও সামাজিক তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত?
ক. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব খ. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
গ. ডাল্টনের তত্ত্ব ঘ. ফিশারের তত্ত্ব

১৪. গতিশীল ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিচের কোনটি প্রয়োজন?
ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন খ. দারিদ্র্য বিমোচন
গ. অধিক প্রবৃদ্ধি ঘ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

১৫. কোনটি মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি?
ক. শিক্ষা খ. প্রযুক্তি
গ. জীবনযাত্রার মান ঘ. বৈদেশিক সাহায্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৬. মরণশীলতা বিশ্লেষণে অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়—
i. বয়সভিত্তিক মৃত্যু ii. প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল
iii. মৃত্যুর প্রবণতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. জনসংখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব হলো—
i. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
ii. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
iii. জনমিতিক বিবর্তন তত্ত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ—
i. সামাজিক ii. অর্থনৈতিক
iii. রাজনৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ইতিবাচক প্রভাব—
i. শ্রমের যোগান
ii. মূলধনের বিকল্প
iii. খাদ্য ঘাটতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক হলো—
i. আয়ুষ্কাল
ii. শিক্ষা অর্জন
iii. জীবনযাত্রার মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. জনসংখ্যার নির্ধারক হলো—
i. জন্মহার
ii. মৃত্যুহার
iii. বৈধ গণনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২২. প্রজননশীলতা প্রভাবিত হয়—
i. আর্থ-সামাজিক উপাদান দ্বারা
ii. মনস্তাত্ত্বিক উপাদান দ্বারা
iii. জনসংখ্যা নীতি দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৩. বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে—
i. মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় বাড়বে
ii. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জরিনা ফুলপুরের একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। ৭ ভাই-বোনের মধ্যে সে বড়। তার গ্রামের জনসংখ্যা গত ২৫ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে।

২৪. ফুলপুর গ্রামে জনসংখ্যার কার তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. রবার্ট ম্যালথাস খ. অধ্যাপক ডাল্টন
গ. রবার্ট ওয়ালস ঘ. উইলিয়াম গুডউইন

২৫. জরিনার গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য প্রয়োজন—
i. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ
ii. নারী শিক্ষার প্রসার
iii. বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নেয়াজপুর একটি ছোট ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের লোকসংখ্যা আয়তনের তুলনায় অনেক বেশি। এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকার মানুষের শিক্ষা ও চিকিৎসার তেমন কোনো সুব্যবস্থা নেই।

২৬. নেয়াজপুরে কীসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে?
ক. অর্থনৈতিক উন্নয়নের
খ. ধর্মীয় গোঁড়ামির
গ. ভৌগোলিক অবস্থার
ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির

২৭. নেয়াজপুরের অবস্থা পুরো বাংলাদেশে বিরাজমান হলে—
i. বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে
ii. খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে
iii. শিল্পায়ন গতিশীল হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিক্ষা সচিব কলেজ পরিদর্শনে এসে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'বর্তমান শিক্ষাকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে। শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে দক্ষ-জনশক্তিতে পরিণত হতে হবে।'

২৮. সচিব মহোদয়ের বক্তব্য অনুসরণ করলে নিচের কোনটি ঘটবে?
ক. দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি হবে
খ. বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে
গ. শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে
ঘ. শিল্পের উন্নয়ন হবে

২৯. সচিব মহোদয়ের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো—
i. দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা
iii. যুব সমাজকে কর্মমুখী করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিক্ষিত যুবক মি. রাসেল অনেক দিন চাকরির জন্য ঘুরে হতাশ হয়ে পড়েছে। অবশেষে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তার পরামর্শে নিজের জায়গাতেই একটি নার্সারি গড়ে তুলেন। ধীরে ধীরে তিনি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেন।

৩০. মি. রাসেলের নার্সারি প্রতিষ্ঠাকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে?

ক. যুব উন্নয়ন কার্যক্রম খ. অর্থনৈতিক মুক্তি
গ. আত্মকর্মসংস্থান ঘ. সঠিক কর্মপরিকল্পনা

৩১. মি. রাসেলের মতো অন্য শিক্ষিত বেকাররা যদি এ ধরনের কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয় তবে—

i. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ii. দারিদ্র্য বিমোচন হবে
iii. আমদানি বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল 'ক' সম্পদ উন্নয়নে আটটি উপাদানের কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'ক' সম্পদের উন্নয়ন ব্যতীত দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৩২. উদ্দীপকে 'ক' সম্পদ বলতে কোনটি বোঝানো হয়েছে?

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ খ. মানবসম্পদ
গ. খনিজ সম্পদ ঘ. গ্যাস সম্পদ

৩৩. উদ্দীপকের আটটি উপাদানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ—

i. বস্ত্র
ii. শিক্ষা
iii. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৪. জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপের সূত্র কোনটি? */ঢা. বো. ২৩, ২১, ১৯; য. বো., সি. বো. ২৩; দি. বো. ২৩, ১৯; রা. বো., ব. বো. ১৯; রা. বো. ১৭; চ. বো. ১৬/*

ক. $DP = \frac{TR}{TP}$ খ. $DP = \frac{TP}{TA}$
গ. $DP = \frac{TD}{TR}$ ঘ. $DP = \frac{TD}{TA}$

৩৫. 'A' একটি দেশ যেখানে ১৫ কোটি লোকের বাস। দেশটির আয়তন ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ কিমি। দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব কত? */দি. বো. ২১/*

ক. ১০০ জন খ. ১০০০ জন
গ. ১০,০০০ জন ঘ. ১,০০,০০০ জন

৩৬. একটি দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বহিরাগমন ও বহির্গমন এর পার্থক্যকে বলে— */ঢা. বো. ২২/*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব খ. নিট অভিবাসন
গ. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

৩৭. কোনটি স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র? */য. বো. ২১/*

ক. $CDR = \frac{P}{D} \times 1000$ খ. $CDR = \frac{D}{P} \times 1000$
গ. $CDR = \frac{P}{D} \times 100$ ঘ. $CDR = \frac{D}{P} \times 100$

৩৮. CBR এর পূর্ণরূপ কোনটি? */রা. বো. ২৫/*

ক. Current Born Rate
খ. Crude Barrier Rate
গ. Control Birth Rate
ঘ. Crude Birth Rate

৩৯. বাংলাদেশে সাধারণত কত বছর পর পর আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়? */ঢা. বো., ব. বো. ২৫; সি. বো. ২১/*

ক. ১২ বছর খ. ১০ বছর
গ. ১৫ বছর ঘ. ২০ বছর

৪০. প্রদত্ত সূত্র $= \frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{\text{১০০০}} \times$ ১০০ কী নির্দেশ করে? */ব. বো. ২২/*

ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
খ. স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার
গ. স্থূল মৃত্যুহার
ঘ. স্থূল জন্মহার

৪১. একটি নির্দিষ্ট বছরে কোন একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার পার্থক্য হলো— */চ. বো. ২১, ১৯/*

ক. অভিবাসন খ. নিট অভিবাসন
গ. অভিগমন ঘ. বহির্গমন

৪২. মনে করি 'ক' দেশে ৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করল এবং উক্ত বছরের মধ্যবর্তী সময়ে মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি হলে স্থূল মৃত্যুহার কত হবে? */চ. বো. ১৯/*

ক. ২ খ. ৫
গ. ১০ ঘ. ২০

৪৩. স্থূল জন্মহার নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? */সি. বো. ২৫; দি. বো. ২৫, ২১; ব. বো. ২১/*

ক. $CBR = \frac{\Sigma P}{\Sigma B} \times 100$ খ. $CBR = \frac{\Sigma B}{\Sigma P} \times 1000$
গ. $CBR = \frac{\Sigma P}{\Sigma B} \times 1000$ খ. $CBR = \frac{\Sigma B}{\Sigma P} \times 100$

৪৪. নিম্নের কোন বিষয়টি জনসংখ্যার আকারকে প্রভাবিত করে না? *[দি. বো. ২১; কু. বো. ২১, ১৬]*
ক. অভিবাসন খ. জন্মহার
গ. মৃত্যুহার ঘ. শিক্ষার হার

৪৫. কোনটি জনসংখ্যার নির্ধারক? *[কু. বো. ২৩]*
ক. মুদ্রাস্ফীতি খ. উৎপাদন
গ. নিট অভিবাসন ঘ. মূলধন গঠন

৪৬. ম্যালথাস তার জনসংখ্যা বিষয়ক তত্ত্বটি কত সালে প্রথম প্রকাশ করেন? *[কু. বো., য. বো. ২১]*
ক. ১৭৬৮ খ. ১৭৭৮
গ. ১৭৮৮ ঘ. ১৭৯৮

৪৭. 'An Essay on the Principles of Population' গ্রন্থের লেখক কে? *[ম. বো. ২৫; ব. বো. ২২, ১৯; দি. বো. ১৯; আলিম ১৭]*
ক. অ্যাডাম স্মিথ খ. অধ্যাপক মার্শাল
গ. টমাস ম্যালথাস ঘ. পি. এ. স্যামুয়েলসন

৪৮. ম্যালথাসের মতে, বিলম্ব বিবাহ' জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যবস্থা? *[য. বো. ২১]*
ক. ধর্মীয় খ. প্রাকৃতিক
গ. বৈজ্ঞানিক ঘ. নিবারণমূলক

৪৯. ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে— *[সি. বো. ২৩, ২১; রা. বো., কু. বো. ১৭; আলিম ১৮]*
ক. জ্যামিতিক হারে খ. গাণিতিক হারে
গ. দ্রুত গতিতে ঘ. আনুপাতিকভাবে

৫০. ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে, কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করা হলে কত বছর পরে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হবে? *[ঢা. বো. ১৭]*
ক. ১০ খ. ১৫
গ. ২০ ঘ. ২৫

৫১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ম্যালথাস কয়টি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন? *[ব. বো. ২২; দি. বো. ১৭]*
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৫২. কোনটি জ্যামিতিক হার? *[রা. বো. ২৫; রা. বো., সি. বো. ১৯, ১৬; চ. বো. ২৫; ব. বো. ২৫, ২১, ১৬; আলিম ২২]*
ক. ১, ২, ৩, ৪, ৫ খ. ১, ২, ৪, ৮, ১৬
গ. ১, ২, ৪, ৬, ৮ ঘ. ১, ৩, ৫, ৭, ৯

৫৩. যে জনসংখ্যার জন্য মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়, সে জনসংখ্যাকে কী বলে? *[ম. বো., সি. বো. ২১; কু. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৭]*
ক. শূন্য জনসংখ্যা খ. উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা
গ. দক্ষ জনসংখ্যা ঘ. কাম্য জনসংখ্যা

৫৪. কাম্য জনসংখ্যার সূত্র কে প্রদান করেন? *[ঢা. বো. ২৩; রা. বো. ২১]*
ক. ম্যালথাস খ. ডাল্টন
গ. মার্শাল ঘ. স্যামুয়েলসন

৫৫. $M = \frac{A - O}{O}$ সমীকরণ; $M = O$ হলে কী নির্দেশ করে? *[ঢা. বো. ২১; চ. বো. ২৫, ২১; কু. বো. ২১, ১৭; সকল বোর্ড ১৮]*
ক. শূন্য জনসংখ্যা খ. অধিক জনসংখ্যা
গ. নিম্ন জনসংখ্যা ঘ. কাম্য জনসংখ্যা

৫৬. কাম্য জনসংখ্যার সূত্র কোনটি? *[ব. বো. ২৫; সি. বো. ২২, ১৭; রা. বো. ১৭; কু. বো., দি. বো. ১৬; আলিম ১৭]*
ক. $M = \frac{O - A}{O}$ খ. $M = \frac{A - O}{O}$
গ. $M = \frac{O}{O - A}$ ঘ. $M = \frac{O}{A - O}$

৫৭. বাংলাদেশের কাম্য জনসংখ্যা এবং বর্তমান জনসংখ্যা যথাক্রমে ৬ কোটি এবং ১৬ কোটি। তবে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ কত? *[ঢা. বো. ১৭]*
ক. – ১.৬৭ খ. – ০.৬২
গ. ০.৬২ ঘ. ১.৬৭

৫৮. $M = \frac{A - O}{O}$ সমীকরণে M এর মান ঋণাত্মক হলে তা কী ধরনের জনসংখ্যাকে নির্দেশ করে? *[রা. বো. ২৫]*
ক. শূন্য খ. নিম্ন
গ. অধিক ঘ. কাম্য

৫৯. ZPG কী? *[সি. বো. ১৭]*
ক. Zero Population Growth
খ. Zero Percent Growth
গ. Zero Popular Growth
ঘ. Zest Populated Growth

৬০. দেশের জনসংখ্যাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা জনশক্তিতে রূপান্তর করাই— *[সি. বো. ২১]*
ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন খ. দেশের উন্নয়ন
গ. জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ঘ. শিক্ষার প্রসার

৬১. বাংলাদেশের কোন বিভাগে জনসংখ্যা সবচেয়ে কম? *[কু. বো. ২১; ঢা. বো. ১৬]*
ক. রাজশাহী খ. খুলনা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. বরিশাল

৬২. মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক কয়টি? *[কু. বো., সি. বো. ২১; সকল বোর্ড ১৮]*
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

৬৩. কোনটি মৌলিক মানব উন্নয়ন সূচক? *[দি. বো. ২৫, ঢা. বো. ২১]*
ক. জলবায়ু খ. নারী উন্নয়ন
গ. জীবনযাত্রার মান ঘ. ভূ-প্রকৃতি

৬৪. শূন্য জনসংখ্যা পরিমাপে প্রয়োজন— *[ব. বো. ২২]*
i. CBR ii. CDR
iii. NGR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৫. জনসংখ্যা নির্ধারক হলো— */দি. বো. ২২; য. বো. ২১/*
i. স্থূল জন্মহার ii. স্থূল মৃত্যুহার
iii. আদমশুমারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৬. বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ হলো— */চ. বো. ২৫/*
i. উচ্চ জন্মহার ii. শিক্ষার প্রসার
iii. নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. i, ii, ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে— */ব. বো. ২২/*
i. শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়
ii. পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়
iii. বাজার সংকুচিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৮. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে উপেক্ষিত হয়েছে— */ঢা. বো. ২১, ১৬/*
i. দরিদ্রতা ii. জনসংখ্যার গুণগত দিক
iii. খাদ্য উৎপাদনে প্রযুক্তির কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৯. মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে বোঝায়— */রা. বো. ২২/*
i. জনসংখ্যার স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন
ii. জনসংখ্যা হ্রাস
iii. জনসংখ্যার গুণগত পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭০. মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক হলো— */ঢা. বো. ২৫; আলিম ২৩/*
i. আয়ুষ্কাল ii. শিক্ষার্জন
iii. জীবনযাত্রার মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭১. জনসংখ্যা কাম্যস্তরে থাকলে— */দি. বো. ২৫/*
i. উৎপাদন সর্বোচ্চ হয় ii. জন্মহার শূন্য হয়
iii. মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭২ ও ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সাজিদ স্যার দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসে বললেন, বাংলাদেশে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে জনসংখ্যা ও আয়তন ছিল যথাক্রমে ১৪.৯৭ কোটি এবং ১.৪৭ লক্ষ বর্গ কি.মি.। আবার ২০১৩ সালের হিসাব অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৬৬ কোটি হয়। এর ফলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। */দি. বো. ১৭/*

৭২. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ২০১১ সালের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
ক. ৯১৫ খ. ১০১৮
গ. ১১১৫ ঘ. ১২১৫

৭৩. উদ্দীপকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়—
i. বেকারত্ব বেড়েছে
ii. জনসংখ্যার ঘনত্ব কমেছে
iii. নির্ভরশীলতার হার বেড়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দেশে জনসংখ্যার তুলনায় কাজের সুযোগ অপ্রতুল, তাই বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় কাসেম সাহেব এমন উদ্যোগ নিলেন, যাতে নিজের কাজের পাশাপাশি অন্যদেরও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। */ব. বো. ২৫/*

৭৪. কাসেম সাহেবের উদ্যোগকে বলা যায়—
ক. আত্মনির্ভরতা খ. আত্মউদ্যোগ
গ. আত্মনিয়োগ ঘ. আত্মকর্মসংস্থান

৭৫. উদ্দীপক অনুযায়ী কাজের সুযোগ সৃষ্টির ফলে—
i. উৎপাদন বাড়বে
ii. বেকারত্ব কমবে
iii. আত্মনির্ভরতা বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৬ ও ৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
'X' দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গকিলোমিটার। ২০১৫ সালে দেশটির জনসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি। দেশটিতে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ বেশি। */কু. বো. ২১; সি. বো. ১৬/*

৭৬. 'X' দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
ক. ১০০ খ. ১০০০
গ. ১০০০০ ঘ. ১০০০০০

৭৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতির কারণে দেশটিতে—
i. খাদ্য ঘাটতি থাকতে পারে
ii. বেকারত্ব বিরাজ করতে পারে
iii. শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৮ ও ৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. Z লেখাপড়া শেষ করে চাকরি না পেয়ে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুপরামর্শে নিজ জমিতে নার্সারি গড়ে তুলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন। */সি. বো. ২৫/*

৭৮. মি. Z-এর নার্সারি প্রতিষ্ঠানকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে?
ক. আত্মকর্মসংস্থান খ. যুব উন্নয়ন কার্যক্রম
গ. মানবসম্পদ উন্নয়ন ঘ. অর্থনৈতিক মুক্তি

৭৯. মি. Z-এর মত অন্য শিক্ষিত বেকার যুবকরা যদি এ ধরনের কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয় তবে—

i. বেকারত্ব হ্রাস পাবে ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে
iii. দারিদ্র্য বিমোচন হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮০ ও ৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২০১৭ সালে 'A' দেশে ২৫ লক্ষ জীবিত শিশু জন্ম লাভ করে। উক্ত বছরের মধ্য সময়ে দেশটির মোট জনসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি। উক্ত সময়ে ২০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। *[য. বো. ১৯]*

৮০. ২০১৭ সালে 'A' দেশের স্থূল জন্মহার কত ছিল?

ক. ১১.৭ খ. ১৪.৭
গ. ২০ ঘ. ২৫

৮১. 'A' মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা কত হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থির থাকবে?

ক. ১০ লক্ষ খ. ২০ লক্ষ
গ. ২৫ লক্ষ ঘ. ৪৫ লক্ষ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে, আমরা এমন জনসংখ্যা চাই যে জনসংখ্যায় জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ হবে এবং মাথাপিছু আয় বাড়বে। *[চ. বো. ২১]*

৮২. স্বাস্থ্যমন্ত্রী কী ধরনের জনসংখ্যার কথা বলেন?

ক. কাম্য জনসংখ্যা খ. অধিক জনসংখ্যা
গ. কম জনসংখ্যা ঘ. শূন্য জনসংখ্যা

৮৩. এ ধরনের জনসংখ্যায় হলে—

i. উৎপাদন সর্বোচ্চ হয় ii. মৃত্যুহার অধিক হয়
iii. মানুষের মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৪ ও ৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মহোদয় বলেন, "তোমাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা রাখতে হবে।" *[দি. বো. ২২]*

৮৪. ভিসি মহোদয়ের বক্তব্য অনুসরণ করলে নিম্নের কোনটি ঘটবে?

ক. শিক্ষার হার বাড়বে
খ. কৃষির উন্নয়ন হবে
গ. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে
ঘ. মানবসম্পদ বৃদ্ধি পাবে

৮৫. ভিসি মহোদয়ের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো—

i. দক্ষ জনশক্তি তৈরি ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
iii. কৃষির উন্নয়ন সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৬ ও ৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রাজন একজন দিনমজুর। সে দিন আনে দিন খায়। তার পাঁচটি মেয়ে আছে। তার স্ত্রী ছেলে সন্তানের প্রত্যাশায় আবার সন্তানসম্ভবা। পাঁচ মেয়ে ও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে তাকে অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। *[চ. বো. ১৭]*

৮৬. উদ্দীপকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব
খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব
গ. জনসংখ্যা পরিমাপ
ঘ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

৮৭. উদ্দীপকে রাজনের পরিবারের মূল সমস্যাসমূহ হলো—

i. আয় কম ii. শিক্ষার অভাব
iii. অধিক সন্তান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৮ ও ৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। তাই ব্যক্তি পর্যায়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। *[কু. বো. ২২]*

৮৮. উদ্দীপকে যে কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে তাকে বলা হয়—

ক. সরকারি কর্মসংস্থান খ. আত্মকর্মসংস্থান
গ. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ঘ. অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান

৮৯. উদ্দীপক অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে—

i. উৎপাদন বাড়বে ii. বেকারত্ব কমবে
iii. স্বনির্ভরতা অর্জিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯০ ও ৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বছর	০	২৫	৫০	৭৫
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১	২	৪	৮
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	১	২	৩	৪

[চ. বো. ১৯]

৯০. ১২৫ বছর পর জনসংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণ—

ক. ১০ ও ৫ খ. ১০ ও ৬
গ. ৩২ ও ৫ ঘ. ৩২ ও ৬

৯১. ১২৫ বছর পরে খাদ্য ও জনসংখ্যার অসামঞ্জস্যের কারণে দেশের অর্থনীতিতে কিরূপ প্রভাব পড়বে—

i. খাদ্যের ওপর ii. পরিবেশের ওপর
iii. মাথাপিছু আয়ের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৯২ ও ৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

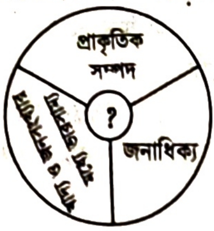

[ঢা. বো. ২৫; ম. বো. ২৩; রা. বো. ২১]

৯২. '?' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?
ক. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব খ. ম্যালথাসীয় চক্র
গ. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
ঘ. জনমিতিক অবস্থান্তর তত্ত্ব

৯৩. 'প্রাকৃতিক নিরোধ' বলতে উদ্দীপকে বোঝায়—
i. জন্ম নিয়ন্ত্রণ ii. মহামারি
iii. দুর্ভিক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৯৪ ও ৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

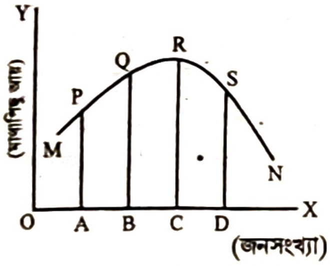

[চ. বো. ২৫; রা. বো. ২২; ঢা. বো. ২১]

৯৪. উদ্দীপক অনুযায়ী, জনসংখ্যা কী পরিমাণ হলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়?
ক. OA খ. OB
গ. OC ঘ. OD

৯৫. উদ্দীপক অনুযায়ী, AB স্তর নির্দেশ করে—
i. জীবনযাত্রার মান উন্নত
ii. কাম্য অপেক্ষা কম জনসংখ্যা
iii. কাম্য অপেক্ষা কম মাথাপিছু আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৬ ও ৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'X' দেশে ২০১৮ সালে ১২ লক্ষ জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং ১০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। ঐ বছরের মধ্য সময়ের জনসংখ্যা ১০ কোটি। *[য. বো. ২২]*

৯৬. ২০১৮ সালে 'X' দেশে স্থূল জন্মহার প্রতি হাজারে কত ছিল?
ক. ৮ খ. ১০
গ. ১২ ঘ. ১৪

৯৭. দেশটিতে ঐ সময়ে মৃত্যুবরণকারী সংখ্যা যদি হ্রাস পায় তবে স্থূল মৃত্যুহার—
ক. স্থির থাকবে খ. শূন্য হবে
গ. কমবে ঘ. বাড়বে

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৮ ও ৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
'X' দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ১৫ কোটি হলেও কাম্য জনসংখ্যা ১০ কোটি। *[সি. বো. ১৬]*

৯৮. দেশটির জনসংখ্যা অসামঞ্জস্যের পরিমাণ কত?
ক. — ০.৫০ খ. — ০.৩৩
গ. ০.৩৩ ঘ. ০.৫০

৯৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে 'X' দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ হবে—
i. শিক্ষায় ভর্তুকি প্রত্যাহার
ii. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জোরদার
iii. চিকিৎসা সেবার উন্নতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'A' দেশের সরকার জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও সবার জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, খাদ্য, বস্ত্র ও মানসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে। এ সকল কর্মসূচি দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। *[ব. বো. ১৭]*

১০০. 'A' দেশের সরকারের গৃহীত কর্মসূচিকে সামগ্রিকভাবে কী বলা হয়?
ক. নিরক্ষরতা দূরীকরণ খ. মানবসম্পদ উন্নয়ন
গ. জাতীয় পুষ্টি সেবা প্রদান ঘ. আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন

১০১. 'A' দেশের সরকারের গৃহীত কর্মসূচির ফলে—
i. জীবনযাত্রার মান বাড়বে ii. আয় বৈষম্য বাড়বে
iii. নারীর ক্ষমতায়ন বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০২ ও ১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সাজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে সোনার হরিণের মতো দুষ্প্রাপ্য চাকরির খোঁজ না করে নিজ গ্রাম আলীপুরে মৎস্য চাষ করে বেশ ভালোই আছে। তবে তার গ্রামে অনেক পরিবারেই সন্তান সংখ্যা তিনের অধিক এবং তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। *[কু. বো. ১৯]*

১০২. সাজিদের মৎস্য চাষে নিয়োজিত হওয়াকে অর্থনীতিতে বলা হয়—
ক. যুব উন্নয়ন খ. কর্মসংস্থান
গ. স্বাবলম্বী ঘ. আত্মকর্মসংস্থান

১০৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন—
i. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ii. প্রাকৃতিক নিরোধ
iii. শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
চাকরির পেছনে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে শফিক নিজ পুকুরে মৎস্য চাষ শুরু করলো। এতে তার অবস্থার উন্নতি শুরু হলো। [কু. বো. ১৭]

১০৪. শফিকের এ প্রচেষ্টাকে কী বলা যায়?
ক. আত্মনির্ভরশীলতা খ. আত্ম-কর্মসংস্থান
গ. সৃজনশীলতা ঘ. উৎপাদনশীলতা

১০৫. এ ধরনের প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন—
i. দৃঢ় মনোবল ii. কাজকে মূল্য দেয়া
iii. বিপুল পরিমাণ অর্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
অনুপম স্নাতক সম্পন্ন করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স সম্পন্ন করে স্থানীয় বাজারে একটি কম্পিউটার দোকান শুরু করলো। এতে তার ভালো আয় হতে লাগলো। [ঢা. বো. ২১]

১০৬. অনুপমের এ উদ্যোগকে অর্থনীতিতে কি বলা হয়?
ক. আত্মকর্মসংস্থান খ. ব্যবসা
গ. যুব উন্নয়ন কার্যক্রম ঘ. মানব উন্নয়ন

১০৭. অনুপমের মত অন্যরা এরূপ কাজ করলে—
i. দারিদ্র্য বিমোচন হবে ii. বেকারত্ব হ্রাস পাবে
iii. দ্রুত ধনী হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ 'Y'। দেশটির আয়তন ১,৫০,০০০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৫ কোটি। দেশটিতে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ বেশি। অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত ও বেকার। [ব. বো. ২১]

১০৮. 'Y' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
ক. ১০ খ. ১০০
গ. ১০০০ ঘ. ১০০০০

১০৯. উদ্দীপকের দেশটিতে—
i. মাথাপিছু আয় কম ii. জনসংখ্যা কাম্যস্তরে
iii. জীবনযাত্রার মান নিম্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১০ ও ১১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক জনসংখ্যা বিষয়ক একটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। যে তত্ত্বে জনসংখ্যা ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার মূল আলোচনার বিষয়। [ম. বো. ২৫]

১১০. উল্লিখিত তত্ত্ব নিচের কোন অর্থনীতিবিদ প্রদান করেন?
(ক) P.A. Samuelson (খ) L. Robbins
(গ) Dalton (ঘ) A. Lewis

১১১. যে কারণে তত্ত্বটি সমালোচিত—
i. ব্যবহারিক গুরুত্ব কম
ii. কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় কঠিন
iii. জনসংখ্যার জ্যামিতিক বৃদ্ধি সঠিক নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ১১২ এবং ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

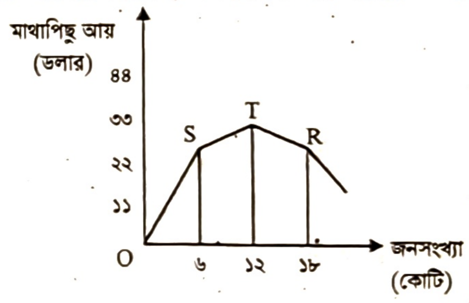

[রা. বো. ২৫]

১১২. উদ্দীপকের আলোকে কাম্য জনসংখ্যা কত কোটি?
(ক) ৬ (খ) ১২
(গ) ১৮ (ঘ) ৪৪

১১৩. উদ্দীপকের চিত্র অনুযায়ী—
i. T বিন্দুর পূর্বে মাথাপিছু আয় কম থাকে
ii. S বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা অর্জিত হয়নি
iii. R বিন্দুর পর মাথাপিছু আয় বাড়তে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ঘ	২	ঘ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ	১১	খ	১২	খ
১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ক	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক
২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ	৩১	ক	৩২	খ	৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	খ
৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	ক	৪১	খ	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	ঘ	৪৫	গ	৪৬	ঘ	৪৭	গ	৪৮	ঘ
৪৯	ক	৫০	ঘ	৫১	ক	৫২	খ	৫৩	ঘ	৫৪	খ	৫৫	ঘ	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	খ	৫৯	ক	৬০	ক
৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	গ	৬৪	ক	৬৫	ক	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	গ	৬৯	গ	৭০	ঘ	৭১	খ	৭২	খ
৭৩	খ	৭৪	ঘ	৭৫	ঘ	৭৬	খ	৭৭	ক	৭৮	ক	৭৯	ঘ	৮০	খ	৮১	গ	৮২	ক	৮৩	খ	৮৪	ঘ
৮৫	ক	৮৬	খ	৮৭	ঘ	৮৮	খ	৮৯	ঘ	৯০	ঘ	৯১	ঘ	৯২	গ	৯৩	গ	৯৪	গ	৯৫	গ	৯৬	গ
৯৭	গ	৯৮	ঘ	৯৯	গ	১০০	খ	১০১	খ	১০২	ঘ	১০৩	গ	১০৪	খ	১০৫	ক	১০৬	ক	১০৭	ক	১০৮	প
১০৯	খ	১১০	গ	১১১	ক	১১২	খ	১১৩	ক														

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জনসংখ্যার জন্মহার ও মৃত্যুহার বলতে কী বোঝায়?
২. স্থূল জন্মহারকে অশোধিত জন্মহার বলা হয় কেন?
৩. স্থূল মৃত্যুহার ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
৪. শূন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি বলতে কী বোঝ?
৫. ম্যালথাসীয় চক্র কী? চিত্রের সাহায্যে দেখাও।
৬. ম্যালথাসের মতে কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়?
৭. কাম্য জনসংখ্যা ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।
৮. মানবসম্পদ উন্নয়নের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করো।
৯. জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি কীভাবে জনসংখ্যার ওপর প্রভাব ফেলে?
১০. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়?

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা দায় নয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। ফলে সে সমস্ত দেশ উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এদেশের আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে বন্ধপরিকর। সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে সচেষ্ট। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণে সজাগ দৃষ্টি দিয়েছে। শিক্ষিত অল্প-শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রদান ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। সরকারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা মানবসম্পদে পরিণত হবে। *[ঢা. বো., রা. বো. ২০২৫]*

ক. জনসংখ্যা ঘনত্ব কী? ১
খ. বহিরাগমন জনসংখ্যার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি নারী উন্নয়নের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

২. ২০২১ সালের মধ্যসময়ে 'ক' দেশের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি, মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট জীবিত জন্মসংখ্যা ২৫ লক্ষ। উক্ত বছরে ঐ দেশে বহিরাগমন (in migration) ৮০ হাজার এবং বহির্গমন (out migration) ৪ লক্ষ। *[ঢা. বো. ২০২৩]*

ক. অশোধিত মৃত্যুহার কী? ১
খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি কখন প্রত্যাশিত হতে পারে? ২
গ. 'ক' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অশোধিত জন্মহার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. 'ক' দেশের নিট অভিবাসন হারের ভিত্তিতে উক্ত দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৩. Z দেশে ২০২৩ সালে ২৮ লক্ষ জীবিত শিশু জন্ম লাভ করে, ৯ লক্ষ ৭০ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। ঐ বছরের মধ্যসময়ের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি। Z দেশের জনগণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন; কঠোর পরিশ্রমী, আত্মনিবেদিত ও ধৈর্যশীল। *[য. বো. ২০২৫]*

ক. প্রাকৃতিক নিরোধ বলতে কী বোঝ? ১
খ. 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারী শিক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যসমূহ হতে Z দেশটির ২০২৩ সালের জন্মহার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. Z দেশের জনগণকে স্বকর্মসংস্থানে যুক্ত হতে উদ্দীপকে বর্ণিত গুণাবলিই কি পর্যাপ্ত বলে মনে করো? মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৪. X দেশে ২০২৪ সালে স্থূল জন্মহার ১৯.৪ এবং স্থূল মৃত্যুহার ৬.১০। এই বছর উন্নত জীবনের সন্ধানে অনেকেই স্থায়ীভাবে বাইরে পাড়ি জমিয়েছেন আবার অনুকূল জলবায়ুর কারণে বাইরের দেশ থেকেও 'X' দেশে বহুলোক আসছে। সার্বিকভাবে দেশটি জনাধিক্যের চাপে জর্জরিত। অধ্যাপক হারভে লাইবেনস্টেন এর মতে, "অতিরিক্ত জনসংখ্যা আয় বিনষ্টকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে"। *[দি. বো. ২০২৫]*

ক. বেকারত্ব কী? ১
খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কখন শূন্য হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে X দেশে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. অধ্যাপক হারভে লাইবেনস্টেন এর মন্তব্য বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

৫. "ক" একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যার কাঠামো নিম্নরূপ:

২০১৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা	২০১৫ সালের মোট জীবিত জনসংখ্যা	২০১৫ সালের মোট মৃত জনসংখ্যা
১৫,০০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	২০,০০,০০০

[ঢা. বো. ২০২২]

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. "অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা"— কেন? ২

গ. উদ্দীপক থেকে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে "ক" দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় সাপেক্ষে দেশটি জনবহুল হলে তার সমাধানের উপায় বর্ণনা করো। ৪

৬. আয়তনের তুলনায় 'A' দেশটির জনসংখ্যা অনেক বেশি। দেশটির জনসংখ্যা ১২ কোটির উপরে, জন্ম হার ২২.৩ এবং মৃত্যু হার ৪.২। দেশটির জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধির কারণ হিসেবে জলবায়ু ও জনগণের খাদ্যাভ্যাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[ব. বো. ২০২৩]*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. ভূ-প্রকৃতি কীভাবে জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উচ্চ প্রজনন হারই 'A' দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। —উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৭. মি. X একজন কৃষক। তার তিন স্ত্রী। তিনি ৯ জন ছেলে মেয়ের জনক। তিনি তার পাঁচ মেয়েকে ১১-১২ বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে দেন। এখন তার ১৯ জন নাতী-নাতনী। বৃদ্ধ বয়সে এসে তিনি অনুভব করছেন যে, বেশি ছেলেমেয়ে জন্ম দেওয়ার জন্যই তাদের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপের সূত্রটি লেখ। ১

খ. আজীবন কৌমার্য থাকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলোর অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. জনসংখ্যা বিষয়ক বহুল প্রচলিত দুটি তত্ত্ব রয়েছে। এর একটি তত্ত্বে শুধু অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করলেও অন্যটিতে অতিরিক্ত ও নিম্ন জনসংখ্যা উভয়কেই সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রথম তত্ত্বে নৈরাশ্যবাদের কথা শুনালেও অন্যটিতে আশার কথাও শুনিয়েছেন। *[য. বো. ২০২৫]*

ক. নিট অভিবাসন কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থানই বেকারত্ব নিরসণের অন্যতম উপায়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম তত্ত্বের মূল বক্তব্য লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্ব দুটির মধ্যে কোনটি উন্নত? তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মন্তব্য করো। ৪

৯.

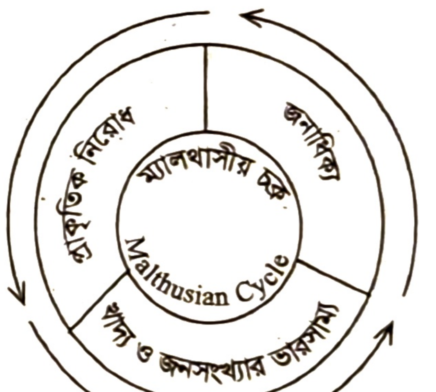

ক. জনসংখ্যা ঘনত্ব কী? ১

খ. জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উল্লিখিত চিত্রটি কোন জনসংখ্যা তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রটি জনসংখ্যার যে তত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত তার কি কি সমালোচনা রয়েছে তা সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

১০. একটি উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

সাল	১৯০০	১৯২৫	১৯৫০	১৯৭৫	২০০০
জনসংখ্যা (কোটি)	১	২	৪	৮	১৬
খাদ্য উৎপাদন (কোটি টন)	১	২	৩	৪	৫

[ব. বো. ২০২৫]

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে উদ্দীপকের তথ্য সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনসংখ্যা তত্ত্বটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রাসঙ্গিক? আলোচনা করো। ৪

১১. আত্মবিশ্বাসী রোকেয়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অল্প কিছু ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন। আত্মপ্রত্যয়ী ও পরিশ্রমী রোকেয়া এখান থেকে ভালো মুনাফা অর্জন করতে থাকে। বর্তমানে সে একটি নার্সারি ও একটি পোল্ট্রি ফার্মের মালিক এবং তার অধীনে প্রায় ১৫ জন লোক কাজ করে। *[আলিম ২০২৩]*

ক. স্থূল জন্মহার কী? ১

খ. আদমশুমারি কেন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের কোন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রোকেয়ার উদ্যোগ বেকার সমস্যা সমাধানে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১২. নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

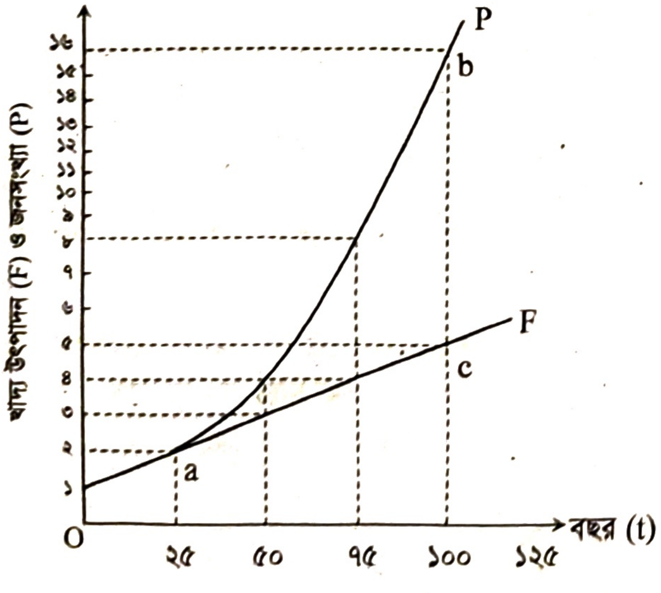

[সি. বো. ২০২২]

ক. নিট অভিবাসন কী? ১

খ. ভূ-প্রকৃতি জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটি সূচি তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনসংখ্যাবিষয়ক কোন তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৩. নিচের ছকে মুনতাসিরের দেশের জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া আছে।

বছর	–	১৯২৫	–	১৯৭৫	–	–
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	৮	–	৩২	–	–	২৫৬
খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি	–	৫	–	–	৮	–

[কু. বো. ২০২৫]

ক. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী? ১

খ. 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে'—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে যথাযথ কারণ ব্যাখ্যাসহ টেবিলের খালিঘর পূরণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্বের অভারসাম্য কী উপায়ে দূর হতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজু স্থানীয় বাজারে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলল। এখানে কম্পিউটার সংক্রান্ত বেসিক প্রশিক্ষণ, আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে উপার্জন ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। স্থানীয় তরুণরা প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের বেকারত্ব দূর করছে এবং ভালো আয় করছে। রাজুর চাকরি খোঁজার আর চিন্তা নেই। *[ব. বো. ২০২২]*

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১

খ. "জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাজুর প্রচেষ্টা অর্থনীতিতে কী নামে পরিচিত—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের জন্য এরকম প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে"-মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫. নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

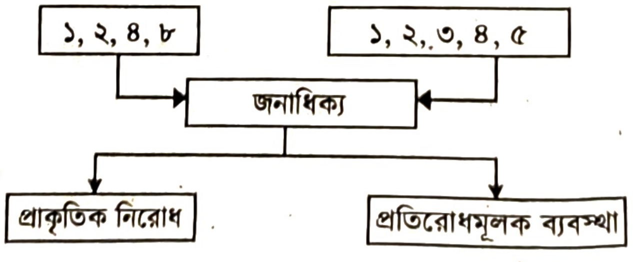

[চ. বো. ২০২১]

ক. অভিবাসন কী? ১

খ. "জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জনসংখ্যা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্বটি কতটুকু কার্যকর? মূলায়ন করো। ৪

১৬.

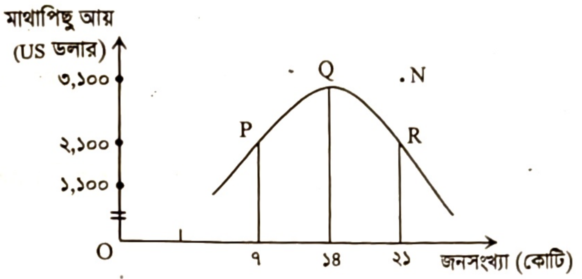

[ঢা. বো., রা. বো. ২০২৫]

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১

খ. 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আত্মকর্মসংস্থানের দুটি প্রধান উপাদান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে P, Q এবং R বিন্দুর অসামঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে N বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা হতে পারে কি না? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭. 'X' একটি উন্নয়নশীল ছোট জনবহুল দেশ। এখানে জনসংখ্যা ১৬ কোটির উর্ধ্বে, জন্মহার ২৩.৯ ও মৃত্যুহার ১০.২। জন্মহার ও মৃত্যুহারের এ অসম ব্যবধান দেশটির উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা। দেশটির সরকার এ সমস্যা সমাধানে শিক্ষা বিস্তার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *[য.বো. ২০২১]*

ক. জন্মহার কী? ১

খ. "নারী উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য অবলম্বনে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানে তুমি আর কী কী পদক্ষেপের সুপারিশ করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. কাকলী দক্ষিণ এশিয়ার এমন একটি দেশে বাস করে যেখানে আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অধিক। এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কাকলী মনে করে মানুষ এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে এক সময় এদেশে বসবাস করার উপায় থাকবে না।

ক. মৃত্যুহার কাকে বলে? ১

খ. উচ্চ জন্মহারের অন্যতম কারণ ভৌগোলিক পরিবেশ— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কাকলীর দেশটিতে জনসংখ্যার যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেসব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কাকলীর দেশটির জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ভূমিকা রাখতে সক্ষম? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করো। ৪

১৯. 'B' একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির সর্বশেষ আদমশুমারি তথ্য অনুযায়ী নারী ও পুরুষের অনুপাত হচ্ছে ১০০ঃ১০০.৫। মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী হলেও, বিভিন্ন কারণে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারার বাইরে। তাই দেশটির সরকার নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান, ইভটিজিং বন্ধে আইন প্রণয়নসহ নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। *[চ. বো. ২০২২]*

ক. গাণিতিক বৃদ্ধির হার কী? ১

খ. দারিদ্র্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নারী উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নারীর ক্ষমতায়ন কীভাবে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে? তোমার মতামত দাও। ৪

২০. সাদেক একজন শিক্ষিত বেকার। সম্প্রতি তিনি 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর' থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তার নিজস্ব জমিতে সবজি চাষ ও গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, সেচ সুবিধার অভাব, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া ইত্যাদি কারণে সাদেকের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সরকারি ও এনজিও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তিনি উল্লিখিত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেন। *[রা. বো. ২০২৩]*

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. জনসংখ্যা বাড়লে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ে কেন? ২

গ. সাদেকের উদ্যোগটি চিহ্নিত করো এবং তার সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাদেকের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২১. মি. ক্যাথুই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এসসি পাস করার পর তার নিজ গ্রামে একটি আসবাবপত্র তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। স্থানীয় পাহাড়ি কাঠ ব্যবহার করে উৎপাদিত তার আসবাবপত্রগুলোর শহরে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তার নিকট-আত্মীয়রাই তার কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। মি. ক্যাথুই নিজ যোগ্যতায় একজন সফল উদ্যোক্ত হতে চান। *[ম. বো. ২০২৩]*

ক. বেকারত্ব কী? ১

খ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. ক্যাথুই-এর কর্মসংস্থানের কোন প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মি. ক্যাথুই-এর গৃহীত পদক্ষেপের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২২. বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে খাদ্য ঘাটতি, উচ্চ জন্ম ও মৃত্যুহার, অধিক বেকারত্বসহ ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কারণে জন্মহার সফলভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও নারী উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে এই অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। *[সি. বো. ২০২৫]*

ক. নমুনা জরিপ কী? ১

খ. নারীর ক্ষমতায়নের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক কেমন তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনসংখ্যার কোন তত্ত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর পারস্পরিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৩. 'X' ও 'Y' দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুটি দেশে বেশ পার্থক্য রয়েছে। যেমন— 'X' দেশে GDP-তে কৃষির অবদান নগণ্য। কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্যতা কম, কৃষি খামার ছোট ছোট ও বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া এদেশের কৃষকেরা চাষাবাদে সনাতন পদ্ধতি ব্যবহার করে শুধু আত্মতোষণমূলক উৎপাদন করে। আবার 'X' দেশটিতে জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব লেগেই থাকে। অন্যদিকে, 'Y' দেশে আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। যার ফলে 'Y' দেশে কৃষি ও শিল্প সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই এদেশে জনসংখ্যা কোনো সমস্যাই নয়, বরং তা সম্পদে পরিণত হয়েছে। *◀২ ও ৪ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন কী? ১

খ. বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিপণন নীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের কৃষি কাঠামোর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' দেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে কোন তত্ত্বটি কার্যকর? কিন্তু সেটি 'Y' দেশে কেন কার্যকর নয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪. সফিকুল একজন দরিদ্র ও অল্প শিক্ষিত বেকার যুবক। তার পরিবারের দুরবস্থা তাকে সবসময় ভাবায়। চাকরি না পেয়ে সে খুব হতাশ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সে সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ বাড়িতে একটি শিল্প স্থাপন করে। সেখানে সে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য মিলে হালকা যন্ত্রপাতি, স্বল্প পুঁজি ও দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করতে থাকে। এতে তার আয় বৃদ্ধি পায় এবং পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসে। *◀৩ ও ৪ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. বৃহদায়তন শিল্প কী? ১

খ. শিল্পের জন্য দক্ষ উদ্যোক্তা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ ধরনের শিল্পটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সফিকুলের কার্যক্রম কি বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে? মতামত দাও। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৫

খাদ্য নিরাপত্তা

Food Security

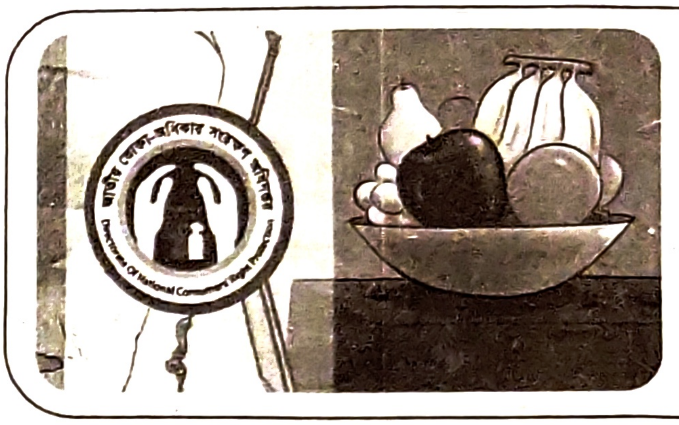

প্রধান প্রধান শব্দ

- FAO
- খাদ্য নিরাপত্তা
- খাদ্য প্রাপ্যতা
- খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা
- খাদ্যের ব্যবহার
- ফরমালিন
- নিরাপদ খাদ্য
- ভিজিএফ
- ভিজিডি
- কাবিখা
- বিএমআই

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তাই এটি যাতে সবসময় প্রয়োজনমাফিক পাওয়া যায় তা দেখা দরকার। জীবনের ঝুঁকি কমানোর জন্য খাদ্য নিরাপদ হওয়া চাই; আর মানুষকে অধিক কর্মক্ষম করে তোলার জন্য তা পুষ্টিকর হওয়াও বাঞ্ছনীয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য মতে, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে সবজি উৎপাদন বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ। এক দশকে সবজি চাষ বেড়েছে ৫ শতাংশ হারে। সবজির আবাদি জমির হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ প্রথম। আর উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। গত কয়েক বছরে রীতিমতো দেশে সবজি বিপ্লব ঘটেছে। বৃহৎ রাষ্ট্র চীন এবং ভারতের পরই সবজি উৎপাদনে উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, বর্তমানে দেশে ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবার সবজি চাষের সঙ্গে জড়িত। ১৯৬০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ। তবে কৃষকের পাশাপাশি সবজি চাষে এখন এগিয়ে আসছেন অনেক শিক্ষিত তরুণ।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা
- খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ
- বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি
- খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কার্যকারিতা
- নিরাপদ খাদ্যের ধারণা এবং এর গুরুত্ব
- খাদ্য নিরাপদকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং সর্বসাধারণের ভূমিকা
- ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কিছু বিষয়
পাঠ ২	খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ ও খাদ্যের প্রাপ্যতা
পাঠ ৩	খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বা লভ্যতা এবং খাদ্যের ব্যবহার ও পুষ্টি
পাঠ ৪ ও ৫	বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি; বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার তথ্য এবং বাংলাদেশে কি বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা বিদ্যমান?
পাঠ ৬	খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ ও বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা সহায়ক সরকারি কার্যক্রমসমূহ
পাঠ ৭	বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে করণীয়; খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির বিভিন্ন ব্যবস্থা
পাঠ ৮	নিরাপদ খাদ্য; নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব ও খাদ্য ভেজালমুক্তকরণ
পাঠ ৯ ও ১০	খাদ্য নিরাপদকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ও খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের ভূমিকা

পাঠ ১ খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কিছু বিষয়

৫.১ খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা (Concept of Food Security)

১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্য সমস্যা ও খাদ্য ঘাটতির আলোচনায় খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ের সূত্রপাত ঘটে। স্বাধীনতার পর এদেশের খাদ্য চাহিদার বেশির ভাগ পূরণ হতো বৈদেশিক খাদ্য সহায়তা বিশেষ করে পিএল ৪৮০-এর আওতায় আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে। তাই মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলোর মধ্যে খাদ্য অন্যতম। খাদ্য না পেলে জীবনধারণ সম্ভব নয়। এ ধ্যান-ধারণা থেকেই খাদ্য নিরাপত্তা ধারণার সূত্রপাত। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায় এ সম্পর্কে প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা পর্যালোচনা করা হলো—

- বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন ১৯৯৬ (World Food Sumit, 1996), অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তা বজায় থাকলে 'সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনযাপনের জন্য সব লোক সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।'[১]
- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর মতে, 'যখন সক্রিয় ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের সকল লোক, সর্বদা বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য পায় যার দ্বারা তাদের খাদ্য চাহিদা পূরণ ও খাদ্য-পছন্দ মেটানো যায় তখন খাদ্য নিরাপত্তা বিরাজ করে।'[২]
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (USDA)-এর মতে, খাদ্য নিরাপত্তার অর্থ হলো একটি পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সর্বদা পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাতে তারা একটি কর্মঠ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে।

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে উপরের সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে নিম্ন বর্ণিত তথ্য পাওয়া যায়, কোনো দেশে তখনই খাদ্য নিরাপত্তা বজায় থাকে যখন দেশের সব লোক সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। উল্লেখ্য, খাদ্য নিরাপত্তার ধারণার সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় হলো:

- সরবরাহকৃত খাদ্য পুষ্টিকর, নিরাপদ এবং চিরাচরিতভাবে ভোগ করা হয় এমন হওয়া উচিত।
- এ খাদ্য সহনীয় পরিবেশে প্রচলিত সামাজিক রীতি অনুযায়ী উৎপাদিত হওয়া প্রয়োজন।
- এক্ষেত্রে এটিও দেখা দরকার, যাতে জনগণ তাদের পূর্ব থেকে পছন্দমতো খাদ্য নির্বাচন করতে পারে।

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

১. সবসময় সকলের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি/সরবরাহ
২. খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা
৩. নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ
৪. সামাজিকভাবে স্বীকৃত খাদ্য নির্বাচনের সুবিধা
৫. খাদ্যোৎপাদনের সাথে জড়িত লোকদের সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন
৬ উপযুক্তভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ ও পরিবেশন।

অর্থাৎ, খাদ্য নিরাপত্তা হলো নির্ভরশীল স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান যা ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- পারিবারিক ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা। পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা হলো প্রতিটি পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহের সক্ষমতা, যাতে পরিবারের প্রতিটি সদস্য সর্বদা স্বাস্থ্যবান এবং কর্মক্ষম থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য খেতে পারে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা হলো একটি দেশের জনসাধারণের জন্য যথেষ্ট, প্রয়োজনীয়, অবাধ এবং মানসম্মত খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা।

জেনে রাখো

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা বেশ পুরানো। প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্বে মিসরীয় ও চায়না সভ্যতায়ও এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তখনও দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কায় খাদ্য মজুদ করে রাখা হতো। গত শতাব্দীর ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা ধারণা আনুষ্ঠানিক (Formal) রূপ লাভ করে।

---

[১] When all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active life.- The World Food Summit, 1996.

[২] 'Food security exists when all people, at all time, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet thier dietary needs and food preferences for an active and healthy life.'— FAO.

৫.২ খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কিছু বিষয় (Some Aspects of Food Security)

কোনো দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থা বিবেচনা করতে গিয়ে কেবল খাদ্য প্রাপ্তি, জনসাধারণের খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা ও ভোগকৃত খাদ্যাদির পুষ্টিমান সম্পর্কে জানলেই চলবে না; বরং তার সাথে সাথে আরও সম্পর্কিত কিছু বিষয় জানা প্রয়োজন। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী খাদ্য অনিরাপত্তা (Chronic and Transitory Food Insecurity):** খাদ্য নিরাপত্তার বিপরীত অবস্থা হলো— খাদ্য অনিরাপত্তা। দেশে খাদ্য প্রাপ্তি অপর্যাপ্ত হলে, জনসাধারণ খাদ্য ক্রয়ে অক্ষম হলে কিংবা ভোগকৃত খাদ্যাদি যথেষ্ট পুষ্টি সম্পন্ন না হলে খাদ্য অনিরাপত্তা দেখা দেয়। যদি কোনো দেশে বহু বছর ধরে কিংবা ক্রমাগতভাবে জনসাধারণের ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা মেটানো সম্ভব না হয়, তাহলে সেখানে স্থায়ী খাদ্য অনিরাপত্তা (Chronic food insecurity) বিরাজ করে। তবে কোথাও হঠাৎ করে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা পরিবহণ বা বন্টনজনিত কোনো কারণে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে সেখানে সাময়িক খাদ্য অনিরাপত্তা (Transitory food insecurity) ঘটে। উভয় ধরনেরই খাদ্য অনিরাপত্তা একান্তভাবেই কাম্য নয়। খাদ্য অনিরাপত্তা দেখা দিলে জনস্বাস্থ্যহানি ঘটে, মোট শ্রমশক্তি হ্রাস পায়, জনগণ খাদ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে নিরন্তর অনিশ্চয়তায় ভোগে, জনদুর্ভোগ বাড়ে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এসব নিঃসন্দেহে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করে।

২. **নিরাপদ খাদ্যের ধারণা ও তার প্রয়োজনীয়তা (Concept of Safe Food and Its Importance):** উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে খাদ্য কোনোভাবেই বিষাক্ত (Contaminated) হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে। খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ, পরিবহণ, বিক্রয়, পরিবেশন এবং সবশেষে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ ইত্যাদি কোনো পর্যায়েই যাতে কলুষিত বা বিষাক্ত না হয়ে পড়ে, তা দেখা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত খাদ্যের মান অটুট থাকলে তবেই নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি সম্ভব। নিরাপদ খাদ্য যেমন মানুষকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম হিসেবে বাঁচিয়ে রাখে; তেমনি অনিরাপদ খাদ্য তাকে দুর্বল, রোগকাতর ও অক্ষম হিসেবে বাঁচিয়ে রাখে। খাদ্য তাই জীবন-মৃত্যুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মানুষের জীবনে নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

৩. **খাদ্য নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন বিষয়সমূহ (Matters that Affect Food Security):** খাদ্য নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন বিষয়সমূহ দু'দিক থেকে বিচার্য; আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যায়ে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্য অনিরাপত্তা বৈশ্বিক পানি সংকটের জন্য দেখা দেয়। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ইত্যাদি অনেক দেশেই পানির মজুদ ক্রমেই কমে যাচ্ছে; ভূগর্ভস্থ পানি ব্যাপকভাবে উত্তোলন ও পানি সেচ এ অবস্থার জন্য দায়ী। বিশ্বের জলবায়ুর পরিবর্তনও খাদ্য নিরাপত্তার হুমকিস্বরূপ। পৃথিবীব্যাপী উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে যার ফলে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ, বনজ সম্পদ ও পানির যোগান বিরূপভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। তাছাড়া সব দেশেই নিবিড় চাষাবাদের কারণে জমির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ঘটায় ভূমির উর্বরতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণও কমছে। তাছাড়া দেশে ব্যাপকভাবে নগরায়ণ এবং রাস্তাঘাট, বাঁধ, বন্দর ইত্যাদি নির্মাণের ফলে কৃষিকাজের জন্য অতি-মূল্যবান উপাদান তথা জমির পরিমাণ কমছে। এটিও কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো যেকোনো দেশেই খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় বিবেচ্য। চাষকৃত জমি কৃষকের নিজের না হওয়া, বর্গাচাষ যেকোনো সময় রোধ করা, খাদ্যশস্য ও শাক-সবজির দাম হঠাৎ করে অনেক কমে যাওয়া, খাদ্যদ্রব্য পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্য মজুদ ও সংরক্ষণের অসুবিধা ইত্যাদি খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অতি-ভোজন ও খাদ্যের অপচয়ও এক্ষেত্রে বিবেচ্য।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্য সমস্যা ও খাদ্য ঘাটতি আলোচনার সূত্রপাত ঘটে?

২. খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে কী নিশ্চিত হয়? *[কু. বো. ২০১৯]*

৩. FAO-এর পূর্ণরূপ কী?

৪. USDA-কী?

৫. FAO কোন ধরনের সংস্থা? *[দি. বো. ২০১৬]*

▶ উত্তরের জন্য ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২ খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ ও খাদ্যের প্রাপ্যতা

৫.৩ খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ (Dimensions of Food Security)

চিত্র: খাদ্যশস্য

খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞা থেকে এর কিছু দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। এসব দিকসমূহ হলো: ১. খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food Availability) ২. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা (Food Access) ৩. খাদ্যের ব্যবহার (Food Use)।
খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি দিক হলো–

১. **খাদ্যের প্রাপ্যতা:** সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের প্রাপ্যতাকে বোঝায়।
২. **খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা:** পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য উপযুক্ত খাদ্য প্রাপ্তির নিমিত্তে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকতে হবে।
৩. **খাদ্য ব্যবহার:** মৌলিক পুষ্টি এবং যত্নসহ পর্যাপ্ত পানি ও সেনিটেশন এর উপর জ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহার।

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বাজার ও অন্যান্য ব্যবস্থায় খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন প্রাপ্যতার নিরূপক হিসেবে কাজ করে। একটি পরিবারের আয়, সরকারের অনুদান, আত্মীয়স্বজনের সাহায্য, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়তা লভ্যতার নিরূপক হিসেবে কাজ করে। আর ব্যবহারের নিরূপক হিসেবে কাজ করে একজন মানুষের খাদ্য অভিরুচি ও অগ্রাধিকার এবং পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান; এর সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ খাদ্যের ভোগকে প্রভাবিত করে।

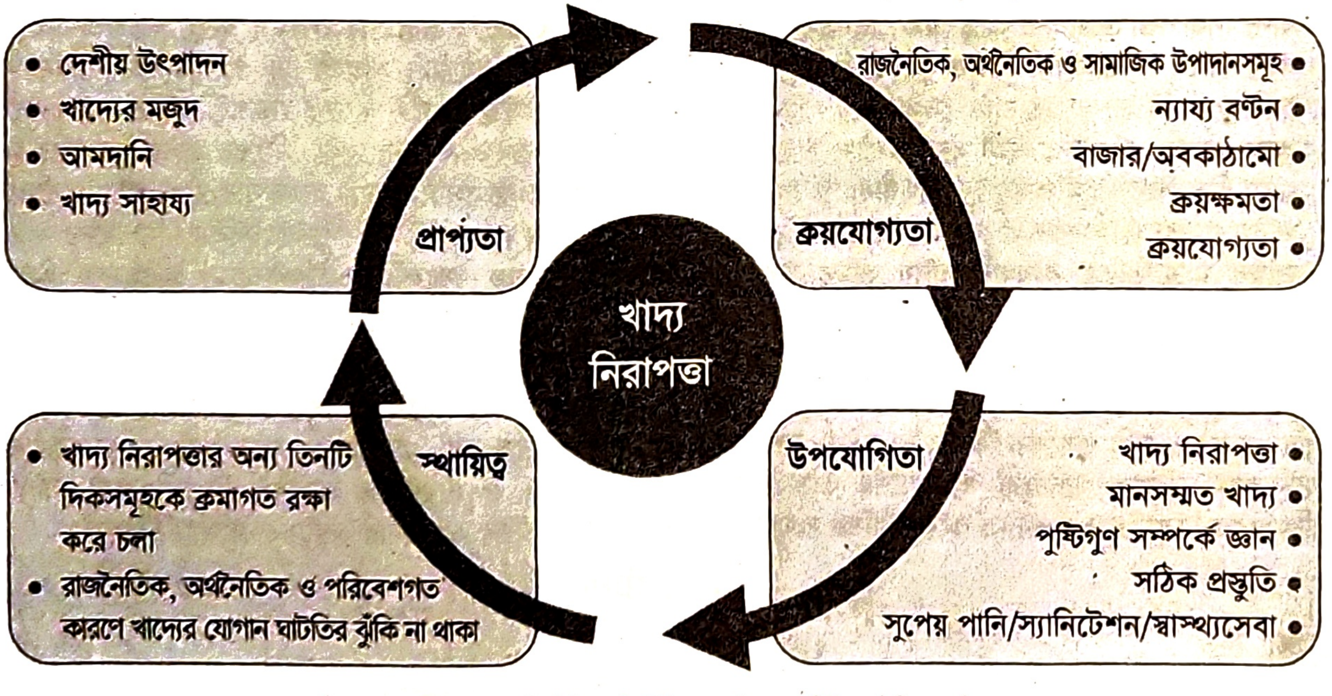
• দেশীয় উৎপাদন
• খাদ্যের মজুদ
• আমদানি
• খাদ্য সাহায্য
প্রাপ্যতা
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদানসমূহ •
ন্যায্য বণ্টন •
বাজার/অবকাঠামো •
ক্রয়ক্ষমতা •
ক্রয়যোগ্যতা •
ক্রয়যোগ্যতা
খাদ্য নিরাপত্তা
• খাদ্য নিরাপত্তার অন্য তিনটি দিকসমূহকে ক্রমাগত রক্ষা করে চলা
• রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কারণে খাদ্যের যোগান ঘাটতির ঝুঁকি না থাকা
স্থায়িত্ব
উপযোগিতা
খাদ্য নিরাপত্তা •
মানসম্মত খাদ্য •
পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জ্ঞান •
সঠিক প্রস্তুতি •
সুপেয় পানি/স্যানিটেশন/স্বাস্থ্যসেবা •

Source: FAO Definition & Dimensions of Food Security.

৫.৪ খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food Availability)

খাদ্যের প্রাপ্যতা বলতে ব্যক্তি ও পরিবারের চাহিদার প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তিকে নির্দেশ করে। খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যক দিক হলো এর প্রাপ্যতা। প্রাপ্যতা চারটি উপাদান এবং একই সঙ্গে তাদের সমষ্টির ওপর নির্ভরশীল। এ উপাদানগুলো হলো– ক. দেশজ খাদ্য উৎপাদন, খ. খাদ্য আমদানি, গ. খাদ্য সাহায্য এবং ঘ. খাদ্যের মজুদ। এদের মধ্যে ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য দেশজ উৎপাদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে সারা পৃথিবীতে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

সাধারণত একটি দেশের কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো উৎপাদন নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে, যা মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে খাদ্যের প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করে। অপরপক্ষে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য থাকে বাজারে বিভিন্ন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদে খাদ্যের প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করা।

দেশজ খাদ্য উৎপাদন (Domestic Food Production)

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান ও গম। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যগুলো হচ্ছে— আলু, ডাল, তৈলবীজ, সবজি, ফল, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি। সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি (উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার, সেচ এবং কীটনাশক) ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর প্রসার, সরকারের উৎপাদনমুখী নীতি এবং বাজার উন্নয়ন সম্প্রসারণের ফলে খাদ্যের উৎপাদন, বিশেষ করে ধানের উৎপাদনে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটলেও বাংলাদেশ বিভিন্ন কারণে এখনো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তাই খাদ্যের দেশজ উৎপাদন বাড়াতে সরকার নানামুখী নীতিমালা অনুসরণ করে। তার মধ্যে আছে উৎপাদনকারীর জন্য উৎসাহমূলক দামের বন্দোবস্ত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির প্রধান প্রধান উপাদানগুলোতে ভর্তুকি প্রদান। তবে উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে খাদ্য ক্রয়ের সময় সরকার কোনো ফ্লোর দামের ব্যবস্থা রাখে না। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও অবস্থানগত সীমাবদ্ধতার কারণে খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ অপ্রতুল হয়ে থাকে। এ কারণে সরকারের খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য যথা: দামের স্থিতিশীলতা ও প্রাপ্যতার নিশ্চয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। খাদ্যের দেশজ উৎপাদন বাড়াতে হলে সরকারের করণীয় দিকসমূহ—

খাদ্যশস্যের উৎপাদন (Cereal Production)

একসময় বাংলাদেশে খাদ্যের ঘাটতি ছিলো। কিন্তু কৃষিবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও সময়োপযোগী বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতের ফলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ২৯.০১ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৫৪.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২০৭.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ও ভুট্টা যথাক্রমে ১১.৭১ ও ৬৪.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫১৩.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ৩৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৭১.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ২২২.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হবে ৬৬.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন।[৩]

জেনে রাখো

খাদ্য প্রাপ্যতার নির্ধারক:
i. মোট দেশজ উৎপাদন,
ii. মজুদ, iii. নিট আমদানি,
iv. বৈদেশিক সাহায্য
v. নিট বৈদেশিক বাণিজ্য।

উপরে উল্লিখিত তথ্যে পরিলক্ষিত হয় যে, আমাদের দেশজ খাদ্যশস্য উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে বোরো ফসল। মোটা চালের অর্ধেকের বেশি আসে এ শস্য থেকে। অন্যান্য শস্যের উৎপাদন একাধারে কমলেও বোরোর উৎপাদন অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলেছে।

মৎস্য উৎপাদন (Fish Production)

আমাদের দেশে দুটি উৎস থেকে মৎস্য আহরণ করা হয়। এর একটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ এবং অপরটি সামুদ্রিক। অভ্যন্তরীণ উৎসে আছে মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত খামার। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই মৎস্যের উৎপাদন বেশি। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মৎস্য উৎপাদনের উৎস হচ্ছে এ খাত। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে মুক্ত জলাশয় ও চাষকৃত খাতের গুরুত্ব প্রায় সমান সমান।

বর্তমানে (২০২৪) মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ২.৩৮ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২১.৫৯% মৎস্য খাত থেকে আসে। দেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০% যোগান দেয় মাছ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৩য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে।[৪] এছাড়া ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। মাছ আমাদের আমিষের চাহিদা পূরণে অনেক বড় ভূমিকা রাখছে। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, দেশে উৎপাদিত মাছের প্রায় ২০ শতাংশ আসে রুই-কাতলা থেকে। এছাড়া ১২.৩৪ শতাংশ পাঙাশ, ১২.২২ শতাংশ ইলিশ, ৮.৯৫ শতাংশ তেলাপিয়া থেকে আসে। সামুদ্রিক মাছ আহরণের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ২৫তম।

---

[৩] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

[৪] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ১৯৯০ সালে দেশে মোট চাষকৃত মাছ উৎপাদিত হয়েছিল ১.৯৩ লাখ মে. টন। ২০০০ সালে তা বেড়ে হয় ৬.৫৭ লাখ মে. টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাছ উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লাখ মেট্রিক টন। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অন্যতম ভূমিকা ইলিশ মাছের। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৭১ লাখ মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদিত হয়। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম।

১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লাখ মেট্রিক টন। ৩৯ বছরের ব্যবধানে ২০২১-২২ অর্থবছরে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৭.৫৯ লাখ মেট্রিক টন। অর্থাৎ, এই সময়ের ব্যবধানে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ছয় গুণ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২৪ পর্যন্ত ৪৭,৩৭৬.৭৪ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে ২.৮৭৮.৯১ কোটি টাকা। দেশের জনসাধারণের আমিষের চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যবিমোচনসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

খাদ্য আমদানি (Food Import)

১৯৯১-৯২ সময় পর্যন্ত বেসরকারি খাতের জন্য খাদ্যশস্য আমদানি নিষিদ্ধ ছিল। একমাত্র সরকারি খাতেই খাদ্যশস্য আমদানির নিয়ম ছিল। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছর থেকে খাদ্যনীতি সংস্কারের আওতায় বেসরকারি খাতের জন্য খাদ্যশস্য আমদানির পথ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর থেকে বেসরকারি খাত খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে বাণিজ্যিকভাবে সরকারি আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক নীতি পরিবর্তনের কারণে বৈদেশিক সহায়তা হিসেবে খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ একেবারে নিম্ন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারি খাতে আমদানির পরিমাণ অনেক বেড়েছে। এ যাবৎ বেসরকারি খাত খাদ্য আমদানি বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জেনে রাখো

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রধান প্রধান খাদ্য আমদানি—
১. চাল – ০.০০ লক্ষ মে. টন
২. গম – ৩৭.৪৯ লক্ষ মে.

২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে সরকারি খাতে মোট আমদানির পরিমাণ ৩.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৩৭.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন)।[৫]

খাদ্য মজুদ (Food Stock)

সরকার প্রধানত দুটো উদ্দেশ্যে খাদ্য মজুদ করে থাকে। প্রথমটি হলো খাদ্যের প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত করা। দ্বিতীয়টি হলো আপদকালীন খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলা করা। একটি দেশের সার্বিক প্রাপ্যতা বজায় রাখতে মজুদের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ, আমদানি এবং খাদ্য সাহায্যকে অবলম্বন করে এ মজুদ গড়ে ওঠে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার খাদ্যশস্য খাদ্যগুদামে মজুদ করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২৪) পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণ ক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২১.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?/*য. বো. ২০১৬*/
২. খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান দিক কয়টি?
৩. খাদ্যের প্রাপ্যতা কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত?
৪. খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি কীসের ওপর নির্ভর করে?
৫. খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য কী নিশ্চিত করতে হবে?
৬. দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের শতকরা কত ভাগ যোগান দেয় মাছ?
৭. ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কত?

▶ উত্তরের জন্য ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহের মধ্যে কোনটি তোমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তা পাঁচ বাক্যে লেখো।

---

[৫] উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

পাঠ ৩ খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বা লভ্যতা এবং খাদ্যের ব্যবহার ও পুষ্টি

৫.৫ খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বা লভ্যতা (Food Access)

খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বা লভ্যতা তিনভাবে বিবেচনা করা যায়। সেগুলো হলো- অবস্থানগত লভ্যতা, অর্থনৈতিক লভ্যতা এবং সামাজিক লভ্যতা।

অবস্থানগত লভ্যতা: খাদ্যের লভ্যতা নিশ্চিত করতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য দুস্থ পরিবারগুলোর হাতের নাগালে নিয়ে আসতে হবে। পরিবারগুলোর নিজেদের উৎপাদন অথবা বাজারের নৈকট্য এ অবস্থানগত সুযোগ সৃষ্টি করে। দুর্যোগ মোকাবিলার উন্নয়ন, অবকাঠামোর উন্নয়ন ও বিস্তার, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, সামাজিক শৃঙ্খলা, সুশাসন ইত্যাদি অবস্থানগত লভ্যতার সহায়ক উপাদান।

অর্থনৈতিক লভ্যতা: পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে তাদের খাদ্য আহরণের ক্রয় ক্ষমতা থাকা অত্যাবশ্যক। এ অর্থনৈতিক লভ্যতা কয়েকটি উপায়ে অর্জন করা যায়: নিজস্ব উৎপাদনের মাধ্যমে, আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে (মজুরি প্রদত্ত কর্মসংস্থান অথবা ব্যবসা), সম্পদের মালিকানা এবং হস্তান্তরিত আয়ের মাধ্যমে।

সামাজিক লভ্যতা: সামাজিক লভ্যতা হলো জাতীয় বা আঞ্চলিক বা এলাকা বা সম্প্রদায়গতভাবে চাহিদার তুলনায় খাদ্যের লভ্যতা। উৎপাদন, আমদানি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনকারী কর্মকাণ্ড, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি প্রভৃতি সামাজিক লভ্যতার সহায়ক উপাদান।

খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা অর্জন (Attainment of Food Access)

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কেবল খাদ্যের যোগান বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়; বরং তার সাথে সাথে যারা তা ক্রয় করে তাদের খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতাও বিবেচ্য। দেশে খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও যদি জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের তা ক্রয়ের ক্ষমতা না থাকে তবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব নয়। জনসাধারণের খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যায়:

১. **দারিদ্র্য নিরসন:** দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত খাদ্যের যোগান থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, অনেক লোক খাদ্যাভাব, অনাহার ও অপুষ্টিতে ভুগছে। খাদ্য ক্রয়ের অক্ষমতার জন্যই এমনটি হয়। আর এজন্য দারিদ্র্যতাই দায়ী। তাই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে দারিদ্র্য নিরসন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে করণীয় দিকসমূহ হলো:

   i. দেশের দারিদ্র্য অঞ্চলে উপার্জনক্ষম লোকদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি;
   ii. কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
   iii. খাস জমি বিতরণে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান;
   iv. দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা;
   v. দরিদ্রদের জন্য কর্মোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
   vi. দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি।

জেনে রাখো

ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউর সবশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ভাত খায় বাংলাদেশের মানুষ। বাংলাদেশের মানুষ বছরে মাথাপিছু ২৫৭ কেজি ৪৮ গ্রাম ভাত খেয়ে থাকে। বাংলাদেশের পরে আছে এশিয়ার আরও দুই দেশ-কম্বোডিয়া ও লাওস। দেশ দুটিতে যথাক্রমে মাথাপিছু বার্ষিক ভাত খাওয়ার পরিমাণ ২৪৯ কেজি ৩০ গ্রাম ও ২৪১ কেজি ৩৫ গ্রাম

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকই বেকার/কর্মহীন থাকায় তাদের আয়-উপার্জন কম। এজন্য তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতাও নেই। তাই বেকার লোকরাও যাতে খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষির আধুনিকীকরণ ও দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে এমনটি করা সম্ভব।

৫.৬ খাদ্যের ব্যবহার ও পুষ্টি (Food Use and Nutrition)

কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কর্তৃক শরীরের প্রয়োজনীয় উপাদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য গ্রহণকেই খাদ্যের ব্যবহার বলে। খাদ্য ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে দেহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি যোগান দেওয়া খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান শর্ত। একজন মানুষের দেহের বৃদ্ধি ও সমাজে তাকে সক্ষম রাখতে পুষ্টির ভূমিকা অপরিসীম। তাছাড়া, অর্থনৈতিকভাবে উপার্জনক্ষম এবং সামাজিকভাবে কর্মঠ জাতির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য। বাংলাদেশের অপুষ্টি একটি মরণব্যাধি।

খাদ্যের সঠিক ব্যবহার ও পুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি করতে একাধিক পথ ও কৌশল গ্রহণ করা দরকার যার মধ্যে আছে খাদ্যভিত্তিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিস্তার। পর্যাপ্ত মাত্রায় ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট (ক্যালরি, আমিষ, চর্বি এবং তেল) আহরণের নিশ্চয়তা হচ্ছে খাদ্য ব্যবহারের একটি প্রধান প্রসঙ্গ। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হলো নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের বন্দোবস্ত যাতে করে আহরিত পুষ্টি উপাদানগুলো সুষ্ঠুরূপে শোষণ করা সম্ভব হয়। পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধানে খাদ্য ব্যবহার সম্পর্কিত শিক্ষা, সচেতনতা, সাংস্কৃতিক আচার ইত্যাদির ভূমিকা অপরিসীম।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের একটি বিশেষ দিক হলো— প্রয়োজনমাফিক পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তি। তাই দেশে খাদ্য সরবরাহ পর্যাপ্ত এবং জনগণের তা ক্রয়ের ক্ষমতা থাকলেও প্রাপ্ত খাদ্য যদি পুষ্টিকর না হয় তবে তা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হলে জনগণ যাতে পুষ্টিকর খাদ্য পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

পুষ্টিকর খাদ্য: যে প্রক্রিয়া দ্বারা মানবদেহে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও পরিশোধিত হয়ে সমস্ত দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের বৃদ্ধি, রক্ষণাবেক্ষণ ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে, তাকে পরিপুষ্টি বা পুষ্টি বলে। সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিপুষ্টি ক্রিয়া সংঘটিত হলে মানুষ স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ এবং অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধির অধিকারী হয়।

পরিপুষ্টি বা পুষ্টি নির্ভর করে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের ওপর। খাদ্যে আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ লবণ এবং পানি জাতীয় উপাদান পরিমিত পরিমাণে থাকলে তা পুষ্টিকর হয়। বিভিন্ন খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান রয়েছে; আবার একই খাদ্যে একাধিক পুষ্টি উপাদানও থাকতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ব্যক্তি তার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় পরিমিত পরিমাণে চাল, আটা, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, চিনি, তেল, শাক সবজি, ফলমূল, বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হলে তার ভোগকৃত খাদ্যকে পুষ্টিকর খাদ্য বলা যায়।

বাংলাদেশে পুষ্টিকর খাদ্য পরিস্থিতি: বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ চিরাচরিতভাবে কেবল ভাত, ডাল, আলু ও শাকসবজি খেয়ে জীবনধারণ করে। পুষ্টিকর খাদ্য বলতে যা বোঝায় তাদের খাদ্য তালিকায় সেগুলো লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত থাকে। এজন্য তাদের ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদাও পূরণ হয় না।

সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হলে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মানুষেরই প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন সুষম খাবার খাওয়া প্রয়োজন। খাবারের পরিমাণ কম-বেশি হলেই শরীরে ক্যালরি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের অভাব বা আধিক্য তৈরি হয়। ফলে শরীরে দেখা দেয় অপুষ্টি ও ওজনাধিক্যসহ নানা ব্যাধি। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিদিন সুষম ও স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্য গ্রহণে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি পরিচয়, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ পুষ্টিবিদগণের সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে।

পূর্ণবয়স্ক মহিলার প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা

খাদ্যের নাম		পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ	
চাল/আটা	৪০০ গ্রাম	কিলোক্যালরি	২১০০
ডাল	৪০ গ্রাম	আমিষ	৪৬ গ্রাম
মাছ, মাংস, ডিম	৬০ গ্রাম	খাদ্যপ্রাণ 'এ'	৩০৪ আই.ইউ.
আলু, মিষ্টি আলু	৬০ গ্রাম	খাদ্যপ্রাণ 'সি'	৬০ মি. গ্রাম
শাক	১৫০ গ্রাম	ক্যারোটিন	১৬২৯০ মা. গ্রাম
সবজি	৯০ গ্রাম	খাদ্যপ্রাণ 'বি'$_2$	১.০ মি. গ্রাম
ফল	১টা	ক্যালসিয়াম	৬৪৮ মি. গ্রাম
তেল	৫০ মি. লি.	লৌহ	২৯ মি. গ্রাম

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা (দামি)

খাদ্যের নাম		পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ	
মিহি চাল	৩৪০ গ্রাম		
পাউরুটি/বিস্কুট	১২০ গ্রাম		
মাংস	৬০ গ্রাম	কিলোক্যালরি	২৮২০
বড় মাছ	৬০ গ্রাম		
ডিম	১টা	আমিষ	৬৯ গ্রাম
ফল: কমলা/আপেল/আম ইত্যাদি	১টা	খাদ্যপ্রাণ 'এ'	৪৫৫ আই. ইউ.
দুধ	২৪০ মি. লি.	ক্যারোটিন	৫৪৩৪ মা. গ্রাম
মাখন	৩০ গ্রাম	খাদ্যপ্রাণ 'বি'$_2$	১.২ মি. গ্রাম
চিনি	৩০ গ্রাম	ক্যালসিয়াম	৮৬৮ মি. গ্রাম
শাক	৬০ গ্রাম	লৌহ	১৬ মি. গ্রাম
সবজি	১২০ গ্রাম		
তেল/ঘি	৬০ মি. লি.		

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রস্তাবিত দৈনিক খাদ্য তালিকা (সস্তা)

খাদ্যের নাম		পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ	
মোটা চাল	২৪০ গ্রাম		
আটা	২৪০ গ্রাম	কিলোক্যালরি	২৮২০ গ্রাম
ডাল	৯০ গ্রাম	আমিষ	৮৫ গ্রাম
ছোট মাছ	৬০ গ্রাম	খাদ্যপ্রাণ 'এ'	-
মিষ্টি আলু	১২০ গ্রাম	ক্যারোটিন	১১২৭৬ মা. গ্রাম
শাক	৯০ গ্রাম	খাদ্যপ্রাণ 'বি'$_2$	১.৫ মি. গ্রাম
সবজি	৯০ গ্রাম	খাদ্যপ্রাণ 'সি'	১৫৪ মি. গ্রাম
ফল	১টা	ক্যালসিয়াম	১০৭১ মি. গ্রাম
চিনি/গুড়	৩০ গ্রাম	লৌহ	৪৬ মি. গ্রাম
তেল	৫০ মি. লি.		

উল্লেখযোগ্য দেশীয় খাদ্য (খাদ্যপ্রাণ 'এ' যুক্ত দেশীয় খাদ্য)

খাদ্যের নাম	*প্রতি ১০০ গ্রামে খাদ্যপ্রাণ 'এ'-র পরিমাণ (আই.ইউ.)	খাদ্যের নাম	*প্রতি ১০০ গ্রামে খাদ্যপ্রাণ 'এ'-এর পরিমাণ (আই.ইউ.)
পালং শাক	১৪১১৬	ডাঁটা শাক	১৬৮৩৩
মিষ্টি আলু-শাক	১৩০০০	গাজর	৯৫০০
ধনে পাতা	১১৫৩০	মিষ্টি কুমড়া	২০০০০
লাল শাক	১৯৯০০	পাকা আম	১৩৮৩৩
পুঁইশাক	২১২৫০	পাকা পেঁপে	১৩৫০০
কলমি শাক	১৭৯০০	পাকা কাঁঠাল	৭৮৩৩

*প্রাপ্ত ক্যারোটিনকে খাদ্যপ্রাণ 'এ' তে রূপান্তরিত করে দেখানো হয়েছে।

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও তা বজায় রাখতে হলে অন্যান্য করণীয়র সাথে এটিও দেখা দরকার যাতে দেশে সকল শ্রেণির লোক সব সময় পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য দেশে অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য তথা দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, তেল, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে তার উৎপাদন বাড়বে বলে আশা করা যায়। তবে তার সাথে সাথে এটিও দেখা দরকার যাতে তা জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

খাদ্যের সদ্ব্যবহার (Food Utilization)

খাদ্যের উপযোগিতা বা ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— খাদ্যের সদ্ব্যবহার। এটি তখনই ঘটে যখন জনসাধারণের ওপর ভোগকৃত খাদ্যের পুষ্টি প্রতিক্রিয়া (Nutritional impact) সর্বাধিক হয়। আর এটি তখনই সম্ভব হয় যখন খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা হয়, খাদ্যের সর্বাধিক পুষ্টিমান বজায় থাকে, খাদ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খাদ্য সমভাবে বণ্টিত হয়, পরিবারের সকলে একত্রে ভোজন করে এবং ভোগকৃত খাদ্যের জৈবিক প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। এখানে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসবের প্রেক্ষিতে আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খাদ্যের সদ্ব্যবহার হয় না। তাই এদেশে খাদ্য সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে নিম্নোক্ত করণীয়গুলো বাস্তবায়নযোগ্য:

১. এমন খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে যাতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের কাঙ্ক্ষিত সংমিশ্রণ ঘটে;
২. খাদ্য রন্ধন, সংরক্ষণ, পরিবেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি-নিষেধ পালন;
৩. উত্তম পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা;
৪. খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য আনয়ন করা যাতে প্রতিদিন একই ধরনের খাদ্য ভোগ করতে না হয়;
৫. ভোগকৃত দ্রব্যাদি থেকে পর্যাপ্ত শক্তি ও পুষ্টি গ্রহণ;
৬. পরিবারের ভেতরে সদস্যদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য বণ্টন;
৭. পরিবারের সকলে মিলে একত্রে আহার;
৮. সহজে পরিপাক হয় এমন ধরনের খাদ্য নির্বাচন।

জেনে রাখো

গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) বা ক্ষুধা সূচক ২০২৩ অনুযায়ী বিশ্বের ১২৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বৃদ্ধির সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি? */কু. বো. ২০১৯/*
২. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের একটি বিশেষ দিক লেখো।
৩. খাদ্যের উপযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক লেখো।
৪. খাদ্যের সদ্ব্যবহারে একটি করণীয় দিক লেখো।

▶ উত্তরের জন্য ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কোন কোন উপায়ে খাদ্যের সদ্ব্যবহার করা যায়? এর পাঁচটি দিক উল্লেখ করো।

পাঠ ৪ ও ৫

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি; বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার তথ্য এবং বাংলাদেশে কি বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা বিদ্যমান?

৫.৭ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি (Food Security Condition in Bangladesh)

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ১ কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন। তখন মানুষ ছিল সাড়ে ৭ কোটি। এখন দেশে মানুষ প্রায় ১৬.৯৮ কোটি। মানুষ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। আবাদি জমি প্রায় ৩০ শতাংশ (স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) কমে যাওয়ার পরও খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে তিন গুণেরও বেশি। খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ানোর গতিতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তালিকায় এখন বাংলাদেশ। হেক্টরপ্রতি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এখন বাংলাদেশ অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। একই জমিতে দুই বা তিনবার চাষ তো হচ্ছেই; ক্ষেত্র বিশেষে চারবারও কোনো কোনো জমিতে চাষাবাদ হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নেও বাংলাদেশ সফলতার পরিচয় দিয়েছে। কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য রেকর্ড ছুঁয়েছে। বর্তমানে (২০২৪ সালে) বাংলাদেশ প্রতি বছর ধান, গম, ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসল মিলিয়ে ৫১৩.৪৫ লাখ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করছে। এছাড়াও মাছ ও মাংস উৎপাদনেও বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান ধরে রেখেছে বিগত ১০ বছরের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে। বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান ধরে রেখেছে। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। *উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪*

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী, গবাদি পশু উৎপাদনে বিশ্বে দ্বাদশ। এককভাবে ছাগল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। ২০০৭ সালে FAO বিশ্বের ১০০টি জাতের ছাগলের ওপরে গবেষণা চালিয়ে 'ব্ল্যাক বেঙ্গল'কে বিশ্বের অন্যতম সেরা জাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। গত এক দশকে সবজি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে বাংলাদেশে। বর্তমানে বাংলাদেশে শাকসবজি উৎপাদন হচ্ছে ১ কোটি ৫০ লাখ টন।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) তথ্য অনুযায়ী, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। এ সংস্থা বাংলাদেশের ভাসমান সবজি চাষ পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। ফল উৎপাদন হচ্ছে বছরে ১ কোটি ৬ লাখ টন। আম উৎপাদনে বাংলাদেশ সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম। ফল উৎপাদনের দিক থেকে চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল বিশ্বের পর্যায়ক্রমে শীর্ষস্থানে রয়েছে। আর বাংলাদেশ মোট ফল উৎপাদনে ২৮তম। তথ্যসূত্র: FAO

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং জনসাধারণের পক্ষে তা ক্রয়ের সক্ষমতা এদেশে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলোর অন্যতম। এর সাথে আমাদের টিকে থাকা, পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া, জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ইত্যাদি বিষয় জড়িত। এদেশের কৃষিতে ৪৫.০০% লোকের কর্মসংস্থান হলেও তা মোট দেশজ উৎপাদনে মাত্র ১১.০২% অবদান রাখে। দেশের মোট ভূ-ভাগের কেবল ৩৭% চাষযোগ্য যার প্রায় ৩০%-ই যেকোনো সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়তে পারে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থান:

বর্তমান সময়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি স্বীকৃত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তায় সবার নিচে বাংলাদেশের অবস্থান। ২০২৪ সালের বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে বিশ্বের ১১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮০তম। তালিকায় নেপাল ৭৪তম। মিয়ানমার আছে ৭২তম, আর ভারত ৬৮তম। শ্রীলংকার বৈশ্বিক অবস্থান ৭৯তম।[৬] প্রতিবছর খাদ্যের নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে খাদ্য নিরাপত্তা সূচক প্রকাশ করে জাতিসংঘ। বর্তমানে ১১৩টি দেশকে এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জেনে রাখো

খাদ্য নিরাপত্তা সূচক	১১৩টি দেশের মধ্যে ৮০তম
প্রাপ্যতা সূচক	৬১.৫
ক্রয়যোগ্যতা সূচক	৫২.১
গুণমান সূচক	৫৮.৪

৫.৮ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার তথ্য (Information about Food Security in Bangladesh)

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ১০০ কোটি লোক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পিষ্ট। এ প্রেক্ষিতে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসার যোগ্য। অতীতের তুলনায় বর্তমানে দেশটি খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে দুঃখের বিষয়, এখনও জনসংখ্যার একটি বড় অংশ পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় ক্ষমতার অধিকারী নয়। তাই প্রত্যেকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের আশু কর্তব্য।

---

[৬] উৎস: গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০২৩

জেনে রাখো

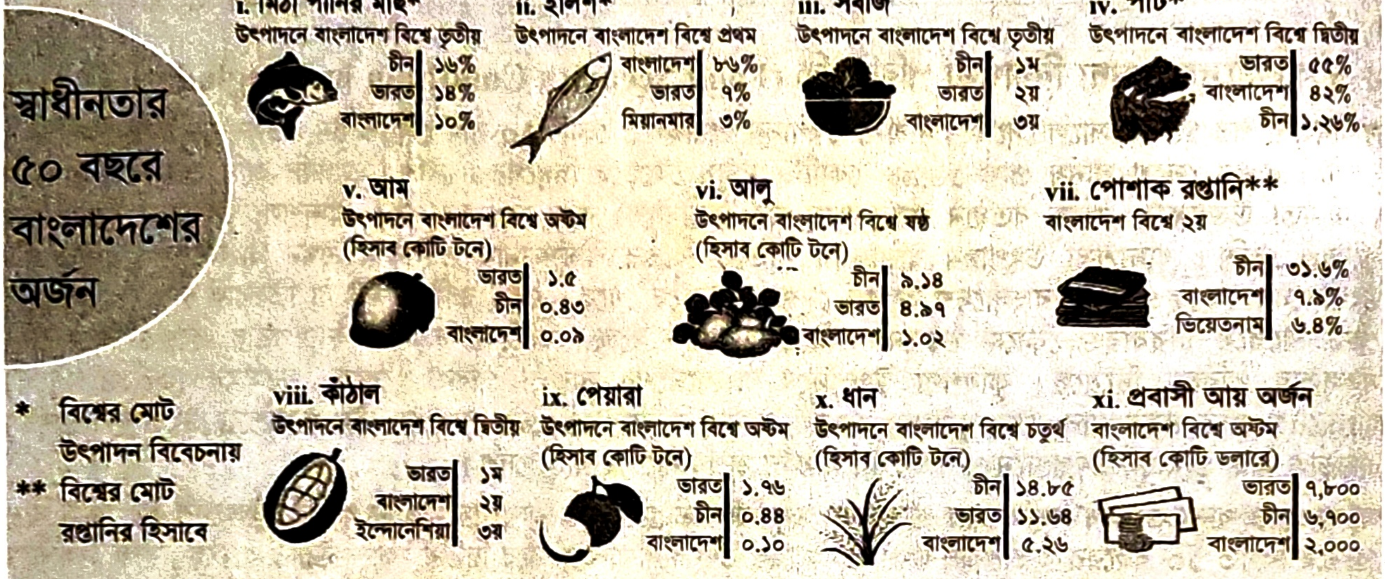

স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন

i. মিঠা পানির মাছ*
উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয়

চীন	১৬%
ভারত	১৪%
বাংলাদেশ	১০%

ii. ইলিশ*
উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম

বাংলাদেশ	৮৬%
ভারত	৭%
মিয়ানমার	৩%

iii. সবজি
উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয়

চীন	১ম
ভারত	২য়
বাংলাদেশ	৩য়

iv. পাট*
উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়

ভারত	৫৫%
বাংলাদেশ	৪২%
চীন	১.২৬%

v. আম
উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম
(হিসাব কোটি টনে)

ভারত	১.৫
চীন	০.৪৩
বাংলাদেশ	০.০৯

vi. আলু
উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ষষ্ঠ
(হিসাব কোটি টনে)

চীন	৯.১৪
ভারত	৪.৯৭
বাংলাদেশ	১.০২

vii. পোশাক রপ্তানি**
বাংলাদেশ বিশ্বে ২য়

চীন	৩১.৬%
বাংলাদেশ	৭.৯%
ভিয়েতনাম	৬.৪%

viii. কাঁঠাল
উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়

ভারত	১ম
বাংলাদেশ	২য়
ইন্দোনেশিয়া	৩য়

ix. পেয়ারা
উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম
(হিসাব কোটি টনে)

ভারত	১.৭৬
চীন	০.৪৪
বাংলাদেশ	০.১০

x. ধান
উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ
(হিসাব কোটি টনে)

চীন	১৪.৮৫
ভারত	১১.৬৪
বাংলাদেশ	৫.২৬

xi. প্রবাসী আয় অর্জন
বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম
(হিসাব কোটি ডলারে)

ভারত	৭,৮০০
চীন	৬,৭০০
বাংলাদেশ	২,০০০

* বিশ্বের মোট উৎপাদন বিবেচনায়
** বিশ্বের মোট রপ্তানির হিসাবে

সূত্র: খাদ্য কৃষি সংস্থা, ওয়ার্ল্ডফিশ ও মৎস্য অধিদপ্তর, ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএস, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ

১. বাংলাদেশ বিগত ত্রিশ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। যেখানে ১৯৭৪ সালে কেবল ১১.৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল সেখানে ২০২৪ সালে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫১৩.৪৫ লক্ষ মে. টন যা গত বছর উৎপাদন হয়েছিল ৪৬৭.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন।[৭]
২. জনসংখ্যার ৮১.৩% প্রত্যহ ২১৯০ কিলোক্যালরির কম ভোগ করে, যেখানে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসীরা ২৮২৮ কিলোক্যালরি ভোগ করে।
৩. ৩০% মহিলার 'দৈহিক ঘন সূচক' (Body Mass Index or BMI) ১৮.৫ থেকে কম।
৪. পরিবারে মহিলারা শেষে খায় বা কম খায়। এজন্য তারা এদেশে সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার।
৫. এদেশে ৫০% শিশু জন্মগ্রহণকালে কম ওজনবিশিষ্ট হয়।
৬. দেশে ঘন ঘন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ বাধা হয়ে আছে।
৭. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য সরকার ক্রমান্বয়ে অধিক হারে বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভর করছে।

৫.৯ বাংলাদেশে কি বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা বিদ্যমান? (Does Food Security Exist in Bangladesh at Present?)

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ের উপরে যে তথ্য ও উপাত্ত দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, এখানে বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা নেই। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণে লক্ষণীয় বৃদ্ধি এবং সরকারের খাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কিত কিছু উপাত্ত দেওয়া হলো:

সারণি ১: খাদ্যশস্যের উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে)

অর্থবছর	চাল	গম
২০১৯-২০	৩৮৬.৯৫	১২.৪৬
২০২০-২১	৩৭৬.০৮	১০.৮৫
২০২১-২২	৩৯১.৮০	১০.৮৬
২০২২-২৩	৩৯১.০২	১১.৭১
২০২৪-২৫*	৪৩৪.২২	১২.২৯

বাংলাদেশে মোট ফসলি জমির প্রায় ৫% অর্থাৎ আবাদযোগ্য জমির প্রায় ১০% সবজি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অল্প জমি থেকে ক্রমবর্ধিষ্ণু বিপুল জনগোষ্ঠীর সবজি চাহিদা মেটানো হচ্ছে। বিশ্বে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।

---

[৭] তথ্য সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪

সারণি ২: অন্যান্য খাদ্যের উৎপাদন

অর্থবছর	আলু (লক্ষ মে. টন)	শাকসবজি (লক্ষ মে. টন)	মাছ (লক্ষ মে. টন)	মাংস (লক্ষ মে. টন)	দুধ (লক্ষ মে. টন)	ডিম (কোটি)
২০১৭-১৮	৯৭.৪৪	১৫৯.৫৪	৪২.৭৭	৭২.৬০	৯৪.০৬	১৫৫২.০০
২০১৮-১৯	৯৬.৫৫	১৭২.৪৭	৪৩.৮৪	৭৫.১৪	৯৯.২৩	১৭১১.০০
২০১৯-২০	১০৯.১৮	১৮৪.৪৭	৪৫.০৩	৭৬.৭৪	১০৬.৮০	১৭৩৬.০০
২০২০-২১	৯৮.৭৮	১৯৭.১৯	৪৬.২১	৮৪.৪০	১১৯.৮	২০৫৭.৬৪
২০২১-২২	১১০.৫৮	২১৬.৭০	৪৭.৫৯	৯২.৬৫	১৩০.৭৪	২৩৩৫.৩৫
২০২২-২৩	১১১.৯১	২২৫.৪১	৪৭.৮১	৮৭.১০	১৪০.৬৮	২৩৩৭.৬৩
২০২৩-২৪*	–	–	–	৬৪.৪২	১০৬.৮৯	১৫৮৬.৩২

উৎস: *বিবিএস-২০২৩; কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ বার্ষিক রিপোর্ট ও ইন্টারনেট।*

প্রদত্ত সারণি দুটিতে দেখা যায়, অতীতের তুলনায় সাম্প্রতিকালে অর্জনের ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক দিক। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারও সদা-সচেষ্ট। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে পল্লি রেশনিং এর মাধ্যমে সীমিত পর্যায়ে গম ও চিনি বিতরণ, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, আনসার প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে ভর্তুকিযুক্ত দামে খাদ্যদ্রব্য বণ্টন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, খাদ্য সংগ্রহ অভিযান, রিলিফ হিসেবে খাদ্য বণ্টন, সময় সময় লাইসেন্সধারী খাদ্য ডিলারদের মাধ্যমে নির্ধারিত দামে খাদ্যশস্য বিক্রি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক তথ্য মতে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য চালের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বলা হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর খাবার- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি ও ফলের পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ পুষ্টিকর খাবারের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়লে এবং এর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে খাদ্য তালিকা থেকে চালের পরিমাণ কমে যাবে। কৃষিবিদদের মতে, গম, ভুট্টা, ডাল, তেলবীজ, সবজির উৎপাদন বাড়াতে হবে। সকলের জন্য সুষম খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

বিগত কয়েক বছরে দেশে সবজির উৎপাদন অনেক বেড়েছে। বার্ষিক বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। শীর্ষ ও দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে চীন ও ভারতের পরেই বাংলাদেশের স্থান। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে সবজি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮১.৭৭ লাখ টন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬০ ধরনের ২০০ জাতের সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশে ২১৬.৭০ লাখ মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন হয়। যা মোট সবজির শতকরা ৬৭ ভাগ শীতকালে উৎপাদিত হয়। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ফল ও শাকসবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন ২২০ গ্রাম (বছরে কমপক্ষে ৮০ কেজি) সবজি খাওয়া উচিৎ। সেদিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাবে ১৯৯৪ সালে দেশে মাথাপিছু দৈনিক সবজি খাওয়া বা ভোগের পরিমাণ ছিল ৪২ গ্রাম। বর্তমানে এ দেশের মানুষরা দৈনিক সর্বোচ্চ ১০০-১৬৬ গ্রাম (বছরে সর্বোচ্চ ৬০ কেজি) সবজি খায়। [তথ্যসূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস] যেখানে জাপান, জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রতি বার্ষিক সবজি ভোগের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০, ৯২ ও ১৬৬ কেজি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বা লভ্যতা কয়ভাবে বিবেচনা করা যায়?
২. সামুদ্রিক মাছ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
৩. মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
৪. সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
৫. আম উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
৬. 'ব্ল্যাক বেঙ্গল' কী?
৭. গবাদি পশু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম?
৮. ২০২৪ সালের বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে বিশ্বের বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

► উত্তরের জন্য ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক পাঁচটি তথ্য প্রদান করো।

পাঠ ৬

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ ও বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা সহায়ক সরকারি কার্যক্রমসমূহ

৫.১০ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ (Steps of Bangladesh Government in Ensuring Food Security)

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপখাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষিপণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান; বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণ।
২. ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং রিচার্জ ওয়েলের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি সমৃদ্ধকরণ; বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং সৌরশক্তিতে পরিচালিত পাতকুয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ।
৩. কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতনকরণ।
৪. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ।
৫. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ত ও খরা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন।
৬. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় মানসম্পন্ন বীজের ঘাটতি মোকাবিলায় পটুয়াখালীর দশমিনায় বীজবর্ধন খামার ও নোয়াখালীর সুবর্ণ চরে ডাল ও তৈল বীজবর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন।
৭. বীজের সংকট দূর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার স্থাপন।
৮. আধুনিক চাষাবাদের কলাকৌশল কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ; কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
৯. কৃষি খাতে মৌসুমি শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবিলায় কৃষি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ; খামার যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান।
১০. ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে কোন ফসলের জন্য কোন এলাকাটি উপযুক্ত তা নির্ধারণ।
১১. ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষি তথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন; কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে ১টি কৃষি কল সেন্টার স্থাপন।
১২. বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির কল সেন্টারসমূহে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ; ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information & Communication Centre, AICC) স্থাপন।
১৩. কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন।
১৪. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর উপকেন্দ্র স্থাপন।[৮]
১৫. আমদানিকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
১৬. ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয়করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফুল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ।
১৭. সেচ কার্যক্রম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারিড পাইপ/ফিতা পাইপের প্রচলন এবং সেচ কাজে প্রি-পেইড মিটার ও এনার্জি মেজারিং পদ্ধতি স্থাপন; সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম গ্রহণ।

---

[৮] Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)

১৮. ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।
১৯. শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম (Post Harvest Management) সম্প্রসারণ।
২০. জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভুক্তকরণ এবং হাট বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।

৫.১১ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা সহায়ক সরকারি কার্যক্রমসমূহ (Government Programmes in Ensuring Food Security in Bangladesh)

বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর অন্যতম। কিন্তু নানা কারণে এখানে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে এক্ষেত্রে সরকার বসে এমন সব কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে যা এদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক। যেমন—

১. সরকার বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক ভূমিকা পালন করছে। কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
২. খাদ্যোৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা এবং কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে।
৩. খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. পরমাণু ও প্রাণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প-সময়ে (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ-পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
৫. স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত চাষের ফলে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় অভাবের সময় খাদ্যাভাব দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে।
৬. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান জোরদার ও খাদ্য আমদানির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।
৭. সরকার পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে।
৮. নগদ খাদ্য সহায়তা হিসেবে যেমন- ওপেন মার্কেট সেল (OMS), ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (EP), আদারস প্রায়োরিটি (OP), লার্জ ম্যানপাওয়ার (LE) প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দেয়া হচ্ছে।
৯. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে যেমন- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (TR), ভারনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভারনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (VGD), গ্রাটিসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হচ্ছে।
১০. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৩.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক খাতে ১৪.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক সহায়তা হিসেবে ৫.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ১৯.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।[৯]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'কাবিখা' শব্দটির পূর্ণরূপ কী?
২. BINA কী?
৩. মঙ্গা অর্থ কী?
৪. OMS কী? *[রাবি ২০১২-১৩]*
৫. VGF কী? *[চবি ঘ' ইউনিট ২০০৭-০৮]*
৬. VGD কী?
৭. মঙ্গা কী? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 'বি' ইউনিট ২০১২-১৩]*

▶ উত্তরের জন্য ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য পরিচালিত পাঁচটি কর্মসূচির নাম লেখো।

---

[৯] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

পাঠ ৭

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে করণীয়; খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির বিভিন্ন ব্যবস্থা

৫.১২ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে করণীয়
(Measures to be taken for achieving Food Security in Bangladesh)

বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও প্রকৃত অর্থে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন অবস্থা থেকে অনেক দূরে রয়েছে। খাদ্যশস্য বাদে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের অপ্রতুল সরবরাহ, বেশিরভাগ সাধারণ লোকের খাদ্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে, খাদ্য-তালিকায় পুষ্টিকর খাদ্যাদির অনুপস্থিতি, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি এ অবস্থার জন্য দায়ী। সুতরাং, বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জোর প্রচেষ্টা চালানো একান্ত দরকার। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—

৫.১৩ খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি (Increase of Food Access)

বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্যসহ উৎপাদিত অন্যান্য খাদ্যের প্রাপ্যতা অনেক কম। এজন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১. **খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি:** বিভিন্ন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য করণীয় দিকসমূহ হলো:
   - i. সেচব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দূরীকরণের মাধ্যমে অনাবাদি জমিগুলোকে চাষের অধীনে আনয়ন;
   - ii. বছরে একই জমিতে তিন-চারবার শস্য উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;
   - iii. সকল ধরনের শস্য চাষের ক্ষেত্রে উফশী প্রযুক্তির ব্যবহার।

   উফশী প্রযুক্তি: কৃষি উৎপাদনে উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার, গভীরভাবে ভূমি কর্ষণ, ঘন করে চারা রোপণ, প্রয়োজনমাফিক রাসায়নিক সার ব্যবহার, পোকামাকড় ও শস্য রোগের বিরুদ্ধে সময়মতো কীটনাশক প্রয়োগ, নিয়মিত পানি সেচ ও জলমগ্ন ক্ষেত্র থেকে পানি নিষ্কাশন প্রভৃতিকে একত্রে উফশী প্রযুক্তি বলে।

২. **প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ:** খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানোর জন্য কৃষকদেরকে সাশ্রয়কৃত দামে সেচযন্ত্র, সার, কীটনাশক, জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি উপকরণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য এসব উপকরণের ওপর ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।

৩. **সম্পূরক খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি:** খাদ্যের যোগান বৃদ্ধির জন্য কেবল চাল ও গমের উৎপাদন বাড়ালেই চলবে না; খাদ্যের সার্বিক যোগান বাড়ানোর জন্য ভুট্টা, আলু, ডাল, তেলবীজ, শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদিও অধিক পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলোর উৎপাদন বাড়লে সামগ্রিকভাবে খাদ্যের প্রাপ্যতা বাড়বে এবং জনসাধারণের খাদ্যের মানও বৃদ্ধি পাবে।

৪. **বন্যা নিয়ন্ত্রণ:** দেশে খাদ্যের প্রাপ্যতা বাড়াতে হলে এখানে প্রতি বছর সংঘটিত বন্যায় বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিনষ্ট হওয়া রোধ করতে হবে। দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে খাদ্যের যোগান অনেকটাই স্থিতিশীল হবে।

৫. **খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন:** খাদ্যের চাহিদার সাথে তার যোগানের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। ভাত ও রুটির সাথে বেশি পরিমাণে আলু, সবজি ইত্যাদি গ্রহণ করলে চাল ও গমের চাহিদা কমবে এবং তার যোগান, চাহিদার সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

৬. **বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন:** বাংলাদেশের কৃষকরা বেশিরভাগই আত্মপোষণের জন্য চাষাবাদ করে বলে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। তাই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যের উৎপাদন শুরু করলে দেশে সার্বিকভাবে খাদ্যের যোগান বাড়বে।

৭. **কৃষি-উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তন:** খাদ্যের যোগান বৃদ্ধির জন্য কৃষি-উৎপাদন কৌশলের যুগোপযোগী পরিবর্তন আবশ্যক। এক্ষেত্রে শস্যের ক্রমাবর্তন[১০] (Rotation of crops), বহুমুখী শস্যোৎপাদন বিন্যাস[১১] (Multiple cropping pattern) ইত্যাদি পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

---

[১০] একই জমিতে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যশস্যের চাষ

[১১] একই জমিতে একই মৌসুমে এক সঙ্গে একাধিক শস্যের চাষ, যেমন— আখ চাষের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন সারিতে পিঁয়াজ, মরিচ, ডালের চাষ

৫.১৪ খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির বিভিন্ন ব্যবস্থা (Different Steps to Increase of Food Access)

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য তার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি বা স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে আরও কিছু ভিন্নধর্মী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **বাফার স্টক বৃদ্ধি:** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রবণ অঞ্চল। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের হার ও তীব্রতা উভয়ই বাড়তে পারে। এর ফলে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ও তার মজুদ দারুণভাবে বিঘ্নিত হতে পারে, যা অবশ্যই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পথে অন্যতম অন্তরায়। এ প্রেক্ষিতে দেশের স্বার্থে চাল ও গমের বাফার স্টকের পরিমাণ বাড়ানো উচিত, যাতে তার দ্বারা উদ্ভূত খাদ্য সংকটের কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়।

২. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ:** বাংলাদেশে যেহেতু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে হঠাৎ করে খাদ্যোৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব নয়, তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেই বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসলে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করেও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব হবে।

৩. **খাদ্য সংক্রান্ত সুষ্ঠু নীতি:** খাদ্য নিরাপত্তা স্থায়িভাবে অর্জনের জন্য একটি সুষ্ঠু সরকারি খাদ্য নীতি থাকা প্রয়োজন। এর অধীনে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য খাদ্য গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণ, অধিক পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজার সম্পর্কিত তথ্যাদি পরিবেশন ও জোরদারকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৪. **খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার:** দেশে খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হলে কৃষকদেরকে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উৎপাদনের উদ্ভাবিত নবতর উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। একই সাথে উৎপাদিত খাদ্য দেশে-বিদেশে যাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা বিতরণ দ্বারা জন-গুরুত্বসম্পন্ন লক্ষ্য অর্জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে। এর মাধ্যমে একটি কম্পিউটারের সাথে অপরাপর কম্পিউটার তথা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের যোগাযোগ স্থাপিত হলে মূল তথ্যকেন্দ্র থেকে তথ্য বিভিন্ন গ্রহীতা তথ্য কেন্দ্রে পাঠানো যায়। ফলে আইসিটি মারফত কৃষকরা তাদের কম্পিউটারের সাহায্যে ঘরে বসেই আবহাওয়া, কৃষি-উৎপাদন ও চাষাবাদ কৌশল, উদ্ভিদের পরিপুষ্টিকরণ ও পানির ব্যবহার, কৃষি সম্পর্কিত কাজে প্রদত্ত সরকারি ও বেসরকারি সুবিধাদি, উদ্ভাবিত নতুন নতুন বীজ, কৃষিপণ্যের চাহিদা, বিদ্যমান দাম ও মজুদ সংবাদ, শস্য ও পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিষেধক ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এর ফলে সমগ্র কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে তা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কোনটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা? */কু. বো. ২০১৭/*

২. শস্যের ক্রমাবর্তন কী?

৩. খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির প্রধান উপায় কী?

৪. একই জমিতে একই মৌসুমে এক সঙ্গে একাধিক শস্যের চাষকে কী বলে?

► উত্তরের জন্য ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

৫ জন শিক্ষার্থীদের দল গঠন করো। প্রতিটি দল বাংলাদেশে খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত ১টি করে পোস্টার বানাও। প্রতিটি দলের একজন সদস্য তা উপস্থাপন করো।

পাঠ ৮ নিরাপদ খাদ্য; নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব ও খাদ্য ভেজালমুক্তকরণ

৫.১৫ নিরাপদ খাদ্য (Safe Food)

নিরাপদ খাদ্য বলতে স্বাস্থ্যবিধি সম্মত ভেজালমুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যকে বোঝায়। এক্ষেত্রে অসংখ্য ধারাবাহিক পদক্ষেপ জড়িত রয়েছে। যেমন– ফার্ম থেকে খাবার টেবিল পর্যন্ত তথা খাদ্য লেবেলিং, পুষ্টিকর খাদ্য, খাদ্য সংযোগ কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, জীবপ্রযুক্তি, খাদ্য গাইডলাইন, সরকারি আমদানি ও রপ্তানি পরিদর্শন খাদ্যের সনদ প্রদান এবং খাদ্য উৎপন্ন থেকে ভোক্তা স্তরে পৌছানো পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্যস্তর বিস্তৃত। খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন অণুজীব ইষ্ট, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা খাদ্য বিষাক্ত হয় এবং এসব খাদ্য ভক্ষণে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। উন্নত বিশ্বে খাদ্য প্রস্তুতের মান মেনে চলা হলেও অনুন্নত দেশে তা মানা হয় না এবং নিরাপদ খাবার পানির অভাবে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

জেনে রাখো

বিশ্বখাদ্য নিরাপত্তা সূচকে বাংলাদেশ—

২০১২ সালে	৮১ তম
২০১৪ সালে	৮৮ তম
২০১৭ সালে	৮৯ তম
২০১৯ সালে	৮৩ তম
২০২২ সালে	৮৪ তম
২০২৩ সালে	৮১ তম

এর অর্থ দাঁড়ায় বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে আমরা পিছিয়ে আছি।

সুতরাং, যে খাদ্য ভোক্তা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ভক্ষণ করলে তার কোনো স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না, তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।

৫.১৬ নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব (Importance of Safe Food)

খাদ্য নিরাপত্তা নির্ধারণে তিনটি নিয়ামকের একটি হলো- খাদ্যের গুণগত মান ও নিরাপত্তা (quality & safety)। খাদ্যের গুণগত মান ও নিরাপত্তার নির্দেশকগুলো হলো খাদ্যের বহুমুখীকরণ, পুষ্টিমান ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের উপস্থিতি এবং প্রোটিনের মান।

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়যোগ্যতা থাকলেই চলবে না তার সাথে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা জরুরি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. **জনস্বাস্থ্যের হুমকি রোধ:** অনিরাপদ ও ভেজাল খাদ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ না করলে কর্মোদ্যম হ্রাস পায়, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভেজাল খাদ্য কিডনি, লিভার, শ্বাসকষ্ট, বদহজম, ডায়রিয়া, আলসার চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের কারণ। তাই জনস্বাস্থ্যের হুমকি রোধকল্পে নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন।

২. **কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি:** ভেজাল খাদ্য গ্রহণের কারণে মানুষের শরীর ভালো থাকে না। অল্প বয়সেই অসুস্থ হয়ে যায়, তার উৎপাদিকা শক্তি, কর্মক্ষমতা এবং আয় হ্রাস পায়। তাই মানুষের কর্মদক্ষতা, উৎপাদিকা শক্তি এবং আয় বৃদ্ধি কল্পে নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন।

৩. **খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:** নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি সবার অধিকার। আর ভেজালের দুষ্টচক্র থেকে খাদ্যকে রক্ষার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হতে পারে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক।

৪. **পুষ্টিকর বজায়:** ভেজাল খাদ্যে পুষ্টিমান সংরক্ষিত থাকে না। ফলে দেহ পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য উপাদান পায় না এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে নানাবিধ রোব্যাধি দেখা দেয়। তাই খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্য নিরাপদ খাদ্য জরুরি।

৫. **বাণিজ্যিক গুরুত্ব:** নিরাপদ খাদ্যের বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। মাছ, মাংস, ফল, শাকসবজি ইত্যাদিতে ভেজাল মিশ্রিত থাকলে এসব দ্রব্য ক্রেতা ক্রয় করতে চায় না। তাই বাণিজ্যিকভাবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন লাভজনক।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ:** ভেজালযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে বিভিন্ন জটিল রোগ হয়। এসব রোগ হতে মুক্তির জন্য বিদেশে চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে এবং বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। তাই বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় রোধ করতে হলে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ জরুরি।

৭. **শিশু মৃত্যুহার হ্রাস:** ভেজাল খাদ্য শিশুদের খুব দ্রুত আক্রান্ত করে। যেসব উপাদান দ্বারা খাদ্যে ভেজাল মেশানো হয় তা শিশুদের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। তাই শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকরণে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

৮. **গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি:** ভেজাল আর রাসায়নিক সন্ত্রাসের কবলে পড়ে খাদ্য পরিণত হচ্ছে বিষে। বিষময় অনিরাপদ খাদ্য ক্রমশই মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে প্রজন্মকে। তাই জনস্বাস্থ্যের হুমকিরোধ এবং গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ জরুরি।

৯. **সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা:** স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মন ও ভালো থাকে না। ফলে সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। তাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রয়োজন।

খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.১৭ খাদ্য ভেজালমুক্তকরণ (Checking of Food Adulteration)

খাদ্যে ভেজাল/ভেজাল খাদ্য: এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের মিশ্রণ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য রঙ প্রয়োগ ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল/ভেজাল খাদ্য বলে পরিচিত। তাছাড়া বাসি ও দুর্গন্ধযুক্ত বা পচে যাওয়া খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি, পরিবেশন ও সংরক্ষণ, খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার ও অপকৌশল অবলম্বন ইত্যাদিও ভেজাল খাদ্যের অন্তর্গত। মোট কথা, যে খাদ্য খেলে মানুষ রোগাক্রান্ত ও দুর্বল হয় এবং তার স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় তাই ভেজাল খাদ্য বলে বিবেচিত হতে পারে খাদ্যে ভেজাল দিলে খাদ্যের উপাদানে গুণগত পরিবর্তন আসে, যা শরীরের অন্তর্নিহিত কর্মকাণ্ডকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে এবং স্বাস্থ্যহানি ও জীবনহানির ঝুঁকি দেখা দেয়। খাদ্য দূষণ তিনভাবে হতে পারে। যেমন—

১. **ক্ষুদ্র অণুজীবের মিশ্রণে দূষণ:** এ ধরনের দূষণে খাদ্য দূষণকারী ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ইস্ট ইত্যাদি থাকে।

২. **রাসায়নিক মিশ্রণে দূষণ:** এ ধরনের দূষণে পরিচ্ছন্নতা সংশ্লিষ্ট পদার্থ, কীটনাশক জাতীয় পদার্থের বেহিসাবি ব্যবহার এবং সুগন্ধি সংশ্লিষ্ট।

৩. **শারীরিক দূষণ:** বালি, কাঁকর, কাচ, চুল, প্লাস্টিক, মৃত পতঙ্গ এরূপ মিশ্রণের ফলে শারীরিক দূষণ ঘটে।

খাদ্যের মৌলিক উপাদানসমূহ: সভ্যতা বিকাশের পূর্বে মানুষ জানতো না, কীভাবে খাদ্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে বা কাজকর্মে সাহায্য করে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সাথে সাথে মানুষ তা জানতে পারে। খাবারের মধ্যে ছয় প্রকার মৌলিক উপাদান থাকে। যেমন— ১. কার্বোহাইড্রেড বা শর্করা; ২. প্রোটিন বা আমিষ; ৩. ফ্যাট বা তৈল জাতীয় খাবার; ৪. ভিটামিন; ৫. খনিজ লবণ ও ৬. পানি। এসব উপাদান শরীরের ভিতরের কর্মকাণ্ডকে সুচারুরূপে ও নিরলসভাবে চলতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্য পরিস্থিতি (Adulterant Food Situation in Bangladesh): বর্তমানে বাংলাদেশে বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য-চাহিদার তুলনায় তার যোগান অপ্রতুল। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন খাদ্যের দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে— খাদ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পরিবহণ ও সংরক্ষণজনিত সমস্যা। এ পরিস্থিতিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও পরিবেশন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে লাভ অনেক বেশি হওয়ায় ভেজাল খাদ্যের ব্যবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংস, দুধ, মিষ্টি, প্যাকেটজাত খাদ্য ও ইফতারি সামগ্রীসহ প্রায় সব ধরনের খাবারে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়। বিভিন্ন সময়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ, আন্দোলন কর্মী ও ভোক্তা অধিকার কর্মীদের বক্তব্যে, এফবিসিসিআই-এর বক্তব্যে, গণমাধ্যমে

প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রতিবেদনে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের বাজারে মৌসুমি ফলে ফরমালিন পরীক্ষার ফলাফল ও বিষাক্ত খাদ্যের ব্যাপকতার যে চিত্র ফুটে ওঠে তা রীতিমত আতঙ্কজনক। ফলে জনস্বাস্থ্য আজ বিপন্ন ও জনজীবন হুমকির সম্মুখীন। ভেজাল খাদ্য খেয়ে জনসাধারণ পেটের নানা রকম পীড়ায় ভুগে। শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে যাওয়া, স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া, শারীরিক ওজন অত্যধিক কমা বা বাড়া, চুল পড়া, মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ক্লান্তি এসবই ভেজাল খাদ্যের ফল বলা যায়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ভেজাল খাদ্য এক মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। খাদ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথোফেন, কাপড়ের রং, কীটনাশক যেমন— এন্ড্রিন, ডিডিটি, হেপ্টাক্লোর ইত্যাদি। ফল কৃত্রিম উপায়ে পাকাতে ব্যাপকভাবে ক্যালসিয়াম কার্বাইড, কপার সালফেট, কার্বনের ধোঁয়া, পটাশের লিকুইড সলিউশন, কৃত্রিম ক্রমবৃদ্ধি নিয়ামকসহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এবং তাজা ও সতেজ রাখতে ফরমালিন ব্যবহার করা হচ্ছে। আম, কলা, খেজুর, পেঁপে, আনারস, মালটা, আপেল, আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফলে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড, কীটনাশক, ইথোফেন, ফরমালিন ইত্যাদি। মাছে ফরমালিন, শাকসবজিতে কীটনাশক, শুঁটকিতে ডিডিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। টমেটোতে ব্যবহৃত হচ্ছে ফরমালিন। মিষ্টিতে কাপড়ের রং, আলকাতরা এবং কৃত্রিম মিষ্টিদায়ক প্রয়োগ করা হয়। এমনকি মুড়ি ও চিড়াতেও হাইড্রোজ, ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির উৎপাদিত প্যাকেটজাত খাদ্য যেমন– ফলের রস, স্ন্যাকসফুড, জ্যাম-জেলি, আচার-চাটনিতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রং ব্যবহার করা হয় এবং সেমাই ও নুডুলসে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।

রেল ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, মোটরযান, নৌযান ও কলকারখানার পোড়া তেল ও মবিল মিশ্রিত তেল দিয়ে ইফতারসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী ভাজা হয়। এছাড়াও একই তেল বারবার ব্যবহার করা হয়। রমজানে বিশেষ করে ঈদে সেমাই এর ব্যাপক চাহিদা থাকে বিধায় নিম্নমানের দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেমাই তৈরি করাসহ বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফরমালডিহাড ক্যান্সার সৃষ্টিকারক ক্ষতিকর একটি গ্যাস। ফরমালডিহাডের জলীয় মিশ্রণ হচ্ছে ফরমালিন। এটি আয়তনে ৪০% বা ওজনে ৩৭% ফরমালডিহাড, ১০-১২% মিথানল। ফরমালিন সংক্রামক রোগজীবাণুনাশক বা জীবাণু প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মিথানল দ্রবণটি নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। অন্যথায় আগুন ধরা বা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ তাই একান্তভাবেই কাম্য।

বাংলাদেশে খাদ্য ভেজালমুক্তকরণে করণীয়সমূহ: এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার নিম্নমানের একটি অন্যতম কারণ হলো ভেজাল খাদ্য। বর্তমানে এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্য ব্যাপকভাবে উৎপাদন, বিক্রি ও পরিবেশন করা হয়। এ অবস্থা জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও কর্মক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির পথে একটি বিরাট অন্তরায়। এ অবস্থা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাই দেশে খাদ্য ভেজালমুক্তকরণে যা যা করা দরকার তা করা উচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আদর্শ খাদ্য বলতে কোন খাদ্যকে বোঝায়? */সি. বো. ২০১৭/*
২. খাদ্য নিরাপত্তায় কীসের দ্বারা প্রোটিনের ঘাটতি মেটানো যায়? */ঢা. বো. ২০১৬/*
৩. খাদ্য দূষণ কয় ধরনের?
৪. খাবারের মৌলিক উপাদান কয়টি?
৫. বর্তমানে বাংলাদেশে কোনটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে?

▶ উত্তরের জন্য ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলগত কাজ

ক, খ, গ ও ঘ এই চারটি দলে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের ভেজাল খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ক পোস্টার বানাও। [ক দল: ভেজাল ফল; খ দল: ভেজাল পানীয়; গ দল: প্রসাধনীতে ভেজাল; ঘ দল: ভেজাল খাবার।

পাঠ ৯ ও ১০

খাদ্য নিরাপদকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ও খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের ভূমিকা

৫.১৮ খাদ্য নিরাপদকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা (Role of the Government and NGOs for Ensuring Food Safety)

বাংলাদেশে ১৯৫৯ সালে 'পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স' নামে একটি আইন ছিল। মানুষের জীবন ও সুরক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে এবং একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করে। এ আইনের উদ্দেশ্যে হলো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে কার্যকর হয় এবং ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়।

BSTI কী?

'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন' বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। এটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত। ১৯৫৬ সাল থেকে বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি শিল্প ও প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী সমাজের টেস্টিং-এর জন্য কেন্দ্রীয় টেস্টিং ল্যাবরেটরি চালু হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৫ সালে সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে দুটি প্রতিষ্ঠান এক করে 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন' গঠন করে। দেশের একমাত্র জাতীয় মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে শিল্প, বৈদ্যুতিক ও প্রকৌশল পণ্য এবং খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্যের মানসনদ দিয়ে আসছে বিএসটিআই।

মাঠ পর্যায়ে খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার খাবারের পাত পর্যন্ত খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত সরকার ও কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে:

১. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩; ২. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪; ৩. খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার, প্রবিধানমালা, ২০১৭; ৪. নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭; ৫. মোড়কবন্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭; ৬. খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭; ৭. নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭।

প্রতিটি খাদ্য উৎপাদক বা ব্যবসায়ীকে উপযুক্ত আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে খাদ্য উৎপাদন বা ব্যবসা পরিচালনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে কঠোর এবং অজামিনযোগ্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এ শাস্তি ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হতে পারে। এছাড়াও উচ্চতর দণ্ডযোগ্য অপরাধের জন্য Special Power Act, ১৯৭৪-এর অধীন বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে মামলা করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। তথ্যসূত্র: খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য নিয়ে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিলে ২ বছর কারাদণ্ড, নিবন্ধন ছাড়া বিপণন করলে ২ বছর, ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত কাউকে দিয়ে খাদ্য বিক্রি করালে ৩ বছর কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে এ আইনে। খাদ্যে ভেজাল মেশালে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, যা ১৯৭৪ এর ২৫-গ ধারা, স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট প্রযোজ্য। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি মনিটর করে BSTI (Bangladesh standardsTesting institution) নামক প্রতিষ্ঠানটি। এ প্রতিষ্ঠান কোন খাদ্যে কী পরিমাণ উপাদন থাকার কথা এবং কী পরিমাণ রয়েছে তা তদারকি করে থাকে। এ দেশে খাদ্য ভেজালমুক্তকরণে করণীয়গুলো নিম্নরূপ:

১. খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের কোনো পর্যায়েই যাতে তা বিষাক্ত না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. কোনো খাদ্যদ্রব্যের উন্নতমানের সাথে তার নিম্নমানের সংমিশ্রণ রোধ;
৩. কোনো খাদ্যদ্রব্য মান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হলে একেক শ্রেণির খাদ্য একেক জায়গা থেকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা;

৪. খাদ্যশস্য মাড়াই ও সংরক্ষণের সময় তাতে ধুলা-বালি, পাথরকুঁচি ইত্যাদি মিশ্রিত না হয় তা দেখা;

৫. খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে পরিমিত বা ন্যূনতম কীটনাশক ব্যবহার;

৬. কেবল সরকার বা পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত ও লাইসেন্সধারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা;

৭. ভেজাল খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা;

৮. মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে খাদ্য ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদারকরণ এবং কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ;

৯. প্রচারণার মাধ্যমে ভেজাল খাদ্যের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

১০. কোনো প্রকার বৈষম্য বা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ;

১১. টিসিবির মাধ্যমে শুধু লাইসেন্সধারীদের নিকট ফরমালিন বিক্রি করা;

১২. শহর, বন্দরের হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও খাবারের দোকানগুলোতে মরা মুরগি, পচা সস ইত্যাদি পরিবেশন থেকে বিরত রাখতে হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ঝটিকা অভিযান আর জনসচেতনতার বিকল্প নেই।

খাদ্য নিরাপদকরণে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা: সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহও (NGO'S) খাদ্য নিরাপদকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে নানাভাবে ভূমিকা পালন করছে। এসব বেসরকারি সংস্থাসমূহ দেশের দরিদ্র, ভূমিহীন, ছিন্নমূল মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। বর্তমানে কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (CAB), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (BAPA), দশের বাংলাদেশ (DOSHER Bangladesh) ইত্যাদি বেসরকারি সংস্থাসমূহ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের ভূমিকা রাখছে। যেমন–

i. **স্বাস্থ্য সচেতনতা:** বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অবহিত করে থাকে। যার মধ্যে নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ii. **শিক্ষা কার্যক্রম:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণি-বয়সের লোকদের শিক্ষা প্রদান করে তাদেরকে শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তুলছে। যা পরোক্ষভাবে ভেজাল খাদ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে এবং নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে আগ্রহী হবে।

iii. **এনজিওদের সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান:** স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে এনজিওসমূহ স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

iv. **ভোক্তা অধিকার আইন বাস্তবায়নে:** ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনকারী সংস্থা ক্যাব নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকে। একই সাথে অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাসমূহও ভেজালবিরোধী প্রচারণা, ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত, ভোক্তা অধিকার আইন বাস্তবায়ন ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করছে।

সর্বোপরি জনসচেতনতা, সাবধানতা, ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সততার কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া দেশের স্বার্থে খাদ্যে ভেজাল আর ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতা আর তথ্যভিত্তিক প্রচারণা চালাতে পারে।

৫.১৯ খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের ভূমিকা (Role of the Public in Food Safety)

ভেজাল খাবার যে শুধু জনসাধারণের স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা নয়; এতে চাপ পড়ছে অর্থনীতির ওপরও। এ প্রভাবে যেসব মারাত্মক অসুখে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে তার চিকিৎসার ব্যয় অত্যাধিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা লাগে, কখনোবা আজীবন চিকিৎসা করতে হয়। এতে মানুষের কষ্টার্জিত টাকার বড় অংশ চলে যাচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা সেবায়। অথচ ভেজাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এ বাড়তি অসুখ তথা বাড়তি খরচ প্রতিরোধ করা যেত। আবার খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা একচেটিয়া মুনাফা করে যাচ্ছে, যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে ভালো ব্যবসায়ীদের ওপর। দ্রুত পাকানো আর পচন রোধের কেমিক্যাল দেওয়া খাবারের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা হয় বিরাট লোকসানের বোঝা কাঁধে নিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলছেন অথবা সময়ের স্রোতে নিজেরাও ভেজালের কারবারে যুক্ত হচ্ছেন। লাভ ও লোভের বলি শুধু ভোক্তারাই হবেন তা নয়, অসাধু ব্যবসায়ীরাও এর থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

ভেজালের এ কালো থাবা থেকে নিস্তার পেতে হলে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। মূলত সরকারের দায়িত্বই এখানে প্রধান। ভেজালবিরোধী আইন কঠোর করতে হবে এবং এর প্রয়োগও হতে হবে দ্রুত ও যথাযথ। ভ্রাম্যমাণ আদালতের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এর কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ভেজাল খাবার রোধের জন্য মানুষের সচেতনতা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সচেতন মহলকেই এগিয়ে আসতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে, ভেজালের ব্যাপ্তি ও পরিণতি ব্যাখ্যা করতে হবে, এগুলো থেকে বেঁচে থাকার পথও দেখাতে হবে। আমাদের দেশে যে হারে দুরারোগ্য ব্যাধি বাড়ছে, তাতে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করার ব্যাপারে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিরোধ করার যত ব্যবস্থা তা নিতে সরকারসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে রোগব্যাধির সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং তার চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিক দৈন্যসহ নানামুখী চাপে মানুষ হিমশিম খাবে। রোগব্যাধি যেমন বাড়বে তেমনি সঙ্গে তৈরি হবে মেধাশূন্য জাতি, যা দেশের জন্য এক ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. BSTI-এর পূর্ণরূপ কী? *[রা. বো; ব. বো. ২০১৯, য. বো. ২০১৬]*
২. ‘বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ’ কত সালে গঠিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
৩. বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী? *[য. বো. ২০১৭]*
৪. নিরাপদ খাদ্যের প্রধান অন্তরায় কী? *[রা. বো. ২০১৬]*
৫. CAB-এর পূর্ণরূপ কী?
৬. কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফরমালিন বিক্রি করতে পারবে?
৭. কোনটি ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনকারী সংস্থা?
৮. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন— কে? *[জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. ২০২২-২৩]*
৯. ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কোন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত? *[৪৬তম বিসিএস*

▶ উত্তরের জন্য ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপদকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পাঁচটি পদক্ষেপ তালিকায় প্রদর্শন করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে; ২. মৌলিক খাদ্যের প্রাপ্যতা; ৩. Food and Agriculture Organization; ৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ; ৫. খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কিত।

পাঠ-২: ১. খাদ্যের প্রাপ্যতা ও ক্রয়ক্ষমতা; ২. তিনটি; ৩. চারটি; ৪. খাদ্যের যোগান ; ৫. খাদ্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা; ৬. প্রায় ৬০%; ৭. প্রথম।

পাঠ-৩: ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি; ২. প্রয়োজনমাফিক পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তি; ৩. খাদ্যের সদ্ব্যবহার; ৪. স্বাস্থ্যসম্মত বিধি-নিষেধ পালন।

পাঠ-৪ ও ৫: ১. তিনভাবে; ২. ২৫তম; ৩. তৃতীয়; ৪. তৃতীয় ; ৫. অষ্টম; ৬. উন্নত জাতের ছাগল; ৭. দ্বাদশ; ৮. ৮০তম।

পাঠ-৬: ১. কাজের বিনিময়ে খাদ্য; ২. Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture; ৩.মঙ্গা অর্থ দুর্মূল্য বা আকাল; ৪. ওপেন মার্কেট সেল; ৫. ভারনারেবল গ্রুপ ফিডিং; ৬. ভারনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট, ৭. বিশেষ এলাকা ও সময়ে খাদ্য ও কর্মের সংকট।

পাঠ-৭: ১. খাদ্য উৎপাদন; ২. একই জমিতে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যশস্যের চাষ; ৩. খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি; ৪. বহুমুখী শস্যোৎপাদন বিন্যাস।

পাঠ-৮: ১. পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যকে; ২. মাছ-মাংস; ৩. তিন; ৪. ছয়টি; ৫. ভেজাল খাদ্য।

পাঠ-৯ ও ১০: ১. Bangladesh Standards and Testing Institution; ২. ২০১৫ সালে; ৩. BSTI; ৪. ভেজাল প্রবণতা ; ৫. Consumer Association of Bangladesh; ৬. TCB; ৭. ক্যাব; ৮. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট; ৯. বাণিজ্য।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)	এফএও জাতিসংঘের একটি সংস্থা, যা ক্ষুধাকে জয় করার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেয়। FAO উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কৃষির আধুনিকায়ন, উন্নত বন এবং মৎস্য চাষ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সকলের জন্য পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
খাদ্য নিরাপত্তা	খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায় একটি পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সর্বদা পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা, যাতে তারা একটি কর্মঠ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে। অর্থাৎ সরবরাহকৃত খাদ্য পুষ্টিকর, নিরাপদ এবং চিরাচরিতভাবে ভোগ করা যায় এমন হওয়া উচিত।
খাদ্যের প্রাপ্যতা	খাদ্যের প্রাপ্যতা বলতে ব্যক্তি ও পরিবারের চাহিদার প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তিকে নির্দেশ করে। এটি দেশীয় উৎপাদন, নিট আমদানি, বৈদেশিক সাহায্য, নিট বৈদেশিক বাণিজ্য এবং দেশের খাদ্য মজুদের উপর নির্ভর করে।
খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা	খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা তখনই নিশ্চিত হবে, যখন প্রতিটি পরিবার বা ব্যক্তির পর্যাপ্ত সম্পদ থাকবে, প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান করতে পারবে। তবে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ ব্যক্তি বা পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না যদি জনগণের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকে।
খাদ্যের ব্যবহার	খাদ্যের ব্যবহার বা উপযোগিতা বলতে মানুষের শরীরের সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং হজমের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াকে বোঝায়। লিঙ্গ, দারিদ্র্য, বয়স কাঠামো, সামর্থ্য, ভৌগোলিক অবস্থান ও রীতিনীতি, সম্প্রদায়গত আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ খাদ্যের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে।
ফরমালিন	ফরমালিন হচ্ছে ফরমাল ডিহাইডের জলীয় মিশ্রণ। ফরমালিন সংক্রামক জীবাণুনাশক বা জীবাণু প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যকে পচনশীলতার হাত থেকে রক্ষার জন্য ফরমালিন ব্যবহৃত করছে।
নিরাপদ খাদ্য	নিরাপদ খাদ্য ধারণা মূলত খাদ্য উৎপাদন হতে ভোগ পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে, যা খাদ্য গ্রহীতাকে এ সংক্রান্ত বিষয় হতে সর্বাত্মকভাবে নিরাপদ ও সুস্থ রাখবে। সুতরাং, যে খাদ্য ভোক্তা তার রীতি অনুযায়ী ভক্ষণ করলেও তার কোনো স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না তাকে নিরাপদ খাদ্য বলে।
ভিজিডি	ভিজিডি-এর পূর্ণরূপ হলো, Vulnerable Group Development, যার অর্থ দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি।
ভিজিএফ	ভিজিএফ এর পূর্ণরূপ হলো— Vulnerable Group Feeding যার অর্থ হলো দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য কর্মসূচি।
কাবিখা	১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী চরম খাদ্যাভাব দেখা দিলে বিশেষ করে খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য এবং গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্বের কারণে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মানুষ অনাহারের সম্মুখীন হলে সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বা কাবিখা চালু করে। এ কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামীণ শ্রমিকদের মজুরি নগদ অর্থে না দিয়ে খাদ্যশস্যের মাধ্যমে পরিশোধ করা।
বিএমআই (BMI)	BMI মানে শরীরের উচ্চতা অনুযায়ী ওজনের অনুপাত। যার উপর ভিত্তি করে কাউকে রোগা বা মোটা বলা হয়। BMI= Body Mass Index, আদর্শ ওজন হচ্ছে আপনার উচ্চতার তুলনায় আপনার ওজন এখন কত হওয়া উচিত তার পরিমাপ।
খাদ্য ভেজাল	সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা অধিক লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল দিয়ে থাকে। এটি মূলত এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের মিশ্রণে, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য সংমিশ্রণে, খাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিষাক্ত রঙ প্রয়োগের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
ভেজাল	ভেজাল হলো খাঁটি নয় এমন। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে নিকৃষ্ট দ্রব্যের মিশ্রণকেই মূলত ভেজাল হিসেবে অভিহিত করা হয়। ভেজাল মিশ্রণ খাদ্যকে বিষে পরিণত করে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

প্রশ্ন-১. খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম পূর্বশর্ত কী?

উত্তর: খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা।

প্রশ্ন-২. খাদ্য নিরাপত্তা কী?

[ব. বো. ১৯; য. বো. ১৯, ১৭; রা. বো. ১৬]

উত্তর: খাদ্য নিরাপত্তা এমন এক অবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে দেশের সব মানুষ সবসময় বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতা রাখে।

■ খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ

প্রশ্ন-৩. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী?

[দি. বো. ১৯; দি. বো. ১৭, ১৬; আলিম ১৮]

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

প্রশ্ন-৪. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা কী? *[ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর, নির্দিষ্ট দামে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে।

প্রশ্ন-৫. খাদ্যের উপযোগিতা কী? *[কু. বো. ১৯; সি. বো. ১৬]*

উত্তর: পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের সন্তোষজনক ও টেকসই যোগান, যা গ্রহণে সকল মানুষের সক্ষমতা রয়েছে, তাই খাদ্যের উপযোগিতা।

প্রশ্ন-৬. খাদ্য নিরাপত্তার দিক কাকে বলে?

উত্তর: যে সমস্ত বিষয় খাদ্য নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে তাদের সমন্বিত রূপকে খাদ্য নিরাপত্তার দিক বলে।

প্রশ্ন-৭. খাদ্যের ব্যবহার কী?

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কর্তৃক তাদের শরীরে প্রয়োজনীয় উপাদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য গ্রহণকেই খাদ্যের ব্যবহার বলে।

■ বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি

প্রশ্ন-৮. খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি কাকে বলে?

উত্তর: যে পরিমাণ খাদ্য মজুত রাখলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না তাকেই খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি বলা যায়।

প্রশ্ন-৯. কখন একটি দেশে খাদ্য অনিরাপত্তা দেখা দেয়?

উত্তর: একটি দেশে খাদ্য প্রাপ্তি অপর্যাপ্ত হলে, জনসাধারণ খাদ্য ক্রয়ে অক্ষম হলে কিংবা ভোগকৃত খাদ্যাদি যথেষ্ট পুষ্টিসম্পন্ন না হলে খাদ্য অনিরাপত্তা দেখা দেয়।

■ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

প্রশ্ন-১০. জাতীয় খাদ্য নীতি কাকে বলে?

উত্তর: যেকোনো দেশে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, যোগান, আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ, মূল্য নির্ধারণ, উৎপাদনে ভর্তুকি দান ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালাকে জাতীয় খাদ্য নীতি বলে।

■ নিরাপদ খাদ্যের ধারণা ও গুরুত্ব

প্রশ্ন-১১. নিরাপদ খাদ্য কী? *[সি. বো. ১৯, ১৭; কু. বো., চ. বো., ব. বো., রা. বো. ১৮; রা. বো. ১৭; ঢা. বো., চ. বো. ১৬]*

উত্তর: যে খাদ্য উৎপাদনক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌছানো পর্যন্ত কোনোভাবেই কলুষিত হয় না এবং স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না তাকে নিরাপদ খাদ্য বলা হয়।

প্রশ্ন-১২. কখন খাদ্য পুষ্টিকর হয়?

উত্তর: খাদ্যে আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ লবণ এবং পানি জাতীয় উপাদান পরিমিত পরিমাণে থাকলে তা পুষ্টিকর হয়।

প্রশ্ন-১৩. পুষ্টি কী?

উত্তর: যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মানবদেহে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও পরিশোধিত হয়ে সমস্ত দেহের কোষে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের বৃদ্ধি, রক্ষণবেক্ষণ ও শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে তাকে পুষ্টি বলে।

প্রশ্ন-১৪. পুষ্টিকর খাদ্য কী? *[চ. বো. ১৯; আলিম ১৭]*

উত্তর: খাদ্যের ছয়টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবারই পুষ্টিকর খাদ্য। অর্থাৎ যেসব খাদ্যে আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পানি জাতীয় উপাদান পরিমিত পরিমাণে থাকে সেগুলোকে পুষ্টিকর খাদ্য বলা হয়।

খাদ্যে নিরাপদকরণে সরকার, বেসরকারি সংস্থার ও জনসাধারণের ভূমিকা

প্রশ্ন-১৫. BSTI কী?

উত্তর: বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI- Bangladesh Standards and Testing Institution)।

প্রশ্ন-১৬. ভেজাল খাদ্য কী?

[ঢা. বো. ১৯, ১৮; দি. বো., য. বো., সি. বো. ১৮; আলিম ১৯]

উত্তর: এক খাদ্যের সাথে অন্য খাদ্যের সংমিশ্রণ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্যে এমন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার, খাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং প্রয়োগ ইত্যাদি একত্রে খাদ্যে ভেজাল বা ভেজাল খাদ্য বলে পরিচিত।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. খাদ্যের প্রাপ্যতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: কোনা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যক দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা। প্রাপ্যতা চারটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল এবং একই সঙ্গে তাদের সমষ্টির ওপর নির্ভরশীল। এ উপাদানগুলো হলো– দেশজ খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য আমদানি, খাদ্য সাহায্য এবং খাদ্যের মজুত। এদের মধ্যে ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য দেশজ খাদ্য উৎপাদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে সারা পৃথিবীতে দেশজ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-২. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের যোগ্যতাকেই খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলে।

যদি জনসাধারণ উন্নত জীবনযাত্রায় প্রবেশ করে তবে তাদের খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতারও উন্নতি ঘটে। খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতার অন্যতম নিয়ামক ব্যক্তির আয়। যদি ব্যক্তির আয় কম হয় তবে তার ক্রয়যোগ্যতাও কমে যায়। আবার কোনো ব্যক্তির আয়ের স্তর বৃদ্ধি পেলে তার খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-৩. খাদ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় কেন? *[ঢা. বো. ১৯]*

উত্তর: খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি দিকের যেকোনো একটি দিক নিশ্চিত না হলেই খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

খাদ্য নিরাপত্তার দিক তিনটি হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা ও খাদ্যের ব্যবহার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মোট দেশজ উৎপাদন কম হলে সরকার দেশের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ করতে ব্যর্থ হয়। এতে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আবার দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, নিম্ন আয় ইত্যাদি কারণে জনগণ প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় করতে না পারলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া খাদ্যে ভেজাল, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের (যেমন- ফরমালিন) ব্যবহার এবং নিম্ন পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি কারণেও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

প্রশ্ন-৪. খাদ্য প্রাপ্যতাই কী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট?

[য. বো. ১৭; আলিম ১৯]

উত্তর: খাদ্য প্রাপ্যতাই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের প্রাপ্তিকে খাদ্যের প্রাপ্যতা বলে। এটি খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যক দিক। তবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কেবল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়; সেই সাথে জনগণের খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতাও থাকতে হবে। অর্থাৎ খাদ্য প্রাপ্তি জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকতে হবে।

প্রশ্ন-৫. নিরাপদ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

[দি. বো. ১৯; ব. বো. ১৭; দি. বো., ব. বো. ১৬]

উত্তর: খাদ্য জীবনমৃত্যুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

এজন্য তা নিরাপদ হওয়া চাই। নিরাপদ খাদ্য মানুষকে সুস্থ-সবল ও কর্মক্ষম রাখে এবং তার আয়ুষ্কাল বাড়ায়। এর বিপরীতে দুষিত খাদ্য মানুষকে রোগাক্রান্ত, দুর্বল, অক্ষমরূপে বেড়ে উঠতে বাধ্য করে এবং তার আয়ুষ্কাল কমায়। অনিরাপদ খাদ্য মানুষের মৃত্যুও ঘটায়। তাই মানুষের জীবনে নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অত্যাধিক।

প্রশ্ন-৬. খাদ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন?

[কু. বো., চ. বো., ব. বো., রা. বো. ১৮; চ. বো. ১৬]

উত্তর: খাদ্য যাতে পচে বা নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

খাদ্য সংরক্ষণ বলতে খাদ্য যেন পচে বা নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে খাদ্যের গুণগত

মান অনুসারে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে মজুত রাখাকে বোঝায়। খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্যের অপচয় রোধ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক কারণে সব খাদ্যই পচে যায়। আবার বিভিন্ন কারণে খাদ্য নষ্ট হতে পারে।

প্রশ্ন-৭. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কীভাবে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। *[দি. বো. ১৭]*

উত্তর: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে খাদ্যের ওপর চাপ হ্রাস পায়, যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর জনসংখ্যা বাড়তে থাকলেও তার সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেই বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসলে আগের থেকে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করেও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।

প্রশ্ন-৮. 'জনসচেতনতা সৃষ্টি ব্যতীত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়'— ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো. ১৭]*

উত্তর: খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনসাধারণের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণ স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা অসচেতন। তাই এসব দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জনগণের কণ্ঠস্বর থাকে দুর্বল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। দরিদ্র দেশের জনগণের এই অসচেতনতাকে পুঁজি করে অতি মুনাফালোভী, অসৎ ব্যবসায়ীরা আঙুল ফুলে রাতারাতি কলাগাছ হতে চায়। এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণ সরকারের পাশাপাশি ভেজালবিরোধী সভা, সেমিনার, ভেজালবিরোধী অভিযানে সহযোগিতা করলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। তাই বলা যায়, জনসচেতনতা সৃষ্টি ব্যতীত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন-৯. 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে'— ব্যাখ্যা করো। *[চ. বো. ১৭]*

উত্তর: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক হলে খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে খাদ্য উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। সুতরাং বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-১০. খাদ্যের প্রাপ্যতা কীভাবে মজুত দ্বারা প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো। *[য. বো. ১৬]*

উত্তর: একটি দেশের সার্বিক প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে খাদ্য মজুতের ভূমিকা অপরিসীম।

খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম অত্যাবশ্যক দিক হলো খাদ্যের প্রাপ্যতা। আর এই প্রাপ্যতাকে পর্যাপ্ত রাখার জন্য প্রয়োজন খাদ্য মজুত রাখা। এর ফলে আপদকালীন খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করা যায়। মূলত সরকারের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ, আমদানি এবং খাদ্য সাহায্যকে অবলম্বন করে খাদ্যের মজুত গড়ে ওঠে। যেমন— বাংলাদেশে সরকার প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রাখে। যা দেশের খাদ্যের প্রাপ্যতা তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-১১. 'ভেজাল খাদ্য সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে'— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: খাদ্য ভেজাল বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি। ভেজাল খাদ্য অস্বাস্থ্যকর খাদ্য। এই খাদ্য গ্রহণ করলে মানুষের নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়। যা সমাজের সামগ্রিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় ও মানুষের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হয়। সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। সামগ্রিকভাবে সমাজে এর বিরূপ প্রভাব দেখা যায়।

প্রশ্ন-১২. কীভাবে ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধ সম্ভব?

উত্তর: বর্তমানে ভেজাল খাদ্য মানুষের বেঁচে থাকার পথকে হুমকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় খাদ্য ভেজাল দূরীকরণ অপরিহার্য।

নিম্নরূপ উপায়ে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করা যেতে পারে: গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা,আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ভেজালবিরোধী অভিযান শক্তিশালীকরণ,ধর্মীয় অনুভূতি ও নৈতিকতা সৃষ্টি করা, ভেজাল খাদ্যের কুফল সম্পর্কে পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলা।সর্বোপরি বলা যায়, সুস্থ, সবল, কর্মঠ নাগরিক গড়ে তুলতে খাদ্যে ভেজাল দূরীকরণে সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিরাপদ খাদ্যের লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা-কয়টি নীতির কথা বলেছে?
ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি

২. নিরাপদ খাদ্য বলতে কী বুঝায়?
ক. দামি খাদ্য খ. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য
গ. ফ্রিজের খাদ্য ঘ. ফাস্ট ফুড

৩. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলতে কী বোঝায়?
ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা খ. খাদ্যের সহজলভ্যতা
গ. খাদ্যের নিরাপত্তা ঘ. খাদ্যের দুর্মূল্য

৪. উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত খাদ্যের মান অটুট থাকলে তাকে কী বলে?
ক. খাদ্য উৎপাদন খ. খাদ্য নিশ্চয়তা
গ. নিরাপদ খাদ্য ঘ. খাদ্য প্রক্রিয়া

৫. খাদ্য নিরাপত্তার কোনটি আন্তর্জাতিক অংশীদার?
ক. FAO খ. BSS
গ. WTO ঘ. SAARC

৬. FAO কোন ধরনের সংস্থা?
ক. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খ. খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কিত
গ. ব্যবস্থা সম্পর্কিত ঘ. বাসস্থান সম্পর্কিত

৭. কোনটি পাওয়ার জন্য নিরাপদ খাদ্য একান্ত অপরিহার্য?
ক. খাদ্যের প্রকৃত স্বাদ
খ. খাদ্যের পুষ্টি উপাদান
গ. খাদ্যের তৃপ্তি অর্জন
ঘ. খাদ্যের প্রাপ্যতা

৮. OMS-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Overall Market System
খ. Open Market Strategy
গ. Overall Market Strategly
ঘ. Open Market Sales

৯. খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিচের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত?
ক. খাদ্যের চাহিদা খ. খাদ্যের যোগান
গ. খাদ্য সংগ্রহ ঘ. খাদ্য সংরক্ষণ

১০. পুষ্টি বলতে কী বোঝায়?
ক. উচ্চ ক্যালরি সম্পন্ন খাবার
খ. যে খাবারে শক্তি হয়
গ. প্রয়োজনীয় ভিটামিন সমৃদ্ধ পরিমিত খাবার
ঘ. ভিটামিন

১১. করিম মিয়া তার উৎপাদিত লিচুতে ফরমালিন ব্যবহার করে। এর ফলে খাদ্যের কোন দিকটি নষ্ট হচ্ছে?
ক. সৌন্দর্য খ. নিরাপত্তা
গ. রং ঘ. স্থায়িত্ব

১২. ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করলে খুব দ্রুত আক্রান্ত হয় কারা?
ক. শিশুরা খ. বৃদ্ধরা
গ. গর্ভবতী নারীরা ঘ. কিশোররা

১৩. খাদ্যে ভেজাল দূরীকরণে সরকারের কোন পদক্ষেপটি সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে?
ক. BSTI-কে শক্তিশালীকরণ
খ. টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ
গ. মোবাইল কোর্ট অভিযান
ঘ. কঠোর আইন প্রণয়ন

১৪. নিচের কোনটি ভেজালবিরোধী কার্যক্রমে বাধা দিচ্ছে?
ক. অসাধু সিন্ডিকেট
খ. উৎপাদনকারী
গ. টিসিবি
ঘ. সরকার

১৫. কয় ধরনের খাদ্য দূষণ দেখা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

১৬. খাদ্যে ভেজাল দিলে কী হয়?
ক. কর্মক্ষমতা কমে খ. মুদ্রাস্ফীতি ঘটে
গ. বেকারত্ব বাড়ে ঘ. উৎপাদন কমে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৭. খাদ্য নিরাপত্তা ধারণার মৌলিক বিষয় হলো—
i. খাদ্য প্রাপ্যতা
ii. খাদ্যের পুষ্টি
iii. খাদ্যের সদ্ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. খাদ্যের প্রাপ্যতা নির্ভর করে—
i. দেশজ উৎপাদন, খাদ্য আমদানি
ii. খাদ্য সাহায্য, খাদ্য মজুত
iii. খাদ্য রপ্তানি, খাদ্য আমদানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. একটি দেশের নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা থাকলে—
i. জীবনযাত্রার মান বাড়ে
ii. পুষ্টির ঘাটতি মেটে
iii. উৎপাদন বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

২০. খাদ্য ভেজাল দেওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে —

i. জনসাধারণ

ii. অসাধু ব্যবসায়ী

iii. অর্থনীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

২১. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ করা যেতে পারে—

i. আইনের যথাযথ প্রয়োগ করে

ii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে

iii. খাদ্যে রাসায়নিক প্রয়োগ বন্ধ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিশ্ব খাদ্য সংস্থার উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফরে এসে বেশকিছু পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আলু যেহেতু এদেশে বেশি উৎপাদিত হয়, সেহেতু চালের বিকল্প হিসেবে আলু খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়। এছাড়াও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা যেতে পারে।

২২. বিশ্ব খাদ্য সংস্থার কর্মকর্তা বাংলাদেশের খাদ্য কোন বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন?

ক. হিমায়িত খাদ্য বৃদ্ধি

খ. আলু চাষের উন্নয়ন

গ. খাদ্যের প্রাপ্যতা

ঘ. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন

২৩. বিশ্ব খাদ্য সংস্থার কর্মকর্তার পরামর্শ মেনে চললে বাংলাদেশে—

i. ধান চাষ কমে যাবে

ii. খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে

iii. খাদ্য আমদানি কমবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জুমাইনার দেশের জনগণ প্রতিদিন ৩০০০ কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করে। এজন্য জুমাইনার দেশের জনগণ কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী। কিন্তু সাথীর দেশের জনগণ মাত্র ১৮০০ কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করে।

২৪. সাথীর দেশের জনগণের মধ্যে নিচের কোনটি বিরাজমান?

ক. পুষ্টিহীনতা　　খ. খাদ্যের অপচয়

গ. দক্ষ জনগোষ্ঠী　　ঘ. পর্যাপ্ত শক্তি ও পুষ্টি গ্রহণ

২৫. জুমাইনার দেশে জনগণের কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী হওয়ার কারণ—

i. পর্যাপ্ত খাবার গ্রহণ　　ii. নিরাপদ খাবার গ্রহণ

iii. কর্মের সুযোগ বেশি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬. কোন সালে প্রথম বিশ্বখাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? *[চ. বো. ১৭]*

ক. ১৯৮৩ সালে　　খ. ১৯৭৯ সালে

গ. ১৯৭৪ সালে　　ঘ. ১৯৭০ সালে

২৭. বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি চালু হয় কত সালে? *[দি. বো. ১৬]*

ক. ১৯৬৩　　খ. ১৯৬৫

গ. ১৯৬৭　　ঘ. ১৯৬৯

২৮. খাদ্য নিরাপত্তার দিক কয়টি? *[ঢা. বো., সি. বো. ১৯; আলিম ১৭]*

ক. ২　　খ. ৩

গ. ৫　　ঘ. ৬

২৯. খাদ্যের প্রাপ্যতার নির্ধারক কোনটি? *[য. বো. ১৯]*

ক. অভ্যন্তরীণ চাহিদা　　খ. মজুদ

গ. অভ্যন্তরীণ যোগান　　ঘ. সঞ্চয়

৩০. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বৃদ্ধির সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি? *[কু. বো. ১৯]*

ক. খাদ্য আমদানি　　খ. খাদ্য সংরক্ষণ

গ. খাদ্যের মান রক্ষা　　ঘ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৩১. খাদ্যের দামস্তর নাগালের মধ্যে থেকে পর্যাপ্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিকে কী বলে? *[চ. বো. ১৯]*

ক. খাদ্যের পর্যাপ্ততা　　খ. খাদ্যের প্রাপ্যতা

গ. খাদ্যের নিরাপত্তা　　ঘ. খাদ্যের স্থিতিশীলতা

৩২. খাদ্য প্রাপ্তি ও আয়স্তরের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থাকে কী বলে? *[চ. বো. ১৯]*

ক. খাদ্যের পর্যাপ্ততা　　খ. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা

গ. খাদ্যের নিরাপত্তা　　ঘ. খাদ্যের স্থিতিশীলতা

৩৩. খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমস্যা কোনটি? *[য. বো. ১৯]*

ক. খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি　　খ. বিনিয়োগ বৃদ্ধি

গ. জ্বালানির মূল্য হ্রাস　　ঘ. জনসংখ্যা হ্রাস

৩৪. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কোনটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা? *[কু. বো. ১৭]*

ক. খাদ্য উৎপাদন　　খ. খাদ্য আমদানি

গ. খাদ্য বণ্টন　　ঘ. খাদ্য সংরক্ষণ

৩৫. খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় কোনটি বেশি প্রয়োজন? *[চ. বো. ১৬]*

ক. খাদ্য উৎপাদন　　খ. খাদ্য আমদানি

গ. খাদ্য বিপণন　　ঘ. খাদ্য মজুত

৩৬. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা অর্জনকারী উপাদান নয় কোনটি? *[চ. বো. ১৬]*
ক. ভোক্তার আয়
খ. দ্রব্যের মূল্য
গ. খাদ্য আমদানি
ঘ. খাদ্য উৎপাদন

৩৭. আদর্শ খাদ্য বলতে কোন খাদ্য বোঝায়? *[সি. বো. ১৭]*
ক. দামি খাদ্য
খ. আমদানিকৃত খাদ্য
গ. রুচিকর খাদ্য
ঘ. পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য

৩৮. খাদ্য নিরাপত্তায় কীসের দ্বারা প্রোটিনের ঘাটতি মেটানো যায়? *[ঢা. বো. ১৬]*
ক. সবুজ শাকসবজি
খ. ফলমূল
গ. খনিজ লবণ
ঘ. মাছ-মাংস

৩৯. 'নিরাপদ খাদ্য' গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ কোনটি? *[দি. বো. ১৬]*
ক. স্বাস্থ্য নিরাপদ থেকে
খ. খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
গ. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
ঘ. খাদ্যের ভোগ বৃদ্ধি পায়

৪০. নিরাপদ খাদ্যের প্রধান অন্তরায় কোনটি? *[রা. বো. ১৬]*
ক. খাদ্যের স্বল্পতা
খ. ভেজাল প্রবণতা
গ. দাম বৃদ্ধি
ঘ. সচেতনতার অভাব

৪১. 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' কত সালে গঠিত হয়? *[সকল বোর্ড ১৮]*
ক. ২০১৪
খ. ২০১৫
গ. ২০১৬
ঘ. ২০১৭

৪২. BSTI-এর পূর্ণরূপ কী? *[রা. বো; ব. বো. ১৯, য. বো. ১৬]*
ক. Bangladesh Statistics and Testing Institute
খ. Bangladesh Standards and Testing Institution
গ. Bangladesh Sign and Testing Institute
ঘ. Bangladesh Standard and Testing Intelligence

৪৩. TCB-এর পূর্ণরূপ হলো— *[কু. বো. ১৯, কু. বো. ১৭]*
ক. Trading Council of Bangladesh
খ. Trade Council of Bangladesh
গ. Trading Corporation of Bangladesh
ঘ. Trade Corporation of Bangladesh

৪৪. বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান? *[য. বো. ১৭]*
ক. FBCCI
খ. BCIC
গ. BSTI
ঘ. TCB

৪৫. খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, মান নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী? *[কু. বো. ১৭]*
ক. বিএসটিপি
খ. টিসিবি
গ. বিএসটিআই
ঘ. ক্যাব

৪৬. নিরাপদ খাদ্যের প্রধান বাধা কোনটি? *[রা. বো. ১৯]*
ক. খাদ্যে ভেজাল
খ. খাদ্য বণ্টন
গ. খাদ্যের স্বল্পতা
ঘ. খাদ্য সংরক্ষণ

৪৭. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায়— *[দি. বো. ১৯]*
i. খাদ্যের প্রাপ্যতা
ii. খাদ্যের বিপণন
iii. খাদ্যের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪৮. খাদ্য নিরাপত্তার মূল উপাদান হলো— *[রা. বো. ১৭]*
i. খাদ্যের প্রাপ্যতা
ii. খাদ্যের উপযোগিতা
iii. নিরাপদ খাদ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

৪৯. নিরাপদ খাদ্য— *[আলিম ১৭]*
i. মানুষকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে
ii. মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়ায়
iii. মানুষের জীবন সুখময় করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫০. নিরাপদ খাদ্য বলতে বোঝায়— *[কু. বো. ১৬]*
i. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রস্তুত
ii. উপযুক্ত তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ
iii. দেহের চাহিদা অনুসারে খাদ্য ভোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫১. খাদ্য অনিরাপদ হওয়ার কারণসমূহ হচ্ছে— *[দি. বো. ১৭]*
i. পরিবেশগত
ii. জীবাণুর আক্রমণ
iii. রাসায়নিক মিশ্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৫২. খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ করা যেতে পারে— *[রা. বো. ১৭]*
i. আইনের যথাযথ প্রয়োগ করে
ii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে
iii. রাসায়নিক প্রয়োগ বন্ধ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৩ ও ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দিনমজুর ময়না মিয়া বাজারে খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট যোগান দেখে খুশি হন। কিন্তু তিনি যে দ্রব্য কিনতে চান তার দাম অনেক বেশি। তাই তিনি অল্প পরিমাণ সে দ্রব্য কিনে বাড়ি ফিরে আসেন। *[রা. বো. ১৬]*

৫৩. ময়না মিয়ার অল্প পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের কারণ কী?
ক. বাজারে দ্রব্যের অভাব
খ. দ্রব্যক্রয়ের অনিচ্ছা
গ. অর্থ ব্যয়ের অনিচ্ছা
ঘ. ক্রয় ক্ষমতার অভাব

৫৪. ময়না মিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা করা যায়-
i. ভিজিএফ কার্ড বিতরণ করে
ii. দ্রব্যমূল্য হ্রাস করে
iii. খাদ্য রপ্তানি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৫ ও ৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সাম্প্রতিককালে দেশে কিছু অসৎ ব্যবসায়ী খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করে। জনস্বাস্থ্যের জন্য এ ধরনের খাদ্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। *[রা. বো. ১৯]*

৫৫. উদ্দীপকে কোন সমস্যাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়?
ক. আইন-শৃঙ্খলা
খ. পণ্যের স্বল্প যোগান
গ. বাজার ব্যর্থতা
ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা

৫৬. খাদ্যে ভেজাল দিলে কী হয়?
ক. মুদ্রাস্ফীতি ঘটে খ. বেকারত্ব বাড়ে
গ. কর্মদক্ষতা কমে ঘ. উৎপাদন কমে

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৭ ও ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. Z একজন অসাধু মাছ ব্যবসায়ী। সে মাছে ফরমালিন দেয়ার কারণে ভ্রাম্যমাণ আদালত তার নিকট হতে ১০,০০০ টাকা আদায় করে। *[ঢা. বো. ১৯]*

৫৭. উদ্দীপকের আদায়কৃত অর্থকে কী বলে?
ক. কর খ. জরিমানা
গ. ঋণ ঘ. ফি

৫৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাস্তিমূলক অর্থদণ্ড হয়—
i. কর ফাঁকি দিলে
ii. খাবারে ভেজাল মেশালে
iii. ট্রাফিক আইন না মানলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুকান্ত একজন জেলে। তিনি কিছু মাছ স্থানীয় বাজারে আর কিছু মাছ শহরে বিক্রি করেন। তিনি কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে মাছ সংরক্ষণ করেন যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। *[ঢা. বো. ১৭]*

৫৯. সুকান্তের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে নিম্নের কোনটি উপেক্ষিত হয়?
ক. খাদ্যের পর্যাপ্ততা খ. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা
গ. খাদ্যের ব্যবহার ঘ. খাদ্য ভেজাল

৬০. উল্লিখিত সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণের জন্য কী করা উচিত?
i. জনসতেনতা সৃষ্টি
ii. প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ
iii. আইনের প্রয়োগ শিথিল করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শফিক সাহেব একজন সচেতন মানুষ। একদিন তিনি এক হোটেলে খেতে খেতে দেখলেন সেখানে বাঁসী তেলে বিভিন্ন ধরনের খাবার ভাজা হচ্ছে। তিনি মালিককে নিষেধ করায় মালিক রেগে গিয়ে শফিক সাহেবকে বলল আপনি বলার কে? *[ব. বো. ১৭]*

৬১. উদ্দীপকে খাদ্যের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
ক. খাদ্য নিরাপত্তা খ. খাদ্যের যোগান
গ. উৎপাদন ব্যয় ঘ. ভেজাল খাদ্য

৬২. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন—
i. সরকারি আইন ii. জনসচেতনতা
iii. দুর্নীতিমুক্ত কর্মকর্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সালাম সাহেব বাজার থেকে দেখতে খুব সুন্দর এমন এক ডজন পাকা কলা কিনে আনলেন। তার ছোট শিশুপুত্রটি একটি কলা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতে তিনি খুব চিন্তিত হলেন। *[ব. বো. ১৭]*

৬৩. উদ্দীপকে খাদ্যের কোন দিকটি নির্দেশ করা হয়েছে?
ক. স্বাদ খ. সৌন্দর্য
গ. স্থায়িত্ব ঘ. নিরাপত্তা

৬৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে— *[ব. বো. ১৭]*
i. জনগণকে সচেতন হতে হবে
ii. সরকারের নজরদারি বাড়াতে হবে
iii. মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম শিথিল করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ	১১	খ	১২	ক
১৩	গ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক
২৫	ক	২৬	গ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	খ	৩০	গ	৩১	গ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	গ
৩৭	ঘ	৩৮	ঘ	৩৯	ক	৪০	খ	৪১	খ	৪২	খ	৪৩	গ	৪৪	গ	৪৫	গ	৪৬	ক	৪৭	গ	৪৮	ক
৪৯	ঘ	৫০	ঘ	৫১	ঘ	৫২	ঘ	৫৩	ঘ	৫৪	ক	৫৫	ঘ	৫৬	গ	৫৭	খ	৫৮	ঘ	৫৯	ঘ	৬০	গ
৬১	ঘ	৬২	ঘ	৬৩	ঘ	৬৪	ক																

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

২. খাদ্য নিরাপত্তার স্তম্ভগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো।

৩. কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়?

৪. খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি কেন করা হয়? ব্যাখ্যা করো।

৫. বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

৬. বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গৃহীত পাঁচটি কর্মসূচি উল্লেখ করো।

৭. দারিদ্র্য নিরসন কীভাবে খাদ্য ক্রয়যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক?

৮. খাদ্য সদ্ব্যবহার করতে করণীয় বিষয়গুলো কী কী?

৯. কীভাবে খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধ করা সম্ভব?

১০. বাংলাদেশে খাদ্য ভেজালমুক্তকরণের সম্ভাব্য উপায়গুলো ব্যাখ্যা কর।

১১. বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার আন্দোলনে ভোক্তাদের অধিকার ও দায়িত্বগুলো কী কী?

১২. ভেজাল খাদ্যের কুফল ও খাদ্যে ভেজাল দূরীকরণের উপায়গুলো লেখ।

১৩. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে জনসাধারণের করণীয়সমূহ কী কী?

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ২০১২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বখাদ্য নিরাপত্তা সূচকে ১০৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম, দক্ষিণ এশিয়াতে নিচের দিক থেকে দ্বিতীয়। ২৫টি নির্ণায়কের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত রিপোর্ট মূলত তিনটি উপাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে— সামর্থ্য: অবস্থান ৭৮, প্রাপ্যতা: অবস্থান ৮১, গুণগত মান ও নিরাপত্তা: অবস্থান ৯২। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন— খাদ্যনীতি প্রণয়ন, দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য মজুদ বৃদ্ধি, খাদ্য আমদানি ও খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি। *[কু. বো. ২০১৯]*

ক. খাদ্যের উপযোগিতা কী? ১

খ. 'জনসচেতনতা সৃষ্টি ব্যতীত খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ কি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২. জনি মিয়া একজন দিনমজুর। বাজারে খাদ্যমূল্য অত্যধিক হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য যোগাতে তাকে হিমশিম খেতে হয়। দেশি-বিদেশি ফল, মাছ, মাংস, দুগ্ধ, ঘি, পনির- এসব খাবার তার ছেলে-মেয়েরা খেতে পায় না। তাদের রান্না ঘরটাও বেশি ভালো নয়। ফ্রিজ, গ্যাসের চুলা তাদের নেই। *[সি. বো. ২০১৯]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. শিক্ষার সাথে খাদ্য নিরাপত্তার সম্পর্ক কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তার কোন কোন দিক নির্দেশিত হয়েছে? যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাদ্য নিরাপত্তার দিকসমূহ নিশ্চিতকরণে করণীয়সমূহ কী কী বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. মাসুদের এলাকার চেয়ারম্যান তার এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেন আমি নির্বাচিত হলে এলাকার সকল জনগণের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করব। এলাকার সকল নাগরিকের খাদ্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখব এবং খাদ্যোৎপাদনের সাথে জড়িত লোকদের সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের ব্যবস্থা আমি নিশ্চিত করব।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১

খ. 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি আবশ্যক'— কথাটি বুঝিয়ে বল। ২

গ. মাসুদের এলাকার চেয়ারম্যানের বক্তব্যে পাঠ্যবইয়ের যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. মাসুদের এলাকার চেয়ারম্যানের কার্যক্রম তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল—মূল্যায়ন করো। ৪

৪. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ভূগর্ভস্থ পান করা পানির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এতে একদিকে পানীয় পানির যেমন সংকট দেখা দিচ্ছে তেমনি চাষাবাদেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সকলের উচিত ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

ক. Food Utilization এর বাংলা অর্থ কী? ১
খ. পুষ্টিকর খাদ্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. শিক্ষকের প্রবন্ধের ভাষ্য অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তাকে কীভাবে বিঘ্নিত করছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ছাড়া আর কী কী কারণে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. 'ক' একটি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশটিতে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়, যা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। মানুষের আয় বেশি কিন্তু শিক্ষার হার কম। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষ পুষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করে না। পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে অনেক হোটেল রেস্তোরাঁয়ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা হয় না। *[য. বো. ২০১৯]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১
খ. দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার কোন দিকটি অর্জন সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' দেশে খাদ্য নিরাপত্তার কোন কোন দিক বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ক' দেশে পূর্ণমাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে সরকার ও জনসাধারণের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? ৪

৬. 'A' দেশের জনগণ অতি দরিদ্র। খাদ্যসামগ্রীও প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। 'A' দেশে প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রচুর ফসল হানি হয়। কিছু জনগণ অতি মুনাফালোভী হওয়ায় ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। ফলে ভেজাল খাদ্য খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে দেশের সচেতন জনগণ, মিডিয়া এবং এনজিওসমূহ নিরাপদ খাদ্যের পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠে এবং সরকারও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১
খ. খাদ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের খাদ্য অনিরাপদের দিকগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমসমূহ কীভাবে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। আর এর জন্য মনুষ্য সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণই দায়ী। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও খাদ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা যায়। *[ঢা. বো. ২০১৯]*

ক. ভেজাল খাদ্য কী? ১
খ. খাদ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলোর মাধ্যমেই কি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮. রহিম পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য চাষাবাদ করত। কিন্তু বর্তমানে মুনাফা অর্জনের জন্য তার একই জমিতে একই মৌসুমে একসঙ্গে একাধিক শস্যের চাষ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই আখ চাষের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন সারিতে পিঁয়াজ, মরিচ ও ডালের চাষ করেছে।

ক. ভোক্তা কে? ১
খ. খাদ্যে ভেজাল দূরীকরণের উপায়গুলো লেখ। ২
গ. খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রহিমের বহুমুখী চাষাবাদ কতটা গুরুত্বপূর্ণ? কেন? ৩
ঘ. বাংলাদেশ খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য এছাড়াও যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তার বিবরণ দাও। ৪

৯. প্রবীণ সরকারি কর্মকর্তা সোলাইমান চৌধুরী বর্তমানে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রধান। তিনি জনগণকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ লক্ষ্যে তিনি সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ করেন। বন্যা

নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। বিশেষ করে তিনি ও তার সংস্থা ধানের পাশাপাশি আলু, ভুট্টা, ডাল, তেলবীজ, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি অধিক হারে উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে থাকেন।

ক. 'BSTI' কী? ১
খ. বাংলাদেশের ভেজাল খাদ্য পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. জনাব সোলাইমান চৌধুরী খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সোলাইমান চৌধুরীর গৃহীত পদক্ষেপ কি যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০. রুমা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে একটি সেমিনার থেকে জানতে পারে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হলেও খাদ্য ঘাটতির দেশ। খাদ্যের জন্য প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে। এ লক্ষ্যে সার, কীটনাশক ও অন্যান্য উপকরণে ভর্তুকি দিচ্ছে। আশার কথা হলো বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং খাদ্য ঘাটতি কমছে। *[রা. বো. ২০১৯]*

ক. **উফশী প্রযুক্তি কী?** ১
খ. বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের সম্ভাবনা কতটুকু? ২
গ. বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণে সরকারের পদক্ষেপসমূহ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খাদ্যে দ্রুত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারের কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? উদ্দীপকের ভিত্তিতে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. আয়তনের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যের সংস্থান দেশটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি ও পল্লি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। যার অংশ হিসেবে কৃষি কার্ড বিতরণ, ভর্তুকি প্রদান, বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, তথ্য ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কাবিখা, ভিজিএফ, বয়স্কভাতা, বেকার ভাতাসহ প্রয়োজনে খাদ্য আমদানিরও ব্যবস্থা রয়েছে। *[চ. বো. ২০১৯]*

ক. পুষ্টিকর খাদ্য কী? ১
খ. 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কি শুধু সরকারের? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১২. শিক্ষক ক্লাসে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনায় বলেন, দেশের উত্তরাঞ্চলে কিছু এলাকা রয়েছে। সেখানকার মানুষ তিনবেলা খেতে পেত না। এখন তারা পর্যাপ্ত খাবার পেলেও সেটা স্বাস্থ্যকর কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বা ভেজাল খাবার মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, কর্মক্ষমতা কমে যায়, এমন কী পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এটি নির্মুল করতে সরকার BSTI ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ আরও বিভিন্নমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। *[ব. বো. ২০১৯]*

ক. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝ? ১
খ. নিরাপদ খাদ্যের সাথে খাদ্য নিরাপত্তার সম্পর্ক কী? ২
গ. নিরাপদ খাদ্যের অভাবে মানুষের কী কী সমস্যা হয়, উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে আর কী বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩. বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ কিন্তু জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এই বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি ও পল্লি উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান, কৃষি ঋণ সহজলভ্যকরণ, কৃষিতে বায়োটেকনোলজির ব্যবহার, কাবিখা, ভিজিএফসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সময় সময় খাদ্য আমদানিরও ব্যবস্থা করছে। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*

ক. ভেজাল খাদ্য কী? ১

খ. ভেজাল খাদ্য কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপসমূহের সাথে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা থাকা জরুরি কি না বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪. শফিকুল মিয়া একজন মাছ ব্যবসায়ী। মাছকে দীর্ঘদিন ভালো রাখতে এবং পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি এক ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করেন। তার এ মাছ না বুঝেই জনসাধারণ ক্রয় করেন। এতে শফিকুল মিয়ার প্রচুর লাভ হয়।

ক. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা কী? ১

খ. নিরাপদ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শফিকুল মিয়ার কার্যক্রম নিরাপদ খাদ্যের কার্যক্রমকে কীভাবে ধ্বংস করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যার আলোকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে কর? ৪

১৫. জামিল সাহেব সস্ত্রীক হজে যাওয়ার পূর্বে তিনি তার এক পরিচিত ফলের দোকান থেকে ছেলেমেয়েদের জন্য আপেল, কমলা ও মাল্টা কিনে দিয়ে গেছেন। হজে ৫০ দিন অতিবাহিত করার পর ফিরে এসে দেখতে পেলেন ফলগুলো প্রায় একই রকম আছে। ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করলেন, ফলগুলো কি ফ্রিজে রাখা হয়েছিল? জবাবে তারা না বলল।

ক. USDA এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. খাদ্য নিরাপত্তার দিকগুলো উল্লেখ করো। ২

গ. জামিল সাহেবের ফলগুলো কীভাবে পূর্বের মতোই থাকলো তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে তুমি কী কী পদক্ষেপ নিতে পার সে সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

১৬. পিংকি ফল খেতে খুব ভালোবাসে। বাজার থেকে কিছু ফল নিয়ে বাড়ি ফিরতেই সে তার দাদীর অসুস্থতার সংবাদ পেল। ফলে তাড়াহুড়ো করে দাদীকে দেখতে পিংকিকে গ্রামে চলে যেতে হয়। দশদিন পর বাড়ি ফিরে ডাইনিং টেবিলে চোখ পড়তেই সে দেখতে পেল কিনে আনা ফলগুলো একই রকম সতেজ রঙ আছে। বিষয়টি পিংকিকে খুবই অবাক করলো।

ক. টিসিবি কী? ১

খ. খাদ্য সংরক্ষণ ও মজুত রাখা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে পিংকির ক্রয় করা ফল যে কারণে নষ্ট হয়ে গেল না সে সমস্যাটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে খাদ্যের যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা দূরীকরণে সরকারি ও বেসরকারি ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭. গত বছর মিয়ানমার থেকে প্রায় ৯ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সুযোগে ফল, মাছ, মাংসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ভালো রাখতে এবং পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে অসাধু ব্যবসায়ীগণ এক ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করে। জনসাধারণ না বুঝেই ভেজাল খাদ্য ক্রয় করে। *[দি. বো. ২০১৯]*

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী? ১

খ. নিরাপদ খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম কীভাবে খাদ্যের কার্যকারিতা ধ্বংস করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যার আলোকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে কর তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. 'Y' দেশে ২০১৫ সালে খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত মজুদ ছিল। কিন্তু বেকার সমস্যা ছিল প্রকট। জনগণের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। ফলে সে সময় দেশের অনেক লোক ক্ষুধায় কষ্ট পেত। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভেজালবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করে। *[রা. বো. ২০১৭]*

ক. নিরাপদ খাদ্য কী? ১

খ. 'খাদ্য নিরাপদকরণে জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ণ' দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় কোন দিকটি বিঘ্নিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯. জাবেদ শেরপুর জেলার অধিবাসী। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঢাকা যাবার সময় তার মা বলল যে, তোমার ব্যাগে দুটি কলা ও দুটি আপেল আছে। পথে যেকোনো সময় খেয়ে নিও। বাসে বসে জাবেদ দুটি কলা ও একটি আপেল খায়। একটি আপেল ব্যাগে রেখে দেয়। ভুলক্রমে বেশ কিছুদিন ব্যাগের মধ্যেই থাকে। মনে পড়ামাত্রই ব্যাগ খুলে দেখে আপেলটি আগের মতোই রয়েছে। *[আলিম ২০১৯]*

ক. ভেজাল খাদ্য কী? ১

খ. খাদ্য প্রাপ্যতাই কি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট? ২

গ. উদ্দীপকে জাবেদের ব্যাগের আপেলটি আগের মতই থাকার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি নিরাপদ খাদ্য ধারণা সমর্থন করে কী? তোমার মতামত দাও। ৪

২০. 'ক' দেশের জনগণ দরিদ্র, উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া দেশে প্রতিবছর বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিন্তু উক্ত দেশের জনগণ অতি মুনাফালোভী। শাকসবজি, ফলমূল সংরক্ষণে ক্ষতিকর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটায়। এরূপ ভেজাল খাবার খেয়ে দেশের যুবসমাজের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন। দেশের খাদ্য নিরাপত্তার এরূপ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং এনজিওরা সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং সরকারও এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[কু. বো. ২০১৬; আলিম ২০১৮]*

ক. খাদ্যের প্রাপ্যতা কী? ১

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা খাদ্যের প্রাপ্যতা কীভাবে প্রভাবিত হয়? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে 'ক' দেশের খাদ্য নিরাপত্তার দিকগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের কী ভূমিকা হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর? ৪

৬. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২১. নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার কৃষক গোবিন্দ জানান, গত বছর বন্যায় তাদের এলাকার সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেলেও এ বছর সরকারি সহায়তা নিয়ে উৎপাদন করায় বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু এ বছর তিনি ফসলের দাম কম হওয়ার আশঙ্কা করছেন। তবে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকলে এমনটি নাও হতে পারে। *◄২·৩·৫ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. উদ্দেশ্যের দিক থেকে কৃষি ঋণ কত প্রকার? ১

খ. একটি দেশে খাদ্যের প্রাপ্যতা বজায় রাখতে মজুদের ভূমিকা অপরিসীম— বুঝিয়ে বলো। ২

গ. উদ্দীপকে বাম্পার ফলনে গোবিন্দের এলাকায় খাদ্যের কোন দিকটি নিশ্চিত হয়েছে? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কারণটি ছাড়াও আর কী কী কারণে কৃষকরা ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না? এতে সরকার যেভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২২. 'X' দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের গতিধারা নিম্নরূপ:

বছর	খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)
১৯৮০-৮১	২০০
১৯৯০-৯১	১৫০
২০০০-০১	১৭০
২০১০-১১	২২০

'X' দেশে সম্প্রতি সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিতে পারমাণবিক শক্তি, বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি এবং আইসিটি ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *◄২ ৩ ৫ অধ্যায়ের সমন্বয়ে [রা. বো. ২০১৭]*

ক. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ করো। ১

খ. 'বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নত নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে একটি স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৬

অর্থায়ন

Finance

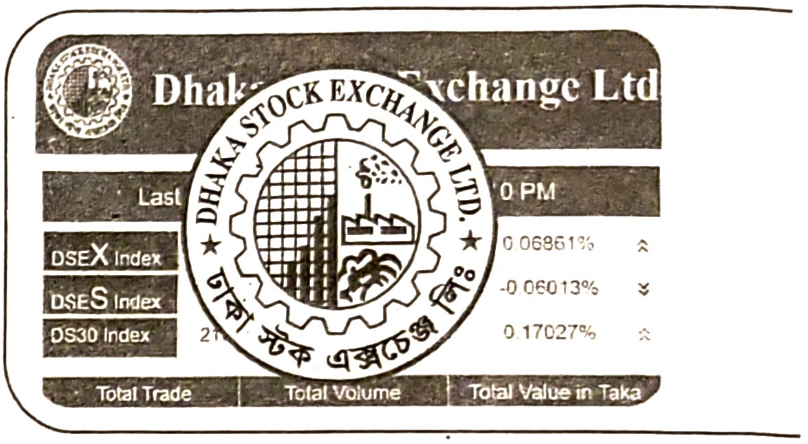

প্রধান প্রধান শব্দ

- অর্থায়ন
- অবণ্টিত মুনাফা
- অবচয় সঞ্চিত
- সরকারি অর্থায়ন
- বেসরকারি অর্থায়ন
- স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন
- দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন
- শেয়ারবাজার
- প্রাথমিক শেয়ার
- মাধ্যমিক শেয়ার
- IPO
- বন্ড
- বন্ড মার্কেট
- পুঁজি গঠন

প্রাচীনকালে মানুষ দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদন করত। কিন্তু দ্রব্য বিনিময় প্রথার নানারকম সমস্যার কারণে তা বিলুপ্ত হয়ে অর্থের প্রচলন ঘটে; যা কিনা বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায়। বর্তমানে অর্থ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি সঞ্চয় করা হয়। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করা ছাড়াও তা অন্যকে ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যায়। এটিই অর্থায়ন হিসেবে পরিচিত। অর্থ থেকেই অর্থায়ন কথাটির সৃষ্টি। পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য অর্থসংস্থান বা অর্থায়ন প্রয়োজন হয়। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদন, শিল্পায়ন, নগরায়ণ সবকিছুর পিছনে রয়েছে অর্থায়ন। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রধান উৎস হলো শেয়ারবাজার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বা ডিএসই বাংলাদেশের প্রধান ও প্রথম শেয়ারবাজার। দ্বিতীয় শেয়ারবাজার হচ্ছে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। ডিএসই ১৯৫৪ সালে গঠিত হয়।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- অর্থায়নের ধারণা
- অর্থায়নের উৎসসমূহ
- অর্থায়নের উৎস হিসেবে শেয়ার মার্কেটের সাথে বন্ড মার্কেটের তুলনা
- প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি শেয়ারের পার্থক্য দেখিয়ে তালিকা প্রস্তুতকরণ
- শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ার মার্কেটের অবদান
- অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগে অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে জানা এবং প্রয়োজনে এসব উৎস থেকে সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হওয়া

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	অর্থায়নের ধারণা; অর্থায়নের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য
পাঠ ২	অর্থায়নের কার্যাবলি, অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ, সরকারি অর্থায়ন ও বেসরকারি অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ৩	অর্থায়নের উৎসসমূহ; মেয়াদের ভিত্তিতে তহবিলের উৎসসমূহ; অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সঞ্চয় এবং নিজস্ব অর্থায়নের সুবিধাসমূহ
পাঠ ৪	অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণ; ব্যাংক ঋণের বৈশিষ্ট্য/শর্ত এবং ব্যাংক ঋণের প্রকারভেদ
পাঠ ৫	ব্যাংক ঋণের উৎসসমূহ; অর্থায়নে বিশেষায়িত ব্যাংকের ভূমিকা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের সুবিধা
পাঠ ৬	অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিও ও অর্থায়নের উৎস হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা
পাঠ ৭	পুঁজিবাজার; শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ; শেয়ারবাজারের প্রকারভেদ; শেয়ার এবং শেয়ারের প্রকারভেদ
পাঠ ৮	সাধারণ শেয়ারের বৈশিষ্ট্য; শেয়ারের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধা এবং প্রাইমারি শেয়ার ও সেকেন্ডারি শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ৯	বন্ড মার্কেট; বন্ডের ধারণা; বন্ডের বৈশিষ্ট্য; বন্ডের শ্রেণিবিভাগ; বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধা; শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে পার্থক্য; বন্ড ও ডিবেঞ্চারের মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ১০	শেয়ার মার্কেট/স্টক এক্সচেঞ্জ; বাংলাদেশের শেয়ারবাজার/স্টক এক্সচেঞ্জ; শেয়ারবাজার উন্নয়নে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপ ও শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ার মার্কেটের অবদান

পাঠ ১

অর্থায়নের ধারণা; অর্থায়নের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য

৬.১ অর্থায়নের ধারণা (Concept of Finance)

ইংরেজি Finance শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো অর্থায়ন বা অর্থসংস্থান। Finance শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Finis হতে উৎপত্তি হয়েছে। Finis শব্দটি দ্বারা অর্থের সংস্থান, যোগান বা অর্থ সংগ্রহ করাকে বোঝায়। অনেকে অর্থকে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি (Life blood) বলে অভিহিত করেন।

সাধারণত অর্থায়ন বলতে অর্থ সংগ্রহ করাকে বোঝায়। সংকীর্ণ অর্থে, কোনো ব্যবসায় বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা ও তহবিল সংগ্রহ করাকে অর্থায়ন বলে। বৃহৎ অর্থে, অর্থসংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে। অর্থাৎ দেশের মাঝে ও বহিঃবিশ্বে একটি সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থাপনার মাঝে কীভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ফার্ম, মুদ্রা বাজার এবং মূলধন বাজার তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে বোঝায়। তবে অর্থনীতিতে অর্থায়ন বলতে অর্থ সংগ্রহ, অর্থ ব্যবহারের কলাকৌশল ও নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন কাজে অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি যাবতীয় আর্থিক কার্যাবলির সমষ্টিকে বোঝায়। অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট ধারণা পেতে হলে এ সম্পর্কে কয়েকটি সংজ্ঞা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

- এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিট্যানিকা এর মতে, 'অর্থায়ন বলতে অর্থ পরিশোধের উপায়কে বোঝায়।'[১]

৬.২ অর্থায়নের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin & Evolution of Finance)

অর্থায়নের উৎপত্তি এবং এর ইতিহাস দীর্ঘ সময়ের পথ পরিক্রমার ফল। আদিম স্তর থেকে প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থা, তা থেকে মুদ্রার প্রচলন ও ব্যবহার, তা থেকে বাজারজাতকরণ এবং বর্তমানে বৃহদায়তন উৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। ফলে অর্থায়নের প্রক্রিয়াকে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করা যায়। অর্থায়নকে অর্থনীতির একটি শাখা হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে ১৮৯৭ সালে ব্যবসায় অর্থায়ন আলাদা বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। নিচে অর্থায়নের ক্রমবিকাশ উল্লেখ করা হলো—

ব্যবসায় একত্রীকরণ, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ (১৮৯০-১৯০০): ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০০ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানিগুলোর একত্রীকরণের প্রবণতা শুরু হয়। আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ হওয়া উচিত এ সংক্রান্ত রূপরেখা দিতে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারা এ একত্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে কার্য সম্পাদন করে। ফলে অর্থসংস্থান একটি স্বতন্ত্র কার্যক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ (১৯০০-১৯১০): এ সময়ে অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দেয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যবসায় অর্থসংস্থান, তারল্য ও পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ব্যবসায়ের ওপর এরূপ নিয়ন্ত্রণ বেড়ে যাওয়ায় অর্থ সরবরাহকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি খেয়াল রেখে আর্থিক তথ্যাদি প্রকাশ শুরু করা হয়।

শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিগত উন্নতি (১৯১০-১৯২০): ১৯১৩ সালে হেনরি ফোর্ডের সাফল্য ব্যাপক উৎপাদন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং পূর্ণাঙ্গ শিল্পের আবির্ভাব হয়। শিল্পগুলোতে অধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হওয়ার ফলে অর্থায়ন ও সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের সমস্যা এবং বিশেষ করে তারল্য সমস্যা বেশি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হতো।

কম্পিউটার ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির প্রয়োগ (১৯২০-১৯৩০): আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তথ্য বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবিকাশের এ পর্যায়ে আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়। অপারেশন রিসার্চ ও সিদ্ধান্ত তত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির প্রয়োগে আর্থিক সম্ভাব্যতা নিখুঁতভাবে যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মহামন্দা এবং উত্তরণ (১৯৩০-১৯৪০): আগের দশকগুলোতে একত্রীভূত অনেক কোম্পানি এ দশকে দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে শেয়ার বাজারে কোম্পানিগুলোর বড় দরপতন ঘটে এবং অনেক লাভজনক কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্তের তালিকায় পড়ে যায়। ফলে অর্থনীতিতে মহামন্দা দেখা দেয়। এ দশক থেকেই মহামন্দার হাত থেকে রক্ষার জন্য মূলধন সংরক্ষণ, তারল্য সংরক্ষণ, দেউলিয়াত্ব প্রতিরোধ প্রভৃতি আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

---

[১] Finance is the act of providing the means of payments"– Encyclopaedia Britannica.

বাহ্যিক অর্থসংস্থানের ওপর গুরুত্ব প্রয়োগ (১৯৪০-১৯৫০): সর্বপ্রথম এ দশকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ প্রকল্প মূল্যায়নে মূলধন বাজেটিং-এর প্রয়োগ শুরু করে। উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ করার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য বাহ্যিক পক্ষসমূহ কীভাবে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়ন করছে প্রতিষ্ঠানসমূহ তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।

আধুনিক অর্থসংস্থানের উন্নয়ন (১৯৫০-১৯৬০): এ সময়ে কোম্পানি অর্থসংগ্রহের জন্য মূলধন বাজারকে প্রাধান্য দিতে থাকে। অধ্যাপক Modigani এবং Miller-এর মূলধন কাঠামো তত্ত্ব অর্থায়নের অগ্রগতিতে পথ-প্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এ সময়ে অর্থায়নের ঝুঁকির ধারণা বুঝিয়ে দেয় যে, মুনাফা বৃদ্ধির সাথে ঝুঁকির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে অধ্যাপক Harry Markowitz এবং William Sharpe ঝুঁকির ধারণার ওপর ভিত্তি করে যুগান্তকারী 'পত্রকোষ তত্ত্ব' প্রকাশ করেন।

কম্পিউটার প্রযুক্তির যাত্রা (১৯৬০-১৯৭০): এ দশকে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে অর্থায়ন বিশ্লেষণে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এ দশকে অধ্যাপক William Sharpe তার 'পত্রকোষ তত্ত্ব' পুনঃসংস্কার করে 'Capital Asset Pricing Model' উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে ব্লাক এবং শোলস্ 'অপশন মডেল' উদ্ভাবন করেন।

অর্থায়নের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি (১৯৭০-১৯৮০): ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য অর্থায়ন তার সনাতনী ধারা পরিবর্তন করে নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। ১৯৭৬ সালে Ross তার 'Arbitrage Pricing Theory' উদ্ভাবন করেন।

অর্থায়নের আধুনিক যুগের সূচনা (১৯৯০-বর্তমান সময়): নব্বই দশকের পর থেকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে অর্থায়নের আন্তর্জাতিক পরিধি বাড়তে থাকে। ব্যবসায়ে পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে ধারণা লাভ শুরু হয়।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্পবিপ্লবের পর থেকে আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির যুগ পর্যন্ত অর্থায়নের যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে আধুনিক অর্থায়ন এরূপ লাভ করেছে।

৬.৩ অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Finance)

অর্থায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম থেকে অর্থায়নের যে সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে তা হচ্ছে –

১. **আর্থিক কার্যক্রম:** অর্থায়ন হচ্ছে অর্থসংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সমষ্টি। অর্থাৎ অর্থায়নের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

২. **আর্থিক পরিকল্পনা:** অর্থায়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অর্থসংক্রান্ত সকল কার্যের পূর্বে এর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

৩. **উৎস শনাক্তকরণ:** উৎস শনাক্তকরণ সংক্রান্ত কার্যকলাপ অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ কোন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করলে মূলধন খরচ কম হবে তা স্থির করতে হয়।

৪. **বিনিয়োগ:** অর্থায়ন বিনিয়োগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লাভজনক খাতে বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন হচ্ছে অর্থায়নের আলোচ্য বিষয়।

৫. **লভ্যাংশ বণ্টন:** ব্যবসায়ের লভ্যাংশ বণ্টন অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত। এতে বিভিন্ন পলিসি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

৬. **অর্থায়ন ও অন্যান্য বিষয়:** অর্থায়ন বিষয়টি অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, বিপণন এবং ব্যবস্থাপনার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

৭. **অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা:** অর্থায়নে অর্থের সময়মূল্য বিবেচনার মাধ্যমে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

অতএব, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনামাফিক অর্থের উৎস শনাক্তকরণ, সুবিধাজনক খাত থেকে অর্থসংগ্রহ, সংগৃহীত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অর্থসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলির সমষ্টিকেই অর্থায়ন বলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'Finis' কোন ভাষার শব্দ? *[কু. বো., ব. বো. ২০১৯]*
২. Finis শব্দের অর্থ কী?
৩. কোন সালে ব্যবসায় অর্থায়ন আলাদা বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়?
৪. কাকে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি (Life blood) বলা হয়?
৫. অর্থকে ব্যবসায়ের কী বলে অভিহিত করা হয়?
৬. অর্থায়ন বলতে কী বোঝায়? *[কু. বো. ২০১৭]*

▶ উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

অর্থায়নের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ প্রবাহ চিত্রে অঙ্কন করো।

পাঠ ২

অর্থায়নের কার্যাবলি, অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ, সরকারি অর্থায়ন ও বেসরকারি অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য

৬.৪ অর্থায়নের কার্যাবলি (Functions of Finance)

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অনেক কার্য সম্পাদন করতে হয়। যা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **আর্থিক পরিকল্পনা (Financial Planning):** বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে অর্থের প্রয়োজনীয়তার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়, তাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলে। কোন খাতে, কি পরিমাণ অর্থের, কত সময়ের জন্য প্রয়োজন, তার একটি বিস্তারিত বিবরণকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলে।

২. **উৎস শনাক্তকরণ (Source Selection):** আর্থিক পরিকল্পনার প্রধান কাজ হলো প্রয়োজনীয় অর্থ কোন কোন উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে তা চিহ্নিত করা। যেমন– কোনো ব্যক্তি, বন্ধু বান্ধব বা কোনো আত্মীয়-স্বজন, কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বা অন্য কোনো বাহ্যিক উৎস থেকে অর্থসংস্থান করা যায়।

তহবিল সংগ্রহ (Collection of Fund): অর্থায়নের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্ভাব্য কোনো উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করা। কোন কোন খাত হতে তহবিল অর্থাৎ অর্থ পাওয়া যাবে নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে অর্থসংগ্রহ করার জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তহবিল সংগ্রহের সময় তুলনামূলক কম খরচের উৎস শনাক্ত করতে হবে। মূলধনের খরচ কম হলে ব্যবসায়ে মুনাফা বেশি করার সুযোগ থাকে, তেমনি ঝুঁকিও কম থাকে।

৪. **তহবিল বিনিয়োগ (Fund Investment):** বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের খরচ ও আয় বিশ্লেষণ করতে হয়। যেসব প্রকল্পে আয়, ব্যয় অপেক্ষা বেশি এবং এ প্রকল্পগুলো হতে সর্বাধিক মুনাফা প্রদানকারী প্রকল্প বেছে নিয়ে সেখানে বিনিয়োগ করা।

৫. **তহবিল সংরক্ষণ (Fund Maintain):** ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধন বা তহবিল যাতে বিনষ্ট না হয়, সে বিষয়েও অর্থায়নের ভূমিকা রয়েছে। মুনাফা অর্জন ক্ষমতা বজায় রাখা এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তহবিলের সংরক্ষণ করা অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কী?

ভেঞ্চার ক্যাপিটাল মূলত একটি বেসরকারি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থাগুলো উদ্যোক্তাদের সাথে অংশীদারি মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসা করে থাকে। তারা উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন করে এবং নিজেও মালিকানায় যুক্ত হয়। ব্যাংকের সাথে এর পার্থক্য হলো ব্যাংক প্রচলিত ধারায় লাভজনক ব্যবসায় ঋণ দেয়, কিন্তু ভেঞ্চার ক্যাপিটাল নতুন ব্যবসায়তে ঝুঁকি নেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের ভালো আইডিয়া আছে, সামর্থ্য ও ইচ্ছা আছে; কিন্তু বিনিয়োগের অভাবে তারা আইডিয়াটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারছেন না– ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তাদের পাশে দাঁড়ায়। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল উদ্যোক্তা বা কোম্পানিকে ঋণ দেয় না, বরং কোম্পানির অগ্রযাত্রার ঝুঁকি নেয় এবং অংশীদার হয়ে প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান দেয়।

৬. **ফলাফল নির্ণয় (Measurement of Result):** বিনিয়োগ প্রকল্পের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়। বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে কী পরিমাণ লাভ অর্জিত হলে, বর্তমান আর্থিক অবস্থা কেমন, ক্ষতি হলে কীভাবে তা পুষানো যাবে তা নির্ণয় করা হয়।

৭. **মুনাফা বণ্টন (Distribution of Profit):** প্রকল্প থেকে অর্জিত মুনাফার কত অংশ ব্যবসায়ে পুনঃবিনিয়োগের জন্য রেখে দেওয়া হবে এবং কত অংশ মালিক বা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা।

সুতরাং ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ বিনিয়োগের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান এবং লভ্যাংশ নীতি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আর্থিক বিশ্লেষণ, তহবিল সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অর্থায়নের প্রকৃতি বিস্তৃত। ব্যবসায়ে শুধু স্থায়ী সম্পত্তি বা স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করলেই হবে না, ব্যবসায়ে চলতি মূলধনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর ব্যবসায়ে চলতি মূলধন বা তারল্য বিষয়টি নির্ভর করে। কিন্তু ব্যবসায়ে তারল্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে অথবা ঘাটতি হলে ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৬.৫ অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Finance)

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। কাজের ধরন ও প্রকৃতি (nature) অনুযায়ী অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ নিচের প্রবাহ চিত্রে দেখানো হলো—

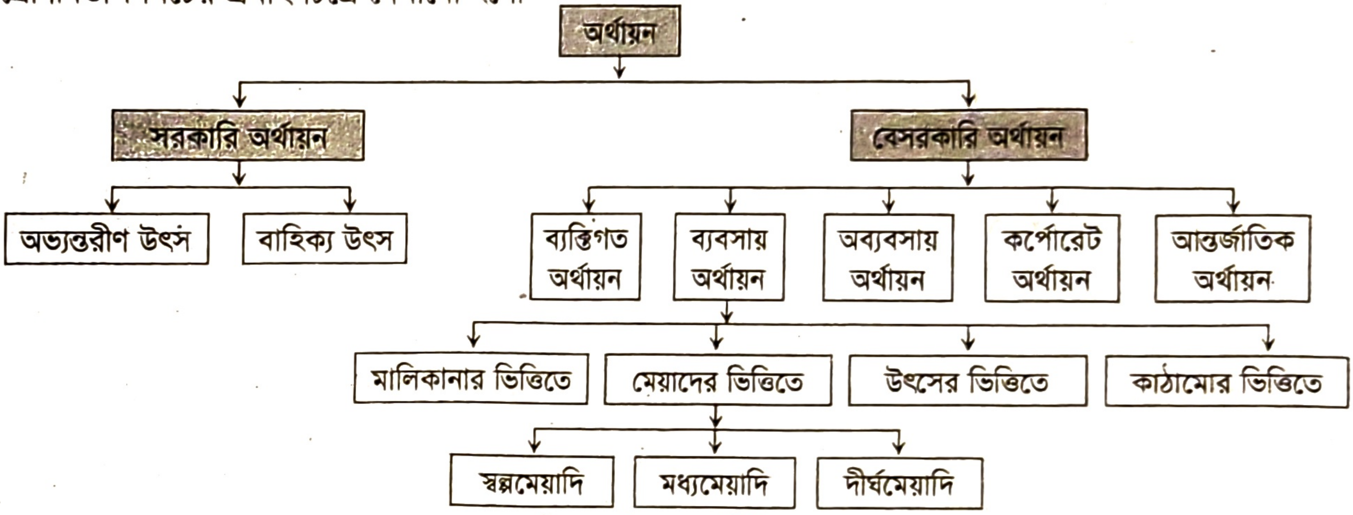

চিত্র: অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ

নিচে অর্থায়নের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো—

ক. **সরকারি অর্থায়ন (Public Finance):** দেশের সরকার কর্তৃক সংগৃহীত অর্থায়নকে সরকারি অর্থায়ন বলে। অর্থাৎ রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থের পরিকল্পনা, উৎস চিহ্নিতকরণ এবং ঐসব উৎস হতে অর্থসংগ্রহ ও তার সুষ্ঠু বন্টনকে সরকারি অর্থায়ন বলে। সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও জনকল্যাণমূলক কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই ব্যয় মিটানোর জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। এই অর্থসংস্থানের উৎস অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক অথবা উভয় ধরনের হতে পারে।

অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, কর, শুল্ক ও অ-কর রাজস্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাহ্যিক উৎস বলতে বিভিন্ন দেশের সাহায্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন— বিশ্বব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) প্রভৃতির কাছ থেকে ঋণ, অনুদান, দান ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করাকে বুঝায়।

খ. **বেসরকারি অর্থায়ন (Private Finance):** সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নকে বেসরকারি অর্থায়ন বলে। বেসরকারি অর্থায়নকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. **ব্যক্তিগত অর্থায়ন (Personal Finance) :** কোনো ব্যক্তি তার দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে অর্থায়ন করে তাকে ব্যক্তিগত অর্থায়ন বলে।

২. **ব্যবসায় অর্থায়ন (Business Finance):** মুনাফার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পদানের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে যে অর্থায়ন করা হয়, তাকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে। ব্যবসায় অর্থায়নকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

  i. **ব্যক্তিগত ব্যবসায় অর্থায়ন:** ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নকে ব্যক্তিগত ব্যবসায় অর্থায়ন বলে। একমালিকানা, অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী কারবার মূলত এ ধরনের অর্থায়ন করা হয়।

  ii. **সরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন:** সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য সংগৃহীত অর্থায়নকে সরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন বলে। এ ধরনের অর্থায়ন স্বল্প, মধ্যম বা দীর্ঘ সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে।

  iii. **স্বায়ত্তশাসিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন:** বিভিন্ন কর্পোরেশন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদের জন্য যে অর্থায়ন করা হয়, তাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন বলে। বিভিন্ন কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার বা এসব সংস্থা নিজেই অর্থ সরবরাহ করে থাকে।

৩. **অ-ব্যবসায় অর্থায়ন (Non Business Finance):** মুনাফার উদ্দেশ্য ব্যতীত যে সকল প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করা হয় তাকে অ-ব্যবসায় অর্থায়ন বলে। যেমন: সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি হাসপাতাল, ক্লাব, লাইব্রেরি, এতিমখানা, মহিলা সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান।

৪. **কর্পোরেট অর্থায়ন (Corporate Finance):** দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করলে তাকে কর্পোরেট অর্থায়ন বলে।

৫. **আন্তর্জাতিক অর্থায়ন (International Finance):** বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি খাতে যে অর্থায়ন করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বলে।

এছাড়া আরও কয়েক প্রকার অর্থায়নের ধারণা রয়েছে। যথা—

ক. **মালিকানার ভিত্তিতে অর্থায়ন:** মালিকানার ভিত্তিতে অর্থায়ন তিন ধরনের হতে পারে। যেমন:
   i. **এক মালিকানা কারবারে অর্থায়ন:** যেখানে সীমাহীন দায়িত্ব এবং ঝুঁকির আধিক্য থাকে।
   ii. **অংশীদারি কারবারে অর্থায়ন:** এ ধরনের কারবারে অর্থায়ন তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও অংশীদারদের অসীম দায়িত্ব থাকে।
   iii. **যৌথ মূলধনী কারবারে অর্থায়ন:** এ ধরনের কারবারে অর্থায়ন তুলনামূলকভাবে নিরাপদ ও ঝুঁকি সর্বনিম্ন থাকে।

খ. **মেয়াদের ভিত্তিতে:** মেয়াদের ভিত্তিতে অর্থায়ন হলো তিন প্রকার। যথা—
   i. **স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন:** ১ বছর বা তার কম সময়ের জন্য এ অর্থায়ন হয়।
   ii. **মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন:** ১ বছর হতে ৫ বছর সময়ের জন্য এরূপ অর্থায়ন হয়।
   iii. **দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন:** ৫ বছর হতে ২০ বছর সময়ের জন্য এরূপ অর্থায়ন হয়।

গ. **উৎসের ভিত্তিতে:** উৎসের ভিত্তিতে অর্থায়ন দুই প্রকার। যথা—
   i. **অভ্যন্তরীণ উৎস:** উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত মূলধন, শেয়ার, অবণ্টিত মুনাফা ও সঞ্চিত তহবিল অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
   ii. **বাহ্যিক উৎস:** উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন এবং অবণ্টিত মুনাফা ছাড়া ঋণ হিসেবে যে সমস্ত উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তাকে বাহ্যিক উৎস বলে। এ তহবিল আবার দু'ধরনের হয়। যথা—
   দেশীয়: প্রদেয় বিল, বাণিজ্যিক পত্র, ক্রেতা হতে অগ্রিম গ্রহণ, মজুদ মাল বন্ধকীকরণ, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং গ্রামীণ মহাজন, সুদের কারবারি প্রভৃতি।
   আন্তর্জাতিক: দাতা দেশ ও সংস্থা কর্তৃক সাহায্য, ঋণ, দান, অনুদান প্রভৃতি।

ঘ. **উৎসের কাঠামো ভিত্তিতে:** উৎসের কাঠামো ভিত্তিতে অর্থায়ন দুই প্রকার। যথা—
   i. **প্রাতিষ্ঠানিক উৎস:** যখন কোনো স্বীকৃত বা রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থায়ন করা হয়, তখন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন অর্থায়ন বলে। যেমন— সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক।
   ii. **অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস:** আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রাম্য মহাজন, স্বর্ণকার, সাহুকার প্রভৃতি অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচিত।

৬.৬ সরকারি অর্থায়ন ও বেসরকারি অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Government & Non-government Finance)

সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সংগৃহীত অর্থায়নকে সরকারি অর্থায়ন বলে। অন্যদিকে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত অর্থায়নই হলো বেসরকারি অর্থায়ন। সরকার জামানতবিহীনভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ বা অর্থায়ন করে থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জামানতের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থায়ন করে থাকে। ব্যক্তির পক্ষে বৈদেশিক অর্থায়ন সম্ভব হয় না। সরকারি অর্থায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সরকারি ব্যয়ভার বহন করা। কিন্তু বেসরকারি অর্থায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত মুনাফা সর্বোচ্চ করা। সরকারি অর্থায়নে সাধারণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় না। কিন্তু বেসরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থায়নের উৎস কয়টি? *[কু. বো. ২০১৯]*
২. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের প্রাথমিক উৎস কী? *[রা. বো. ২০১৯]*
৩. দাতা দেশ ও সংস্থা, ইইউ প্রভৃতি অর্থায়নের কী ধরনের উৎস?
৪. ব্যবসায় অর্থায়নকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৫. মালিকানার ভিত্তিতে অর্থায়ন কয় ধরনের হতে পারে?
৬. উৎসের ভিত্তিতে অর্থায়ন কত প্রকার?

▶ উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের উৎসের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৩

অর্থায়নের উৎসসমূহ; মেয়াদের ভিত্তিতে তহবিলের উৎসসমূহ; অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সঞ্চয় এবং নিজস্ব অর্থায়নের সুবিধাসমূহ

৬.৭ অর্থায়নের উৎসসমূহ (Sources of Finance)

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয় নির্বাহের জন্য যে বিভিন্ন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করে, তাকে অর্থায়নের উৎস বলে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎসগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

ক. অভ্যন্তরীণ উৎস (Domestic or Internal Sources)

খ. বাহ্যিক উৎস (External Sources)

ক. অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Sources): কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট তহবিলের যে অংশ মালিকপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উৎস থেকে সরবরাহ করা হয় তাকে অভ্যন্তরীণ উৎস বলে। প্রতিষ্ঠান গঠন করার শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য অর্থের প্রয়োজন পড়ে। এ অর্থ মালিক নিজের ব্যক্তিগত তহবিল বা অভ্যন্তরীণ তহবিল থেকে সংস্থান করে। প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন ও তারল্য বজায় রাখতে অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থানের দরকার হয়। অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ হলো—

১. **নগদ অর্থ:** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সঞ্চয় নগদে নিজের হাতে অথবা নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খুলে জমা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংকে জমা রাখলে অর্থের নিরাপত্তার সাথে সাথে কিছু মুনাফাও পাওয়া যায়। এরূপ নগদ সঞ্চয় সবচেয়ে তরল সম্পদ, যা প্রয়োজন অনুসারে যখনই ইচ্ছা ব্যয় করা যায়।

২. **সংরক্ষিত মুনাফা:** প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফার যে অংশ মালিক বা অংশীদারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন না করে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তাকে সংরক্ষিত মুনাফা বলে।

৩. **বকেয়াসমূহ:** ধারে প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার মাধ্যমেও মূলধন যোগাড় করা যায়। ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে অনেক ব্যয় হয় যা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা হয় না। এগুলো প্রতিষ্ঠানের দায় হলেও স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে কাজ করে।

৪. **অবচয় সঞ্চিতি:** প্রতিষ্ঠানে অনেক স্থায়ী সম্পত্তি থাকে। যেমন- দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে ক্ষয় হয় এবং এগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই প্রতিবছর অবচয় হিসেবে এ ক্ষয়জনিত অর্থ কেটে রাখা হয়।

৫. **ভবিষ্যৎ তহবিল:** একটি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিলের ব্যবস্থা থাকে। এ জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেটে রাখা হয় এবং মালিকপক্ষ আরও কিছু দিয়ে ভবিষ্যৎ তহবিলকে সমৃদ্ধ করে।

৬. **স্থায়ী সম্পদ বিক্রি:** নগদ অর্থের প্রয়োজনে পূর্বে ক্রয় করা স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে তহবিল সংগ্রহ করা যায়। স্থায়ী সম্পত্তি অনেক দিন ধরে ব্যবহার করলে এর উপযোগিতা কমে যায়। তাই এগুলো বিক্রি করে অর্থসংস্থান করা হয়। এটিও একটি অভ্যন্তরীণ উৎস। সাধারণত অব্যবহৃত সম্পদ বিক্রি করে এ অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

খ. বাহ্যিক উৎস (External Sources): মালিকের বিভিন্ন সময় অর্থের প্রয়োজন হলে বিভিন্ন উৎস থেকে ধার বা ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। একে অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস বলে। মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত অর্থ যখন পর্যাপ্ত হয় না তখন অতিরিক্ত মূলধনের চাহিদা মিটাতে উদ্যোক্তা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা পাওনাদারদের কাছ থেকে ঋণের মাধ্যমে অর্থসংস্থান করতে পারে। এ অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় উৎস হতে সংগ্রহ করা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎস: প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. **বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ:** প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্যতম। নতুন শিল্প স্থাপন, ব্যবসায় সম্প্রসারণ, শিল্পের আধুনিকায়ন ইত্যাদি প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি অর্থায়ন করে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিশেষ খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের চিন্তাও করে।

২. **বিনিয়োগ ব্যাংকের ঋণ:** শিল্পায়ন ও নতুন ব্যবসায় স্থাপনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

৩. **বিমা কোম্পানি:** বিমা কোম্পানি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো উদ্যোক্তাদের মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল প্রদান করে থাকে। যেসব ব্যবসায়ে ঝুঁকি কম বিমা কোম্পানি সেই সব ব্যবসায়ে ঋণ দিয়ে থাকে।

৪. **পুঁজিবাজার:** পুঁজিবাজার দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের অন্যতম উৎস। যৌথমূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে জনসাধারণের নিকট থেকে মূলধন বাজারের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

৫. **বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান:** ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও মাঝারি সকল আকারের শিল্পে অর্থায়নের জন্য বিশেষায়িত কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন: বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণে এনজিও প্রভৃতি। ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যোক্তাদেরকে তাদের ব্যবসায়ের বিল্ডিং তৈরিতে অর্থায়ন করে থাকে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ: প্রাতিষ্ঠানিক উৎস ছাড়াও ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে অর্থায়নের কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস রয়েছে। যেখান থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করতে পারে।

১. **বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন:** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিকরা সাধারণত ব্যবসায়ের প্রয়োজনে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করতে পারে।

২. **মহাজন ও সুদের কারবারি:** উদ্যোক্তারা মহাজন ও সুদের কারবারিদের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে পারে।

৩. **বন্ধক:** কখনও জরুরি নগদ অর্থ সঙ্কট দেখা দিলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিকরা তাদের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

৪. **ব্যবসা ঋণ:** সাধারণত বাকিতে পণ্য বিক্রির মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতাকে সাময়িক অর্থসংস্থান করে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময় পর পণ্যের মূল্য পরিশোধের সুবিধা প্রদান করে থাকে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটি অর্থসংস্থানের সবচেয়ে সহজ উৎস হিসেবে কাজ করে।

৬.৮ মেয়াদের ভিত্তিতে তহবিলের উৎসসমূহ (Sources of Finance on the Basis of Duration)

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের মেয়াদের ভিত্তিতে অর্থায়নকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন খ. মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন গ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন।

ক. **স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন:** কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১ বছর বা তার কম সময়ের মধ্যে প্রদেয়, চলতি সম্পত্তির (নগদ টাকা, কাঁচামাল ক্রয়, মজুত মাল, দেনাদার, প্রাপ্য বিল, ব্যাংকে রক্ষিত টাকা) জন্য যে অর্থায়ন বা ঋণ গ্রহণ করে, তাকে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বলে।

খ. **মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন:** স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের এক অন্তর্বর্তীকালীন বিকল্প ব্যবস্থা হলো মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন। ১ থেকে ৫ বছর মেয়াদের জন্য অর্থায়নকে মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন বলে। যেমন: বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদি ঋণ। ঘূর্ণায়মান ঋণ চুক্তি; বিমা কোম্পানির মেয়াদি ঋণ, যন্ত্রপাতি বিষয়ক ঋণ ও ইজারা অর্থায়নকে মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন বলে। এটি চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে বা কখনও স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ. **দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন:** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তির প্রয়োজন মেটানোর জন্য ৫ বছর থেকে ২০ বছর মেয়াদি অর্থায়নকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলে। এ অর্থ সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তি যথা— ভূমি, ইমারত, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং কোনো কাজ বা উৎপাদনের অর্থায়ন বিভিন্ন স্থান, প্রতিষ্ঠান বা দলিলপত্রাদি হতে হয়ে থাকে। এগুলোই হলো অর্থায়নের উৎস। অর্থায়নের উৎসগুলোর মধ্য নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ, পুঁজিবাজার প্রধান।

৬.৯ অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সঞ্চয় (Personal and Organizational Savings as a Sources of Finance)

সরকারি ও বেসরকারি খাতের অর্থায়নে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সঞ্চয় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নিজস্ব সঞ্চয় দুভাবে হয়; যথা– ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়।

ব্যক্তিগত সঞ্চয়: ব্যক্তি তার আয়ের পুরোটাই ব্যয় করে না; কিছু সঞ্চয়ও করে। এভাবে সে যা সঞ্চয় করে তাই তার ব্যক্তিগত সঞ্চয়। এ সঞ্চয় প্রধানত তার আয়ের ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তির আয় বেশি হলে সে বেশি এবং আয় কম হলে সে কম সঞ্চয় করে। অন্য কথায়, ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রধানত তার আর্থিক আয় দ্বারা নির্ণীত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চয় সুদের হার, কর ব্যবস্থা, দূরদৃষ্টি, পরিবারের প্রতি মমত্ববোধ, জানমালের নিরাপত্তা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সঞ্চয়ের এসব নির্ধারক অনুকূল হলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাড়ে। দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা, কোনো দ্রব্য বা মূল্যবান সম্পত্তি ক্রয় করা, উৎপাদনক্ষম কোনো কাজ শুরু করা ইত্যাদির জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে ব্যক্তি সর্বাগ্রে নিজস্ব সঞ্চয় কাজে লাগায়।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় সঞ্চয়: ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও ব্যক্তির মতো সঞ্চয় করতে পারে। একমালিকানা ও অংশীদারি কারবারে প্রাপ্ত মুনাফার সবটাই মালিক বা মালিকরা ব্যয় করে ফেলে না; তার কিছু অংশ সঞ্চয় করে। ভবিষ্যতে কারবারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, কলকারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের পরিবর্তন, গবেষণা, নতুন উদ্ভাবিত দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদির জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন হলে মালিকরা এ সঞ্চয় কাজে লাগায়। এক্ষেত্রে অবণ্টিত মুনাফা, কারবারের অবচয়-সঞ্চিতি, শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি হলো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের নিজস্ব সঞ্চয়। কারবারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়নের দরকার হলে কোম্পানি তার এ সঞ্চয় কাজে লাগায়।

৬.১০ নিজস্ব অর্থায়নের সুবিধাসমূহ (Advantages of Personal Savings in Financing)

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অর্থসংস্থান করে, তখন তা হয় নিজস্ব অর্থায়ন। নিজস্ব অর্থায়নের কতকগুলো সুবিধা রয়েছে; সেগুলো নিম্নরূপ:

১. **অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা:** ব্যক্তি বা কারবারের নিজস্ব সঞ্চয় সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে।

২. **নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ:** নিজস্ব সঞ্চয় থেকে কত টাকা খাটানো যাবে সে সম্পর্কে তারা জ্ঞাত থাকে।

৩. **তাৎক্ষণিক অর্থায়ন:** অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে তা করা যায়।

৪. **কম ঝামেলা:** নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অর্থসংস্থানে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন পড়ে না বলে এ ধরনের অর্থায়নের ঝামেলা অনেক কম।

৫. **কম ব্যয়:** সংগৃহীত তহবিলের বিপরীত কোনো সুদ প্রদান করতে হয় না। তাই তহবিলের সংগ্রহ ব্যয় নেই ।

৬. **দায় মুক্ততা:** নিজস্ব সঞ্চয়ের অর্থ বলে এখানে ঋণ পরিশোধের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

৭. **স্বার্থরক্ষা:** কারবার যৌথ মূলধনী কারবার হলে শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

৮. **মন্দার সময় সুবিধা:** মন্দার সময় কম দামে কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কেনা যায়।

এসব সুযোগ-সুবিধার কারণে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য উৎস অপেক্ষা নিজস্ব সঞ্চয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২৩-২৪]*
২. উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎসগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
৩. দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের অন্যতম উৎস কী?
৪. নিজস্ব সঞ্চয়কে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৫. সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন হয়?
৬. বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন, মহাজন ইত্যাদি কী ধরনের অর্থায়নের উৎস?
৭. মেয়াদের ভিত্তিতে অর্থায়নকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
৮. কোন ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন হয়? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২০-২১]*

▶ উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

৫ জন করে শিক্ষার্থীর দল গঠন করো। প্রতিটি দল আলোচনা করে অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। প্রত্যেক দলের দলনেতা তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণ; ব্যাংক ঋণের বৈশিষ্ট্য/শর্ত এবং ব্যাংক ঋণের প্রকারভেদ

৬.১১ অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণ (Bank Credit as a Source of Finance)

অর্থায়নের যতগুলো উৎস রয়েছে, তার মধ্যে ব্যাংক ঋণ অন্যতম। আর এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকই প্রধান। ব্যাংক অন্যের অর্থ নিয়ে কারবার করে। কেননা ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। পরে সংগৃহীত অর্থের যথাযথ তারল্য সংরক্ষণ করে বাকি অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ব্যাংকের এ ঋণ দেয়াকে ব্যাংক ঋণ বলে। অধ্যাপক **হ্যানসন**-এর মতে, 'জমাতিরিক্ত বা ঋণ-হিসাবের মাধ্যমে যখন ব্যাংক কোনো মক্কেলকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করে, তখন তাকে ব্যাংক ঋণ বলে।'* ড. এ. আর খান-এর ধারণানুযায়ী, 'ধারের শর্ত সাপেক্ষে মক্কেলকে ব্যাংক প্রদত্ত নগদ অর্থ কিংবা দলিলের মাধ্যমে প্রদত্ত সুনাম ও সেবাকে ব্যাংকের ঋণ, অগ্রিম বা আগাম বলা হয়।'

ঋণগ্রহীতার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসই হলো ব্যাংক ঋণের ভিত্তি। ঋণগ্রহীতা নির্ভরশীল, দায়িত্ববান এবং সম্পদশালী হলে ব্যাংক তার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। কাজে যিনিই এসব গুণের অধিকারী হন, তিনিই ঋণ পেতে পারেন। সুতরাং বলা যায় যে, ব্যাংক তার মক্কেলের সুবিধার্থে যে ঋণ বা সেবা প্রদান করে, তাই ব্যাংক ঋণ। সাধারণত ব্যাংক ঋণ বলতে চেকের মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য ব্যাংক প্রদত্ত অর্থকেই ব্যাংক ঋণ বলা হয়।

৬.১২ ব্যাংক ঋণের বৈশিষ্ট্য/শর্ত (Characteristics/ Terms of Bank Credit)

ব্যাংক ঋণের কতকগুলো লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্যাংক ঋণের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. **ঋণের ধরন:** ব্যাংক ঋণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে; যথা- নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ, চাহিবামাত্র দেয় ঋণ।

২. **পরিশোধ কাল:** ব্যাংক ঋণ সাধারণত স্বল্পমেয়াদি অর্থাৎ তা এক বছরের মধ্যেই পরিশোধ করতে হয়।

৩. **জামানত:** ব্যাংক ঋণ জামানতযুক্ত বা জামানতহীন হতে পারে। সাধারণত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কারখানা, দালান-কোঠা ও জমি, ঋণপত্র ইত্যাদি জামানত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪. **ব্যাংক ঋণের খরচ:** গৃহীত ঋণের জন্য প্রদত্ত ঋণই হলো ব্যাংক ঋণের খরচ। ব্যাংক ঋণ দেয়ার সময় সুদ কেটে বাকি অর্থ প্রদান কিংবা ঋণ পরিশোধের সময় সুদ ও আসল গ্রহণ করতে পারে।

৫. **কম অর্থ বিনিয়োগ করে এমন ঋণ গ্রহীতা:** ব্যাংক থেকে যারা ঋণ গ্রহণ করে তারা খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হয়ে থাকে।

৬. **সুদের হার:** ব্যাংক সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে বলে এর সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম হয়।

৭. **আনুষ্ঠানিকতা:** ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে বেশি আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না। এজন্য অল্প সময়েই এ ঋণ পাওয়া যায়।

জেনে রাখো

ব্যাংক ঋণের বিবেচ্য বিষয়: ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশ্বাসই ব্যাংক ঋণের ভিত্তি। আবার এ বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো চরিত্র (Character), ক্ষমতা (Capacity) এবং মূলধন (Capital)।

৬.১৩ ব্যাংক ঋণের প্রকারভেদ (Types of Bank Credit)

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ প্রদান করে থাকে। তিনটি ভিত্তির উপর ব্যাংক ঋণকে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। যথা— ১. প্রকৃতিভিত্তিক ব্যাংক ঋণ, ২. উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাংক ঋণ, ৩. মেয়াদভিত্তিক ব্যাংক ঋণ।

---

* "When a bank makes an advance to a customer whether by overdraft or loan account is called bankers credit (Bank Credit)"- Hansen.

১. **প্রকৃতিভিত্তিক ব্যাংক ঋণ:** ঋণ প্রদানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ব্যাংক ঋণের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তাকে প্রকৃতিভিত্তিক ব্যাংক ঋণ বলে। নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ, বাণিজ্যিক দালিলিক ঋণ, অবাণিজ্যিক দালিলিক ঋণ প্রভৃতি প্রকৃতিভিত্তিক ব্যাংক ঋণের উৎস।

২. **উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাংক ঋণ:** উদ্দেশ্য বা ব্যবহারের ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তাকে উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাংক ঋণ বলে। বাণিজ্যিক খাতে নগদে বা দলিলের মাধ্যমে এবং অবাণিজ্যিক খাতে আবাসিক সুবিধা বা ভ্রমণ খাতে এরূপ ঋণ প্রদান করা হয়।

৩. **মেয়াদভিত্তিক ব্যাংক ঋণ:** মেয়াদের উপর ভিত্তি করে ব্যাংক ঋণের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তাকে মেয়াদভিত্তিক ব্যাংক ঋণ বলে। মেয়াদিভিত্তিক ব্যাংক ঋণ সাধারণত স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে।

নিচে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক ঋণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. **ধার বা ঋণ:** ব্যাংক তার মক্কেলের নামে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি ঋণের হিসাব খুলে ঋণ বা আগাম প্রদান করলে তাকে ধার বা ঋণ বলে। ঋণের সে টাকা উঠানো হয় তা ঋণগ্রহীতার ঋণ হিসাবে ডেবিট এবং যে টাকা উঠানো হয় না তা চলতি হিসাবে জমা রাখা হয়। ব্যাংক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয়; তবে ক্ষেত্র বিশেষে তা মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণও দিতে পারে।

২. **নগদ ঋণ:** ব্যাংক ব্যক্তিগত জামানত, যৌথ নিশ্চয়তা প্রদানকারীর জামানত অথবা অন্য যেকোনো ধরনের জামানতের বিপক্ষে নগদ অর্থ দিতে পারে। এক্ষেত্রে মক্কেল ব্যাংক হিসাব হতে প্রয়োজনীয় অর্থ উত্তোলন করে এবং তার ওপর নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করে।

৩. **জমাতিরিক্ত ঋণ:** ব্যাংকের মক্কেলগণ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে তার আমানতে জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করলে তা জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। সম্পদশালী উদ্যোক্তা কিংবা ব্যাংকের আস্থাভাজন ব্যক্তিরা এ ধরনের ঋণ পায়। এসব ছাড়াও ব্যাংক নিম্নোক্ত আরও কয়েক ধরনের ঋণ প্রদান করে:

৪. **চাহিবামাত্র দেয় ঋণ:** ব্যাংক তার মক্কেলদেরকে সাধারণত খুব কম সময় (যেমন ২৪ ঘণ্টা) এর মধ্যে টাকা ফেরত দেয়ার শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ঋণের সুদের হার বেশ কম।

৫. **স্বল্পকালীন নোটিশে দেয় ঋণ:** গৃহীত ঋণ স্বল্পতম সময়ের নোটিশে পরিশোধ করার শর্তে ব্যাংক এ ঋণ দেয়।

৬. **বিনিময় বিল ক্রয়:** ব্যাংক তার মক্কেলদের পক্ষে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিময় বিল বাট্টা করে এরূপ ঋণ প্রদান করে থাকে।

৭. **শেয়ার/সিকিউরিটি ক্রয়:** ব্যাংক তার মক্কেলদের সুবিধার্থে সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির শেয়ার, সিকিউরিটি, ঋণপত্র ইত্যাদি আর্থিক দলিলপত্রাদি সাময়িকভাবে ক্রয় করে এরূপ ঋণ প্রদান করে। বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমেও ব্যাংক মক্কেলদের জন্য স্বল্পমেয়াদি ঋণদানের ব্যবস্থা করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যাংক ঋণকে কয়টি ভিত্তির ওপর নির্ভর করে শ্রেণিবিভাগ করা যায়?
২. অর্থায়নের অন্যতম উৎস কোনটি?
৩. মেয়াদিভিত্তিক ব্যাংক ঋণ কত প্রকার?
৪. নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ, অবাণিজ্যিক দালিলিক ঋণ প্রভৃতি কোন ধরনের ব্যাংক ঋণের উৎস?
৫. বিনিময় বিলে স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যাংক মক্কেলদের কোন মেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে?

► উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ব্যাংক ঋণের ধরনগুলো টেবিলে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৫

ব্যাংক ঋণের উৎসসমূহ; অর্থায়নে বিশেষায়িত ব্যাংকের ভূমিকা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের সুবিধা

৬.১৪ ব্যাংক ঋণের উৎসসমূহ (Sources of Bank Credit)

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইনকানুন ও শর্তাবলি অনুসারে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণের আনুষ্ঠানিক উৎস বলা হয়। নিচে ঋণের বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. **বাংলাদেশ ব্যাংক:** বাংলাদেশ ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজে সরাসরি ঋণ প্রদান না করলেও যেসব ব্যাংক ও সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরাসরি ঋণ প্রদান করে, সেসব সংস্থাকে কম সুদে ঋণ প্রদান করে। যেমন— বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংককে প্রচলিত ব্যাংক হার অপেক্ষা ২% কম সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

২. **বাণিজ্যিক ব্যাংক:** অর্থসংস্থানে বাণিজ্যিক ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত স্বল্পমেয়াদি, মধ্য মেয়াদি এবং ক্ষেত্রবিশেষ দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ যেমন— সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এবং বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংক যেমন— ইসলামী ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, এবি ব্যাংক প্রভৃতি ব্যাংকসমূহ ব্যাংক ঋণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩. **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক:** কৃষি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংক সাধারণত কৃষককে কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচের জন্য অগভীর নলকূপ, পাম্পিং মেশিন, হালের গরু ক্রয়, বীজ, সার, কীটনাশক, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, বিপণন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে।

৪. **ভূমি বন্ধকী ব্যাংক:** কৃষকদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে যে ব্যাংক ঋণদান করে তাই ভূমি বন্ধকী ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে ঋণ পেতে হলে মূল্যবান সম্পদ বন্ধক রাখতে হয়। দরিদ্র কৃষকদের এরূপ মূল্যবান সম্পদ নেই। তাই ভূমি বন্ধক রেখে কৃষকরা যাতে ঋণ পেতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এ ধরনের ব্যাংক স্থাপন করা হয়। ভূমি বন্ধকী ব্যাংক প্রধানত দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করে থাকে।

৫. **সমবায় ঋণদান সমিতি:** সমবায় ঋণদান সমিতি সাধারণত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। সমবায় ঋণদান সমিতি ঋণের অন্যতম প্রধান উৎস।

৬. **সমবায় ব্যাংক:** সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত ব্যাংককে সমবায় ব্যাংক বলে। পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করাই সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। এ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিঋণ প্রদান করে।

৭. **বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড:** বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৮. **সরকার:** বাংলাদেশের সরকারও অনেক সময় বিশেষ করে বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে সরাসরি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ঋণের সুদের হারও কম এবং ঋণ পরিশোধের শর্তও সহজ।

৯. **বিনিয়োগ ব্যাংক:** বিনিয়োগ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক অবলেখকের কাজও করে থাকে। বাংলাদেশে Investment Corporation of Bangladesh (ICB) একটি উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ ব্যাংক। এ ব্যাংকের কাজ হলো পুঁজিবাজার উন্নয়ন সহায়তা করা, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন ও উন্নয়ন ইত্যাদি।

৬.১৫ অর্থায়নে বিশেষায়িত ব্যাংকের ভূমিকা (Role of Specialized Bank in Finance)

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অর্থায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান করে থাকে। তবে তার দ্বারা শিল্প ও কৃষি উন্নয়নে অর্থায়নের জন্য যে বিশেষ ধরনের ঋণ-চাহিদা পূরণ দরকার তা বাণিজ্যিক ব্যাংক পূরণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে অর্থায়নের জন্য অন্য ধরনের ব্যাংকও রয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যাংকের মধ্যে

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক উল্লেখযোগ্য। দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, পুরাতন শিল্পগুলোর আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য এ ব্যাংক প্রধানত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। শিল্প-কারখানার অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণও প্রদান করে। এছাড়া কৃষিকাজ পরিচালনা, কৃষি উপকরণসমূহ ক্রয়, জমির স্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬.১৬ অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণের সুবিধা (Advantages of Bank Credit in Finance)

আধুনিক অর্থনীতিতে যেকোনো উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

১. **ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ঋণদানের ক্ষেত্রে প্রধান উৎস:** ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে অসচ্ছল হয়। এসব প্রতিষ্ঠান যেকোনো উৎস থেকে ঋণ সুবিধা পায় না। এ অবস্থায় একমাত্র বাণিজ্যিক ব্যাংকই ঋণের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

২. **সহজলভ্য ঋণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বেশি শর্ত আরোপ করে না। এজন্য এ ঋণ ক্ষুদ্র, মাঝারি এমনকি বৃহদায়তন ব্যবসায়ের জন্য সহজলভ্য হয়।

৩. **কম খরচে ঋণ প্রাপ্তি:** বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রদত্ত বেশির ভাগ ঋণই স্বল্পমেয়াদি। এজন্য এর সুদের হার কম, যা ব্যবসায়ীদেরকে এ ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করে।

৪. **শিল্পোন্নয়নে সহায়তা:** অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলত শিল্পোন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। ব্যাংক ঋণ কলকারখানার চলতি মূলধনের চাহিদা মিটিয়ে শিল্পোন্নয়নের গতি সঞ্চার করে।

৫. **কৃষি উন্নয়ন:** কৃষকরা সাধারণত আর্থিকভাবে দুর্বল। তাদের মূলধনের পরিমাণ কম। ব্যাংক এ খাতে ঋণ প্রদান করে স্বল্প মূলধন ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল কৃষকদের কৃষিকাজে উৎসাহী করতে পারে।

৬. **নমনীয়তা:** ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ বেশির ভাগই স্বল্পমেয়াদি। এ ধরনের ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধকাল ঋণগ্রহীতা সহজেই বাড়াতে বা কমাতে পারে। এ ঋণ তাই নমনীয়।

৭. **কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ:** বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকার সমস্যা লাঘবে কুটির শিল্পের প্রসার অত্যন্ত সহায়ক। বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণের মাধ্যমে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮. **বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা:** আজকাল ব্যাংকের দেয়া ঋণ ও ঋণ দলিলপত্রাদি ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা অসম্ভব। এখনকার আমদানি রপ্তানি সম্পূর্ণ ব্যাংক ঋণনির্ভর।

৯. **অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা:** বর্তমানকালে বাণিজ্যিক ব্যাংক যেকোনো ধরনের ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে ঋণ প্রদান করছে। এর ফলে দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

১০. **পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আবাসন সংকট লাঘব:** আজকাল ব্যাংক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আবাসন সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে এসবখাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিচ্ছে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

ওপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সাধারণত কোন ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাওয়া যায়? *[সি. বো. ২০১৭]*

২. অর্থসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান উৎস কোনটি?

৩. বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড কাদের মধ্যে ঋণ প্রদান করে থাকে?

৪. Investment Corporation of Bangladesh (ICB) কী ধরনের ব্যাংক?

৫. কোন ব্যাংক সরাসরি ঋণ প্রদান করে না?

► উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ ৬

অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিও ও অর্থায়নের উৎস হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা

৬.১৭ অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিও (NGO's as a Source of Finance)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নিয়ম অনুসারে ঋণ দিচ্ছে। ঋণের এ উৎসগুলোকে উপানুষ্ঠানিক ঋণের উৎস বলা হয়। যেমন- এনজিও (NGO) ও গ্রামীণ ব্যাংক।

স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা কিংবা নিজ উদ্যোগে ক্ষুদ্র পরিসরে কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য স্বল্প অর্থের প্রয়োজন পড়ে। যেমন- বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যায়ে এ ধরনের অর্থনৈতিক কাজ ৫-১০ হাজার টাকা হলেই শুরু করা যায়। এক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণকে ক্ষুদ্রঋণ বলা হয়। গ্রাম্য বেকার যুবক-যুবতী, গ্রাম্য দুস্থ মহিলা ও পুরুষ, ভূমিহীন কৃষক, কৃষক শ্রমিক ইত্যাদি শ্রেণির লোকদের এ ঋণের প্রয়োজন পড়ে। ক্ষুদ্রঋণ স্বল্প সময়ের জন্য দেয়া হয়। এখানে প্রদত্ত ঋণ তদারকির ব্যবস্থা থাকে বলে তা ফেরত পাওয়ার পুরো সম্ভাবনাই থাকে। এদেশে ক্ষুদ্রঋণ স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম প্রধান উৎস। এ ঋণ জামানতবিহীন হয় বলে তা গ্রহণের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন পড়ে না। এজন্য এটি সহজে ও দ্রুত পাওয়া যায়। এর সুদের হারও তুলনামূলকভাবে কম হয়। বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের উৎসগুলো নিম্নরূপ:

ক. **পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF):** ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লি কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। সারা দেশে ২৮৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সংস্থাটি কাজ করে। স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। পূর্বে সংস্থাটি কেবল পল্লি ক্ষুদ্রঋণ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদান করতো। কিন্তু বর্তমানে সংস্থাটি আট ধরনের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে; যথা: (i) পল্লি ক্ষুদ্রঋণ, (ii) নগর ক্ষুদ্রঋণ, (iii) অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, (iv) ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ, (v) মৌসুমি ঋণ, (vi) কৃষিখাত ঋণ, (vii) দরিদ্র-বান্ধব উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমে ঋণ এবং (viii) রংপুর জেলার মঙ্গাকবলিত এলাকায় প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ।

খ. **বেসরকারি সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:** বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ খাতে বহু সংখ্যক বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান কার্যরত। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর সনদপ্রাপ্ত ৭৩৭টি প্রতিষ্ঠান দেশের ৪ কোটির অধিক গ্রাহকের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠানই দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক হারে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।[২] এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলো হলো: ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, শক্তি ফাউন্ডেশন, টিএমএমএস, সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, কারিতাস, ব্যুরো বাংলাদেশ ইত্যাদি।

ব্র্যাক: ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হলো ব্র্যাক। এ সংস্থাটি সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প অর্থের চাহিদা পূরণের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। অর্থায়নের এ উৎস থেকে অতি দরিদ্র চরবাসী, দুস্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ইত্যাদি ক্ষুদ্র ঋণ পেয়ে থাকে, যাদের ৮৯ শতাংশই মহিলা।

আশা (Association for Social Advancement–ASA): আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান ১৯৯১ সাল থেকে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রশিকা: ১৯৭৬ সালে মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে প্রশিকার কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল। প্রশিকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এনজিওগুলোর অন্যতম। বর্তমানে দেশের ৪৩টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। সংস্থাটি ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রাম ও বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ: ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ সংস্থা ১৯৭৫ সাল থেকে গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে আসছে।

---

[২] উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪, পৃষ্ঠা-২০৪

টিএমএসএস: ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS) বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে বড় সংগঠন। এ সংগঠন মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এটি জাতীয় পর্যায়ের একটি সমাজসেবামূলক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এটি দেশের ৬১টি জেলার এক বিশাল মহিলা গোষ্ঠীকে নিজের আওতায় সংগঠিত করে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থায়ন করে।

এসএসএস (সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস): ১৯৮৬ সালে এসএসএস এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে এ সংস্থা গ্রামীণ ও নগর ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে দেশের ৩২টি জেলায় ২০০টি উপজেলায়।

শক্তি ফাউন্ডেশন: ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন দুস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য বড় বড় শহরের বস্তির মহিলাদের ঋণ প্রদান করে, যাদের ৯৭ শতাংশই মহিলা। শহুরে দুস্থ মহিলাদেরকে ছোটখাটো ব্যবসায়িক কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যুরো বাংলাদেশ: ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৫০৭টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। এর উপকারভোগীদের প্রায় অধিকাংশই মহিলা।

কারিতাস: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

উল্লিখিত এনজিওগুলো ছাড়াও আরও বহু এনজিও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৬.১৮ অর্থায়নের উৎস হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা (Advantages of Micro Credit in Financing)

বাংলাদেশের মতো জনবহুল ও দরিদ্র দেশে ছোটখাটো কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থায়নের উৎস হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণের যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. **জামানত ছাড়া ঋণ:** ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সম্পদহীন ব্যক্তিরাও জামানত ছাড়াই ঋণ লাভের সুযোগ পায়।

২. **ক্ষুদ্র কর্মোদ্যোগে ঋণ:** ক্ষুদ্র কর্মোদ্যোগে অল্প অর্থের প্রয়োজন পড়লে এনজিওগুলোর ঋণ দ্বারা তা মেটানো যায়।

৩. **স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা:** নিজের উদ্যোগে কাজের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এ ঋণের জুড়ি নেই।

৪. **সহজে সংগ্রহ:** এ ঋণ গ্রহণের কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন পড়ে না। তাই সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

৫. **ঋণ তদারকির ব্যবস্থা:** এ ঋণে তদারকির ব্যবস্থা থাকে ফলে অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হয় না।

৬. **সুদখোর গ্রাম্য মহাজনদের খপ্পর থেকে রক্ষা:** গ্রামের অসহায় ও দরিদ্র লোকদের কোনো কাজের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে তারা সহজেই প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্রঋণ সংগ্রহ করতে পারে। ফলে তারা গ্রাম্য সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. PKSF কী?
২. পল্লি কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কত সাল থেকে নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে?
৩. জামানতবিহীন ঋণের উৎস কোনটি?
৪. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
৫. ব্র্যাক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

▶ উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়নের উৎস হিসেবে NGO-র ভূমিকা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

পাঠ ৭ পুঁজিবাজার; শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ; শেয়ারবাজারের প্রকারভেদ; শেয়ার এবং শেয়ারের প্রকারভেদ

৬.১৯ পুঁজিবাজার (Capital Market)

দীর্ঘমেয়াদি ঋণযোগ্য তহবিলের বাজারকে পুঁজিবাজার বলে। এ বাজারে শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয় চলে। স্টক এক্সচেঞ্জ বিমা কোম্পানি, বিশেষ বিনিয়োগ সংস্থা, ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইস্যু হাউস, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ বাজার গঠিত। অর্থায়নের যে কয়টি উৎস রয়েছে তার মধ্যে পুঁজিবাজার প্রধান এবং একটি যৌথ মূলধনী কোম্পানির সমবেত প্রতিষ্ঠান।

পুঁজিবাজারে মূলত শেয়ার, বন্ড ইত্যাদির মতো ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয়, যা যৌথ মূলধনী কলকারখানা স্থাপন, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, জমিতে স্থায়ী উন্নতি বিধান (জমি সমতলকরণ, খাল কাটা, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি) প্রভৃতিতে পুঁজির প্রয়োজন হলে সেখানে পুঁজিবাজার থেকে অর্থায়ন ঘটে।

৬.২০ শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ (Share Market or Stock Exchange)

শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ শব্দ দুটির মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। ‘শেয়ারবাজার’ ব্রিটিশ অর্থনীতিতে আর ‘স্টক এক্সচেঞ্জ’ আমেরিকান অর্থনীতিতে প্রচলিত ধারণা। যে বাজারে তালিকাভুক্ত সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, পুঁজি বা মূলধন বাজারের যে অংশে কোম্পানির শেয়ার বা ইক্যুইটির ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে শেয়ারবাজার বলে। অধ্যাপক ড. হ্যারল্ড এর মতে, ‘স্টক এক্সচেঞ্জ হলো একটি সুসংগঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে পাবলিক কোম্পানিসমূহের শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় হয়।’

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি লেনদেন হয়। এটি মূলত ঋণপত্রের মধ্যবর্তী বাজার হিসেবে কাজ করে। এখানে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগকারী লাভবান হয়। আবার শেয়ারের মূল্য কমে গেলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অতএব বলা যায়, যে সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে শেয়ার, বন্ড ও অন্যান্য আর্থিক সম্পদ আনুষ্ঠানিকভাবে বেচাকেনা হয় তাকে শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ বলে।

৬.২১ শেয়ারবাজারের প্রকারভেদ (Classification of Share Market)

শেয়ারবাজার তিন প্রকার। যথা-

১. **প্রাথমিক শেয়ারবাজার (Primary Share Market):** কোম্পানি বাজারে নতুন শেয়ার ছাড়লে তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে। শেয়ার সার্টিফিকেটের গায়ে লিখিত ফেস ভেল্যু এর ভিত্তিতে প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। প্রাথমিক শেয়ার বাজারের অবশ্যই শেয়ার অবলেখিত (face value) হতে হয়। বাংলাদেশে আই.সি.বি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই অবলেখনের কাজ করে।

২. **মাধ্যমিক শেয়ারবাজার (Secondary Share Market):** প্রাথমিক শেয়ার ইস্যু করার পর পরবর্তীতে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়কে মাধ্যমিক শেয়ারবাজার বলে। বি.ও. অ্যাকাউন্টধারী যে কেহ ব্রোকার হাউসের মাধ্যমে তা বিক্রয় করতে পারে। মূলত এ বাজারই হলো শেয়ারবাজারের শেয়ার ব্যবসায়ের প্রাণকেন্দ্র। এ বাজারে প্রতিদিনি শেয়ারের মূল্য ওঠা-নামা করে।

৩. **ওভার দ্যা কাউন্টার মার্কেট (OTC Market):** যেসব কোম্পানি দীর্ঘদিন ডিভিডেন্ট দেয় না বা পরস্পর ৫ বছর এজিএম করে না তাদের শেয়ার মূল মার্কেটের বাইরে ক্রয় বিক্রয় হয় যাকে ওভার দ্যা কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেট বলে।

শেয়ারবাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকার জনসাধারণের কাছে শেয়ার এবং বন্ড বিক্রি করে অর্থসংস্থান করে। অর্থ সংস্থানের কৌশল হিসেবে প্রাথমিক শেয়ারবাজারের মাধ্যমে কোম্পানি প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (Initial Public Offering বা IPO, ব্যক্তিগত উপস্থাপনা (Private Placement বা PP) ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে শেয়ার বিক্রি করে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্যমান সুনির্দিষ্ট থাকলেও যেকোনো দ্রব্যের মতো চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে শেয়ারবাজারে শেয়ারের দাম নির্ধারিত হয়। এ বাজারে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানি ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে না। কোনো তালিকাভুক্ত কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার ইস্যু হওয়ার পর তা যখন জনসাধারণের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তখন তাকে মাধ্যমিক বাজার বলা হয়। সাধারণ ক্রেতা-বিক্রেতাগণ স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সদস্যবৃন্দের মাধ্যমে মাধ্যমিক বাজার থেকে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

৬.২২ শেয়ার (Share)

Share ইংরেজি শব্দ যার অর্থ হলো অংশ। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের এক একটি অংশকে শেয়ার বলে। যৌথ মূলধনী কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনকে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে বিভক্ত করা হলে বিভাজিত এক একটি অংশকে শেয়ার বলে। যুক্তরাজ্য, ভারত ও বাংলাদেশসহ অনেক দেশে এটি শেয়ার নামে পরিচিত। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু দেশে একে বলা হয় স্টক। শেয়ারের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীকে একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। একে শেয়ার সার্টিফিকেট বলে।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ধ) ধারায়, "শেয়ার বলতে কোম্পানির মূলধনের কোন অংশকে বুঝাবে এবং ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে কোনো স্টক বা শেয়ারের পার্থক্য প্রকাশ পেলে সে স্টক ব্যতীত অন্যান্য স্টকও সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হবে।" যারা শেয়ার ক্রয় করে তাদেরকে শেয়ারহোল্ডার বা স্টকহোল্ডার বলে। তারা কোম্পানি থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে যা স্টক বোনাস ও ক্যাশ ডিভিডেন্ট আকারে দেয়া হয়। শেয়ারের একটি নির্দিষ্ট অভিহিত মূল্য থাকে, যা সাধারণত ১০ টাকা হয়ে থাকে। শেয়ারহোল্ডাররা শেয়ার ক্রয় করে যেমন কারবারের আংশিক মালিকানা লাভ করে, তেমনি তারা আবার ঝুঁকিও বহন করে।

৬.২৩ শেয়ারের প্রকারভেদ (Classification of Share)

শেয়ার (Share) অর্থ অংশ বা হিস্যা বা ভাগ। পুঁজিবাজারে শেয়ার বলতে একটি কোম্পানির মালিকানার অংশ বিশেষকে বোঝায়। প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মূলধন অনেক ইউনিটে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি ইউনিট একটি শেয়ার। শেয়ারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. **প্রাথমিক শেয়ার (Primary Share):** কোনো কোম্পানি বাজারে প্রথম IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে যে শেয়ারবাজারে ছাড়ে তাকে প্রাথমিক বা প্রাইমারি শেয়ার বলে। ফেস ভেল্যুর ভিত্তিতে এসব শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। যেকোনো নাগরিক স্টক এক্সচেঞ্জের BO (Beneficiary Owners) হিসাব খোলার মাধ্যমে প্রাথমিক শেয়ার ক্রয়ের আবেদন করতে পারেন।

২. **মাধ্যমিক শেয়ার (Secondary Share):** প্রাথমিক শেয়ারের মালিকরা যখন তাদের শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রি করে তখন তা মাধ্যমিক শেয়ারে রূপান্তরিত হয়। মাধ্যমিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে মাধ্যমিক শেয়ারবাজার গড়ে ওঠে। এ বাজারই শেয়ারবাজারের প্রাণকেন্দ্র। এ বাজারে মার্কেট চলাকালে শেয়ারের মূল্য ওঠানামা করে। মাধ্যমিক শেয়ারবাজারই মূলত স্টক এক্সচেঞ্জ বলে পরিচিত।

শেয়ারবাজারের মূল্যসূচকের উত্থান-পতনের জন্য শেয়ারের- ১. চাহিদা ও যোগান ২. বাণিজ্য চক্র ৩. সুদের হার ৪. তারল্য ৫. ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা ৬. মুদ্রানীতি ৭. রাজস্বনীতি ইত্যাদি কারণ জড়িত থাকে।

তাছাড়া যৌথ মূলধনী কোম্পানির স্বার্থ, মূলধনের প্রবৃদ্ধি, শেয়ার মালিকগণের পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কোম্পানি বিভিন্ন প্রকারের শেয়ার ইস্যু করে থাকে। নিচে শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো—

১. **সাধারণ শেয়ার (Ordinary Share):** যে শেয়ারের মালিক মুনাফা ও মূলধন এর ব্যাপারে কোনো বিশেষ সুবিধা পায় না তাকে সাধারণ শেয়ার বলে। এ শেয়ারের বৈশিষ্ট্য হলো—

ক. এ শেয়ারের মালিকরা অনির্ধারিত হারে মুনাফা ভোগ করে এবং তাদের ভোটাধিকার আছে।

খ. এ শেয়ার মালিকদের মধ্য থেকেই পরিচালকবৃন্দ নির্বাচিত হন এবং তারাই কোম্পানির প্রকৃত মালিক।

গ. লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার মালিকদের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ বিতরণের পর কোনো মুনাফা উদ্বৃত্ত থাকলেই সাধারণ শেয়ার মালিকগণ লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন।

২. **অগ্রাধিকার শেয়ার: (Preference Share):** যে শেয়ারের মালিকরা যৌথমূলধনী কোম্পানির মুনাফা ও মূলধন ফেরতের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পায় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। কোম্পানি অবসায়নের সময় এবং মূলধন ফেরতের বেলায়ও তারা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। অগ্রাধিকার শেয়ার বিভিন্ন প্রকার হয়। যেমন-

ক. অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-redeemable Preference Share): যে অগ্রাধিকার শেয়ারের মূলধন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর ফেরত দেয়া হয় না তাকে অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

খ. সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Cumulative Preference Share): কোম্পানির কোনো বছর মুনাফা না হলে এরূপ শেয়ারের মালিকগণের নির্দিষ্ট লভ্যাংশের দাবি শেষ হয় না। পরবর্তী কয়েক বছরের মুনাফা থেকে বকেয়া লভ্যাংশ আদায় করার অধিকার তাদের থাকে।

গ. অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার: (Non-cumulative Preference Share): কোম্পানির মুনাফা না হওয়ায় শেয়ারের মালিকগণকে কোনো বছর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেতে বঞ্চিত হলে পরবর্তী কোনো বছরের মুনাফা থেকে তাদের এ দাবি পূরণ করা হয় না।

ঘ. **পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Redeemable Preference Share):** যে শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময় শেষে মালিককে ফেরত দেয়া হয়, তাকে পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। এটি ঋণের পর্যায়েই পড়ে। এ ধরনের ঋণ ফেরতের নিয়ম হলো– ১. এর বিপরীতে মুনাফার অংশ সঞ্চয় করে; ২. মূলধনী মুনাফা থেকে পরিশোধ করে এবং ৩. স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে।

ঙ. **অতিরিক্ত মুনাফায় অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকার শেয়ার (Participative Preference Share):** যে শেয়ারের মালিকগণ সাধারণ অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকদের ন্যায় নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়ার পর সাধারণ শেয়ারের মালিকদের সাথে পুনরায় কোম্পানির উদ্বৃত্ত মুনাফার অংশও পেয়ে থাকে; তাকে অতিরিক্ত মুনাফায় অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

৩. **বিলম্বিত শেয়ার (Deferred Share):** অগ্রাধিকার ও সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ ও মূলধনের অর্থ ফেরত দেয়ার পর যে শেয়ারের লভ্যাংশ ও মূলধন ফেরত দেয়া হয়, তাকে বিলম্বিত শেয়ার বলে। একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত কোম্পানি প্রবর্তকরা এ ধরনের শেয়ার ক্রয় করে থাকে বলে এগুলোকে প্রবর্তকদের শেয়ারও বলে। বিলম্বে এ প্রকার শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ পরিশোধিত হয় বলে এগুলোকে বিলম্বিত শেয়ারও বলা হয়। এ শেয়ারের বৈশিষ্ট্য: ১. অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার ও সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দেয়ার পর লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকলে তা এ প্রকার শেয়ারের মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দেয়ার পর লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত না থাকলে তারা কোনো লভ্যাংশ পায় না। ২. যে বছর বেশি মুনাফা হয়, সে বছর তারা বেশি লভ্যাংশ পেয়ে থাকে ৩. এ শেয়ার সাধারণ জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হয় না এবং এদের বণ্টন সংস্থাপকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৪. **বোনাস শেয়ার (Bonus Share):** কোম্পানি সঞ্চয়ী তহবিলে প্রচুর অর্থ জমা হলে তা থকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে অর্থ পরিচালকদের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে অতিরিক্ত শেয়ার হিসেবে পুরাতন শেয়ার মালিকদের মধ্যে বিতরণ করে তাকে বোনাস শেয়ার বলে। অর্থাৎ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের বিনিময়ে তাদেরকে যে পূর্ণ আদায়ী শেয়ার বণ্টন করা হয় তাকে অধিবৃত্তি বা বোনাস শেয়ার বলে। এ শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করতে হয় না। অনেক সময় কোম্পানির মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন না করে কিয়দংশ মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কারবারে রেখে দেয় এবং তার বিনিময়ে শেয়ারহোল্ডারদের ভেতর বোনাস শেয়ার বণ্টন করে।

৫. **রাইট শেয়ার (Right Share):** কোনো কোম্পানির পরিমেয় নিয়মাবলিতে ভবিষ্যতে বিলিযোগ্য শেয়ারসমূহ বর্তমান শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে বলে উল্লেখ থাকলে তাকে অধিকারযোগ্য বা রাইট শেয়ার বলে। ভবিষ্যতে মূলধন বাড়াবার প্রয়োজন হলে বর্তমান শেয়ার মালিকদের মধ্যে এ ধরনের শেয়ার ছাড়া হয়। অর্থাৎ রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে কোম্পানি তার পরিশোধিত মূলধন বাড়াতে পারে।

৬. **অনাঙ্কিত মূল্য শেয়ার (No Per-value Share):** যেসব শেয়ারের মূল্য পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে না, তাকে অনাঙ্কিত মূল্য শেয়ার বলে। বছর শেষে কোম্পানির মোট সম্পদ থেকে যাবতীয় দায় বাদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাকেই মূলধন ধরা হয় এবং শেয়ারে তা বিভক্ত করে দেয়া হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যে বাজারে নতুন শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তার নাম কী? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০১৫-১৬]*
২. কোন শেয়ারের ধারকগণ কোম্পানির প্রকৃত মালিক? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
৩. কোন দুটি বাজারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই? *[চ. বো. ২০১৭]*
৪. শুধু বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণই যে শেয়ারের বিনিয়োগের অধিকার পান, তাকে কী শেয়ার বলে? *[য. বো. ২০১৬]*
৫. শেয়ারবাজার শব্দটি কোন দেশের অর্থনীতির প্রচলিত ধারণা?
৬. 'স্টক এক্সচেঞ্জ' শব্দটি কোন দেশের অর্থনীতির প্রচলিত ধারণা?
৭. শেয়ারকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
৮. বোনাস শেয়ার কাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০১৫-১৬]*
৯. বিও একাউন্ট কোথায় গিয়ে খুলতে হয়?
১০. যে ধরনের শেয়ারের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয় না? *[রাবি বি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

▶ উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

শেয়ার বাজারের প্রকারভেদ প্রবাহ চিত্রে আঁকো।

পাঠ ৮

সাধারণ শেয়ারের বৈশিষ্ট্য; শেয়ারের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধা এবং প্রাইমারি শেয়ার ও সেকেন্ডারি শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য

৬.২৪ সাধারণ শেয়ারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ordinary Share)

সাধারণ শেয়ারের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে; সেগুলো নিম্নরূপ:

১. **মালিকানা:** কোম্পানির মূলধন সরবরাহের বিভিন্ন পক্ষ থাকলেও সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররাই তার মালিক। তাই যারা সাধারণ শেয়ার ক্রয় করে তারাই কোম্পানির মালিক হয়।

২. **আয়ের ওপর অধিকার:** কোম্পানির বিভিন্ন খরচ ও দায় থাকে। তার আয় থেকে এগুলো বাদ দেয়ার পর যা থাকে তার ওপর কেবল সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের অধিকার জন্মায়।

৩. **ভোটদানের অধিকার:** প্রত্যেক সাধারণ শেয়ার হোল্ডার একটি করে ভোটের অধিকার ধারণ করে। সে কোম্পানির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ভোট দিতে পারে।

৪. **পরিচালনায় অংশগ্রহণ:** সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররাই কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন করা হয় এবং তাদের দ্বারাই কোম্পানি পরিচালিত হয়।

৫. **সীমাবন্ধ দায়:** যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারগণ সীমাবন্ধ দায়-অধিকার ভোগ করে। এখানে যে শেয়ার হোল্ডার যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করে সে কেবল তার জন্যই দায়বন্ধ থাকে। যেমন– একটি শেয়ারের কাঙ্খিত দাম ১০০ টাকা হলে এবং কেউ তা ক্রয় করলে তার দায় উক্ত ১০০ টাকা পর্যন্তই সীমাবন্ধ থাকবে।

৬. **সম্পত্তির ওপর অধিকার:** কোম্পানি কখনও বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিংবা বিক্রি হতে পারে। এ অবস্থায় তার যে মূল্য দাঁড়ায় তা থেকে কোম্পানির বিভিন্ন দায়-দেনা পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার সবটাই শেয়ার মালিকদের প্রাপ্য।

৭. **অবসায়নের অধিকার:** যৌথ মূলধনী কোম্পানি কখনও কখনও ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এ অবস্থায় সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির অবসায়নের জন্য আবেদন করতে পারে।

৮. **হিসাব বহি পরীক্ষা করার অধিকার:** সকল শেয়ার হোল্ডারের কোম্পানির হিসাববহি পরীক্ষা করার অধিকার থাকে। তারা কোম্পানির বিভিন্ন কার্যক্রমও পরিদর্শন করতে পারে।

৬.২৫ শেয়ারের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধা (Advantages of Financing Through Share)

কারবারের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের যেসব উৎস রয়েছে তার মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো শেয়ার। যেসব সুবিধার জন্য এ উৎসটি গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নরূপ:

১. **স্থায়ী মূলধন:** শেয়ার মূলধনের নির্দিষ্ট পরিশোধ মেয়াদকাল নেই। তাই তা স্থায়ী মূলধন হিসেবে গণ্য হয়।

২. **অপরিশোধযোগ্য মূলধন:** ব্যবসায়ের জন্য কোথাও থেকে মূলধন সংগ্রহ করলে তা নির্দিষ্ট সময়ের পরে পরিশোধযোগ্য। কিন্তু শেয়ার মূলধনই হলো একমাত্র মূলধন যা কোম্পানি যতদিন টিকে থাকে ততদিন তা পরিশোধ করতে হয় না।

৩. **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি:** শেয়ার মূলধন দ্বারা ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বাড়ে। তাই যে কারবারের সাধারণ শেয়ার মূলধন যত বেশি তার ঋণ গ্রহণের ক্ষমতাও তত বেশি।

৪. **জামানতবিহীন:** কোনো কারবারের জন্য মূলধন নিতে হলে নানা ধরনের জামানত দিতে হয়। কিন্তু শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ জামানতের প্রয়োজন পড়ে না।

৫. **দায় শূন্যতা:** কারবারের জন্য ঋণ গ্রহণ করলে তার জন্য সুদ দিতে হয়। কিন্তু সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই। কোম্পানি লাভ করলে লভ্যাংশ দেয়; অন্যথায় লভ্যাংশ দিতে হয় না।

৬. **সহজে মূলধন সংগ্রহ:** সাধারণ শেয়ারের মাধ্যমে কোম্পানি অতি সহজে অর্থসংস্থান করতে পারে। সুনাম আছে এমন কোম্পানির পক্ষে এটি অত্যন্ত সুবিধাজনক।

৭. **ঝুঁকি হ্রাস:** ঋণকৃত মূলধনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে সুদ দিতে হয় বলে সেক্ষেত্রে লাভ না হলে ঝুঁকি বাড়ে। সাধারণ শেয়ার মূলধনের ক্ষেত্রে লাভ হলে শেয়ার হোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দিতে হয়; আর লাভ না হলে তা দিতে হয় না। এজন্য এক্ষেত্রে শেয়ারের ঝুঁকি কম।

৬.২৬ প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Primary and Secondary Share)

শেয়ারের প্রকারভেদ এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেখা যায় প্রাথমিক বা প্রাইমারি এবং মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ারের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

পার্থক্যের বিষয়	প্রাথমিক বা প্রাইমারি শেয়ার	মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি শেয়ার
১. সংজ্ঞা	যৌথ মূলধনী কোম্পানি IPO (Initial Public Offering)-র মাধ্যমে ইস্যুকৃত শেয়ার, ঋণপত্রের আর্থিক দলিলকে প্রাইমারি শেয়ার বলা হয়।	ইতিপূর্বে ইস্যুকৃত যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শেয়ার যখন শেয়ার হোল্ডারগণ ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাকে সেকেন্ডারি শেয়ার বলা হয়।
২. উদ্দেশ্য	নতুন সিকিউরিটি ইস্যুর মাধ্যমে মাধ্যমিক শেয়ারে রূপান্তর করা।	সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা প্রধান করা।
৩. মালিকানা	IPO লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত বিনিয়োগকারীগণ মালিকানা লাভ করে।	BO একাউন্টকারীগণ নির্দিষ্ট মূল্যে মাধ্যমিক বাজার হতে সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয় করে মালিকানা লাভ করেন।
৪. মূল্য	শেয়ারের মূল্য সুনির্দিষ্ট থাকে।	শেয়ারের মূল্য পরিবর্তনশীল হয়।
৫. ঝুঁকি	বিনিয়োগের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম থাকে।	বিনিয়োগের ঝুঁকি থাকে বেশি।
৬. তারল্য	তারল্য তুলনামূলকভাবে কম থাকে।	তারল্য তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।
৭. মূলধন	যৌথ মূলধনী কোম্পানি শেয়ারের মাধ্যমে তাদের মূলধন সংস্থান ব্যাপকভাবে বাড়াতে পারেন।	কোম্পানির মূলধন শেয়ারের মাধ্যমে খুব একটা বাড়ে না।
৮. জালিয়াতি	জালিয়াতির সম্ভাবনা কম থাকে।	জালিয়াতির সম্ভাবনা বেশি থাকে।
৯. মধ্যস্থতাকারী	মার্চেন্ট ব্যাংক ও অবলেখকগণ।	স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রোকার ও ডিলার।
১০. লটারি	প্রাথমিক শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার লটের চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি হয়।	মাধ্যমিক শেয়ারে এরূপ ঘটে না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. IPO-এর পূর্ণরূপ কী? *[য. বো. ২০১৯]*
২. কোন শেয়ার লটারির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ মালিকানা লাভ করে?
৩. কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ?
৪. BO একাউন্ট কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
৫. ‘সেকেন্ডারি মার্কেট’ কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট? *[৪৩ তম বিসিএস]*

▶ উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

শেয়ারের মাধ্যমে অর্থায়নের ৫টি সুবিধা তালিকা আকারে লেখো।

পাঠ ৯

বন্ড মার্কেট; বন্ডের ধারণা; বন্ডের বৈশিষ্ট্য; বন্ডের শ্রেণিবিভাগ; বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধা; শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে পার্থক্য; বন্ড ও ডিবেঞ্চারের মধ্যে পার্থক্য

৬.২৭ বন্ড মার্কেট (Bond Market)

যে বাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন যৌথ মূলধনী কোম্পানি, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের বিভিন্ন মেয়াদের বন্ড ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে বন্ড মার্কেট বলে। এ বাজারে জামানতযুক্ত এবং জামানতবিহীন বন্ড এবং আয় বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, কুপন বন্ড, জাংক বন্ড ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বন্ড ক্রয়-বিক্রয় হয়। উল্লেখ্য, কোনো দেশে শেয়ার মার্কেট ও বন্ড মার্কেটের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব থাকতে পারে। তবে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে এ দুটি মার্কেট একীভূত হয়ে স্টক এক্সচেঞ্জ নামে শেয়ার ও বন্ডে কেনা-বেচা করে। বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অথরিটি, পাওয়ার ডেভেলোপমেন্ট বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বন্ড ক্রয়-বিক্রয় করে।

৬.২৮ বন্ডের ধারণা (Concept of Bond)

কোম্পানি তার গৃহীত ঋণের কথা স্বীকার করে ঋণদাতাকে যে দলিল প্রদান করে তাকে বন্ড বলে। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস হলো বন্ড (Bond)। এতে ঋণকৃত অর্থের পরিমাণ, ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা, সুদের হার, ঋণ পরিশোধের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। জে. এফ. ওয়েস্টার্ন ও ই. এফ. ব্রিগহ্যাম বলেন, “বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি যাতে ঋণ গ্রহীতা, সুদ ও আসল একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্ড মালিককে ফেরত দিতে অঙ্গীকার করে।” সাধারণত তিনভাবে বন্ড ইস্যু করা হয়। যেমন- i. লিখিত মূল্যে (at par) ii. প্রিমিয়ামসহ (at premium) iii. বাট্টার মাধ্যমে (at discounts) বন্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষকে ৪ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ	বন্ডের নাম
১. সরকার	ট্রেজারি বন্ড
২. কর্পোরেশন বা কোম্পানি	কর্পোরেট বন্ড
৩. মিউনিসিপ্যাল এজেন্সি	মিউনিসিপ্যাল বন্ড
৪. বৈদেশিক সরকার বা কোম্পানি	বৈদেশিক বন্ড

৬.২৯ বন্ডের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bond)

ব্যবসায়ে অর্থায়নের দীর্ঘমেয়াদি উৎসের ক্ষেত্রে বন্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণ-দলিল হিসেবে স্বীকৃত হয়। এর কতগুলো লক্ষণীয় দিক বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. **ঋণের দলিল:** বন্ড একটি ঋণ সম্পর্কিত দলিল। এ দলিলে ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সুদের হারসহ আনুষঙ্গিক শর্তাবলি উল্লেখ থাকে।

২. **লিখিত মূল্য:** বন্ডের গায়ে নির্দিষ্ট মূল্য লিখিত থাকে। বন্ডের মেয়াদ পূরণ হলে ঋণদাতাকে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে তা উল্লেখ থাকে।

৩. **সুদ প্রদান:** বন্ডের ধারককে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়, যা তার আয়ও বটে। কোম্পানির লাভ হোক বা না হোক এ সুদ পরিশোধ করতেই হয়।

৪. **ভোটাধিকার:** কোম্পানির কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বন্ড হোল্ডাররা সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। ফলে তারা কোম্পানির কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামতও প্রদান করতে পারে না।

৫. **হস্তান্তরযোগ্য:** কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে বন্ড ইস্যু করে তহবিল সংগ্রহ করলে বন্ডহোল্ডাররা প্রয়োজনের সময় তার মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে। তাই দরকার পড়লে বন্ড অন্যের কাছে বিক্রি করা যায়।

৬. **অবসায়নের সময় দাবি:** কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেলে তার সম্পত্তির মূল্যায়ন হয়। সেক্ষেত্রে বন্ড হোল্ডাররা সম্পত্তির প্রথম দাবিদার হয়। এরপর অন্যান্য শেয়ার হোল্ডাররা বা অংশীদাররা দাবি করতে পারে।

৭. **একক মূল্য:** একই সাথে বাজারে যতগুলো বন্ড ছাড়া হয় তার সবগুলোর মূল্য একই হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সাধারণত ১,০০০ টাকা মূল্যের বন্ড দেখতে পাওয়া যায়।

৮. **জামানত:** বন্ড সাধারণত জামানতযুক্ত হয়। যেমন- মর্টগেজ বন্ড। আবার তা জামানতবিহীনও হতে পারে, যেমন– আয় বন্ড। বন্ড জামানতযুক্ত ও জামানতবিহীন উভয় প্রকারের হতে পারে।

৯. **কর প্রদান:** বন্ড থেকে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত হয়।

৬.৩০ বন্ডের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Bond)

বন্ড বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিচে তার শ্রেণিবিভাগ ও বিবরণ দেয়া হলো—

ক. **জামানতের ভিত্তিতে বন্ডের শ্রেণিবিভাগ:**

১. **জামানতযুক্ত বন্ড (Secured Bond):** সাধারণত যে বন্ড বিক্রি করার সময় ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ তার বিপরীতে জামানত হিসেবে কোম্পানির কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তি বা সম্পত্তির দলিল কোনো জিম্মাদানকারী (Trustee) এর নিকট বন্ধক রাখা হয়, তাকে জামানতযুক্ত বন্ড বলে। যেমন– মর্টগেজ বন্ড।

২. **জামানতবিহীন বন্ড (Insecured Bond):** যে বন্ড বিক্রি করার সময় ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তি জিম্মাদানকারীর নিকট বন্ধক রাখা হয় না, তাকে জামানতবিহীন বন্ড বলে। এক্ষেত্রে বন্ড-ক্রেতা কোম্পানির আয়, সুদের হার, ঋণ প্রদান ক্ষমতা, সুনাম প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় এনে বন্ড ক্রয় করে। যেমন- আয় বন্ড (Income bond)।

খ. **ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে বন্ডের শ্রেণিবিভাগ:** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ড ইস্যু করে থাকে। ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে বন্ডকে বিভিন্ন ভাগে শ্রেণিবিভাগ করা হয়।

১. **ট্রেজারি বা সরকারি বন্ড (Govt. Bond):** সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত দীর্ঘমেয়াদি বন্ডকে ট্রেজারি বা সরকারি বন্ড বলে। ট্রেজারি বন্ড দেওলিয়াত্ব ঝুঁকি মুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে ৫ বছর এবং ১০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে থাকে। ট্রেজারি বন্ডের ইল্ড অন্যান্য বন্ডের তুলনায় কম হয়।

২. **কর্পোরেট বন্ড (Corporate Bond):** কোম্পানি বা কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত দীর্ঘমেয়াদি বন্ডকে কর্পোরেট বন্ড বলা হয়। বেশিরভাগ বৃহৎ কোম্পানি তাদের প্রয়োজনীয় তহবিল বন্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। কর্পোরেট বন্ডকে সিনিয়র সিকিউরিটিও বলা হয়। কারণ হলো কোম্পানি বিলোপসাধন হলেও অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের দাবি পরিশোধের পূর্বে তাদের দাবি পরিশোধ করতে হবে।

৩. **মিউনিসিপ্যাল বন্ড (Municipal Bond):** বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যে বন্ড ছেড়ে অর্থ উত্তোলন করে তাকে মিউনিসিপ্যাল বন্ড বলে।

৪. **বৈদেশিক বন্ড (Foregin Bond):** বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে বৈদেশিক বন্ড বলে। এরূপ বন্ডে ঝুঁকি ও সুদের হার উভয় বেশি থাকে।

গ. **পরিশোধের সময়ের ভিত্তিতে বন্ডের শ্রেণিবিভাগ:**

১. **পরিশোধযোগ্য বন্ড (Redemable Bond):** যে বন্ড নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে তাকে পরিশোধযোগ্য বন্ড বলে।

২. **অপরিশোধযোগ্য বন্ড (Non-Redemable Bond):** যে বন্ড নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে না তাকে অপরিশোধযোগ্য বন্ড বলে। এ ধরনের বন্ড কোম্পানির অস্তিত্বের সাথে জড়িত।

৩. **চিরস্থায়ী বন্ড (Perpetual Bond):** যে বন্ড কখনও পরিশোধ করতে হয় না তাকে চিরস্থায়ী বন্ড বলে। এ বন্ডের গায়ে পরিশোধ সময় উল্লেখ থাকে না।

ঘ. **রূপান্তরের ওপর ভিত্তি করে বন্ডের শ্রেণিবিভাগ:**

১. **রূপান্তরযোগ্য বন্ড (Convertable Bond):** যে বন্ডের ক্ষেত্রে কোম্পানি একটি নির্দিষ্ট সময় পরে বন্ড ফেরত নিয়ে তার বিপরীতে তাদের শেয়ার প্রদান করে তাকে রূপান্তরযোগ্য বন্ড বলে।

২. **অরূপান্তরযোগ্য বন্ড (Non-Convertable Bond):** যে বন্ডের বিপরীতে কোম্পানি তার শেয়ার প্রদান করে না, তার মেয়াদ শেষে বন্ডের মূল্য পরিশোধ করে তাকে অরূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র বলে।

ঙ. নিবন্ধনের ওপর ভিত্তি করে বন্ডের শ্রেণিবিভাগ:

১. **নিবন্ধিত বন্ড (Registered Bond):** কোম্পানির আলাদা রেজিস্টার খাতায় যে বন্ডের ঠিকানাসহ রেজিস্ট্রেশন থাকে তাকে নিবন্ধিত বন্ড বলে।

২. **অনিবন্ধিত বন্ড (Unregistered Bond):** কোম্পানির আলাদা রেজিস্টার খাতায় যে বন্ডের ঠিকানাসহ রেজিস্ট্রেশন থাকে না তাকে অনিবন্ধিত বন্ড বলে। এ ধরনের বন্ড অনেকটা খোলা বন্ড হিসেবে পরিচিত।

চ. বন্ডের অন্যান্য শ্রেণিবিভাগ:

১. **আয় বন্ড (Income Bond):** যে বন্ডের সুদ প্রদান কোম্পানির আয়ের ওপর নির্ভরশীল তাকে আয় বন্ড বলে। কোম্পানির যথেষ্ট আয় অর্জিত না হলে সুদ প্রদান করতে হয় না। তবে আয় হলে সুদ দিতে হয়।

২. **জিরো কুপন বন্ড (Zero Coupon Bond):** যে ধরনের বন্ড বন্ডের সমমূল্য বা কম মূল্যে (বাট্টায়) বিক্রি করা হয় এবং মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের সমুদয় অর্থ ফেরত দেয়া হয় তাকে জিরো কুপন বন্ড বলে। এক্ষেত্রে বন্ডের ক্রয়মূল্য ও পরিশোধ মূল্যের পার্থক্য হলো ঋণদাতার আয়।

৩. **কুপন বন্ড (Coupon Bond):** যে বন্ডের গায়ে নির্দিষ্ট সুদের হার, পরিপক্ক সময়, বাহ্যিক মূল্য প্রভৃতি উল্লেখ এবং নির্দিষ্ট তারিখসমূহের জন্য কুপন লাগানো থাকে তাকে কুপন বন্ড বলে। এ বন্ড হস্তান্তরযোগ্য বলে যার কাছে এ ধরনের বন্ড থাকে তিনিই কোম্পানিতে কুপন জমা দিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে পারেন।

৪. **জাঙ্ক বন্ড (Junk Bond):** সাধারণত যে বন্ডে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি এবং আয় প্রাপ্তির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে তাকে জাঙ্ক বন্ড বলে। যারা বেশি ঝুঁকি গ্রহণ করতে চায় কেবল তারাই এ বন্ড ক্রয় করে। সাম্প্রতিককালে কোনো কোনো দেশে মূলধন বাজার উন্নয়নে এ বন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫. **কল বন্ড (Call Bond):** যে বন্ডের ক্ষেত্রে মেয়াদ পূর্তির আগে ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বন্ড হোল্ডারের কাছ থেকে বন্ডটি ফেরত নিতে পারে, তাকে কল বন্ড বলা হয়।

৬. **পুট বন্ড (Put Bond):** যে বন্ডের ক্ষেত্রে বন্ড হোল্ডারগণ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সমমূল্যে বন্ডটি ফেরত দিয়ে টাকা ফেরত নেয়ার অধিকার থাকে, তাকে পুট বন্ড বলা হয়।

৭. **মেয়াদি বন্ড (Definite Maturity Bond):** যে বন্ডো গায়ে মেয়াদ উল্লেখ থাকে তাকে মেয়াদি বন্ড বলে। স্বল্পকালীন বন্ডের মেয়াদ ১-৫ বছর, মধ্যমেয়াদি বন্ডের মেয়াদ ৪-১২ বছর, দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের মেয়াদ ১২-৩০ বছর।

এছাড়াও বিলম্বিত সুদযুক্ত বন্ড (Defferred Coupon Bond), পুনঃক্রয় শর্তযুক্ত (Call Provision) বন্ড এবং বিক্রয় শর্তযুক্ত (Put Provision) বন্ড নামেও বিভিন্ন বন্ড রয়েছে।

৬.৩১ বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়নের সুবিধা (Advantages of Financing Through Bond)

বন্ডের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করলে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়; সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

১. **কম খরচ:** বন্ডের মাধ্যমে অর্থায়ন করলে কোম্পানির খরচ কম হয়; কারণ এ ধরনের ঋণের সুদের ব্যয় কম এবং শেয়ারের চেয়ে এটি কম খরচে বিক্রি করা যায়।

২. **কর সুবিধা:** কোম্পানি আইন অনুযায়ী বন্ডের সুদ কর বাদযোগ্য খরচ হিসেব বিবেচিত হয়। তাই এর মাধ্যমে অর্থায়ন করলে কোম্পানি কর রেয়াত পেয়ে থাকে।

৩. **বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার:** কখনও কখনও বাজারে শেয়ার গ্রহণযোগ্য হয় না। তখন কোম্পানির জন্য বন্ডই তহবিলের উৎস হতে পারে।

৪. **কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে সুবিধা:** বন্ড ধারকদের কোনো ভোটাধিকার থাকে না। তাই তারা কোম্পানির ব্যবস্থাপনার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না বলে কোম্পানি স্বাধীনভাবে তার কার্যকলাপ চালিয়ে যায়।

৫. **উপার্জন ক্ষমতা কমে না:** বন্ডের ব্যবহার কোম্পানির বিদ্যমান কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারদের উপার্জন হার হ্রাস করে না।

ইকুইটি কী?

ইকুইটি বলতে এক ধরনের দাবি বুঝানো হয়, যার প্রেক্ষিতে ইকুইটি পত্রের মালিক বিবেচ্য কোম্পানির প্রকৃত মূলধন সম্পদের মালিক হিসেবে দাবি করতে পারে। ইকুইটি পত্র ইস্যু করে একটি কোম্পানি বড় অংকের বিনিয়োগ তহবিল সংগ্রহ করে।

৬.৩২ শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Share and Bond)

শেয়ার এবং বন্ড উভয়ই যৌথ মূলধনী কোম্পানির অর্থায়নের অন্যতম উৎস হলেও এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

পার্থক্যের বিষয়	শেয়ার	বন্ড
১. সংজ্ঞা	শেয়ার বলতে কোন যৌথ মূলধনী কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের সম মূল্যমান সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একককে বুঝানো হয়।	বন্ড হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ চুক্তি যেখানে নামাঙ্কিত ছাপসহ গৃহীত ঋণের পরিমাণ, প্রদেয় সুদের হার, জামিন, পরিশোধকালসহ সব ধরনের তথ্য ও শর্তাবলি উল্লেখ থাকে।
২. মুনাফার ধরন	শেয়ারের বিপরীতে লভ্যাংশ পাওয়া যায়।	বন্ডের বিপরীতে সুদ পাওয়া যায়।
৩. করযোগ্যতা	শেয়ার হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত।	বন্ড হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত।
৪. দায় বহন	শেয়ার হোল্ডারগণ প্রতিষ্ঠানের দায় বহন করে থাকে।	বন্ড হোল্ডারগণ প্রতিষ্ঠানের দায় বহন করে না।
৫. ভোটাধিকার	শেয়ার হোল্ডারদের ভোটাধিকার থাকে।	বন্ড হোল্ডারদের ভোটাধিকার থাকে না।
৬. পরিচালনায় অংশগ্রহণ	শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানি পরিচালনায় অংশ নিতে পারে।	বন্ড হোল্ডারগণ কোম্পানি পরিচালনায় অংশ নিতে পারে না।
৭. জামানত	শেয়ার জামানতবিহীন।	বন্ড সাধারণত জামানতযুক্ত।
৮. সম্পত্তির ওপর অধিকার	কোম্পানি বিলুপ্ত হলে শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির সম্পত্তির ওপর সবার শেষে অধিকার পায়।	কোম্পানি বিলুপ্ত হলে বন্ড হোল্ডারগণ কোম্পানির সম্পত্তির ওপর সবার আগে অধিকার পায়।
৯. ঝুঁকিরমাত্রা	শেয়ারের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ অনিশ্চিত। তাই এটি ঝুঁকি বেশি।	বন্ডে ঝুঁকি নাই। তাই নিশ্চিত সুদ পাওয়া যায়।

৬.৩৩ বন্ড ও ডিবেঞ্চার (ঋণপত্র) এর মধ্যে পার্থক্য (Difference between Bond and Debenture)

বন্ড ও ডিবেঞ্চারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে মেয়াদ সংক্রান্ত। ডিবেঞ্চার সাধারণত স্বল্পমেয়াদি কিন্তু বন্ড স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদে হতে পারে। নিচে বন্ড ও ডিবেঞ্চারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো—

১. বন্ড হচ্ছে এক ধরনের ঋণপত্র যা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় প্রকার হতে পারে। অন্যদিকে ডিবেঞ্চার বন্ডের মতোই একটি ঋণপত্র যা সাধারণত স্বল্পমেয়াদি হয়।

২. বন্ড সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বন্ড মালিকদের আয় হার কম হয়। অন্যদিকে বন্ডের তুলনায় বিনিয়োগকারীরা ডিবেঞ্চার থেকে নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত আয় পায়।

৩. বন্ডের বিপরীতে কোম্পানি সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তি বা দলিলপত্র জামানত হিসেবে রাখে। যখন কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের পাওনা পরিশোধ করতে না পারলে এসব সম্পত্তি বিক্রি করে বিনিয়োগকারীরা তখন তাদের অর্থ আদায় করতে পারে। ডিবেঞ্চারের বিপরীতে কোনো জামানত থাকে না বিধায় এটি ঝুঁকিপূর্ণ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকার সাধারণত কী ধরনের বন্ড বাজারে ছাড়ে? *[সি. বো. ২০১৯; ঢাবি গ ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়নের প্রয়োজনে কর্পোরেশনের শর্তাবলি-সম্বলিত ঋণের দলিলকে কী বলে? *[কু. বো. ২০১৯]*

৩. জামানতের ভিত্তিতে বন্ড কত প্রকার?

৪. রূপান্তরের ভিত্তিতে বন্ড কত প্রকার?

৫. সাধারণত কয়ভাবে বন্ড ইস্যু করা হয়?

৬. ট্রেজারি বন্ড কী?

৭. কোন বন্ডের গায়ে পরিশোধ সময় উল্লেখ থাকে না?

৮. জিরো কুপন বন্ড বিক্রয় করা হয় কোন মূল্যে? *[ঢাবি গ ইউনিট ২০২০-২১]*

► উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বন্ডের শ্রেণিবিভাগ ছকে এঁকে দেখাও।

পাঠ ১০ শেয়ার মার্কেট/স্টক এক্সচেঞ্জ; বাংলাদেশের শেয়ারবাজার/স্টক এক্সচেঞ্জ; শেয়ারবাজার উন্নয়নে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপ ও শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ার মার্কেটের অবদান

৬.৩৪ শেয়ার মার্কেট/স্টক এক্সচেঞ্জ (Share Market/ Stock Exchange)

চিত্র: শেয়ার মার্কেটের উর্ধ্বগতি

ব্যবসায় পুঁজি যোগানের মাধ্যম বা উপায় হলো শেয়ার বা ঋণপত্র। শেয়ার মার্কেট বা স্টক এক্সচেঞ্জ হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বেচাকেনার একটি বিপণন কেন্দ্র। এটি কতিপয় ব্যক্তির এসোসিয়েশন বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির একটি প্রতিষ্ঠান; যেখানে শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার কেনাবেচা হয়।

মূলধন বাজারের একটি অংশ হলো শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ। তাই মূলধন বাজারের যে অংশে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ার বা ইকুইটি কেনা-বেচা হয়, তাকে শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ বলে। এ বাজারে সাধারণত যৌথ মূলধনী কোম্পানিগুলো মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রি করে। বিনিয়োগকারীরা শেয়ার থেকে লভ্যাংশ পাওয়া কিংবা শেয়ার কেনা-বেচা করে লাভ করার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে। প্রতিটি শেয়ার একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানের হয়; তবে যেকোনো দ্রব্যের মতো শেয়ারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে তার বাজার দাম নির্ধারিত হয়। যেসব কোম্পানির সুনাম আছে এবং যেগুলো বছর শেষে অধিক স্টক ডিভিডেন্ড বা ক্যাশ ডিভিডেন্ড বা উভয়ই বেশি পরিমাণে প্রদান করে সেগুলোর চাহিদা বেশি হওয়ায় তার বাজার দামও বেশি হয়। প্রত্যেক দেশে একাধিক শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ থাকতে পারে। স্টক এক্সচেঞ্জ একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে কাজ করে এবং পৃথক সত্তার অধিকারী হয়। উল্লেখ্য, এ বাজারের নিজস্ব কোনো শেয়ার থাকে না, এটি কেবল তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের শেয়ারের বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি তালিকাভুক্ত বিভিন্ন কোম্পানি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদেরকে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করে।

স্টক এক্সচেঞ্জের নীতিমালাসমূহ (Principles of Stock Exchange)

১. স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানি ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানির শেয়ার, বন্ড এবং ডিবেঞ্চার এ বাজারে বেচা-কেনার জন্য আসতে পারে না।

২. কেবল তালিকাভুক্ত ও অনুমোদিত শেয়ার, বন্ড ও ডিবেঞ্চার এখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

৩. স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য ব্যতীত আর কোনো ব্যক্তি এ বাজারে কেনাবেচায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

৪. একটি নির্দিষ্ট স্থানে সর্বপ্রকার লেনদেন ও কার্যাবলি সম্পন্ন হতে থাকে।

৫. স্টক এক্সচেঞ্জের সরকারি বিধি মোতাবেক যাবতীয় লেনদেন নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৬. স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য দু'প্রকারের হতে পারে। যেমন— দালাল ও মহাজনী দালাল। স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দালালদেরকে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবতীয় লেনদেন ও কাজকর্ম সম্পন্ন করে।

শেয়ারবাজার/স্টক এক্সচেঞ্জের দুটি অংশ থাকে। যথা– প্রাইমারি শেয়ার বাজার ও সেকেন্ডারি শেয়ারবাজার। কোম্পানি বিধিবদ্ধভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে যে শেয়ার বিক্রি করে, তাই হলো প্রাথমিক শেয়ার। প্রাইমারি শেয়ারবাজারে শেয়ার সার্টিফিকেটের ওপর লিখিত মূল্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। এ বাজারে কেবল নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শেয়ার ক্রয় করতে পারে; সাধারণ ক্রেতাদের শেয়ার কেনার অধিকার নেই।

প্রাইমারি শেয়ারবাজারে শেয়ার ইস্যু হওয়ার পর সর্বসাধারণের মধ্যে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ হয়। এটি শেয়ারের সেকেন্ডারি বাজার বলে পরিচিত। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যবৃন্দের মাধ্যমে সেকেন্ডারি মার্কেটে সাধারণ ক্রেতা–বিক্রেতারা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে। সেকেন্ডারি মার্কেটে শেয়ার ক্রয়–বিক্রয়ের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে কর্তৃক নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গকে দালাল (Broker) বা প্রতিষ্ঠানকে দালাল হাউস (Broker House) বলা হয়। এরা নির্দিষ্ট কমিশনের ভিত্তিতে তাদের মক্কেলদের পক্ষে শেয়ার কেনা-বেচা করে।

৬.৩৫ বাংলাদেশের শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ (Share Market or Stock Exchange of Bangladesh)

বাংলাদেশে বর্তমানে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে: যথা– ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)।

১. **ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ:** ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) লিমিটেড বাংলাদেশের প্রথম শেয়ারবাজার। এটি বাংলাদেশের প্রধান ও সর্ববৃহৎ শেয়ারবাজার। ১৯৫৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ৬৫৮টি।*

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Evalution):

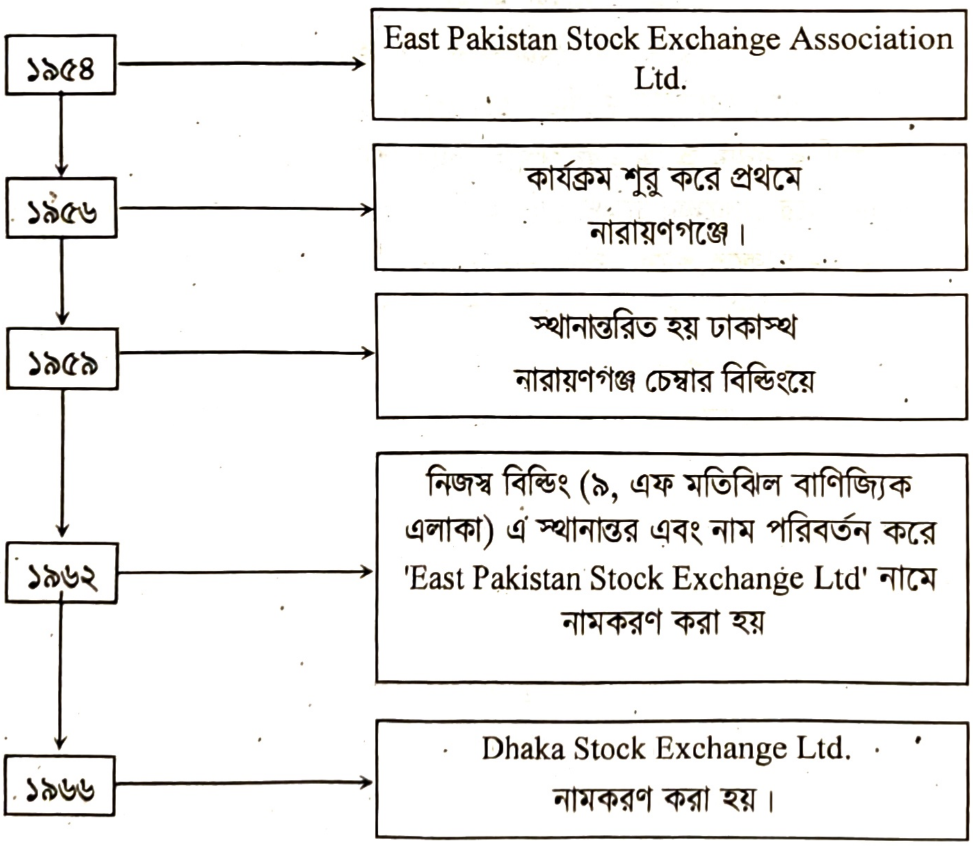
১৯৫৪
East Pakistan Stock Exchange Association Ltd.
১৯৫৬
কার্যক্রম শুরু করে প্রথমে নারায়ণগঞ্জে।
১৯৫৯
স্থানান্তরিত হয় ঢাকাস্থ নারায়ণগঞ্জ চেম্বার বিল্ডিংয়ে
১৯৬২
নিজস্ব বিল্ডিং (৯, এফ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা) এ স্থানান্তর এবং নাম পরিবর্তন করে 'East Pakistan Stock Exchange Ltd' নামে নামকরণ করা হয়
১৯৬৬
Dhaka Stock Exchange Ltd. নামকরণ করা হয়।

চিত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ

---

* সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

গঠন (Formation): ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি. একটি পাবলিক লি. কোম্পানি। এটি ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন এবং ১৯৯৩ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন এবং ১৯৯৪ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রেগুলেশন দ্বারা গঠিত হয়।

ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা (Management or Direction): ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি. ২৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। এদের ১২ জন সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয়। অবশিষ্ট ১২ জন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একজন, বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একজন, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একজন, আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক একজন, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক একজন, একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, এফবিসিসিআই-এর সভাপতি, এমসিসিআইএর সভাপতি, ডিসিসিআই-এর সভাপতি, সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি, ব্যাংকার ও বিমা সমিতির সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি/ফিন্যান্স বিভাগের সভাপতি পদাধিকার বলে প্রতিনিধিত্ব করেন। পর্ষদে একজন চেয়ারম্যান, একজন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচন করা হয়। এছাড়া দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করার জন্য একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

উদ্দেশ্য (Objective): দেশের শেয়ারবাজারের টেকসই উন্নয়নই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের মূল উদ্দেশ্য।

কার্যাবলি (Functions)

- তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন করা।
- রেগুলেশন অনুযায়ী লেনদেন নিষ্পত্তি করা।
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।
- মাসিক রিভিউ প্রকাশ করা।
- অনলাইনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান।
- অভিযোগ সেল গঠন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।
- বিনিয়োগকারীদের জন্য সুরক্ষা তহবিল গঠন করা।

মূলধন (Capital): ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি. এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ৬৫৮টি। ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি. এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭,৭২,০৭৮.০৪ কোটি টাকা। যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে টেড্রিং শেষে দাঁড়ায় ৭,৬০,৭২৩.৪৮ কোটি টাকা। *(উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)*

২. **চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ:** চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লি. বাংলাদেশের দ্বিতীয় শেয়ারবাজার। বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ৬৩৭টি।[৩]

কার্যাবলি (Functions)

- **শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়** তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে।
- **শেয়ার ব্রোকার এবং ডিলার কার্যক্রম পরিচালনা করা** শেয়ার ব্রোকার ও ডিলারদের কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে।
- **শেয়ারবাজার পরিচালনা করা** শেয়ারবাজারের কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- **বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা** বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে।
- **শেয়ারবাজার সম্পর্কে বিনিয়োগকারী এবং জনগণকে ধারণা দেয়া** শেয়ারবাজার সম্পর্কে বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করে বা ধারণা প্রদান করে।

---

[৩] উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪, পৃষ্ঠা ৬২

মূলধন (Capital): ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লি. এর সব সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪,১৭,০৭৮.৫৯ কোটি টাকা। যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৪,৩৮,৯২৯.৫০ কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় সার্বিক মূল্য সূচক ৪ শতাংশ হ্রাস পায়।

৬.৩৬ শেয়ারবাজার উন্নয়নে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপ
(Government Initiatives for Share Market Development)

শেয়ারবাজার উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের শেয়ার বাজার উন্নত হবে। বাংলাদেশের শেয়ারবাজার উন্নয়নে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

১. **সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন:** একটি দক্ষ, জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠন করা হয়। ২০০০ সালে জাতীয় সংসদে কমিশনের একটি সংশোধনী বিল পাস করা হয়। কমিশন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইনবিধি ও বিধিমালা প্রণয়ন করে। বাজারকে যথাযথ প্রচারের লক্ষ্যে সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) ইতিপূর্বে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো— ১. নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করা, ২. লোন মর্জিন পুনঃনির্ধারণ ৩. মৌল ভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির শেয়ারবাজারে আসার সুবিধার্থে মার্চ ২০০৯ থেকে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও মূল্য নির্ধারণের সুযোগ প্রদান ৪. তালিকাচ্যুত কোম্পানিসমূহের সিকিউরিটিজকে ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ করে দিতে ডিএসএতে সেপ্টেম্বর ২০০৯ থেকে ওভার দি-কাউন্টার (OTC) মার্কেট চালু করা।

২. **প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা:** পুঁজিবাজার সম্পর্কে সকলের ধারণা লাভের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে সরকার। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কমিশন মাসে দুটি করে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে।

৩. **পুঁজিবাজার উন্নয়ন প্রকল্প:** পুঁজির সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক ও জনসম্পদের উন্নয়ন এবং তদারকি আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং এডিবি এর অর্থায়নে 'Improvement Capital Market Government Programme' নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

৪. **সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিস্টেম চালু:** ১৯৯৯ সালে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিস্টেম কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জ, আইসিবি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ফর ইনভেস্টার চেম্বার অন্যতম।

৫. **গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা:**

ক. শেয়ারবাজারের সেবা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
খ. শেয়ারবাজার উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার, গবেষণা ও অনলাইন সেবা বাড়ানো হয়েছে।
গ. বোনাস শেয়ার এর ওপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করা হয়েছে।
ঘ. শেয়ারবাজারের কারসাজির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
ঙ. দায়ী কোম্পানিগুলোকে নেটিং সুবিধা না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সরকার ইতোমধ্যে পুঁজিবাজারে সংঘটিত ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকার অবিলম্বে, স্বল্পমেয়াদে এবং মধ্যম মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

২০২০ সালে নতুন সূচক ডিএসইতে: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) নতুন বছরে নতুন সূচক চালু করেছে। কৌশলগত বিনিয়োগকারী শেনঝেন ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের সমন্বয়ে চীনের কনসোর্টিয়ামের ব্যবসায়িক ও প্রযুক্তি সহযোগিতার অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে আকার ভিত্তিক তিনটি (বৃহৎ, মধ্যম ও স্বল্প মূলধনি কোম্পানির সমন্বয়ে) নতুন সূচক চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা যাতে বৃহৎ, মধ্যম ও স্বল্প মূলধনি কোম্পানিগুলোর মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি এক নজরে বুঝতে পারেন সেজন্য এই সূচক চালু করা হবে। ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বৃহৎ বাজার মূলধনের কোম্পানিগুলোকে নিয়ে (CNI-DSE Select Index CDSET) এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

৬.৩৭ শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ার মার্কেটের অবদান
(Contribution of Share Market in Industrial Capital Formation)

কোনো দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অত্যাবশ্যক। শিল্পোন্নয়ন আবার নির্ভর করে শিল্প পুঁজি গঠনের ওপর। কোনো দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে কল-কারখানা স্থাপন, কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল প্রভৃতি অধিক পরিমাণে উৎপাদন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পুরাতন কলকারখানার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ ইত্যাদির সংঘবদ্ধরূপই হলো শিল্প পুঁজি গঠন। দেশের মানুষের সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের কাজে লাগালে শিল্প পুঁজি গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে দেশে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, বিভিন্ন উপায়ে সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ও তা শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করলে দেশে শিল্প পুঁজি গঠিত হয়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্প পুঁজি গঠন অপরিহার্য। শিল্প পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়ায় শেয়ার মার্কেট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। নিচে বিষয়টি আলোচনা করা হলো:

১. **সহজে ঋণ সংগ্রহ:** দেশে নতুন নতুন কলকারখানা ও পুরাতনগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন পড়ে। শেয়ার ও বন্ড বিক্রি করে সহজেই তা সংগ্রহ করা যায়। এমনটি হলে শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুততর হয়।

২. **দীর্ঘ সময়ের নিশ্চয়তা:** যেকোনো শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এ প্রক্রিয়ায় অর্থ বিনিয়োগ করলে তা থেকে ফল পেতে অনেক সময় লাগে। শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে তাই এমনভাবে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত যাতে তা শীঘ্রই পরিশোধ করতে না হয়। একমাত্র শেয়ার ও বন্ড বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থই এমন নিশ্চয়তা দিতে পারে।

৩. **খরচ হ্রাস:** কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোথাও থেকে ঋণ নিলে নিয়মিত তার সুদ পরিশোধ করতে হয়। এজন্য উৎপাদন খরচ বাড়ে। কিন্তু শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা গেলে তার সুদ দিতে হয় না। তাই শেয়ারের অর্থায়নের শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করলে তা অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাধ্য হয়।

৪. **রাজস্ব বৃদ্ধি:** শেয়ারবাজারের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী ও কোম্পানি উভয়েই লাভবান হয়। সরকার প্রতিটি পক্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী কর ধার্য করে। ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায় ও সরকারি কর্মকাণ্ড বেগবান হয়। এতে শিল্প কল-কারখানার উন্নয়ন ঘটে। ফলে দেশে পুঁজি বণ্টন ত্বরান্বিত হয়।

৫. **অধিক অর্থ প্রাপ্তি:** শিল্পোন্নয়ন একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া টেকসই ও জোরদার করতে হলে তাই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ে। কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে এ অর্থের সংস্থান সম্ভব। ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণের তুলনায় শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ অনেক বেশি হয়। অধিক অর্থ প্রাপ্তি দ্রুত শিল্পোন্নয়নের সহায়ক।

৬. **পুরাতন মালিকদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ওপর ব্যবস্থাপনাগত নিয়ন্ত্রণ বজায়:** কলকারখানায় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন যদি মালিকি মূলধনের মাধ্যমে হয়, তবে সেখানে নতুন নতুন মালিকের আগমন ঘটে; ফলে সেখানে পুরাতন

মালিকদের নিয়ন্ত্রণ নাও থাকতে পারে। তবে সেখানে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন যদি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে হয় তাতে মালিকের সংখ্যা বাড়ে না বলে পুরাতন মালিকদেরই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ওপর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন থাকে। ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাধাহীনভাবে এবং শিল্পোৎপাদন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

৭. **আনুষ্ঠানিকতা তুলনামূলকভাবে কম:** কলকারখানা স্থাপন করতে গিয়ে কোথাও থেকে ঋণ নিলে নানা আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এর ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও পরিচালনা করতে অনেক সময় নষ্ট হয়। কিন্তু শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করা হলে ঋণ হিসেবে নেয়া অর্থ পেতে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন পড়ে না। ফলে গৃহীত শিল্পোদ্যোগ দ্রুতই বাস্তবায়িত করা যায়।

৮. **ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরও কলকারখানার মালিকানা লাভ:** শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরাও শিল্প পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা কখনই নিজেদের সামান্য সঞ্চয় ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে গড়া ব্যয়বহুল কলকারখানার মালিক হতে পারে না। কিন্তু শেয়ার ক্রয় করে স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমেও তারা বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আংশিক মালিকানা লাভ এবং শিল্প মূলধন বাড়াতে পারে।

৯. **বার বার অর্থায়ন নিষ্প্রয়োজন:** ঋণ নিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করলে বার বার ঋণ নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। এর ফলে শিল্পোদ্যোগ ব্যাহত হয়। কিন্তু শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করলে পুনঃপুন ঋণ নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এর ফলে একদিকে অর্থায়নের খরচ কমে এবং অন্যদিকে উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। ফলে শিল্পোন্নয়নের গতি আসে।

১০. **বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ:** শেয়ারবাজার দেশে ও বিদেশে অনুমোদিত কোম্পানিগুলোর সুনাম ছড়াতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজিপতিরা নামি-দামি কোম্পানিগুলোর শেয়ার ক্রয় করতে এগিয়ে আসলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ঘটে। ফলে শিল্প পুঁজি গঠন ত্বরান্বিত হয়।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিস্থিতি মূল্যায়নের একটি স্বীকৃত মাপকাঠি হলো সে দেশের শেয়ারবাজার উন্নয়নের মাত্রা। এজন্যই শেয়ার বাজারকে অর্থনীতির দর্পণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে মোট কয়টি স্টক এক্সচেঞ্জ আছে? *[চবি 'ডি' ইউনিট ২০২৩-২৪; চবি 'বি' ইউনিট ২০১৩-১৪; ঢাবি 'ঘ' ইউনিট ১৯৯৬-৯৭]*

২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? *[জাবি 'ই' ইউনিট ২০২৩-২৪; ঢা. বো. ২০১৯; কুমিল্লা বিশ্ব. 'সি' ইউনিট ২০১৫-১৬]*

৩. বাংলাদেশে কত সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন প্রণয়ন করা হয়? *[দি. বো. ২০১৯]*

৪. শেয়ার লেনদেনের জন্য কী প্রয়োজন? *[রা. বো. ২০১৯]*

৫. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? *[চবি 'বি' ইউনিট ২০১৫-১৬]*

৬. শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত মূলধনের ভূমিকা কী? *[ব. বো. ২০১৭]*

৭. BSEC কী নিয়ন্ত্রণ করে? *[ঢাবি 'গ' ইউনিট ২০১৫-১৬]*

▶ উত্তরের জন্য ২৯১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকে শিল্প পুঁজি গঠনে শেয়ারের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করে প্রত্যাক দল একটি করে মত দেবে।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. ল্যাটিন; ২. অর্থ সংস্থান; ৩. ১৮৯৭ সালে; ৪. অর্থকে; ৫. জীবনীশক্তি; ৬. অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা।

পাঠ-২: ১. দুইটি; ২. অবণ্টিত মুনাফা; ৩. বাহ্যিক উৎস; ৪. তিন ভাগে ; ৫. তিন; ৬. দুই।

পাঠ-৩: ১. সংরক্ষিত মুনাফা; ২. দুই; ৩. পুঁজিবাজার; ৪. দুই; ৫. বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান; ৬. অপ্রাতিষ্ঠানিক বাহ্যিক উৎস; ৭. তিন; ৮. কাঁচামাল ক্রয়।

পাঠ-৪: ১. তিনটি; ২. বাণিজ্যিক ব্যাংক; ৩. তিন; ৪. প্রকৃতিভিত্তিক ব্যাংক ঋণ; ৫. স্বল্পমেয়াদি।

পাঠ-৫: ১. বিনিয়োগ ব্যাংক; ২. বাণিজ্যিক ব্যাংক; ৩. গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে; ৪. বিনিয়োগ ব্যাংক ; ৫. বাংলাদেশ ব্যাংক।

পাঠ-৬: ১. পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন; ২. ১৯৯০; ৩. এনজিও; ৪. Non-Government Organization; ৫. ১৯৭২ সালে।

পাঠ-৭: ১. প্রাইমারি বাজার; ২. সাধারণ শেয়ার; ৩. শেয়ারবাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জ; ৪. রাইট শেয়ার; ৫. ব্রিটিশ অর্থনীতিতে; ৬. আমেরিকান অর্থনীতিতে; ৭. দুই; ৮. শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে; ৯. ব্রোকার হাউজে; ১০. বোনাস শেয়ার।

পাঠ-৮: ১. Initial Public Offering; ২. প্রাইমারি শেয়ার; ৩. সেকেন্ডারি শেয়ার; ৪. কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়; ৫. স্টক মার্কেট।

পাঠ-৯: ১. ট্রেজারি বন্ড; ২. বন্ড; ৩. দুই; ৪. দুই; ৫. তিন; ৬. সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড; ৭. চিরস্থায়ী বন্ড; ৮. অবহারে।

পাঠ-১০: ১. দুইটি; ২. ১৯৯৫; ৩. ১৯৯৩; ৪. স্টক এক্সচেঞ্জ; ৫. ১৯৫৪ সাল; ৬. শিল্প পুঁজি গঠন; ৭. শেয়ার মার্কেট।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

অর্থায়ন	ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার প্রভৃতির জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী সুবিধাজনক উৎস হতে অর্থসংগ্রহ, সংগৃহীত অর্থের সুষ্ঠু বিনিয়োগ, সংরক্ষণ, সমন্বয়করণ এবং নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকেই অর্থায়ন বলে।
অবণ্টিত মুনাফা	অবণ্টিত মুনাফা হলো সংরক্ষিত তহবিল। কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের পুরোটা মালিকদের মধ্যে বণ্টন না করে যদি ভবিষ্যৎ ব্যয়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয় তখন তাকে অবণ্টিত মুনাফা বলে।
সরকারি অর্থায়ন	রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের অর্থায়নকে সরকারি অর্থায়ন বলা হয়।
বেসরকারি অর্থায়ন	সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নকে বেসরকারি অর্থায়ন বলে। ব্যক্তিগত অর্থায়ন, ব্যবসায় অর্থায়ন, অ-ব্যবসায় অর্থায়ন বেসরকারি অর্থায়নের প্রধান প্রকারভেদ।
অবচয় সঞ্চিত	প্রতিষ্ঠানে অনেক স্থায়ী সম্পত্তি থাকে, যেমন: দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহার করার ফলে ক্ষয় হয় এবং এগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই প্রতিবছর অবচয় হিসেবে এ ক্ষয়জনিত অর্থ কেটে রাখা হয়।
স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন	কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য এক বছর বা তার কম সময়ের মধ্যে প্রদেয়, চলতি সম্পত্তির (নগদ টাকা, প্রাপ্য বিল ইত্যাদি) জন্য যে অর্থায়ন বা ঋণ গ্রহণ করে, তাকে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বলে।
মধ্যমমেয়াদি অর্থায়ন	স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের এক অন্তবর্তীকালীন বিকল্প ব্যবস্থা হলো মধ্যমমেয়াদি অর্থায়ন। এক থেকে সাত বছর মেয়াদের জন্য অর্থায়নকে মধ্যমমেয়াদি অর্থায়ন বলে। যেমন— বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ।
দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তির প্রয়োজন মেটানোর জন্য ৭ বছর থেকে ২০ বছর মেয়াদি অর্থায়নকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলে। ভূমি, যন্ত্রপাতি এ অর্থায়নের উদাহরণ।

পুঁজিবাজার	দীর্ঘমেয়াদি ঋণযোগ্য তহবিলের বাজারকে পুঁজিবাজার বলে। এ বাজারে শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয় চলে। বিমা কোম্পানি, সঞ্চয় ব্যাংক, ডেভলপমেন্ট ব্যাংক, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট স্টক এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ বাজার গঠিত।
শেয়ার	শেয়ার বলতে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ইউনিট বা একককে বোঝায়।
প্রাথমিক শেয়ার	শেয়ারবাজার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকার জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে অর্থসংস্থান করতে বাজারে প্রথম যে শেয়ার ছাড়ে তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে। সাধারণত IPO (Initial Public Offering) লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত বিনিয়োগকারীগণ শেয়ারের মালিকানা লাভ করেন।
মাধ্যমিক শেয়ার	প্রাথমিক শেয়ারের মালিকরা যখন তাদের শেয়ার বিক্রয় করে নগদ অর্থ লাভ করে, তখন ঐ শেয়ার মাধ্যমিক শেয়ারে রূপান্তরিত হয়। সাধারণত BO একাউন্টধারীগণ নির্দিষ্ট মূল্যে মাধ্যমিক বাজার হতে সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয় করে মালিকানা লাভ করেন।
স্টক	পূর্ণ আদায়কৃত শেয়ার মূলধনকে সুবিধা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হলে তাকে স্টক বলে।
বন্ড	দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজনে সরকার বা কর্পোরেশন ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধকাল এবং অন্যান্য শর্ত সংবলিত যে ঋণের দলিল ইস্যু করে, তাকে বন্ড বলে।
শেয়ারবাজার	ব্যবসায় পুঁজি যোগানের মাধ্যম বা উপায় হলো শেয়ার বা ঋণপত্র। শেয়ারবাজার হলো শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বেচাকেনার একটি বিপণন কেন্দ্র। এটি কয়েকজন ব্যক্তির এসোসিয়েশন বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির একটি প্রতিষ্ঠান।
বন্ড মার্কেট	যে বাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন যৌথ মূলধনী কোম্পানি, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের বিভিন্ন মেয়াদের বন্ড ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাকে বন্ড মার্কেট বলে। এ বাজারে জামানতযুক্ত এবং জামানতবিহীন বন্ড এবং আয় বন্ড, জিরো কুপন বন্ড ইত্যাদি ধরনের বন্ড ক্রয়-বিক্রয় হয়।
পুঁজিগঠন	কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাস্তব উৎপাদনশীল সরঞ্জামের ভান্ডার বৃদ্ধি হলো পুঁজি গঠন। বিনিয়োগের মাধ্যমেও অর্থব্যবস্থায় পুঁজি গঠিত হয়।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ অর্থায়নের ধারণা

প্রশ্ন-১. অর্থায়ন কী? */য. বো. ১৯; সকল বোর্ড ২০১৮; রা. বো., সি. বো., ব. বো. ১৭; সি. বো.; চ. বো. ১৬; আলিম ১৯, ১৮/*

উত্তর: সাধারণ অর্থে অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহের কাজকে বোঝায়। কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলিকে অর্থায়ন বলে।

প্রশ্ন-২. ব্যবসায়ের 'জীবনীশক্তি' বলা হয় কাকে?

উত্তর: অর্থকে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয়।

■ অর্থায়নের উৎস: নিজস্ব সঞ্চয়; ব্যাংক ঋণ; এনজিও

প্রশ্ন-৩. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন কী?

উত্তর: কোনো প্রকল্পে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বল্প সময়ের জন্য অর্থসংস্থান করা হলে তাকে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বলে।

প্রশ্ন-৪. সরকারি অর্থায়ন কী?

উত্তর: রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থের পরিকল্পনা, উৎস চিহ্নিতকরণ এবং উক্ত উৎস থেকে অর্থসংগ্রহ ও তার সুষ্ঠু বণ্টন করাকে সরকারি অর্থায়ন বলে।

প্রশ্ন-৫. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন কী?

উত্তর: স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় অথবা দীর্ঘদিনের জন্য বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে যে অর্থায়ন করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলে।

প্রশ্ন-৬. ব্যক্তিগত অর্থায়ন কী?

উত্তর: যখন কোনো ব্যক্তি তার দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য অর্থের সংস্থান করে তাকে ব্যক্তিগত অর্থায়ন বলে।

প্রশ্ন-৭. ব্যবসায় অর্থায়ন কী?

উত্তর: একটি ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে কী পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, কোন কোন উৎস হতে তা সংগ্রহ করা হবে এবং কোন কোন খাতে তা বিনিয়োগ করা হবে এ বিষয়সমূহকে ব্যবসায় অর্থায়ন বলে।

প্রশ্ন-৮. অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস কী?

উত্তর: কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট তহবিলের যে অংশ মালিকপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উৎস থেকে সরবরাহ করা হয় তাকে অভ্যন্তরীণ উৎস বলে।

প্রশ্ন-৯. আন্তর্জাতিক অর্থায়ন কী?

উত্তর: একটি দেশের আমদানি-রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাকে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বলে।

প্রশ্ন-১০. অবণ্টিত মুনাফা কী?

উত্তর: কারবারে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন না করে সংরক্ষণ করলে তাকে অবণ্টিত মুনাফা বলে।

■ পুঁজিবাজার (শেয়ার মার্কেট, বন্ড মার্কেট, প্রাইমারি শেয়ার ও সেকেন্ডারি শেয়ার)

প্রশ্ন-১১. শেয়ারবাজার কী? */কু. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৬/*

উত্তর: যে বাজারে বা স্থানে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার বেচাকেনা হয় তাকে শেয়ারবাজার বলা হয়।

প্রশ্ন-১২. শেয়ার কী? */সি. বো. ১৯; দি. বো. ১৭/*

উত্তর: কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশকে শেয়ার বলে।

প্রশ্ন-১৩. স্টক কী?

উত্তর: পূর্ণ আদায়কৃত শেয়ার মূলধনকে সুবিধা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা হলে তাকে স্টক বলে।

প্রশ্ন-১৪. মূলধন বাজার কী?

উত্তর: মূলধন বাজার হলো আর্থিক বাজারের সেই অংশ যেখানে দীর্ঘমেয়াদের জন্য অর্থ ও আর্থিক সম্পদের লেনদেন হয়।

প্রশ্ন-১৫. তারল্য কী?

উত্তর: যেকোনো পণ্য, সম্পদ বা সিকিউরিটি বিক্রয় করে দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর করার ক্ষমতাকে তারল্য বলে।

প্রশ্ন-১৬. অগ্রাধিকার শেয়ার কী?

উত্তর: যে শেয়ারের ক্ষেত্রে মালিকগণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ ভোগ করে এবং মূলধন ফেরত পায় তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

প্রশ্ন-১৭. প্রাথমিক শেয়ার কী?

উত্তর: কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির উদ্দেশ্যে ছাড়ে তখন তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে।

প্রশ্ন-১৮. সেকেন্ডারি শেয়ার কী?

উত্তর: প্রাথমিক শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে প্রথম ক্রেতার নিকট হতে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হলে তাকে সেকেন্ডারি শেয়ার বলে।

প্রশ্ন-১৯. IPO পূর্ণ রূপ কী?

উত্তর: IPO পূর্ণ রূপ হলো Initial Public Offering।

প্রশ্ন-২০. বোনাস শেয়ার কাকে বলে? */ঢা. বো. ১৯/*

উত্তর: সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের বিনিময়ে তাদেরকে যে পূর্ণ আদায়ী শেয়ার বণ্টন করা হয় তাকে বোনাস শেয়ার বলে।

প্রশ্ন-২১. সেকেন্ডারি বাজার কী?

উত্তর: যে বাজারে বিনিয়োগকারীরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে সে বাজারকে সেকেন্ডারি বাজার বলা হয়।

প্রশ্ন-২২. বন্ড কী? *[দি. বো. ১৯; ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দলিল, যা বিক্রি করে কোম্পানি বা সরকার তহবিল সংগ্রহ করে।

প্রশ্ন-২৩. ট্রেজারি বন্ড কী?

উত্তর: ট্রেজারি বন্ড হলো একটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল।

প্রশ্ন-২৪. ঋণপত্র কী?

উত্তর: ঋণপত্র হচ্ছে এক ধরনের ঋণের দলিল যা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনসাধারণের কাছ হতে গৃহীত ঋণের স্বীকৃতিস্বরূপ ঋণদাতাকে প্রদান করে।

■ শিল্প পুঁজিগঠনে শেয়ার মার্কেটের অবদান

প্রশ্ন-২৫. DSE-এর পূণরূপ কী?

উত্তর: DSE-এর পূর্ণরূপ হলো Dhaka Stock Exchange.

প্রশ্ন-২৬. স্টক এক্সচেঞ্জ কী?

উত্তর: মূলধন বাজারের যে অংশে কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির লেনদেন কাজ পরিচালিত হয় তাকে স্টক এক্সচেঞ্জ বলে।

প্রশ্ন-২৭. পুঁজিবাজার কী? *[রা. বো., চ. বো., ব. বো. ১৯]*

উত্তর: যে বাজারে দীর্ঘমেয়াদের জন্য আর্থিক সম্পদের ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন সম্পন্ন হয় তাকে পুঁজিবাজার বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. অর্থায়নকে ব্যবসায়ের মূল চালিকাশক্তি বলা হয় কেন?

উত্তর: অর্থই ব্যবসা পরিচালনার মূল হিসেবে কাজ করে বলে অর্থায়নকে ব্যবসার মূল চালিকা শক্তি বলা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া কোনো দেশের অর্থনীতি কল্পনাতীত। ব্যবসায় বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আর্থিক কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর এ রকম আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থায়নের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধনের ব্যবস্থা করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে সহায়তা করে। এজন্য অর্থায়নকে ব্যবসায়ের মূল চালিকাশক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন-২. অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূলধন বাজার কেন গুরুত্বপূর্ণ? *[ঢা. বো., সি. বো. ১৬; আলিম ১৭]*

উত্তর: দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণের জন্য মূলধন বাজার গুরুত্বপূর্ণ।

বাজারে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজির যোগান, সহজে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ, পুনঃপুনঃ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলধন বাজার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অর্থায়নের যে কয়টি উৎস রয়েছে তার মধ্যে মূলধন বাজার প্রধান। এটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস। কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, হিমাগার স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুঁজি বাজার থেকে অর্থায়ন করা হয়।

প্রশ্ন-৩. অর্থায়ন কেন করা হয়? *[কু. বো., চ. বো., ব. বো., রা. বো. ১৮]*

উত্তর: বিভিন্ন কারণে অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হলে অর্থায়ন করতে হয়।

কোনো দেশে শিল্পায়ন তথা শিল্প কারখানা স্থাপন ও বিনিয়োগের জন্য প্রচুর মূলধন দরকার। আধুনিককালে প্রায় সব দেশেই শিল্পের উদ্যোক্তাকে নিজস্ব তহবিল ছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়া, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ ও উৎপাদনমুখী করার জন্য, ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করে থাকে।

প্রশ্ন-৪. অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ করাকেই বোঝায়— বুঝিয়ে লেখো। *[ঢা. বো. ১৯]*

উত্তর: অর্থায়ন বলতে অর্থ বা মূলধন সংগ্রহ, বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

অর্থায়ন মূলত অর্থ বা তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে। একটি প্রতিষ্ঠানে কী পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, কোন কোন উৎস হতে ঐ মূলধন সংগ্রহ করা হবে ইত্যাদি বিষয়সমূহ অর্থায়নের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই বলা হয়ে থাকে অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ করাকেই বোঝায়।

প্রশ্ন-৫. নিজস্ব অর্থায়নের সুবিধা উল্লেখ করো। *[চ. বো. ১৬]*

উত্তর: প্রতিষ্ঠানের মালিক বা উদ্যোক্তা ব্যবসায় শুরুর সময় স্থায়ী মূলধন নিজস্ব উৎস থেকে সরবরাহ করাই হলো নিজস্ব অর্থায়ন।

নিজস্ব সঞ্চয় থেকে কত টাকা ব্যবহার করা যাবে সে সম্পর্কে মালিক জ্ঞাত থাকে। নিজস্ব সঞ্চয় থেকে অর্থসংস্থানে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন পড়ে না। এ ধরনের অর্থায়নের ঝামেলা অনেক কম। আবার অর্থায়নের প্রয়োজন পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে তা করা যায়। এ ধরনের অর্থায়নের জন্য সুদ প্রদান করতে হয় না।

প্রশ্ন-৬. রাইট শেয়ার বলতে কী বোঝ?

উত্তর: কোম্পানি পরিশোধিত মূলধন বাড়ানোর একটি মাধ্যম হলো রাইট শেয়ার।

চলমান কোনো কোম্পানি অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজনে বাজারে নতুন করে শেয়ার ছাড়ার দরকার হতে পারে। এজন্য এ শেয়ার বাজারে ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের আগে আমন্ত্রণ জানানো হয়। একে রাইট শেয়ার বলে। অর্থাৎ রাইট শেয়ার বলতে বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের কাছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে শেয়ার বিক্রয় করা হয় তাকে বোঝায়।

প্রশ্ন-৭. প্রাইমারি শেয়ার বলতে কী বোঝ?

[রা.বো., ব.বো. ১৯]

উত্তর: কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে প্রাইমারি বা 'প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়।

প্রাইমারি শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। এ শেয়ারের মালিক বা ধারক কোনো নির্দিষ্ট হারে মুনাফা পায় না। এ ধরনের শেয়ারের মুনাফা কম বা বেশি হতে পারে। আবার মুনাফা কম হলে শেয়ারের মালিক কিছু নাও পেতে পারে। তবে প্রাথমিক শেয়ারের মালিকেরা কোম্পানি পরিচালনায় ভোটাধিকার প্রদান করত পারে।

প্রশ্ন-৮. শেয়ার ও বন্ডের পার্থক্য কী?

[ব. বো., য. বো. ১৭; য. বো. ১৬]

উত্তর: শেয়ার ও বন্ড ধারণা দুটি কাছাকাছি হলেও এক নয়।

কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের অংশকে শেয়ার বলে। আর কোম্পানির ঋণ গ্রহণের দলিলকে ঋণপত্র বা বন্ড বলে। শেয়ার মালিকগণ লাভ-লোকসান বহন করে। কিন্তু বন্ডের মালিকগণ তা করে না। আবার শেয়ারহোল্ডার বা মালিকদের কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকে। কিন্তু বন্ডের মালিকেরা কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

প্রশ্ন-৯. প্রাইমারি শেয়ার কীভাবে সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়? *[ব. বো. ১৬]*

উত্তর: প্রাইমারি শেয়ারের মালিকানা বদল হয়ে অন্য কোনো ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হলেই প্রাইমারি শেয়ার সেকেন্ডারি শেয়ারে পরিণত হয়।

কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে। এরূপ শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে প্রাইমারি শেয়ারের মালিকগণ যখন তাদের শেয়ার কোনো ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করে তখন তা সেকেন্ডারি শেয়ারে রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্ন-১০. প্রাইমারি শেয়ারের ঝুঁকি কম— ব্যাখ্যা করো।

[দি. বো., য. বো. ১৯; কু. বো. ১৭]

উত্তর: প্রাইমারি শেয়ারের দাম পূর্ব নির্ধারিত হওয়ায় এ ধরনের শেয়ারে ঝুঁকি কম।

কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে। এরূপ শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। প্রাইমারি শেয়ারের ফেস ভ্যালুই (Face Value) হলো প্রাইমারি শেয়ারে মূল্য। প্রাথমিক শেয়ারের মালিকরা তাদের নিজ প্রয়োজনে শেয়ার বিক্রি করে নগদ অর্থে রূপান্তর করতে পারে। মন্দার সময়েও এ শেয়ারে ফেস ভ্যালুতে বিক্রি করা যায়। ফলে এতে কোনো ধরনের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয় না। তাই বলা যায়, অন্যান্য শেয়ারের তুলনায় প্রাইমারি শেয়ারে ঝুঁকি কম।

প্রশ্ন-১১. বোনাস শেয়ার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: বোনাস শেয়ার বলতে সঞ্চিত লভ্যাংশকে ব্যবসা সম্প্রসারণের নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরাতন শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক প্রাপ্ত শেয়ারকে বোঝায়।

কোম্পানির সঞ্চয়ী তহবিলে প্রচুর অর্থ জমা হলে তা থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ অতিরিক্ত শেয়ার হিসেবে পুরাতন শেয়ার মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ধরনের শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের বিনিময়ে তাদেরকে এ ধরনের শেয়ার বোনাস হিসেবে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-১২. বন্ড থেকে শেয়ার কীভাবে পৃথক? *[কু. বো. ১৯]*

উত্তর: বন্ড ও শেয়ার উভয়ই অর্থায়নের উৎস হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের ইউনিট বা একক বা অংশকে শেয়ার বলে। আর কোম্পানির ঋণ গ্রহণের দলিলকে বন্ড বলে। শেয়ার মালিকগণ লাভ-লোকসান বহন করে। কিন্তু বন্ডের মালিকগণ তা করে না। আবার শেয়ারহোল্ডার বা মালিকদের কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকে। কিন্তু বন্ডের মালিকরা কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। এভাবে বন্ড থেকে শেয়ারকে পৃথক করা যায়।

প্রশ্ন-১৩. প্রাথমিক শেয়ার বলতে কী বোঝ?

উত্তর: কোনো কোম্পানি যখন পুঁজিবাজারে নতুন শেয়ার বিক্রির জন্য ছাড়ে তখন তাকে 'প্রাথমিক শেয়ার' বলা হয়। প্রাথমিক শেয়ার সাধারণত ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। এ শেয়ারের মালিক বা ধারক কোনো নির্দিষ্ট হারে মুনাফা পায় না। এ ধরনের শেয়ারের মুনাফা কম বা বেশি হতে পারে। আবার, মুনাফা কম হলে শেয়ারের মালিক কিছু নাও পেতে পারে। তবে প্রাথমিক শেয়ারের মালিকের কোম্পানি পরিচালনায় ভোটাধিকার থাকে।

প্রশ্ন-১৪. অর্থ ও অর্থায়নের মধ্যে সম্পর্ক কী?

উত্তর: অর্থ দিয়েই অর্থায়ন করা হয় বিধায় এটি অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত।

অর্থের পরিকল্পনা, সংস্থান, সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যাবলিকেই অর্থায়ন বলে। অর্থাৎ অর্থায়ন মূলত অর্থ নিয়েই কাজ করে। অর্থায়ন অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে। কীভাবে, কোন উৎস থেকে, কখন অর্থ সংগ্রহ করলে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে অর্থায়ন সেই পথ দেখায়। সুতরাং বলা যায় অর্থ ও অর্থায়ন একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন-১৫. বন্ড কীভাবে শিল্পের পুঁজি গঠনে ভূমিকা রাখে?

উত্তর: শিল্পের পুঁজি গঠনে বন্ড বা ঋণপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান শিল্পসমূহকে সচল ও গতিশীল রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো মূলধন বা পুঁজি। বন্ড বা ঋণপত্র এই শিল্প পুঁজি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন্ড হলো এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল, যা ইস্যুর মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কোম্পানি গঠনের পর শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের সংকুলান না হলে কোম্পানি ঋণপত্র বা বন্ড ইস্যু করে, সেই ইস্যুকৃত বন্ড বিক্রয়ের মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় পঁজি গঠন করে। তাই বলা যায়, শিল্পের পুঁজি গঠনে বন্ড বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অন্যভাবে বলা যায়, বন্ড হলো কোম্পানির অর্থায়নের শেয়ার-পরবর্তী উৎস।

প্রশ্ন-১৬. অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিওর গুরুত্ব আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিও (NGO)-এর গুরুত্ব আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অসংখ্য এনজিও (NGO) রয়েছে। বাংলাদেশে কর্মরত এসব এনজিও বর্তমানে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গ্রামের বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা ছাড়াও গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি সামাজিক সেবা খাতসমূহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ল্যাটিন Finis শব্দের অর্থ কী?

ক. অর্থায়ন খ. সংগ্রহ করা
গ. অর্থ ঘ. অর্থ সংস্থান

২. ব্যবসায় অর্থায়ন আলাদা বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় কোন সালে?

ক. ১৮৬৭ সালে খ. ১৮৮৭ সালে
গ. ১৮৯৭ সালে ঘ. ১৯০৭ সালে

৩. মালিকানার ভিত্তিতে অর্থায়ন কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. ছয় প্রকার

৪. সময়ের ভিত্তিতে অর্থায়ন কত প্রকার?

ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

৫. পদ্মা ব্যাংক লি. তাদের নতুন শাখা সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়ন করতে চায়। এটি কী ধরনের অর্থায়ন?

ক. ব্যক্তিগত অর্থায়ন
খ. সরকারি অর্থায়ন
গ. বেসরকারি অর্থায়ন
ঘ. আর্থিক অর্থায়ন

৬. যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কে বা কারা প্রতিষ্ঠানের মালিক?

ক. সাধারণ শেয়ারহোল্ডার
খ. অগ্রাধিকারভুক্ত শেয়ারহোল্ডার
গ. বন্ডের মালিক
ঘ. এসইসি

৭. কোন শেয়ার IPO-এর সাথে সম্পর্কিত?

ক. প্রেফারেন্স শেয়ার
খ. বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার
গ. প্রাইমারি শেয়ার
ঘ. সেকেন্ডারি শেয়ার

৮. কোন শেয়ার পুঁজিবাজারে কেনাবেচা হয় না?

ক. প্রাইমারি শেয়ার
খ. প্রেফারেন্স শেয়ার
গ. সেকেন্ডারি শেয়ার
ঘ. বোনাস শেয়ার

৯. শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারি ঋণপত্র ইত্যাদি কোথায় ক্রয়-বিক্রয় হয়?

ক. বন্ড মার্কেটে খ. স্টক এক্সচেঞ্জে
গ. মূলধন বাজারে ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংকে

১০. ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা কীভাবে শেয়ারবাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে?

ক. শেয়ার ক্রয় করে খ. ঋণপত্র বিক্রয় করে
গ. প্রাপ্য বিল বাট্টা করে ঘ. টাকা হুন্ডি করে

১১. কোম্পানির সাথে বন্ড মালিকের কী ধরনের সম্পর্ক?

ক. কোম্পানির মূল মালিক
খ. কোম্পানির ঋণদাতা
গ. কোম্পানির লভ্যাংশের অংশীদার
ঘ. কোম্পানির ঝুঁকি বহনকারী

১২. বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ কোথায় অবস্থিত?

ক. রাজশাহী খ. খুলনা
গ. চট্টগ্রামে ঘ. বরিশাল

১৩. বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কত সালে গঠিত হয়?

ক. ১৯৯০ খ. ১৯৯২
গ. ১৯৯৩ ঘ. ১৯৯৫

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৪. অর্থনীতিতে অর্থায়ন হচ্ছে—

i. অর্থ সংগ্রহ
ii. অর্থের ব্যবহার
iii. অর্থ ব্যবহারের কলাকৌশল ও নিয়ন্ত্রণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৫. নিজস্ব অর্থায়নের সুবিধাসমূহ হলো—

i. অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
ii. তাৎক্ষণিক অর্থায়ন
iii. দায়মুক্ততা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. অর্থায়নের কার্যাবলি হলো—

i. আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন
ii. মুনাফা বণ্টন
iii. অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. অর্থায়নের উৎসগুলো হচ্ছে—

i. ব্যাংক ঋণ
ii. ক্ষুদ্র ঋণ
iii. পুঁজিবাজার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. অর্থায়নের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হলো—

i. ধনী কৃষক
ii. গ্রাম্য মহাজন
iii. এনজিও

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. জাফর একাই একটি ফটোকপির দোকান খুলে ব্যবসা করতে চায়। এক্ষেত্রে জাফরের অর্থায়ন হতে পারে—

i. নিজস্ব সঞ্চয়
ii. ব্যাংক ঋণ
iii. আত্মীয়স্বজন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. বন্ডে উল্লেখ থাকে—

i. বিনিময় বিল
ii. সুদের হার
iii. ঋণ পরিশোধের তারিখ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. পুঁজিবাজার থেকে যে অর্থায়ন ঘটে তাতে—

i. শেয়ার মালিকের ভূমিকাই মুখ্য
ii. ব্যাংকের ভূমিকাই মুখ্য
iii. স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকাই মুখ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব তামজিদ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার মূল্যের উঠানামা লক্ষ করে গ্রামীণফোনের শেয়ার ক্রয় করেন। কিছুদিন পর তিনি শেয়ারগুলো বিক্রি করে নগদ অর্থ লাভ করেন।

২২. জনাব তামজিদ কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করেন?

ক. প্রাথমিক শেয়ার
খ. রাইট শেয়ার
গ. মাধ্যমিক শেয়ার
ঘ. বোনাস শেয়ার

২৩. উক্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো—

i. ঝুঁকি সর্বদা বিদ্যমান
ii. লটারির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়
iii. শেয়ার হাত বদল হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. করিম Square Pharma'র ১০০০টি শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করেন। প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ৫০ টাকা। পরবর্তীতে তিনি লটারির মাধ্যমে তা পেয়ে যান। কয়েক বছর পর প্রতিষ্ঠানটি মূলধন বৃদ্ধির জন্য ১ ঃ ১ অনুপাতে ৬০ টাকা হারে শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

২৪. মি. করিমের ৫০ টাকা রেটে ক্রয়কৃত শেয়ার কোন ধরনের?

ক. প্রাইমারি
খ. বোনাস
গ. রাইট
ঘ. সেকেন্ডারি

২৫. Square Pharma'র ৬০ টাকা হারের নতুন শেয়ারের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. রাইট শেয়ার
ii. বোনাস শেয়ার
iii. কোম্পানি নির্ধারিত দামে বিক্রি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬. Finance শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? */ব. বো. ১৬/*

ক. Fine খ. Finis

গ. Finan ঘ. Finae

২৭. 'অর্থায়ন' বলতে সাধারণত বোঝায়— */কু. বো. ১৬/*

ক. মুনাফা সংগ্রহ খ. মুনাফা বণ্টন

গ. তহবিল সংগ্রহ ঘ. তহবিল বণ্টন

২৮. অর্থায়ন বলতে কী বোঝায়? */কু. বো. ১৭/*

ক. অর্থ প্রচলন

খ. অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

গ. ঋণ প্রদান

ঘ. শেয়ার বিক্রয়

২৯. অর্থায়নের প্রাথমিক ভিত্তি কোনটি? */দি. বো. ১৬/*

ক. অর্থ পরিকল্পনা খ. অর্থ ব্যবস্থাপনা

গ. অর্থ-সংগ্রহ ঘ. অর্থ ব্যয়

৩০. অর্থায়নের উৎস কয়টি? */কু. বো. ১৯/*

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৩১. অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস কোনটি? */য. বো. ১৯/*

ক. নগদ অর্থ খ. নিট মূলধন আয়

গ. খাদ্য সাহায্য ঘ. স্থায়ী সম্পদ

৩২. অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস কোনটি? */রা. বো. ১৯/*

ক. অতিরিক্ত কর আরোপ

খ. নিট মূলধন আয়

গ. ঘাটতি অর্থায়ন

ঘ. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ

৩৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি? */ঢা. বো. ১৯/*

ক. অবণ্টিত মুনাফা খ. বণ্টিত মুনাফা

গ. জামানতবিহীন বন্ড ঘ. কর্পোরেট বন্ড

৩৪. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের প্রাথমিক উৎস কী? */রা. বো. ১৯/*

ক. নিজস্ব সঞ্চয় খ. অবণ্টিত মুনাফা

গ. ঋণ ঘ. অবচয় তহবিল

৩৫. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নে উৎস কোনটি? */চ. বো. ১৭/*

ক. শেয়ার মার্কেট

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

গ. বন্ড মার্কেট

ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

৩৬. কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যাবলির পরিকল্পনা সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ ও এসবের প্রয়োগই হলো— */ঢা. বো. ১৭/*

ক. অর্থায়ন খ. ব্যবস্থাপনা

গ. বিপণন ঘ. মূলধন কাঠামো

৩৭. অর্থায়নের প্রাথমিক উৎস হচ্ছে— */আলিম ১৮, ১৭/*

ক. শেয়ার বাজার খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

গ. নিজস্ব সঞ্চয় ঘ. এনজিও

৩৮. বেসরকারি অর্থায়ন কত প্রকার? */চ. বো. ১৬/*

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৩৯. অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস কোনটি? */সি. বো. ১৬/*

ক. অতিরিক্ত কর আরোপ

খ. নিট মূলধন আয়

গ. ঘাটতি অর্থসংস্থান

ঘ. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ

৪০. সাধারণত কোন ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাওয়া যায়? */সি. বো. ১৭/*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. সমবায় ব্যাংক

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ. বিনিয়োগ ব্যাংক

৪১. স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য কোন ধরনের অর্থায়ন হয়ে থাকে? */ঢা. বো. ১৬/*

ক. স্বল্পমেয়াদি খ. দীর্ঘমেয়াদি

গ. মধ্যমমেয়াদি ঘ. অতি স্বল্পমেয়াদি

৪২. বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বন্ডের সুদের হার কেমন হবে? */ব. বো. ১৬/*

ক. বৃদ্ধি পাবে খ. হ্রাস পাবে

গ. অপরিবর্তিত থাকবে ঘ. শূন্য হবে

৪৩. IPO-এর পূর্ণরূপ কোনটি? */য. বো. ১৯/*

ক. Instant Public Offer

খ. Initial Public Offering

গ. Internal Public Offer

ঘ. Insurance Public Offer

৪৪. শেয়ারবাজার ও বন্ড কোন বাজারের অন্তর্ভুক্ত? */ব. বো. ১৯/*

ক. মুদ্রাবাজার

খ. মূলধন বাজার

গ. অর্থবাজার

ঘ. সেবা বাজার

৪৫. কোন শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময় শেষে মালিককে অবশ্যই ফেরত দেয়া হয়? */চ. বো. ১৯/*
ক. পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার
খ. অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার
গ. সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার
ঘ. অতিরিক্ত মুনাফাযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার

৪৬. শেয়ার লেনদেনের জন্য কী প্রয়োজন? */রা. বো. ১৯/*
ক. এনজিও খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ. মানি এক্সচেঞ্জ ঘ. স্টক এক্সচেঞ্জ

৪৭. কোন শেয়ারের ধারকগণ কোম্পানির প্রকৃত মালিক? */সকল বোর্ড '১৮/*
ক. সাধারণ শেয়ার খ. মাধ্যমিক শেয়ার
গ. অগ্রাধিকার শেয়ার ঘ. রাইট শেয়ার

৪৮. শেয়ারবাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হয়— */রা. বো. ১৬/*
ক. প্রাথমিক শেয়ার খ. মাধ্যমিক শেয়ার
গ. রাইট শেয়ার ঘ. বোনাস শেয়ার

৪৯. শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত মূলধনের ভূমিকা কী? */ব. বো. ১৭/*
ক. আমদানি বৃদ্ধি
খ. শেয়ার মালিকদের মুনাফা অর্জন
গ. শিল্প পুঁজি গঠন
ঘ. বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

৫০. নিচের কোন দুটি বাজারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই? */চ. বো. ১৭/*
ক. মুদ্রাবাজার ও মূলধন বাজার
খ. পুঁজিবাজার ও শেয়ারবাজার
গ. পুঁজিবাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জ
ঘ. শেয়ারবাজার ও স্টক এক্সচেঞ্জ

৫১. পুঁজিবাজার কোন ধরনের মূলধনের যোগান দেয়? */য. বো. ১৬/*
ক. স্বল্পমেয়াদি খ. অপ্রাতিষ্ঠানিক
গ. মধ্যমেয়াদি ঘ. দীর্ঘমেয়াদি

৫২. শুধু বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণই যে শেয়ারের বিনিয়োগের অধিকার পান, তাকে কী শেয়ার বলে? */য. বো. ১৬/*
ক. প্রাইমারি শেয়ার খ. সাধারণ শেয়ার
গ. বোনাস শেয়ার ঘ. রাইট শেয়ার

৫৩. দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়নের প্রয়োজনে কর্পোরেশনের শর্তাবলি সম্বলিত ঋণের দলিলকে কী বলে? */কু. বো. ১৯/*
ক. বন্ড খ. শেয়ার
গ. বিনিময় বিল ঘ. শেয়ার সার্টিফিকেট

৫৪. সরকার সাধারণত যে ধরনের বন্ড বাজারে ছাড়ে তাকে বলে— */সি. বো. ১৯/*
ক. বন্ড খ. ট্রেজারি বন্ড
গ. সাধারণ বন্ড ঘ. মিউনিসিপ্যাল বন্ড

৫৫. বাংলাদেশে মোট কয়টি স্টক এক্সচেঞ্জ আছে? */দি. বো. ১৯/*
ক. ৫ খ. ৪
গ. ৩ ঘ. ২

৫৬. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? */ঢা. বো. ১৯/*
ক. ১৯৮৯ খ. ১৯৯১
গ. ১৯৯৩ ঘ. ১৯৯৫

৫৭. বাংলাদেশে কত সালে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন প্রণয়ন করা হয়? */দি. বো. ১৯/*
ক. ১৯৯২ খ. ১৯৯৩
গ. ১৯৯৪ ঘ. ১৯৯৫

৫৮. শেয়ার লেনদেনের জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন? */ব. বো. ১৭/*
ক. এনজিও খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. স্টক এক্সচেঞ্জ ঘ. সমবায় সমিতি

৫৯. বাংলাদেশে কয়টি পুঁজিবাজার রয়েছে? */য. বো. ১৭/*
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

৬০. বেসরকারি অর্থায়ন বলতে বোঝায়— */য. বো. ১৭/*
i. ব্যক্তিগত অর্থায়ন
ii. ব্যবসায় অর্থায়ন
iii. অ-ব্যবসায় অর্থায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬১. বন্ডের মেয়াদ হতে পারে— */চ. বো. ১৬/*
i. কমপক্ষে ১ বছর ii. কমপক্ষে ৫ বছর
iii. ৫ থেকে ১০ বছর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আলম সাহেব একটি তৈরি পোশাক কারখানা করলেন। অর্থায়নের জন্য ব্যাংক ঋণ নিলেন। পরবর্তীতে কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করলেন এবং বন্ড ছাড়লেন। তার মোট মূলধন ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু কোম্পানি লোকসান করল। */ব. বো. ১৬/*

৬২. কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে—
i. আলম সাহেব
ii. শেয়ার ক্রেতাগণ
iii. বন্ডের মালিকগণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৩. আলম সাহেবের কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?

ক. বৃহৎ শিল্প খ. মাঝারি শিল্প
গ. ক্ষুদ্র শিল্প ঘ. কুটিরশিল্প

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

করিম সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি একটি কোম্পানির শেয়ার কিনে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। যদি কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়েও যায় তবুও করিম সাহেব তার মূলধন ফেরত পাবেন। *[দি. বো. ১৯]*

৬৪. উদ্দীপকে করিম সাহেব কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করেছেন?

ক. প্রেফারেন্স শেয়ার খ. বিলম্বিত শেয়ার
গ. সাধারণ শেয়ার ঘ. বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার

৬৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত শেয়ারের ক্ষেত্রে—

i. ঝুঁকি অনেক কম
ii. লভ্যাংশ কমবেশি হতে পারে
iii. মূলধন ফেরতযোগ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. সম্রাট ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। শেয়ার মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তাকে চিন্তিত করল। *[সকল বোর্ড ১৮]*

৬৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে কোনটি ক্রয়-বিক্রয় হয়?

ক. পে-অর্ডার খ. ড্রাফট
গ. ট্রেজারি-বিল ঘ. ঋণপত্র

৬৭. সম্রাট চিন্তিত হলেন—

i. অর্থ সংকটের কারণে
ii. আকস্মিক দর পতনের আশংকায়
iii. বাজারের অস্বাভাবিক আচরণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৮ ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সম্প্রতি সরকার ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড বাজারে ছেড়েছে। এই বন্ড ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। *[দি. বো. ১৭]*

৬৮. উদ্দীপকে 'প্রাইজবন্ড' সরকারের কোন প্রকারের উৎসকে নির্দেশ করে?

ক. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় খ. রাজস্ব আয়
গ. নিট মূলধনী আয় ঘ. মুদ্রাবাজার ঋণ

৬৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'প্রাইজবন্ডের' বৈশিষ্ট্য হলো—

i. মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য
ii. বন্ডধারীদের সুদ দেয়া হয়
iii. এটি জামানতবিহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭০ ও ৭১ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পিয়াল সাহেব তার BO অ্যাকাউন্টের সাহায্যে আবেদন করে লটারির মাধ্যমে একটি কোম্পানির কিছু শেয়ার ক্রয় করেন। *[আলিম ১৭]*

৭০. পিয়াল সাহেবের ক্রয়কৃত শেয়ার কী ধরনের?

ক. রাইট শেয়ার
খ. বোনাস শেয়ার
গ. প্রাথমিক শেয়ার
ঘ. মাধ্যমিক শেয়ার

৭১. এই ধরনের শেয়ারের ক্ষেত্রে—

i. ঝুঁকি কম
ii. নির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়
iii. বাজার চাহিদা-যোগানের মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ঘ	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	ক	১১	খ	১২	গ
১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ	২১	গ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক
২৫	খ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ক	৩১	গ	৩২	ঘ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	ক
৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	ঘ	৪১	খ	৪২	ক	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	খ
৪৯	গ	৫০	খ	৫১	ঘ	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	ঘ	৫৬	ঘ	৫৭	খ	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	ঘ
৬১	গ	৬২	ক	৬৩	ক	৬৪	ক	৬৫	খ	৬৬	ঘ	৬৭	খ	৬৮	ঘ	৬৯	খ	৭০	গ	৭১	খ		

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থায়নের উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করো।

২. সময়ের প্রেক্ষিতে অর্থায়নের শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।

৩. সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবসায় অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৪. অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিও (NGO)-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

৫. প্রাইমারি শেয়ার ও সেকেন্ডারি শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।

৬. সেকেন্ডারি শেয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

৭. সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৮. বন্ড ও শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব কাঞ্চন বহুদিন যাবৎ আমেরিকায় চাকরি করেছেন। বড় বড় কোম্পানিতে প্রধান নির্বাহী হিসেবে কর্মরত থেকেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটি শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। তিনি অর্থ সংগ্রহ, অর্থের ব্যবহার এবং অর্থ ব্যবহারের কলাকৌশল ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন।

ক. রাইট শেয়ার কী? ১

খ. জমাতিরিক্ত ঋণের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. জনাব কাঞ্চন-এর কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লক্ষণীয়—বিশ্লেষণ করো। ৪

২. রেশমা একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। নিজের সামান্য সঞ্চয় দিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে হাতে সেলাই করা কাঁথা, চাদর, পাঞ্জাবি ও কুশন সংগ্রহ করে ঢাকার বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করতো। সে পুঁজি বাড়ানোর জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে একটি কারখানা তৈরি করে এবং ২০ জন মহিলা প্রতিদিন সেলাই-এর কাজ করে। বর্তমান সরকার সুঁচি শিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনা জামানতে ঋণ নেওয়ার সুবিধা দিচ্ছেন। ব্যাংক ঋণ পাওয়ার পর রেশমার উৎপাদনের পরিধি অনেক বেড়েছে। এখন তার কাছে ২৩০ জন মহিলা শ্রমিক কাজ করে। *[চ. বো. ২০১৯]*

ক. পুঁজিবাজার কী? ১

খ. 'সঞ্চয় অর্থায়নের নির্ভরযোগ্য উৎস'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রেশমার উৎপাদনে অর্থায়নের উৎসগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দুটি উৎসের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. জনাব ফজলু সাহেব নিজ এলাকায় একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপনে আগ্রহী। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপন করে সেটিকে লাভজনক অবস্থায় নেওয়ার যাবতীয় কলাকৌশল তার জানা। তবে তার কাছে তেমন কোনো অর্থ নেই। তাই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে চান। এ লক্ষ্যে তিনি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপক এর সাথে যোগাযোগ করেছেন।

ক. রূপান্তরযোগ্য বন্ড কাকে বলে? ১

খ. বোনাস শেয়ার-এর ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপনে জনাব ফজলু সাহেবের অর্থায়নের ক্ষেত্রে যে উৎসটিকে কাজে লাগাতে চান তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. জনাব ফজলুর অর্থায়নের উৎসটির বেশকিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. পঞ্চগড়ে ক্রমবর্ধমান চা চাষ দেখে মি. 'X' পঞ্চগড়ে একটি চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করতে চান। তিনি জানেন যে, এতে অনেক মূলধন প্রয়োজন হবে। তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থা, না কি বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে টাকা ধার নিবেন— এই

চিন্তায় অস্থির। অবশ্য এক সময় তার মনে হয় যে, তিনি তার বর্তমান যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে তার কিছু শেয়ার বিক্রি করবেন।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়ন কেন করা হয়? ২

গ. অর্থায়নের উৎসগুলো কী কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শিল্পের অর্থায়নে পুঁজিবাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. মি. 'X'-এর উৎপাদন প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভালো মুনাফা করেছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি মুনাফার ১০% হাতে রেখেছেন। সাভারের একটি প্লট বিক্রয়ের অর্থও ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। এই পরিমাণ পুঁজি যথেষ্ট না হওয়ায় তিনি সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে তার প্রতিষ্ঠানটিকে তালিকাভুক্ত করেন। তিনি এ বছর সেখান থেকে ৫০০ কোটি টাকার মূলধন সংগ্রহ করেন। এই অর্থ প্রাপ্তি তার জন্য ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছে। একটি ব্যাংকের স্থানীয় শাখার সাথেও তার লেনদেন রয়েছে।

[সি. বো. ২০১৯]

ক. শেয়ার কী? ১

খ. বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক খাতগুলোর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত লেখ। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটির অর্থায়নের জন্য কোন কোন উৎস ব্যবহৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য উৎসের তুলনায় পুঁজিবাজার অধিক সুবিধাজনক কিনা উদ্দীপকের ভিত্তিতে মতামত দাও। ৪

৬. জেন্টু সাহেব সাতক্ষীরায় কাঁকড়া চাষ করে বেশ লাভবান হন। পরবর্তী তিনি কাঁকড়া চাষ ও হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের প্রকল্প হাতে নেয়ার চিন্তা করেন। এতে তার প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হবে। তাই তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আত্মীয়-স্বজন, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এতেও তার প্রয়োজনীয় মূলধনের সংকুলান হবে না। পরবর্তীতে তিনি এমন দুটি উৎসের কথা চিন্তা করলেন যার মাধ্যমে যৌথ মূলধনী কারবার অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। একটি হলো কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের অংশ এবং অপরটি হলো ঋণের দলিল।

[য. বো. ২০১৯]

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থান কেন প্রয়োজন হয়? ২

গ. জেন্টু সাহেবের প্রকল্পের অর্থায়নের উৎসগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. খরচ, কর সুবিধা ও বাজারে প্রবেশাধিকারে দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের অর্থায়নের শেষোক্ত উৎস দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক এবং কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. X-কোম্পানি এর প্রতিটি প্রাথমিক শেয়ারের মূল্য ১০ টাকা। বর্তমানে এই শেয়ারের বাজার মূল্য ৫২ টাকা। গত বছর এই শেয়ারের মূল্য ছিল ৩০২ টাকা।

ক. স্টক লভ্যাংশ কী? ১

খ. অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দু'ধরনের শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শেয়ারে মূল্যের পরিবর্তনের ধারণাটি বন্ড মার্কেটের সাথে তুলনা করো। ৪

৮. সাফিন ও নাফিনসহ সাত বন্ধু তাদের নিজস্ব মূলধন নিয়ে একটি কারবার আরম্ভ করলেন। সম্ভাবনাময় হওয়ায় কারবারটি সম্প্রসারণের জন্য তারা পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের চিন্তা করলেন। সাফিন এমন একটি অনুমোদিত মূলধনের কথা চিন্তা করল যার দ্বারা কোম্পানির মালিকানা নির্দেশ করে এবং লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে। অন্যদিকে নাফিন এমন একটি দলিল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয় যা দ্বারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পাবে কিন্তু কোম্পানির লভ্যাংশের আংশীদার হতে পারবে না।

[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংক ঋণের ভূমিকা কী? ২

গ. উদ্দীপকে সাফিন যে বিশেষ পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহের কথা চিন্তা করল তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাফিন ও নাফিনের অর্থ সংগ্রহের যে দুটি উৎসের কথা বলা হয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. মিসেস রেবেকা সুলতানা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। তিনি নগদ ৫ লক্ষ টাকা পেনশন পেয়েছেন। স্বামীর পরামর্শে ৪ লক্ষ টাকায় পারিবারিক সঞ্চয়পত্র ক্রয় করলেন এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়ে 'ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ'-এ বিভিন্ন কোম্পানির কিছু শেয়ার ক্রয় করলেন। *[কু. বো. ২০১৭]*

ক. বন্ড কী? ১

খ. প্রাইমারি শেয়ারের ঝুঁকি কম— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিসেস রেবেকা সুলতানার কোন খাতে বিনিয়োগ কম ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু মুনাফা নিশ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বিনিয়োগে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকলেও সবচেয়ে অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে— বুঝিয়ে লেখো। ৪

১০. মি. আফতাব ও মি. নওশাদ উভয়েই শেয়ার ব্যবসার সাথে জড়িত। মি. আফতাব যেখানে কেবল কোম্পানির নতুন শেয়ার ক্রয় করেন, সেখানে মি. নওশাদ হাতবদল শেয়ার ক্রয়ের পক্ষপাতী।

ক. নগদ লভ্যাংশ কী? ১

খ. স্টক এক্সচেঞ্জ বলতে কী বোঝ? ২

গ. মি. আফতাব ও মি. নওশাদ কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আফতাব ও মি. নওশাদের ক্রীত বিষয় দুটির মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. 'ক' গ্রুপ অব কোম্পানি বাজারে নতুন শেয়ার ছাড়ার খবর শুনে তানভীর সাহেব তার আগে কিনে রাখা 'খ' গ্রুপের শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ তিনি বেশি করে 'ক' গ্রুপের শেয়ার কিনতে চান।

ক. জামানতবিহীন বন্ড কী? ১

খ. বোনাস শেয়ার ও রাইট শেয়ার কী? ২

গ. 'ক' গ্রুপ অব কোম্পানির শেয়ার কী ধরনের শেয়ার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' গ্রুপ এবং 'খ' গ্রুপ এর শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১২. জামাল ও কামাল দু'জনই চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ করেছেন। জামাল নিয়মিত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে কিন্তু কামাল তার বিনিয়োগে লোকসানের সম্মুখীন হওয়ায় সম্প্রতি শেয়ার বিক্রয় করে সমুদয় অর্থ বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগ করেছে। *[ঢা. বো. ২০১৯]*

ক. বোনাস শেয়ার কাকে বলে? ১

খ. অর্থায়ন বলতে তহবিল সংগ্রহ করাকেই বোঝায়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জামালের শেয়ার থেকে মুনাফা লাভ কি নিশ্চিত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জামাল এবং কামালের কোন বিনিয়োগ থেকে মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩. মি. 'ক' একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি ৩২ লক্ষ টাকা পেনশন পেয়েছেন। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি ২ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রাখলেন এবং অবশিষ্ট টাকার মধ্যে ২০ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র ও ১০ লক্ষ টাকায় বিভিন্ন কোম্পানির কিছু শেয়ার ক্রয় করলেন। *[দি. বো. ২০১৯]*

ক. বন্ড কী? ১

খ. প্রাইমারি শেয়ারে ঝুঁকি কম— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. 'ক' কোন খাত থেকে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত মুনাফা পাবেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন বিনিয়োগ খাত হতে মুনাফা পাওয়া অনিশ্চিত কিন্তু সব থেকে অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি— আলোচনা করো। ৪

১৪. নাহিদা আফরোজ সরকারি স্কুলের একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। তিনি সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল

ফান্ড থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। তার মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে সঞ্চয়পত্র কিনেছেন। অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি IPO-এর মাধ্যমে কিছু শেয়ার এবং শেয়ারবাজার থেকে কিছু শেয়ার কিনেছেন। *[কু. বো. ২০১৯]*

ক. শেয়ারবাজার কী? ১

খ. বন্ড থেকে শেয়ার কীভাবে পৃথক? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাহিদা আফরোজ কর্তৃক ক্রীত দু'ধরনের শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৩

ঘ. 'নাহিদা আফরোজের শেষোক্ত বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে'— আলোচনা করো। ৪

১৫. দেলোয়ার সাহেব তার সঞ্চিত পাঁচ লক্ষ টাকা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেন। ২০১৩ সালে 'X' কোম্পানির প্রতিটি প্রাথমিক শেয়ারের মূল্য ছিল ১০.০০ টাকা। বর্তমানে এই শেয়ারের বাজার মূল্য ৭৫.০০ টাকা। গত বছর এই শেয়ারের মূল্য ছিল ১২০.০০ টাকা। *[চ. বো. ১৭]*

ক. IPO এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দু'ধরনের শেয়ারের মধ্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শেয়ারের মূল্যে পরিবর্তনের ধারণাটি বন্ড মার্কেটের সাথে তুলনা করো। ৪

১৬. আরিফ একটি মৎস্য খামার করেছেন। তিনি সিঙ্গাপুরে দীর্ঘদিন কাজ করে কিছু টাকা সঞ্চয় করেন। তিনি স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকেও কিছু টাকা ঋণ নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি সচ্ছল জীবনযাপন করছেন। *[আলিম ২০১৮]*

ক. অর্থায়ন কাকে বলে? ১

খ. নিজস্ব সঞ্চয় ব্যবসায়ে অর্থায়নে বিরাট ভূমিকা রাখে—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আরিফের মৎস্য খামারে অর্থায়নের উৎসসমূহ কী কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শেয়ার মার্কেট কিংবা বন্ড মার্কেট থেকে আরিফ ঋণ নিতে পারত কী না? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও? ৪

১৭. ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে মি. রউফ তার কয়েকজন বন্ধুসহ ব্যক্তিগত সঞ্চয় দিয়ে প্রিন্টিং এর ব্যবসা শুরু করলেন। কিছুদিন পর তারা অনুভব করলেন, ব্যবসায় আরও পুঁজি খাটালে মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। কাজেই সিদ্ধান্ত হলো, শেয়ারবাজারে প্রবেশ করবে। যথারীতি শেয়ার বিক্রি করে পুঁজি সংকটের মোকাবিলা করে তারা ব্যবসাকে প্রসারিত করলেন। এতে উৎপাদন খরচ, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং সম্পদ ব্যবহারের ইতিবাচক পরিবর্তন আসল। *[ঢা. বো. ২০১৭]*

ক. বন্ড কী? ১

খ. ঝুঁকি ও মুনাফার দৃষ্টিকোণ হতে বন্ড এবং শেয়ার কীভাবে পৃথক? ২

গ. মি. রউফ এবং তার বন্ধুদের অর্থায়নের উৎস ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শেয়ারবাজার হতে মি. রউফ ও তার বন্ধুরা কীভাবে উপকৃত হলেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. আতিক একজন মুদি দোকানদার। সেই সাথে সে শেয়ারবাজারে শেয়ার কেনাবেচাও করে। সে শেয়ারের দাম কমলে শেয়ার কেনে ও দাম বাড়লে শেয়ার বিক্রি করে। এতে আতিক সাহেব লাভবান হতে থাকে এবং তার পুঁজির পরিমাণ বাড়তে থাকে। তাকে দেখে অনেকে শেয়ার ব্যবসায় আকৃষ্ট হয়। *[য. বো.; ব.বো. ২০১৭]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. শেয়ার ও বন্ড মার্কেটের মধ্যে দুটি প্রধান পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আতিক সাহেবের শেয়ার কোন ধরনের? তার বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩

ঘ. আতিক সাহেবের পুঁজি গঠনে শেয়ারবাজার কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯. কাজী নোমান একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। তিনি অবসর ভাতার কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন এবং বাকি টাকা দিয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে

একটি কোম্পানির ৫০০ শেয়ার ক্রয় করেন। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১৫০ টাকা। যদিও পূর্বে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ছিল ১০০ টাকা। অন্যদিকে তার বন্ধু অর্থনীতির শিক্ষক জামিল তার অবসর ভাতার ৫ লক্ষ টাকা একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন। চুক্তি হয় যে, ৫ বছর পর ১৫% হারে লাভসহ মূল টাকা ফেরত পাবেন। এতে তিনি লাভবান হন। *[আলিম ২০১৯]*

ক. অর্থায়ন কী? ১

খ. সঞ্চয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কাজী নোমান কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অর্থনীতির শিক্ষক জামিল সাহেবের লাভবান হওয়ার পেছনে যে কারণ থাকতে পারে তা যুক্তিসহ লেখ। ৪

২০. জোবেদা একজন গরিব গৃহিণী। স্বামীর আয়ে ঠিকমত সংসার চলে না। তাই সে 'আশা' থেকে ৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে বাড়িতে মুদির দোকান দেয়। অল্পদিনেই সে স্বাবলম্বী হয়। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠায় ও ভালো জামাকাপড় কিনে দেয়। কিন্তু 'আশা' সমিতির সুদের হার বেশি, তা না হলে সে আরও উন্নতি করতে পারতো। দুঃখের বিষয় ব্যাংকে জামানত দেয়ার মতো জমি বা সম্পদ না থাকায় সে ব্যাংক থেকেও ঋণ নিতে পারে না। *[রা.বো., ব.বো. ২০১৯]*

ক. পুঁজিবাজার কী? ১

খ. প্রাইমারি শেয়ার বলতে কী বুঝো? ২

গ. জোবেদা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেনি কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দরিদ্রতা নিরসন ও কর্মসংস্থানে 'আশা'র মতো বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২১. সদ্য এমবিএ পাস করা রনি চৌধুরী তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর প্রতিবেদন থেকে জানতে পারল, স্বল্প মজুরিতে পর্যাপ্ত শ্রমিক, নারীদের অংশগ্রহণ, সরকারের উদার শিল্পনীতি প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাই তিনি 'X' নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর পর তার প্রতিষ্ঠানের প্রসার করতে পুঁজি গঠন নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তার এক বন্ধুর পরামর্শে শেয়ার মার্কেট থেকে পুঁজি সংগ্রহ করেন। *◀৩ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. ট্রেজারি বিল কী? ১

খ. স্টক এক্সচেঞ্জ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রনি চৌধুরী যে কারণে তৈরি পোশাক শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রনি চৌধুরীর মতো উদ্যোক্তারা কীভাবে শেয়ার মার্কেট থেকে উপকৃত হতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

২২. ফারিয়া একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সরকারের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপদকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। যেমন— ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন সার্ভে করে সরকারকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। তাছাড়া ফারিয়ার প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্র- জনগোষ্ঠীদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে। *◀৫ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. জাতীয় খাদ্য নীতি কাকে বলে? ১

খ. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে জনসচেতনতার আবশ্যকতা রয়েছে কেন? ২

গ. খাদ্য নিরাপদকরণে ফারিয়ার প্রতিষ্ঠানটি যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে সেগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্থায়নের উৎস হিসেবে ফারিয়ার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৭

মুদ্রাস্ফীতি

Inflation

বুঝবে কে
?
মূল্যস্ফীতি

প্রধান প্রধান শব্দ

- মুদ্রাস্ফীতি
- দামস্তর
- মুদ্রাস্ফীতির হার
- সূচক সংখ্যা
- উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি
- ভোক্তার দাম সূচক
- চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
- ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
- মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ
- মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব
- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

একটি অর্থনীতির প্রাণশক্তি হলো অর্থ বা মুদ্রা। রক্ত ছাড়া যেমন মানুষ অচল তেমনি মুদ্রা ছাড়াও অর্থনীতি অচল। অর্থনীতিতে বিদ্যমান দ্রব্য ও সেবার তুলনায় অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ বিদ্যমান থাকলে এবং দ্রব্য ও সেবার দামস্তর বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ নানাভাবে প্রভাবিত হয়। ব্যবসায়ী শ্রেণির জন্য ভালো হলেও, স্বল্প আয়ের লোকেরা দামের ঊর্ধ্বচাপে বেশি আর্থিক কষ্ট পায়। তোমার দাদা-দাদি হয়তো প্রায়ই বলে থাকেন, অতীতে তাঁদের সময়ে জিনিসপত্রের দাম কম ছিল। তুমি যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়াশুনা করেছ, তখন তুমি যে দামে খাতা কলম কিনেছ, এখন কি সে দামে তা ক্রয় করা যায়? তাহলে দ্রব্যমূল্যের গতি কীরূপ? অর্থনীতিতে অতি পরিচিত এবং আলোচিত দুটি শব্দ হলো 'দ্রব্যমূল্য' ও 'মুদ্রামূল্য'। এ দুটি শব্দ একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এ অধ্যায়ে মুদ্রাস্ফীতির ধারণা, পরিমাপ, কারণ, প্রভাব এবং এর প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- মুদ্রাস্ফীতির ধারণা
- মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি
- বিভিন্ন শ্রেণির ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ
- বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায়সমূহ

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতির ধারণা
পাঠ ২ ও ৩	মুদ্রাস্ফীতির শ্রেণিবিভাগ; চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি;
পাঠ ৪	চাহিদা বৃদ্ধিজনিত এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য; মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি এবং ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা; মুদ্রাসংকোচন
পাঠ ৫	উৎপাদকের মূল্যসূচক সংখ্যা ও উৎপাদনের অবমূল্যায়ন সূচক— GNP ডিফ্লেটর
পাঠ ৬	মুদ্রাস্ফীতির কারণ
পাঠ ৭	মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব
পাঠ ৮ ও ৯	বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ; বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব
পাঠ ১০	মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়

পাঠ ১ মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতির ধারণা

৭.১ মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতির ধারণা (Concept of Inflation)

সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি বলতে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে অর্থের যোগান বৃদ্ধিকে বোঝায়। মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকালের ব্যবধানে (উৎপাদন স্থির থেকে) দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং দ্রব্যসেবার দামস্তর বেড়ে যায়। দ্রব্যসেবার যোগান স্থির থেকে, দামস্তর বৃদ্ধির এ প্রবণতাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। দ্রব্যসামগ্রীর দামের দ্রুত ও ক্রমাগত বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। সাধারণত দেশে যখন অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় তখন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, সে তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে দেশের সার্বিক দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এভাবে দামস্তর বৃদ্ধিকেই অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

- অর্থনীতিবিদ **ক্রাউথারের** (Crowther) মতে, 'মুদ্রাস্ফীতি হলো এমন একটি অবস্থা যখন অর্থের মূল্য ক্রমেই কমে, অর্থাৎ দ্রব্যের দাম ক্রমেই বাড়ে।'[1]
- অর্থনীতিবিদ **কুলবর্ন** (Coulborn) বলেন, 'মুদ্রাস্ফীতি এমন একটি অবস্থা যখন অত্যধিক পরিমাণ অর্থ অল্প পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পেছনে ধাবিত হয়।'[2]
- **J. M. Keynes** এর মতে, "মুদ্রাস্ফীতি হলো এমন অবস্থা যেখানে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় কার্যকর চাহিদা বেশি হয়।"

পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পূর্বে অর্থের চাহিদার চেয়ে যোগান বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তবে বর্তমান বিশ্বে প্রায় প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশেই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় কারণেই মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে।

জেনে রাখো

প্রবাহ চিত্রে মুদ্রাস্ফীতি:

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি (MS)↑

↓

দেশের দ্রব্য সেবার দামস্তর বৃদ্ধি (Pgs)↑

↓

মুদ্রার মূল্য হ্রাস (V_m)↓

↓

মূল্যস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতির বহিঃপ্রকাশ (I) ঘটে

মুদ্রার যোগানের সাথে দ্রব্যের দামস্তরের সম্পর্ক সরাসরি ও মুদ্রার মূল্যের সাথে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

অতএব এসব সংজ্ঞা ও বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বলা যায় যে, সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় অর্থের যোগান বেশি হলে যদি মূল্যস্তর বাড়তে থাকে বা অর্থের মূল্য হ্রাস পেতে থাকে তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। পাশের চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদন (Y) এবং লম্ব অক্ষে দামস্তর (P) নির্দেশিত। AS হলো লম্ব অক্ষের সমান্তরাল সামগ্রিক যোগান রেখা। AD_1 এবং AD_2 হলো সামগ্রিক চাহিদা রেখা, OY_f পূর্ণ নিয়োগস্তরের উৎপাদন, সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা AD_1 থেকে AD_2 তে স্থানান্তরিত হলো। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পেল P_1 থেকে P_2 তে। মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতির পরিমাণ হবে $P_1D_1D_2P_2$।

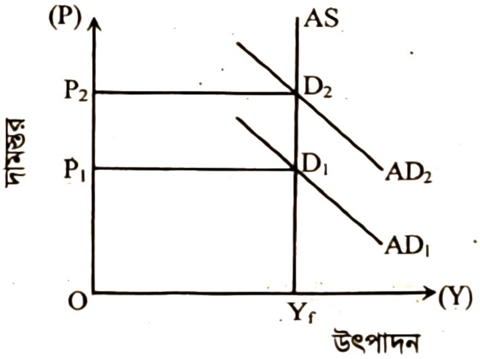

চিত্র: মুদ্রাস্ফীতি

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সাধারণত দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাকে কী বলে? *[ঢা. বো. ২০২২]*

২. মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী? *[সি. বো. ২০২২]*

৩. 'মুদ্রাস্ফীতি হলো এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অধিক পরিমাণ অর্থ স্বল্প পরিমাণ সামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হয়'— উক্তিটি কার? *[সি. বো., ব. বো. ২০১৯; য. বো. ২০১৭; চ. বো. ২০২৩]*

▶ উত্তরের জন্য ৩২৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের বর্তমান দ্রব্যমূল্য কি মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঁচটি বাক্যে লেখো।

---

[1] Inflation is a state in which the value of money is falling i.e, prices are rising.– Crowther

[2] Inflation is such a situation when too much money chases too few goods.– Coulborn

পাঠ ২ ও ৩

মুদ্রাস্ফীতির শ্রেণিবিভাগ; চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

৭.২ মুদ্রাস্ফীতির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Inflation)

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতিকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন–

১. কারণভিত্তিক (On the Basis of Reasons):

i. **চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি:** পূর্ণ নিয়োগস্তরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করা যায়, তার অনুপাতের চেয়ে যদি ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand Pull Inflation) বলা হয়।

ii. **ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি:** উৎপাদনের উপকরণের খরচ বৃদ্ধিজনিত কারণে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost Push Inflation) বলা হয়।

iii. **ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি:** যুদ্ধ, বন্যা, মহামারি, উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সরকার যদি অধিক টাকা ছাপায় বা সরকারের বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য অধিক মুদ্রা বাজারে চালু করে তাহলে দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Deficit Induced Inflation) বলা হয়।

iv. **মুদ্রা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি:** সরকার অধিক কাগজি মুদ্রা ছাপানোর কারণে যদি দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে তাকে মুদ্রা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Currency Inflation) বলা হয়।

v. **ঋণ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি:** ব্যাংক ঋণের অত্যধিক প্রসারের ফলে যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাকে ঋণ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Credit Inflation) বলা হয়।

vi. **মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি:** যদি শক্তিশালী শ্রমিক সংঘের চাপে বাধ্য হয়ে তাদের উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে বেশি মজুরি আদায় করতে সমর্থ হয়, তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে যে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় তাকে মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Wage Induced Inflation) বলা হয়।

vii. **মুনাফা মুদ্রাস্ফীতি:** দামস্তর স্থির থাকা সত্ত্বেও যদি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়ে মুনাফা বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তখন তাকে মুনাফা মুদ্রাস্ফীতি (Profit Inflation) বলা হয়।

২. গতিভিত্তিক (On the basis of Speed):

i. **মৃদু মুদ্রাস্ফীতি:** মূল্যস্তর যদি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় তখন তাকে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি (Mild Inflation) বলা হয়। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি থাকে ২% বা তার কম।

ii. **পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি:** মূল্যস্তর যদি হাঁটার গতিতে বৃদ্ধি পায় তখন তাকে পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি (Walking Inflation) বলা হয়। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি থাকে ৮%-১০%। যেমন– বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি।

iii. **ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি:** অধিক মাত্রা দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটলে তাকে ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি (Running Inflation) বলা হয়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দুই বা তিন (২০%, ১০০%) অঙ্ক বিশিষ্ট হয়।

iv. **উল্লম্ফ মুদ্রাস্ফীতি:** মূল্যস্তর যদি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে উল্লম্ফ (Hyper Inflaiton) বলা হয়।

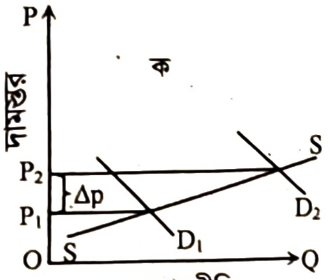

মৃদু মুদ্রাস্ফীতি

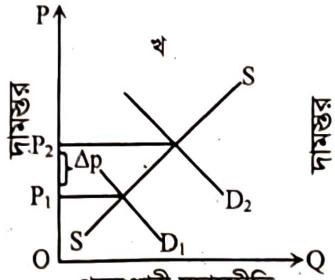

পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি

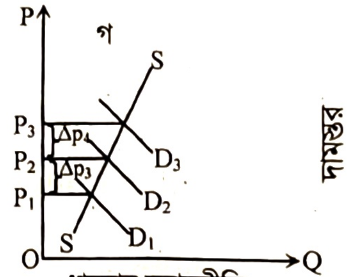

ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি

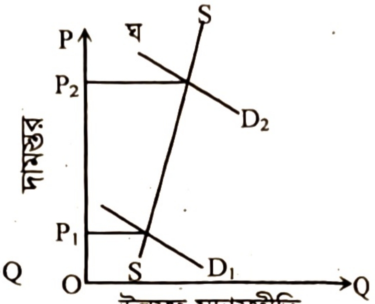

উল্লম্ফ মুদ্রাস্ফীতি

৩. নিয়ন্ত্রণভিত্তিক (On the Basis of Control):

i. **উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি:** জনগণের বর্ধিত ব্যয় যখন সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, এ অবস্থাকে মুক্ত বা অবাধ মুদ্রাস্ফীতি (Open Inflation) বলা হয়।

ii. **দমিত মুদ্রাস্ফীতি:** ক্রমাগত দামস্তর বৃদ্ধিকে সরকারি হস্তক্ষেপে দমনের বা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তাকে দমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৪. নিয়োগভিত্তিক (On the Basis of Recruitment):

i. **প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি:** কেইনসের মতে, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কেবল পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা অর্জিত হওয়ার পর দেখা যায়। পূর্ণ নিয়োগের পর উৎপাদন বা যোগান প্রকৃত অবস্থায় বাড়ে না। সে সময় সামগ্রিক চাহিদা বাড়লেও উৎপাদন অপরিবর্তিত থেকে দামস্তর বাড়ে। দামস্তরের এরূপ বৃদ্ধিকে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (Real inflation) বলে।

ii. **আংশিক মুদ্রাস্ফীতি:** পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে উৎপাদন ক্ষেত্রে অস্থিতিস্থাপকতার কারণে দামস্তর বাড়তে পারে। এরূপ মুদ্রাস্ফীতিকে আংশিক বা বাধাজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। অর্থাৎ পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে বিভিন্ন বাধার কারণে (কারিগরি দক্ষতা, কাঁচামালের অভাব, পরিবহন ও যোগাযোগ অসুবিধা) যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে বাধাজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৫. সময়ভিত্তিক (On the Basis of Time):

i. **যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি:** যুদ্ধকালীন বিভিন্ন ব্যয় মেটানোর জন্য অর্থের যোগান বাড়ে, ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। দামস্তর বৃদ্ধির এরূপ প্রবণতাকে যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

ii. **যুদ্ধ পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতি:** যুদ্ধ পরবর্তীকালীন উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের জন্য অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়, ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। দামস্তর বৃদ্ধির এরূপ প্রবণতাকে যুদ্ধ পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

iii. **শান্তিকালীন মুদ্রাস্ফীতি:** দেশে শান্তি বজায় থাকলে বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতি ও অন্য কোনো কারণে মুদ্রা সরবরাহ বাড়লে দামস্তর বাড়ে। দামস্তর বৃদ্ধির এরূপ প্রবণতাকে শান্তিকালীন মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

৬. এলাকাভিত্তিক (On the Basis of Area):

i. **স্থানীয় মুদ্রাস্ফীতি:** কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় স্থানীয় ভিত্তিতে এক বা একাধিক কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে তাকে স্থানীয় মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ii. **দেশীয় বা জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি:** শুধু দেশের সীমানায় মুদ্রাস্ফীতি পরিচালিত হলে তাকে জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি বলে।

iii. **আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি:** আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের সকল দেশে দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিলে তাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি বলে। অর্থাৎ বিশ্ববাজারে OPEC যখন জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করে বা যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে যখন দামস্তর বাড়ে তখন সমগ্র বিশ্বে এর প্রভাবে দামস্তর বাড়ে। এটিই আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি।

৭. প্রত্যাশাভিত্তিক (On the Basis of Expectation):

i. **প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি:** যখন জনগণ পূর্বেই ভবিষ্যৎ দামস্তর বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির হার সম্পর্কে অনুমান করতে পারে তাকে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ii. **অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি:** আকস্মিকভাবে যদি দেশে দামস্তর বেড়ে যায়, তাকে অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৭.৩ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand Pull Inflation)

একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা (AD) বৃদ্ধি অর্থাৎ ১. ভোগ বৃদ্ধি ২. বিনিয়োগ বৃদ্ধি ৩. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ৪. রপ্তানি বৃদ্ধি ৫. মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ৬. সুদের হার হ্রাস-এর ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand Pull Inflation) বলা হয়। পাশের চিত্রে, E_1 বিন্দুতে $AD_1 = AS$ এর মাধ্যমে প্রাথমিক ভারসাম্য অর্জিত হয়। ফলে P_1 দামস্তরে Y_1 জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে AD_1 থেকে AD_2 হয় ফলে $E_1 E_2$ পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। $AD_2 = AS$ হওয়ায় E_2 বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দামস্তর P_1 থেকে P_2 বৃদ্ধি পায় যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। AS রেখা ডানে ঊর্ধ্বগামী হলে জাতীয় আয় Y_1 থেকে Y_2 তে বাড়ে কিন্তু AS রেখা উলম্ব হলে জাতীয় আয় স্থির থাকে।

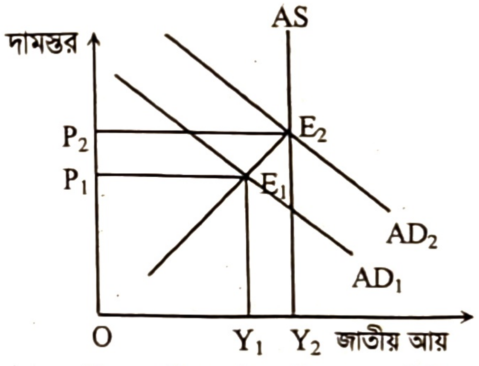

চিত্র: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

৭.৪ ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost Push Inflation)

উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির (মজুরি বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস, ভবিষ্যৎ মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা, পূর্ণ নিয়োগে প্রতিবন্ধকতা, পেট্রোল, বিদ্যুতের যোগান হ্রাস) ফলে সামগ্রিক যোগান (AS) হ্রাসের মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost Push Inflation) বলে।

উৎপাদন হ্রাস এবং উপকরণের দাম বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক যোগান রেখা (AS) বামে স্থানান্তর হয় এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক অবস্থায় $AD = AS_1$ হওয়ায়, Y_1 আয়স্তরে P_1 দাম নির্ধারিত হয়। সামগ্রিক যোগান হ্রাসের ফলে সামগ্রিক যোগান রেখা AS_1 থেকে AS_2 হওয়ায় E_1E_2 পরিমাণ অতিরিক্ত যোগান হ্রাস পায়। ফলে P_1 থেকে P_2 তে দাম বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক যোগান হ্রাসের কারণে এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বলে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

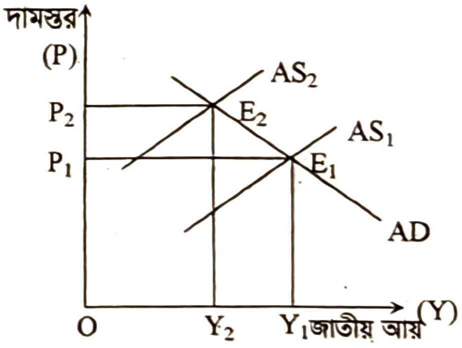

চিত্র: ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কীসের মাধ্যমে সমাজে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির মাত্রা বোঝা যায়?

২. পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পরে সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার অবস্থাকে কী বলে? */কু. বো. ২০১৯/*

৩. কোনটি চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি সৃষ্টির জন্য দায়ী? */চবি. ডি ইউনিট ২০২২-২৩/*

৪. পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি কী ভিত্তিক?

৫. দেশের মানুষের ক্রয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধির ফলে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়?

৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উজ্জীবিত করে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি?

► উত্তরের জন্য ৩২৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

দামস্তর বৃদ্ধির কারণ অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির শ্রেণিবিভাগের ছক তৈরি করো।

পাঠ ৪ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য; মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি এবং ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা; মুদ্রাসংকোচন

৭.৫ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Demand Pull Inflation and Cost Push Inflation)

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ—

১. অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।
   অন্যদিকে, পণ্যসেবার উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

২. ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয়, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।
   অন্যদিকে, উপকরণের দাম, কাঁচামালের দাম, পরিবহণ ব্যয়, সুদের হার বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

৩. চাহিদা বৃদ্ধির জন্য AD রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয়, অন্যদিকে খরচ বৃদ্ধির জন্য AS রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়।

৪. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিতে দামস্তর এবং উৎপাদন একই সাথে বাড়ে।
   অপরদিকে, ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির বেলায় দামস্তর বাড়ে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কমতে থাকে।

৫. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন হ্রাস করে অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব সৃষ্টি করতে পারে।

জেনে রাখো

পয়েন্ট টু পয়েন্ট বলতে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির হিসাব বের করার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর (সাধারণত তিন মাস) হিসাব করাকে বোঝায়।

৭.৬ মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি (Method of Measurement of Inflation)

দ্রব্যসেবার যোগান স্থির অবস্থায়, সাধারণ দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি স্থির নয় বরং গতিশীল। সাময়িক দামস্তর বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যায় না। বছর ব্যাপী দামের উত্থান-পতনের গড় এবং পূর্ববর্তী বছরের সাথে বা দামের উত্থান পতনের গড় এবং পরবর্তী বছরের সাথে বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো ভিত্তি বছরের দামস্তরের সাথে তুলনা করে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হয়। দুই একটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে না। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির প্রায় সকল পণ্যের গড় মূল্যের ক্রম বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। এক বছরের প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতিকে বিশ্লেষণ না করে দীর্ঘসময়ের প্রেক্ষিতে দামের প্রবণতা রেখার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে পরিমাপ করা হয়। সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ পয়েন্ট টু পয়েন্টের (মাসওয়ারি) ভিত্তিতে করা হয়।

একটি সময়কাল থেকে অন্য একটি সময়কালে কোনো দামসূচকের শতাংশিক বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতির হার বলে।

জেনে রাখো

অর্থনীতির যে সূচক সাধারণ মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পেলে, তা হলো মূল্যস্ফীতি। কারণ, ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতির অর্থ হচ্ছে আগে যেসব পণ্য কিনতে ১০০ টাকা লাগত, সেই একই পণ্য কিনতে এখন ১১০ টাকা লাগবে। সুতরাং আয় বাড়াতে হবে ১০ টাকা। না হলে আগের চেয়ে কম খেয়ে থাকতে হবে। এতে কমবে জীবনযাত্রার মান। মূল্যস্ফীতি মানেই আয়ের ওপর সরাসরি আঘাত। এ কারণেই মূল্যস্ফীতিকে নীরব ঘাতক ও পরোক্ষ কর বলা হয়।

$$\text{মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{\text{চলতি সময়/বছরের দামস্তর} - \text{গত সময়/বছরের দামস্তর}}{\text{গত সময়/বছরের দামস্তর}} \times \text{১০০}\%$$

ধরি, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) ছিল ১১৪। এখন ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই সূচক হলো ১২০, তাহলে ২০২২ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার হবে—

$$= \frac{P_{o_2} - P_{o_1}}{P_{o_1}} \times 100\% = \frac{\text{১২০—১১৪}}{\text{১১৪}} \times \text{১০০}\% = \text{৫.২৬}\%$$

৭.৭ সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি (Method of Forming Index Number)

সূচক সংখ্যা হলো অর্থের মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করার জন্য একটি গাণিতিক কৌশল। অর্থের মূল্য দামস্তরের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দামস্তর বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কমে এবং দামস্তর হ্রাস পেলে অর্থের মূল্য বেড়ে যায়। তবে দ্রব্যের মূল্য একইসাথে একই অনুপাতে বাড়ে কমে না। তাই কতগুলো দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম বের করতে হয়। এই গড় দামই হলো সাধারণ মূল্যস্তর।

অর্থাৎ কতিপয় দ্রব্যের নির্দিষ্ট সময়ে গড় মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি সময়ের গড় মূল্যের তুলনায় শতাংশ রূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাকে দামস্তরের সূচক সংখ্যা বলে।

> ■ অধ্যাপক **ব্লেয়ার**-এর মতে, "সূচক সংখ্যা হলো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গড়।"

আমরা সূচক সংখ্যাকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারি:

$$\text{সূচক সংখ্যা} = \frac{\text{বর্তমান বছরের মূল্যস্তর}}{\text{ভিত্তি বছরের মূল্যস্তর}} \times \text{১০০\%}$$

সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে সূচক সংখ্যা। সূচক সংখ্যা বৃদ্ধি মানে জিনিসপত্রের দাম বাড়া এবং টাকার দাম কমা অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি বাড়া। আবার, সূচক সংখ্যা হ্রাস পেলে জিনিসপত্রের দাম কমেছে এমন বোঝায় অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি কমা।

নমুনা সূচক সংখ্যা তৈরি: সূচক সংখ্যা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গঠন করা যায়—

ক. **ভিত্তি বছর নির্বাচন:** পূর্ববর্তী যে বছরের দামস্তরের সাথে পরবর্তী বছরের দামস্তরের তুলনা করা হবে তাকে ভিত্তি বছর বলে। সাধারণত যুদ্ধ, দুর্যোগ ইত্যাদি মুক্ত কোনো বছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

খ. **হিসাবি বছর নির্বাচন:** যে বছরের দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন হিসাব করা হয়, তাকে হিসাবি বছর বলা হয়। এ বছরটি সাধারণত চলতি বছর হিসাবে ধরা হয়।

গ. **দ্রব্য নির্বাচন:** সূচক সংখ্যা তৈরির জন্য কতগুলো প্রধান প্রধান প্রতিনিধিত্বমূলক দ্রব্য (Representative Commodity) নির্বাচন করতে হয়।

ঘ. **দ্রব্যের দাম:** নির্বাচিত দ্রব্যসমূহের পাইকারি দাম ধরতে হবে।

ঙ. **শতকরা হিসেবে প্রকাশ:** ভিত্তি বছরের নির্বাচিত দ্রব্যগুলোর প্রত্যেকটিকে ১০০ এর সমান ধরে চলতি বছরের অনুরূপ একই দ্রব্যসমূহের দাম উল্লেখপূর্বক ভিত্তি বছরের তুলনায় প্রত্যেকটির দাম শতকরা কত পরিবর্তন হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে।

চ. **গড় দাম নির্ধারণ:** ভিত্তি ও চলতি উভয় বছরের দ্রব্যাদির দাম পৃথকভাবে হিসাব করে দ্রব্য সংখ্যা দ্বারা তাদের ভাগ করে গড় দাম নির্ণয় করা হয়।

নিচে একটি কাল্পনিক বা নমুনা সূচক সংখ্যা দেখানো হলো:

একটি নমুনা সূচক সংখ্যার টেবিল

দ্রব্য	ভিত্তি অর্থবছর ২০১৫-১৬		চলতি অর্থবছর ২০২৩-২৪	
	দাম প্রতি মণ (P_0) টাকায়	শতকরা হার বা সূচক দাম $\frac{P_0}{P_0} \times 100\%$	দাম প্রতি মণ (P_n) টাকায়	শতকরা হার বা সূচক দাম $\frac{P_n}{P_0} \times 100\%$
চাল	৫৬০	$\frac{\text{৫৬০}}{\text{৫৬০}} \times \text{১০০\%} = \text{১০০\%}$	৮০০	$\frac{\text{৮০০}}{\text{৫৬০}} \times \text{১০০\%} = \text{১৪২.৮৫\%}$
গম	৪৮০	$\frac{\text{৪৮০}}{\text{৪৮০}} \times \text{১০০\%} = \text{১০০\%}$	৬৪০	$\frac{\text{৬৪০}}{\text{৪৮০}} \times \text{১০০\%} = \text{১৩৩.৩৩\%}$
চিনি	১২০০	$\frac{\text{১২০০}}{\text{১২০০}} \times \text{১০০\%} = \text{১০০\%}$	২৮০০	$\frac{\text{২৮০০}}{\text{১২০০}} \times \text{১০০\%} = \text{২৩৩.৩৩\%}$

দ্রব্য	ভিত্তি অর্থবছর ২০১৫-১৬		চলতি অর্থবছর ২০২৩-২৪	
	দাম প্রতি মণ (P_0) টাকায়	শতকরা হার বা সূচক দাম $\frac{P_0}{P_0}\times 100\%$	দাম প্রতি মণ (P_n) টাকায়	শতকরা হার বা সূচক দাম $\frac{P_n}{P_0}\times 100\%$
তৈল	২২০০	$\frac{২২০০}{২২০০}$ × ১০০% = ১০০%	২৪০০	$\frac{২৪০০}{২২০০}$ × ১০০% = ১০৯%
গড় দাম		$\frac{৪০০}{৪}$ = ১০০%	গড় দাম স্তর	$\frac{৬১৮.৫১}{৪}$ = ১৫৪.২৭%

ওপরের সারণি থেকে দেখা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মূল্য সূচক সংখ্যা ১০০। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মূল্য সূচক সংখ্যা হলো ১৫৪.২৭। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দামস্তর (১৫৪.২৭ – ১০০%) = ৫৪.২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.৮ ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা (Consumer Price Index (CPI))

ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার দাম সূচক (CPI) পদ্ধতি বলে। ভোক্তার ব্যয়ের বেশিরভাগ অংশ যেসব পণ্যের জন্য ব্যয় হয় সেসব পণ্যমূল্য যেমন– খাদ্যদ্রব্য, পোশাক, বাড়ি ভাড়া, জ্বালানি ইত্যাদি মূল্য নিয়ে ল্যাসপিয়ার্সের $_oP_n = \frac{\sum P_nq_o}{\sum P_oq_o} \times 100\%$ সূত্র ব্যবহার করে CPI নির্ণয়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হয়।

উদাহরণ: নিচের তথ্য থেকে CPI পদ্ধতিতে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয় করো।

দ্রব্য	২০২২ সালে		২০২৩ সালে দাম
	দাম	পরিমাণ	
খাদ্য	৬৬	৩০	৭০
বস্ত্র	২০	২০	২৩
বাড়ি ভাড়া	১৫	১২	১৮
অন্যান্য	১০	৮	১২

সমাধান: ধরি, ভিত্তি বছর ২০২২ = o, চলতি বছর ২০২৩ = n, দাম = P, পরিমাণ = q
প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ল্যাসপিয়ার্সের মূল্যসূচক সংখ্যা নির্ণয় করি।

পণ্য	P_o	P_n	q_o	P_nq_o	P_oq_o
খাদ্য	৬৬	৭০	৩০	২১০০	১৯৮০
বস্ত্র	২০	২৩	২০	৪৬০	৪০০
বাড়ি ভাড়া	১৫	১৮	১২	২১৬	১৮০
অন্যান্য	১০	১২	৮	৯৬	৮০
				মোট ২৮৭২	২৬৪০

২০২২ সালের প্রেক্ষিতে ২০২৩ সালের মূল্যসূচক সংখ্যা $_oP_n = \frac{\sum P_nq_o}{\sum P_oq_o} \times ১০০\% = \frac{২৮৭২}{২৬৪০} \times ১০০\% = ১০৮.৭৯$

ভিত্তি বছর ২০২২ সালের তুলনায় চলতি বছর ২০২৩ সালের দামসূচক (১০৮.৭৯ — ১০০)% = ৮.৭৯% মূল্যস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে ভোক্তার জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৭৯%।
এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির হার তিনভাবে বিবেচিত হয়।

১. বিবেচ্য বছরের একটি মাসের CPI এর সজো বিগত বছরের একই মাসের CPI এর মধ্যে তুলনা।
২. এ মাসের CPI এবং বিগত মাসের CPI এর মধ্যে তুলনা।
৩. এ বছরের গড় CPI এবং বিগত বছরের গড় CPI এর মধ্যে তুলনা।

CPI তে খুচরা দাম ও চূড়ান্ত দ্রব্য ক্রয় বিবেচনা করা হয়।

৭.৯ মুদ্রাসংকোচন (Deflation)

স্বাভাবিক দামস্তরের চেয়ে প্রচলিত দামস্তর অনেক সময় কমে যেতে পারে কিংবা দামস্তরের ক্রমাবনতি ঘটতে পারে।

দেশে যখন দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অর্থের যোগান বা আর্থিক ব্যয়প্রবাহ কম হয় তখন দামস্তর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে নিম্নগামী হতে থাকে। সাধারণ দামস্তরের এ ক্রমাগত হ্রাসকে মুদ্রাসংকোচন বলে। মুদ্রাসংকোচনের সময় দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের চেয়ে তার চাহিদা ও মোট ব্যয় হ্রাস পায়। এতে মজুদ বাড়ে। ফলে দামস্তর কমে এবং অর্থের মূল্য বাড়ে। এ অবস্থায় বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন হ্রাস পায় এবং আয়ের বৃত্তাকারপ্রবাহ সংকুচিত হয়।

- অধ্যাপক **স্যামুয়েলসন** এর মতে, "অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রীর দাম ও ব্যয়ের হ্রাসকে মুদ্রাসংকোচন বলা হয়।"
- অর্থনীতিবিদ **পল এইনজিগ** এর মতে, "মুদ্রাসংকোচন হলো এমন একটি ভারসাম্যহীন অবস্থা যেখানে দামস্তরের নিম্নগতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অর্থনৈতিক শক্তি সংকুচিত হয়ে আসে।"

সুতরাং বলা যায়, মুদ্রাসংকোচন হলো মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা। মুদ্রাস্ফীতির ন্যায় মুদ্রাসংকোচনের সময়ও অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাই মুদ্রাসংকোচন রোধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক।

মুদ্রাসংকোচনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

- দ্রব্যের দামস্তর হ্রাস পায়।
- অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়।
- মুনাফা হ্রাস পায় বলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে কর্মসংস্থান হ্রাস পায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।
- সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়।
- জীবনযাত্রার মান হ্রাস ও অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়।

পাশের চিত্রে ভূমি অক্ষে সামগ্রিক উৎপাদন বা যোগান এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দামস্তর পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে সামগ্রিক উৎপাদন OY_f স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেয়ে AD_1 থেকে AD_2 হলে ভারসাম্য দামস্তর OP_1 থেকে হ্রাস পেয়ে OP_2 হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে P_1P_2 পরিমাণ মুদ্রাসংকোচন ঘটে।

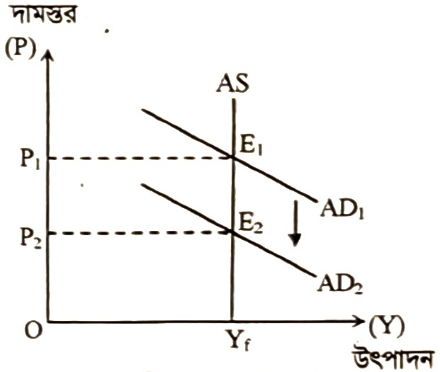

চিত্র: মুদ্রাসংকোচন

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. CPI-এর পূর্ণরূপ কী? */ব. বো ২০২৩; রা. বো.. ২০২২/*

২. কোন পণ্যের ভিত্তি বছরের দামস্তর ৪০ এবং চলতি বছরের দামস্তর ৪২ হলে, মুদ্রাস্ফীতি কত? */দি. বো. ২০২২/*

৩. বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাণে কোন পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করা হয়? */সি. বো. ২০২২/*

৪. ২০১৮ সালে চালের কেজি ছিল ৫০ টাকা। ২০১৯ সালে দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬০ টাকা। ২০১৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার— */চ. বো. ২০১৯/*

৫. ভিত্তি বছর কী?

৬. সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হয় কীসের ভিত্তিতে?

▶ উত্তরের জন্য ৩২৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কল্পিত একটি তালিকা তৈরি করে CPI নির্ণয় করো।

পাঠ ৫

উৎপাদকের মূল্যসূচক সংখ্যা ও উৎপাদনের অবমূল্যায়ন সূচক— GNP ডিফ্লেটর

৭.১০ উৎপাদকের মূল্যসূচক সংখ্যা (Producer Price Index (PPI))

CPI পদ্ধতি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে PPI ব্যবহৃত হয়। CPI এর ন্যায় PPI এর দ্বারাও নির্দিষ্ট সংখ্যক দ্রব্য বাবদ ব্যয় বিবেচনা করা হয়। PPI তে কাঁচামালের দাম এবং মধ্যবর্তী দ্রব্যের দামও বিবেচনা করে যে নির্ধারকের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় তাকে উৎপাদকের মূল্যসূচক বলা হয়। ১৮৯০ সালে উৎপাদকের মূল্য সূচক পদ্ধতিতে প্রথম ব্যবহার করা হয়।

Laspeyres' (ল্যাসপিয়ার) এর দাম সূচক সংখ্যা $= \frac{\Sigma P_n q_0}{\Sigma P_o q_0} \times 100\%$; Paasche's (প্যাশের) দাম সূচক সংখ্যা $= \frac{\Sigma P_n q_n}{\Sigma P_o q_n} \times 100\%$

Fisher এর আদর্শ সূচক সংখ্যা $= \sqrt{\text{Laspeyres' পরিমাণ সূচক} \times \text{Paasch's পরিমাণ সূচক}}$; ${}_oI_n = 100\sqrt{\frac{\Sigma q_o P_n}{\Sigma q_o P_o} \times \frac{\Sigma q_n P_n}{\Sigma q_n P_o}}$

এখানে, P_o = ভিত্তি বছরের দাম, q_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্য; P_n = চলতি বছরের দাম, q_n = চলতি বছরের দ্রব্য

প্রাথমিক অবস্থায় বাণিজ্যিক লেনদেন পর্যায়ে যে দাম বিবেচিত হয়, সে দামের ভিত্তিতে PPI হিসাব করা হয়। নীতিনির্ধারকদের কাছে বাণিজ্য চক্রের ওঠানামা নির্দেশক হিসেবে PPI অধিক গ্রহণযোগ্য। একে পাইকারি মূল্যসূচক সংখ্যাও বলা হয়।

৭.১১ উৎপাদনের অবমূল্যায়ন সূচক— GNP ডিফ্লেটর (The GNP Deflator)

আর্থিক GNP ও প্রকৃত GNP এর অনুপাতকে GNP ডিফ্লেটর বলে। অর্থাৎ GNP ডিফ্লেটর $= \frac{\text{আর্থিক GNP}}{\text{প্রকৃত GNP}} \times 100\%$

অর্থনীতির সকল দ্রব্যসেবার দাম এক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় বলে একে ব্যাপক বা প্রসারিত দাম সূচক বলা হয়। যে ভিত্তি বছরের দামস্তর বিবেচনা করে প্রকৃত GNP পরিমাপ করা হয়, সে ভিত্তি বছর থেকে চলতি বছর পর্যন্ত দামস্তর কী হারে বৃদ্ধি পায়, তাকে মুদ্রাস্ফীতির হার বলে এবং তা GNP ডিফ্লেটর থেকে জানা যায়। এর দ্বারা সার্বিকভাবে সরকারের (কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং স্থানীয়) দামসূচক পরিমাপ করা হয়। GNP অবমূল্যায়ক (deflator) একের (1) অধিক হলে মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করে।

বছর	প্রকৃত GNP	আর্থিক GNP
২০২২	১০০০ কোটি টাকা	১২০০ কোটি টাকা
২০২৩	১০৫০ কোটি টাকা	১৩৮৬ কোটি টাকা

২০২২ সালের GNP ডিফ্লেটর $= \frac{১২০০}{১০০০} = ১.২$ এবং ২০২৩ সালের GNP ডিফ্লেটর $= \frac{১৩৮৬}{১০৫০} = ১.৩২$

$$\text{মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{\text{২০২৩ সালের GNP ডিফ্লেটর} - \text{২০২২ সালের GNP ডিফ্লেটর}}{\text{২০২২ সালের GNP ডিফ্লেটর}} \times ১০০\% = \frac{১.৩২ - ১.২}{১.২} \times ১০০\% = ১০\%$$

উপরিউক্ত প্রতিটি পদ্ধতির কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তবে তুলনামূলক বিচারে GNP ডিফ্লেটর পদ্ধতিটি অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা ভালো। কারণ, এ পদ্ধতিতে অর্থনীতিতে উৎপাদিত সব ধরনের চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার দাম ও পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। যা অন্যান্য পদ্ধতিতে করা হয় না। তাই মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের ক্ষেত্রে GNP ডিফ্লেটর অর্থনীতিতে প্রসারিত দাম সূচক (Widely Based Price Index) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য কোনো অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয়ের জন্য জাতীয় আয়ের অবমূল্যায়ন (GNP Deflator) সূচক পদ্ধতি ব্যবহার করাই শ্রেয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদকের মূল্যসূচক পরিমাপের কয়টি সূত্র রয়েছে?
২. উৎপাদকের মূল্যসূচক পদ্ধতিটি কত সাল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে?
৩. আর্থিক GNP ও প্রকৃত GNP-এর অনুপাতকে কী বলে?
৪. উৎপাদকের মূল্যসূচক এর অন্য নাম কী?

► উত্তরের জন্য ৩২৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

২০২১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি হারের তথ্য সংগ্রহ করে একটি লেখচিত্র অঙ্কন করো।

পাঠ ৬ মুদ্রাস্ফীতির কারণ

৭.১২ মুদ্রাস্ফীতির কারণ (Causes of Inflation)

সাধারণ মূল্যস্তরের স্থায়ী এবং ক্রমাগত বৃদ্ধিকেই মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। বিভিন্ন কারণে মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহকে প্রধান চারটি শ্রেণিতে বিভাজন করা যায়। যেমন—

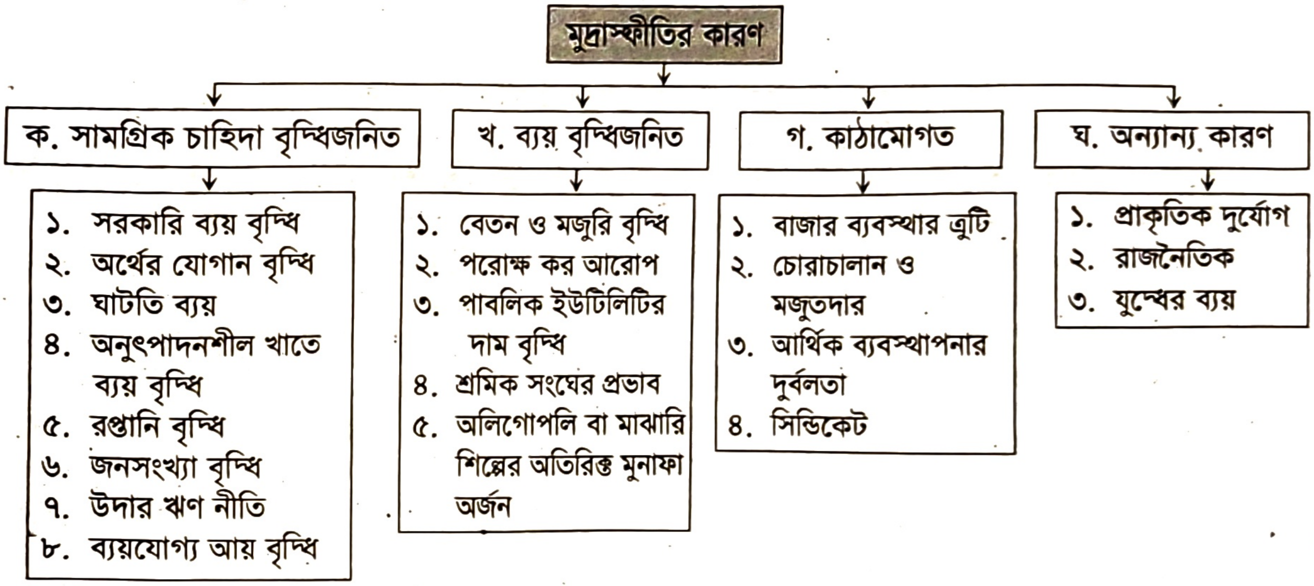
মুদ্রাস্ফীতির কারণ
ক. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধিজনিত
খ. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
গ. কাঠামোগত
ঘ. অন্যান্য কারণ
১. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি
২. অর্থের যোগান বৃদ্ধি
৩. ঘাটতি ব্যয়
৪. অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি
৫. রপ্তানি বৃদ্ধি
৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
৭. উদার ঋণ নীতি
৮. ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি
১. বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি
২. পরোক্ষ কর আরোপ
৩. পাবলিক ইউটিলিটির দাম বৃদ্ধি
৪. শ্রমিক সংঘের প্রভাব
৫. অলিগোপলি বা মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন
১. বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি
২. চোরাচালান ও মজুতদার
৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা
৪. সিন্ডিকেট
১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২. রাজনৈতিক
৩. যুদ্ধের ব্যয়

ক. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি: সামগ্রিক যোগানের (Aggregate Supply, AS) তুলনায় সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand, AD) বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এ বিষয়ে ক্লাসিক্যাল ও কেইনসীয় অর্থনীতিবিদগণ ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তবে উভয়েই একমত যে, বর্তমান যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সামগ্রিক চাহিদা (AD) আবার নিম্নলিখিত কারণে বৃদ্ধি পায় যা সামগ্রিক যোগানের (AS) এর চেয়ে বেশি হতে পারে।

১. **সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি:** সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. **অর্থের যোগান বৃদ্ধি:** মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বাড়লে মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. **ঘাটতি ব্যয়:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার অনেক সময় আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করে। এ ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি, দেশের ভেতর অথবা বাইরে থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এতে অর্থের যোগান বাড়লেও সে অনুপাতে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

৪. **অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি:** বর্তমানে সকল সরকারকেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন- শিশু পার্ক, অডিটোরিয়াম, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এজন্যও মুদ্রাস্ফীতি হয়।

৫. **রপ্তানি বৃদ্ধি:** রপ্তানি বৃদ্ধির কারণেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেননা রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে যোগান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৬. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৭. **উদার ঋণনীতি:** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে বেশি পরিমাণ ঋণ প্রদান করলে অর্থের যোগান বেড়ে যায়। ফলে মূল্যস্তর বাড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

৮. **ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি:** মানুষের ব্যয়যোগ্য আয় বাড়লেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যেমন- মজুরি বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি, কর হ্রাস, হস্তান্তরিত আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় হ্রাস প্রভৃতি কারণে ব্যয়যোগ্য আয় বাড়তে পারে।

খ. ব্যয় বা খরচ বৃদ্ধি: উৎপাদন খরচ বাড়লেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সে সব কারণেও উৎপাদন খরচ বাড়তে পারে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

১. **বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি:** শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের দরকষাকষি ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা না বাড়লেও মজুরি বাড়ে। এজন্য উৎপাদন খরচ বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. **পরোক্ষ কর আরোপ:** সরকার ব্যাপক হারে পণ্যসামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর আরোপ করলে মূল্যস্তর বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

৩. **পাবলিক ইউটিলিটির দাম বৃদ্ধি:** পাবলিক ইউটিলিটি; যেমন— পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতির দাম বাড়লে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

৪. **শ্রমিকসংঘের প্রভাব:** শ্রমিকসংঘ মালিক পক্ষের সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে তাদের উৎপাদনশীলতার সাথে ন্যায়সংগত নয় এমন ধরনের মজুরি বাড়াতে পারে। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পেয়েও মজুরি বাড়লে খরচ তাড়িত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৫. **মনোপলি শিল্পের অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন:** অলিগোপলি বা মনোপলি শিল্প অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদন কমাতে পারে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

গ. কাঠামোগত মুদ্রাস্ফীতির কারণ: অর্থনীতিবিদগণ যুক্তি দেখান যে, অর্থনীতির দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা চাহিদা বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন সমান হারে বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। গুরনার মিরডাল (G. Myrdal) এবং পি. স্টিনটেন (P. Streeten) দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে কাঠামোগত মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা দেন। এ ধরনের কারণগুলো নিম্নরূপ—

১. **বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি:** উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাজার ব্যবস্থা বা দাম প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ করে না। এতে করে মনোপলি ক্ষমতার সৃষ্টি হয় এবং দামস্তর বেড়ে যায়।

২. **চোরাচালান ও মজুতদার:** অনেক সময় দেশে চোরাচালান ও মজুত বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যসামগ্রীর অভ্যন্তরীণ যোগান কমে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. **আর্থিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা:** বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশেই আর্থিক ব্যবস্থাপনা দুর্বল। সরকারের আর্থিক খাতের ওপর দুর্বল নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারি ব্যাংকিং খাতের অতি মুনাফা অর্জন ঋণের খরচ বৃদ্ধি করে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৪. **সিন্ডিকেট:** উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের তদারকি ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য তাদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ।

ঘ. অন্যান্য কারণ: উপরে উল্লিখিত কারণ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। যা নিম্নরূপ:

১. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** অনেক সময় অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

২. **যুদ্ধের ব্যয়:** যুদ্ধের সময় সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয় মেটানোর জন্য মুদ্রা ছাপানোসহ ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এতে করে ব্যয় বাড়লেও উৎপাদন বাড়ে না বলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলে দেশি ও বিদেশি উভয় প্রকার বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। ফলে উৎপাদন বাড়ে না বরং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতি একটি কারণে সৃষ্টি না হয়ে বরং একাধিক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণের সম্মিলিত প্রয়াসেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে কী ঘটে? *[ঢাবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*
২. মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ কী? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৩. ব্যাংকের সুলভ ও উদার ঋণনীতির ফলে দেশের অর্থনীতিতে কী ঘটে?
৪. কোন ধরনের করের হার বৃদ্ধি করলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়?
৫. মুদ্রাস্ফীতির একটি বড় কারণ কী? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১৯-২০]*
৬. উৎপাদন, যোগান ও আয় অপরিবর্তিত থাকলেও কোন কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে?

▶ উত্তরের জন্য ৩২৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহের তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ ৭ মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

৭.১৩ মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব (Effects of Inflation)

অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি অত্যন্ত অপ্রিয় একটি বিষয়। মূলত তিনটি কারণে মুদ্রাস্ফীতি হয়– তা হলো চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি, খরচজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং কাঠামোগত মুদ্রাস্ফীতি। যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ অন্যান্য দেশের নমুনা জরিপ থেকে দেখা যায় যে, জনগণের সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো মুদ্রাস্ফীতি। কেননা মুদ্রাস্ফীতি তাদের জীবনযাত্রার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ কারণেই আমেরিকান বেশিরভাগ পার্লামেন্টারিয়ান বলেন, মুদ্রাস্ফীতি হলো এক নম্বর শত্রু (Inflation is number one enemy)। যে কারণেই মুদ্রাস্ফীতি হোক না কেন তার ফলাফল একই। মুদ্রাস্ফীতি যদি 'Creeping Inflation' এর পর্যায়ে থাকে তাহলে তা বেকারত্ব দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুফলদায়ক। কিন্তু 'Creeping Inflation' পর্যায় ছেড়ে গেলে অর্থনীতির জন্য তা ক্ষতিকারক। মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে খারাপ দিক হলো মুদ্রাস্ফীতির ফলে সৃষ্ট- ১. সুদের হার প্রভাব, ২. পিগু প্রভাব, ৩. আয় বণ্টন প্রভাব, ৪. কর ও হস্তান্তর পাওনা প্রভাব এবং ৫. বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভাব। তবে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো—

ক. **সম্পদ এবং আয় বণ্টনে প্রভাব:** মুদ্রাস্ফীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো এটি আয়কে পুনর্বণ্টন করে এবং এক শ্রেণির কাছ থেকে অন্যশ্রেণির কাছে সম্পদকে পুনর্বিন্যাস করে। মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত নির্দিষ্ট আয় অর্জনকারী শ্রেণিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী এবং পরিবর্তনশীল আয় অর্জনকারীকে লাভবান করে। আমরা এখন আলোচনা করবো মুদ্রাস্ফীতি আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন করে কীভাবে একশ্রেণির লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং অন্যশ্রেণির লোকদেরকে লাভবান করে।

১. মুদ্রাস্ফীতির কারণে স্থির আয়ের জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. ব্যবসায়ী শ্রেণি মুদ্রাস্ফীতির কারণে লাভবান হয়। এ কারণে গরিবের কাছ থেকে ধনী শ্রেণির হাতে সম্পদ চলে যায়।

৩. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঋণগ্রহীতা লাভবান হয়। কারণ ঋণ ফেরত দেওয়ার সময় তার প্রকৃত মূল্য কমে যায়।

৪. করদাতা মুদ্রাস্ফীতির কারণে লাভবান হয়। কারণ করভার হ্রাস পায়।

৫. পেনশন ভোগী মুদ্রাস্ফীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের পেনশনের প্রকৃত মূল্য কমে যায়।

৬. স্থির আয় অর্জনকারী সম্পদ, যেমন: নগদ অর্থ, সঞ্চয় আমানত, স্থায়ী আমানত, বন্ড, ডিবেঞ্চার এর মালিকগণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ নির্দিষ্ট আয় অর্জনকারী সম্পদ, যেমন— বন্ড, স্থায়ী আমানত প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত আয়ের প্রকৃত মূল্য কমে যায়।

খ. **উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব:** উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব নিয়ে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব কেমন হবে তা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির ধরনের ওপর। অর্থাৎ এটি নির্ভর করে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি না ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি তার ওপর।

১. অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, অপূর্ণ নিয়োগের পূর্বে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিরাজ করলে মুদ্রাস্ফীতি ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ায়। ফলে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে ফলে কর্মসংস্থান বেড়ে যায়। এ কারণে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখান যে, "There exists trade off between output and inflation or between employment and inflation"। কিন্তু অর্থনীতিতে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সামগ্রিক যোগান রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়। ফলে উৎপাদন কমে যায়। যেমন— ১৯৭০ এর দশক এবং ১৯৭৯-৮০ সালে OPEC কর্তৃক জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল এবং বেকারত্বও বেড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থাকে Stagflation বলে।

২. লম্ফমান মুদ্রাস্ফীতির (galloping inflation) ক্ষেত্রে দামস্তর এত দ্রুত বাড়ে যে, উৎপাদন করে যে মুনাফা পাওয়া যায় তার চেয়ে মজুত বৃদ্ধি করে বেশি মুনাফা পাওয়া যায়। ফলে অনুৎপাদনশীল ব্যবসায় মূলধন খাটানো হয়।

৩. মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি হলে শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি তোলে এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে ধর্মঘট, লকআউট ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়।

৪. মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে সঞ্চয় কমে যায়। ফলে বিনিয়োগ কমে যায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৫. মুদ্রাস্ফীতির কারণে যেকোনো ধরনের ব্যবসায় বিনিয়োগে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হয়।

গ. **দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব:** অনেক অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখান যে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে creeping অথবা mild inflation ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আর এ যুক্তির সমর্থনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পোন্নত দেশসমূহের মুদ্রাস্ফীতির হার এবং এর প্রবৃদ্ধিকে তুলে ধরেন। তাদের মতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি ছিল মুদ্রাস্ফীতি। ফলে উৎপাদনকারীরা উচ্চ মুনাফা অর্জন (high profit margin) করে। তাই জাতীয় আয়ের মুনাফার পরিমাণ বেশি হওয়ায় উচ্চ আয় শ্রেণিভুক্ত জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা গরিব শ্রেণির লোকদের তুলনায় বেশি হওয়া বিনিয়োগ বাড়ে এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্তমানে এটা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে মূলধন গঠনে মুদ্রাস্ফীতি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এর কারণ অনেক তবে নিম্নোক্তগুলো গুরুত্বপূর্ণ—

১. অধিক হারে মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। ফলে জনগণ অধিক খরচে উৎসাহী হয়ে পড়ে। তাদের ভোগ ব্যয় বেড়ে যায় এবং সঞ্চয় কমে যায়। এছাড়াও অধিক হারে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয়ের প্রকৃত মূল্য কমে যায় এবং জনগণ সঞ্চয়ে অনুৎসাহী হয়ে পড়ে। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতি শুধু সঞ্চয়ের স্পৃহাই কমায় না, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও (ability to save) কমায়।

২. মুদ্রাস্ফীতি স্বর্ণ, জুয়েলারি, রিয়েল এস্টেট, নতুন বাড়ি তৈরি প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে উৎসাহী করে। এ ধরনের অনুৎপাদনশীল সম্পদ অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় না।

৩. মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে বড় অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল হলো এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গরিব মানুষের জীবনযাত্রার মানকে আরও নিচে নামিয়ে দেয়। এ কারণে প্রায়শই বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি হলো এক নম্বর শত্রু। মুদ্রাস্ফীতির কারণে গরিব জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা (basic need) পূরণ করতে পারে না বলে নিম্নতম জীবন নির্বাহী স্তরও বজায় রাখতে পারে না।

ঘ. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর প্রভাব:** মুদ্রাস্ফীতি লেনদেনের ভারসাম্যে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন—

১. মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশীয় পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়ে। ফলে রপ্তানি হ্রাস পায়।
২. দেশীয় ক্রেতারা স্বদেশি পণ্যের তুলনায় আমদানিকৃত দ্রব্য সস্তায় পায়। ফলে আমদানি বাড়ে।
৩. দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পায় এবং
৪. লেনদেনে ঘাটতি দেখা দেয়।

সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতির বহুমুখী প্রভাব বিদ্যমান। এগুলো কিছু উপকারী এবং কিছু অপকারী। তবে একথা সত্য যে, মুদ্রাস্ফীতি সঠিকভাবে প্রত্যাশিত হলে এর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব নস্যাৎ হয়ে যায়। তথাপিও মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিকর প্রভাবের পাল্লাই ভারী।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা কে লাভবান হয়? *[ঢা. বো. ২০২৩]*
২. মুদ্রাস্ফীতির সময় স্থির আয়ের জনগণের সঞ্চয়ের উপর কী প্রভাব পড়ে? *[সি. বো. ২০১৭]*
৩. অপূর্ণ নিয়োগের পূর্বে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কী ধরনের প্রভাব পড়ে?
৪. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভোগ ব্যয় উপর কী প্রভাব পড়ে?
৫. রপ্তানি বাণিজ্যে মুদ্রাস্ফীতি কী প্রভাব ফেলে?
৬. আমদানি বাণিজ্যে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে কী ঘটে?

▶ উত্তরের জন্য ৩২৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্পদ ও আয় বণ্টনে মুদ্রাস্ফীতির পাঁচটি প্রভাব উল্লেখ করো।

পাঠ ৮ ও ৯

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ; বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

৭.১৪ বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ (Causes of Inflation in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো মুদ্রাস্ফীতি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত গড় মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৭৪ শতাংশ। বর্তমানেও মুদ্রাস্ফীতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো আলোচনা করা হলো—

১. **অর্থের যোগান বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। ব্যাপক মুদ্রা (M_2) স্থিতি জুন: ২০২৩ শেষে ১৮,৮৭,১৬৮.১০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। যা জুন ২০২২ শেষে ১৭,০৮,১২২.২০ কোটি টাকা ছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৮৭% বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,১৯,৮০৫.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার (M_1) উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা) ০.০৪ শতাংশ ও তলবি আমানত ৬.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[৩]

২. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সব পণ্য ও সেবার চাহিদা বাড়লেও এগুলোর উৎপাদন তেমন বাড়েনি। ফলে অতিরিক্ত চাহিদার কারণে মূল্যস্তর বাড়ছে।

৩. **সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি:** বর্ধিত জনসংখ্যার কারণে সরকার অনেক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এজন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হলেও সে অনুপাতে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি হয়।

৪. **উদার ঋণনীতি:** বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির আরও একটি কারণ হলো ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি। সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ঋণদান কর্মসূচি সম্প্রসারণের ফলেও মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে।

৫. **উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি:** উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিও মুদ্রাস্ফীতির কারণ। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, শিল্পের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট বেড়েছে। এর ফলে দামস্তরও বেড়েছে।

৬. **আমদানি নিয়ন্ত্রণ:** আমদানি নিয়ন্ত্রণও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। দেশীয় শিল্প রক্ষা এবং বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতার কারণে বিশেষ বিশেষ পণ্য আমদানির ওপর উচ্চ হারে শুল্ক ও কর ধার্য করা হয়েছে।

৭. **অতিরিক্ত পরোক্ষ কর:** বাংলাদেশে আয়কর প্রদান করে এমন ব্যক্তির সংখ্যা অনেক কম। এজন্য সরকারের রাজস্বের প্রধান উৎস হলো পরোক্ষ কর। কিন্তু এ ধরনের কর মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

অর্থসংক্রান্ত ধারণা M_1 ও M_2 কী?

একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণের হাতে যে পরিমাণ কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রা থাকে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোয় যত চাহিদা/তলবি আমানত (demand deposit) থাকে তাদের সমষ্টিকে M_1 বলে। আর ব্যাপক মুদ্রা (M_2) হচ্ছে সংকীর্ণ মুদ্রা (M_1) এবং ব্যাংকের সব সঞ্চয়ী ও মেয়াদি আমানতের সমষ্টি।

৮. **অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অনুন্নয়ন ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

৯. **রপ্তানি বৃদ্ধি:** সাম্প্রতিক সময়ে এদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে।

১০. **টাকার অবমূল্যায়ন:** টাকার অবমূল্যায়নও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। কেননা টাকার অবমূল্যায়ন হলে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যায়। যেহেতু বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্প পণ্যই আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল সেহেতু মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির সব উপাদানই উপস্থিত এবং সক্রিয়। ফলে বাংলাদেশ মুদ্রাস্ফীতির করালগ্রাসে নিপতিত।

---

[৩] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪, পৃষ্ঠা-৫২

৭.১৫ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব (Effects of Inflation on the Economy of Bangladesh)

অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি অত্যন্ত অপ্রিয় বিষয়। কেননা মুদ্রাস্ফীতি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মুদ্রাস্ফীতির হার স্বল্পমাত্রার (creeping inflation) হলে তা বেকারত্ব দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির হার স্বল্পমাত্রার চেয়ে বেশি হলে তা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক।

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি অতীতেও ছিল বর্তমানেও তা বিদ্যমান। ২০১০-১১ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১০.৯১ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৯.০২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি (৯.৭৪%) আগের অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ এলাকায় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯.৪৮ শতাংশ। এছাড়া শহর এলাকায় মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯.৮৮%। [তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)]

বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়ছে। তবে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, অর্থ বণ্টন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে-এর প্রভাব বেশি। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো—

ক. **উৎপাদনের ওপর প্রভাব:** উৎপাদনের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। উৎপাদনে এর প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থা:** বাংলাদেশে অপূর্ণ নিয়োগ বিরাজমান। এজন্য এ অবস্থায় স্বল্পমাত্রার মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনকারীদের মুনাফা বাড়ায়। ফলে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

২. **অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ:** বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার স্বল্পমাত্রার নয়। এদেশে উচ্চমাত্রার মুদ্রাস্ফীতি (running inflation) বিদ্যমান। ফলে উৎপাদন করে যে মুনাফা পাওয়া যায় তার চেয়ে মজুত বৃদ্ধি করে বেশি মুনাফা পাওয়া যায়। এতে করে অনুৎপাদন ব্যবসায়ে মূলধন খাটানো হয় এবং উৎপাদন বাড়ে না।

৩. **উৎপাদন ব্যাহত:** বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার খুবই বেশি। ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এজন্য অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় কমে যাওয়ায় বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে এবং উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতির ফলে শ্রমিকরা বেশি মজুরি দাবি করায় মালিক-শ্রমিক বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে ধর্মঘট, লক-আউট ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

৪. **কৃষি ক্ষেত্রে:** ২০১০-১১ অর্থবছরে খাদ্যে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১৪.১১% এবং খাদ্য বহির্ভূত খাতে ৬.২১ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্য-বহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৯.৩৯%। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০.২২% এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯.৩৪%। [তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)] কিন্তু সব সময়ে খাদ্য খাতে মুদ্রাস্ফীতি বেশি থাকায় কৃষি উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

৫. **শিল্প ক্ষেত্রে:** বাংলাদেশে শিল্প পণ্যের দাম এখনও তুলনামূলকভাবে বেশি এবং শিল্প পণ্যের মুদ্রাস্ফীতি স্থায়ী। ফলে দেশের ধনী শিল্পপতিরা মুনাফা বৃদ্ধির মাধ্যমে আরো লাভবান হয়।

৬. **সেবা ক্ষেত্রে:** সেবা উৎপাদনের ওপর মুদ্রাস্ফীতির অনুকূল প্রভাব ফেলেছে। তাই পরিবহন, যোগাযোগ, চিকিৎসা, নার্সিং, শিক্ষা প্রভৃতি সেবার পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ. **কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব:** কর্মসংস্থানের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়ই। এগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থায়:** বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে বেকারত্ব বিদ্যমান। এ অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনকারীদের মুনাফা বাড়ায়। এজন্য উৎপাদনকারীরা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং কর্মসংস্থান বাড়ে।

২. **কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব:** বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার অত্যন্ত বেশি। ফলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় কমে যাওয়ায় বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে। এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৩. **অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে দেশ-রক্ষা, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, খেলাধুলা, স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যাপক পরিমাণ ব্যয় বেড়েছে। এটাও মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করেছে।

৪. **রপ্তানি বৃদ্ধি:** বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ এমন কিছু পণ্য রপ্তানি করে যেগুলো অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতেও যথেষ্ট নয়। এজন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে যোগান কমে যাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে।

গ. **সম্পদ ও আয় বণ্টনের ওপর প্রভাব:** মুদ্রাস্ফীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো এটি আয়কে পূর্ণ বণ্টন করে এবং এক শ্রেণির কাছ থেকে সম্পদকে অন্য শ্রেণির কাছে পূর্ণ বিন্যাস করে। বাংলাদেশে সম্পদ ও আয়ের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **সীমিত আয়ের লোক:** মুদ্রাস্ফীতির কারণে স্থির আয়ের লোকজন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দামস্তর বাড়লে একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা তারা পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

২. **শ্রমিক শ্রেণি:** দামস্তর বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়লেও তাদের মজুরি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না।

৩. **কৃষিজীবী শ্রেণি:** দামস্তর বৃদ্ধি পেলে ধনী কৃষিজীবী সম্প্রদায় লাভবান হয়। কারণ উৎপাদন ব্যয় অপরিবর্তিত থাকলেও যদি কৃষিজাত পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় তখন তারা লাভবান হয়।

৪. **ক্রেতা ও ভোগকারী:** দামস্তর বাড়লে ক্রেতা ও ভোগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা পূর্বের তুলনায় সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে।

৫. **উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী শ্রেণি:** দামস্তর বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী শ্রেণি লাভবান হয়। কারণ দামস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন খরচ বাড়ে না। ফলে উৎপাদনকারীও ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

৬. **ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা:** মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঋণগ্রহীতা লাভবান হয়। কেননা ঋণ ফেরত দেওয়ার সময় ঋণের প্রকৃত মূল্য কমে যায়।

৭. **করদাতা:** করদাতা মুদ্রাস্ফীতির কারণে লাভবান হয়, কারণ করভার হ্রাস পায়।

৮. **পেনশন ভোগী:** পেনশন ভোগীরা মুদ্রাস্ফীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের পেনশনের প্রকৃত মূল্য কমে যায়।

৯. **মজুতদারি ও চোরাকারবার:** প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুত কিংবা চোরাচালান করে আসছে। এর ফলে দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে।

১০. **বৈদেশিক বাণিজ্য:** মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পায় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানির পরিমাণও হ্রাস পায়। কিন্তু আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমাগতভাবে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ. **সামাজিক প্রভাব:** মুদ্রাস্ফীতি সামাজিক শ্রেণি বিভাজনের সৃষ্টি করে। ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে আয়বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ধনী আরও ধনী হচ্ছে গরিব হতদরিদ্রে পরিণত হচ্ছে। তখন সমাজে ধনবৈষম্য হেতু ধনী-দরিদ্র বিরোধ ও অসন্তোষ বিরাজ করে। কলকারখানায় শ্রমিক-মালিক বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। এর ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বেকারত্বের পরিমাণ ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড (ঘুষ, প্রতারণা ইত্যাদি) বৃদ্ধি পাবে। সার্বিকভাবে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে সমাজজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে।

ঙ. **রাজনৈতিক প্রভাব:** মুদ্রাস্ফীতির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। সরকারি দলের বিপক্ষে দ্রব্যমূল্য ইস্যুতে আন্দোলন, ধর্মঘট, অনশন সৃষ্টি হতে পারে। ফলে সুশাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং জনজীবনে হতাশা ও অসন্তোষ বিরাজ করতে পারে।

সুতরাং, বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির বহুমুখী প্রভাব বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে কিছু উপকারী এবং কিছু অপকারী। তবে বাংলাদেশে এর নেতিবাচক প্রভাবই বেশি। এজন্য মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে বাংলাদেশে সম্পদের বণ্টন আরো অসম হচ্ছে এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুদ্রাস্ফীতির একটি নেতিবাচক প্রভাব লেখো। */গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা খ ইউনিট ২০২২-২৩/*

২. মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের জনগণের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে? */ব. বো. ২০১৭/*

৩. মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মূল্য বা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কী হয়? */চ. বো. ২০১৬/*

৪. মৃদু মুদ্রাস্ফীতির ফলে কে লাভবান হয়?

৫. মুদ্রাস্ফীতির ফলে উদ্যোক্তার প্রত্যাশা কী হয়?

৬. মুদ্রাস্ফীতির ফলে পেনশনের প্রকৃত মূল্য কী হয়?

৭. মুদ্রা সরবরাহ বাড়ালে কী হয়? */ঢাবি গ ইউনিট ২০২৪-২৫/*

▶ উত্তরের জন্য ৩২৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী পাঁচটি উপাদানের নাম লেখো।

পাঠ ১০ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়

৭.১৬ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় (Ways to Control of Inflation)

একটি দেশের জন্য মৃদু মুদ্রাস্ফীতি মঙ্গলজনক হলেও বেশি মাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি হয়ে পড়ে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় মূলত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ পদ্ধতিগুলো হলো— (ক) আর্থিক পদ্ধতি (খ) রাজস্ব পদ্ধতি এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

ক. আর্থিক পদ্ধতি (Monetary System): মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো আর্থিক পদ্ধতি। নিচে আর্থিক পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলো—

১. **ব্যাংক হার বৃদ্ধি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

২. **নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নগদ জমার পরিমাণ বাড়ালে তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ হবে।

৩. **ঋণপত্র বিক্রয়:** সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য জনসাধারণের নিকট খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রি করে। যার ফলে জনগণের হাতে তার নগদ অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

৪. **নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া বন্ধ করার মাধ্যমে অর্থের যোগান কমানো হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

খ. রাজস্ব পদ্ধতি (Fiscal System): মুদ্রাস্ফীতি রোধের হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন রাজস্ব নীতি অনুসরণ করা যায়। রাজস্ব নীতিতে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার করা হয়।

১. **সরকারি ব্যয় হ্রাস:** মুদ্রাস্ফীতির একটি অন্যতম কারণ হলো সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়। সরকার সুষম বা উদ্বৃত্ত বাজেটের মাধ্যমে ব্যয় হ্রাস করতে পারে।

২. **করের পরিমাণ বৃদ্ধি:** সরকার জনসাধারণের উপর আরোপিত করের পরিমাণ বাড়িয়ে নতুন নতুন করারোপ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারে।

৩. **সরকারি ঋণ:** সরকার বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে জনগণের বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।

৪. **সঞ্চয় বৃদ্ধি:** সঞ্চয়ের বিপরীতে দেয় সুদের হার বৃদ্ধি এবং ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ানোর মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়।

গ. প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ (Direct Control): আর্থিক ও রাজস্ব পদ্ধতি ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য সরকার নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করে থাকে।

১. **দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং:** মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার দ্রব্য মূল্যের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয় এবং ভোগ্যপণ্য সরবরাহ ও রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে থাকে।

২. **মুজরি নিয়ন্ত্রণ:** মুদ্রাস্ফীতির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো মজুরি বৃদ্ধি। তাই সরকার মজুরি নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারে।

৩. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** দেশে উৎপাদন কম হলে চাহিদার তুলনায় যোগান কম হয় বলে দ্রব্যাদির দাম বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪. **ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ:** ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫. **আমদানি বৃদ্ধি:** চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান কম হলে সরকার আমদানি বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারে।

সুতরাং, এসব পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে একটি দেশের মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়। তবে এককভাবে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সব পদ্ধতিগুলোই একত্রে ব্যবহার করতে হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে? *[চবি ডি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. ব্যাংক হার হ্রাস পেলে বাজারে অর্থ সরবরাহ কী হয়? *[রাবি বি ইউনিট ২০২৩-২৪]*

৩. বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কয়টি নীতির মাধ্যমে পদক্ষেপ নেওয়া যায়?

৪. ব্যাংক হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে কোন ব্যাংক?

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে কোন ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়?

৬. সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য জনসাধারণের নিকট খোলাবাজারে কী বিক্রি করে?

৭. সরকারি ব্যয় হ্রাস, করের পরিমাণ বৃদ্ধি, সরকারি ঋণ মুদ্রাস্ফীতি রোধের কোন ধরনের নীতি অনুসরণ করে?

৮. মুজরি নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানি বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি রোধের কোন ধরনের নীতি অনুসরণ করে?

৯. মুদ্রানীতির প্রধান উদ্দেশ্য কী? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

▶ উত্তরের জন্য ৩২৫ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো ছক আকারে উপস্থাপন করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১:	১. মুদ্রাস্ফীতি; ২. ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস; ৩. অধ্যাপক কুলবর্ন।
পাঠ-২ ও ৩:	১. মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ; ২. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি; ৩. ভোক্তার আয় বৃদ্ধি; ৪. গতি; ৫. চাহিদাজনিত; ৬. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি।
পাঠ-৪:	১. Consumer Price Index; ২. ৫%; ৩. ভোক্তার দামসূচক; ৪. ২০%; ৫. ভিত্তি বছর হলো একটি সুনির্দিষ্ট অর্থবছর; ৬. পয়েন্ট টু পয়েন্ট।
পাঠ-৫:	১. ৩টি; ২. ১৮৯০; ৩. GNP ডিফ্লেটর; ৪. পাইকারি মূল্যসূচক।
পাঠ-৬:	১. দামস্তর বৃদ্ধি পায়; ২. চাহিদার বৃদ্ধি; ৩. অর্থের যোগান বৃদ্ধি; ৪. পরোক্ষ কর; ৫. মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি; ৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
পাঠ-৭:	১. করদাতা; ২. ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ৩. ইতিবাচক; ৪. বেড়ে যায়; ৫. রপ্তানি কমে; ৬. আমদানি বাড়ে।
পাঠ-৮ ও ৯:	১. প্রকৃত আয় হ্রাস; ২. ক্ষতিগ্রস্ত হবে; ৩. হ্রাস পায়; ৪. উৎপাদনকারী; ৫. বাড়ে; ৬. কমে যায়; ৭. মূল্যস্ফীতি বাড়ে।
পাঠ-১০:	১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক; ২. বৃদ্ধি পায়; ৩. ৩টি; ৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক; ৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক; ৬. ঋণপত্র; ৭. রাজস্বনীতি; ৮. প্রত্যক্ষনীতি; ৯. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও মুদ্রা স্থিতিশীল করা।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

মুদ্রাস্ফীতি	দ্রব্যসেবার যোগান স্থির অবস্থায়, দ্রব্যসামগ্রীর দামের দ্রুত ও ক্রমাগত বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। সাধারণত দেশে যখন অর্থের যোগান বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, সে তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে দেশের সার্বিক দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এভাবে দামস্তর বৃদ্ধিকেই অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বলে।
দামস্তর	দামস্তর বলতে সাধারণত দ্রব্যমূল্যকে বোঝায়। কোনো দ্রব্য বা সেবা পেতে হলে এর মূল্য যে পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিশোধ করা হয় মূলত তাই দামস্তর। দামস্তর কমলে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে আবার দামস্তর বাড়লে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা কমে।
মুদ্রাস্ফীতির হার	কোনো নির্দিষ্ট বছরের প্রেক্ষিতে হিসাবি বছরের দ্রব্যমূল্যের শতকরা পরিবর্তনের হারকে মুদ্রাস্ফীতির হার বলে। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির হার $= \frac{\text{চলতি বছরের দামস্তর} - \text{গত বছরের দামস্তর}}{\text{গত বছরের দামস্তর}} \times ১০০\%$
চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি	বিভিন্ন কারণে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান স্থির থেকে ভোক্তাদের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যমূল্যের এরূপ ক্রমবৃদ্ধিকেই চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। যেমন: অর্থের যোগান বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, কর হ্রাস, ভর্তুকি প্রদান, উদার ঋণনীতি, রপ্তানি বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য।
ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি	বিভিন্ন কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির মাধ্যমে দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। উপকরণের দাম বৃদ্ধি, কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এরূপ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়।
ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি	যুদ্ধ, বন্যা, মহামারি, উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সরকার যদি অধিক টাকা না পায় বা সরকারের বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য অধিক মুদ্রা বাজারে চালু করে তাহলে দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।
সূচক সংখ্যা	কোনো নির্দিষ্ট বছরের (ভিত্তিবছর) তুলনায় বিবেচ্য বছরে (হিসাবি বছর) কোনো দেশের অর্থনীতিতে গড় দামস্তরের ওঠানামা তথা অর্থের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করার নিমিত্তে যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাকে সূচক সংখ্যা বলে।
উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি	উল্লম্ফনের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে লাফ দিয়ে অতিক্রম করা। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে দামস্তরের আকাশমুখী বৃদ্ধির হারকে উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি বলে। এ অবস্থায় দামস্তর অতি উচ্চমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং অর্থমূল্য হ্রাস পায়।
উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি	জনগণের বর্ধিত ব্যয় যখন সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, এ অবস্থাকে মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি বা Open Inflation বলা হয়।
মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ	মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো উল্লেখযোগ্য- i. ভোক্তার দামসূচক $(CPI) = \frac{\Sigma p_n q_o}{\Sigma p_o q_o} \times 100\%$ ii. উৎপাদকের দাম সূচক (PPI): ল্যাসপিয়ারের দাম সূচক সংখ্যা $(PPI)_L = \frac{\Sigma p_n q_o}{\Sigma p_o q_o} \times 100\%$ প্যাশের দামসূচক সংখ্যা $(PPI)_p = \frac{\Sigma p_n q_n}{\Sigma p_o q_n} \times 100\%$ এখানে, $p_o =$ ভিত্তি বছরের দাম, $q_o =$ ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ। $p_n =$ চলতি বছরের দাম, $q_n =$ চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ।
ভোক্তার দাম সূচক	ভোক্তাদের ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার দাম সূচক (CPI) বলে।
উৎপাদনের অবমূল্যায়ক	জাতীয় উৎপাদনের অবমূল্যায়ক মুদ্রাস্ফীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক। কোনো দেশের আর্থিক GNP ও প্রকৃত GNP-এর অনুপাতকে জাতীয় উৎপাদনের অবমূল্যায়ক বলা হয়।
মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব	মৃদু মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর অনুকূল প্রভাব ফেলে। উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খুবই বিপজ্জনক। এমতাবস্থায় স্বল্প আয়ের মানুষ, দরিদ্র কৃষক, ঋণদাতা এমনকি উৎপাদকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ	মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি এবং সরকারের অর্থমন্ত্রণালয় সংকোচনমূলক রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে। এছাড়া দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি, আমদানি হ্রাস, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি, পণ্য সেবার অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ মুদ্রাস্ফীতির ধারণা ও প্রকারভেদ

প্রশ্ন-১. Galloping inflation কী?

উত্তর: দ্রব্যমূল্য যখন খুব দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে তখন তাকে Galloping inflation বলে।

প্রশ্ন-২. পয়েন্ট টু পয়েন্ট পদ্ধতি কী?

উত্তর: অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির হিসাব বের করার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর (সাধারণত তিন মাস) হিসাব করার পদ্ধতিকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন-৩. মুদ্রাস্ফীতি কী? *[ম. বো., চ. বো., সি. বো. ২৫: ঢা. বো. ২৩, ১৯; রা. বো. ২৩, ১৭; দি. বো. ১৯. ১৬: কু. বো. ১৯. ১৬: দি. বো. ১৭; চ. বো., ব. বো. ১৬; আলিম ২৩, ১৮]*

উত্তর: যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

প্রশ্ন-৪. মুদ্রাসংকোচন কী? *[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২৫]*

উত্তর: যখন দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা অর্থের যোগান কম হয়, এর ফলে দামস্তর ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে, তখন তাকে মুদ্রাসংকোচন বলে।

■ মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ

প্রশ্ন-৫. CPI এর পূর্ণরূপ লিখ।

[সি. বো. ২৩; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো. ২২: ব. বো., রা. বো. ১৯]

উত্তর: Consumer Price Index (CPI).

প্রশ্ন-৬. ভোক্তার দাম সূচক কী?

[ম. বো., কু. বো. ২৫, ২২: য. বো. ১৭]

উত্তর: ভোক্তার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দাম সূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে CPI বা ভোক্তার দাম সূচক বলে।

প্রশ্ন-৭. মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ কাকে বলে?

উত্তর: পূর্ববর্তী যে কোনো বছরের তুলনায় চলতি বছরে দামস্তর কী হারে বৃদ্ধি পায় তা নির্ধারণ করাকে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ বলে।

প্রশ্ন-৮. সূচক সংখ্যা কী? *[দি. বো. ২৫, ২৩. ২২: ম. বো. ২৩; কু. বো. ২২. ১৮; ঢা. বো., ম. বো., য. বো. ২২; রা. বো. ১৮, ১৬; চ. বো. ১৮; ব. বো. ১৮. ১৭: ঢা. বো. সি. বো. ১৭: আলিম ২২]*

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের সাথে তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

■ মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও প্রভাব

প্রশ্ন-৯. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? *[সি. বো. ১৬]*

উত্তর: দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উৎপাদন হ্রাস পেলে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায় দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

প্রশ্ন-১০. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? *[য. বো. ২৩]*

উত্তর: সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে দামস্তর যদি বাড়ে তবে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

প্রশ্ন-১১. মুদ্রাস্ফীতির কোন মাত্রা অর্থনীতির জন্য ভালো বলে তুমি মনে করো?

উত্তর: মৃদু মাত্রার মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য ভালো বলে আমি মনে করি।

■ বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও এর প্রতিকারের উপায়

প্রশ্ন-১২. আর্থিক নীতি কী?

উত্তর: দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ (সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক) এর অর্থব্যবস্থা পরিচালনা এবং অর্থ ও ঋণের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিই হলো আর্থিক নীতি।

প্রশ্ন-১৩. ব্যাংক হার কী? *[রা. বো. ২৫; চ. বো. ২৩; ঢা. বো. ১৮. ১৬: দি. বো., য. বো.: সি. বো. ১৮]*

উত্তর: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য যে ন্যূনতম সুদের হার ধার্য করে টাকা ধার দেয় তাকে ব্যাংক হার বলে।

প্রশ্ন-১৪. রাজস্ব নীতি কী?

উত্তর: সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত নীতিই হলো রাজস্ব নীতি।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. অর্থের যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে কি? *[কু. বো. ২৫; দি. বো. ১৯]*

অথবা, **অর্থ সরবরাহ মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ— ব্যাখ্যা করো** *[ঢা. বো., কু. বো. ২২]*

উত্তর: মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি।

বাংলাদেশেও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ অর্থের যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণে বাড়লে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়লে দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। আর অর্থের যোগান বাড়লে মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এভাবেই মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির ওপর প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন-২. ভোক্তার দাম সূচক পদ্ধতি কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ভোক্তার ভোগকৃত দ্রব্যসমূহ থেকে দামস্তর বের করা হলে তা ভোক্তার দাম সূচক পদ্ধতি।

ভোক্তা যেসব দ্রব্য ভোগ করে সেগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কতকগুলো দ্রব্য নিয়ে একটি দ্রব্যগুচ্ছ তৈরি করা হয়। এ দ্রব্যগুচ্ছ ক্রয় করতে পূর্বে তথা ভিত্তি বছরের খুচরা দামে কত ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমানে তথা চলতি বছরের বিদ্যমান দামে কত ব্যয় হবে তা নির্ণয় করা হয়। এর ভিত্তিতে উভয় বছরের দাম সূচক নির্ণয় করে তাদের মধ্যে তুলনা করলে মুদ্রাস্ফীতির হার পাওয়া যায়। এটিই মূলত মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের ভোক্তার দাম সূচক পদ্ধতি।

প্রশ্ন-৩. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে?

উত্তর: সমাজে জনগণের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির একটি অন্যতম কারণ।

দেশে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি হয় তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি বা অন্য কোনো কারণে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন-৪. উৎপাদকের মূল্য সূচক কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: উৎপাদকের মূল্য সূচক মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদক কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত মধ্যবর্তী দ্রব্যের নির্দিষ্ট দ্রব্যগুচ্ছের প্রাথমিক দাম থেকে যে সূচক পরিমাপ করা হয় তা উৎপাদকের মূল্য সূচক। এক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের পরিবর্তে পাইকারি মূল্য বিবেচিত হয়। দ্রব্যের পরিমাণকে এক্ষেত্রে ভার হিসেবে ধরা হয়। এর ভিত্তিতে ভিত্তি বছর ও চলতি বছরের মূল্য সূচক নির্ণয় করে তাদের মধ্যে তুলনা করলে মুদ্রাস্ফীতির হার পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৫. বাংলাদেশে আয় বণ্টনের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকের মধ্যে আয়ের পুনঃবণ্টন ঘটে বলে তাদের কেউ লাভবান ও কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ে বলে উৎপাদনকারী লাভবান হয় ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিক ও নির্দিষ্ট আয়ের লোকের প্রকৃত আয় হ্রাস পায়। তাছাড়া মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণও দাম বৃদ্ধির তুলনায় কম হয়। এজন্য মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিম্ন ও স্থির আয়ের ব্যক্তিবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন-৬. করদাতা ও কর গ্রহীতার ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বর্ণনা করো।

উত্তর: মুদ্রাস্ফীতির ফলে করদাতা লাভবান এবং করগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দামস্তর বৃদ্ধির ফলে একজন ব্যবসায়ী করদাতা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করেই তার কর পরিশোধ করতে পারে। ফলে করদাতা লাভবান হয়। কেননা মুদ্রাস্ফীতির সাথে সাথে সমান হারে কর বৃদ্ধি পায় না। অন্যদিকে, করগ্রহীতা একই পরিমাণ অর্থে পূর্বের চেয়ে কম উপযোগ পেতে পারে বলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন-৭. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণগ্রহীতারা লাভবান হয় এবং ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণদাতা প্রদত্ত ঋণের সমপরিমাণ অর্থ ফেরত পেলেও তা দিয়ে পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। ফলে ঋণদাতা প্রকৃতপক্ষে কম টাকা ফেরত পায়। অন্যদিকে, ঋণগ্রহীতা সমপরিমাণ অর্থ ফেরত দিতে অল্প পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারে। ফলে সে লাভবান হয়।

প্রশ্ন-৮. মুদ্রাস্ফীতি হলে ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়— ব্যাখ্যা করো। */ঢা. বো. ২৫; দি. বো. ২৩; য. বো. ২৩, ১৬/*
অথবা, **ঋণদাতার ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কী?** */সি. বো. ১৯/*

উত্তর: ঋণদাতারা মুদ্রাস্ফীতির সময় লোকসানের সম্মুখীন হয়।

মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণদাতারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুদাসলসহ যে অর্থ পায় তার ক্রয়ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে কম হয়। কারণ মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণদাতা যখন ঋণ দেয় তখন দ্রব্যবাসগ্রীর দাম থাকে তার চেয়ে সুদাসল গ্রহণ করার সময় দাম বেশি থাকে। ফলে অর্থের প্রকৃত পরিমান কম হয়। এ জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

প্রশ্ন-৯. CPI ও PPI-এর মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

উত্তর: উৎপাদকের মূল্য সূচক (PPI) ও ভোক্তার মূল্য সূচক এর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো দ্রব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তুলনা করে।

উৎপাদকের মূল্য সূচক সাধারণত উৎপাদিত কাঁচামাল ও মাধ্যমিক দ্রব্যের ব্যয় পরিমাপ করে। পক্ষান্তরে, ভোক্তার মূল্য সূচক (CPI) কেবল চূড়ান্ত ভোগদ্রব্য বিবেচনা করা হয়। ভোক্তার মূল্য সূচক (CPI) চূড়ান্ত ভোগ্যদ্রব্যের খুচরা দাম বিবেচনা করা হয়। পক্ষান্তরে, উৎপাদকের মূল্য সূচকে পাইকারি দামের ভিত্তিতে ব্যয় হিসাব করা হয়।

প্রশ্ন-১০. সীমিত আয়ের মানুষের ওপর মুদ্রাস্ফীতির কীরূপ প্রভাব পড়ে? */দি. বো. ১৬; আলিম ২২/*

উত্তর: সীমিত আয়ের মানুষের ওপর মুদ্রাস্ফীতির বিরূপ প্রভাব পরে।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন সীমিত আয়ের লোকের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। কারণ তাদের আয়ের সীমা নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্ট আয়ের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়লে তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়। ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় জীবনযাত্রার মান এবং ভোগব্যয় কমে যায়।

প্রশ্ন-১১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়? */ঢা. বো. ১৯/*

উত্তর: অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

সাধারণত কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় তথা সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এতে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি পায় যা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে বিবেচিত। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-১২. 'মুদ্রাস্ফীতি সর্বদা খারাপ নয়'— বুঝিয়ে লেখো। */দি. বো. ২৫; য. বো. ২৩, ২২; আলিম ১৯/*
অথবা, **একটি দেশের জন্য মুদ্রাস্ফীতি কি সবসময় খারাপ? ব্যাখ্যা করো।** */ঢা. বো. ২৫/*

উত্তর: মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়, মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

প্রশ্ন-১৩. পরোক্ষ কর মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত করে— ব্যাখ্যা করো। */রা. বো., ব. বো. ১৯/*

উত্তর: সরকার ব্যাপক হারে দ্রব্যসামগ্রীর ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করলে মূল্যস্তর বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধির জন্য পরোক্ষ কর নানাভাবে প্রভাবিত করে। কোনো দ্রব্যের ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করা হলে তা দ্রব্যের দামের সাথ যুক্ত হয়। এ বর্ধিত পরোক্ষ কর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দ্রব্যাদির দাম বাড়ায়। এভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর কর আরোপ করা হলে সামগ্রীক দামস্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলা যায়, পরোক্ষ কর মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন-১৪. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। */ম. বো. ২৫, ২২; আলিম ১৮/*
অথবা, **অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে কি? ব্যাখ্যা করো।** */দি. বো., য. বো. ১৭; কু. বো., চ. বো. ১৯/*

উত্তর: অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

দেশে বিভিন্ন অনুন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রায়ই তার আয়ের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয় করে ফেলে। এ অত্যধিক ব্যয় মেটাতে গিয়ে স্বল্প সময়েই সরকারকে অতিরিক্ত নোট ছাপাতে হয় কিংবা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য?
ক. দামস্তর হ্রাস খ. যোগান বৃদ্ধি
গ. ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ঘ. চাহিদা হ্রাস

২. অর্থের পরিমাণ বাড়লে মুদ্রাস্ফীতির কী পরিবর্তন হয়?
ক. শূন্য হয় খ. বাড়ে
গ. নিয়ন্ত্রণে থাকে ঘ. কোনো পরিবর্তন হয় না

৩. Too much money choses too few goods– উক্তিটি কার?
ক. ক্রাউথার খ. অধ্যাপক পিগু
গ. অধ্যাপক কেইন্স ঘ. কুলবর্ন

৪. মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কী হয়?
ক. বৃদ্ধি পায় খ. হ্রাস পায়
গ. স্থির থাকে ঘ. ক্রমে বৃদ্ধি পায়

৫. কোন কর মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়ক?
ক. আয়কর খ. মূল্য সংযোজন কর
গ. মুনাফা কর ঘ. বিক্রয় কর

৬. $\frac{P_1 - P_0}{P_0} \times$ ১০০ সূত্রটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক. মুদ্রাস্ফীতি খ. জনসংখ্যার ঘনত্ব
গ. কাম্য জনসংখ্যা ঘ. উৎপাদকের মূল্যসূচক

৭. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে আয় বৈষম্য কীরূপ হয়?
ক. ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় খ. হ্রাস পায়
গ. থাকে না ঘ. স্থির থাকে

৮. মুদ্রাস্ফীতির বহুল প্রচলিত পরিমাপ পদ্ধতির নাম কী?
ক. ভোক্তার দাম সূচক
খ. উৎপাদকের দাম সূচক
গ. উৎপাদনের মূল্যায়ন সূচক
ঘ. অবমূল্যায়ন সূচক

৯. মূল্যস্তর ক্রমাগত হ্রাসের প্রবণতাকে কী বলে?
ক. মুদ্রাসংকোচন খ. মুদ্রাস্ফীতি
গ. বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি ঘ. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি

১০. অর্থের যোগান বাড়লে মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কীরূপ হয়?
ক. বাড়ে খ. কমে
গ. স্থির থাকে ঘ. অনড় থাকে

১১. মুদ্রাস্ফীতির সময় কারা লাভবান হয়?
ক. নির্দিষ্ট আয়ের লোক
খ. শ্রমিক শ্রেণি
গ. ব্যবসায়ী ও শেয়ার বিনিয়োগকারী
ঘ. ঋণদাতা শ্রেণি

১২. সরকারি ব্যয় বাড়লে মুদ্রাস্ফীতির ওপর কী প্রভাব পড়ে?
ক. মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়
খ. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়
গ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ থাকে
ঘ. মুদ্রাস্ফীতির ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না

১৩. অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির ওপর কী প্রভাব সৃষ্টি করে?
ক. মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমায়
খ. মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়ায়
গ. দামস্তর স্থিতিশীল রাখে
ঘ. কোনো প্রভাব ফেলে না

১৪. সরকার খোলাবাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণপত্র বিক্রি করলে অর্থনীতিতে কী হয়?
ক. অর্থের যোগান বাড়ে
খ. অর্থের যোগান একই থাকে
গ. অর্থের যোগান কমে
ঘ. যোগান দ্বিগুণ হয়

১৫. ভোক্তার দাম সূচকে বিবেচনা করা হয় কোনটিতে?
ক. পাইকারি দাম খ. খুচরা দাম
গ. উৎপাদন দাম ঘ. সংযোজিত দাম

১৬. উৎপাদনের উপকরণ বৃদ্ধির কারণে দাম বৃদ্ধি পেলে তাকে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়?
ক. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত খ. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত
গ. মজুরি বৃদ্ধিজনিত ঘ. আয় বৃদ্ধিজনিত

১৭. ব্যাংক হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ. শিল্প ব্যাংক
গ. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

১৮. গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি কত প্রকার?
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৯. সাধারণত মুদ্রাস্ফীতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়—
i. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত
ii. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
iii. ঘাটতি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. মুদ্রাস্ফীতির জন্য যেসব কারণ দায়ী—
i. প্রত্যক্ষ কর
ii. অর্থের যোগান বৃদ্ধি
iii. মজুদদার ও চোরাকারবারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১. মুদ্রা সংকোচনের ফলে—
i. আয় হ্রাস পায়
ii. উৎপাদন হ্রাস পায়
iii. বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২২. মুদ্রাস্ফীতিকে পরিমাপ করা যায়—
i. ভোক্তা মূল্য সূচক সংখ্যা দ্বারা
ii. উৎপাদকের মূল্য সূচক সংখ্যা দ্বারা
iii. GNP অব্যক্ত দাম ডিফ্লেটর দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৩. মুদ্রাস্ফীতির সময় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা হলো—
i. নির্দিষ্ট আয়ের লোক
ii. শ্রমিক শ্রেণি
iii. ব্যবসায়ী শ্রেণি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৪. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় হলো—
i. উৎপাদন বৃদ্ধি
ii. উৎপাদনের উপকরণের দাম হ্রাস
iii. উৎপাদিত সামগ্রির সরবরাহ হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৫. ভোক্তার মূল্য সূচকে বিবেচনা করা হয়—
i. খাদ্যদ্রব্য
ii. কাঁচামাল
iii. পোশাক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব মিজানুর রহমান একবার একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রধান হয়ে জিম্বাবুয়ে যান। তিনি সেখানে লক্ষ করলেন জনগণের হাতে অনেক নগদ টাকা কিন্তু কোনো দ্রব্যেরই যোগান পর্যাপ্ত নয়। এমনকি অতিরিক্ত টাকা দিয়েও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বই কেনা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ছাপানো বই পাওয়া যাচ্ছে না।

২৬. জনাব মিজানুর রহমান জিম্বাবুয়েতে কী লক্ষ করলেন?
ক. অভাব খ. মুদ্রাস্ফীতি
গ. মুদ্রাসংকোচন ঘ. চাহিদা বৃদ্ধি

২৭. জিম্বাবুয়ের এই অবস্থা সৃষ্টির কারণ হতে পারে—
i. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি
ii. ব্যয় সংকোচন বৃদ্ধি
iii. অর্থের যোগান বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশ সরকার সকল সরকারি কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এতে করে সরকারি কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

২৮. সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিতে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে?
ক. দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে
খ. অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাবে
গ. অর্থের যোগান হ্রাস পাবে
ঘ. কর্মচারীদের সঞ্চয় হ্রাস পাবে

২৯. বেতন বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় সরকার যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে—
i. খোলাবাজারে বন্ড বিক্রয়
ii. ব্যাংক হার বৃদ্ধি
iii. কর হার হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩০. 'অত্যধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে'— সংজ্ঞাটি কার? *[ঢা. বো. ১৯]*

ক. ক্রাউথার খ. কুলবর্ন
গ. হট্রে ঘ. স্যামুয়েলসন

৩১. 'মুদ্রাস্ফীতি হলো এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অধিক পরিমাণ অর্থ স্বল্প পরিমাণ সামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হয়'— উক্তিটি কার? *[সি. বো., চ. বো. ২৫; সি. বো., ব. বো. ১৯; য. বো. ১৭; চ. বো. ২৩, ১৬]*

ক. অধ্যাপক কুলবর্ন খ. অধ্যাপক পিগু
গ. অধ্যাপক কেইন্‌স ঘ. অধ্যাপক মার্শাল

৩২. সাধারণত দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাকে কী বলে? *[ঢা. বো. ২২]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি খ. মুদ্রাসংকোচন
গ. অর্থের যোগান ঘ. অর্থের চাহিদা

৩৩. নিচের কোনটি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ? *[চ. বো. ২২]*

ক. নতুন নোট ছাপানো
খ. দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ বৃদ্ধি
ঘ. শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি

৩৪. সাধারণ দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হলো— *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি খ. মুদ্রা সংকোচন
গ. অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি ঘ. অর্থের যোগান বৃদ্ধি

৩৫. মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মূল্য বা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কী হয়? *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. বৃদ্ধি পায় খ. হ্রাস পায়
গ. অপরিবর্তিত থাকে ঘ. শূন্যে নেমে আসে

৩৬. মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি কয়টি? *[য. বো. ২৫; আলিম ১৯]*

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৬

৩৭. মুদ্রাস্ফীতির উদাহরণ কোনটি? *[সকল বোর্ড '১৮]*

ক. ১% → ২% → ৩% খ. ১% → ৫% → ৩%
গ. ১% → ৮% → ২% ঘ. ১০% → ১% → ২%

৩৮. CPI-এর পূর্ণরূপ কী? *[ব. বো. ২৩; রা. বো. ২২; দি. বো. ১৯]*

ক. Customer Price Index
খ. Consumer Price Index
গ. Common Price Index
ঘ. Compact Price Index

৩৯. ল্যাসপিয়ারের দাম সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? *[কু. বো. ২৫; চ. বো. ১৯]*

ক. $\frac{\sum p_1 p_0}{\sum p_0 q_0} \times 100$ খ. $\frac{\sum p_0 q_0}{\sum p_n q_0} \times 100$
গ. $\frac{\sum p_0 q_0}{\sum p_c q_0} \times 100$ ঘ. $\frac{\sum p_n q_0}{\sum p_0 q_0} \times 100$

৪০. ভিত্তি বছরের দামস্তর ৪০ টাকা এবং চলতি বছরের দামস্তর ৭০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির হার কত? *[রা. বো. ২৫]*

ক. ৪০% খ. ৭০%
গ. ৭৫% ঘ. ১০০%

৪১. কোনো দেশে ২০২২ সালে দামস্তর ছিল ৫০ এবং ২০২৩ সালে দামস্তর বেড়ে ৬০ হয়। উক্ত দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার কত? *[সি. বো. ২৫]*

ক. ১৫% খ. ১০%
গ. ২০% ঘ. ২৫%

৪২. মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? *[ব. বো. ১৬]*

ক. $P = \frac{Po_1 - Po_2}{Po_1} \times 100$ খ. $P = \frac{Po_2 - Po_1}{Po_1} \times 100$
গ. $P = \frac{Po_1 - Po_2}{Po_2} \times 100$ ঘ. $P = \frac{Po_2 - Po_1}{Po_2} \times 100$

৪৩. DCI কোথায় ব্যবহৃত হয়? *[কু. বো. ১৭]*

ক. SDG পরিমাপে খ. GDP পরিমাপে
গ. মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে ঘ. দারিদ্র্য পরিমাপে

৪৪. মুদ্রাস্ফীতির কারণ কোনটি? *[রা. বো., ব. বো. ২৫; য. বো., রা. বো., কু. বো. ২৩; দি. বো. ২৩, ১৯]*

ক. ব্যাংক হার বৃদ্ধি খ. ব্যাংক ঋণের সংকোচন
গ. অর্থের যোগান বৃদ্ধি ঘ. উৎপাদন বৃদ্ধি

৪৫. ভোক্তার দাম সূচক নির্ণয়ে কোন বিষয়টি বিবেচনা করা হয়? *[ঢা. বো. ২৫]*

ক. উপকরণ দাম খ. ভোক্তার আয়
গ. পাইকারি দাম ঘ. খুচরা দাম

৪৬. মুদ্রাস্ফীতির ফলে— *[ঢা. বো. ২৩, ২২]*

ক. অর্থের মূল্য বাড়ে
খ. জনজীবনে অস্থিরতা কমে আসে
গ. রপ্তানির পরিমাণ কমে যায়
ঘ. সঞ্চয়কারী লাভবান হয়

৪৭. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কখন দেখা দেয়? *[য. বো. ২৩, ২২]*

ক. পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে খ. পূর্ণ নিয়োগের পরে
গ. পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ঘ. অপূর্ণ নিয়োগের পরে

৪৮. মুদ্রাস্ফীতির সময় স্থির আয়ের জনগণের সঞ্চয়ের উপর কী প্রভাব পড়ে? *[য. বো. ২৩; সি. বো. ১৭]*

ক. বৃদ্ধি পায় খ. হ্রাস পায়
গ. অপরিবর্তিত থাকে ঘ. দ্রুত বৃদ্ধি পায়

৪৯. মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের জনগণের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে? *[কু. বো. ২৩; ব. বো. ১৭; ঢা. বো. ১৬]*

ক. ভোগ বৃদ্ধি পায় খ. ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
গ. ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘ. লাভবান হয়

৫০. কোন ধরনের অর্থনীতির দেশে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে? *[য. বো. ২৫]*

ক. উন্নয়নশীল খ. উন্নত
গ. অনুন্নত ঘ. অতি উন্নত

৫১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়? *[ঢা. বো. ২৩; চ. বো. ১৭]*
ক. রাজস্ব নীতি
খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
গ. আর্থিক নীতি
ঘ. সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ পদ্ধতি

৫২. PPI এর পূর্ণরূপ কোনটি? *[দি. বো. ২৫]*
ক. Producer Price Indicator
খ. Production and Price Index
গ. Producer Price Index
ঘ. Production, Price and Industry

৫৩. মুদ্রাস্ফীতির ফলে কে লাভবান হয়?
[ঢা. বো., চ. বো., কু. বো. ২৩; সি. বো. ১৭]
ক. ঋণদাতা খ. উৎপাদনকারী
গ. ভোক্তা ঘ. শ্রমিক

৫৪. মুদ্রাস্ফীতির ফলে কে.ক্ষতিগ্রস্ত হয়? *[দি. বো. ২৫]*
ক. করদাতা খ. ঋণদাতা
গ. উৎপাদনকারী ঘ. বিনিয়োগকারী

৫৫. বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ— *[চ. বো. ২৫; য. বো. ১৯]*
i. অর্থের যোগান বৃদ্ধি
ii. সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি
iii. দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৬. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়—
[রা. বো. ২৫; কু. বো. ২৩; রা. বো. ২২]
i. ব্যাংক হার বৃদ্ধি
ii. ঋণপত্র ক্রয়
iii. রিজার্ভ অনুপাত বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৭. মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়— *[দি. বো. ২২, ১৯; ম. বো. ২২]*
i. ঋণদাতা
ii. ঋণগ্রহীতা
iii. উৎপাদনকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫৮ ও ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

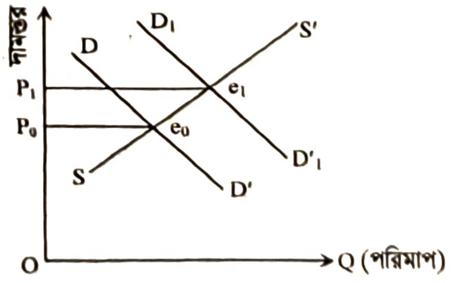

[কু. বো. ২৫]

৫৮. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি কোন ধরনের?
ক. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত খ. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
গ. ঘাটতি প্ররোচিত ঘ. উল্লম্ফন

৫৯. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্য কারণ—
i. আয় বৃদ্ধি
ii. অর্থের যোগান হ্রাস
iii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. 'X' বিগত ৫ বৎসরের দ্রব্যমূল্য নিয়ে বিচলিত নন। কারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও তা সাধারণ মানুষের সহনশীলতায় আছে। *[ঢা. বো. ১৯]*

৬০. উদ্দীপকের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়াকে কী বলে?
ক. মুদ্রাস্ফীতি খ. মুদ্রা সংকোচন
গ. মুদ্রার প্রচলন ঘ. মুদ্রার অবমূল্যায়ন

৬১. উদ্দীপকের উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিতে—
i. ঋণগ্রহীতারা উৎসাহিত হবে
ii. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে
iii. জীবনযাত্রার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

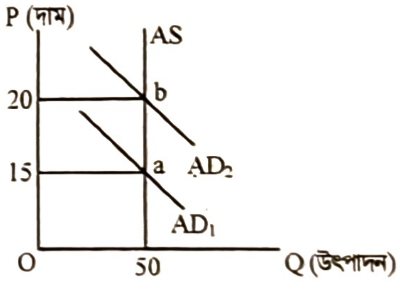

[ঢা. বো. ২৫]

৬২. উদ্দীপকে a থেকে b বিন্দুতে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে?
ক. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
খ. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
গ. উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি ঘ. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি

৬৩. সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে স্থানান্তরিত হয়ে AD_2 হলে—
i. শ্রমিক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
ii. করদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়
iii. ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

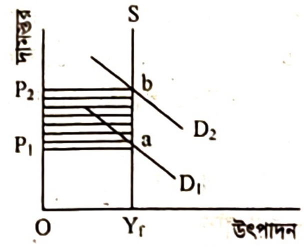

[য. বো. ২৫; রা. বো. ২২; সকল বোর্ড '১৮]

৬৪. যোগান স্থির থেকে চাহিদা বাড়লে P_1P_2 ba কী নির্দেশ করে?

ক. মুদ্রাস্ফীতি　খ. মুদ্রা সংকোচন
গ. মোট আয়　ঘ. মোট খরচ

৬৫. SY_f রেখাটি নির্দেশ করে—

i. সামগ্রিক চাহিদা
ii. সামগ্রিক যোগান
iii. পূর্ণ নিয়োগে উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব আব্দুল্লাহ একজন চাকরিজীবী। তার বেতন ৫০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫২ হাজার টাকা হলো। একই সময়ে তার দেশের দামস্তর ১৫০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০ হয়। *[চ. বো. ২৫]*

৬৬. জনাব আবদুল্লাহর দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?

ক. ৬.৬৭%　খ. ৭.৫০%
গ. ৮.২৫%　ঘ. ১০%

৬৭. উদ্দীপকের উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে—

i. ঋণদাতা লাভবান হয়
ii. শ্রমিকশ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
iii. জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৮ এবং ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. ফিলিপ্স বিগত ৫ বছরে তার দেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ে বিচলিত। কারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়ে তা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। *[য. বো. ২৫]*

৬৮. উদ্দীপকের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াকে কী বলে?

ক. মুদ্রাস্ফীতি　খ. মুদ্রাসংকোচন
গ. মুদ্রার যোগান　ঘ. মুদ্রার অবমূল্যায়ন

৬৯. উদ্দীপকের উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিতে—

i. ঋণগ্রহীতা উৎসাহিত হবে
ii. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করবে
iii. জীবনযাত্রার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭০ ও ৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'B' দেশে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হলো এবং একই সাথে দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পেল। *[ব. বো. ১৭]*

৭০. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিকে কী বলে?

ক. অবচয়　খ. অবমূল্যায়ন
গ. মুদ্রাসংকোচন　ঘ. মুদ্রাস্ফীতি

৭১. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপ হবে—

i. ব্যাংক হার বৃদ্ধি　ii. রিজার্ভ অনুপাত হ্রাস
iii. খোলাবাজারে বন্ড বিক্রয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৭২ ও ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

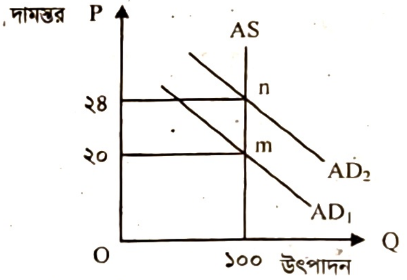

[দি. বো. ২৫]

৭২. উদ্দীপকে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত　খ. খরচ বৃদ্ধিজনিত
গ. অতিরিক্ত　ঘ. প্রত্যাশিত

৭৩. উদ্দীপক অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হার কত?

ক. ৫%　খ. ১০%
গ. ১৫%　ঘ. ২০%

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	ক	৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	ক
১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ক
২৫	খ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	গ	৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	খ
৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	গ	৪১	গ	৪২	খ	৪৩	ঘ	৪৪	গ	৪৫	গ	৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	খ
৪৯	গ	৫০	ক	৫১	গ	৫২	গ	৫৩	খ	৫৪	খ	৫৫	ক	৫৬	খ	৫৭	খ	৫৮	ক	৫৯	খ	৬০	ক
৬১	ঘ	৬২	খ	৬৩	খ	৬৪	ক	৬৫	গ	৬৬	ক	৬৭	গ	৬৮	ক	৬৯	খ	৭০	ঘ	৭১	খ	৭২	ক
৭৩	ঘ																						

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝায়?
২. মুদ্রাস্ফীতির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
৩. ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি ও অতি উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে?
৪. দামস্তরের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ বর্ণনা করো।
৫. কীভাবে দামস্তরের সূচক সংখ্যা গঠন করা হয়?
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে—ব্যাখ্যা করো।
৭. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ধারণা ব্যাখ্যা করো।
৮. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য লিখ।
৯. মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো।
১০. কীভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা হয়?
১১. বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণসমূহ লিখ।
১২. উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফের দেশে বিগত কয়েকমাস যাবৎ পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে সেখানে ব্যাংক হার বৃদ্ধি ঋণের রেশনিং প্রগতিশীল হারে আয়কর আরোপ এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাসের ফলে দেশটি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সাফল্য লাভ করেছে। বিগত দু'বছরে দেশটির বাজার পরিস্থিতি নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্যের নাম	পরিমাণ (কেজি)	২০২৩ সাল দাম (টাকা)	২০২৪ সাল দাম (টাকা)
লবণ	৩	৩০	৪০
চাল	৪	৫০	৬০
আটা	৮	৪০	৫০

[ম. বো. ২০২৫]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উপরে উল্লিখিত সূচি হতে আরিফের দেশের ২০২৪ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপায় ব্যতিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২. 'X' দেশে ২০১৮ ও ২০২২ সালে বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

	২০১৮		২০২২
ভোগ্য দ্রব্যের নাম	পরিমাণ (কেজি/লিটার)	দাম (টাকা)	দাম (টাকা)
চাল	৩০	৫০	৬০
লবণ	২	২৫	৩০
আলু	১০	২০	৩০
তেল	৫	১০০	১৮০

উক্ত দেশের সরকার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশি-বিদেশি ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এছাড়াও করোনাকালীন স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে সুদের হার হ্রাসসহ উৎপাদনকারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করে। *[ঢা. বো. ২০২৩]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. অর্থের অবমূল্যায়ন মুদ্রাস্ফীতির ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রদত্ত টেবিল থেকে ভোক্তার দাম সূচকের মাধ্যমে 'X' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের পদক্ষেপগুলো 'X' দেশের অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব ফেলবে? মতামত দাও। ৪

৩. চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

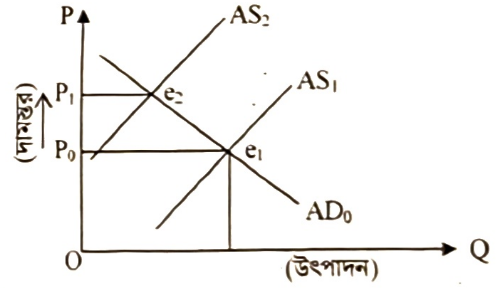

চিত্রে দামস্তর OP_1 হতে OP_0-এ হ্রাস করার জন্য অর্থের যোগান হ্রাস ও মজুরি নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। *[ম. বো. ২০২৫]*

ক. CPI কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতি শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার মানের ওপর কী প্রভাব ফেলবে?— বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উল্লিখিত চিত্রটি কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ছাপানো হলো এক কেজি ইলিশ মাছের দাম এক হাজার টাকা। খবরটি পড়ে বৃদ্ধ মুজিবুল হক তার ছেলে কালামকে ডেকে বলেন, এক সময় এই এক কেজি ইলিশ বিক্রি হতো ১ থেকে ২ টাকা দামে কালক্রমে ইলিশের দামের এই অবস্থা। কালাম তার পিতাকে বলেন, ভবিষ্যতে এক হাজার টাকায়ও পাওয়া যাবে না। ইলিশ মাছের দাম আরও বৃদ্ধি পাবে। শুধু ইলিশ মাছ নয়, বাজারে ডাল, চাল, তেল, পেঁয়াজ ইত্যাদির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি কি সর্বদাই খারাপ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বৃদ্ধ মুজিবুল হকও তার ছেলের দেওয়া তথ্যে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. ইলিশ মাছ, চাল, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি দ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতি CPI পদ্ধতিতে বের করো। ৪

৫. শহিদুল্লাহ সাহেব গ্রামের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি বাজারে গিয়ে দেখলেন জিনিসপত্রের অনেক দাম। টাকার মূল্যের চেয়ে জিনিসপত্রের দাম বেশি। তিনি আরও লক্ষ করেছেন, তার গ্রামের জামান মাতব্বর এবার তার কৃষিজ ফসল অনেক বেশি দামে বিক্রি করেছেন। কিন্তু শ্রমিক, মজুর, তার মতো চাকরিজীবী শ্রেণির অবস্থা করুণ। এই অবস্থা তাকে চিন্তায় ফেলেছে।

ক. উন্মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. উৎপাদকের মূল্য সূচক সংখ্যা বলতে কী বোঝ? ২

গ. শহিদুল্লাহ সাহেব কোন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত অবস্থায় কোন কোন শ্রেণি লাভবান হয়? তোমার মতামত দাও। ৪

৬.

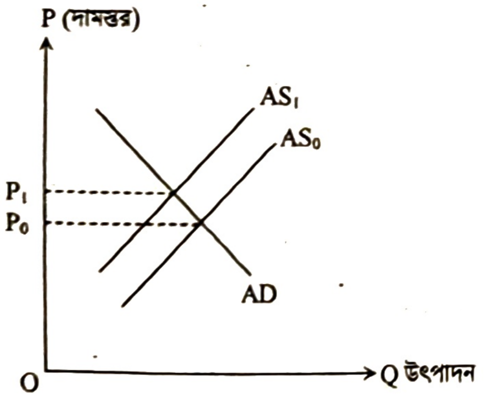

[ম. বো. ২০২৩]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি উপস্থাপিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত মুদ্রাস্ফীতির ফলে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. 'X' দেশে ২০২০ সালে ভোক্তার মূল্য সূচক ছিল ১৬০, যা ২০২২ সালে বেড়ে ২০০ হয়। সম্প্রতি বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। [রা. বো. ২০২৩]

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. অর্থের যোগান বৃদ্ধির কারণে কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৮. আফজাল সাহেব একজন সরকারি কর্মচারী। বর্তমানে বাজারে পণ্যসামগ্রীর উচ্চ মূল্যের কারণে পূর্বের ন্যায় প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য ক্রয় করতে পারছেন না। তবে তার গ্রামের কৃষক গণি মিয়া কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে খুব খুশি। কারণ এবার সে শস্য বিক্রির টাকা দিয়ে গ্রামের মাতব্বরের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের অর্থ-পরিশোধ করতে পারবে।

ক. আর্থিক নীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি হলে ঋণদাতা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

৯. উদ্দীপকটি লক্ষ করো:

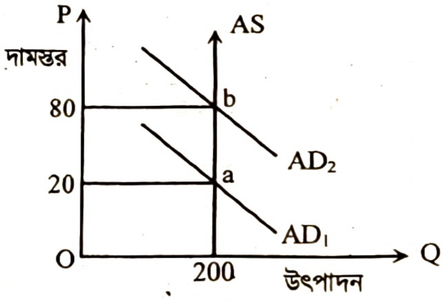

[আলিম ২০২৩]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতিতে ঋণগ্রহীতা কীভাবে লাভবান হয়? ২

গ. চিত্রে, a থেকে b তে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. আমদানি-রপ্তানি, ধনী কৃষক ও কর দাতার ওপর উক্ত মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০. 'Y' দেশের ২০২৩ সালের সামগ্রিক দামস্তর ১৫০ টাকা। ২০২৪ সালে সামগ্রিক দামস্তর হয় ২২০ টাকা যা একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দামস্তরের এরূপ পরিবর্তনের ফলে নির্দিষ্ট আয়ের লোক, শ্রমজীবী, স্বল্প আয়ের লোক এবং ক্রেতা ও ভোগকারীর উপর এক ধরনের প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা, উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী শ্রেণি ও করদাতা ইত্যাদির উপর আরেক ধরনের প্রভাব পড়ে। [রা. বো. ২০২৫]

ক. যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. চাহিদার বৃদ্ধিজনিত ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের 'Y' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রভাবসমূহ কি একই? তোমার মতামত দাও। ৪

১১. 'X' দেশে ভিত্তি বছর ও বর্তমান বছরে দুটি ভোগ্যপণ্যের পরিমাপ ও দাম নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্য	পরিমাণ (কেজি/লিটার)	দাম (টাকা)	
		ভিত্তি বছর	বর্তমান বছর
চাল	৩০	৪০	৬০
তেল	৫	১০০	১২০

মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য উক্ত দেশের সরকার সুদের হার বৃদ্ধি, উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস, ভ্যাট ও শুল্ক হ্রাস করলেও তাৎক্ষণিকভাবে আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না। *[সি. বো. ২০২৫]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে 'X' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকারি পদক্ষেপসমূহ মুদ্রাষ্ফিতি নিয়ন্ত্রণে তাৎক্ষণিকভাবে ফলপ্রসু হচ্ছে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

১২. নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

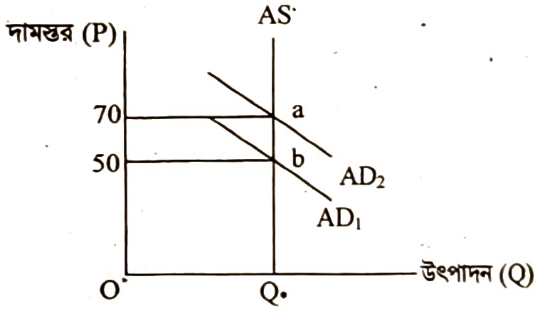

[ব. বো. ২০২৫]

ক. মুদ্রাসংকোচন কী? ১

খ. ঋণগ্রহীতার ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো।২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো।৩

ঘ. উদ্দীপকে AD$_1$ স্থানান্তরিত হয়ে AD$_2$ হওয়ায় অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩.▶ 'M' দেশে সরকারের বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক চাহিদা বেড়েছে ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। অপরদিকে 'N' দেশে হরতাল, ধর্মঘট, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং উপকরণ খরচ বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক যোগান হ্রাস পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। *[ব. বো. ২০২৫]*

ক. GNP ডিফ্লেটর কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি সবসময় খারাপ নয় কেন? ব্যাখ্যা করো।২

গ. 'M' ও 'N' দেশের মুদ্রাস্ফীতির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'N' দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করো। ৪

১৪. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শন করেন যা নিম্নরূপ:

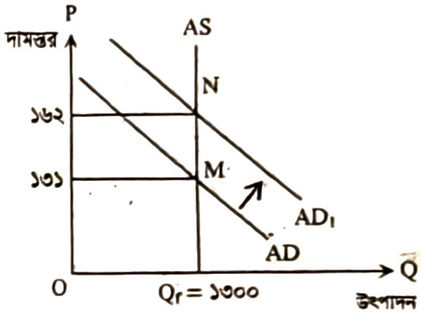

[ঢা. বো. ২০২৫]

এছাড়াও তিনি বলেন যে সরকারি ব্যয় এবং ভোগবৃদ্ধির ফলে AD রেখা ডানে স্থানান্তর হয়।

ক. মুদ্রা সংকোচন কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি হলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়'— ব্যাখ্যা করো।২

গ. উদ্দীপক অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানের জন্য সরকার রাজস্বনীতিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫. জনাব তারিক জারদারী একজন প্রবাসী বাংলাদেশি। দীর্ঘদিন থেকে তিনি দেশের বাইরে বসবাস করছেন। সম্প্রতি তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে এসে দেখেন বিগত ১০ বছরে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেশে এসে কেনাকাটা করতে গিয়ে তিনি খুব অবাক হলেন। ২০০৭ সালের দামগুলোর সাথে ২০১৭ সালের দামগুলোর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তিনি জানতেন যে সবকিছুর মূল্যই বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির ব্যয় যে এত বেশি তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

ক. মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি কয়টি? ১

খ. দমিত মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব তারিক জারদারীর দেখা বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণগুলো কী হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এটি নিয়ন্ত্রণের উপায় কী হতে পারে। তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

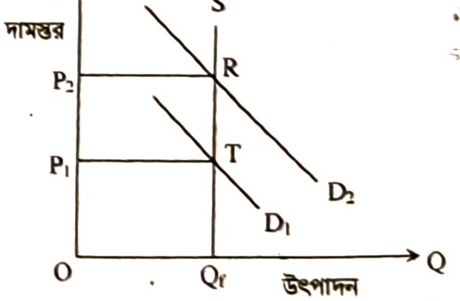

[কু. বো. ২০২৫]

ক. ভোক্তার দাম সূচক কী? ১

খ. অর্থের যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে কি? ২

গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করবে? আলোচনা করো। ৪

১৭. একটি ব্যাংকের ম্যানেজার একবার একটি কর্মশালায় বক্তৃতাদানকালে দেশের অর্থনৈতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, দেশের সকল মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারীর মজুরি নির্ধারিত করে দিতে হবে। সরকারি ব্যয় কমাতে হবে। প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব।
ক. PPI এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ব্যাংকের ম্যানেজারের বক্তৃতায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের যে উপায়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর ব্যাংক ম্যানেজারের উল্লিখিত বিষয়গুলোই বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮. জনাব রমজান আলী একটি উন্নয়নশীর দেশের অর্থনীতির গবেষক। তিনি অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের জন্য সরকারকে ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। এমতাবস্থায় বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও নিম্নবিত্ত ও স্থির আয়ের মানুষের সংসার চালাতে কষ্ট হয়। এতে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্য তিনি সরকারকে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার পক্ষে মত দেন। *[আলিম ২০১৯]*
ক. মুদ্রাসংকোচন কাকে বলে? ১
খ. "মুদ্রাস্ফীতি সবসময় খারাপ নয়" – বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৯.

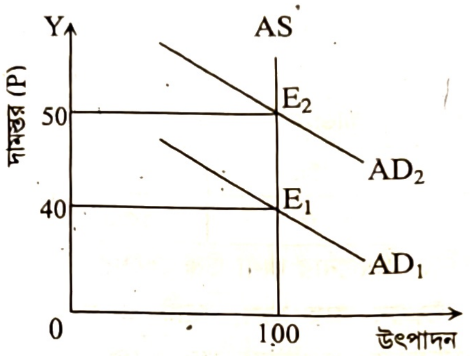

[ঢা. বো. ২০২২]
ক. CPI- এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. "অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়"-ব্যাখ্যা করো।২
গ. চিত্রে E_1 থেকে E_2 তে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করবে? আলোচনা করো। ৪

২০. কোনো দেশের দামস্তর ২০২৩ সালে ছিল ২১০ টাকা এবং ২০২৪ সালে ছিল ২৩৪ টাকা। দামস্তরের এ ধরনের বৃদ্ধি উৎপাদনকারী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রভাবিত করে। *[চি. বো. ২০২৫]*
ক. সূচক সংখ্যা কী? ১
খ. মজুরি বৃদ্ধি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণি-পেশার মানুষের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৪

২১. 'X' দেশে ২০১৮ সালে চাল, আলু, লবণ, তেল এর কেজিপ্রতি দাম ছিলো যথাক্রমে— ৪০, ১৫, ১০, ১০০ টাকা। ২০২০ সালে যার দাম দাড়ায় যথাক্রমে ৪৫, ২০, ১৫, ১৫০ টাকা। দাম বাড়ায় সরকার ব্যাংক হার পরিবর্তন, নগদ রিজার্ভের অনুপাতের পরিবর্তনসহ ঋণ নিয়ন্ত্রণের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[কু. বো. ২০২৩]*
ক. অর্থের মূল্য কী? ১
খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২১. লিটন স্বল্প ও সীমিত বেতনে একটি তৈরি পোশাক কারখানায় কাজ করে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির কারণে সে বাজার থেকে নিম্নমানের খাবার ক্রয় করে থাকে। এতে তার পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হয়। সে টেলিভিশনের এক টকশো দেখে জানতে পারে, সরকার উক্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। যা বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করছে। তবে টকশোর বক্তা মনে করেন, সহনীয় মাত্রায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর।

◀ ৫ ও ৭ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

ক. রাজস্ব নীতি কী? ১
খ. PPI ও CPI-এর মধ্যে মূল পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে লিটনের মতো লোকের খাদ্য নিরাপত্তার কোন দিকটি বিঘ্নিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. টকশোর বক্তৃতার বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত পোষণ করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৮

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

International Trade

প্রধান প্রধান শব্দ

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
- বিশেষীকরণ
- রপ্তানি বাণিজ্য
- ওয়েজ আর্নার্স স্কিম
- প্রচলিত রপ্তানি পণ্য
- অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য
- শুল্ক রেয়াত
- ট্যাক্স হলিডে
- বিশ্বায়ন
- বৈদেশিক সাহায্য
- অনুদান

উপকরণ ও সম্পদ সব দেশে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা চাহিদামাফিক পাওয়া যায় না। এ প্রেক্ষাপটেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে। সময়ের পরিবর্তনে আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারায় পরিবর্তন ঘটে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে আমদানি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি পরিবর্তন করে। বিশ্বায়নের এ যুগে বৈদেশিক সাহায্যের মান ও গতিধারায় পরিবর্তন এসেছে। এ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ও পরিবর্তনের ধারা, বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উপায়, বিশ্বায়নের ধারণা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা
- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব
- বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা
- বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করা
- বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উপায়
- বিশ্বায়নের ধারণা
- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের তুলনামূলক সুবিধা

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠার কারণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি
পাঠ ২ ও ৪	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য; অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ও বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৫	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব
পাঠ ৬	বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের ধারণা এবং বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ৭	বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা
পাঠ ৮ ও ১০	বাংলাদেশের প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসমূহ এবং বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়
পাঠ ১১ ও ১২	বিশ্বায়নের ধারণা; বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ; বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব, বিশ্বায়নের সুবিধা ও অসুবিধাবলি
পাঠ ১৩	বৈদেশিক সাহায্য; বৈদেশিক সাহায্যের কারণ এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ১৪	বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিভেদ ও বৈদেশিক সাহায্যের উৎস
পাঠ ১৫ ও ১৬	বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য; বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য

পাঠ ১

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠার কারণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি

৮.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা (Concept of International Trade)

আধুনিক বিশ্বে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শীর্ষে অবস্থান করলেও কোনো দেশই দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাণিজ্যবাদীদের চিন্তাধারা থেকে 'বাণিজ্য' ধারণার উদ্ভব হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত ঘটে আফ্রিকা থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় দাস (Slave) বিক্রির মাধ্যমে। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন পণ্য ও উৎপাদন কৌশল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হলো আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ। প্রত্যেক দেশের সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এজন্য যে দেশে যে দ্রব্য উৎপাদনের তুলনামূলক সুবিধা বেশি, সে দেশ সে দ্রব্য উৎপাদন করে এবং উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে। পক্ষান্তরে, যেসব দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা কম সেগুলো আমদানি করে। এভাবে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষায়ণ ঘটে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুটি দিক আছে। যথা-

১. **রপ্তানি বাণিজ্য:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো দেশ যদি অন্য কোনো দেশে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে। যেমন: বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক বিক্রি করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে এ পোশাক বিক্রি বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য।

২. **আমদানি বাণিজ্য:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো দেশ যদি অন্য কোনো দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে তাকে আমদানি বাণিজ্য বলে। যেমন: বাংলাদেশ ভারত থেকে চাল ক্রয় করে থাকে। ভারত থেকে এ চাল ক্রয় বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

অবাধ বাণিজ্য (Free Trade): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর কোনোরূপ সরকারি বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা না হলে তাকে অবাধ বাণিজ্য বলা হয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কোনোরূপ বিধি-নিষেধ, কোটা, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা না হলে তাকে অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) বলে।

সংরক্ষিত বাণিজ্য (Trade Protection): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলে তাকে সংরক্ষিত বাণিজ্য বলা হয়। অর্থাৎ বিদেশি প্রতিযোগিতা থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর সরকার বিধি-নিষেধ আরোপ করলে তাকে সংরক্ষিত বাণিজ্য (Trade Protection) বলা হয়।

৮.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা (Definition of International Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাকে বোঝায়। অর্থাৎ **যদি কোনো দেশ তার ভৌগোলিক সীমানার বাইরে এক বা একাধিক দেশের সাথে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আদান-প্রদান করে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।**

- অধ্যাপক কিন্ডল বার্জারের মতে, "দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।"
- Oxford Dictionary of Economics অনুসারে, 'বহির্বিশ্বে পণ্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয়ই হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।'

ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, জনগণের দক্ষতা, কৃষ্টি ও কালচার প্রভৃতি কারণে কোনো বিশেষ দেশ কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে অন্য দেশের তুলনায় দক্ষ হয়। যে দেশ যে পণ্য উৎপাদনে দক্ষ বা অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধা লাভ করে সে দেশ ঐসব পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে। পক্ষান্তরে, যেসব পণ্য উৎপাদনে কম দক্ষ বা আপেক্ষিক সুবিধা কম সে সব পণ্য আমদানি করে। এভাবেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে। অতএব পণ্য উৎপাদনে দক্ষতার পার্থক্যের কারণে যে আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণের সৃষ্টি হয় এবং ফলশ্রুতিতে যে বাণিজ্য হয় সেটাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। যেমন: বাংলাদেশ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিকভাবে বেশি সুবিধা পায় আর জাপান গাড়ি উৎপাদনে বেশি সুবিধা পায়, সে কারণে বাংলাদেশ জাপানে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে এবং জাপান থেকে গাড়ি আমদানি করে। সুতরাং বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

৮.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠার কারণ (The Reason for the Development of International Trade)

বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশই একাকী চলতে পারে না। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধনসম্পদে পরিপূর্ণ। এ সম্পদ প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বিশ্বায়ন গড়ে ওঠে। এক দেশের পণ্য সেবা অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়। বিভিন্ন দেশে ধনসম্পদের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। উপাদানের মূল্যের পার্থক্য হেতু, উপাদানের গতিশীলতা দেখা দেয়। যেমন:

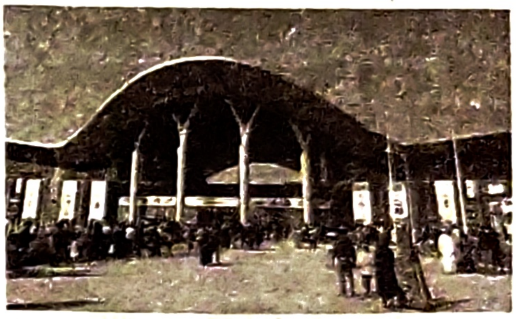

চিত্র: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা

১. উন্নত দেশ সাধারণত শিল্পভিত্তিক। ফলে তাদের কৃষি বা প্রাথমিক পণ্যের অভাব দেখা দেয়।

২. উন্নত দেশের সব প্রকার উপকরণ যেমন: লোহা, কপার, টিন ইত্যাদি থাকে না তখন সেসব উপকরণ অন্যদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

৩. যে দেশে যে উপকরণ কম, সে দেশে সেসব উপকরণভিত্তিক পণ্য কম মূল্যে উৎপাদন করতে পারে না।

৪. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পণ্য কম থাকে, তখন তাদেরকে অন্য দেশ থেকে এসব পণ্য উপকরণ আমদানি করতে হয়। এসব কারণেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে।

৮.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি (Base of International Trade)

পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেরই বিদ্যমান সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তখন যে দেশটি তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানি করে, বিনিময়ে সে তার উদ্বৃত্ত দ্রব্যটি আমদানিকারক দেশের কাছে বিক্রি করে। এভাবে পারস্পরিক চাহিদার ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক দেশ বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত আবশ্যক—

১. একটি নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য;

২. কমপক্ষে দুটি স্বাধীন দেশ ও এক বা একাধিক পণ্য প্রয়োজন;

৩. পৃথক পৃথক ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা বিদ্যমান;

৪. পণ্যসেবা বিনিময়ে লিখিত চুক্তি আবশ্যক;

৫. দুটি দেশে পৃথক বাণিজ্যনীতি বিদ্যমান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দুই বা ততোধিক স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে কী বলে? *[রা. বো. ২০২২]*

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের প্রবক্তা কে? *[কু. বো. ২০২২]*

৩. বাণিজ্য কত প্রকার? *[ব. বো. ২০২২]*

৪. কীসের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে?

৫. কোন বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হলো আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ?

৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলে তাকে কী বাণিজ্য বলে?

▶ উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদ্ভবের কারণগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২-৪ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য; অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ও বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

৮.৫ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Domestic Trade)

একই দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। অর্থাৎ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নিজস্ব ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাকেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়। যেমন: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় সেটা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। উদাহরণস্বরূপ, বগুড়ায় উৎপাদিত আলু ও কলা ঢাকায় বিক্রি হয়। আবার ঢাকায় উৎপাদিত কাপড় বগুড়ায় বিক্রি হয়। এভাবে বগুড়া এবং ঢাকার মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়।

৮.৬ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Domestic Trade and International Trade)

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। যে কারণে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য চলে। সেই একই কারণে এক দেশের সাথে অন্য দেশের বাণিজ্য হয়। কিন্তু তারপরেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো—

১. একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যখন কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। যেমন: বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও রাজশাহী জেলার মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্য হলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। পক্ষান্তরে, কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় যখন দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়, তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন: ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য হলে তা হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

২. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নগদ অথবা ধারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। যেমন: একজন কাপড় বিক্রেতা ঢাকার ইসলামপুর থেকে কাপড় কিনে চট্টগ্রামে বিক্রি করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের তেমন কোনো ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

৩. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় অবাধে চলে। কারণ একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারগুলোর মধ্যে ক্রেতাদের রুচি, অভ্যাস, পছন্দ ইত্যাদি প্রায় অভিন্ন থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক দেশের দ্রব্যসামগ্রী অন্যদেশে অবাধে বিক্রি হয় না। কারণ দেশভেদে মানুষের রুচি, অভ্যাস, পছন্দ ইত্যাদিতে তারতম্য দেখা যায়।

৪. একটি দেশের ভেতরে অভিন্ন বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হয় বলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে তেমন বাধার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যনীতি প্রযোজ্য হয় বলে আমদানি-রপ্তানির ওপর নানা ধরনের বিধি নিষেধ আরোপিত হয়।

৫. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় একই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমন কোনো তারতম্য ঘটে না। কারণ একই দেশের ভেতরে কারখানা আইন, শ্রম ও রাজস্বনীতি, উৎপাদন কলা-কৌশল, বণ্টন নীতি ইত্যাদি প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, উপরের বিষয়গুলো দেশভেদে ভিন্ন ধরনের হয় বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই ধরনের দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

৬. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি বেশ জটিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের সমস্যা সমাধানের জন্য মুদ্রার অবমূল্যায়ন, মুদ্রা সংকোচন, আমদানির ওপর বিধি নিষেধ আরোপ ইত্যাদি যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয় তাতে এ বাণিজ্য বেশ জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়ে।

৭. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরকার অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনা তেমন জটিল নয়। যে কেউ এ ধরনের বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা অত্যন্ত জটিল বলে যে কেউ এটি পরিচালনা করতে পারে না।

৯. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তেমন কোনো দলিলপত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের দলিলপত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে।

১০. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পাইকারি ও খুচরা উভয় প্রকারের হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সাধারণত পাইকারি ভিত্তিক হয়ে থাকে।

এ জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য অর্থনীতিবিদরা একটি পৃথক বাণিজ্য তত্ত্ব প্রদান করেছেন।

৮.৭ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব (Importance of International Trade)

সভ্যতার গোড়া থেকেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে আসছে। একসময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি' (Engine of Economic Growth) বলা হতো। বর্তমানেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন আঞ্চলিক অর্থনৈতিকগোষ্ঠী বা আঞ্চলিক বাণিজ্যগোষ্ঠীর উদ্ভবই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization-WTO), ইউরোপীয় মুক্তবাণিজ্য সংস্থা (European Free Trade Association-EFTA), দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সংস্থা (SAPTA) প্রভৃতি আঞ্চলিক বাণিজ্যগোষ্ঠীর উদ্ভব অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্ব বহন করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুক্ত বা অবাধ বাণিজ্য পরিচালিত হলে দেশের আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। এর ফলে তুলনামূলক ব্যয়নীতির ভিত্তিতে যে দেশ যেসব দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পায় সে দেশ সেসব দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

২. **অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুবিধা:** কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে একটি দেশ তার প্রয়োজনীয় অনুৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সহজেই বিদেশ হতে সংগ্রহ করতে পারে। যেমন: তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাট উৎপাদিত হয় না। অপরপক্ষে, বাংলাদেশে তেল উৎপাদন না হলেও প্রচুর পাট জন্মে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাট রপ্তানি এবং তেল আমদানি করতে পারে।

৩. **প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ:** কোনো দেশ যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে সে দেশ দুর্যোগপূর্ণ এলাকার জনগণকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ইত্যাদি বাণিজ্যের মাধ্যমে সহজেই বিদেশ হতে আমদানি করতে পারে।

৪. **উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানির সুযোগ:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে কোনো দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বা অন্য কোনো দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব। এভাবে একটি দেশ তার উদ্বৃত্ত পণ্যকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত করতে পারে।

৫. **কম মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করা যায়:** যেসব দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদন করা ব্যয়বহুল তা কম দামে অন্য কোনো দেশ হতে ক্রয় করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশ নিজের দেশের ব্যয়বহুল দ্রব্য উৎপাদন না করে তা কম দামে বিদেশ হতে আমদানি করে দেশীয় মূলধনের সংস্থান করতে পারে।

৬. **দেশীয় উৎপাদকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়:** বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে উৎপাদনকারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়। ফলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় এবং উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উৎপাদকগণ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নিজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়।

৭. **প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যরত দেশগুলোর শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। ফলে ঐসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক ব্যয় হ্রাস পায়। কেননা আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পায়নের আকারও বৃদ্ধি পায়।

৮. **আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হয়। এতে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

৯. **দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে বিশ্বব্যাপী দেশীয় বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদনকারীদের উৎপাদন ক্ষমতা এবং মুনাফা উভয় বৃদ্ধি পায়।

১০. **কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়ন:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশ থেকে কারিগরি জ্ঞানের উৎকর্ষতা অর্জনে সহায়তা পেতে পারে এবং উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় মূলধন দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশের বিশেষজ্ঞরা উন্নত দেশে প্রশিক্ষণের সুবিধা পেয়ে থাকে।

১১. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে না পারলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যয় সংস্থান করা যাবে না। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলো তার অবকাঠামো উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে।

সুতরাং বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল বৈদেশিক ঋণ নির্ভর না হয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য নির্ভর হওয়া উচিত।

৮.৮ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of International Trade of Bangladesh)

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **আমদানি নির্ভরতা:** বাংলাদেশ যে পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বিদেশ হতে আমদানি করে থাকে। ভারত হলো এ দেশের সবচেয়ে বড় আমদানি দ্রব্যের দেশ।

২. **পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি:** বাংলাদেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাট উৎপাদনকারী দেশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ৫৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরানসহ বিভিন্ন দেশে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় পাটজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা আছে।

৩. **শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি:** বাংলাদেশ বিদেশ থেকে শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী আমদানি করে থাকে। যেমন: কলকব্জা, লোহা, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, ওষুধ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি।

৪. **জনশক্তি রপ্তানি:** বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি করে। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

৫. **খাদ্যশস্য আমদানি:** খাদ্যঘাটতি পূরণের জন্য বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে হয়। প্রতি বছর গড়ে ৩০-৩৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করে থাকে।

৬. **প্রতিকূল ভারসাম্য:** বাংলাদেশ প্রধানত কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে। বৈদেশিক বাজারে এ সব দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ বিদেশ হতে প্রধানত শিল্পের প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে। এসব দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। এর ফলে সর্বদা প্রতিকূল ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করে।

৭. **প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক:** স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারত, পাকিস্তান, চীন, নেপাল, মিয়ানমার প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. **মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য:** সম্প্রতি বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

৯. **নৌপথে বাণিজ্য:** বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যের অধিকাংশই সমুদ্রপথে পরিচালিত হয়ে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানি চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

১০. **ওয়েজ আর্নার্স স্কিম:** বিদেশে কর্মরত প্রবাসী ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশে ওয়েজ আর্নার্স স্কিম প্রবর্তন করা হয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের আওতায় বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা হয়।

১১. **বিলাসদ্রব্যের আমদানি হ্রাস:** স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশ সরকার বিলাসদ্রব্যের আমদানি যথাসম্ভব হ্রাস করেছে। আমদানি তালিকায় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী, শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল, কল কারখানার যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রভৃতির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

১২. **বিদেশিদের প্রভাব:** বাংলাদেশের অধিকাংশ বাণিজ্য বিদেশি ব্যাংক, বিমা, কোম্পানি বা ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে কী বলে? */চ. বো. ২০২১/*

২. রাজশাহীর সিল্ক শাড়ি ঢাকায় আনা এবং ঢাকার জামদানি শাড়ি রাজশাহীতে বিক্রি হলে কোন ধরনের বাণিজ্য সংঘটিত হবে?

৩. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় কীভাবে চলে?

৪. কোন বাণিজ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে?

৫. WTO-এর পূর্ণরূপ কী?

৬. EFTA-এর পূর্ণরূপ কী?

৭. দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সংস্থার সংক্ষিপ্ত রূপ কী?

৮. এক সময় কোন বাণিজ্যকে 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি' বলা হতো?

৯. কাদের জন্য বাংলাদেশে ওয়েজ আর্নার্স স্কিম প্রবর্তন করা হয়েছে?

▶ উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য ছকে উল্লেখ করো।

পাঠ ৫ · আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব

৮.৯ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব (Theory of International Trade)

বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। প্রত্যেক দেশের সরকারই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক ও স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক তত্ত্বের জন্ম দেয়।

প্রাচীনকাল থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। তাই তখন থেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন হয় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বে কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়? আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বাণিজ্যরত দেশগুলো লাভবান হবে কিনা? কোন দেশ কতটুকু লাভবান হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বে আলোচনা করা হয়। সুতরাং **অর্থনীতির যে তত্ত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ও বাণিজ্য থেকে কতটুকু লাভবান হবে এসব সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সমাধানের দিকনির্দেশনা দেয়া হয় তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব বলে।**

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোন দেশ কেন করবে সে বিষয়ে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেন ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো। অ্যাডাম স্মিথ মনে করতেন, কোনো পণ্য উৎপাদনে একটি দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় পূর্ণ সুবিধা পেতে পারে। আর কোনো দ্রব্য উৎপাদনে যে দেশ পূর্ণ সুবিধা পায় সে দেশের সেই পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। একইভাবে কোনো দেশ কোনো পণ্য উৎপাদনে পূর্ণ সুবিধা না পেলে তারা ওই পণ্য উৎপাদন না করে অন্যদেশ থেকে তা আমদানি করা উচিত। এই তত্ত্বকে পরম/চরম/অনাপেক্ষিক সুবিধা (Absolute Advantage) তত্ত্ব বলা হয়।

কিন্তু পরম সুবিধা ছাড়াও বাণিজ্য হয়। দুটো দেশ দুটো পণ্য উৎপাদনে সক্ষম, অথচ তারপরেও কেন বাণিজ্য হয় এর ব্যাখ্যা দেন ডেভিড রিকার্ডো। রিকার্ডোর (David Ricardo) মতে, যেহেতু একেকটি দেশ একেকটি সম্পদে সমৃদ্ধ সেহেতু উৎপাদন ব্যয়ে (Cost of Production) ভিন্নতা থাকে অর্থাৎ একেকটি দেশ একেকটি পণ্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে। আর তুলনামূলক সুবিধা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করা হয় বলে এই তত্ত্বকে আপেক্ষিক সুবিধা (Comparative Advantage) তত্ত্ব বলা হয়।

৮.১০ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব (Comparative Cost Theory of International Trade)

দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আদান-প্রদান বা আমদানি-রপ্তানিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। অ্যাডাম স্মিথ সর্বপ্রথম তুলনামূলক খরচ তত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করেন। ১৮১৭ সালে ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo) তত্ত্বটি পূর্ণাঙ্গ ও মার্জিতরূপে উপস্থাপন করেন।

- ডেভিড রিকার্ডো তার 'The Principles of Political Economy and Taxation' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন উৎপাদন ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা, চরম বা পরম সুবিধা নয়। তার মতে, "কোনো দেশ সেই সব দ্রব্য উৎপাদন করবে যার উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম এবং যেসব দ্রব্য উৎপাদন করতে তুলনামূলকভাবে খরচ বেশি পড়ে তা আমদানি করবে।"

ডেভিড রিকার্ডো নিম্নোক্ত শর্তের ভিত্তিতে উপরের মূলনীতি প্রমাণ করেন:

১. দুটি দেশের মধ্যে কেবল দুটি দ্রব্যের বাণিজ্য চলবে।
২. শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান এবং শুধু শ্রমব্যয়ের ভিত্তিতে উৎপাদনের আপেক্ষিক ব্যয় নির্ধারিত হবে।
৩. শ্রম একটি সমজাতীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।
৪. দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় স্থির থাকবে।
৫. উৎপাদন ক্ষেত্রে সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি কার্যকর থাকবে।
৬. দ্রব্যের কোনো পরিবহণ খরচ থাকবে না।
৭. অবাধ বাণিজ্য চালু থাকবে ও
৮. দ্রব্য ও উৎপাদনের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকবে।

ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্বটির ব্যাখ্যা: আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য বিবেচনা করা যাক। যদি আমেরিকার শ্রমিক বাংলাদেশের শ্রমিকের তুলনায় চরমভাবে (Absolutely) দক্ষ হয় তাহলে আমেরিকা কি কোনো কিছুই আমদানি করবে না? কিংবা বাংলাদেশ কি তার বাজারকে 'সংরক্ষণ' করবে Tariff এবং Quota এর মাধ্যমে? এটা কি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানীর কাজ হবে? এসব প্রশ্নের জবাব দেন ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo)। নিচের টেবিলে তুলনামূলক খরচ দেখানো হলো—

দ্রব্য উৎপাদনে আমেরিকা এবং বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ		
দ্রব্য (১ একক)	প্রয়োজনীয় শ্রমিক (শ্রম ঘণ্টা)	
	আমেরিকা	বাংলাদেশ
খাদ্য (কেজি)	১	৩
কাপড় (গজ)	২	৪

উপরের টেবিলে দেখা যায় যে, উভয় দ্রব্য উৎপাদনে আমেরিকা বেশি দক্ষ। তথাপিও আমেরিকার তুলনামূলক সুবিধা (Comparative Advantage) রয়েছে খাদ্য উৎপাদনে এবং বাংলাদেশের রয়েছে কাপড় উৎপাদনে। কারণ আমেরিকায় কাপড়ের তুলনায় খাদ্য সস্তা। আর বাংলাদেশে আমেরিকার তুলনায় কাপড় কম ব্যয়বহুল। এই সত্য থেকে রিকার্ডো প্রমাণ করেন যে, উভয় দেশই লাভবান হবে যদি তারা ঐ সব দ্রব্য উৎপাদন করে যে সব দ্রব্য উৎপাদনে তাদের তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে।

কীভাবে উভয় দেশই লাভবান হবে তা বাণিজ্যের পূর্বের অবস্থান এবং বাণিজ্যের পরের অবস্থান বিবেচনা করলেই উপলব্ধি করা যাবে।

বাণিজ্যের পূর্বের অবস্থা: আমেরিকার শ্রমিকের ১ ঘণ্টায় প্রকৃত মজুরি হবে ১ একক খাদ্য ও $\frac{১}{২}$ একক কাপড় এবং বাংলাদেশের শ্রমিক ১ ঘণ্টায় পাবে $\frac{১}{৩}$ একক খাদ্য ও $\frac{১}{৪}$ একক কাপড়। বাণিজ্যবিহীন অবস্থায় যদি উভয় দেশেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে তাহলে আমেরিকায় কাপড় খাদ্যের তুলনায় দ্বিগুণ ব্যয়বহুল হবে এবং বাংলাদেশে হবে $\frac{৩}{৪}$ গুণ। অর্থাৎ আমেরিকায়, খাদ্য ঃ কাপড় = ১ ঃ ২, খাদ্য = $\frac{১}{২}$ = ০.৫০

বাংলাদেশে, খাদ্য ঃ কাপড় = ৩ ঃ ৪, খাদ্য = $\frac{৩}{৪}$ = ০.৭৫

বাণিজ্যের পরের অবস্থান: বাণিজ্যের ফলে কম দাম এলাকা থেকে বেশি দাম এলাকায় পণ্য স্থানান্তরিত হবে। ফলে খাদ্য উভয় দেশেই সমান দামে বিক্রি হবে। তেমনিভাবে কাপড়ও একই দামে উভয় দেশে বিক্রি হবে। আমেরিকায় কাপড়ের তুলনায় খাদ্য সস্তা। ফলে খাদ্য আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে চলে আসবে এবং বাংলাদেশের কাপড় আমেরিকায় চলে যাবে, কেননা ০.৫০ < ০.৭৫।

আবার আমেরিকায় কাপড়ের আপেক্ষিক দাম $\frac{২}{১}$ = ২; বাংলাদেশে কাপড়ের আপেক্ষিক দাম = $\frac{৪}{৩}$ = ১.৩৩

∴ ২ > ১.৩৩ অর্থাৎ বাংলাদেশে কাপড় সস্তা। ফলে আমেরিকা খাদ্য রপ্তানি করবে এবং কাপড় আমদানি করবে। অপরপক্ষে বাংলাদেশ কাপড় রপ্তানি করবে এবং খাদ্য আমদানি করবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
২. কোন সালে ডেভিড রিকার্ডো তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন?
৩. চরম সুবিধা তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
৪. তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের কে পূর্ণাঙ্গ ও মার্জিতরূপে উপস্থাপন করেন?
৫. The Principles of Political Economy and Taxation গ্রন্থটি কার লেখা?
৬. 'কোনো পণ্য উৎপাদনে একটি দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় পূর্ণ সুবিধা পেতে পারে'— ধারণাটি কার?

▶ উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্বটির দুইটি সমালোচনা বর্ণনা করো।

পাঠ ৬. বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের ধারণা এবং বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য

৮.১১ বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের ধারণা (Concept of Balance of Trade and Balance of Payment)

বিশ্বের সব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমভাবে সমৃদ্ধ নয়। কিছু দেশে কতগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বেশ সহজলভ্য। আবার অন্য কোনো দেশে সেসব সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা লক্ষ করা যায়। এ অবস্থায় যে দেশ যে সম্পদে সমৃদ্ধ সেই দেশ সেসব দ্রব্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করে এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিনিময়ে বিদেশ হতে প্রয়োজনীয় অন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। এর ফলে বাণিজ্যরত দেশসমূহের মধ্যে অর্থের লেনদেনের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং বাণিজ্য ভারসাম্য ও লেনদেন ভারসাম্য সমস্যার উদ্ভব হয়।

বাণিজ্যের ভারসাম্য (Balance of Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যরত প্রতিটি দেশ কিছু পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে এবং কিছু পণ্য ও সেবা আমদানি করে। বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো পণ্য রপ্তানি করে আয় করে, আর আমদানির জন্য ব্যয় করে। রপ্তানির মধ্যে যেসব বস্তুগত দ্রব্য থাকে সেগুলোকে দৃশ্যমান রপ্তানি বলে। অপরদিকে, আমদানির মধ্যে যেসব বস্তুগত দ্রব্য থাকে তাকে দৃশ্যমান আমদানি বলে। এ সব দৃশ্যমান দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির মোট মূল্যের হিসাবকে বাণিজ্যের ভারসাম্য (Balance of Trade) বলে। সুতরাং **দৃশ্যমান আমদানির (Visible Imports) মোট মূল্য ও দৃশ্যমান রপ্তানির (Visible Exports) মোট মূল্যের পার্থক্যের বিবরণকে বাণিজ্যের ভারসাম্য বলে।** দৃশ্যমান রপ্তানি আয় দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়ের চেয়ে বেশি হলে তাকে অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য (Favourable Balance of Trade) বলা হয়। আর দৃশ্যমান রপ্তানি আয় দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কম হলে তাকে প্রতিকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য (Unfavourable Balance of Trade) বলা হয়।

বাণিজ্য থেকে লাভ (The Gains from Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্যিক লাভ অর্জন। নিজ মূল্যের চেয়ে অনুকূল মূল্যে বাণিজ্য করতে পারলে কোনো দেশ বাণিজ্য থেকে লাভবান হয়। অভ্যন্তরীণ মূল্য এবং আন্তর্জাতিক মূল্যের ব্যবধানের মাধ্যমে বাণিজ্য থেকে লাভ-লোকসান নিরূপণ করা যায়।

অতএব বাণিজ্যের ভারসাম্য তিন ধরনের হতে পারে—

১. **ভারসাম্য বাণিজ্য:** দৃশ্যমান রপ্তানি আয় = দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়। এক্ষেত্রে $X - M = 0$

২. **অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য:** দৃশ্যমান রপ্তানি আয় > দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়। এ অবস্থায় $B_T = (X - M) > 0$

৩. **প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য:** দৃশ্যমান রপ্তানি আয় < দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়। এ অবস্থায় $B_T = (X - M) < 0$

লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Payment)

বিভিন্ন দেশ শুধু বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীই আমদানি রপ্তানি করে না। অদৃশ্যমান সামগ্রীও (সেবা) আমদানি ও রপ্তানি করে। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বস্তুগত দ্রব্য ছাড়াও অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবার আদান-প্রদান হয়ে থাকে। যেমন— বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্রের খরচ, বৈদেশিক ঋণের সুদ ইত্যাদি। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পণ্য ও সেবাকর্ম আমদানির জন্য যে অর্থ প্রদান করে তাকে দেনা বলা হয়। আর একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পণ্য ও সেবাকর্ম রপ্তানি করে যে অর্থ পায় তাকে পাওনা বলা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরূপ মোট পাওনা ও দেনার হিসাবের বিবরণকেই লেনদেনের ভারসাম্য বলা হয়। লেনদেনের ভারসাম্য হলো কোনো দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

- ■ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক **সি. পি. কিন্ডেলবার্গের** মতে "একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের জনগণের সাথে অন্যান্য দেশের জনগণের সব প্রকার অর্থনৈতিক লেনদেনের সুবিন্যস্ত হিসাবকেই ঐ দেশের লেনদেনের ভারসাম্য বলা হয়।"
- ■ অর্থনীতিবিদ **বেনহামের** মতে, "একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একটি দেশের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যে আর্থিক লেনদেন হয় তার হিসাবকে লেনদেনের ভারসাম্য বলে।"

অতএব, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় প্রকার আমদানি ও রপ্তানির মোট মূল্যের হিসাবের বিবরণকে লেনদেনের ভারসাম্য বলে। লেনদেনের ভারসাম্যে পাঁচটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলো হলো—

১. বাণিজ্য ভারসাম্য (Balance of Trade)

২. অদৃশ্য বাণিজ্য (Invisible of Trade)

৩. অপ্রত্যাশিত রপ্তানি-আমদানি (Unexpected Trade)

৪. মূলধন আমদানি-রপ্তানি (Capital Transfer) এবং

৫. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (Foreign Exchange Reserve)

৮.১২ বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য
(Difference between Balance of Trade and Balance of Payment)

বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো—

নং	পার্থক্যের ভিত্তি	বাণিজ্যের ভারসাম্য	লেনদেনের ভারসাম্য
১.	সংজ্ঞাগত	দৃশ্যমান আমদানির মোট মূল্য ও দৃশ্যমান রপ্তানির মোট মূল্যের পার্থক্যের বিবরণকে বাণিজ্যের ভারসাম্য বলে।	কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয় প্রকার আমদানি ও রপ্তানির মোট মূল্যের হিসাবের বিবরণকে লেনদেনের ভারসাম্য বলে।
২.	পরিধিগত	বাণিজ্যের ভারসাম্য একটি দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের একটি অংশ মাত্র। সুতরাং বাণিজ্যের ভারসাম্য হলো আংশিক চিত্র।	লেনদেনের ভারসাম্য একটি দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের সামগ্রিক হিসাব প্রদান করে। সুতরাং লেনদেনের ভারসাম্য সামগ্রিক চিত্র।
৩.	ভারসাম্যের অবস্থা	বাণিজ্যের ভারসাম্য থেকে ভারসাম্যের প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না।	লেনদেনের ভারসাম্য থেকে ভারসাম্যের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়।
৪.	সম্পর্ক	বাণিজ্যের ভারসাম্য অনুকূল হলেও লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিকূল হতে পারে।	বাণিজ্যের ভারসাম্য প্রতিকূল হলেও লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূল হতে পারে।
৫.	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের অবস্থান নির্ণয়	বাণিজ্যের ভারসাম্য হতে একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় না।	লেনদেনের ভারসাম্য দ্বারা একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়।
৬.	উপাদান	বাণিজ্যের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দেনা-পাওনার শুধু সক্রিয় উপাদান বিবেচিত হয়।	লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দেনা-পাওনার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় প্রকার উপাদান বিবেচনা করা হয়।
৭.	হিসাবগত ক্ষমতা	বাণিজ্যের ভারসাম্য হিসাবগত অর্থে সব সময় ক্ষমতা থাকে না। অর্থাৎ কদাচিৎ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।	লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবগত অর্থে সর্বদাই ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেনের ভারসাম্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বাণিজ্যের ভারসাম্য একটি দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের আংশিক চিত্র এবং লেনদেনের ভারসাম্য একটি দেশের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের অবস্থান তার লেনদেনের ভারসাম্য দ্বারাই নির্ণীত হয়, বাণিজ্যের ভারসাম্য দ্বারা নয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আমদানি-রপ্তানির হিসাবের বিবরণকে কী বলা হয়? *[কু. বো. ২০২২]*
২. $B_T = (X - M) < 0$ বা $X < M$ কী নির্দেশ করে? *[চ. বো. ২০১৭]*
৩. রপ্তানির মধ্যে যেসব বস্তুগত দ্রব্য থাকে সেগুলোকে কী বলে?
৪. আমদানির মধ্যে যেসব বস্তুগত দ্রব্য থাকে তাকে কী বলে।
৫. দৃশ্যমান রপ্তানি আয় = দৃশ্যমান আমদানি ব্যয়কে কী বলে?
৬. $BT = (X - M) > 0$ কী নির্দেশ করে? *[ঢা. বো. ২০২৩]*

▶ উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. শ্রেণির কাজ

লেনদেনের ভারসাম্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্যের মধ্যে তিনটি পার্থক্য একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করো।

পাঠ ৭ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা

৮.১৩ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা (The Trend of Changes in International Trade in Bangladesh)

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্যে পরিবর্তন এবং দেশীয় বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তনের ফলে এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর তিনটি পণ্য রপ্তানি হতো। এগুলো হলো– পাট, চা ও চামড়া। ৭০-এর দশকে রপ্তানি আয় ছিল ৩৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, আর এখন সামগ্রিক রপ্তানি আয় প্রায় ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস: কোভিড-১৯ মহামারির প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইতিবাচক ধারায় ফিরতে শুরু করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮,৪৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কয়েকটি রপ্তানি পণ্যের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এর মধ্যে কৃষিজাত পণ্য (–০.৩৭%), রাসায়নিক দ্রব্য (১২.৩৮%), চামড়া (৩.৪৯%), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (২১.০৫%), কাঁচা পাট (–২৩.০৮%), নিটওয়্যার (৮.৯৮%), তৈরি পোশাক (ওভেন) (–০.২৭%), প্রকৌশল দ্রব্যাদি (–৩.১৫%) উল্লেখযোগ্য। *[উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪]*

দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়: দেশভিত্তিক রপ্তানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকার দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। এসময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে যথাক্রমে ৬১০৩.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪৩১২.১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের মোট রপ্তানির যথাক্রমে ১৫.৮৭ শতাংশ এবং ১১.২১ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলো: তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। দেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (১০.৫২%) ও ফ্রান্স (৫.৭০%)। *[উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২৪]*

আমদানি পরিস্থিতি: গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫২,১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়ে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪১০৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৫ শতাংশ কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আমদানিকৃত প্রাথমিক পণ্যসমূহের মধ্যে চালের আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে শিল্পজাত পণ্যসমূহের মধ্যে ভোজ্য তৈল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রীর আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। *[উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪]*

হোম টেক্সটাইল কী?

ঘরের ভেতরে যেসব দ্রব্য সমাগ্রী শোভাবর্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা 'হোম টেক্সটাইল। একে আবার হোমটেক বা ঘরোয়া টেক্সটাইলও বলে। যেমন: বিছানার চাদর, ফ্লোর মেট, পাপোস, বালিশের কাভার, দরজা-জানালার পর্দা ইত্যাদি। এটি বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির তালিকায় তৃতীয় স্থানে ওঠে এসেছে।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়: দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে ভারত। এ দুটি দেশ থেকে আমদানির পরিমাণ মোট আমদানির প্রায় ৪০ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে চীন থেকে ১২,৫৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ভারত থেকে ৫,৯১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। এ সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৮.৪৬ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৪২%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৪.৫১%)। [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪]

নিচে সারণিতে দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০১৯-২০	৬৬৬৩	১৪৩৬০	১৮৮৩	২০৯২	৩৮২	১০৮৪	১৫২৫	২৮৩৯	১৬২৩	২২৩৩৪	৫৪৭৮৫
২০২০-২১	১০৩৩৪	১৬৯৭৪	২৪৩৬	২৪৬৮	২৭৫	৯৭১	১৪৩৬	২৩৯৮	১৮০১	২৬৫০২	৬৫৫৯৫
২০২১-২২	১৫১৭৯	২৪২৫৫	৩০৬৬	৩৪০২	৩৩৪	১৪৬৬	২০০৬	৩১৯৩	২৯৬৬	৩৩২৯৫	৮৯১৬২
২০২২-২৩	১০০২১	২১১২৫	২২২৪	২৫৭৪	২৭৩	১২১২	১৫৪৭	২৬০৪	২৪১৯	৩১০৬৩	৭৫০৬২
২০২২-২৩*	৬৫২১	১৪৩৭৭	১৬২০	১৮৪৯	১৮৭	৮৬১	১০৫৩	১৭৫৩	১৬৯৩	২২২২৬	৫২১৯০
২০২৩-২৪*	৫৯১৮	১২৫৫৩	১৩৮৯	১৩৪৭	১৬৫	৬২৪	৭৫২	১৯৯০	১৪৮২	১৭৮৮৮	৪৪১০৮
শতকরা হার*	১৩.৪২	২৮.৪৬	৩.১৫	৩.০৫	০.৩৭	১.৪১	১.৭০	৪.৫১	৩.৩৬	৪০.৫৬	১০০.০০

*[উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। *জুলাই-ফেব্রুয়ারি।]*

নিচে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

১. **রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ:** আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য কিছুকাল পূর্বেও পাট, চা, চামড়া, প্রভৃতি কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হলো তৈরি পোশাক। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার অপ্রচলিত পণ্য যেমন— টাটকা ফল ও শাকসবজি, পান-সুপারি, তামাক, তাজা ফুল, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হচ্ছে। এতে করে রপ্তানি বাণিজ্যের কিছুটা বৈচিত্র্য এসেছে।

২. **শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি:** বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর হলেও সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য যেমন— তৈরি পোশাক, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। এখন দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৯৫.৭৬ ভাগ শিল্পজাতপণ্য থেকে আসে।

৩. **অপাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের তুলনায় অপাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. **বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস:** বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি এ খাতে আমদানি শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে।

৫. **মূলধনী দ্রব্যের আমদানি:** দেশকে শিল্পে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মূলধনী দ্রব্যের আমদানিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৬. **ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের প্রচলন:** ১৯৭৫ সালে এ স্কিম চালু করা হয়। স্কিমে বিদেশে কর্মরত চাকরিজীবীদের উপার্জিত অর্থ আমদানির সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমানে এ স্কিমের আওতায় আমদানি পণ্যের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

৭. **জনশক্তি রপ্তানি:** বর্তমানে জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে জনশক্তি রপ্তানি আয়ের একটি অন্যতম উৎসে পরিণত হয়েছে।

৮. **বৈদেশিক বাণিজ্য বিকেন্দ্রীকরণ:** বর্তমানে পশ্চিমা দেশসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

৯. **সার্কভুক্ত দেশের সাথে বাণিজ্য:** সার্ক গঠিত হওয়ার পর থেকে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

১০. **বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা:** কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। বর্তমানকালে খাদ্য ও কৃষি উপকরণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে বেসরকারি খাতে বাণিজ্যের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১. **নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা:** বৈদেশিক বাণিজ্যে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে। আমদানি নীতি ১৯৯৭-২০০২ এ কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজে পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সুতরাং, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে এবং বর্তমানেও পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ পরিবর্তন আশানুরূপ শুভ প্রভাব নিয়ে আসতে সক্ষম হলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতানুগতিক ধারার লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে 'ওয়েজ আর্নার স্কিম' চালু হয় কত সালে? *[চ. বো. ২০২২]*
২. বাংলাদেশের পণ্য সেবা রপ্তানি ও আমদানির শীর্ষে রয়েছে কোন দেশ? *[ঢা. বো. ২০২১]*
৩. বাংলাদেশ মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা কতভাগ শিল্পজাত পণ্য থেকে আসে?
৪. বাংলাদেশি পণ্যের দ্বিতীয় প্রধান আমদানিকার দেশের নাম কী?
৫. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে কত মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে?
৬. বাংলাদেশ কোন দুটি দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে?

▶ উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারায় পাঁচটি পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৮-১০

বাংলাদেশের প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসমূহ এবং বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়

৮.১৪ বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যসমূহ (Main Import Goods of Bangladesh)

একটি দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয় করলে তাকে আমদানি বলে। যে প্রক্রিয়ায় একটি দেশ অন্য দেশের পণ্য ও সেবা ক্রয় করে তাকে আমদানি বাণিজ্য বলে। বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্যসামগ্রীসহ বিভিন্ন শিল্পজাত ও মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে থাকে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যসামগ্রীর চিত্র তুলে ধরা হলো—

ক. **প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ:** সরাসরি কৃষি থেকে প্রাপ্ত পণ্যসমূহই হলো প্রাথমিক দ্রব্য। বাংলাদেশের আমদানিকৃত প্রাথমিক দ্রব্যসমূহের মধ্যে খাদ্যসামগ্রীই বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ৪৭৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সমপরিমাণ প্রাথমিক পণ্য আমদানি করে। নিচে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো:

১. **চাল:** চাল বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য। চাল উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বিধায় প্রতি বছর চাল আমদানি করতে হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চাল আমদানি করে।

২. **গম:** দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হিসেবে দেশে চালের পরেই গমের স্থান। চালের তুলনায় বাংলাদেশে গমের উৎপাদন কম হয়। সে কারণে চালের চেয়ে বেশি গম আমদানি করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১১৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সমপরিমাণ গম আমদানি করে।

৩. **তৈলবীজ:** বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে তৈলবীজ উৎপাদন কম হয়। কিন্তু তৈলবীজের চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সমপরিমাণ তৈলবীজ আমদানি হয়ে থাকে।

৪. **অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম:** জ্বালানি হিসেবে দেশে পেট্রোলিয়াম আমদানি বাধ্যতামূলক। তাই দেশের আমদানি পণ্যসমূহের মধ্যে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি অন্যতম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৬৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি করে।

৫. **তুলা:** বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটায় এখানে সুতা ও বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সঙ্গত কারণেই দেশে তুলা আমদানি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২২৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কাঁচা তুলা আমদানি করে।

খ. **প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ:** বাংলাদেশ এখনো শিল্পায়িত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। তাই শিল্পজাত পণ্যের আমদানির পরিমাণ দিনদিন বাড়ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি দাঁড়ায় ১০৪১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। নিচে শিল্পজাত পণ্য আমদানির বিবরণ উল্লেখ করা হলো:

১. **ভোজ্য তেল:** খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ভোজ্য তেলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ভোজ্য তেল আমদানি করা হয়।

২. **পেট্রোলিয়াম পণ্যসামগ্রী:** বাংলাদেশকে সবসময়ই পেট্রোলিয়াম সামগ্রী আমদানি করতে হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

৩. **সার:** কৃষিখাতে সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে সর্বদাই সার আমদানি করতে হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সার আমদানির পরিমাণ ২০৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪. **ক্লিংকার:** সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ক্লিংকার ব্যবহার হয়। যা আমদানির পরিমাণও দিন দিন বাড়ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ৬২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫. **স্টেপল ফাইবার:** বাংলাদেশ বিদেশ থেকে স্টেপল ফাইবার আমদানি করে থাকে। যা পোশাক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্টেপল ফাইবারের আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৬. **সুতা:** দেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটায় বস্ত্র শিল্পে সুতার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুতা আমদানি বাবদ মোট ব্যয় হয় ২০৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গ. **মূলধনী যন্ত্রপাতি:** কৃষিখাতের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের প্রয়োজনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে। এগুলোর মধ্যে ভারী যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইস্পাত, কলকজা, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রধান। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে আমদানি বাবদ ২৬২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়।

ঘ. **অন্যান্য পণ্যসামগ্রী:** উল্লিখিত দ্রব্যাদি ছাড়াও বাংলাদেশ কাপড়, ওষুধ, বাস, ট্রাক, রাবারজাত দ্রব্য, সুতি ও শিল্পবস্ত্র, ইলেক্ট্রনিকস্ দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, রং প্রভৃতি পণ্য আমদানি করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে আমদানি বাবদ ২৬২৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়। */উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২৪, পৃ-৭৪/*

৮.১৫ বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ (Main Export Goods of Bangladesh)

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য (Traditional Export Goods): বাংলাদেশ চিরাচরিতভাবে প্রথম থেকেই যেসব পণ্য বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করে আসছে সেগুলোকেই প্রচলিত পণ্য বলা যায়। নিচে এসব পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো—

১. **কাঁচাপাট:** বাংলাদেশে প্রচলিত রপ্তানি পণ্যগুলোর মধ্যে কাঁচাপাট অন্যতম। দেশে মোট কাঁচাপাটের উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৯৮.০৫ লাখ বেল। অভ্যন্তরীণ চাহিদা হচ্ছে মোট উৎপাদনের ৭৬ শতাংশ। কাঁচাপাট উৎপাদন ও রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, আইভরি কোস্ট, ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, জার্মানি, স্পেন, ইংল্যান্ড, মিশর, চীন, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। বিশ্বের প্রায় ৪০টিরও বেশি দেশে কাঁচাপাট রপ্তানি করা হয়।

২. **পাটজাত দ্রব্য:** রপ্তানি পণ্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে আসে। দেশের ৭৭টি পাটকলে উৎপাদিত চট, থলে, বস্তা, কার্পেট, সুতলি প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। ইরাক, ইরান, সুদান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যের ক্রেতা।

৩. **চা:** বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের মধ্যে চা এর স্থান দ্বিতীয়। বর্তমানে দেশে ১৬৭টি চা বাগান আছে এবং ২ লাখ ৮০ হাজার ৬৭ একর জমিতে চায়ের চাষ করা হয়। ২০২৩ সালে ১.০৪ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছিল।* উৎপন্ন চায়ের বেশির ভাগ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, মিশর, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়।

৪. **চামড়া:** বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হলো চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য। বাংলাদেশের ২২০টি ট্যানারি থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত চামড়া মধ্যে ৭৬% এর বেশি রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশের চামড়ার মান উন্নত বলে বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ পণ্যের উল্লেখযোগ্য ক্রেতা দেশ হলো– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি।

৫. **পেট্রোলিয়াম উপজাত পণ্য:** বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্যের মধ্যে ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল ও বিটুমিন উল্লেখযোগ্য। দেশের চাহিদা মেটানোর পর এগুলো বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) এ খাত থেকে রপ্তানি আয় ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।*

এছাড়াও কাগজ, নিউজপ্রিন্ট ও কাগজজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রতিবছর প্রায় ৩-৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়।

কাঁচাপাট রপ্তানি

অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৮-১৯	১১২
২০১৯-২০	১৩০
২০২০-২১	১০৬
২০২১-২২	২১৬
২০২২-২৩	১৩০
২০২৩-২৪*	১০০

পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি

অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৭-১৮	৮৭০
২০১৮-১৯	৭০৪
২০১৯-২০	৭৫২
২০২০-২১	৭৫৭
২০২১-২২	৬৫৪
২০২২-২৩	৪৮০
২০২৩-২৪*	৪৮২

চা রপ্তানি

অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৭-১৮	৩
২০১৮-১৯	৩
২০১৯-২০	৩
২০২০-২১	৩
২০২১-২২	২
২০২২-২৩	১
২০২৩-২৪*	৩

চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি

অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৯-২০	৭৯৭.৬০
২০২০-২১	৮৪৬.০৮
২০২১-২২	৬০০
২০২২-২৩	৪০০
২০২৩-২৪*	৪৩০

---

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪(জুলাই-ফেব্রুয়ারি)

খ. অপ্রচলিত পণ্য (Non-Traditional Export Goods): যেসব পণ্যসামগ্রী কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হতো না; কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি হচ্ছে এমন সব পণ্যকে সাধারণভাবে অপ্রচলিত পণ্য বলা হয়। নিচে প্রধান প্রধান অপ্রচলিত পণ্যের বিবরণ দেওয়া হলো—

১. **তৈরি পোশাক** (ওভেন)**:** বর্তমানে তৈরি পোশাক অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং আমেরিকায় বাংলাদেশি পোশাকের চাহিদা প্রচুর। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যথাক্রমে এ খাতে আয় হয়েছে ১৪,৩০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২৪,২৬৪ মিলিয়ন ডলার।*

২. **হিমায়িত খাদ্য:** বাংলাদেশ হতে টাটকা ও লোনামাছ, হিমায়িত গলদা চিংড়ি, হিমায়িত ইলিশ, ব্যাঙের পা এবং বিভিন্ন মাছের শুঁটকি রপ্তানি করা হয়। মোট রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যের মধ্যে চিংড়ি রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি হতে বাংলাদেশ ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যথাক্রমে ৩১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২৭৪ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।*

৩. **হোসিয়ারি দ্রব্য (নিটওয়্যার):** তৈরি পোশাকের মতো হোসিয়ারি দ্রব্য যেমন— গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার, সুতি পায়জামা, টাইড্স প্রভৃতি বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। এদেশ থেকে ক্রমবর্ধমান হারে হোসিয়ারি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে আয় হয়েছে ১৮,৫৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪. **হস্তশিল্পজাত দ্রব্য:** বাংলাদেশ কাঠ, বাঁশ, বেত, দড়ি, পাট ও বিভিন্ন ধাতব পদার্থ দ্বারা হাতে তৈরি জিনিস রপ্তানি করে। বিশ্ব বাজারে এ ধরনের শৌখিন ব্যবহার্য দ্রব্যের উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসব দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।*

৫. **কৃষিপণ্য:** বাংলাদেশ থেকে কতকগুলো কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— শাকসবজি, ফুল, ফল, গোল আলু, মশলা, পান-সুপারি প্রভৃতি। এসব পণ্যের ক্রেতা দেশ হলো যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ সব কৃষিপণ্য থেকে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৫৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।*

৬. **রাসায়নিক দ্রব্য:** বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কিছু পরিমাণ পরিশোধিত ও অপরিশোধিত সার এবং কিছু রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। ভারতসহ প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ এসব রাসায়নিক দ্রব্যের ক্রেতা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাসায়নিক দ্রব্যাদি রপ্তানি করে বাংলাদেশ ২২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে।*

৭. **অন্যান্য শিল্প পণ্য:** বাংলাদেশ আরও কিছু সংখ্যক নতুন অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি করে। অপ্রচলিত অন্যান্য দ্রব্যাদির মধ্যে গুড়, দিয়াশলাই, পারটেক্স, রেয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, বইপুস্তক ও সাময়িকী, ফিচারফিল্ম ইত্যাদি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ সব দ্রব্যাদি রপ্তানি করে মোট ৪০৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়।*

বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতি বছরই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে দেশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রপ্তানির প্রতি মনোযোগী হয়ে আমদানি হ্রাস করতে হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধির হার আরও বাড়াতে হবে।

৮.১৬ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় (Ways to Expand of Export of Bangladesh)

রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি:** দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যাবলির তাৎক্ষণিক সমাধান এবং রপ্তানি সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২. **রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পুনর্গঠন:** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে (EPB) পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা হয়েছে। এ সংস্থার প্রধান কাজ হলো রপ্তানি পণ্যের বাজার অনুসন্ধান, রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, রপ্তানি নীতি নির্ধারণ, সরকারকে পরামর্শ দান ও রপ্তানির সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন।

৩. **টাকার মূল্যমান যৌক্তিকীকরণ:** রপ্তানি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য টাকার বাস্তবভিত্তিক মূল্যমান নির্ধারিত হওয়া দরকার। সে উদ্দেশ্যে বর্তমানে টাকা রূপান্তরকরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

৪. **আমদানি নীতি উদারীকরণ:** রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি নীতি পূর্বাপেক্ষা সহজতর করা হয়েছে।

৫. **ট্যাক্স হলিডে:** দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

---

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪।

৬. **আয়কর রেয়াত:** পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য ছাড়াও অপ্রচলিত রপ্তানিদ্রব্যের আয়ের ওপর সরকার আয়কর রিবেটের সুবিধা প্রদান করছে। ফলে অপ্রচলিত পণ্যাদির রপ্তানি উৎসাহিত হবে এবং বৃদ্ধি পাবে।

৭. **রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প:** রপ্তানি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ভূমিকাকে আরও জোরদার করার জন্য এর পুনর্বিন্যাস সাধন করা হয়েছে। ফলে রপ্তানিকারীদের জন্য ঋণের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. **দ্রব্যের মান উন্নয়ন:** দ্রব্যের মান উন্নয়নের ফলে এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এতে করে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

৯. **বাণিজ্যিক ভ্রমণের সুবিধা:** রপ্তানি পণ্যের বিপণন প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে নবাগত রপ্তানিকারকদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০. **রপ্তানি ঋণ বৃদ্ধি:** রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ যোগানের জন্য ঋণ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে, বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঋণের সুদের হার হ্রাস করা হয়েছে এবং রপ্তানি ঋণ তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি বিশেষ রপ্তানি কোর্স চালু রয়েছে।

১১. **পশ্চাৎ সংযোগ ও সম্মুখ সংযোগ শিল্প স্থাপন:** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার ধরে রাখতে হলে পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যথা— সুতা, লেবেল, বোতাম, জিপার ইত্যাদি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই রপ্তানি আরও ব্যাপক হারে বাড়বে।

১২. **রপ্তানি দ্রব্যের প্রচার:** সরকার ও রপ্তানিকারকগণ রপ্তানিজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বা প্রচারণা করতে পারে। এতে রপ্তানিজাত দ্রব্যের প্রসার ঘটে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

১৩. **রপ্তানি মেলা:** আন্তর্জাতিক রপ্তানি মেলাতে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ নিজ উদ্যোগেও রপ্তানি মেলার আয়োজন করতে পারে।

EPZ কী?

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (Export Processing Zone)-কে সংক্ষেপে ইপিজেড বলা হয়। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা হয় চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়। দ্বিতীয়টি ১৯৯৩ সালে ঢাকার সাভারে। এছাড়া মোংলা (১৯৯৯), কুমিল্লা (২০০০), উত্তরা (২০০১), ঈশ্বরদী (২০০১), কর্ণফুলী (২০০৬) ও আদমজীতে (২০০৬) আরও ছয়টি ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশীয় ইপিজেডগুলোর মধ্যে রপ্তানির শীর্ষে আছে চট্টগ্রামের পতেঙ্গার ইপিজেডটি। এই ইপিজেডগুলোর বিভিন্ন প্রকল্পে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরসহ প্রায় ৩০টি দেশে বাংলাদেশ বিনিয়োগ করছে।

১৪. **রপ্তানি প্রশিক্ষণ:** রপ্তানি বাণিজ্যের সব আঙ্গিক ও পর্যাপ্ত সুবিধাদি সম্পর্কে রপ্তানিকারকদেরকে অবহিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি প্রশিক্ষণ জোরদার করা হচ্ছে।

১৫. **রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল বৃদ্ধি:** রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন, উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, বিপণন তথা রপ্তানির সার্বিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য এই তহবিল থেকে ঋণ ও সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

১৬. **পুরস্কার ঘোষণা:** রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারকদের উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। এর মধ্যে রাষ্ট্রপতির পদক, সিপিআই পদক উল্লেখযোগ্য।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রথম EPZ কোথায় অবস্থিত? *[জাবি E ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. স্টেপল ফাইবার কোন শিল্পের কাঁচামাল? *[ব. বো. ২০২২]*

৩. 'অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম' কোন ধরনের আমদানিকৃত পণ্য? *[য. বো. ২০২১]*

৪. ক্লিংকার কোন শিল্পের কাঁচামাল?

৫. বাণিজ্য বাধার উদাহরণ কী? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

৬. বাংলাদেশের প্রধান অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য কোনটি? *[রা. বো. য. বো. ২০২২]*

৭. Tax-holiday সুবিধা কারা পায়? *[দি. বো. ২০২১]*

৮. EPB এর পূর্ণরূপ কী? *[ঢাবি 'ঘ' ইউনিট ২০১৩-১৪; কৃবি 'বি' ইউনিট ২০১৪-২০১৫]*

▶ উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য তোমার তিনটি সুপারিশ তালিকায় উল্লেখ করো।

পাঠ ১১ ও ১২ বিশ্বায়নের ধারণা; বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ; বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব; বিশ্বায়নের সুবিধাবলি ও বিশ্বায়নের অসুবিধাবলি

৮.১৭ বিশ্বায়নের ধারণা (Concept of Globalization)

ইংরেজি 'Globe' থেকে Globalization শব্দটি এসেছে, যার অর্থ বিশ্বায়ন। এটা একটা প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া গোটা বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। জাতি-রাষ্ট্রের সীমানাকে তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করেছে।

বিশ্বায়ন হলো বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। বাণিজ্যকে বাধাহীনভাবে বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালাই হলো বিশ্বায়ন। আবার বিশ্বায়ন বলতে সারা বিশ্বে পণ্য ও পুঁজির অবাধ প্রবাহকে বোঝায়।

Globalization বা বিশ্বায়ন আজ বাস্তবতা। উৎপাদনের সকল উপকরণের আন্তর্জাতিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মিল-বন্ধনের দ্বারা একটি বিশ্বগ্রাম (Global Village) প্রতিষ্ঠা করাকে বিশ্বায়ন বলা হয়। বিশ্বায়নের প্রধান অনুষজ্ঞা হচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তি।

১৯৪৭ সালে জেনেভায় GATT চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে বিশ্বায়ন ধারণার সূত্রপাত হলেও নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে এর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। সেটি হলো গ্লোবালাইজেশন। বলা হয়ে থাকে, গোটা বিশ্বের বাসিন্দারা পরস্পরের সঙ্গে আগের চেয়ে অনেক বেশি সংযুক্ত। তথ্যসংবলিত অর্থনীতি আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত চলাচল করতে সক্ষম। বিশ্বের এক প্রান্তে তৈরি পণ্য ও সেবা প্রযুক্তি অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে ক্ষণিকের মধ্যে। আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও চলাচল আগের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমৃদ্ধ হয়েছে অর্থনীতি। বিশ্বায়ন বলতে সাধারণত অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকেই বোঝায়। বিশ্বায়ন হলো মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

- **বিশ্ব গ্রাম ধারণার প্রবক্তা ম্যাক-লোহানের** মতে, 'বৈশ্বিক পল্লি ধারণার পরিবর্তিত প্রতিরূপ হচ্ছে বিশ্বায়ন।'
- **রোনাল্ড রবার্টসন**-এর মতে, "বিশ্বের সংকোচন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা হলো বিশ্বায়ন।"
- **এন্থনি গিডেল**-এর মতে, "বিশ্বায়ন হলো বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের প্রগাঢ়করণ।"

সুতরাং, বিশ্বায়ন হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহ, বিনিয়োগের আন্তর্জাতিককরণ, বাজার উন্মুক্তকরণ এবং সীমানাবিহীন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাই এটি হলো একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যেখানে বিশ্ব ক্রমবর্ধমান আন্তঃসম্পর্কিত এবং আন্তঃযোগাযোগের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরোনো কাঠামো ও সীমানা অবলুপ্ত হচ্ছে এবং সৃষ্টি হচ্ছে এক বিশ্বসীমানা ও বিশ্বসম্প্রদায়। সুতরাং, বিশ্বের প্রতিটি অংশের সাথে অন্যান্য অংশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরতাই হচ্ছে বিশ্বায়ন।

৮.১৮ বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (Nature and Characteristics of Globalization)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবাহিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের বাজার উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করাই বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য। বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **পণ্য ও শ্রমের অবাধ প্রবাহ:** বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য ও শ্রম চলাচল করতে পারে বিধায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য ও শ্রমের অবাধ প্রবাহ বিশ্বায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২. **পুঁজির অবাধ প্রবাহ:** পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ বা মূলধনের অবাধ প্রবাহ বিশ্বায়নের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অদ্যাবধি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনের আন্তর্জাতিক গতিশীলতার পথ সম্প্রসারিত করছে।

৩. **বাজার উন্মুক্তকরণ:** বাজার উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চালু করাই হলো বিশ্বায়নের অন্যতম লক্ষ্য।

৪. **তথ্যের অবাধ প্রবাহ:** বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ সম্ভব হচ্ছে। উপগ্রহ সম্প্রসারণ প্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সমন্বয়ে বিশ্বজুড়ে এক ব্যাপক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরোনো কাঠামো ও সীমানা অবলুপ্ত করে একটি বৈশ্বিক অবকাঠামো তৈরি করাই হলো বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য।

৮.১৯ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব
(Impacts of Globalization on the Economy of Bangladesh)

বিশ্বায়নের পরিভাষাগুলো 'বিশ্বপল্লি', 'মুক্ত বাজার', 'সীমান্ত উন্মোচন' তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে লোভনীয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক হারে প্রবেশের মাধ্যমে বাজার থেকে পুঁজি আহরণ, বিনিয়োগ প্রভৃতির জন্য তাদের নিজ নিজ দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব বাণিজ্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিনিয়োগের নিয়মনীতি শিথিল করেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তাদের পুঁজিবাজার সম্প্রসারিত করে অধিক হারে মুনাফার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি, কল-কারখানার মেশিনপত্র, সেবা খাতের যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎকেন্দ্র, পাম্প হাউস, জেনারেটর, তেল-গ্যাস উত্তোলনের মেশিন প্রভৃতি সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করেছে।

বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন ও আর্থিক আধিপত্য বিস্তার। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্লোবাল কোম্পানিসমূহের সম্পদের এক বিশাল অংশই নিজ দেশের (Home Country) বাইরে অবস্থিত এবং কোনো কোনো গ্লোবাল কোম্পানির বিক্রির সিংহভাগই অনুষ্ঠিত হয় বহির্বিশ্বে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে অর্থনীতি বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত। ৮০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হলো:

১. **উন্নত প্রযুক্তির বিকাশ:** বিশ্বায়নের ফলে বহির্বিশ্বের নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে এদেশের মানুষ পরিচিত হচ্ছে। এতে অনেকে এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

২. **দেশীয় শিল্পের বিকাশ ব্যাহত:** বাংলাদেশের বাজার বিদেশি পণ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় এ দেশীয় শিল্পের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

৩. **রপ্তানি হ্রাস:** বিশ্বায়নের ফলে এদেশের রপ্তানি বাণিজ্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। রপ্তানি হ্রাস পেয়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **মেধা পাচার:** বিশ্বায়নের ফলে উন্নত জীবনযাপনের মোহে এদেশের দক্ষ ও মেধাবী জনগণ বিদেশে গমন করছে। এ মেধা পাচারের (Brain drain) ফলে দেশ মেধাশূন্য হয়ে পড়বে।

৫. **ধন-বৈষম্য বৃদ্ধি:** বিশ্বায়নের ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট হচ্ছে। ধনীরা সুবিধা পাচ্ছে এবং দরিদ্ররা সুবিধাবঞ্চিত হচ্ছে। সমাজের ধন-বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্ররা নিঃস্ব হচ্ছে।

৬. **অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি:** বিশ্বায়নের ফলে দেশে দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

৭. **অর্থনৈতিক মন্দার বিশ্বায়ন:** বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক মন্দা, 'বিশ্ব মন্দায়' রূপ নিয়েছে, যা আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসছে।

৮. **তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর বিরূপ প্রভাব:** অভ্যন্তরীণ অসুবিধা এবং বিশ্বায়নের কারণে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পে বর্তমানে চীন, ভারত, হংকং, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প গভীর সংকটে পড়তে পারে।

৯. **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন:** বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির অজ্ঞানে আজ বিদেশি অপসংস্কৃতি অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ অবস্থায় এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা পাবে না।

সুতরাং, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়নের সুফলগুলো মূলত বিশ্বের উন্নত ধনী দেশগুলোই বেশি ভোগ করছে। এদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাবই বেশি। তবে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে ইতিবাচক প্রভাব কাজে লাগাতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৮.২০ বিশ্বায়নের সুবিধাবলি (Advantages of Globalization)

বিশ্বায়নের ফলে বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থায় নতুন মাত্রাযুক্ত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. **পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহ:** বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবার অবাধ ও সহজ প্রবাহ। এর ফলে এক দেশের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সহজেই অন্য দেশে আমদানি বা রপ্তানি করা যায়।

২. **উপকরণের গতিশীলতা:** বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীব্যাপী উৎপাদনের শ্রম, মূলধন উপকরণের গতিশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করতে সক্ষম হচ্ছে। আবার বিনিয়োগকারীরা সহজেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাভজনক বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে।

৩. **উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিনিময়:** বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর যেকোনো দেশে উদ্ভাবিত নতুন উন্নত প্রযুক্তির বিনিময় এবং তার সুফল লাভ করা যাচ্ছে।

৪. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদনের উপকরণসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পূর্বের তুলনায় মোট উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. **বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি:** বিশ্বায়নের ফলে এক দেশে উৎপাদিত দ্রব্য সহজেই অন্য দেশের বাজারে প্রবেশ করতে পারে। ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। একচেটিয়া কারবার বিলুপ্ত হয়। ফলে দ্রব্য মূল্যও হ্রাস পায়।

৬. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন:** বিশ্বায়নের ফলে দেশের জনগণ আমদানির মাধ্যমে উন্নতমানের দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে সক্ষম হয়। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

৭. **সংস্কৃতির বিকাশ:** ইন্টারনেট, মিডিয়া ও বিভিন্ন মাধ্যমে এক দেশের জনগণ অন্য দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটছে।

৮.২১ বিশ্বায়নের অসুবিধাবলি (Disadvantages of Globalisation)

বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক আলোচনায় নানাবিধ সুবিধার কথা বলা হলেও বাস্তবে বহুবিধ সমস্যা বা অসুবিধা দেখা যায়। পশ্চিমা অর্থনীতিবিদেরা মতে, বিশ্বায়ন হলো পুঁজিবাদের বর্ধিতরূপ বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শোষণের নতুন হাতিয়ার। এছাড়াও বিশ্বায়নের আরও নানামুখী অসুবিধা নিচে তুলে ধরা হলো—

১. **অসম প্রতিযোগিতা:** বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে উন্নত দেশসমূহ সস্তায় উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী অনুন্নত দেশে রপ্তানি করছে। ফলে গরিব ও অনুন্নত দেশের শিল্পসমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

২. **অর্থনৈতিক শোষণ:** বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে পুঁজি ও তথ্য প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার অনুন্নত ও গরিব দেশগুলোর জন্য মোটেও অনুকূলে নয়। কারণ অর্থাভাবে তাদের পক্ষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব

হবে না। উন্নত ও ধনী দেশগুলোর পক্ষেই কেবল উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়। সেগুলো অনুন্নত ও গরিব দেশগুলোতে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন সম্ভব। ফলে ধনী দেশগুলোর হাতেই সম্পদ জমা হতে থাকে। অন্যদিকে, অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত হবে।

৩. **পুঁজিবাদের আগ্রাসন:** বিশ্বায়নের সুযোগে সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদ শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর ধনী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে এনে শোষণ করার মাধ্যমে বিশ্ব পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করছে।

৪. **দেশীয় সংস্কৃতির অবক্ষয়:** বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহের ধর্মীয় মূল্যবোধহীন অপসংস্কৃতি অনুন্নত দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে দেশীয় সংস্কৃতি কলুষিত হচ্ছে।

৫. **দেশীয় শিল্প ধ্বংস:** বিশ্বায়নের ফলে উন্নত দেশগুলোর উৎপাদিত পণ্য উন্নয়নশীল দেশের বাজারে অবাধে প্রবেশ করছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না।

৬. **দারিদ্র্য বৃদ্ধি:** বিশ্বায়নের ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা জোরালোভাবে বলা হলেও বাস্তবে উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য দূর হয়নি। কারণ বিশ্বায়নের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলো সমন্বয় করতে হিমশিম খাচ্ছে। ফলে দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলো কর্তৃক নয়। সম্রাজ্যবাদী কায়দায় শোষিত হওয়ায় তাদের দারিদ্রতা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. **মেধা ও সম্পদ পাচার:** বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শ্রম ও সম্পদের অবাধ চলাচলের সুযোগ গ্রহণ করে উন্নত দেশসমূহ অনুন্নত দেশ হতে নামমাত্র মূল্যে শ্রম ও সম্পদ ক্রয় করে।

৮. **তদারকি ব্যবস্থায় ত্রুটি:** বিশ্বায়নকে তদারক এবং সম্প্রসারণ করার জন্য গঠন করা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) যা শুধু ধনী ও পুঁজি সমৃদ্ধ দেশগুলোর অনুকূলে ও তাদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। ফলে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে বিশ্বায়ন একটি উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯. **পরিবেশ বিপর্যয়:** বিশ্বায়নের দরুন বিশ্বব্যাপী সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার এবং অধিক উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের ফলে পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বায়নের পক্ষে জোরালো যুক্তি থাকা সত্ত্বেও এ প্রক্রিয়ায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিশ্বায়ন ধারণাটির উদ্ভব ঘটে কোন দশকে? *[কু. বো. ২০২২]*

২. বিশ্বায়নের যুগে নতুন অর্থনীতি বিকাশে কার ভূমিকা মুখ্য? *[রা. বো. ২০২১]*

৩. বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রবক্তা কে? *[ঢবি 'ঘ' ইউনিট ২০১৬-১৭]*

৪. ইংরেজি কোন শব্দ থেকে Globalization শব্দটি এসেছে?

৫. কত সালে জেনেভায় GATT চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল?

► উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের পাঁচটি প্রভাবের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১৩

বৈদেশিক সাহায্য; বৈদেশিক সাহায্যের কারণ এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

৮.২২ বৈদেশিক সাহায্য (Foreign Aid)

সাধারণত বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদানকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য বিভিন্ন দাতা দেশ এবং সংস্থা থেকে যে ঋণ ও অনুদান পাওয়া যায় তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলা হয়। এ সাহায্য খাদ্য, ওষুধ, প্রকল্প, দান, অনুদান, ঋণ, আর্থিক ও কারিগরি যেকোনো ভাবেই হতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও সঞ্চয়-বিনিয়োগ এবং আমদানি-রপ্তানি অপরিহার্য হয়ে পড়ায় জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এদেশের জাতীয় আয়ের উৎস থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারা অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা প্রায় অসম্ভব। তাই উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশেষ সুবিধা প্রদান সাপেক্ষে একদেশ থেকে অপরদেশে সম্পদ হস্তান্তরকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। ব্যাপক অর্থে বৈদেশিক সাহায্য বলতে সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে সাময়িকভাবে অর্থ সম্পদ ও কারিগরি সহায়তাকে বোঝায়।

৮.২৩ বৈদেশিক সাহায্যের কারণ (Causes of Foreign Aid)

বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের কারণ মূলত তিনটি। যথা— ১. বাণিজ্যিক স্বার্থ, ২. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, ৩. অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। অধিকাংশ বৈদেশিক সাহায্য যে মানবিক কারণে দেওয়া হয় না তাতে কোনো সংশয় নেই। বৈদেশিক সাহায্য দেওয়ার সময় দাতাদেশ গ্রহীতাদেশের ওপর রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করে কিংবা দেশের বৈদেশিক নীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বৈদেশিক সাহায্যের কারণসমূহ প্রবাহচিত্রে দেখানো হলো–

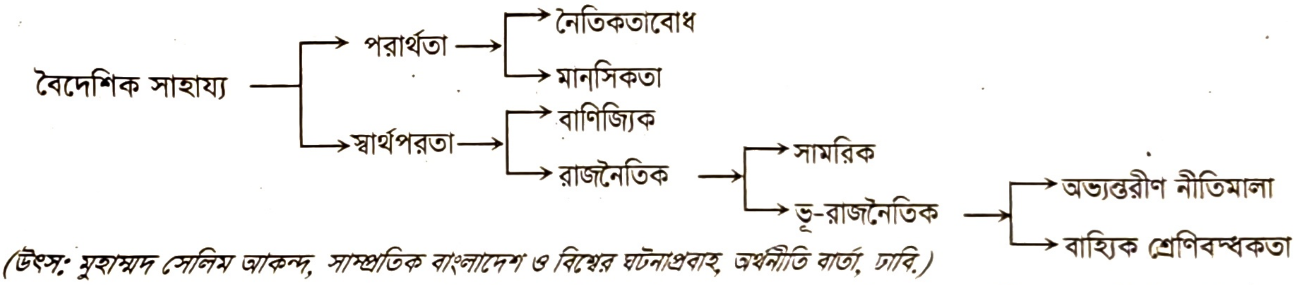

(উৎস: মুহাম্মদ সেলিম আকন্দ, সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ, অর্থনীতি বার্তা, ঢাবি.)

১. **বাণিজ্য ব্যবধান দূর করা:** দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নের জন্য একটি দেশে আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানির প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি আয় কম অথচ চলতি আমদানি ব্যয় বেশি। অল্প পরিমাণ রপ্তানি আয় দিয়ে অধিক আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করা সম্ভব হয় না। ফলে বাণিজ্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এই ব্যবধান দূর করার জন্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বাহ্যিক উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের মেয়াদি ঋণ বা সাহায্য গ্রহণ করে।

২. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** অনেক সময় কোনো দেশ আকস্মিকভাবে বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়তে পারে। এমন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানির বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য তারা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

৩. **খাদ্য ঘাটতি পূরণ:** অনেক দেশ আছে যাদের নিয়মিতভাবে খাদ্য ঘাটতি থাকে। এই খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য এসব দেশ বিদেশ থেকে খাদ্য সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

৪. **কারিগরি ব্যবধান দূর করা:** অনুন্নত দেশে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তি তুলনামূলকভাবে কম। অথচ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তির কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদন কৌশলও আধুনিক ও যুগোপযোগী নয়। এজন্য এসব দেশ কারিগরি ব্যবধান দূর করার জন্য বিদেশ থেকে কারিগরি সাহায্য নিতে পারে।

৫. **সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান দূর করা:** উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় কম। অথচ বিনিয়োগ চাহিদা বেশি। বিনিয়োগ অপেক্ষা সঞ্চয় এসব দেশে কম হয়। একেই সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান বলে। এই ব্যবধান দূর করার জন্য অনুন্নত দেশ বিভিন্ন উৎস থেকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

৬. **দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের অর্থসংস্থান:** দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন অবকাঠামোগত প্রকল্প দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। এই লক্ষ্যেও কিছু দেশ বিভিন্ন বৈদেশিক উৎস থেকে সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

৭. **দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি:** বৈদেশিক মূলধন (সাহায্য) প্রবাহের মাধ্যমে সম্পদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জিত হয়। ফলে সাহায্য গ্রহণকারী দেশে উৎপাদন বাড়ে।

৮. **সম্পদের কাম্য ব্যবহার:** অনেক উন্নয়নশীল দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। মূলধনের অভাবে এসব সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয় না। বিদেশি সাহায্য বা ঋণ এরূপ সম্পদ উত্তোলন এবং কাম্য ব্যবহারে সহায়তা করতে পারে।

৯. **বিনিয়োগ প্রসার:** উন্নয়নশীল দেশে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগকারীর ক্ষমতা সীমিত। তাই বৈদেশিক বিনিয়োগ এখানে যথেষ্ট প্রয়োজন। দেশীয় বিনিয়োগকারীরাও বিনিয়োগ করার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

১০. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** দ্রুত উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা সাহায্য। একটি দেশ তার বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও প্রচুর বিদেশি সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

৮.২৪ বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Foreign Aid in Bangladesh)

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। তেল, গ্যাস ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ, আবিষ্কার ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিদেশি প্রযুক্তির প্রতি আমাদের নির্ভর করতে হয়। তাই বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও কারিগরি ব্যয় মেটানোর জন্য বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের প্রয়োজন হয়।

২. যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সেতু, কালভার্ট মেরামত অথবা নতুনভাবে তৈরির প্রয়োজন হয়। এসবের জন্য বিদেশি মুদ্রা এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন রয়েছে, যা বাংলাদেশে ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়াও যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন মটর যান, জাহাজ, রেল, বিমান ইত্যাদির চাহিদা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। তাই বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ৩৭.৪৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছিল। এই বিপুলসংখ্যক পণ্য আমদানির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা নেই বলেই বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়।

৪. বিজ্ঞানের যুগে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষ জনশক্তি থাকা প্রয়োজন। এদেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। তাই দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈদেশিক ঋণের বিনিময়ে বিদেশে জনশক্তি প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এরূপ বিনিয়োগকে মূলধনী বিনিয়োগ বলা হয়।

৫. কৃষিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য সবুজ সার ও গোবর সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। বাংলাদেশে কৃষিকার্যে রাসায়নিক সার ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে বিধায় বিদেশ থেকে আমদানি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করতে হয়। কখনো এসব মূল্য পরিশোধের জন্য বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের প্রয়োজন হয়।

৬. মূলধন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। তাই এখাতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় না বলেই বিদেশ থেকে তা আমদানি করতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নগদ মূল্যে যন্ত্র আমদানি অসম্ভব। তাই ঋণের মাধ্যমে এসব সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

৭. বাংলাদেশের জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় গড়ে ২৭৮৪ মার্কিন ডলার। এটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। তাই আমাদের জাতীয় সঞ্চয়ও খুব কম। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সম্পদ আহরণ, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য জরুরি কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্যই বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন হয়।

৮. স্বাধীনতা লাভ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান লাভ করেছে তার বেশির ভাগ অপচয় কিংবা অমূলধনী খাতে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করার জন্য ভবিষ্যতে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ওপর সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন দেশ থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য পায়? *[ব. বো. ২০১৬]*

২. বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের কারণ মূলত কয়টি?

৩. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদানকে কী বলে?

৪. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কত লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছিল?

৫. বাংলাদেশের জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় কত মার্কিন ডলার? *[চবি 'ঘ' ইউনিট ২০২২-২৩]*

▶ উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বৈদেশিক সাহায্য অপেক্ষা অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য বাংলাদেশের জন্য উত্তম— এ প্রসঙ্গে পাঁচটি বাক্য লেখো।

পাঠ ১৪ বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিভেদ ও বৈদেশিক সাহায্যের উৎস

৮.২৫ বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিভেদ (Types of Foreign Aid)

বৈদেশিক সাহায্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. অনুদান বা অনুদানিক সাহায্য, খ. রিলিফ সাহায্য এবং গ. ঋণ। অনুদানের কোনো অর্থ ফেরত দিতে হয় না। এটা উন্নয়ন কাজে সহায়তা করার জন্য প্রদান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, অপ্রচলিত প্রযুক্তি স্থানান্তর কিংবা মানবিক কারণেও অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। আবার রিলিফ সম্পূর্ণ মানবিক কারণে এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ঋণের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্তযুক্ত থাকে। ঋণের সুদ ও আসল দুটিই নির্ধারিত সময়ে ফেরত দিতে হয়। নিচে বৈদেশিক সাহায্যের আরও শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ করা হলো—

১. **প্রকল্প সাহায্য:** একটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যে সাহায্য গ্রহণ বা প্রদান করা হয় তা বোঝায়। যেমন: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প ইত্যাদি।

২. **পণ্য সাহায্য:** পণ্যের আকারে যে বৈদেশিক সাহায্য গৃহীত হয় তাকে পণ্য সাহায্য বলা হয়। যেমন— কাঁচামাল, খাদ্য, ওষুধপত্র ইত্যাদি।

৩. **কারিগরি সাহায্য:** উন্নত দেশসমূহ অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশসমূহকে কারিগরি সাহায্য প্রদান করে থাকে। অনুন্নত দেশে দক্ষ কারিগর প্রেরণ, কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাহায্য দেয়া ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য প্রদান করা হয়। এ ধরনের সাহায্যকে কারিগরি সাহায্য বলা হয়।

৪. **অর্থ সাহায্য:** দাতা দেশসমূহ যদি অর্থের আকারে সাহায্য প্রদান করে থাকে তাহলে তাকে অর্থ সাহায্য বলা হয়। এ সাহায্যের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশ অনেক সময় খাদ্য সাহায্য দিয়ে থাকে। সাহায্য গ্রহণকারী দেশ এসব খাদ্যদ্রব্য দেশের মধ্যে বিক্রয় করে যে অর্থ পায় তা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে ব্যয় করে থাকে। এ ধরনের সাহায্যকে টাকা বা অর্থ সাহায্য বলা হয়।

৫. **সামরিক সাহায্য:** কোনো দাতা দেশ কর্তৃক গ্রহীতা দেশকে প্রতিরক্ষা খাতে যেসব সাহায্য প্রদান করে থাকে তাকে সামরিক সাহায্য বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ বিশেষত আমেরিকা এবং রাশিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনেক সামরিক এবং প্রতিরক্ষা খাতে সাহায্য প্রদান করে থাকে।

৬. **বৈদেশিক বিনিয়োগ:** অনেক সময় উন্নত দেশের বেসরকারি উদ্যোক্তা ও পুঁজিপতিগণ অনুন্নত দেশে প্রত্যক্ষভাবে পুঁজি বিনিয়োগ (FDI) করে অথবা শিল্পের শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করে পরোক্ষভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে। এ ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুঁজি বিনিয়োগকে বেসরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগ বলা হয়।

৭. **শর্তযুক্ত ও শর্তমুক্ত সাহায্য:** যে সাহায্যের সাথে নমনীয় বা কঠিন শর্তযুক্ত থাকে তাকে শর্তযুক্ত সাহায্য এবং যে সাহায্যে সাথে কোনোরূপ শর্ত যুক্ত থাকে না তাকে শর্তমুক্ত সাহায্য বলে।

বাংলাদেশে বিদেশি ঋণদাতাদের মধ্যে রয়েছে বিশেষ বিশেষ দেশ, বহুজাতিক অর্থসংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিকরণ হয় সাহায্যের শর্ত, উৎস ও ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তিতে। নানা ধরনের বৈদেশিক সাহায্য হলো ঋণ ও অনুদান, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সাহায্য, খাদ্য সাহায্য, পণ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরি সাহায্য।

৮.২৬ বৈদেশিক সাহায্যের উৎস (Sources of Foreign Aid)

বাংলাদেশের জন্য প্রধান প্রধান বৈদেশিক সাহায্যের উৎস হলো জাপান, চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইইসি, জাতিসংঘ, ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক, ওআইসি, ওপেক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ইত্যাদি। তবে বাংলাদেশ আরও অনেক বন্ধু দেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ উল্লিখিত দেশ বা সংস্থাগুলো থেকে প্রায় ১০০১২.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাহায্য লাভ করে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৯৯৭.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাহায্য লাভ করে। *[উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৪]*

উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ/সংস্থা	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২৪*
আইডিএ	১৭৩৯.৬৯	১৮৯৮.১৭	৮৭৭.৮৭
জাপান	২৩১৪.৭৭	১৯৩৫.৭৯	১০৪২.১৪
এডিবি	২৬২৮.৬৬	১৭৮৭.৮৩	১৩০১.৬৪
যুক্তরাষ্ট্র	১৪৩.৭৬	১৪৮.১২	–
জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ	২৪৪.৮৪	২৫১.৩৬	৪৭.০৬
জার্মানি	২০.৪৪	–	–
যুক্তরাজ্য	১.৮৪	৩৭.৬৪	২১.৩০
ইইউ	১৫.৫৭	–	–
সৌদি আরব	১৬.৪১	২৪.৩৯	–
ডেনমার্ক	৬.৯৫	৩৯.৭৬	৬.৯৬
ফ্রান্স	১৫৮.৩৫	–	–
ইউনিসেফ	৩৪.৭৬	১৫.৩১	২.০২
ভারত	৩২৭.৮৭	–	–
আইডিবি	১০০.৬৪	–	–
ইফাদ	৫৭.৫১	–	–
কুয়েত	১৯.৬৬	১৪৮.২৭	৩১.৬১
ওপেক	১১৯.২৩	৮৩.৩১	৬২.১৯
দঃ কোরিয়া	১৯০.৩০	৩৩৭.০৫	১৯৬.১৩
চীন	৯৮৯.৫৩	–	–
রাশিয়া	১৪৩৪.০৬	৬০.৩৯	৩২.৬৩
অন্যান্য	৩৯৩.২৯	৭৭.৯১	৩.৯২
		১১.১৫	১০.৪৮
		১২.১৬	২.৩৫
		৮২.২৮	১৪৭.৪১
		–	–
		১১৩২.৭৯	৩৬১.৭১
		৯৭৫.২৪	৮০৭.৫০
		৯৫৪.০০	৪২.৫৯
মোট	**১০৯৬৯.২৯**	**১০০১২.৯০**	**৪৯৯৭.৫২**

*উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, * ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত পৃ. ৩৪৩।*

জেনে রাখো

স্বাধীনতা পরবর্তী চার দশকে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে মোট এডিপি বন্টনের তিন-চতুর্থাংশ ছিল বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট। ১৯৯০ সালের দিকে অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো চালু করতে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা অনেকটা কমে যায়। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় গড়ে ৫১ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য থেকে অর্থায়ন করা হতো। যা ১৯৯১-২০০০ পর্যন্ত ৪৪ ভাগ এবং ২০০১-২০১০ পর্যন্ত ৩৭ ভাগে হ্রাস পেয়েছে। *(তথ্যসূত্র: erd.portal.gov.bd)*

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৈদেশিক সাহায্য কয় ধরনের?
২. পণ্যের আকারে যে বৈদেশিক সাহায্য গৃহীত হয় তাকে কী বলে?
৩. দাতা দেশসমূহ যদি অর্থের আকারে সাহায্য প্রদান করে তাকে কী বলে?
৪. FDI কী?

► উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়ের উৎসগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ ১৫ ও ১৬

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য; বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য

৮.২৭ বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Foreign Trade and Foreign Aid)

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। আর বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের দুটি পথ রয়েছে। এদের একটি হলো বৈদেশিক সাহায্য এবং অন্যটি বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করার পূর্বে এ দুইয়ের ধারণা দেওয়া যাক। বৈদেশিক বাণিজ্য হলো দুই বা ততোধিক স্বাধীন দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবাসমূহের বিনিময় যা আর্থিক বা দ্রব্যের আকারে হতে পারে। তা অবশ্যই নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আর বৈদেশিক সাহায্য হচ্ছে একটি দেশ অন্য দেশকে শর্তযুক্ত বা শর্তহীন বা উভয়ই শর্তের প্রেক্ষিতে দ্রব্য, সেবা, আর্থিক, অ-আর্থিক সহযোগিতা এবং এটি সর্বদাই একমুখী হয়। এই দুটো ধারণা থেকে নিম্নোক্ত পার্থক্য উল্লেখ করা যায়।

১. দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে নেওয়ার জন্য দাতা দেশ ও সংস্থা থেকে শর্তহীন ও শর্তযুক্তভাবে যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ গ্রহণ করে তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে।

২. বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বিমুখী। কাজেই দুটি দেশের সমঝোতার ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য সংগঠিত হয়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক সাহায্য মূলত একমুখী। এক্ষেত্রে দাতা দেশ সাহায্য গ্রহণকারী দেশকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানান শর্ত চাপিয়ে দেয়।

৩. বাণিজ্য মূলত নির্দিষ্ট সময়ের লেনদেনের ব্যাপার। অন্যদিকে, আর্থিক সাহায্য শুধু দেনার দিক।

৪. বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল কারণ অর্থনৈতিক। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দুটি দেশে ভিন্ন হলেই তাদের মধ্যে বাণিজ্য সংগঠিত হয়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক সাহায্যের কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য হতে ভিন্ন। কারণ শুধু অর্থনৈতিক কারণ নয় রাজনৈতিক ও মানবিক কারণেও দাতা দেশ বা সংস্থা বৈদেশিক সাহায্য করতে পারে।

৫. বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও তা গৌণ। কিন্তু সাহায্যের বেলায় এটি অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের অভিজ্ঞতায় এর প্রমাণ মিলে। এ কারণে সাহায্যের উদ্দেশ্য বাণিজ্যের উদ্দেশ্য অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত বলা যায়।

৬. বাণিজ্যের কোনো মানবিক দিক নেই। এক্ষেত্রে কোনো দেশ দ্রব্য ও সেবা রপ্তানি করলে বিদেশ থেকে আয় উপার্জন করতে পারে। আবার বিদেশ থেকে পণ্য ও সেবা আমদানি করলে দেশকে এর জন্য ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সাহায্যের মানবিক দিক আছে। যেমন: কোনো গরিব দেশকে অনেক ধনী দেশ সাহায্য বা অনুদান দিতে পারে।

৭. বৈদেশিক বাণিজ্যে অসংখ্য লোক জড়িত থাকে কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য আদান-প্রদান মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানসহ গুটিকয়েক লোক সংশ্লিষ্ট থাকে।

অতএব, বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেরূপ ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়, বৈদেশিক সাহায্যে তা সম্ভব হয় না। বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমুখী চুক্তিভিত্তিক বিষয়, সাহায্যের ক্ষেত্রে তা ততটা নয়। বৈদেশিক বাণিজ্য শুভ ফলাফল বয়ে আনে, কিন্তু সাহায্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতিবন্ধক।

৮.২৮ বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য (Trade Vs Foreign Aid)

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি সম্ভাবনাময় দেশ। এদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। ফলে এসব যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে দুটি বিকল্প পথ রয়েছে যথা: ক. বৈদেশিক বাণিজ্য খ. বৈদেশিক সাহায্য। নিচে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য না বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত তা আলোচনা করা হলো:

ক. বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীলতার সুবিধা

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কখনো বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হতে হলে এসব দেশকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। নিচে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীলতার সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **প্রাকৃতিক সম্পদের সদব্যবহার:** বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে এসব প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। দেশের জনসাধারণ এসব প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য কম দামে ক্রয় করতে পারে। ফলে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি হ্রাস পায়।

২. **প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়:** বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে উন্নয়নশীল দেশের জনগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। এতে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৩. **রপ্তানি আয়:** বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ করা যায়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৪. **স্বাধীনভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন:** বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল হলে স্বাধীনভাবে প্রত্যেকটি দেশ নিজের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। কেননা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হলে সাধারণত সাহায্য প্রদানকারী দেশের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এর ফলে জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল হলে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্বাধীনভাবে খরচ করা যায় এবং দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

৫. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:** বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্বারোপকারী দেশসমূহের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বিদেশিরা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ফলে দেশে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

৬. **একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ:** বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধ করে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ফলে পণ্যের গুণগত মান উন্নত হয় এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ভোক্তাগণ স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের পণ্য বা সেবা ভোগ করতে পারে।

৭. **আত্ম-নির্ভরশীলতার মনোভাব:** বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। এতে প্রত্যেকটি দেশ তার নিজস্ব ভূখণ্ডের প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহী হয়। ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায় ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। কেননা বৈদেশিক সাহায্য নয়, বৈদেশিক বাণিজ্যই একটি দেশকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে।

খ. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার অসুবিধা

একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অতিমাত্রায় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার অসুবিধা আলোচনা করা হলো:

১. **বিদেশিদের স্বার্থ সংরক্ষণ:** বিদেশি দাতা সংস্থা বা দেশগুলো নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া বিদেশি উদ্যোক্তাগণ তাদের অর্জিত মুনাফা নিজ দেশে প্রেরণ করে। ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদের এক বৃহৎ অংশ মুনাফা আকারে বিদেশে চলে যায়।

২. **কঠিন শর্ত:** বিভিন্ন দাতা বা সংস্থাসমূহ তাদের ঋণের বিপরীতে বিভিন্ন শর্তারোপ করে। অনেক ক্ষেত্রে এসব শর্ত সাহায্য গ্রহণকারী দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৩. **উচ্চ সুদের হার:** বৈদেশিক দাতা সংস্থা বা দেশসমূহ ঋণ সহায়তা প্রদানের সাথে সাথে উচ্চ হারে সুদ প্রদান শর্ত জুড়ে দেয়। ফলে ঋণের বিপরীতে সুদের হারও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ফলে ঋণ গ্রহণকারী দেশের পক্ষে ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের সার্ভিস চার্জ ছিল ০.৭৫%। [সূত্র: বিশ্ব ব্যাংক]

৪. **সম্পদের অপব্যবহার:** বিদেশি উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। তাই তারা যথেচ্ছাভাবে সম্পদের ব্যবহার করে। ফলে সম্পদের অপচয় বৃদ্ধি পেয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৫. **অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা:** বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা দেশের অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা আনয়ন করে। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অনেক সময় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া দেশের বাজেটের একটি বিরাট অংশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য সময়মতো ও যে পরিমাণ প্রত্যাশা করা হয় তা পাওয়া যায় না। ফলে বৈদেশিক সাহায্যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়।

৬. **মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি:** বৈদেশিক সাহায্যের নামে অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশে অতিরিক্ত অর্থ আগমনের ফলে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়।

৭. **পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি:** বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। এর ফলে দেশটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে পিছিয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে সাহায্য নয় বাণিজ্যই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করা উচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৈদেশিক বাণিজ্যের কয়টি দিক রয়েছে?
২. বৈদেশিক সাহায্য মূলত কয়মুখী?
৩. বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল কারণ কী?
৪. বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের সার্ভিস চার্জ কত ছিল?
৫. মানবিক দিক নেই কোন বাণিজ্যে?

► উত্তরের জন্য ৩৬৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বৈদেশিক বাণিজ্যের পাঁচটি ইতিবাচক দিক তালিকায় লেখো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ : ১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য; ২. অ্যাডাম স্মিথ; ৩. ২ প্রকার; ৪. দাস বিক্রি; ৫. আন্তর্জাতিক; ৬. সংরক্ষিত।

পাঠ-২-৪ : ১. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য; ২. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য; ৩. অবাধে; ৪. অভ্যন্তরীণ; ৫. World Trade Organization; ৬. European Free Trade Association; ৭. SAPTA; ৮. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে; ৯. প্রবাসীদের।

পাঠ-৫ : ১. ডেভিড রিকার্ডো; ২. ১৮১৭; ৩. অ্যাডাম স্মিথ; ৪. ডেভিড় রিকার্ডো; ৫. ডেভিড রিকার্ডো; ৬. অ্যাডাম স্মিথ।

পাঠ-৬ : ১. লেনদেনের ভারসাম্য; ২. প্রতিকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য; ৩. দৃশ্যমান রপ্তানি; ৪. দৃশ্যমান আমদানি; ৫. ভারসাম্য বাণিজ্য; ৬. অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য।

পাঠ-৭ : ১. ১৯৭৫; ২. যুক্তরাষ্ট্র ও চীন; ৩. প্রায় ৯৫.৭৬ ভাগ; ৪. জার্মানি; ৫. ১৯৯০; ৬. চীন ও ভারত।

পাঠ-৮-১০ : ১. চট্টগ্রাম EPZ; ২. পোশাক শিল্প; ৩. শিল্পজাত প্রাথমিক পণ্য; ৪. সিমেন্ট; ৫. শুল্ক; ৬. তৈরি পোশাক; ৭. রপ্তানিকারকরা; ৮. Export Promotion Bureau।

পাঠ-১১ ও ১২ : ১. পঞ্চাশ-এর দশকে; ২. তথ্য প্রযুক্তি; ৩. ম্যাক-লোহান; ৪. Globe; ৫. ১৯৪৭।

পাঠ-১৩ : ১. জাপান; ২. তিন; ৩. বৈদেশিক সাহায্য; ৪. প্রায় ৩৭.৪৯ লক্ষ টন; ৫. ২৭৬৫।

পাঠ-১৪ : ১. তিন; ২. পণ্য সাহায্য; ৩. অর্থ সাহায্য; ৪. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ।

পাঠ-১৫ ও ১৬ : ১. দুটি; ২. একমুখী; ৩. অর্থনৈতিক; ৪. ০.৭৫%; ৫. বৈদেশিক বাণিজ্যে।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময় আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতিভুক্ত মানুষের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময়-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। যেমন: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যশোরের কাঁচা পণ্য ঢাকাতে এনে বিক্রি করলে অথবা ঢাকার উৎপাদিত পণ্য গ্রামাঞ্চলে নিয়ে বিক্রি করলে তা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে নির্দেশ করে। এরূপ বাণিজ্য একই মুদ্রা, রাজস্বনীতি ও দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে পরিচালিত হয়।
বিশেষীকরণ	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুক্ত বা অবাধ বাণিজ্য পরিচালিত হলে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। এর ফলে তুলনামূলক ব্যয়নীতির ভিত্তিতে যে দেশ যেসব দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা পায়, সে দেশ সেসব দ্রব্য উৎপাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠে।
রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ	আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য কিছুকাল পূর্বেও পাট, চা, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে এসব প্রচলিত পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার অপ্রচলিত পণ্য যেমন— তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করা হচ্ছে। এতে করে রপ্তানি বাণিজ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য এসেছে।
বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য	বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহকে সময়ের মানদণ্ডে প্রচলিত রপ্তানি পণ্য ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যে বিভক্ত করা হয়। বাংলাদেশ চিরাচরিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে যেসব পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে সেগুলোকে প্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলে। যেমন: কাঁচাপাট, চা, চামড়া প্রভৃতি। অন্যদিকে যেসব পণ্য কিছুদিন আগেও রপ্তানি হতো না কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি হচ্ছে এসব পণ্যকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়। যেমন: তৈরি পোশাক, সার, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি।

রপ্তানি বাণিজ্য	একটি দেশ অন্য একটি দেশে পণ্য ও সেবা বিক্রি করলে তাকে রপ্তানি বলে। যে প্রক্রিয়ায় একটি দেশ অন্য একটি দেশে পণ্য ও সেবা বিক্রয় করে, তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাতদ্রব্য ইত্যাদি।
ওয়েজ আর্নার্স স্কিম	ওয়েজ আর্নার্স স্কিম ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে চালু করা হয়। স্কিমে বিদেশে কর্মরত চাকরিজীবীদের উপার্জিত অর্থ আমদানির সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমানে এ স্কিমের আওতায় আমদানি পণ্যের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।
প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য	বাংলাদেশ যেসব দ্রব্য অনেক আগে থেকে বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে আসছে, সেগুলোকে প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলে। যেমন— কাঁচাপাট, চা, চামড়া, ন্যাপথা, ফার্নেস ওয়েল ও বিটুমিন উল্লেখযোগ্য।
অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য	কিছুদিন পূর্বেও যেসব দ্রব্য বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হতো না, কিন্তু সাম্প্রতিককালে করা হয়, তাকে অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্যের মধ্যে তৈরি পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, শাকসবজি ও ফলমূল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
শুল্ক রেয়াত	রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহদানের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর হতে আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। যা শুল্ক রেয়াত হিসেবে গণ্য করা যায়।
ট্যাক্স হলিডে	কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সরকার যখন বিশেষ শিল্পে ট্যাক্স ছাড় দেয় তাকে ট্যাক্স হলিডে বলে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
বিশ্বায়ন	বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা অধিক জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী অধিক বাজার, অধিক ব্যবসায় এবং অধিক অর্থনীতির মধ্যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটায়। অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি অংশের সাথে অন্যান্য অংশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরতাই হচ্ছে বিশ্বায়ন।
বৈদেশিক সাহায্য	সাধারণভাবে বৈদেশিক সাহায্য বলতে বিদেশি সরকার অথবা সরকার কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিমিত্তে সহজশর্তে প্রদত্ত এক ধরনের আর্থিক বা মূলধন ঋণ ও অনুদানকেই বুঝায়। বৈদেশিক সাহায্য তিন ধরনের হয়ে থাকে: ১. ঋণ ২. মঞ্জুরি ৩. বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ।
অনুদান	কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য এক দেশের সরকার অন্য দেশের সরকারকে যে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে তাকে অনুদান বলে। এ অনুদানের অর্থ ফেরত দিতে হয় না।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধারণা

প্রশ্ন-১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি কী? *[আলিম ২২]*

উত্তর: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হলো আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ।

■ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

প্রশ্ন-২. আমদানি কাকে বলে?

উত্তর: একটি দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয় করলে তাকে আমদানি বলে।

প্রশ্ন-৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? */কু. বো., চ. বো. ২৩, ২১, ১৮; ঢা. বো. ২১; রা. বো. ২১, ১৮; সি. বো., ব. বো. ১৮, ১৭; য. বো. ১৭; য. বো. ১৬/*

উত্তর: দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বা বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

প্রশ্ন-৪. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? */ম. বো. ২৫, ২৩; কু. বো., ব. বো. ২৩, ২২; য. বো. ২৩, ২১, ১৯; দি. বো. ২২, ২১, ১৯; ব. বো. ২২; সি. বো. ১৯; চ. বো. ১৬, ১৯; আলিম ১৯/*

উত্তর: দেশীয় সীমানার ভিতরে সাধারণত একই দেশের অধিবাসী এবং একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বিনিময়কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

■ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা

প্রশ্ন-৫. ওয়েজ আর্নার্স স্কিম কী? */দি. বো. ২৫; ব. বো. ২১/*

উত্তর: বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের আয় দেশে সহজে আনা এবং কাজে লাগানোর জন্য যে স্কিম তাই ওয়েজ আর্নার্স স্কিম।

প্রশ্ন-৬. লেনদেন ভারসাম্য কী?

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের আমদানি-রপ্তানি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত মোট পাওনা ও মোট দেনার ধারাবাহিক হিসাবকেই লেনদেনের ভারসাম্য বলা হয়।

প্রশ্ন-৭. বাণিজ্যের ভারসাম্য কী?

উত্তর: কোনো দেশের দৃশ্যমান দ্রব্যসামগ্রী আমদানি ও রপ্তানির হিসাবকে সেই দেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য বলে।

■ বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য

প্রশ্ন-৮. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য কী? */রা. বো. ২৫; য. বো. ২১/*

উত্তর: যেসব পণ্য সুদীর্ঘকালব্যাপী কোনো দেশ বিদেশে রপ্তানি করে আসছে সেগুলোকে ঐ দেশের প্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়।

প্রশ্ন-৯. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কী?

/কু. বো., চ. বো. ২৫; ম.বো., কু.বো., সি.বো. ২১; আলিম ২৩/

উত্তর: সাম্প্রতিককালে যেসব পণ্য কোনো দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সংযোজিত হয়েছে বা প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলোকে ঐ দেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়।

প্রশ্ন-১০. ক্লিংকার কী? */বা. বো.২১/*

উত্তর: ক্লিংকার হলো সিমেন্টের মূল উপাদান, একে চূর্ণ চুনাপাথরও বলা হয়।

■ রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়

প্রশ্ন-১১. বিশ্বায়ন কী? */ঢা. বো. ২৩, ২১, ১৯, ১৭; কু. বো. ২৩, ২২, ১৯; দি. বো. ২৫, ২২, ২১, ১৮; চ. বো. ২২, ২১; য. বো. ২৫, ২২, ১৯, ১৮; রা. বো. ১৯; ব. বো. ২৫, ১৯, ১৭; সি. বো. ১৮; আলিম ২২, ১৯, ১৭/*

উত্তর: বিশ্বায়ন হচ্ছে মূলধনসহ পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা।

প্রশ্ন-১২. রপ্তানি বাণিজ্য কাকে বলে?

উত্তর: যে প্রক্রিয়ায় একটি দেশ অন্য দেশে পণ্য ও সেবা বিক্রি করে তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে।

প্রশ্ন-১৩. সংরক্ষিত বাণিজ্য কী? */য. বো. ২২/*

উত্তর: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি বিধি-নিষেধ (শুল্ক, কোটা, নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি) থাকে তাকে সংরক্ষিত বাণিজ্য বলে।

■ বাণিজ্য বনাম বৈদেশিক সাহায্য

প্রশ্ন-১৪. বৈদেশিক সাহায্য কাকে বলে? */দি. বো. ২৩, ১৯; য. বো. ২৩; ঢা. বো. ২২, ২১; ম. বো., রা. বো., সি. বো. ২১; আলিম ১৮/*

উত্তর: কোনো দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে যে ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে তাকেই বৈদেশিক সাহায্য বলা হয়।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন?

/ব. বো. ২৫; ম. বো., য. বো. ২৩; কু. বো. ২১, ১৯; য. বো. ১৬/

উত্তর: পারস্পরিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়।

পৃথিবীতে কোনো দেশই তার প্রয়োজনের সবটুকু উৎপাদন করতে পারে না। কোনো দেশ কোনো বিশেষ দ্রব্য দেশীয় চাহিদার তুলনায় বেশি উৎপাদন করতে পারে। আবার কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে পারলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান না হওয়ায় তা উৎপাদনের পরিবর্তে আমদানি করে থাকে। এভাবে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি ও প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-২. অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলতে কী বোঝায়?

/দি. বো. ২৫; রা. বো. ২২; সি. বো. ১৭/

উত্তর: যেসব পণ্যসামগ্রী কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা হতো না; কিন্তু সাম্প্রতিককালে রপ্তানি করা হচ্ছে এসব পণ্যকে অপ্রচলিত পণ্য বলা হয়।

যেমন– তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী, হোসিয়ারি দ্রব্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি। কৃষিজাত দ্রব্য যথা— শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতি বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন সংযোজন। এসব নতুন নতুন পণ্যসামগ্রীকে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? */ম. বো. ২৩; কু. বো. ২২, ২১, ১৭; ব. বো. ২২, ১৭; রা: বো., চ. বো. ২১; দি. বো. ২১, ১৭/*

উত্তর: পারস্পরিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়।

পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেরই বিদ্যমান সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কোনো দেশই তার প্রয়োজনের সবটুকু উৎপাদন করতে পারে না। কোনো দেশ কোনো বিশেষ দ্রব্য দেশীয় চাহিদার তুলনায় বেশি উৎপাদন করতে পারে। আবার কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে পারলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান না হওয়ায় তা উৎপাদনের পরিবর্তে আমদানি করে থাকে। এভাবে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি ও প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। তাছাড়া কোনো দেশের অর্থনীতিকে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৪. উদ্বৃত্ত পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি— ব্যাখ্যা করো। */কু. বো. ২২; চ. বো. ১৯/*

উত্তর: উদ্বৃত্ত পণ্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

কোনো দেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট কিছু পণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে। ফলে দেশটি যে দ্রব্য বেশি উৎপাদন করে তার উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানি করে। বিনিময়ে সেই দেশ অন্য কোনো দেশ থেকে তার প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করে। যেমন— বাংলাদেশ তার উৎপাদিত তৈরি পোশাক নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে এবং এর বিনিময়ে তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল বিভিন্ন শিল্পপ্রধান দেশ থেকে আমদানি করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্বৃত্ত পণ্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

প্রশ্ন-৫. একেবারে 'বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছুটা বাণিজ্য হওয়া ভালো।'— ব্যাখ্যা করো। */দি. বো. ২২; ম. বো. ২১. চ. বো. ১৭/*

উত্তর: একেবারে কোনোধরণের বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে অন্ততপক্ষে কিছু বাণিজ্য সংঘটিত হওয়া একটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তুলনামূলক ব্যয়নীতির ভিত্তিতে যে দেশ যে পণ্য উৎপাদআপেক্ষিক সুবিধা পায়, সে দেশ সেই পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করবে। আর, যে পণ্য উৎপাদআপেক্ষিক সুবিধা কম সেই পণ্য আমদানি করবে। এভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। আর বাণিজ্য না হলে বাধ্য হয়ে বেশি খরচে পণ্যটি উৎপাদন করতে হয়। এতে সম্পদের অপচয় হয়। তাই বলা যায়, একেবারে বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছু বাণিজ্য হওয়া ভালো।

প্রশ্ন-৬. 'বৈদেশিক সাহায্য পরনির্ভরশীলতা বাড়ায়।'— ব্যাখ্যা করো। */রা. বো. ২১; চ. বো. ১৯; আলিম ১৮, ১৭/*

উত্তর: বৈদেশিক সাহায্য গ্রহীতা দেশ নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য স্বাধীনভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে না। কারণ দাতা দেশ সাহায্য গ্রহীতা দেশের জন্য এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করে যাতে দাতা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়। অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের সময় দাতা দেশ বা সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ধরনের কঠিন শর্ত আরোপ করে থাকে। আর এসব শর্ত সবসময় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শুভ হয় না। আর এর ফলে একটি দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। তাই বৈদেশিক সাহায্য একটি দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে।

প্রশ্ন-৭. 'বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক সমমুখী'— ব্যাখ্যা করো। */চ. বো. ২১, ব. বো. ১৭/*

উত্তর: বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য কমিউনিকেশন সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর সাহায্যে দ্রুত একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াই হলো তথ্যপ্রযুক্তি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ সম্ভব হচ্ছে। দিন দিন তথ্যপ্রযুক্তির যত প্রসার ঘটছে ততই বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের প্রসার ঘটছে এবং বিশ্বে জ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এসবই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তুলছে। সুতরাং বলা যায়, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক সমমুখী।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি বিক্রির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে?
ক. গম খ. পাট গ. চা ঘ. দাস

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক. দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ হয় না
খ. উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি
গ. অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের অসুবিধা
ঘ. সম্পদের উত্তম ব্যবহার হয় না

৩. বাংলাদেশের রপ্তানিতে অপ্রচলিত পণ্যের চাহিদা কোন ধরনের?
ক. অস্থিতিস্থাপক খ. স্থিতিস্থাপক
গ. শূন্য ঘ. ঋণাত্মক

৪. বাণিজ্য কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়?
ক. প্রতিবেশী সম্পর্ক খ. বৈরী সম্পর্ক
গ. কূটনৈতিক সম্পর্ক ঘ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

৬. সৌদি আরবে পাট উৎপাদন হয় না আবার বাংলাদেশে তেল উৎপাদন হয় না। এর ফলে কোনটি সংঘটিত হতে পারে?
ক. আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
গ. সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন
ঘ. আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি

৭. একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যখন কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় তখন তাকে কী বলে?
ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
গ. দেশীয় বাণিজ্য ঘ. পাইকারি বাণিজ্য

৮. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কী সংঘটিত হয়?
ক. ভোগ অভ্যাস পরিবর্তিত হয়
খ. বাণিজ্যনীতি একই থাকে
গ. উপাদানসমূহ গতিশীল নয়
ঘ. লেনদেনে জটিল সমস্যা

৯. কোন ধরনের বাণিজ্য সরকার কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য খ. দেশীয় বাণিজ্য
গ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘ. নিলাম বাণিজ্য

১০. কোনটি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য?
ক. শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি খ. জনশক্তি রপ্তানি
গ. অনুকূল বাণিজ্য শর্ত ঘ. আমদানি ব্যয় স্বল্প

১১. বাংলাদেশে কত সালে 'ওয়েজ আর্নারস স্কিম'-এর প্রচলন ঘটে?
ক. ১৯১২ খ. ১৯৪৫ গ. ১৯৭৫ ঘ. ২০১০

১২. কোনটির মাধ্যমে প্রবাসীরা তাদের উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠানোর সুযোগ পায়?
ক. সার্কের মাধ্যমে
খ. ওয়েজ আর্নারস স্কিমের মাধ্যমে
গ. সরকারি আয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে
ঘ. বিমা কোম্পানির মাধ্যমে

১৩. বাংলাদেশের আমদানি পণ্যের মধ্যে প্রাথমিক পণ্য নয় কোনটি?
ক. অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম
খ. গম
গ. ভোজ্য তেল
ঘ. তৈলবীজ

১৪. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

১৫. বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ে কোনটির অবদান সবচেয়ে কম?
ক. তৈরি পোশাক খ. নিটওয়্যার
গ. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য ঘ. পাটজাত দ্রব্য

১৬. বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় কোনটি?
ক. কৃষিপণ্য খ. হস্তশিল্পজাত পণ্য
গ. নিটওয়্যার ঘ. জনশক্তি

১৭. বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিক কোনটি?
ক. প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি খ. টেকসই উন্নয়ন
গ. অধিক উৎপাদন ঘ. দেশীয় সংস্কৃতির বিপর্যয়

১৮. Globalization অর্থ কী?
ক. বিশ্বায়ন খ. নগরায়ণ
গ. শিল্পায়ন ঘ. বৈশ্বিকায়ন

১৯. গ্লোবালাইজেশন ধারণাটির সূত্রপাত ঘটে কখন?
ক. পঞ্চাশ-এর দশকে খ. সত্তর-এর দশকে
গ. আশির দশকে ঘ. নব্বই-এর দশকে

২০. X দেশের সরকার অতীতে বৈদেশিক দান, অনুদান, ঋণ নিয়ে দেশ পরিচালনার কাজ করতো। বর্তমানে দেশে আমদানি হ্রাস ও শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করছে। এটি অর্থনীতির কোন ধারণাকে নির্দেশ করে?
ক. আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন খ. রপ্তানি বিকল্প শিল্পায়ন
গ. বৈদেশিক বাণিজ্য ঘ. বৈদেশিক সাহায্য

২১. নিচের কোনটি একটি রাষ্ট্রের জন্য অধিকতর ভালো?
ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লাভ
খ. বৈদেশিক সাহায্য
গ. বৈদেশিক ঋণ
ঘ. অনুদান

২২. একটি দেশ অন্য দেশকে শর্তযুক্ত বা শর্তহীন বা উভয় শর্তের প্রেক্ষিতে দ্রব্য, সেবা, আর্থিক, অ-আর্থিক সহযোগিতাকে কী বলা হয়?
ক. বিনিময় প্রথা খ. আন্তর্জাতিক সাহায্য
গ. দেশীয় সাহায্য ঘ. বৈদেশিক সাহায্য

২৩. কোনটি সরকারি ঋণের নিজস্ব উৎস?
ক. বিশ্ব ব্যাংক খ. আইএমএফ
গ. এডিবি ঘ. তফসিলি ব্যাংক

২৪. কখন বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায়?
ক. আমদানি > রপ্তানি খ. রপ্তানি < আমদানি
গ. আমদানি < রপ্তানি ঘ. আমদানি ≥ রপ্তানি

২৫. বাণিজ্য বাধা দূর করতে আমাদের করণীয় কী?
ক. বাণিজ্য সীমা হ্রাস করা
খ. পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা
গ. বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
ঘ. পণ্যের মূল্য কমানো

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৬. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সাধারণত হয়ে থাকে—
i. পাইকারি বাণিজ্য
ii. নিলাম বাণিজ্য
iii. খুচরা বাণিজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৭. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হলো—
i. আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ
ii. বিশেষীকরণ
iii. অধিক পণ্য উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা হলো—
i. অপাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি
ii. বেসরকারি খাতে বাণিজ্য
iii. দুর্বল মুদ্রা এলাকার সাথে বাণিজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. বাংলাদেশের লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতার কারণ—
i. রপ্তানি পণ্যের নিম্নমূল্য
ii. শর্তযুক্ত ঋণ
iii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. আমদানি বিকল্প শিল্পের মাধ্যমে হয়ে থাকে—
i. অর্থনৈতিক সক্ষমতা
ii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
iii. বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩১. রপ্তানি বাণিজ্য থেকে আয় বৃদ্ধি করা যায়—
i. উৎপাদন বৃদ্ধি ii. চোরাচালান রোধ
iii. রপ্তানি শুল্ক-হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩২. বিশ্বায়নের প্রভাব—
i. পণ্যের দাম বৃদ্ধি
ii. জীবনের মানোন্নয়ন
iii. নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন যে, পৃথিবী এখন একটি বৃহৎ গ্রামে পরিণত হয়েছে। ফলে আমরা সহজে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পাই। তবে এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে, যা থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

৩৩. বাণিজ্যমন্ত্রীর বক্তব্যটি কোন ধারণাকে সমর্থন করে?
ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খ. বাজার উন্মুক্তকরণ
গ. পণ্যের গতিশীলতা ঘ. বিশ্বায়ন

৩৪. উক্ত বিষয়ে মন্ত্রী সতর্ক করেছেন—
i. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে
ii. পণ্যের মূল্য হ্রাসকরণ
iii. বহুজাতিক কোম্পানির প্রাধান্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আফ্রিকার অনেক দেশের কাছে ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করে থাকে। আবার এই সব দেশ আফ্রিকার দেশগুলো থেকে বিভিন্ন খনিজদ্রব্য ক্রয় করে নিজেদের প্রয়োজন মেটায়।

৩৫. আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের এই রকম বাণিজ্যকে কী বলা যায়?
ক. অভ্যন্তরীণ খ. আন্তর্জাতিক
গ. কৌশলগত ঘ. স্থানীয়

৩৬. এই ধরনের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় একটি দেশের সাথে অন্য দেশের—
i. সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়
ii. বাণিজ্য ঘাটতি দূর করে
iii. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. দুইয়ের অধিক দেশের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে বলে— *[সি. বো. ২১, ১৯; ঢা. বো. ১৯]*
ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য খ. আঞ্চলিক বাণিজ্য
গ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘ. স্থানীয় বাণিজ্য

৩৮. দেশের অভ্যন্তরে যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাকে কী বলে? *[কু. বো. ২৫; য. বো. ২১]*
ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
গ. আঞ্চলিক বাণিজ্য ঘ. অবাধ বাণিজ্য

৩৯. বাংলাদেশের পণ্য সেবা রপ্তানি ও আমদানির শীর্ষে রয়েছে— *[ঢা. বো. ২১]*
ক. যুক্তরাষ্ট্র-ভারত খ. চীন-যুক্তরাজ্য
গ. চীন-ভারত ঘ. যুক্তরাষ্ট্র-চীন

৪০. কোনটি রপ্তানির মাধ্যমে সরকার রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে? *[য. বো. ২১]*
ক. জনশক্তি খ. তৈরি পোশাক
গ. চিংড়ি ঘ. চামড়া

৪১. Tax-holiday সুবিধা পায় কারা? *[য. বো. ২৩; দি. বো. ২১]*
ক. ভোক্তা খ. উৎপাদনকারী
গ. রপ্তানিকারক ঘ. আমদানিকারক

৪২. বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য কী? *[দি. বো. ১৭]*
ক. অনুকূল বাণিজ্য শর্ত খ. শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি
গ. আমদানি ব্যয় কম ঘ. জনশক্তি রপ্তানি

৪৩. $BT=(X-M)<0$ বা $X<M$ কী নির্দেশ করে? *[চ. বো. ১৭]*
ক. লেনদেন ভারসাম্য
খ. অনুকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য
গ. বাণিজ্যের ভারসাম্য
ঘ. প্রতিকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য

৪৪. কোন দেশটি বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার? *[রা. বো. ২৫, ২৩; য. বো. ১৭]*
ক. কানাডা খ. যুক্তরাজ্য গ. ভারত ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

৪৫. নিচে কোন দেশ থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে? *[ব. বো. ২১]*
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. যুক্তরাজ্য গ. ভারত ঘ. চীন

৪৬. দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে আইনগত প্রক্রিয়ায় দ্রব্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সম্পাদিত হলে তাকে কী বলে? *[ঢা. বো. ২২]*
ক. বৈদেশিক বিনিয়োগ খ. বৈদেশিক সাহায্য
গ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘ. বিশ্বায়ন

৪৭. বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই কোন দেশের? *[চ. বো. ২১]*
ক. ভারত খ. পাকিস্তান গ. ইসরাইল ঘ. ইংল্যান্ড

৪৮. বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত প্রধান প্রাথমিক দ্রব্য কোনটি? *[কু. বো. ১৯]*
ক. বিটুমিন খ. চা গ. চামড়া ঘ. নিটওয়্যার

৪৯. নিচের কোনগুলো বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য? *[ব. বো. ২৫; রা. বো. ১৯]*
ক. পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা
খ. তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্প
গ. পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া
ঘ. চা, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য

৫০. নিচের কোন কৃষিজাত পণ্যটি বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় কম উৎপাদন হয়? *[য. বো. ২৫]*
ক. গম খ. পাট গ. ধান ঘ. চা

৫১. বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কোনটি? *[কু. বো. ২৫; ঢা. বো. ২১; য. বো. ১৯]*
ক. চামড়া খ. কাঁচাপাট
গ. চা ঘ. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

৫২. কোনটি বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য? *[রা. বো. ২৩; ব. বো. ২১, ১৯]*
ক. তৈরি পোশাক খ. হিমায়িত খাদ্য
গ. শাকসবজি ঘ. চা

৫৩. কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য? *[ঢা. বো., য. বো., ব. বো. ২৫; দি. বো. ২১; চ. বো. ১৯]*
ক. কাঁচাপাট খ. চা
গ. চামড়া ঘ. হিমায়িত খাদ্য

৫৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিধি-নিষেধ থাকলে তাকে বলা হয়— *[ঢা. বো. ২৩]*
ক. সংরক্ষিত বাণিজ্যে খ. অবাধ বাণিজ্য
গ. আমদানি বাণিজ্য ঘ. রপ্তানি বাণিজ্য

৫৫. কোনটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারক? *[সি. বো. ২৩]*
ক. মুদ্রা খ. লেনদেন
গ. বাজারজাতকরণ ঘ. দ্রব্যমূল্য

৫৬. আমদানি ব্যয় অপেক্ষা রপ্তানি আয় বেশি হলে বাণিজ্য পরিস্থিতি কেমন? *[ব. বো. ২৩]*
ক. ঘাটতি খ. প্রতিকূল গ. অনুকূল ঘ. ভারসাম্য

৫৭. ‘স্টেপল ফাইবার’ কোথায় প্রয়োজন? *[ঢা. বো. ২৫]*
ক. পোশাক শিল্পে খ. চামড়া শিল্পে
গ. পাট শিল্পে ঘ. প্লাস্টিক শিল্পে

৫৮. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কোনটি? *[ব. বো. ২১]*
ক. পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
খ. শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
গ. অপ্রচলিত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
ঘ. সার্কভুক্ত দেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধি

৫৯. দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আমদানি-রপ্তানির হিসাবের বিবরণকে বলা হয়— *[কু. বো. ২২]*
ক. বাণিজ্যের ভারসাম্য খ. লেনদেনের ভারসাম্য
গ. বাজার ভারসাম্য ঘ. উৎপাদকের ভারসাম্য

৬০. দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আমদানি-রপ্তানির হিসাবের বিবরণকে কী বলে? *[কু. বো. ২২]*
ক. বাণিজ্যের ভারসাম্য খ. বাজার ভারসাম্য
গ. লেনদেনের ভারসাম্য ঘ. উৎপাদকের ভারসাম্য

৬১. বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের কোনটির অবদান সবচেয়ে বেশি? *[দি. বো., চ. বো. ২৩; ম. বো. ২১]*
ক. নিটওয়্যার খ. তৈরি পোশাক
গ. পাট ও পাটজাত দ্রব্য ঘ. চা

৬২. রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকারের পদক্ষেপ কী হতে পারে? *[ব. বো. ১৭]*
ক. শুল্ক বৃদ্ধি খ. ভর্তুকি হ্রাস
গ. ভর্তুকি বৃদ্ধি ঘ. জ্বালানির দাম বৃদ্ধি

৬৩. বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত রূপ কী? */সি. বো. ২৫; ব. বো. ১৯/*

ক. EZP খ. EPZ গ. EPS ঘ. EPJ

৬৪. EPZ-এর পূর্ণরূপ কী? */ঢা. বো., চ. বো. ২৫; ম. বো., ব. বো. ২৩; রা. বো. ২২; সি. বো. ২২, ২১; ম. বো. ২১; ঢা. বো. ১৯/*

ক. Export Promotion Zone
খ. Export Procuring Zone
গ. Export Production Zone
ঘ. Export Processing Zone

৬৫. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায় কোনটি? */য. বো. ১৯/*

ক. বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি
খ. শুল্ক বৃদ্ধি
গ. আয়কর বৃদ্ধি
ঘ. বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি

৬৬. A দেশ ও B দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যে গত অর্থবছরে A দেশের ১৪৩৯৩ মিলিয়ন ডলার এবং B দেশের ১৩৭৫৭ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হলে, কোনটি সঠিক? */দি. বো. ২২/*

ক. B দেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ৬৩৬ মিলিয়ন ডলার
খ. A দেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ৬৩৬ মিলিয়ন ডলার
গ. A দেশের ঘাটতি বাণিজ্য ৬৩৬ মিলিয়ন ডলার
ঘ. A ও B দেশের ভারসাম্য বাণিজ্য চলছে

৬৭. বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায়? */য. বো. ২৫; কু. বো. ২৩, ১৭/*

ক. অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন খ. রাজনৈতিক বিশ্বায়ন
গ. ভৌগোলিক বিশ্বায়ন ঘ. তথ্যগত বিশ্বায়ন

৬৮. বিশ্বায়নের পূর্বশর্ত নিচের কোনটি? */য. বো. ২৫/*

ক. রাজনৈতিক স্বচ্ছতা খ. তথ্য প্রযুক্তি
গ. জ্ঞান ঘ. বাণিজ্য

৬৯. কোনটি বিশ্বায়নের সাথে সম্পর্কিত? */কু. বো. ২১; ঢা. বো. ১৭/*

ক. অধিক কর্মসংস্থান ও নিম্ন মাথাপিছু আয়
খ. অধিক কর্মসংস্থান ও উচ্চ মাথাপিছু আয়
গ. কম কর্মসংস্থান ও নিম্ন মাথাপিছু আয়
ঘ. কম কর্মসংস্থান ও উচ্চ মাথাপিছু আয়

৭০. বিশ্বায়নের অসুবিধা কোনটি? */ঢা. বো. ২২/*

ক. টেকসই উন্নয়ন
খ. ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের ব্যাপকতা
গ. নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব
ঘ. প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা

৭১. বিশ্বায়নের যুগে নতুন অর্থনীতি বিকাশে কার ভূমিকা মুখ্য? */সি. বো. ২৫; রা. বো. ২১, ১৬/*

ক. সরকার খ. জনগণ
গ. শিক্ষা ঘ. তথ্য প্রযুক্তি

৭২. বৈদেশিক সাহায্য অর্থবহ হয়, যখন তা— */ঢা. বো. ২২/*

ক. কঠিন শর্তযুক্ত হয়
খ. রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হয়
গ. দেশীয় উৎপাদন কাঠামো ভেঙে দেয়
ঘ. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সর্বাধিক সচ্ছলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়

৭৩. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হলো— */চ. বো. ২৫/*

i. শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি
ii. ওয়েজ আর্নার্স স্কিম
iii. অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ফলে— */ম. বো. ২৫/*

i. রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ হয়েছে
iii. বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পেয়েছে
ii. বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানি বেড়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৫. বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব হলো— */কু. বো. ২২/*

i. পণ্য ও শ্রমের অবাধ প্রবাহ
ii. পুঁজির অবাধ প্রবাহ
iii. তথ্যের অবাধ প্রবাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো— */দি. বো. ২৩, ২১; সি. বো. ১৬/*

i. দুটি দেশ ও একটি পণ্য
ii. দুটি দেশ ও দুটি পণ্য
iii. দুটি দেশ ও একই মুদ্রাব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৭. বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ হলো— */রা. বো. ২৫/*

i. তৈরি পোশাক ii. হিমায়িত খাদ্য
iii. চামড়াজাত দ্রব্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৮. বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রভাব পরিমাপ করা হয়— */ঢা. বো. ২৫/*

i. পণ্যদ্রব্য ও সেবার প্রবাহ দ্বারা
ii. শ্রম ও জনশক্তির প্রবাহ দ্বারা
iii. সম্পদের আধিক্য দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৯ ও ৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অঞ্জু ও রঞ্জু দুই ভাই। দুজনই ব্যবসায়ী। অঞ্জুর কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্রি হয়। রঞ্জুর কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য যুক্তরাজ্য ও কানাডায় বিক্রি হয়। */ব. বো. ২১; রা. বো., কু. বো. ১৬/*

৭৯. অঞ্জুর ব্যবসায়কে কী বলা হয়?

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
গ. খুচরা ব্যবসা ঘ. পাইকারি ব্যবসা

৮০. রঞ্জুর ব্যবসায়ের কারণে—

i. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়
ii. কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়
iii. বিশ্ববাজারে দেশের সম্মান বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' দেশে ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৫,৫৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা পূর্বের বছরের চেয়ে ৫,০০০ মিলিয়ন ডলার কম। */ঢা. বো. ২৫/*

৮১. ‘ক’ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি কেমন?
ক. প্রতিকূল খ. স্থিতিশীল
গ. অনুকূল ঘ. লাভজনক

৮২. এ অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়োজন—
i. আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠা
ii. রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি iii. মুদ্রার অবমূল্যায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশ বর্তমানে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সিরামিক সামগ্রী, জুতা রপ্তানি করছে। এতে বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। *[সকল বোর্ড ১৮]*

৮৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো কী ধরনের দ্রব্য?
ক. প্রচলিত খ. অপ্রচলিত
গ. কৃষিজাত দ্রব্য ঘ. সেবা

৮৪. উক্ত দ্রব্যগুলো রপ্তানি করে বাংলাদেশের—
i. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়
ii. উৎপাদন হ্রাস পায়
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

‘A’ ও ‘B’ দুই বন্ধুই দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। ‘A’ এর কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় বিক্রয় হয়। অন্যদিকে ‘B’ এর কারখানার উৎপাদিত দ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রয় হয়। *[রা. বো. ২২]*

৮৫. ‘A’ এর ব্যবসাকে বলা হয়—
ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
গ. খুচরা ব্যবসা ঘ. পাইকারি ব্যবসা

৮৬. ‘B’ এর ব্যবসার কারণে—
i. বিদেশের বাজারে দেশের সম্মান বৃদ্ধি পায়
ii. কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়
iii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বর্তমান বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য অনেক বৈচিত্র্যতায় ভরপুর। কেন না পাট, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের পাশাপাশি হিমায়িত খাদ্য, তাজা ফুল, শাকসবজিও রপ্তানি হচ্ছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূলতা হ্রাস পাচ্ছে। *[চ. বো. ২১]*

৮৭. নিচের কোন পণ্যটি বাংলাদেশের বাণিজ্যে বৈচিত্র্যতা আনয়নের বড় ভূমিকা রাখে?
ক. পাট খ. চামড়া
গ. চা ঘ. শাকসবজি

৮৮. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈচিত্র্যতার ফলে বাংলাদেশে—
i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে
ii. উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে
iii. দেশিয় বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. ‘X’ এবং মি. ‘Y’ দুজন ব্যবসায়ী। মি. ‘X’ তার ফার্মে উৎপাদিত ডিম তার নিজের দেশেই বিক্রি করেন। অপরদিকে মি. ‘Y’ তার ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য দেশের বাইরে বিক্রি করেন। *[চ. বো. ২৫]*

৮৯. মি. ‘X’ এর ব্যবসা কোন ধরনের বাণিজ্য?
ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খ. সংরক্ষিত বাণিজ্য
গ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঘ. মূলধনী পণ্যের বাণিজ্য

৯০. মি. ‘Y’ এর ব্যবসার মাধ্যমে—
i. বিশ্ববাজারে তার দেশের সম্মান বৃদ্ধি পায়
ii. কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়
iii. নিজের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশ বর্তমানে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সিরামিক সামগ্রী, জুতা রপ্তানি করছে। এতে বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। *[য. বো. ২৫]*

৯১. উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো হলো—
ক. প্রচলিত খ. অপ্রচলিত
গ. কৃষিজাত ঘ. সেবা

৯২. উক্ত দ্রব্যগুলো রপ্তানি করে বাংলাদেশের—
i. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়
ii. উৎপাদন হ্রাস পায়
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ঘ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	গ	৬	খ	৭	খ	৮	খ	৯	গ	১০	খ	১১	গ	১২	খ
১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ক	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ক
২৫	গ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ	৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	ঘ
৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	ক	৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ	৪৪	ঘ	৪৫	ঘ	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	খ
৪৯	খ	৫০	ক	৫১	ঘ	৫২	ঘ	৫৩	ঘ	৫৪	ক	৫৫	ক	৫৬	গ	৫৭	ক	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	গ
৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	ঘ	৬৫	ক	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	খ	৭০	খ	৭১	ঘ	৭২	ঘ
৭৩	ক	৭৪	গ	৭৫	ঘ	৭৬	ক	৭৭	ক	৭৮	ক	৭৯	খ	৮০	ঘ	৮১	ক	৮২	খ	৮৩	খ	৮৪	খ
৮৫	খ	৮৬	ঘ	৮৭	ক	৮৮	ঘ	৮৯	গ	৯০	ঘ	৯১	খ	৯২	খ								

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রয়োজন হয় কেন? বর্ণনা করো।
৩. বাণিজ্যের ভারসাম্য ও লেনদেন ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
৪. বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির উপায়গুলো বর্ণনা করো।
৫. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের বিবরণ দাও।
৬. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যের বর্ণনা দাও।
৭. বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো সম্পর্কে লেখো।
৮. প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানির মধ্যে পার্থক্য লিখ।
৯. বিশ্বায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করো।
১০. বৈদেশিক সাহায্য কেন গ্রহণ করা উচিত নয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **দৃশ্যকল্প-১:** মি. 'M' গলদা চিংড়ি ইউরোপসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে। আবার চীন থেকে লৌহজাত দ্রব্য আমদানি করে। ফলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশ উপকৃত হয়।

দৃশ্যকল্প-২: মি. 'N' নওগাঁ হতে চট্টগ্রাম ও সিলেটে চাল বিক্রি করে। ফলে বাংলাদেশে চালের দাম প্রায় একই থাকে। */ঢা. বো. ২০২৫/*

ক. FDI-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১
খ. 'একাধিক দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প দুইটির বাণিজ্যের ধরন যুক্তি সহকারে উল্লেখ করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ অনুযায়ী একটি দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

২. কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য, চা, চামড়ার মতো গুটিকয়েক কৃষিপণ্য বিদেশে বিক্রি করলেও বর্তমানে তৈরি পোশাকের ন্যায় শিল্পপণ্যসহ বিচিত্র রকমের কৃষিপণ্য বিদেশে বিক্রয় করছে। আবার শিল্পায়নের প্রয়োজনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি বিদেশ থেকে কিনে নিয়ে আসে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের অনেক লোক কাজ করছে যাদের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। */ঢা. বো. ২০২৩/*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১
খ. আবগারি শুল্ক রপ্তানিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপক থেকে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের তালিকা তৈরি করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা আলোচনাপূর্বক অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৩. লিটন যশোর থেকে শাকসবজি ক্রয় করে ঢাকার স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে এবং ঢাকা থেকে কাপড় কিনে যশোরে বিক্রি করে। অপরদিকে, লিটনের বন্ধু মিলন শাকসবজি ও হিমায়িত মাছ সৌদি আরবে বিক্রি করে এবং ভারত থেকে পেঁয়াজ-রসুন আমদানি করে। */দি. বো. ২০২১/*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১
খ. "বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য আবশ্যক"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে লিটনের বাণিজ্যকে কোন ধরনের বাণিজ্য বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে লিটনের ব্যবসায়ের সাথে মিলনের ব্যবসার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. বাংলাদেশ কাঁচাপাট, ফার্নেস অয়েল, হিমায়িত খাদ্য, জুতা, ন্যাপথা, টেরিটাওয়েল, তৈরি ও হোসিয়ারি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (জুতা ব্যতিত) এবং হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করছে। রপ্তানির পরিমাণ আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার শুল্ক রেয়াত, আমদানি নীতি উদারীকরণ, ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান, ক্রেডিট কার্ড প্রবর্তনসহ অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। */ম. বো. ২০২৫/*

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১
খ. বৈদেশিক বাণিজ্য কেন প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপক হতে বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩
ঘ. রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে উদ্দীপকে প্রদর্শিত সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো কি পর্যাপ্ত? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫. ঢাকার রহিম ট্রেডার্স একটি আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর চীন, ভারত, জাপান, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশ থেকে প্রধানত শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে থাকে। অন্যদিকে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক, পাটজাত দ্রব্য, চা, হিমায়িত চিংড়ি, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, শাকসবজি ও ফলমূল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে থাকে। রহিম ট্রেডার্সের মতো এদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত।

ক. প্রচলিত পণ্য কী? ১
খ. বাংলাদেশের একটি প্রধান রপ্তানির পণ্যের বিবরণ দাও। ২
গ. রহিম ট্রেডার্স কীভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উন্নত দেশগুলো আরও উন্নতি লাভ করছে— রহিম ট্রেডার্সের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. শরীফ সাহেব দিনাজপুরের লিচু, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম ও বরিশালের আমড়া, কুমিল্লার স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। তার বন্ধু কমল সাহেব হিমায়িত চিংড়ি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করেন। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, মুদ্রাব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে দুজনের বাণিজ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। *[চ. বো. ২০২৫]*

ক. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কাকে বলে? ১
খ. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে? ২
গ. কমল সাহেব যে বাণিজ্যের সাথে জড়িত তার গুরুত্ব লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয় বন্ধুর বাণিজ্যের পার্থক্য লেখো। ৪

৭. বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য দেশীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করতে সাহায্য করে। তবে বেশিরভাগ ঋণ ও সাহায্যের সাথে কঠিন শর্ত থাকে। দাতা দেশসমূহ বিভিন্ন অজুহাতে দেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রচুর বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য এসেছে যার বেশিরভাগই অপচয় ও দুর্নীতি হয়েছে। তাই আমাদের উচিত বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিত্যনতুন রপ্তানিমুখী দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করা। ফলে এদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। *[রা. বো. ২০২২]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১
খ. অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করো। ৩
ঘ. আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের দিকসমূহ আলোচনা করো। ৪

৮. 'A' ও 'B' দুটি দেশ। 'A' দেশ দীর্ঘদিন ধরে 'B' দেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে আসছে। এখন 'A' দেশের কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করতে পারছে তারা দাতা দেশ 'B' এর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি দর কষাকষির ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে। প্রতীয়মান হচ্ছে আরও নানাবিধ সমস্যা। *[দি. বো. ২০২২]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উপরিউক্ত সমস্যা ছাড়া আরও কী কী সমস্যা হতে পারে বলে তুমি মনে করো? বর্ণনা দাও। ৪

৯. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য তেমন সমৃদ্ধ নয়। রপ্তানি পণ্যের তালিকায় আছে কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্য, চা, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, তৈরি পোশাক ও রাসায়নিক দ্রব্যের ন্যায় আরো কিছু পণ্য। কিন্তু আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা অনেক বেশি। তাই বাণিজ্য ভারসাম্য বরাবরই প্রতিকূলে। প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত দেশটির উন্নয়নের বড় অন্তরায়। *[রা. বো. ২০২৫]*

ক. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য কী? ১
খ. ট্যাক্স হলিডে রপ্তানি বাণিজ্যকে কীভাবে সম্প্রসারণ করে? ২
গ. উদ্দীপক অবলম্বনে প্রাথমিক ও শিল্পজাত রপ্তানি পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে 'রপ্তানি বৃদ্ধি না আমদানি হ্রাস'— কোন কৌশলকে সমর্থন করো? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১০. বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা অধিক জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়। এর ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও বাজার গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তবে এর প্রভাবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। *[রা. বো. ২০২৩]*

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১

খ. আমদানি বৃদ্ধি কীভাবে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি সৃষ্টি করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বিশ্বায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উৎপাদন খাত কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১. বাংলাদেশ যেসব পণ্য সচরাচর বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে আসছে সেগুলো হলো কাঁচা পাট, চা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কাগজ ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে রপ্তানি বাণিজ্যের গতি প্রকৃতিতে বেশ পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্নমুখী চাহিদার প্রেক্ষিতে এসব পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ বৈচিত্র্য এনেছে। নতুন এসব দ্রব্য রপ্তানির মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি। বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে এসব পণ্যের অবদান ৮৫ ভাগেরও বেশি। ইদানীং সরকার রপ্তানি বাণিজ্য অধিক সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানিকারকদের শুল্ক কর রেয়াত, আয়কর সুবিধাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। *[কু. বো. ২০২২]*

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. উদ্বৃত্ত পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা কীরূপ ভূমিকা রাখছে উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১২. 'ক' দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহ অত্যন্ত গতিশীল, বাণিজ্য নীতির কোন পরিবর্তন হয় না এবং মানুষের রুচি ও পছন্দেরও তেমন কোন পার্থক্য থাকে না। অন্যদিকে 'খ' দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের বৈশিষ্ট্যগত যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, ভোগের পরিমাণ ও ভোগ অভ্যাস পরিবর্তিত হয় এবং মুদ্রা ও ব্যাংকব্যবস্থার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয় বাণিজ্যই যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের পারস্পারিক চাহিদা পূরণে অত্যাবশ্যকীয়। *[য. বো. ২০২৫]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. বিশ্বায়নের ফলে দেশিয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিপর্যয়ের মুখে পড়োতে পারে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' ও 'খ' দেশের বাণিজ্যের ধরন চিহ্নিত করে সংজ্ঞায়িত করো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন দেশের বাণিজ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ? তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মন্তব্য করো। ৪

১৩. বাংলাদেশ একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। বিশ্বায়নের যুগে প্রচুর বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয়ে খুব দ্রুত দেশটিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা ও সঠিক তত্ত্বাবধান।

ক. বাণিজ্যের ভারসাম্য কী? ১

খ. বৈদেশিক সাহায্যের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের তুলনামূলক সুবিধা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪. সম্পদের উত্তম ব্যবহার, নতুন বাজার অন্বেষণ, রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ, রপ্তানি ঋণ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে 'A' দেশে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্য উৎপাদনে 'A' দেশের প্রবৃদ্ধির ধারা নিচে প্রদর্শিত হলো:

অর্থবছর পণ্য	২০১১-১২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
শিল্পজাত পণ্য	২৩,০৩৫ মিলিয়ন ডলার	২৮,৭৯৮ মিলিয়ন ডলার	৩৫,৩৩০ মিলিয়ন ডলার

[কু. বো. ২০২৩]

ক. বৈদেশিক বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একচেটিয়া প্রভাব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিতে উল্লিখিত প্রবৃদ্ধির ধারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫. A ও B দুটি দেশ। A দেশ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রয়-বিক্রয় করে অন্যদিকে B দেশ তার উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রী বাইরের দেশসমূহের বাজারে বিক্রয় করে। আবার অন্য দেশের পণ্য তার নিজের দেশের জন্য ক্রয় করে। এতে B দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। *[দি. বো. ২০২৫]*

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে A ও B দেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাণিজ্য কীভাবে B দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে-বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. স্বাধীনতার পর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়, প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন ও ব্যবহার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তখনকার প্রেক্ষাপটে তা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ ছাড়াই পদ্মা সেতুর মতো একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কারণ বৈদেশিক সাহায্যে অনেক অসম্মানজনক শর্ত থাকে, ঋণের সুদের হার বেশি হয়, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, পরমুখাপ্রেক্ষিতা বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। *[ব. বো. ২০২১]*

ক. ওয়েজআর্নার স্কিম কী? ১

খ. "আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ছিল? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বৈদেশিক সাহায্য কি দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নের অন্তরায়? উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭. অর্থনীতির শিক্ষক ফরহাদ স্যার ক্লাশে শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছিলেন, একটি দেশের সকল এলাকা সকল দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উপযোগী নয়। কিন্তু সকল দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে সকল এলাকার ভোক্তার সমান অধিকার রয়েছে। সকল দ্রব্য ভোগের সুবিধা সৃষ্টিতে বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। *[আলিম ২০১৯]*

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. রপ্তানি ও আমদানি বলতে কী বোঝো? ২

গ. উদ্দীপকে ফরহাদ স্যারের আলোচনায় কোন বাণিজ্যের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মিল ও অমিল বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. সবুজ ফরিদপুর থেকে শাকসবজি ক্রয় করে ঢাকার স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে এবং ঢাকা থেকে কাপড় কিনে ফরিদপুরে বিক্রি করে। অপরদিকে সবুজের বন্ধু শাকিল শাক-সবজি ও হিমায়িত মাছ মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রয় করে এবং ভারত থেকে পেঁয়াজ, চীন থেকে রসুন ও আদা আমদানি করে। *[কু. বো. ২০২৫]*

ক. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কী? ১

খ. দেশীয় শিল্পের ওপর বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সবুজের বাণিজ্যকে কোন ধরনের বাণিজ্য বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

১৯. অতি সম্প্রতি প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তাদের বাসস্থান ও খাওয়া-পরা বাবদ যথাক্রমে প্রায় ১৩০০ একর জমি ও ৪০ লক্ষ মার্কিন ডলার প্রয়োজন। এতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে চাপের মুখে পড়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অবশ্য সাহায্য-সহযোগিতা আসছে। তথাপিও তা মোট চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট থেকে ঋণ করার দরকার হতে পারে। *◄৬ ও ৮ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. ব্যাংক ঋণ কী? ১

খ. অর্থায়নের উৎস হিসেবে NGO-এর গুরুত্ব লেখ। ২

গ. রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার জন্য কী ধরনের সাহায্যের দরকার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঋণের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারের ভূমিকা কী হওয়া উচিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

২০. মহাকাল গ্রামের যুবকরা দীর্ঘদিন বেকার থাকার পর বর্তমানে একটি বিদেশি সংস্থার সাহায্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ফলে তারা প্রত্যেকেই একজন দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। সেই বিদেশি সংস্থাটি তাদের গ্রামের আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করার পাশাপাশি সরকারকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ঋণদান করে সাহায্য করছে। *◄৪ ও ৮ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১

খ. তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে কি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মহাকাল গ্রামের যুবকরা যেভাবে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে উঠেছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা। ৩

ঘ. সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড যে প্রক্রিয়ায় হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তার কী প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

৯

সরকারি অর্থব্যবস্থা

Public Finance

রিচার্ড অ্যাবেল মুসগ্রেভ
(১৯১০-২০০৭)

প্রধান প্রধান শব্দ

- সরকারি ব্যয়
- সরকারি আয়
- কর
- প্রত্যক্ষ কর
- পরোক্ষ কর
- পণ্য কর
- আয়কর
- আবগারি শুল্ক
- সম্পূরক শুল্ক
- সরকারি ঋণ

সরকারি অর্থব্যবস্থা সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক দিককে নির্দেশ করে। কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্বের মাধ্যমে নিয়মিত সরকার পরিচালনা, দৈনন্দিন কার্যক্রম, জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করা হয়। সরকার আয়-ব্যয় কার্যক্রম তথা রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয় কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রয়োজনে ঘাটতি অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে দ্রুত ও উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করে। তাছাড়া সরকার বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে দেশে উৎপাদনশীল, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য নিরসনমুখী অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। এ অধ্যায়ে সরকারের আয়, ব্যয়, ব্যয়ের উদ্দেশ্য, ব্যয়ের অর্থসংস্থান, আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত, সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য ও উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- সরকারের আয়-ব্যয়ের ধারণা
- সরকারের ব্যয়ের উদ্দেশ্য
- সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ
- সরকারের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ
- সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য
- সরকারি ঋণের বিভিন্ন উৎসের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা; সরকারি আয় ও ব্যয়ের ধারণা; সরকারি অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ২	সরকারি ব্যয়; কেন্দ্রীয় ব্যয় ও স্থানীয় ব্যয়; কেন্দ্রীয় ব্যয় ও স্থানীয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য ও সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য
পাঠ ৩	সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ
পাঠ ৪	সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থান
পাঠ ৫	সরকারি আয় ও সরকারের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত
পাঠ ৬	কর রাজস্ব; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর এবং পণ্য কর
পাঠ ৭ ও ৮	আয়কর ও আয়করের গুরুত্ব বা উদ্দেশ্য এবং সরকারি ঋণ ও সরকারি ঋণের উদ্দেশ্যাবলি
পাঠ ৯ ও ১০	সরকারি ঋণের উৎসসমূহ
পাঠ ১১ ও ১২	সরকারি ঋণের বিভিন্ন উৎসের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা এবং বাংলাদেশে সরকারি ঋণের অসুবিধা

পাঠ ১ সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা; সরকারি আয় ও ব্যয়ের ধারণা; সরকারি অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

৯.১ সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা (Concept of Public Finance)

Public শব্দটি সাধারণত কোনো সমাজের বাসিন্দা বা সার্বিকভাবে উক্ত সমাজকে বোঝানো হয়। বিশেষণ অর্থে Public অর্থ হলো সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোনো কিছু। আর Finance অর্থ হলো তহবিল সরবরাহ করা। তাই শাব্দিক অর্থে সরকারি অর্থব্যবস্থা হলো সরকার কর্তৃক তহবিল সরবরাহ করা।

সরকারি অর্থব্যবস্থা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সকল কার্যক্রমই সরকারি অর্থব্যবস্থার আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ সরকারি অর্থব্যবস্থায় সরকার কোন কোন খাত থেকে কতটুকু আয় করবে এবং কোন কোন খাতে কীভাবে ব্যয় করবে তা আলোচিত হয়।

- ■ ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড হিউ ডাল্টন (Edward Hugh Dalton, ১৮৮৭-১৯৬২) বলেন, "সরকারি অর্থব্যবস্থা সরকারের আয়-ব্যয় এবং এদের একটির সাথে অপরটির সমন্বয়-সাধনের কার্যাবলি আলোচনা করে।"
- ■ আমেরিকান অর্থনীতিবিদ রিচার্ড অ্যাবেল মুসগ্রেভ (Richard Abel Musgrave; ১৯১০-২০০৭) বলেন, "যে সকল জটিল সমস্যা সরকারি আয়-ব্যয় প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।"

তাই বলা যায়, সরকারের আয়-ব্যয় নীতি ও কার্যক্রম বিভিন্ন খাতে উপকরণগুলোর কাঙ্ক্ষিত বরাদ্দ নিশ্চিত করে। এটি জাতীয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দাম স্তরের স্থিতিশীলতা তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও আয়বৈষম্য হ্রাস, দারিদ্র্য হ্রাস ইত্যাদি অর্জনেও সহায়তা করে। সরকারি অর্থব্যবস্থা মূলত চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। যেমন— ১. সরকারি আয়, ২. সরকারি ব্যয়, ৩. সরকারি ঋণ ও ৪. আর্থিক পরিচালনা।

সুতরাং অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয়-ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন সংক্রান্ত সমস্যা ও এদের সমাধানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Finance) বলা হয়।

জেনে রাখো

সরকারি অর্থব্যবস্থা চারটি শাখায় বিভক্ত। যেমন—

১. বরাদ্দ শাখা
২. সম্পদ আহরণ শাখা
৩. বিতরণ শাখা
৪. স্থিতিশীল শাখা।

৯.২ সরকারি আয় ও ব্যয়ের ধারণা (Concept of Public Revenue and Expenditure)

সরকারি অর্থব্যবস্থায় সরকারের আয় ও ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ সরকার কোন কোন উৎস থেকে কতটুকু আয় করবে এবং কোন খাতে কতটুকু ব্যয় করবে তাই সরকারি আয় ও ব্যয়। অর্থাৎ সাধারণত প্রশাসনিক কার্যাবলি ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস হতে যে অর্থ আয় করে তাকে সরকারি আয় বলে এবং বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় করে তাকে সরকারি ব্যয় বলে। জনকল্যাণ নিশ্চিত করাই সরকারি আয় ও ব্যয়ের উদ্দেশ্য। সরকারের আয় সংগ্রহের নীতিকে রাজস্ব নীতি বলে। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে যে বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হলো- ১. সরকার রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম; ২. আয়-ব্যয়ের সমন্বয়ের ভিত্তিতে বাজেট; ৩. অর্থসংস্থানের উৎস; ৪. মুদ্রানীতি; ৫. আয়-ব্যয়ের গোপনীয়তা রক্ষা; ৬. ঋণের উৎস; ৭. বাজেটের ধরন; ৮. সময়ের গুরুত্ব; ৯. আয়-ব্যয়ের সময়কাল; ১০. আয়-ব্যয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; ১১. ব্যয়ের নীতি; ১২. ঋণের ভার; ১৩. আয়ের স্থিতিস্থাপকতা; ১৪. অর্থ সংগ্রহে বাধ্যতামূলক পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

সুতরাং সরকারি আয়-ব্যয়ের মাধ্যমেই সরকারি অর্থব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তী পাঠসমূহে পর্যায়ক্রমে সরকারি আয়-ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৯.৩ সরকারি অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য (Public Finance and Private Finance)

সভ্যতার প্রথম ধাপে যখন প্রজারা রাজাকে সমর্থন করত ও পুঁজির যোগান দিত তখন সরকারি ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার মধ্যে আদৌ কোনো পার্থক্য ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগে সব অর্থনীতিতে বিভিন্ন জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর এগুলোর সমাধান করতে গিয়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাতে উভয় অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে সরকারের এবং ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা বলতে ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক সমস্যা ও সে সংক্রান্ত

রীতিনীতিকে (Financial Problems and Policies) বোঝায়। উভয়ের মধ্যে বিষয়গত মিল থাকলেও কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ—

পার্থক্যর ভিত্তি	সরকারি অর্থব্যবস্থা	ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা
১. সংজ্ঞাগত	অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম আলোচনা করে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।	অর্থনীতির যে শাখায় ব্যক্তির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম আলোচনা করা হয়, তাকে ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা বলে।
২. আয়-ব্যয়ের সমন্বয়ের ভিত্তিতে	সরকার সাধারণত ব্যয় অনুযায়ী আয় করে। সরকার ব্যয়ের সাথে আয়ের সমন্বয়সাধন করে।	ব্যক্তি তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করে। অর্থাৎ ব্যক্তি তার আয়ের সাথে ব্যয়ের সমন্বয় সাধন করে।
৩. অর্থ-সংস্থানের উৎস	সরকার বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থের সংস্থান করতে পারে। যেমন— কর রাজস্ব, কর বহির্ভূত রাজস্ব, বৈদেশিক ঋণ, নোট ছাপানো ইত্যাদি।	ব্যক্তি শুধু বর্তমান আয়, অতীতের সঞ্চয় এবং ব্যক্তিগত ঋণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।
৪. আয়-ব্যয়ের গোপনীয়তা	সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাবের গোপনীয়তা রাখা হয় না। বাজেট বক্তৃতায়, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা হয়।	নিরাপত্তা, লোকের ঈর্ষা, কর ফাঁকি প্রভৃতি কারণে ব্যক্তি তার আয়-ব্যয়ের হিসাব গোপন রাখে।
৫. বাজেটের ধরন	সরকার সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষম বা ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে।	ব্যক্তি সাধারণত উদ্বৃত্ত বাজেট প্রণয়নের চেষ্টা করে।
৬. সময়ের গুরুত্ব	রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে অর্থ ব্যয় করে।	ব্যক্তির বাজেটে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমান সময়কেই প্রাধান্য দেয়া হয়।
৭. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	সরকারি আয়-ব্যয়ের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন। এজন্য সরকার মুনাফাকে প্রাধান্য না দিয়ে জনকল্যাণকে প্রাধান্য দেয়।	ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত সুবিধা ও মুনাফা অর্জন করা। এখানে জনকল্যাণ প্রাধান্য পায় না।
৮. ঋণের ভার	সরকারি ঋণের ভার প্রতিটি জনগণের ওপরই পড়ে এবং এ ভার পরোক্ষ প্রকৃতির।	ব্যক্তিগত ঋণের ভার প্রধানত পরিবারের উপর পড়ে এবং তা প্রত্যক্ষ প্রকৃতির।
৯. অর্থসংগ্রহে বাধ্যতামূলক পন্থা অবলম্বন	সরকার তার প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করতে বাধ্যতামূলক পথ অবলম্বন করতে পারে। যেমন- আইন করে ঋণ সংগ্রহ, ফি, পাবলিক ইউটিলিটির দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি।	ব্যক্তি ঋণ সংগ্রহে এ ধরনের কোনো বাধ্যতামূলক পন্থা অবলম্বন করতে পারে না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সরকারি আয়-ব্যয় ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি অর্থব্যবস্থা মূলত কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?
২. সরকারি অর্থব্যবস্থায় সরকার ব্যয় অনুযায়ী কী করে? /কু. বো. ২০২২/
৩. ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা ব্যক্তি সাধারণত কোন ধরনের বাজেট প্রণয়ন করে?
৪. সরকারি অর্থব্যবস্থা কয়টি শাখায় বিভক্ত?
৫. সরকারি ঋণের ভার কার ওপর পড়ে?

▶ উত্তরের জন্য ৪০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সরকারি অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার মধ্যে পাঁচটি মিল ছক আকারে উপস্থাপন করো।

পাঠ ২

সরকারি ব্যয়; কেন্দ্রীয় ব্যয় ও স্থানীয় ব্যয়; কেন্দ্রীয় ব্যয় ও স্থানীয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য ও সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য

৯.৪ সরকারি ব্যয় (Public Expenditure)

সরকারি ব্যয় সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি সরকারের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টিকে থাকা এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ-সাধনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদন করতে হয়। সরকারি কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা, দেশরক্ষা, দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকে সরকারি ব্যয় বলে। দেশের উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, আয় বণ্টন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ওপর সরকারি ব্যয় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য আধুনিক অর্থনীতিতে সরকারি ব্যয়ের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯.৫ কেন্দ্রীয় ব্যয় ও স্থানীয় ব্যয় (Central Expenditure & Local Expenditure)

সরকারি অর্থব্যবস্থায় ব্যয়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ক. কেন্দ্রীয় ব্যয় ও খ. স্থানীয় ব্যয়।

ক. কেন্দ্রীয় ব্যয়: দেশের ও কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় করে থাকে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যয় বলে। কেন্দ্রীয় ব্যয় সাধারণত জাতীয় স্বার্থ বা জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন খাতে করা হয়। নিচে কিছু কেন্দ্রীয় ব্যয়ের খাত উল্লেখ করা হলো: ১. প্রতিরক্ষা, ২. শিক্ষা, ৩. জনপ্রশাসন, ৪. বিচার বিভাগ, ৫. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ৬. পরিবহন ও যোগাযোগ, ৭. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, ৮. সামাজিক নিরাপত্তা, ৯. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা, ১০. কৃষি ও শিল্প ইত্যাদি।

খ. স্থানীয় ব্যয়: স্থানীয় সমস্যাবলি সমাধান ও স্থানীয় জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার যেমন— ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যে ব্যয় করে থাকে তাকে স্থানীয় ব্যয় বলে। স্থানীয় সরকার উন্নয়নমূলক, বিচারসংক্রান্ত, জনকল্যাণমূলক প্রভৃতি কাজে অর্থ ব্যয় করে থাকে। নিচে কিছু স্থানীয় ব্যয়ের খাত উল্লেখ করা হলো:

১. রাস্তাঘাট, বাঁধ, সেতু, কালভার্ট, খাল খনন ইত্যাদি।
২. পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা।
৩. বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৪. রাস্তাঘাট, পথের পাশে বৃক্ষরোপণ, সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করা।
৫. গ্রাম ও শহরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচারকার্য পরিচালনা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা।
৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক শিক্ষা প্রদান, জন্মনিয়ন্ত্রক দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহ ইত্যাদি।
৭. বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ কার্যক্রম ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
৮. বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা প্রভৃতি।

৯.৬ কেন্দ্রীয় ব্যয় ও স্থানীয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য

(Difference between centrel Expenditure & Local Expenditure)

কেন্দ্রীয় সরকারের বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যে ব্যয় করা হয় তাকে কেন্দ্রীয় ব্যয় বলে। অন্যদিকে, স্থানীয় জনগণের কল্যাণ সাধন ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে ব্যয় করা হয় তাকে স্থানীয় ব্যয় বলে। কেন্দ্রীয় ব্যয় মূলত জাতীয় স্বার্থে করা হয়। কিন্তু স্থানীয় ব্যয় স্থানীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যয় দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কিন্তু স্থানীয় ব্যয় পরিচালনা করে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হলে স্থানীয় ব্যয়ের পরিমাণ তুলনামূরকভাবে নগণ্য হয়। কেন্দ্রীয় ব্যয়ের খাতগুলো হলো: প্রতিরক্ষা, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন ইত্যাদি। অন্যদিকে, স্থানীয় ব্যয়ের খাতগুলো হলো: সেতু, বাঁধ নির্মাণ, সড়ক বনায়ন, খাল-খনন ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায়, স্থানীয় ব্যয় ও কেন্দ্রীয় ব্যয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয় ব্যয় একে অপরের পরিপূরক।

৯.৭ সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য (Objectives of Public Expenditure)

সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো–

১. **দেশরক্ষা:** আধুনিককালে সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। এজন্য সরকারকে সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা, যুদ্ধের আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি করতে গিয়ে ব্যয় করতে হয়।

২. **জনকল্যাণমূলক ব্যয় বৃদ্ধি:** কেইনসীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে প্রতিটি দেশের সরকার কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ, শিক্ষার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, অবসরভাতা, বেকারভাতা, বয়স্কভাতা প্রদান, শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য সরকার প্রতি বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।

৩. **প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি:** সাম্প্রতিককালে সরকার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ে সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে ব্যয়ের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যয়:** দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও বেসামরিক প্রশাসনের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। অব্যাহতভাবে ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের ভেতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনী নিয়োগ, বিচার বিভাগ পরিচালনা, প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সরকারকে ব্যয় করতে হয়।

৫. **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মগুণ ও উন্নত বিকশিত করে তোলাই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন। আজকাল সরকারি ব্যয়ের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে মানবসম্পদ উন্নয়ন। মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারকে যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নারী শিক্ষার প্রসার, হাসপাতাল স্থাপন, মাতৃসদন ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, নিরাপদ পানি ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

৬. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের মতো জনসংখ্যাবহুল দেশে জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সরকারকে ক্রমশ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

৭. **দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি:** দেশের পণ্যসামগ্রীর মূল্য পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় সরকারকেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে সরকারি ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮. **শহরায়ন:** শিল্প বিপ্লব ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রায় সব দেশেই শহরাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটছে। মানুষ হচ্ছে শহরমুখী। ফলে শহরাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

৯. **সামাজিক নিরাপত্তা বিধান:** এটি সরকারি ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য। কর্মরত চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা, কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতা, দুর্ঘটনার শিকার এমন লোকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদির জন্য সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১০. **স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১১. **আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস:** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য থাকলে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আধুনিককালে সরকারকে দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

১২. **উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ:** আধুনিককালে সরকার উৎপাদন কার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। যেসব শিল্পে দ্রুত মুনাফা পাওয়া যায় না সেসব শিল্পে বিদেশি এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী হয় না। ফলে এসব খাতে সরকারকে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হয়।

১৩. **জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি:** সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর সব দেশেই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি খাতে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হচ্ছে। যেহেতু সরকারের এসব খাত থেকে আয় বাড়ছে সেহেতু সরকারের এসব খাতে ব্যয়ের পরিমাণও অনেক।

১৪. **প্রকৌশলগত পরিবর্তন:** উৎপাদনের প্রয়োজনে যে প্রকৌশলগত ও উদ্ভাবনগুলো ঘটে তা আবার সরকারি খাতে বেশি। আর এসব প্রকৌশলগত উন্নয়নের জন্য সরকারকে অনেক ব্যয় করতে হয়।

১৫. **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সরকারি ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এসব দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট, বন্দর, রেল পরিবহণ, বাঁধ, সেতু, কৃত্রিম জলাশয়, নগরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজনীয় হলেও সেখানে বেসরকারি উদ্যোগের অনুপস্থিতি দেখা যায়। এক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বার্থে বাধ্য হয়ে সরকারকেই বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১৬. **কৃষি ও শিল্পখাতে ভর্তুকি প্রদান:** উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি ও শিল্পখাতে সরকার প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ ভর্তুকি প্রদান করে।

১৭. **দুর্যোগ মোকাবিলা:** বর্তমানকালে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার ফলে অর্থনীতিতে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১৮. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন ও তা বজায় রাখার জন্য সরকারকে ব্যয় করতে হয়। পূর্ণ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকারকে নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মসুযোগ সৃষ্টি, গণপূর্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও অন্যান্য উপায়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়।

১৯. **প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি:** বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশের সরকারের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে সে সব দেশে প্রচুর সংখ্যক দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হচ্ছে। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

২০. **বাণিজ্যচক্র রোধ :** বাণিজ্যচক্রের প্রভাবে অনেক সময় অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দেয়। ফলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। এরূপ অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্য সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

২১. **আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাঁদা পরিশোধ:** সরকার প্রতিবছর জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, IMF, WHO এ ধরনের যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য তার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে চাঁদা পরিশোধ করতে হয়।

রাষ্ট্র ও দেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান উন্নতির জন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ অতীতের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে জনকল্যাণমূলক কাজও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি ব্যয়ের মূল উদ্দেশ্য কী?
২. উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রকে কোন ধরনের রাষ্ট্র বলা হতো?
৩. আধুনিককালে সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ কী?
৪. অব্যাহতভাবে ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের ভেতরে কোনটি বজায় রাখা উচিত?

► উত্তরের জন্য ৪০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সরকারি ব্যয়ের পাঁচটি উদ্দেশ্যের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৩ সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

৯.৮ সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ (Main Sectors of Public Expenditure)

বাংলাদেশ সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। এছাড়া সরকারকে প্রশাসনিক, সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক ও অন্যান্য সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **শিক্ষা ও প্রযুক্তি:** বর্তমানে সরকারের একটি অন্যতম ব্যয়ের খাত হলো শিক্ষাখাত। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রাথমিক সম্প্রসারণ, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও সেগুলোর পরিচালনা, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। সুতরাং মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ১,১০,৬৫৭ কোটি টাকা।*

২. **প্রতিরক্ষা:** সরকারের প্রধান এবং পবিত্র দায়িত্ব হলো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। এজন্য সরকার একটি দক্ষ ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় ও উৎপাদন এবং সংরক্ষণ করার জন্য সরকার প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে থাকে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪০,৬৯৮ কোটি টাকা।*

৩. **জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা:** সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা। এ লক্ষ্যে সরকারকে একটি শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩,৫৪২ কোটি টাকা।*

৪. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী:** প্রতিটি দেশেই বর্তমানে ভালনারেবল গ্রুপ (Vulnerable Group) এর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety-net) গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন— বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির মোকাবিলা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা, দরিদ্র ও আশ্রয়হীনদের জন্য ভাতা, বিধবা ভাতা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, যৌথ বিমা প্রভৃতির জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৫,০৮৩ কোটি টাকা।*

৫. **জনপ্রশাসন:** সরকারের সকল বেসামরিক বা সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একটি বিশাল প্রশাসনের প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগসমূহ পরিচালনায় কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি প্রদানের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৮৬,০৮৮ কোটি টাকা।*

৬. **ঋণ ও সুদ পরিশোধ:** যেকোনো দেশের সরকারই তার কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দেশের ভেতর এবং বাইরে থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এসব ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের জন্য সরকারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারের ঋণ ও সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১,২২,০০০ কোটি টাকা।*

৭. **স্বাস্থ্য:** দেশের জনগণের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারকে হাসপাতাল স্থাপন, ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এবং ওষুধ সরবরাহ করতে হয়। এজন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১,৯০৮ কোটি টাকা।

৮. **পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন:** উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এসব দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১০,৮৮৬ কোটি টাকা।

৯. **দুর্যোগ মোকাবিলা :** বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন— বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, মহামারি প্রভৃতি মোকাবিলার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ১০,৩৬২ কোটি টাকা।

---

* বাজেট বিবরণী-২০২৫।

১০. **স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৮ ভাগ এখনও গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের উপরই মূলত অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। এজন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ৪৪,৮৯৫ কোটি টাকা।

১১. **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি:** 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি খাতের ব্যয় অপরিহার্য। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় ছিল ২,০০৪ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬ তে বৃদ্ধি পেয়ে ২,১৪৪ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।*

১২. **পরিবহণ ও যোগাযোগ:** প্রতিটি সরকারকেই রেল, সড়ক, বিমান এবং নৌপথ উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাছাড়া ডাক, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি যোগাযোগ মাধ্যমের জন্যও অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ৭১,৯১৮ কোটি টাকা।

১৩. **আইন ও বিচার:** আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাও প্রতিটি সরকারের একটি পবিত্র দায়িত্ব। এজন্য সরকারকে আদালত প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, কারাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিচারক নিয়োগ করতে হয়। ফলে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ২,০১৫ কোটি টাকা।*

১৪. **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়:** বর্তমানে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এজন্য দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য আমদানি ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য বিদেশে কূটনৈতিক মিশন স্থাপন, কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ভাতা প্রদানের জন্য সরকারকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৭০৪ কোটি টাকা।*

১৫. **আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ:** সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো ধনী-দরিদ্র ও আঞ্চলিক আয়-বৈষম্য দূরীকরণ এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১৬. **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিল্প কারখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র, গবেষণা কেন্দ্র, সেতু, কালভার্ট, কৃষির আধুনিকীকরণ প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

১৭. **ভর্তুকি প্রদান:** কৃষি, শিক্ষা, প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে সরকারকে ভর্তুকি প্রদান করতে হয়। এসব ভর্তুকি দেশের সুষম উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে। সেজন্য সরকারকে ভর্তুকি বাবদ ব্যয় করতে হয়।

১৮. **বিদ্যুৎ ও জ্বালানি:** বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ পরিস্থিতির উন্নতি, 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন তহবিল গঠন প্রভৃতি খাতে সরকার প্রতিবছর উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে প্রচুর অর্থ খরচ করে।

সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্র পুলিশি রাষ্ট্র নয় বরং কল্যাণকামী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কল্যাণকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং আপামর জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন খাতে বাংলাদেশ সরকারকে সর্বোচ্চ ব্যয় বহন করতে হয়? */ব. বো. ২০১৭/*

২. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারের জনপ্রশাসন পরিচালনা ব্যয় কত ধরা হয়েছে? */য. বো. ২০১৬/*

৩. জনস্বার্থে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন খরচের যে অংশ সরকার বহন করে তাকে কী বলে?

৪. বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা, বিধবা ভাতা প্রভৃতি সরকারের কী ধরনের ব্যয়?।

▶ উত্তরের জন্য ৪০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সরকারি ব্যয়ের প্রধান পাঁচটি খাতের একটি তালিকা তৈরি করো।

---

* বাজেট বিবরণী-২০২৫।

পাঠ ৪ সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থান

৯.৯ সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থান (Financing in Govt. Expenditure)

একটি দেশের সরকারের জন্য তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য তাকে অর্থসংস্থানও করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। এক্ষেত্রে রাজস্ব খাতসহ অনুন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। সরকারের এ বিশাল ব্যয়ের অর্থসংস্থানের জন্য কয়েকটি উৎসকে চিহ্নিত করা যায়। এ উৎস হলো—

১. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) নিয়ন্ত্রিত কর; ২. NBR বহির্ভূত কর; ৩. কর ব্যতীত প্রাপ্তি; ৪. অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন; ৫. বৈদেশিক ঋণ; ৬. বৈদেশিক দান, অনুদান; ৭. নতুন মুদ্রা সৃষ্টি।

১. **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) নিয়ন্ত্রিত কর:** সরকার তার ব্যয়ের জন্য অর্থসংস্থানের একটি বড় অংশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) কর্তৃক করে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন করের মাধ্যমে এ অর্থসংস্থান করে থাকে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো আয়কর, সম্পত্তি ও সম্পদ কর, ভ্যাট, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক (নির্দিষ্টকরণ) শুল্ক এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর ৪,৯৯,০০০ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করে।

২. **NBR বহির্ভূত কর:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর হতে আয় এটিও সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এখাত হতে প্রতিবছর সরকার প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখাতে বরাদ্দ ১৯,০০০ কোটি টাকা।

৩. **কর ব্যতীত প্রাপ্তি:** সরকার তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ব্যবসায় ও উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে। আবার বিভিন্ন রকম সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ আয় করে। এসব অর্থ কর ব্যতীত প্রাপ্তি আয় হিসেবে গণ্য। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটে কর ব্যতীত প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৪৬,০০০ কোটি টাকা।

৪. **অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন:** সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকার প্রতিবছর দেশীয় ব্যাংকিং খাত থেকে এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ঋণের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটে এখাতে আয় ধরা হয়েছে ২,২১,০০০ কোটি টাকা।

৫. **বৈদেশিক ঋণ:** সরকার তার প্রয়োজনে প্রতি বছর বিদেশি কোনো সরকার, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেক ঋণ গ্রহণ করে। এসব ঋণ শর্তযুক্ত এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় প্রকৃতির হয়ে থাকে। এটি সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থসংস্থানের একটি স্থায়ী খাত। প্রতি বছরই সরকার এ খাত হতে অর্থসংস্থান করতে হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটে এখাতে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লাখ ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

৬. **বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান:** প্রতি বছর সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থার নিকট হতে অনুদান পেয়ে থাকে। এটিও অর্থসংস্থানের একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখাত হতে প্রাপ্তি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫,০০০ কোটি টাকা।

৭. **নতুন মুদ্রা সৃষ্টি:** অনেক সময় অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ, সাহায্য, দান, অনুদান প্রভৃতির দ্বারা সরকারের নির্ধারিত ব্যয় সম্পন্ন না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ নতুন টাকা ছাপিয়ে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

উন্নত দেশসমূহে অভ্যন্তরীণ উৎসই অর্থসংস্থানের প্রায় শতভাগ ভূমিকা পালন করে। তবে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের উৎস প্রায় একইরকম।

২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়-এর সারণি (কোটি টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ			
আয়, মুনাফা ও মূলধনের উপর কর	১,৮২,০০১	১,৬৯,০০০	১,২২,৯৭৬
মূল্য সংযোজন কর	১,৮৮,৫১৮	১,৭৮,৫৮৬	১,৩৯,২৯০
সম্পূরক শুল্ক	৬৮,২৪৪	৬০,৪৪৪	৫৩,৭১৮
আমদানি শুল্ক	৫১,৪৩৮	৪৭,৭৬৬	৩৮,৬৩২
রপ্তানি শুল্ক	৭৮	৬৮	০
আবগারি শুল্ক	৬,০৯১	৫,১৪১	৪,৪২১
অন্যান্য কর	২,৬৩০	২,৪৯৫	২,৪১৫
উপমোট – জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ:	**৪,৯৯,০০০**	**৪,৬৩,৫০০**	**৩,৬১,৪৫২**
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ			
মাদক শুল্ক	৮৫০	৫০০	৫৮৯
যানবাহন কর	২,০০০	১,৫০০	১,৭৯১
ভূমি রাজস্ব	২,৭২৩	২,২৫০	১,২৯৬
স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	১১,৮৮৬	৯,৫০৩	৩,৯৬২
সারচার্জ/১	১,৫৪১	৭৪৭	৬৮৫
উপমোট – জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	১৯,০০০	১৪,৫০০	৮,৩২৩
মোট – করসমূহ হতে প্রাপ্তি	**৫,১৮,০০০**	**৪,৭৮,০০০**	**৩,৬৯,৭৭৫**
কর ব্যতীত প্রাপ্তি			
লভ্যাংশ ও মুনাফা	১০,৭৯১	৭,৭৯০	১২,৪৪০
সুদ	৪,৮৯০	৬,০৩০	২,১৪৬
প্রশাসনিক ফি	৫,০৭০	২,৮১৬	২,৫৯১
জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৪৮৬	৬৩৯	১,৫১২
সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৮,৬৩৪	৯,২৪২	৫,৮৯০
ভাড়া ও ইজারা	৭১১	৫৮৫	১,২৪২
টোল	১,৭০৯	১,৯১৭	৯৮৩
অবাণিজ্যিক বিক্রয়	৩,০৭৭	২,৩০৫	২,২৫৭
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	১০,৫২৭	৮,৫৭৫	১০,৭৯২
মূলধন রাজস্ব	১০৫	১০১	১৮৩
মোট – কর ব্যতীত প্রাপ্তি:	৪৬,০০০	৪০,০০০	৪০,০৩৬
সর্বমোট – রাজস্ব প্রাপ্তি:	**৫,৬৪,০০০**	**৫,১৮,০০০**	**৪,০৯,৮১১**

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের তথ্যসমূহ বাজেটভিত্তিক এবং অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সরকার কোন উৎস থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে? */৪৬তম ও ৪৩তম বিসিএস/*

২. মূল্য সংযোজন কর (VAT) কোন ধরনের কর? */ঢাবি ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট ২০২৪-২৫/*

৩. NBR-এর পূর্ণরূপ কী? */সি. বো. ২০১৯/*

৪. বাংলাদেশে কর সংগ্রহের জন্য কোন সরকারি সংস্থাটি দায়িত্ব প্রাপ্ত */জগন্নাথ বিশ্ব. গ ইউনিট ২০১২-১৩/*

৫. NBR বহির্ভূত একটি করের নাম লেখো। */ব. বো. ২০২২/*

৬. সরকারি রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস কী? */ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিট ২০২৪-২৫/*

৭. সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের প্রধান উৎস কী? */জগন্নাথ বিশ্ব. ২০১০-১১/*

৮. কর অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব নয় কোনটি? */ঢাবি খ ইউনিট ২০২১-২২/*

▶ উত্তরের জন্য ৪০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সরকার কোন কোন খাত থেকে অর্থসংস্থান করে তা একটি প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ৫ সরকারি আয় ও সরকারের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত

৯.১০ সরকারি আয় (Public Revenue)

প্রতিটি সরকারই কল্যাণকর রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যাবলি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় বা রাজস্ব সংগ্রহ করে তাকে সরকারি আয় বলে। সরকারের এ আয়ের মধ্যে দেশীয় এবং বিদেশি ঋণ, অনুদান এবং সাহায্য অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে সরকারি আয় বলে।

৯.১১ সরকারি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত (Important Sources of Public Revenue)

বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার যে আয়ের অর্থসংস্থান করে থাকে তাকে সরকারি আয় বলে। সরকারি আয়ের এসব উৎস দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. কর-রাজস্ব (Tax-revenue) এবং খ. কর-বহির্ভূত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)

ক. **কর-রাজস্ব (Tax-Revenue):** সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হলো কর। সরকার বিভিন্ন ধরনের কর আরোপের মাধ্যমে যে রাজস্ব পায় তাকে কর-রাজস্ব বা রাজস্ব বলে।

কর (Tax): সরাসরি কোনো প্রকারের সুবিধা বা প্রাপ্তি প্রত্যাশা না করে সরকারকে জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। অধ্যাপক টেইলর-এর মতে, 'কোনোরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রত্যাশা না করে জনসাধারণ সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।' এ থেকে করের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যথা: (i) এটা দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং (ii) এর বিনিময়ে সরাসরি কোনো সুবিধা পাওয়া যায় না। কর রাজস্বের উৎসগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর।

i. **প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax):** যার ওপর কর আরোপ করা হয়, করের বোঝা যদি প্রকৃতপক্ষে তাকেই বহন করতে হয় তাহলে ঐ করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। এ করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় না। সুতরাং করঘাত ও করপাত (করের আপাতভার এবং চূড়ান্তভার) যদি একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। প্রত্যক্ষ করের উৎসসমূহ হলো আয়কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর, দান কর ইত্যাদি।

ii. **পরোক্ষ কর (Indirect Tax):** যে করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় তাকে পরোক্ষ কর বলে। অর্থাৎ করঘাত এবং করপাত (করের আপাতভার এবং চূড়ান্তভার) যদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলে। পরোক্ষ করের মধ্যে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (VAT), আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, আবগারি শুল্ক, প্রমোদ কর ইত্যাদি।

iii. **বিশেষ কর (Special Assessment):** সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো অঞ্চলের জমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে সেখানকার জমির মালিকদের কাছ থেকে সরকার যে কর আদায় করে তাকে বিশেষ কর বলে। যেমন– শহরাঞ্চলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জমির মূল্য বেড়ে যায়। তাতে জমির মালিকদের কোনো অবদান নেই। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ খাত থেকে অর্জিত হয়।

খ. **কর-বহির্ভূত রাজস্ব (Non-Tax-Revenue):** কর ব্যতীত সরকার অন্যান্য উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব বলে। এ ধরনের আয়ের উৎসসমূহ হলো–

i. **ফি (Fee):** সরকার কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ ধরনের সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে তার নিকট হতে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে। ফি এর বিনিময়ে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু করের বিনিময়ে বিশেষ কোনো সুবিধা পাওয়া যায় না। যেমন- জমি রেজিস্ট্রেশন ফি, কোর্ট ফি, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ফি, টোল ও লেভি, যানবাহন কর, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ইত্যাদি।

ii. **বাণিজ্যিক আয় (Commercial Revenue):** ব্যক্তির মতো সরকারও বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বিক্রি করে। এ সকল শিল্পের উৎপাদন ও সেবা থেকে সরকার যে আয় করে তাকে বাণিজ্যিক আয় বলে। যেমন- বিদ্যুৎ, গ্যাস, লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, ডাক, তার, রেল, পানি ইত্যাদি পণ্য ও সেবা বিক্রি করে সরকার প্রচুর আয় করে। এছাড়া সরকারি সম্পত্তির ভাড়া ও ইজারা দিয়ে সরকার প্রচুর অর্থ আয় করে।

iii. **সরকারি ঋণ (Public Debt):** সরকার ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক সময় ঋণ গ্রহণ করে। আর এ ঋণ দেশের ভেতর থেকে কিংবা দেশের বাইরে থেকে গ্রহণ করতে পারে। সরকার বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বন্ড বিক্রির মাধ্যমে অথবা বিদেশি কোনো সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারে।

iv. **বিবিধ উৎস (Miscellaneous Sources):** উপরিউক্ত উৎসগুলো ছাড়াও আরো অনেক উৎস হতে সরকার আয় করে থাকে। এগুলো হলো: ১. নোট ছাপানো ২. জরিমানা ৩. সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ৪. স্বেচ্ছামূলক দান ৫. ক্ষতিপূরণ ৬. বিদেশি সাহায্য ও অনুদান প্রভৃতি।

১. **নোট ছাপানো (Issuing of New Notes):** সরকার অনেক সময় নতুন নোট ছাপিয়ে তার ব্যয় নির্বাহ করে। অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত আয় দ্বারা ব্যয় মিটানো সম্ভব না হলে সরকার অতিরিক্ত কাগজি মুদ্রা ছাপাতে পারে।

২. **জরিমানা (Fines):** রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীকে শাস্তিস্বরূপ তাদের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করা হয় তাকে জরিমানা বলা হয়। যেমন— ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীকে ও বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণের জন্য যে জরিমানা করা হয় সেগুলো সরকারের আয়।

৩. **বাজেয়াপ্তকরণ (Confiscation):** কোনো সম্পত্তির মালিক ওয়ারিশবিহীন অবস্থায় মারা গেলে কিংবা অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে পারে। এটিও সরকারের আয়ের উৎস।

৪. **স্বেচ্ছামূলক দান (Gifts):** অনেক সময় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সরকারকে স্বেচ্ছামূলক দান করে থাকে। যেমন- বন্যা, সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য দান ইত্যাদি। এগুলোও সরকারের আয়ের উৎস।

৫. **ক্ষতিপূরণ (Compensation):** অনেক সময় দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট হতে সরকারি সম্পত্তি বিনষ্টের জন্য সরকার ক্ষতিপূরণ আদায় করে।

৬. **বিদেশি সাহায্য ও অনুদান (Foreigners Gifts and Grants):** বিদেশি কোনো ব্যক্তি, এনজিও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য ও অনুদান সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস।

সরকারি আয়ের উৎসসমূহকে প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

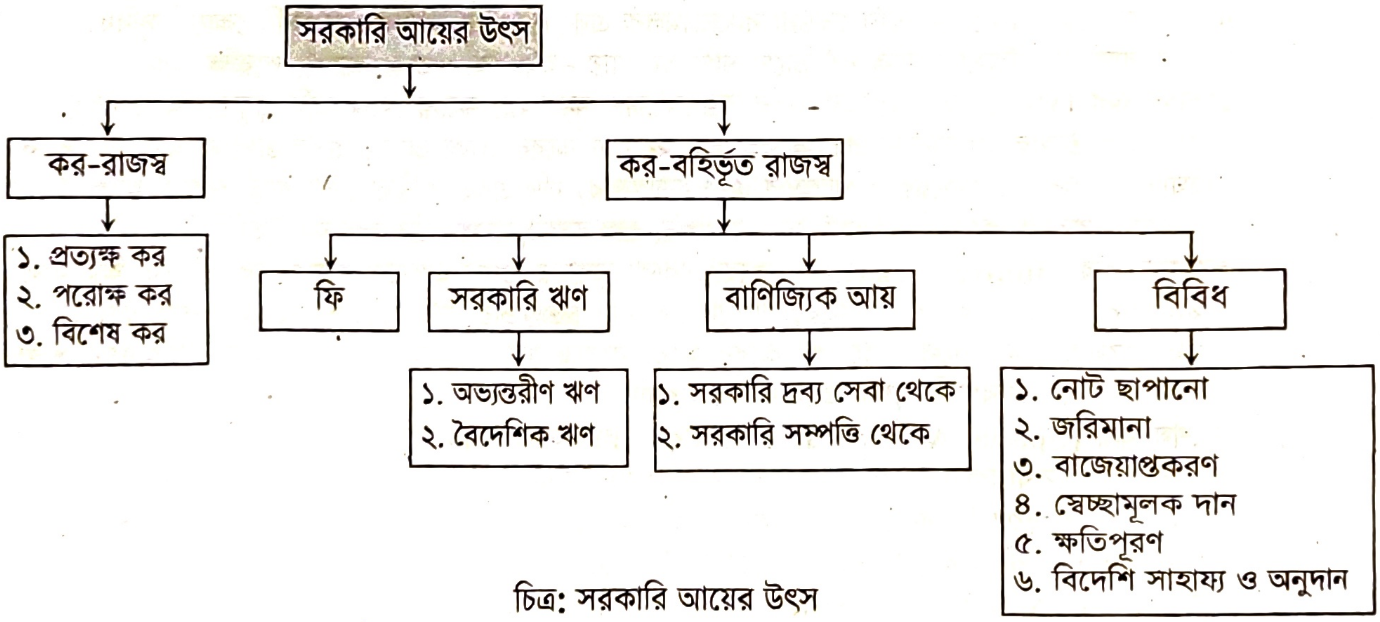
সরকারি আয়ের উৎস
কর-রাজস্ব
কর-বহির্ভূত রাজস্ব
১. প্রত্যক্ষ কর
২. পরোক্ষ কর
৩. বিশেষ কর
ফি
সরকারি ঋণ
বাণিজ্যিক আয়
বিবিধ
১. অভ্যন্তরীণ ঋণ
২. বৈদেশিক ঋণ
১. সরকারি দ্রব্য সেবা থেকে
২. সরকারি সম্পত্তি থেকে
১. নোট ছাপানো
২. জরিমানা
৩. বাজেয়াপ্তকরণ
৪. স্বেচ্ছামূলক দান
৫. ক্ষতিপূরণ
৬. বিদেশি সাহায্য ও অনুদান

চিত্র: সরকারি আয়ের উৎস

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি আয়ের উৎস প্রধানত কত প্রকার? *[দি. বো. ২০১৯]*
২. একটি পরোক্ষ করের উদাহরণ লেখো। *[ঢাবি বিজ্ঞান ইউনিট ২০২৪-২৫]*
৩. কর-রাজস্ব কত প্রকার? *[ব. বো. ২০১৯]*
৪. VAT-এর পূর্ণরূপ কী? *[ম. বো., রা. বো. চ. বো. ২০২২]*
৫. জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেওয়া অর্থকে কী বলা হয়? *[দি. বো. ২০২২]*
৬. অনুদান ও দান কী ধরনের আয়?

► উত্তরের জন্য ৪০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সরকারি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি খাতের নাম তালিকা আকারে লেখো।

পাঠ ৬ কর রাজস্ব; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর এবং পণ্য কর

৯.১২ কর রাজস্ব (Tax Revenue)

সরকার জনগণের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করে, কিন্তু তার বিনিময়ে যখন জনগণ বিশেষ কোনো সরকারি সুযোগ-সুবিধা আশা করতে পারে না, তাকে কর বলে। সরকার দেশের নিবাসী বা অনিবাসী ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পণ্যের ওপর যে কর ধার্য করে তা থেকে প্রাপ্ত আয়কে কর রাজস্ব বলা হয়।

কর: কর হলো বাধ্যতামূলকভাবে দেয় অর্থ। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য জনসাধারণের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করে তাকে কর বলে।

- অধ্যাপক **সেলিগম্যানের** মতে, "কোনো প্রকার বিশেষ সুবিধার প্রত্যাশা না করে সাধারণ স্বার্থে সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।"[১]
- অর্থনীতিবিদ **টেইলরের** মতে, "করদাতা কোনোরূপ সরাসরি সুবিধা লাভের আশা না করে সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।"[২]

এ সংজ্ঞাগুলোর আলোকে করের নিম্নোক্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায়-

i. কর প্রদানের ইচ্ছা না থাকলেও করদাতা কর প্রদানে আইনত বাধ্য।
ii. করের বিনিময়ে করদাতা কোনোরূপ সরাসরি সুবিধা দাবি করতে পারে না এবং
iii. কর আদায়ের একমাত্র কর্তৃপক্ষ সরকার।

কর-বহির্ভূত রাজস্ব: সরকার কর ও শুল্ক ছাড়া আরও অনেক উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এই উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব বলে।

করের উদ্দেশ্য: কর ধার্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব সংগ্রহ করা। তবে রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়া অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য লাভেও সরকার কর ধার্য করে থাকে। কর ধার্যের উদ্দেশ্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. রাজস্ব সংগ্রহের জন্যই সবসময় কর ধার্য করা হয়। আধুনিককালে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বিদেশি শত্রুর মোকাবিলা করা ছাড়াও সরকারকে বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করতে হয়। এসব কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ রাজস্বের দরকার। সরকার নতুন কর ধার্য ও পুরনো কর হার পরিবর্তন করে এই রাজস্বের অধিকাংশ সংগ্রহ করে।

২. কর শুধু রাজস্বই দান করে না, এটা উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণেও যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

৩. উন্নয়নশীল দেশে কর আরোপের বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়ন হার ক্রমশ বৃদ্ধি করা। এজন্য সরকার এমন পদ্ধতিতে কর ধার্য করে যেন একদিকে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মতো প্রচুর রাজস্ব পাওয়া যায় এবং অন্যদিকে লোকের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অটুট থাকে। আর্থিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে এবং বিভিন্ন খাতে সম্পদের হস্তান্তর নিশ্চিত করে কর ব্যবস্থা উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে থাকে।

---

[১] A tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses is the common interest of all without reference to special benefits.- Seligman.

[২] Taxes are payments to government without expectation of direct return in benefit to the tax payer. -Taylor.

৯.১৩ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (Direct and Indirect Tax)

করের চূড়ান্তভার বহনের ওপর ভিত্তি করে করকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. **প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax):** যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় তাকেই যদি করের বোঝা বহন করতে হয়, তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। অর্থাৎ যে করের করঘাত (Impact) এবং করপাত একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। কর সবার কাছেই অপ্রিয়। এজন্য যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে তার করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো না যায়, তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন- আয়কর, সম্পদ কর, ভূমিকর ইত্যাদি। এ সকল করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় না এবং করদাতাকেই সরাসরি করের বোঝা বহন করতে হয় বলে একে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়।

খ. **পরোক্ষ কর (Indirect Tax):** যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপাতে পারে তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলা হয়। অর্থাৎ যে করের করঘাত এবং করপাত (Incidence) ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে পরোক্ষ কর বলে। যেমন- মূল্য সংযোজন কর (VAT), বিক্রয় কর, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, প্রমোদ কর, পণ্য কর ইত্যাদি। এ সকল করের বোঝা অন্যের ওপর চাপানো যায় বলে করদাতা সরাসরি করের বোঝা বহন করে না। সেজন্য এগুলোকে পরোক্ষ কর বলে।

উদাহরণ: ধরা যাক, চিনি বিক্রেতার ওপর কর আরোপ করা হলো। এ কর চিনি বিক্রেতাকেই প্রদান করতে হয়। কিন্তু চিনি বিক্রেতা চিনির দাম বৃদ্ধি করে ক্রেতার নিকট থেকে চিনির ওপর আরোপিত কর আদায় করে নেয়। এক্ষেত্রে করের প্রথম আঘাত (করঘাত) চিনি বিক্রেতার ওপর পড়লেও করের চূড়ান্তভার (করপাত) চিনি ক্রেতার ওপর পড়ে। অতএব, যে করের আপাতভার এবং চূড়ান্তভার একই ব্যক্তির ওপর পড়ে না, বরং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে পরোক্ষ কর বলা হয়।

৯.১৪ পণ্য কর (Commodity Tax)

'পণ্য কর' বলতে মূলত কোনো পণ্যের ওপর আরোপিত করকেই বোঝায়। পণ্যদ্রব্য বিক্রির ওপর একক প্রতি অথবা তার মূল্যের ভিত্তিতে যে কর ধার্য করা হয় তাকে পণ্য কর বলে। বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক, আমদানি-রপ্তানি কর প্রভৃতি এ করের শ্রেণিভুক্ত। উৎপাদনকারী বা বিক্রেতারা প্রাথমিক পর্যায়ে এ কর প্রদান করলেও তারা পরে তা দ্রব্যের বর্ধিত দামের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বা আংশিক তুলে নিতে সক্ষম হয়। পণ্য কর আদায়ে প্রশাসনিক জটিলতা কম। কারণ উৎপাদনকারী বা বিক্রেতারা নিজ উদ্যোগে এ কর তুলে সরকারকে প্রদান করে। এ করের ভিত্তি যথেষ্ট বিস্তৃত থাকে বলে তা প্রচুর রাজস্ব যোগায়। দ্রব্যের বর্ধিত দামের মাধ্যমে এ কর পরিশোধ করতে হয় বলে এ কর প্রদানকালে ক্রেতা তা অনুভব করতে পারে না। তবে এ কর ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদের ওপর বেশি বর্তায়। এটি দামস্তর ও সমাজে আয় বৈষম্য বাড়ায়।

পণ্য করের বৈশিষ্ট্য: ১. পণ্য কর একটি পরোক্ষ কর। পণ্য করের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, এই করের বোঝা করদাতা অন্যের ওপর অপসারণ করতে পারে।

২. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শ্রেণিভেদে পণ্য কর বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি।

৩. পণ্য কর আপাতদৃষ্টিতে সমানুপাতিক মনে হলেও কার্যত এটি অনেকটা অধোগতিশীল ধরনের। সামাজিক ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে বলা যায় এ করের বোঝা দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের লোকদেরই বেশি বহন করতে হয়। কিন্তু ধনী বা উচ্চ আয়ের লোকেরা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে পণ্য কর ফলপ্রসূ নয়।

পণ্য করের আওতাভুক্ত উৎসগুলো হলো–

১. **মূল্য সংযোজন কর (মূসক):** এটি এক ধরনের পণ্য কর যা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax বা VAT) বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি প্রধান উৎস। কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তৈরি দ্রব্য রূপান্তর করার ফলে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর VAT আরোপ করা হয়। কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য এবং ঐ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ব্যয়ের পার্থক্যকে 'মূল্য সংযোজন' (Value Added) বলা হয়। এ মূল্য সংযোজনের ওপর যে হারে কর আরোপ করা হয় তাকে 'মূল্য সংযোজন কর' বা 'ভ্যাট' বলা হয়। এটি একটি পরোক্ষ কর। উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য এবং উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যের ওপর নির্ধারিত হারে এ কর ধার্য করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি কর রাজস্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। একক খাত হিসেবে ভ্যাট থেকেই সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে। এরপরই থাকবে আয়কর খাতের অবস্থান। এ কর বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে সর্বপ্রথম চালু হয়।

২. **বাণিজ্য শুল্ক:** এটি বাংলাদেশ সরকারের আয়ের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। বাণিজ্য শুল্ক দুই প্রকার। যথা- ১. আমদানি শুল্ক ২. রপ্তানি শুল্ক। বাণিজ্য শুল্ক আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের ওপর বিভিন্ন হারে আরোপ করা হয়। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী যেমন— গম, চাল, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, সার, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, সুতা প্রভৃতি পণ্যসামগ্রী আমদানির ওপর একটি নির্ধারিত হারে শুল্ক আরোপ করা হয়। এরূপ আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ককে 'আমদানি শুল্ক' বলা হয়। অনুরূপভাবে, কোনো দেশ যে সব পণ্য রপ্তানি করে তার ওপর আরোপিত করকে 'রপ্তানি শুল্ক' বলা হয়। যেমন– বাংলাদেশ তৈরি পোশাক, পাটজাত পণ্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে। এ সকল পণ্যের ওপর আরোপিত করকে 'রপ্তানি শুল্ক' বলা হয়। বাংলাদেশের কর রাজস্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত বা উৎস হলো আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক বা বাণিজ্য শুল্ক। এই উৎস হতে আয়ের পরিমাণ বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।

৩. **আবগারি শুল্ক:** দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ককে 'আবগারি শুল্ক' (Excise Duty) বলা হয়। যেমন– দেশে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত চা, চিনি, দিয়াশলাই, তামাক, সিগারেট প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

৪. **সম্পূরক শুল্ক:** কিছু কিছু দ্রব্যসামগ্রীর ওপর আমদানি বা আবগারি শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের পরেও অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয় তাকে সম্পূরক শুল্ক বলে। সম্পূরক শুল্ক থেকে সরকার আয় সংগ্রহ করে থাকে।

পণ্য করের সুবিধা (Advantages of Commodity Tax): পণ্য করের কতগুলো সুবিধা আছে। নিচে এর সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো–

১. **জনপ্রিয়তা:** পণ্য কর দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সাথে প্রদান করতে হয়। তাই করদাতারা এর বোঝা অনুভব করতে পারে না। এজন্য পণ্য করকে জনপ্রিয় কর বলা হয়।

২. **ফাঁকি দেওয়ার অসুবিধা:** পণ্য কর দ্রব্যের দামের সঙ্গে আদায় করা হয়। ব্যক্তি যখন কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তখন তাকে দ্রব্যের সঙ্গে কর প্রদান করতে হয়। কাজেই এ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না।

৩. **বিস্তৃত ভিত্তি:** পণ্য কর ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলকে প্রদান করতে হয়। তাই এ করের ভিত্তি খুবই বিস্তৃত।

৪. **স্থিতিস্থাপকতা:** যেসব দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সেসব দ্রব্যের উপর আরোপিত করের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে রাজস্বের পরিমাণ প্রয়োজনমত হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। তাই পণ্য কর স্থিতিস্থাপক।

৫. **সামাজিক কল্যাণ:** সিগারেট, মদ প্রভৃতি নেশাজাতীয় দ্রব্যের উপর অত্যধিক কর ধার্য করলে এগুলোর ভোগের পরিমাণ কমে যায়। ফলে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়।

৬. **সুবিধাজনক:** পণ্য কর দ্রব্যের দামের মধ্যে ধরা হয়। ক্রেতাদের দ্রব্য ক্রয়ের সময় এ কর প্রদান করতে হয়। তাই তারা করের বোঝা অনুভব করে না। তাছাড়া এ কর প্রদানের জন্য করদাতাদের কোনো প্রকার হিসাব রাখতে হয় না। সুতরাং পণ্য কর প্রদান করা খুবই সুবিধাজনক।

৭. **সমতা:** ধনীরা বিলাসদ্রব্য আর গরিব মানুষরা নিম্ন মানের দ্রব্য ভোগ করে। তাই বিলাসদ্রব্যের ওপর উচ্চ হারে পণ্য কর এবং নিম্ন মানের দ্রব্যের ওপর কম হারে কর আরোপের মাধ্যমে সমাজে ধনী-গরিবের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের সমতা স্থাপন করা যায়।

৮. **উৎপাদনশীল:** পণ্য কর দ্রব্য ক্রয়ের সময় আদায় করা হয়। তাই ধনী-গরিব সকলকেই এ কর প্রদান করতে হয়। ফলে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য পণ্য করকে উৎপাদনশীল কর বলা হয়।

অতএব বলা যায়, পণ্য করের বিভিন্ন সুবিধা বিদ্যমান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর চালু হয় কোন সালে? *[জাবি ই ইউনিট ২০২৩-২৪]*

২. কোনোরূপ সুবিধা প্রত্যাশা ছাড়া সরকারকে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে কী বলে? *[চ. বো. ২০২২]*

৩. দেশে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর ওপর আরোপিত করকে কী বলে?

৪. ভূমিকর কোন ধরনের কর? *[ইবি সি ইউনিট ২০১৩-১৪]*

৫. যে করের করঘাত এবং করপাত (Incidence) ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে কোন কর বলে?

৬. মূসক কোন ধরনের কর? *[য. বো. ২০২২]*

৭. Excise Duties-এর অর্থ কী?

৮. বাণিজ্য শুল্ক কয় প্রকার?

৯. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে শুল্ক কী? *[ঢাবি ক ইউনিট ২০২৪-২৫]*

▶ উত্তরের জন্য ৪০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

পণ্য করের উপাদানগুলো প্রবাহ চিত্রে আঁকো।

পাঠ ৭ ও ৮ আয়কর ও আয়করের গুরুত্ব বা উদ্দেশ্য এবং সরকারি ঋণ ও সরকারি ঋণের উদ্দেশ্যাবলি

৯.১৫ আয়কর (Income Tax)

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত উৎসসমূহের মধ্যে অন্যতম উৎস হলো আয়কর। আয়কর আইনের বিধান অনুসারে এক বা একাধিক উৎস হতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর আরোপযোগ্য বার্ষিক করকে আয়কর বলে। অন্যভাবে আয়বর্ষে একজন করদাতার বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত আয় করযোগ্য ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করলে আয়কর আইন অনুসারে করদাতাকে যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলে। আয় ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ওপর আরোপযোগ্য করকে আয়কর বলা যায় না।

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ১৬নং ধারার অনুসারে আয়করের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'আয়কর হলো ব্যক্তির আয়বর্ষ বা বর্ষসমূহের মোট আয়ের ওপর কর নির্ধারণী বর্ষে নির্ধারিত হার বা হারসমূহের ভিত্তিতে ধার্যকৃত, আরোপিত, প্রদেয় ও আদায়কৃত অর্থ।'

আয়করের বৈশিষ্ট্য: প্রত্যক্ষ করের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো 'আয়কর'। এর বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. আয়করের ভিত্তি হলো মোট আয় যা ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ অনুসারে নির্ণয় করতে হয়।
২. এটি একটি প্রত্যক্ষ কর।
৩. আয়কর ব্যক্তির আয়ের ওপর, যা ব্যক্তির শ্রম আয় (মজুরি) এবং ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের পুঁজি বিনিয়োগ থেকে আসে।
৪. আয়করের হার সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়।
৫. আয়বর্ষের আয়ের ওপর সাধারণত পরবর্তী আর্থিক বর্ষের নীতি ও কর হার অনুযায়ী কর ধার্য হয়।
৬. আয়বর্ষের পরবর্তী আর্থিক বর্ষে কর নির্ধারিত ও প্রদেয় হয়।

৯.১৬ আয়করের গুরুত্ব বা উদ্দেশ্য (Importance or Objectives of Income Tax)

আয়কর সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি অন্যতম উৎস। যেকোনো কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আয়করের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে একটি দেশের অর্থনীতিতে আয়করের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো—

১. **রাজস্ব আদায়:** দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদনে যে বিশাল অর্থের প্রয়োজন তার একটি বিরাট অংশ আয়কর আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়।
২. **সঞ্চয় বৃদ্ধি:** কর ব্যবস্থায় বিনিয়োগ ভাতা সংক্রান্ত বিশেষ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়। আর এ বিনিয়োগের জন্য জনসাধারণ সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়।
৩. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দেশি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারীগণ পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী হন। যেমন— কর অবকাশ।
৪. **সামাজিক কল্যাণ:** প্রতিটি সরকারকে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ, নিরাপত্তা, অনগ্রসরদের বিশেষ ভাতা প্রদানসহ আরও অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। আয়করের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ এসব সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হয়।
৫. **দুর্নীতি হ্রাস:** আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় সম্পদ অর্জনের উৎস দেখাতে হয়। তাছাড়া অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ গোপন করলেও আয়কর আইনে শাস্তি পেতে হয়। ফলে দুর্নীতি কিছুটা হলেও হ্রাস পায়।
৬. **নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** আয়করের ক্ষেত্রে করদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে করের বোঝা বহন করে বলে উক্ত অর্থ সরকার কোন খাতে খরচ করছে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে, এতে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
৭. **স্থিতিস্থাপক:** আয়কর স্থিতিস্থাপক। প্রয়োজন হলে করের ভিত্তি সামান্য পরিবর্তন করে সহজেই কর রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়।

তবে শুধু বিত্তশালীরা এ কর দেয় বিধায় করের ভিত্তি ব্যাপক নয়। এছাড়া একই সাথে অনেক টাকা দিতে হয় বিধায় কর দাতার পক্ষে অসুবিধাজনক।

৯.১৭ সরকারি ঋণ (Public Debt)

সরকারি ঋণ বলতে দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণকে বোঝায়। অনেক সময় ব্যক্তির ন্যায় সরকারকেও ঋণ গ্রহণ করতে হয়। সরকার সাধারণত কর ও অন্যান্য ফি এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ রাজস্ব হতে ব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সরকারের পক্ষে সবসময় কর ও অন্যান্য উৎস হতে সংগৃহীত রাজস্ব দ্বারা সর্বপ্রকার ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য জরুরি অবস্থা মোকাবিলা, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয়ের পরিমাণ যদি সরকারের আয় অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করে এ ঘাটতি পূরণ করতে হয়।

অতএব সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তা পূরণের জন্য সরকার যখন দেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অথবা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে, তখন তাকে সরকারি ঋণ (Public Debt) বলা হয়। সরকারি ঋণ সরকারের অর্থসংস্থানের একটি প্রধান উপায়। বর্তমানে সরকার দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণ, ব্যাংক অথবা অন্য কোনো দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

অধ্যাপক হিকস উৎপাদনশীণতার দৃষ্টিকোণ হতে সরকারি ঋণকে ৩ ভাগে বিভক্ত করেন। যেমন—

১. **মৃতভার ঋণ (Dead Weight Debt):** যে ঋণ জাতীয় উৎপাদন বা সম্পদ বৃদ্ধিতে কোনো সহায়তা করে না অথবা রাজস্ব ও ভবিষ্যত উপযোগিতার প্রবাহ সৃষ্টি করে না তাকে মৃতভার ঋণ বলে। যেমন— যুদ্ধ ঋণ।

২. **নিষ্ক্রিয় ঋণ (Passive Debt):** যে ঋণ প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করে না কিন্তু পরোক্ষভাবে উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তাকে নিষ্ক্রিয় ঋণ বলে। যেমন— শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল স্থাপন, বিনোদন কেন্দ্র, খেলার মাঠ, পাঠাগার স্থাপন প্রভৃতি।

৩. **সক্রিয় ঋণ (Active Debt):** সরকারের ঋণ হতে প্রাপ্ত অর্থ যদি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং সরকার তা হতে রাজস্ব লাভ করে তবে তাকে সক্রিয় ঋণ বলে। এ ধরনের ঋণ হতে দেশের জনগণের আয় বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন, নিয়োগ, কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন— রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেলপথ তৈরি, কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি।

৯.১৮ সরকারি ঋণের উদ্দেশ্যাবলি (Objectives of Public debt)

প্রত্যেক দেশের সরকার জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করেন। কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব দ্বারা অনেক সময় সরকারি ব্যয় মিটানো সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দেশের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারি ঋণ গ্রহণের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। নিচে সরকারের ঋণগ্রহণের বিভিন্ন উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা করা হলো—

১. **আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, যোগাযোগ ইত্যাদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক বিষয়ের উন্নয়ন সাধনকে বোঝায়। এসবের উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সরকারকে ঋণ গ্রহণ করে দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ ও এদের উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হয়।

২. **ঘাটতি বাজেট পূরণ:** অনেক সময় সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয় ফলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। বাজেটের এরূপ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

৩. **মন্দাভাব দূরীকরণ:** অর্থনীতিতে অনেক সময় মন্দাভাব দেখা দেয়। এ সময় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পায়। এতে কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় এবং অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকারকে বিনিয়োগ বাড়াতে হয়। বিনিয়োগ বাড়াতে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এতে অর্থনীতিতে প্রাণের সঞ্চার হয়, অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং মন্দাভাব দূরীভূত হয়। এ উদ্দেশ্যে সরকার ঋণ গ্রহণ করে।

৪. **জরুরি অবস্থা মোকাবিলা:** অনেক সময় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, মহামারি প্রভৃতি দুর্যোগে কৃষিজ ও অন্যান্য সম্পদের উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকার শুধু রাজস্বের উপর নির্ভর করতে পারে না। তাছাড়া রাজস্ব আয় দ্বারা এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলা করাও সম্ভব নয়। কাজেই জরুরি অবস্থা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

৫. **সাময়িক ঘাটতি পূরণ:** প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য সরকারকে নিয়মিত অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সরকার নিয়মিতভাবে আয় পায় না। ফলে সরকারের আয়-ব্যয় এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এরূপ সাময়িক ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে সরকারকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

৬. **যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ:** অনেক সময় এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাই যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ, সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালীকরণ প্রভৃতির দরুন সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

৭. **মুদ্রাস্ফীতি রোধ:** অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির দেখা দিলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এতে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়ে এবং অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় দেশের মধ্যে যাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ আছে তাদের নিকট হতে সরকার ঋণ গ্রহণ করে। ফলে জনসাধারণের বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয়।

৮. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় আয় খুবই কম। তাই দেশের মূলধনের অভাব দেখা দেয়। এ অবস্থায় শুধু করের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না। তাই সরকারকে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি সংস্থা বা সরকার হতে ঋণ গ্রহণ করে পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সরকারি ঋণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৯. **উন্নয়ন পরিকল্পনা:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বহু উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। শুধু করের অর্থ দিয়ে এ সমস্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কখনও সম্ভব নয়। আবার নোট ছাপিয়ে ঘাটতি ব্যয় নীতির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। তাই বাধ্য হয়ে সরকারকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

১০. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** সরকারি ঋণ নিরাপদ বিনিয়োগের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সরকার প্রাইজবন্ড, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারি বিল প্রভৃতি বাজারে ছেড়ে থাকে। এর ফলে একদিকে জনগণ সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয় এবং অপরদিকে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

একটি দেশে সরকারি ঋণ বহুবিধ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়। তবে সরকারি ঋণ শুধু উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা উচিত এবং এর যথার্থ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা অনস্বীকার্য। অন্যথায়, এর বিরূপ প্রভাবের ফলে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যার ওপর ধার্য করা হয়, তিনি নিজেই যদি করের বোঝা বহন করেন তবে তাকে কোন কর বলে? */দি. বো. ২০২২/*

২. কোন সালে আয়কর অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল?

৩. আয়ের ওপর ধার্যকৃত করকে কোন কর বলে?

৪. প্রত্যক্ষ করের প্রকৃষ্ট উদাহরণ কী?

৫. একটি উৎপাদনশীল ঋণের নাম লেখো। */য. বো. ২০১৬/*

৬. একটি মৃতভার সরকারি ঋণের নাম লেখো।

৭. কোন ঋণ দ্বারা দেশের আয় ও কল্যাণ বাড়ে না?

৮. কোন ঋণ থেকে প্রত্যক্ষ আয় আসে না তবে কল্যাণ সৃষ্টি হয়?

▶ উত্তরের জন্য ৪০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. শ্রেণির কাজ

আয়করের সাথে পণ্য করের পাঁচটি পার্থক্য ছক আকারে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৯ ও ১০ সরকারি ঋণের উৎসসমূহ

৯.১৯ সরকারি ঋণের উৎসসমূহ (Sources of Public Debt)

সরকারি ঋণের উৎস দুইটি। অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎস।

ক. অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Sources): সরকারি ঋণের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ হচ্ছে- কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। নিচে এসব উৎসসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলো—

১. **কেন্দ্রীয় ব্যাংক:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তা সরকারি অভ্যন্তরীণ ঋণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে দুইভাবে ঋণ দিতে পারে। প্রথমত, বিদেশি সম্পদের বিপরীতে সমপরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় সম্পদ যেমন— সরকারের বিভিন্ন প্রকার বন্ড, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের পক্ষে ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সরকারকে ৩ মাস মেয়াদি ট্রেজারি বিল, বিশেষ ট্রেজারি বিল ইত্যাদির বিপরীতে ঋণ প্রদান করে।

২. **বাণিজ্যিক ব্যাংক :** বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ বা অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারি ঋণ গ্রহণের প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। সরকার তার ঋণপত্রগুলোর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এ ব্যাংকগুলো ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে যে অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি করে তা দিয়ে সরকারি বন্ড ক্রয় করে। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে কিছু অলস অর্থ থাকে যা তারা সরকারি বন্ড ক্রয়ে ব্যয় করে। এভাবেও সরকার ঋণ সংগ্রহ করে।

৩. **অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান:** সরকার বিভিন্ন অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যেমন— আইসিবি, বিনিয়োগ ট্রাস্ট, গৃহনির্মাণ ঋণ দান সংস্থা, বিমা কোম্পানি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সরকারি ঋণপত্র বিনিয়োগ করে সরকারকে ঋণ সংগ্রহে সহায়তা করে। অনেক সময় সরকার এসব প্রতিষ্ঠানকে ঋণপত্র ক্রয়ে বাধ্য করতে পারে।

৪. **ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ:** সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গের কাছে বিভিন্ন ঋণপত্র বিক্রয় করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ব্যক্তিবর্গ তাদের সঞ্চিত অর্থের একাংশ এ ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারে। আবার তারা কর্পোরেট ঋণপত্র নগদ অর্থে রূপান্তর করে লাভজনক সরকারি বন্ড ও ঋণপত্র ক্রয় করতে পারে। এভাবে ব্যক্তিবর্গের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব। বাংলাদেশ সরকার সঞ্চয়পত্র, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, সার্টিফিকেট বিক্রয় করে জনগণের কাছ থেকে অর্থ বা ঋণ সংগ্রহ করে থাকে।

খ. বৈদেশিক উৎস (Foreign Sources): সরকার বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। নিচে তার চারটি উৎস উল্লেখ করা হলো—

১. **বিদেশি সরকার:** বিদেশি সরকারের কাছ থেকে কোনো দেশ নগদ অর্থ বা দ্রব্যের আকারে বা উভয় ধরনের ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এ ঋণ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিদেশি সরকারের স্মরণাপন্ন হয়। বাংলাদেশ এ ধরনের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ প্রতি বছরই বৃদ্ধি করছে। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, জাপান, ডেনমার্ক, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঋণ করে থাকে।

২. **বিদেশি সংস্থা:** বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি কোনো দেশের সরকারকে ঋণ প্রদান করতে পারে। সাধারণত এরূপ উৎস থেকে প্রকল্প ঋণ পাওয়া যায়। অনেক সময় বিদেশি কোম্পানি ঋণগ্রহীতা দেশের সাথে যৌথ উদ্যোগে শিল্প বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে। বিদেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কলাকৌশল (Technology), মানবসম্পদ সরবরাহের আকারে ঋণ প্রদান করে। যেমন— UNDP, UNESCO, DFID ইত্যাদি। তবে এ উৎস থেকে গৃহীত ঋণের জন্য ব্যয় বেশি পড়ে। ফলে জরুরি প্রয়োজন না হলে এ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে না।

৩. **বিদেশি বেসরকারি কোম্পানি:** বর্তমানকালে পৃথিবীতে বেশ কটি বহুজাতিক কোম্পানি কার্যরত রয়েছে। কোনো দেশের সরকার এসব কোম্পনি থেকে ঋণ গ্রহণ করে। সাধারণ বিদেশি কোম্পানি ঋণগ্রহীতা দেশের সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প কিংবা শিল্পে ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ঋণ সাধারণত মানবশক্তি, কলাকৌশল ইত্যাদি আকারে দেওয়া হয়। এ ঋণের ক্ষেত্রে বেশি হারে সুদ আদায় করা হয়। এজন্য এ ঋণের খরচ বেশি পড়ে।

৪. **আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান:** উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন— বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), IMF, IFC, ADB ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

সরকারের এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য মূলত দুটি— প্রথমত, দেশের বৈদেশিক লেনদেন সমস্যা দূরীকরণে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্দেশ্যেও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে আসছে।

নিচে সরকারি ঋণের একটি প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো—

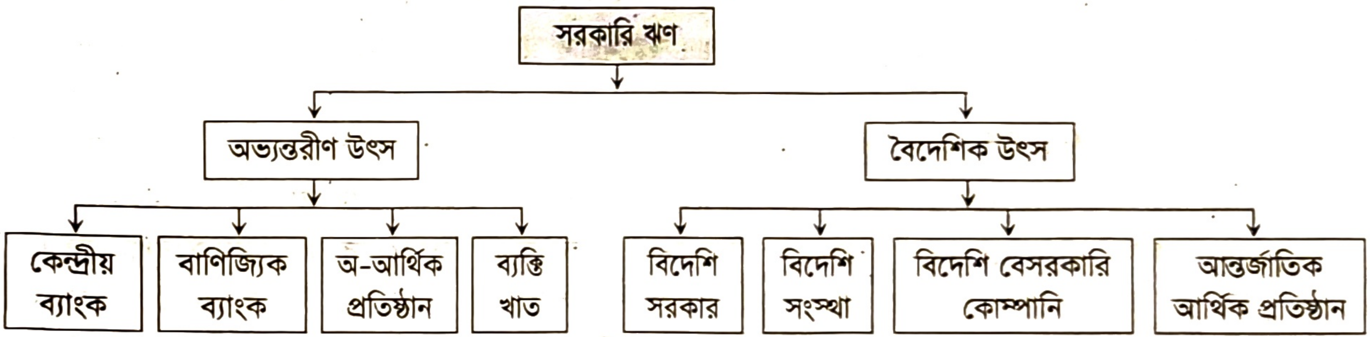

চিত্র: সরকারি ঋণ

বাংলাদেশের কি বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা উচিত?

বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের ঋণই বোঝাস্বরূপ। তবে অর্থনীতির ওপর দু'ধরনের ঋণের ভার এক রকম নয়। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, অভ্যন্তরীণ ঋণ অপেক্ষা বৈদেশিক ঋণের ভার অনেক বেশি। অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনো আর্থিক ভার নেই। কিন্তু এর প্রকৃত ভার রয়েছে। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক ঋণের আর্থিক ও প্রকৃত ভার দুটোই রয়েছে। বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের জন্য দেশের অর্থ বাইরে চলে যায়। এর ফলে প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার সৃষ্টি হয়। আবার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করতে হলে দেশের জনগণের ভোগের পরিমাণ কমে যায়। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়। রপ্তানি আয়ের পরিবর্তে যদি অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করা হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে দেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎসের দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি ঋণকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
২. বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোন ধরনের ঋণের উৎস? [কু. বো. ২০২২]
৩ কোন ধরনের উৎস থেকে গৃহীত ঋণের জন্য ব্যয় বেশি পড়ে?
৪. IBRD, IMF, IDB, ADB প্রভৃতি কোন ধরনের ঋণের উৎস?
৫. কোন ঋণ সবসময় দীর্ঘমেয়াদি হয়?
৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে কয়ভাবে ঋণ দিতে পারে?
৭. একটি দেশীয় বিনিয়োগ সংস্থার নাম লেখো।
[রাবি (ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতি) ২০০৫-০৬]

► উত্তরের জন্য ৪০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. শ্রেণির কাজ

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য ছক আকারে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১১ ও ১২ সরকারি ঋণের বিভিন্ন উৎসের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা এবং বাংলাদেশে সরকারি ঋণের অসুবিধা

৯.২০ সরকারি ঋণের বিভিন্ন উৎসের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা (Comparative Advantage and Disadvantage of Different Sources of Public Debt)

সরকারি ঋণের দুটি উৎস— অভ্যন্তরীণ উৎস ও বৈদেশিক উৎস। অভ্যন্তরীণ উৎস বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বোঝায়, যেখান থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারে। বাহ্যিকভাবে সরকার বিদেশি কোনো সংস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি কোনো সরকারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। নিচে এদের মধ্যে সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা হলো—

১. ঋণের মেয়াদের দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করলে বৈদেশিক উৎস, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে বেশি সুবিধাজনক। কেননা বৈদেশিক ঋণ সবসময় দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় ঋণদানকারী দেশ বা সংস্থা ঋণ মওকুফ করে। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ ঋণ স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে এবং তা মওকুফের ঘটনা বিরল বললেই চলে।

২. প্রতিটি জিনিসের প্রাপ্তির বিনিময়ে প্রদান আছে। তাই ঋণ গ্রহণ করলে পরিশোধও করতে হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধে সরকারকে নোট ছাপিয়ে বা অধিক হারে কর ধার্য করে তা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে স্বর্ণ আবশ্যক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ সুবিধাজনক।

৩. বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করলে দাতাদের বেঁধে দেওয়া শর্ত পূরণপূর্বক ব্যবহার করতে হয়। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেক সময় বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, অভ্যন্তরীণ ঋণ ব্যবহারের জন্য কোনো শর্তের মোকাবিলায় করতে হয় না। সুতরাং শর্তের দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৈদেশিক ঋণের চেয়ে ভালো।

৪. অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করা সহজ। কারণ সরকার জনগণকে বিভিন্ন সুবিধা দানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে ঋণ গ্রহণ করাতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক উৎসগুলোকে বাধ্য করা যায় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৈদেশিক ঋণের চেয়ে সুবিধাজনক।

৫. ঋণ গ্রহণের ফলে ভারের সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দুটি ঋণেরই ভার বা বোঝা আছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের ভার দুই প্রকার। যথা—

ক. আর্থিক ভার: অর্থনীতিবিদদের মতে, অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনো প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার নেই। কারণ এক্ষেত্রে ঋণের সুদ দেশের বাইরে যায় না।

খ. প্রকৃত ভার: অভ্যন্তরীণ ঋণের আর্থিক ভার না থাকলেও প্রকৃত ভার আছে। প্রকৃত ভার দুই প্রকার। যেমন—

i. **প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার:** সরকার সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। ফলে সুদ প্রাপ্তির মাধ্যমে কেবল ধনীরাই লাভবান হয়। কিন্তু সরকার এই ঋণ পরিশোধ করতে দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের ওপর কর ধার্য করে। সমাজে এভাবে সম্পদ দরিদ্র শ্রেণির লোকের কাছ থেকে ধনী শ্রেণির নিকট হস্তান্তরিত হয়। ফলে সমাজে আয়বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এটাই হলো সরকারি ঋণের প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার।

ii. **পরোক্ষ প্রকৃত ভার:** সরকারি অভ্যন্তরীণ ঋণ সমাজের ওপর পরোক্ষ প্রকৃত ভার সৃষ্টি করে। কারণ সুদ এবং আসল পরিশোধ করতে সরকারের অনেক সময় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে সরকার সমাজের কল্যাণমূলক কাজ কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আবার ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার জনগণের ওপর যে করারোপ করে তার ফলে জনগণের কর্মস্পৃহা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা ইত্যাদি হ্রাসের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন ও জাতীয় আয় হ্রাস পেতে পারে। ফলে সমাজের সার্বিক কল্যাণ হ্রাস পায়। এভাবে অভ্যন্তরীণ ঋণ সমাজে ভার বা বোঝা সৃষ্টি করে।

সুতরাং অভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার না থাকলেও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রকৃত ভার বা বোঝা আছে।

বৈদেশিক ঋণের ভার: বৈদেশিক ঋণের ভার দু'রকম। যথা–

i. **আর্থিক ভার:** বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ও সুদের হার যত বেশি হবে বৈদেশিক ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক ভারও তত বেশি হবে। এজন্য বর্তমান বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশই বৈদেশিক ঋণের ভারে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

ii. **প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার:** সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সময় জনসাধারণের ওপর কর ধার্য করা হয়। এতে সম্পদ গরিব শ্রেণি হতে ধনী শ্রেণির হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সম্পদের অসম বণ্টন দেখা দেয়।

৬. **অর্থনৈতিক কল্যাণ বিবেচনায়:** বৈদেশিক ঋণের আর্থিক ও প্রকৃতভার উভয়ই থাকায় অর্থনৈতিক কল্যাণ হ্রাস পায়, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ঋণের আর্থিক ভার নেই কিন্তু প্রকৃতভার থাকায় অর্থনীতির কল্যাণ কমে না। কেননা সম্পদ দেশের মধ্যে থাকে। আর যদি ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয় তাহলে কল্যাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বৈদেশিক ঋণের কুফল: বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ জাতীয় অর্থনীতিতে বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন-

১. **সম্পদের অপব্যবহার:** অত্যধিক মুনাফার আশায় বিদেশি ঋণদাতা দেশ ঋণগ্রহীতা দেশের সম্পদ যথেষ্টভাবে ব্যবহার করে থাকে। এর ফলে দেশের সীমিত সম্পদ নিঃশেষিত হয় এবং অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. **শর্তযুক্ত ঋণ:** ঋণদানের সময় ঋণদাতা দেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক সীমিত রাখা, নির্ধারিত বা উচ্চ মূল্যে পণ্যসামগ্রী বিক্রয়, নিজস্ব জাহাজে মালামাল পরিবহণ প্রভৃতি শর্ত আরোপ করে থাকে। এর ফলে ঋণগ্রহীতা দেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. **অনিশ্চয়তা:** বৈদেশিক ঋণ কী পরিমাণ পাওয়া যাবে, কখন পাওয়া যাবে ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ব হতে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এর ফলে উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৪. **রাজনৈতিক স্বার্থ:** ঋণদাতা দেশ অনেক সময় রাজনৈতিক স্বার্থে ঋণ দান করে থাকে। এর ফলে দেশে যে শুধু রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় তা নয় বরং এতে ঋণগ্রহীতা দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাও দেখা দেয়।

৫. **পরনির্ভরশীলতা:** বৈদেশিক ঋণ অনেক ক্ষেত্রে একটা দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। এর ফলে একদিকে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হয় এবং অন্যদিকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে থাকে।

৬. **ভার বহন:** সরকার যদি বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তবে সে ঋণের প্রকৃত ভার দেশবাসীকেই বহন করতে হয়। জাতীয় আয়ের একাংশ ঋণের সুদ হিসেবে বিদেশে চলে যায়।

এভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎসের ঋণের মধ্যে আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। তবে এক কথায় বলতে গেলে অভ্যন্তরীণ উৎসের ঋণ বৈদেশিক উৎসের ঋণের চেয়ে উত্তম।

৯.২১ বাংলাদেশে সরকারি ঋণের অসুবিধা (Disadvantage of Public Debt in Bangladesh)

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে সরকারি ঋণ প্রয়োজনীয় হলেও এর কতকগুলো অসুবিধা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকারি ঋণের অসুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. সরকারি ঋণকে অর্থ সংগ্রহের সহজ উৎসরূপে ব্যবহার করার জন্য সরকার প্রলোভিত হতে পারে।

২. সরকারি ঋণকে অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারা দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। ফলে সরকারি ঋণের পেছনে অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণের পরিবর্তে রাজনৈতিক কারণ প্রাধান্য লাভ করে।

৩. এ ঋণের পরিমাণ বেশি হলে সমাজে আয় ও ধন বণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

৪. সরকারি ঋণ অনেক সময় বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সরকারি ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারকে করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়। এতে মানুষের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয় স্পৃহা হ্রাস পায়।

৫. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করার ব্যাপারেও নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, আমাদের দেশে অশিক্ষিত জনসাধারণ শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগে কম উৎসাহী। ফলে সরকারের পক্ষে ঋণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে গ্রামীণ জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে ঋণযোগ্য তহবিলে রূপান্তরিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি ঋণের উৎস কয়টি?

২. কোন ঋণ স্বল্পমেয়াদি হয়ে থাকে?

৩. একটি অনুৎপাদনশীল ঋণের নাম লেখো। */সকল বোর্ড ২০১৮/*

৪. বৈদেশিক ঋণের ভার কয় প্রকার?

৫. অভ্যন্তরীণ ঋণের ভার কয় প্রকার?

৬. কোন ঋণের কোনো প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার নেই?

► উত্তরের জন্য ৪০২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

৫ জন করে শিক্ষার্থীদের দল গঠন করো। প্রতিটি দল আলোচনা করে সরকারি ঋণের দুইটি উৎসের সুবিধা-অসুবিধার ওপর যুক্তি উপস্থাপন করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ : ১. ৪টি; ২. আয় করে; ৩. উদ্বৃত্ত বাজেট; ৪. চারটি; ৫. জনগণের।

পাঠ-২ : ১. জনকল্যাণ সাধন; ২. জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র; ৩. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা; ৪. অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা।

পাঠ-৩ : ১. শিক্ষা ও প্রযুক্তি; ২. ১,৭৫,৭৭৪ কোটি টাকা; ৩. ভর্তুকি; ৪. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যয়।

পাঠ-৪ : ১. মূল্য সংযোজন কর; ২. পরোক্ষ কর; ৩. National Board of Revenue; ৪. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; ৫. ভূমি রাজস্ব; ৬. শুল্ক ও কর রাজস্ব; ৭. কর রাজস্ব; ৮. টোল ও লোভী।

পাঠ-৫ : ১. দুই; ২. মূল্য সংযোজন কর; ৩. ২ প্রকার; ৪. Value Added Tax; ৫. ফি; ৬. কর বহির্ভূত রাজস্ব।

পাঠ-৬ : ১. ১৯৯১; ২. কর; ৩. আবগারি শুল্ক; ৪. প্রত্যক্ষ কর; ৫. পরোক্ষ কর ; ৬. পরোক্ষ কর; ৭. আবগারি শুল্ক; ৮. দুই; ৯. আমদানির উপর কর।

পাঠ-৭ ও ৮ : ১. আয়কর; ২. ১৯৮৪ সালে; ৩. আয়কর; ৪. আয়কর; ৫. কৃষি ঋণ; ৬. যুদ্ধ ঋণ; ৭. মৃতভার ঋণ; ৮. নিষ্ক্রিয় ঋণ।

পাঠ-৯ ও ১০ : ১. ২ ভাগে; ২. অভ্যন্তরীণ উৎস; ৩. বিদেশি সংস্থা; ৪. বৈদেশিক উৎস; ৫. বৈদেশিক ঋণ; ৬. দুইভাবে; ৭. আইসিবি।

পাঠ-১১ ও ১২ : ১. দুইটি; ২. অভ্যন্তরীণ ঋণ; ৩. যুদ্ধের জন্য ঋণ; ৪. দুই প্রকার; ৫. দুই প্রকার; ৬. অভ্যন্তরীণ ঋণের।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

সরকারি ব্যয়	জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাদানসহ নানামুখী জনকল্যাণকর ও উন্নয়নধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য সরকার যে ব্যয় নির্বাহ করে, তাকে সরকারি ব্যয় বলে। সরকার দেশে উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, আয় বণ্টন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরক্ষা ব্যয়সহ নানাবিধ ব্যয় নির্বাহ করে থাকে।
সরকারি আয়	প্রত্যেক দেশেই সরকার তার সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলি ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে সরকারি আয় বলে।
কর	জাতীয় আয় নির্বাহের জন্য জনসাধারণ সরকারের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ কোনো সুযোগ-সুবিধা বা সেবা ও দ্রব্যসামগ্রী প্রত্যাশা না করে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।
প্রত্যক্ষ কর	যে করের করঘাত (করের প্রাথমিক ভার) ও করপাত (করের সর্বশেষ ভার) একই ব্যক্তির উপর পড়ে, এ ধরনের করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। এ করের বোঝা অন্যের উপর চাপানো যায় না। প্রত্যক্ষ করের উৎসসমূহ হলো- আয়কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পদ কর, দান কর ইত্যাদি প্রধান।
পরোক্ষ কর	যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় সে যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপাতে পারে তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলা হয়। যেমন- মূল্য সংযোজন কর (VAT), বিক্রয় কর, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, প্রমোদ কর, পণ্য কর ইত্যাদি।
পণ্য কর	পণ্য সামগ্রীর ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে পণ্য কর বলে। কর রাজস্বের অন্যতম খাত পণ্য কর। বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক প্রভৃতি এ করের শ্রেণিভুক্ত।
আয়কর	আয়কর বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলা হয়। বাংলাদেশে যাদের আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে তাদের নিকট থেকে প্রগতিশীল হারে আয়কর আদায় করা হয়।
অনুদান	কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য এক দেশের সরকার অন্য দেশের সরকারকে যে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে তাকে অনুদান বলে।
আবগারি শুল্ক	দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগারি শুল্ক বলে। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।
সম্পূরক শুল্ক	অনেক দ্রব্যসামগ্রীর উপর আমদানি শুল্ক বা আবগারি শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের পরও অতিরিক্ত যে শুল্ক আরোপ করা হয়, তাকে সম্পূরক শুল্ক বলা হয়। এটি বাংলাদেশের সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।
সরকারি ঋণ	সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশীয় জনগণ, কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিদেশি নাগরিক, বিদেশি রাষ্ট্র, বন্ধুপ্রতীম দেশ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে যে ঋণ সংগ্রহ করে তাকে সরকারি ঋণ বলে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ সরকারের আয় ও ব্যয়

প্রশ্ন-১. সরকারি ব্যয় কী? *[ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: দেশের ভেতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক কল্যাণ সাধন, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকেই সরকারি ব্যয় বলে।

প্রশ্ন-২. সরকারি আয় কী?
[ম. বো. ২২; ঢা. বো. ১৯; রা. বো. ১৭; সি. বো. ১৬]

উত্তর: প্রত্যেক দেশেই সরকার তার সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলি ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে সরকারি আয় বলে।

প্রশ্ন-৩. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে?
[সি. বো., ব. বো. ২৩, ১৭; দি. বো. ১৯]

উত্তর: অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

প্রশ্ন-৪. রাজস্ব ব্যয় কী?

উত্তর: সরকার নিয়মিত কার্যাবলি সম্পন্ন করতে যে ব্যয় করে তাই রাজস্ব ব্যয়।

■ সরকারের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত

প্রশ্ন-৫. কর কাকে বলে? *[ঢা. বো., ম. বো. ২৩; দি. বো. ২২; রা. বো. ১৯; চ. বো. ১৬; আলিম ১৯]*

উত্তর: কোন ধরনের প্রত্যক্ষ উপকারের আশা না করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

প্রশ্ন-৬. প্রত্যক্ষ কর কী? *[ঢা. বো. ২৫; চ. বো. ২৩; য. বো. ২২; কু. বো. ১৯, ১৭; কু. বো. ১৬]*

উত্তর: যে করের আপাতভার ও চূড়ান্তভার একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন- আয়কর, সম্পদকর, ভ্রমণকর ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৭. পরোক্ষ কর কী? *[ব. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; দি. বো. ২৩, ১৮; ব. বো. ২২; সি. বো., য. বো. ১৯; ঢা. বো., য. বো., সি. বো. ১৮]*

উত্তর: কোনো ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হলে সেই ব্যক্তি যদি করের ভার অন্যের ওপর চাপাতে পারে তাহলে তাকে পরোক্ষ কর বলে।

প্রশ্ন-৮. সম্পূরক শুল্ক কী? *[চ. বো. ২২]*

উত্তর: কিছু কিছু দ্রব্যের ওপর আমদানি বা আবগারি শুল্ক বা ভ্যাট আরোপের পরেও যে অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয় তা সম্পূরক শুল্ক বা কর হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন-৯. ফি কাকে বলে?
[ব. বো. ২৫; দি. বো. ২৩; ম. বো. ২২; ব. বো. ২২, ১৯]

উত্তর: সরকার কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ সুবিধা দানের বদলে তার কাছে থেকে পূর্ব নির্ধারিত হারে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে। যেমন– কোর্ট ফি।

■ পণ্য কর (Commodity tax)

প্রশ্ন-১০. পণ্য কর কী? *[সি. বো. ২৫]*

উত্তর: পণ্যদ্রব্য বিক্রির ওপর একক প্রতি অথবা তার মূল্যের ভিত্তিতে যে কর ধার্য করা হয় তাকে পণ্য কর বলে।

প্রশ্ন-১১. আবগারি শুল্ক কী? *[রা. বো., দি. বো., চ. বো. ২৫; ঢা. বো., কু. বো. ২২; রা. বো. ২২, ১৮; কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮; আলিম ২৩]*

উত্তর: দেশে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির ওপর ধার্য শুল্ককে আবগারি শুল্ক বলে।

প্রশ্ন-১২. মূসক কী? *[কু. বো. ২৫]*

উত্তর: উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে ধাপে যে মূল্য সংযোজন ঘটে তার ওপর আরোপিত করকে মূসক (মূল্য সংযোজন কর) বলে।

■ আয়কর (মজুরি এবং পুঁজি বিনিয়োগ থেকে)

প্রশ্ন-১৩. আয়কর কাকে বলে? *[কু. বো. ১৯; আলিম ১৮]*

উত্তর: কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার অর্জিত আয়ের ওপর যে কর প্রদান করে তাকে আয়কর বলে।

প্রশ্ন-১৪. পুঁজি বিনিয়োগ কর কাকে বলে?

উত্তর: কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রমে বিনিয়োগকৃত পুঁজি হতে অর্জিত আয়ের ওপর পরিশোধিত করকে পুঁজি বিনিয়োগ কর বলে।

■ সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য ও উৎসসমূহ

প্রশ্ন-১৫. অনুদান কী?

উত্তর: কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য এক দেশের সরকার অন্য দেশের সরকারকে যে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে তাকে অনুদান বলে।

প্রশ্ন-১৬. মৃতভার ঋণ কী?

উত্তর: যে ঋণ প্রত্যক্ষ আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, দেশের উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায় না এবং কল্যাণ বৃদ্ধি পায় না তাকে মৃতভার ঋণ বলে।

প্রশ্ন-১৭. নিষ্ক্রিয় ঋণ কী?

উত্তর: যে ঋণ থেকে প্রত্যক্ষ কোনো আয় আসে না, তবে কল্যাণ সৃষ্টি হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পরবর্তীতে সহায়তা করে তাকে নিষ্ক্রিয় ঋণ বলে। যেমন— শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ।

প্রশ্ন-১৮. সরকারি ঋণ কী?

উত্তর: সরকার দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হতে অথবা বিদেশি সরকার বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে সরকারি ঋণ বলে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. মূল্য সংযোজন কর (VAT) কে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

/কু. বো. ২৫, ২২, ১৯; দি. বো. ২৩; চ. বো. ২৩, ১৯, ১৭/

উত্তর: মূল্য সংযোজন করের (VAT) করঘাত ও করপাত বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে বলে মূল্য সংযোজন করকে পরোক্ষ কর বলে।

যে করের করঘাত ও করপাত একাধিক ব্যক্তির ওপর পততি হয় তাকে পরোক্ষ কর বলে। এই সংজ্ঞাটি থেকে দেখা যায়, মূল্য সংযোজন কর একটি পরোক্ষ কর। কারণ উৎপাদক থেকে শুরু করে সকলের করভার শেষ পর্যন্ত ওই পণ্যে ক্রেতার ওপর পতিত হয়। শেষে ক্রেতা তা পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। তাই মূল্য সংযোজন করকে একটি পরোক্ষ কর বলা হয়।

প্রশ্ন-২. কর ও ফি কি একই ধারণা? ব্যাখ্যা করো।

/ঢা. বো., চ. বো. ২৫; ম. বো., য. বো. ২২/

অথবা, **ফি ও কর এক নয় কেন?** */সি. বো. ২৩/*

উত্তর: করও ফি এক নয়।

সরকারি কোনো সুবিধা বা প্রাপ্তি প্রত্যাশা না করে সরকারকে জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তা-ই কর। যেমন আয় কর, বিক্রয় কর, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি। অন্যদিকে সরকার কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ ধরনের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে তার নিকট থেকে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে। যেমন- জমি রেজিস্ট্রেশন ফি, কোর্ট ফি, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ফি ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৩. সরকার আয় করে কেন? */সি. বো. ১৯/*

উত্তর: দেশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের আয়ের প্রয়োজন হয়।

প্রতিটি দেশের সরকারই নাগরিকের কল্যাণ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যাবলি থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বা রাজস্ব সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ পরিস্থিতিতে সরকারকে তার আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হয়। সুতরাং বলা যায় প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্যই সরকার আয় করে।

প্রশ্ন-৪. ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার তুলনায় সরকারি অর্থব্যবস্থা উদার— ব্যাখ্যা করো। */দি. বো. ১৯/*

উত্তর: ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার তুলনায় সরকারি অর্থব্যবস্থা অধিক উদার।

ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করে। অর্থাৎ ব্যক্তি তার আয়ের সাথে ব্যয়ের সমন্বয় সাধন করে। অপরদিকে সরকার সাধারণত ব্যয় অনুযায়ী আয় করে এবং ব্যয়ের সাথে আয়ের সমন্বয় সাধন করে। এছাড়া নিরাপত্তা, লোকের ঈর্ষা, কর ফাঁকি প্রভৃতি কারণে ব্যক্তি তার আয়-ব্যয়ের হিসাব গোপন রাখে। কিন্তু সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব গোপন রাখা হয় না। যেমন- বিভিন্ন বক্তৃতায়, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা হয়। তাই বলা যায়, ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার তুলনায় সরকারি অর্থব্যবস্থা উদার।

প্রশ্ন-৫. 'প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি।'— ব্যাখ্যা করো। */কু. বো. ২৫; ঢা. বো. ২২, ১৭/*

উত্তর: প্রত্যক্ষ করের ভার অন্যের ওপর চাপানো যায় না বলে এ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি।

যে ব্যক্তির ওপর কর আরোপ করা হয় তাকেই যদি করের বোঝা বহন করতে হয় তাহলে উক্ত করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। অর্থাৎ, এ করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর পড়ে। যেমন— আয়কর, ভূমিকর, সম্পদকর ইত্যাদি। এ সকল করের ভার সরাসরি করদাতাকেই বহন করতে হয়। এজন্যই এ সকল কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

প্রশ্ন-৬. সরকারি ঋণের উৎসসমূহ কী কী? */ব. বো. ১৯/*

উত্তর: সরকারি ঋণের উৎসগুলোকে প্রধানত ১. অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ২. বৈদেশিক উৎস এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ শেষ উৎসস্থল। সরকার বিভিন্ন বন্ড, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকেও ঋণ গ্রহণ করে। সরকার বিশ্বব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার সবচেয়ে বেশি আয় করে থাকে?
ক. পানি উন্নয়ন বোর্ড খ. পল্লি উন্নয়ন বোর্ড
গ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘ. জাতীয় তুলা উন্নয়ন বোর্ড

২. সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি আলোচনাকে কী বলা হয়?
ক. সরকারি আয় খ. সরকারি ব্যয়
গ. বাজেট ঘ. সরকারি অর্থব্যবস্থা

৩. সরকার কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ সুবিধা দানের বিনিময়ে তার কাছ থেকে কোনটি আদায় করে?
ক. কর খ. বাণিজ্যিক আয়
গ. প্রশাসনিক ফি ঘ. বিশেষ কর

৪. জনাব শিবলী একজন সামরিক বাহিনীর লোক। তিনি প্রতি মাসে বেতন ভাতা পান। তার বেতন ভাতা সরকারি ব্যয়ের কোন খাত থেকে আসে?
ক. বেসরকারি প্রশাসন খ. সামরিক খাত
গ. প্রতিরক্ষা খাত ঘ. পুলিশ বিভাগ

৫. জনগণ সরকারকে কিসের ওপর ভিত্তি করে দলিলপত্র রেজিস্ট্রি করার সময় রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে থাকে?
ক. সম্পত্তির মূল্যের ওপর
খ. এলাকার উন্নয়নের ওপর
গ. ব্যক্তির আয়ের ওপর
ঘ. স্ট্যাম্প ও দলিলের ওপর

৬. কোনটি জনগণের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক আদায় করা হয়?
ক. কর খ. সরকারি ঋণ
গ. প্রশাসনিক ফি ঘ. অনুদান

৭. সরকারের অপ্রত্যাশিত ব্যয় কোনটি?
ক. বিদ্যালয় স্থাপন খ. বন্যায় ক্ষতিপূরণ
গ. স্টেডিয়াম নির্মাণ ঘ. পার্ক স্থাপন

৮. কোনটি পরোক্ষ কর?
ক. মূল্য সংযোজন কর খ. রেজিস্ট্রেশন ফি
গ. ভূমি রাজস্ব ঘ. আয়কর

৯. যে করের আপাতভার ও চূড়ান্তভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বহন করে তাকে কী বলে?
ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. মূল্যসংযোজন কর ঘ. বিশেষ কর

১০. নিচের কোনটি সরকারের রাজস্ব ব্যয়?
ক. সেতু নির্মাণ খ. রাস্তাঘাট তৈরি
গ. মন্ত্রণালয় খাতে ব্যয় ঘ. কৃষি উন্নয়ন

১১. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ কর?
ক. আয়কর খ. আবগারি শুল্ক
গ. ভ্যাট ঘ. বাণিজ্য শুল্ক

১২. জনাব রায়হান ভারত থেকে মোটর পার্টস আমদানি করেন বিধায় সরকারকে কর দিতে হয়। জনাব রায়হান কোন ধরনের কর প্রদান করেন?
ক. আয়কর খ. বাণিজ্য শুল্ক
গ. আবগারি শুল্ক ঘ. মূল্য সংযোজন কর

১৩. প্রকৃতপক্ষে কোন করকে পণ্য কর বলা হয়?
ক. আয়করকে খ. প্রত্যক্ষ করকে
গ. পরোক্ষ করকে ঘ. মুনাফা করকে

১৪. Custom Duties অর্থ কী?
ক. সম্পূরক শুল্ক খ. আমদানি শুল্ক
গ আবগারি শুল্ক ঘ. মাদক শুল্ক

১৫. Excise Duties অর্থ কী?
ক. সম্পূরক শুল্ক খ. আমদানি শুল্ক
গ. আবগারি শুল্ক ঘ. মাদক শুল্ক

১৬. ট্যারিফ কী?
ক. সম্পূরক শুল্ক খ. আবগারি শুল্ক
গ. বাণিজ্য শুল্ক ঘ. রপ্তানি শুল্ক

১৭. S ফার্মাসিউটিক্যালস্ বিভিন্ন ধরনের ঔষধ উৎপাদন করে তার ওপর সরকারকে ২০ কোটি টাকা 'মুসক' দিল। এটি কোন ধরনের কর?
ক. আমদানি শুল্ক খ. বাণিজ্য শুল্ক
গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. রপ্তানি শুল্ক

১৮. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কী হবে?
ক. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে
খ. দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে
গ. সামাজিক কল্যাণ হ্রাস পাবে
ঘ. বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাবে

১৯. বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত ঋণকে কী বলা হয়?
ক. সরকারি ঋণ খ. বেসরকারি ঋণ
গ. অনুদান ঘ. ভর্তুকি

২০. বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের কোন ঋণের উৎস?
ক. বৈদেশিক ঋণের উৎস
খ. অভ্যন্তরীণ ঋণের উৎস
গ. বেসরকারি ঋণের উৎস
ঘ. ব্যাংক বহির্ভূত উৎস

২১. মি. রেজা সাহেব বিদেশ থেকে বিলাসজাত দ্রব্য আমদানি করে থাকেন। এজন্য তিনি কোন কর দেবেন?
ক. বাণিজ্য শুল্ক খ. সম্পুরক শুল্ক
গ. আবগারি শুল্ক ঘ. মূল্য সংযোজন কর

২২. রাজস্ব নীতি বলতে কী বোঝায়?
ক. সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি নীতি
খ. সরকারের সঞ্চয় বৃদ্ধি
গ. সরকারের আয় সংগ্রহের নীতি
ঘ. সরকারের নানা কর্মসূচি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৩. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস হলো—
i. মূল্য সংযোজন কর
ii. আবগারি শুল্ক
iii. বাণিজ্য শুল্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২৪. দেশ পরিচালনার কাজে সরকারের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ—
i. আইন শৃঙ্খলা রক্ষা
ii. শিক্ষার প্রসার
iii. বিদেশি আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২৫. কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎস হলো—
i. প্রশাসনিক রাজস্ব   ii. বাণিজ্যিক রাজস্ব
iii. অনুদান বা দান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২৬. সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য—
i. জনকল্যাণ সাধন করা
ii. সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা
iii. বেকারত্ব হ্রাস করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২৭. রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কারি বিভাগ হলো—
i. আয়কর বিভাগ   ii. বাণিজ্য শুল্ক বিভাগ
iii. ভূমি রাজস্ব বিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

২৮. আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান—
i. ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক
ii. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল
iii. বিশ্বব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মামুন একজন সামরিক বাহিনীর সদস্য। তিনি প্রতি মাসে বেতন ভাতা পান। এ ছাড়াও তিনি গত বছর ৬ মাসের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অন্যদিকে সরকার দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য আধুনিক অস্ত্র ক্রয় করে থাকে। এভাবে সরকার এই খাতে অনেক ব্যয় করে থাকে।

২৯. মামুনের বেতন ভাতা সরকারি ব্যয়ের কোন খাত থেকে আসে?
ক. বেসরকারি প্রশাসন   খ. সামরিক খাত
গ. প্রতিরক্ষা   ঘ. পুলিশ

৩০. প্রতিরক্ষা খাতের প্রধান ব্যয় হলো—
i. বেতন ভাতা
ii. প্রশিক্ষণ ব্যয়
iii. আধুনিক অস্ত্র ক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব শহীদুল্লাহ একজন ডাক্তার। তার বাৎসরিক আয় ৫০ লক্ষ টাকা। তিনি সরকারকে নিয়মিত কর দিয়ে থাকেন। তবে তার ছোট ভাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি সরকারের অর্থ দিয়ে বড় সেতু নির্মাণে সাহায্য করে থাকেন।

৩১. জনাব শহীদুল্লাহ যে কর দেন সেটি কোন ধরনের কর?
ক. ব্যক্তিগত কর   খ. পরোক্ষ কর
গ. আয়কর   ঘ. লভ্যাংশ ও মুনাফা

৩২. জনাব শহীদুল্লাহর ভাই-এর অর্থ—
i. রাজস্বের উৎস   ii. ব্যয়ের খাত
iii. স্বেচ্ছামূলক দান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. ii ও iii
গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সালাম সাহেবের বন্ধু প্রকৌশলী শোভন আশরাফ ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত যা রাজধানীবাসীর জীবনযাত্রা সহজ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মনে করেন।

৩৩. উদ্দীপকে প্রকৌশলীর বেতন সরকারি ব্যয়ের কোন খাতে ধরা হয়?
ক. কেন্দ্রীয় ব্যয়   খ. অনুৎপাদনশীল
গ. উৎপাদনশীল   ঘ. রাজস্ব ব্যয়

৩৪. মেট্রোরেলের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়—
i. ঘাটতি বাজেটে   ii. মূলধনী ব্যয়ে
iii. উন্নয়নমূলক খাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মতিন তার বন্ধুকে বলল, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার ২০১৬ সালে মোটা অংকের ঋণ গ্রহণ করেছে। উক্ত ঋণের ভার কর রাজস্ব থেকে পরিশোধ করতে হলেও সম্পদ দেশে থেকে যাবে। কিন্তু বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করলে দেশের সম্পদ বাহিরে চলে যাবে।

৩৫. উক্ত ঋণ সরকার কীভাবে পরিশোধ করে?
ক. জনগণের প্রদানকৃত রাজস্ব থেকে
খ. বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে
গ. বৈদেশিক সাহায্য থেকে
ঘ. অনুদান থেকে

৩৬. শেষের উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণের—
i. ঋণভার বেশি
ii. ঋণভার কম
iii. সম্পদ বিদেশে স্থানান্তরিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. কোন ধারার অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন যে, রাষ্ট্র যত কম আয় করে এবং যত কম ব্যয় করে ততই মঙ্গল? */ম. বো. ২৫/*
ক. নিউক্লাসিক্যাল খ. কেইনসিয়ান
গ. মার্কসিস্ট ঘ. ক্লাসিক্যাল

৩৮. অনুৎপাদনশীল ব্যয় কোনটি? */ম. বো. ২৩; কু. বো. ১৭/*
ক. শিক্ষা খাতে ব্যয় খ. স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়
গ. যুদ্ধ খাতে ব্যয় ঘ. অবকাঠামো খাতে ব্যয়

৩৯. কোন খাতে বাংলাদেশ সরকারকে সর্বোচ্চ ব্যয় বহন করতে হয়? */ব. বো. ১৭/*
ক. শিক্ষা ও প্রযুক্তি খ. কৃষি
গ. স্বাস্থ্য ঘ. পরিবহণ

৪০. বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোন ধরনের ঋণের উৎস? */কু. বো. ২২/*
ক. বাণিজ্যিক খ. বৈদেশিক
গ. অভ্যন্তরীণ ঘ. বেসরকারি

৪১. সরকারের রাজস্ব ব্যয় কোনটি? */সি. বো. ২৩; রা. বো. ১৬/*
ক. সেতু নির্মাণ খ. রাস্তা নির্মাণ
গ. কর্মচারীদের বেতন ঘ. কৃষি উন্নয়ন

৪২. কোনটি রাজস্ব আয়? */দি. বো. ২২/*
ক. দেশের ব্যাংক থেকে ঋণ
খ. বিদেশি অনুদান
গ. বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ
ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৪৩. কর বহির্ভূত রাজস্ব কোনটি? */য. বো. ২২/*
ক. পরোক্ষ কর খ. বাণিজ্যিক রাজস্ব
গ. সম্পূরক শুল্ক ঘ. টোল ও লেভি

৪৪. সরকারি আয়ের উৎস প্রধানত কত প্রকার? */দি. বো. ১৯; সকল বোর্ড '১৮/*
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৪৫. সরকারের আয়ের প্রধান খাত কোনটি? */ঢা. বো., সি. বো. ২৫; দি. বো. ২৩; ঢা. বো. ১৯/*
ক. সরকারি ঋণ খ. কর রাজস্ব
গ. কর-বহির্ভূত রাজস্ব ঘ. বৈদেশিক অনুদান

৪৬. NBR-এর পূর্ণরূপ কী? */চ. বো. ২৫; সি. বো. ১৯/*
ক. Nominal Board of Revenue
খ. National Board of Revenue
গ. National Bank of Revenue
ঘ. National Bank of Reserve

৪৭. কর-রাজস্ব কত প্রকার? */ব. বো. ১৯/*
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৪৮. মূল্য সংযোজন কর (VAT) কোন ধরনের কর? */ব. বো. ১৯/*
ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. দান কর ঘ. প্রমোদ কর

৪৯. যে করের করাঘাত ও করাপাত একই ব্যক্তির উপর পড়ে এ ধরনের করকে বলে— */সি. বো. ২৫; য. বো. ২৩; কু. বো. ১৯/*
ক. পরোক্ষ কর খ. আয়কর
গ. প্রমোদ শুল্ক ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৫০. কর বহির্ভূত রাজস্ব কোনটি? */চ. বো. ১৯/*
ক. প্রশাসনিক রাজস্ব খ. বাণিজ্যিক রাজস্ব
গ. পরোক্ষ কর ঘ. অনুদান

৫১. কোনটি সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ উৎস? */ম. বো. ২৩/*
ক. বিশ্বব্যাংক খ. এডিবি
গ. আইএমএফ ঘ. বাণিজ্যিক ব্যাংক

৫২. সরকারের রাজস্ব ব্যয় কোনটি? */রা. বো. ১৯/*
ক. সেতু নির্মাণ খ. বয়স্ক ভাতা
গ. কর্মচারী বেতন ঘ. কৃষি উন্নয়ন

৫৩. বাংলাদেশে উৎপাদিত ঔষধে আরোপিত করকে বলে— */সকল বোর্ড '১৮/*
ক. রপ্তানি শুল্ক খ. আমদানি শুল্ক
গ. সম্পূরক শুল্ক ঘ. আবগারি শুল্ক

৫৪. প্রশাসনিক ফি সরকারের কোন ধরনের প্রাপ্তি? */য. বো. ২৫; সকল বোর্ড '১৮/*
ক. NBR ভুক্ত খ. NBR বহির্ভূত
গ. বাধ্যতামূলক ঘ. কর বহির্ভূত

৫৫. ১৯৯১ সাল থেকে পণ্য ও সেবার মূল্যের ওপর আরোপিত কর হলো— */ঢা. বো. ২৩/*
ক. মূল্য সংযোজন কর (মূসক)
খ. বিক্রয় কর
গ. পণ্য কর
ঘ. আবগারি শুল্ক

৫৬. কোনোরূপ সুবিধা ছাড়াই সরকারকে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকে কী বলে? */চ. বো. ২৩, ২২; সি. বো. ১৭/*

ক. ফি খ. সুদ
গ. কর ঘ. ঋণ

৫৭. নিচের কোনটিকে মৃতভার ঋণ বলা হয়? */দি. বো. ২৫/*

ক. রাস্তাঘাট নির্মাণ ঋণ
খ. যুদ্ধ ঋণ
গ. হাসপাতাল স্থাপন ঋণ
ঘ. পাঠাগার স্থাপন ঋণ

৫৮. VAT এর পুরো নাম কী?
/রা. বো. ২২; কু. বো. ২৫, ১৬; রা. বো., ব. বো. ১৬; আলিম ১৯/

ক. Value and tax খ. Value of tax
গ. Value accept tax ঘ. Value Added Tax

৫৯. যার উপর ধার্য করা হয়, তিনি নিজেই যদি করের বোঝা বহন করে তবে তাকে বলে— */দি. বো. ২২/*

ক. আয়কর খ. বিক্রয় কর
গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. প্রমোদ কর

৬০. সরকারি ব্যয়ের মূখ্য উদ্দেশ্য কোনটি? */সি. বো. ২৩/*

ক. নগরায়ণ খ. সম্পদ আবিষ্কার
গ. দেশরক্ষা ঘ. বৈষম্য বৃদ্ধি

৬১. দেশীয় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয় পেয়ে থাকে? */কু. বো. ২২/*

ক. বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড খ. পানি উন্নয়ন বোর্ড
গ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘ. বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

৬২. কোনটি সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎস? */রা. বো. ২৫/*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. এডিবি
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. দেশীয় জনগণ

৬৩. মূল্য সংযোজন কর (VAT) কোন ধরনের কর? */ব. বো. ১৯/*

ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. দান কর ঘ. প্রমোদ কর

৬৪. কর হলো— */ঢা. বো. ১৭/*

ক. স্বেচ্ছাধীন ও প্রত্যাশাহীন প্রদান
খ. স্বেচ্ছাধীন ও প্রত্যাশাভিত্তিক প্রদান
গ. বাধ্যতামূলক ও প্রত্যাশাহীন প্রদান
ঘ. বাধ্যতামূলক ও প্রত্যাশাভিত্তিক প্রদান

৬৫. সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি? */ঢা. বো. ২৫/*

ক. JAICA খ. UNDP
গ. IBRD ঘ. Treasury Bond

৬৬. কোনটি প্রত্যক্ষ কর? */চ. বো. ২২; য. বো. ১৭/*

ক. প্রমোদ কর খ. সম্পত্তি কর
গ. মূসক ঘ. বিক্রয় কর

৬৭. নিচের কোনটি প্রত্যক্ষ কর?
/ব. বো. ২৫; সি. বো. ২৩, ১৬; ঢা. বো. ১৭; চ. বো. ১৬; আলিম ১৮/

ক. আয়কর খ. মূল্য সংযোজন কর
গ. বিক্রয় কর ঘ. আবগারি শুল্ক

৬৮. কোনটি পরোক্ষ কর? */ঢা. বো. ২৫; সি. বো. ২৩; ঢা. বো. ১৬/*

ক. সম্পত্তি কর খ. মূল্য সংযোজন কর
গ. সঞ্চয় কর ঘ. মুনাফা কর

৬৯. দেশের অভ্যন্তরের উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর কোন ধরনের কর আরোপ করা হয়?
/ব. বো. ২৫; ঢা. বো., কু. বো. ২৩; রা. বো., সি. বো. ১৬/

ক. সম্পূরক শুল্ক খ. বিক্রয় কর
গ. রপ্তানি শুল্ক ঘ. আবগারি শুল্ক

৭০. কোনটি রাজস্ব বহির্ভূত আয়? */দি. বো. ১৭; আলিম ২২/*

ক. আয়কর খ. আবগারি শুল্ক
গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. সরকারি ঋণ

৭১. সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎস কোনটি? */রা. বো. ২২/*

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. কর্মসংস্থান ব্যাংক
গ. আই. এম. এফ. ঘ. সোনালী ব্যাংক

৭২. অনুৎপাদনশীল ঋণ কোনটি? */ম. বো. ২৩; সকল বোর্ড ১৮/*

ক. সেবা খাতে ঋণ খ. যুদ্ধের জন্য ঋণ
গ. কৃষি ঋণ ঘ. শিল্প ঋণ

৭৩. কর হলো— */ম. বো. ২৫/*

i. বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয়
ii. জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয়
iii. প্রত্যক্ষ সুবিধা দাবি করা যায় না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৪. পরোক্ষ করের উদাহরণ হচ্ছে— */ম. বো. ২৩; রা. বো. ১৯/*

i. বাণিজ্য শুল্ক ii. আয়কর
iii. ভ্যাট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৫. প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ হচ্ছে— */দি. বো. ১৭/*

i. সম্পদ কর ii. মুনাফা কর
iii. আয়কর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৬. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাত হলো— */কু. বো. ২২/*

i. জনকল্যাণ সাধন করা ii. সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা
iii. শিক্ষার প্রসার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৭. সরকার ঋণ নেয় কারণ— */রা. বো. ২২; য. বো. ১৭/*

i. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস ii. ঘাটতি বাজেট অর্থায়ন
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৮. সরকারি ঋণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো— */য. বো. ২২; চ. বো. ১৬/*
i. জরুরি অবস্থা মোকাবিলা
ii. ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন
iii. আর্থিক সাহায্য প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৯. সরকারের প্রশাসনিক রাজস্বের উৎস হলো— */সি. বো. ২২/*
i. ফি
ii. জরিমানা
iii. সরকারি ঋণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮০. বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে— */রা. বো. ১৯/*
i. প্রাইজবন্ড বিক্রি করে
ii. সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে
iii. ট্রেজারি বিল বিক্রি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮১. অ-কর রাজস্বের উৎস হলো—
i. আবগারি শুল্ক
ii. জরিমানা
iii. লাইসেন্স ফি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. X একজন শিল্পপতি। তাকে প্রতিবছর প্রায় ৫ লক্ষ টাকা আয়কর দিতে হয়। তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময়ও কর দিতে হয়। এতেও সে অখুশি নয়। */য. বো. ২২/*

৮২. উদ্দীপকে কর কয় প্রকার?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৮৩. মি. X অখুশি নয়, কারণ—
i. কর আয় বৈষম্য হ্রাস করে
ii. এই অর্থ দেশের কল্যাণে ব্যয় হয়
iii. কর দ্বারা দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব 'W' আয়কর ও ভূমিকরের পাশাপাশি তার কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সময় কর প্রদান করেন। */কু. বো. ২৫/*

৮৪. উদ্দীপকে কত প্রকারের কর উল্লেখ করা হয়েছে?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ব' একটি উন্নয়নশীল দেশ। জনসংখ্যার তুলনায় দেশটির সম্পদ কম বিধায় রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে প্রচুর ব্যয় করতে হয়। */ব. বো. ১৯/*

৮৫. উদ্দীপকে কোন বিষয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?
ক. উন্নয়নশীল দেশ খ. সম্পদহীনতা
গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘ. অযথা সরকারি ব্যয়

৮৬. 'ব' দেশের সরকারি ব্যয়ের যৌক্তিকতার কারণ হলো—
i. বেকার ও বয়স্ক ভাতা প্রদান
ii. ঋণ পরিশোধ ও ভর্তুকি প্রদান
iii. তথ্য ও প্রযুক্তিগত ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. 'Z' একটি পণ্য কিনে দাম পরিশোধ করার সময় দেখলেন পণ্যটির গায়ে যে দাম লেখা আছে তার উপর নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে। */দি. বো. ২৫/*

৮৭. মি. 'Z' এর অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকাকে কী বলে?
ক. প্রত্যক্ষ কর খ. আবগারি শুল্ক
গ. পরোক্ষ কর ঘ. আমদানি শুল্ক

৮৮. উদ্দীপকে বর্ণিত অতিরিক্ত টাকা পরিশোধের ফলে—
i. সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়
ii. রিজার্ভ বৃদ্ধি পায়
iii. উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইয়াসমিন একটি বুটিক হাউস থেকে থ্রি পিস ক্রয় করে দাম পরিশোধের সময় লক্ষ করেন যে, জামার গায়ে যে দাম লেখা আছে তার ওপর নির্দিষ্ট হারে তাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে। */রা. বো. ১৯/*

৮৯. ইয়াসমিন যে অতিরিক্ত টাকা দেন তা কোন ধরনের কর?
ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. আবগারি শুল্ক ঘ. আমদানি শুল্ক

৯০. থ্রি পিসটির ক্ষেত্রে আরও যে সকল সময়ে কর দিতে হয়েছে তা হলো—
i. কাঁচামাল থাকা অবস্থায়
ii. চূড়ান্ত পণ্য অবস্থায়
iii. মাধ্যমিক পণ্য অবস্থায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিম্নলিখিত খাতগুলো থেকে আয় করে থাকে, যেমন- আয়কর, সম্পত্তি কর, মূল্য সংযোজন কর, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। */সি. বো. ১৯/*

৯১. কোনটি পরোক্ষ কর?

ক. মূল্য সংযোজন কর
খ. ভূমি রাজস্ব
গ. আয়কর
ঘ. সম্পত্তি কর

৯২. কর প্রদানে—

i. রাজস্ব বাড়ে
ii. নাগরিক সুবিধা বাড়ে
iii. সম্পদ বৈষম্য কমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'A' দেশের সরকার অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশাসন, যুদ্ধ পরিচালনা ও কল্যাণ ভাতা প্রদান প্রভৃতি কারণে অর্থ ব্যয় করে থাকে। উক্ত অর্থ আসে কর, জরিমানা, ফি, শুল্ক প্রভৃতি উৎস থেকে। */সি. বো. ২৫; য. বো. ১৭/*

৯৩. উদ্দীপকের আলোকে কোনটি উন্নয়ন ব্যয়?

ক. যুদ্ধ ব্যয়
খ. কল্যাণ ভাতা প্রদান ব্যয়
গ. অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয়
ঘ. প্রশাসন পরিচালনা ব্যয়

৯৪. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের সরকারের আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎস হলো—

i. কর রাজস্ব ii. জরিমানা
iii. শুল্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৫ ও ৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আজাদ সাহেব একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। প্রতি বছর তার মোট বেতনের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারকে দিতে হয়। তিনি মাঝে মাঝে সুপার শপে দ্রব্য ক্রয় করতে গিয়ে দেখতে পান বিক্রেতা পণ্যের ধার্যকৃত মূল্যের সাথে অতিরিক্ত অর্থ যোগ করে অর্থ দাবী করে। */রা. বো. ১৭/*

৯৫. আজাদ সাহেবের সরকারকে প্রদানকৃত অতিরিক্ত অর্থ হলো—

ক. বিক্রয় কর খ. আয়কর
গ. সম্পদ কর ঘ. মুনাফা কর

৯৬. সুপার শপে ধার্যকৃত কর হলো—

i. সম্পূরক কর
ii. আবগারি কর
iii. মূল্যসংযোজন কর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৭ ও ৯৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশ সরকার কর রাজস্ব ও অ-কর রাজস্বের মাধ্যমে আয় অর্জন করে। কর রাজস্বের মধ্যে সিংহভাগই অর্জিত হয় পরোক্ষ কর থেকে। */কু. বো. ১৯/*

৯৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরোক্ষ করের সিংহভাগ কোন ধরনের কর থেকে অর্জিত হয়?

ক. একক কর খ. মূল্যানুপাতিক কর
গ. প্রমোদ কর ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৯৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত অ-কর রাজস্বের উপাদান হলো—

i. ভূমি রাজস্ব
ii. জরিমানা
iii. টোল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) মোট কর রাজস্বের ৬২% নিয়ন্ত্রণ করে। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর বহির্ভূত বিভিন্ন খাত থেকে। */য. বো. ১৯/*

৯৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান নিচের কোন উৎস থেকে সর্বাধিক কর রাজস্ব সংগ্রহ করে?

ক. মূল্য সংযোজন কর খ. আয়কর
গ. আমদানি শুল্ক ঘ. আবগারি শুল্ক

১০০. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর বহির্ভূত রাজস্বের উপাদান হলো—

i. রপ্তানি শুল্ক
ii. সুদ প্রাপ্তি
iii. ফি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশ সরকার দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উপর কর আরোপ করে। এটি তার আয়ের একটি উৎস। এছাড়াও আয় বৃদ্ধির জন্য সরকারি চাকরিজীবী ও দেশের ধনী ব্যক্তিদের উপরও কর আরোপ করে। */চ. বো. ১৭/*

১০১. দেশের উৎপাদিত পণ্য সেবার উপর আরোপিত করকে কী বলে?

ক. বিক্রয় কর খ. পণ্য কর
গ. উৎপাদন কর ঘ. আবগারি শুল্ক

১০২. ধনী ব্যক্তিদের উপর ধার্যকৃত কর হলো—
i. প্রত্যক্ষ কর ii. আয়কর
iii. বিশেষ কর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৩ ও ১০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয় ৬ লাখ ৩ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা। এ বিশাল অর্থসংস্থানের প্রধান ও স্থায়ী উৎস হলো NBR নিয়ন্ত্রিত করসমূহ। এর পাশাপাশি কর বহির্ভূত রাজস্বের বাইরে সরকার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থসংস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। *[ঢা. বো. ২২]*

১০৩. সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের উল্লিখিত স্থায়ী উৎসে নিম্নের কোনটির অবদান সবচেয়ে বেশি?
ক. আমদানি শুল্ক খ. মূল্য সংযোজন কর
গ. আয়কর ঘ. আবগারি শুল্ক

১০৪. সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের শেষোক্ত উৎস হতে অর্থায়নের উদ্দেশ্য কী?
i. সরকার ও জনপ্রশাসন পরিচালনা
ii. আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ
iii. ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৫ ও ১০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজেশের দেশের চাকরিজীবী জয়নব খানম প্রত্যেক অর্থবছরে শেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু টাকা জমা দেন। অন্যদিকে বাড়ির মালিক বুশো আহম্মেদ সিটি কর্পোরেশন অফিসে হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ টাকা জমা দেন। *[চ. বো. ২২]*

১০৫. উদ্দীপক অনুযায়ী জয়নব খানম নিচের কোনটি জমা দেন?
ক. আয়কর খ. নাবয়ন ফি
গ. মূল্য সংযোজন কর ঘ. প্রমোদ কর

১০৬. উদ্দীপক অনুযায়ী বুশো আহম্মেদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রটি—
ক. বাধ্যতামূলক
খ. বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি
গ. জরিমানা
ঘ. বাণিজ্যিক আয়ের অংশ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৭ ও ১০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'B' একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। উক্ত দেশের সরকার কর এবং কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে। উল্লিখিত খাত থেকে অর্থ সংকুলান না হলে আরও অন্যান্য উৎস থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়। *[ম. বো. ২৫]*

১০৭. 'B' দেশের সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যের সিংহভাগ অর্থ নিচের কোন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়?
ক. আমদানি শুল্ক খ. আবগারি শুল্ক
গ. রপ্তানি শুল্ক ঘ. প্রত্যক্ষ কর

১০৮. উক্ত দেশের সরকারের আয়ের অন্য উৎসসমূহ—
i. সম্পত্তি কর
ii. নোট ছাপানো
iii. সরকারি ঋণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৯ ও ১১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'Z' দেশের সরকার ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়কর, সম্পত্তি কর, মূল্য সংযোজন কর এবং মুনাফা কর ইত্যাদি থেকে আয় করে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তবে দ্রব্যের দামের উপরও প্রভাব পড়ে। *[রা. বো. ২৫]*

১০৯. উদ্দীপক অনুসারে কোনটি পরোক্ষ কর?
ক. মূল্য সংযোজন কর খ. আয়কর
গ. সম্পত্তি কর ঘ. মুনাফা কর

১১০. উদ্দীপক অনুসারে কর প্রদানের ফলে—
i. রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ii. সম্পদ বৈষম্য বাড়ে
iii. মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	গ	২	ঘ	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	খ	১০	গ	১১	ক	১২	খ
১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ	২১	ক	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ঘ
২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ঘ	৩১	গ	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	খ
৩৭	ঘ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	গ	৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	খ	৪৭	ক	৪৮	খ
৪৯	খ	৫০	ঘ	৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	ঘ	৫৪	ঘ	৫৫	ক	৫৬	গ	৫৭	খ	৫৮	ঘ	৫৯	ক	৬০	গ
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	খ	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	ঘ	৭০	গ	৭১	গ	৭২	খ
৭৩	ঘ	৭৪	খ	৭৫	ঘ	৭৬	ঘ	৭৭	ঘ	৭৮	ঘ	৭৯	ক	৮০	ঘ	৮১	গ	৮২	ক	৮৩	ঘ	৮৪	ক
৮৫	গ	৮৬	ঘ	৮৭	গ	৮৮	খ	৮৯	খ	৯০	খ	৯১	ক	৯২	ক	৯৩	গ	৯৪	ঘ	৯৫	খ	৯৬	গ
৯৭	ঘ	৯৮	খ	৯৯	ক	১০০	খ	১০১	ঘ	১০২	ক	১০৩	খ	১০৪	গ	১০৫	ক	১০৬	খ	১০৭	ঘ	১০৮	ঘ
১০৯	ক	১১০	খ																				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?
২. সরকারি আয়ের প্রধান উৎসসমূহ কী কী?
৩. সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থান বলতে কী বোঝ?
৪. উন্নয়নমূলক ও অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?
৫. মূল্য সংযোজন কর (VAT) বলতে কী বোঝ?
৬. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে কোনটি ভাল এবং কেন?
৭. সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? বর্ণনা করো।
৮. সরকারি ঋণের বিভিন্ন উৎস বর্ণনা করো।
৯. সরকারি ঋণের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সাধারণ মানুষ আয় বুঝে ব্যয় করে। কিন্তু সরকার ব্যয় অনুসারে আয় করে। সরকার আয়কর, সম্পদকর, ফি, মুনাফা, রেলওয়ে, তার ও টেলিফোন, VAT, আমদানি শুল্ক, লাইসেন্স ফি, জরিমানা, ডাক, রাষ্ট্রীয় কারখানা ইত্যাদি উৎস হতে আয় করে থাকে। যদি এসব উৎসের আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান না হয়, তবে ঘাটতি অর্থায়নের অংশ হিসেবে সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ নেয়। যদিও এ দুটো উৎসয়ের সুবিধা-অসুবিধা উভয়ই রয়েছে। */কু. বো. ২০২৫/*

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. মূল্য সংযোজন করকে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের উৎসগুলোর কর রাজস্ব ও অকর রাজস্ব চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উল্লিখিত ঘাটতি অর্থায়নের উৎস দুটির তুলনাপূর্বক কোনটি অধিকতর কার্যকর তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২. নিচের টেবিলে ২০১৯-২০ অর্থবছর 'ক' দেশের সরকারের বিভিন্ন ধরনের কর রাজস্বের পরিমাণ দেখানো হলো:

করের ধরন	রাজস্বের পরিমাণ (কোটি টাকা)
আমদানি শুল্ক	২৩,৬৪৩.৫৮
রপ্তানি শুল্ক	১.০৮
আবগারি শুল্ক	২,২৭৯.৪৮
আয়কর	৭২,১৭৯.৭৯
মূল্য সংযোজন কর	৭৩,০০৪.২১

/চা. বো. ২০২৩/

ক. কর কাকে বলে? ১
খ. সরকারকে কেন আগে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী আয়ের উৎস খুঁজে বের করতে হয়? ২
গ. উদ্দীপক থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে 'ক' দেশের সরকারের মোট পণ্য করের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত করগুলোর মধ্যে কোনটি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আয়-বৈষম্য হ্রাসে অধিক অবদান রাখে? তোমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করো ৪

৩. মিতু দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় বাজেট পর্যালোচনা থেকে সরকারের আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন খাত ও আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে পারে। আয়ের খাতগুলোর মধ্যে ছিল ভ্যাট, আবগারি শুল্ক, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। ব্যয়ের খাতগুলোর মধ্যে ছিল প্রতিরক্ষা, বেসামরিক প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১
খ. মূল্য সংযোজন কর (VAT) বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত করগুলোর মধ্যে কোনটি প্রত্যক্ষ কর? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কোন করটি সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে অধিক সহায়ক বলে তুমি মনে করো? যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

৪. সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: প্রতিরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার কর রাজস্ব ও অ-কর রাজস্ব গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশের সরকার বিভিন্ন প্রয়োজনে দেশের জনগণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক, বিদেশি সরকার, বিশ্বব্যাংক, IMF, ADB, IDA এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। */সি. বো. ২০২৫/*

ক. পণ্য কর কী? ১
খ. সরকার প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের জন্য প্রথমেই নতুন নোট ছাপাতে চায় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যয়ের খাতগুলোর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎসগুলোর মধ্যে কোনগুলো অধিক নিরাপদ? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. জামিল একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেন। অফিস থেকে ফেরার পথে তিনি তার বাচ্চার জন্য আইসক্রিম ও বই ক্রয় করেন। কোম্পানি তার জন্য বিদেশি গাড়ি বরাদ্দ করেছে। গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করে একবার তার জরিমানা হয়। ইতোমধ্যে তিনি উত্তরায় একটি ফ্ল্যাটও ক্রয় করেছেন।

ক. সমাজের জন্য ব্যয় কি অপরিহার্য? ১
খ. কেন সরকারকে ব্যয় করতে হয়? ২
গ. উদ্দীপকে সরকারের আয়ের কোন কোন উৎস রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সরকার তার আয় দিয়ে জামিলের মতো নাগরিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কী কী কাজ করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. একটি দেশের সরকার ব্যয়ভার মেটানোর জন্য আয়কর, VAT, ভূমি রাজস্ব, যানবাহন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, রপ্তানি শুল্ক, প্রশাসনিক ফি, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদি থেকে আয় করে। এছাড়াও ব্যয় সংকুলান না হলে দেশটি সহজে এবং স্বল্পসময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কোনো কোনো সময় দেশটি বিশ্বব্যাংক থেকে স্বল্পসুদে এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে। *[চা. বো. ২০২৫]*

ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১
খ. কর এবং ফি কি একই ধারণা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো। ৩
ঘ. ঋণ গ্রহণের উৎস দুটির তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা উদ্দীপক অনুসারে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭. বর্তমান সময়ে সরকার মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এসব খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকার মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক এবং আবগারি শুল্কের ওপর নির্ভরশীল। *[ম. বো. ২০২২]*

ক. সরকারি আয় কী? ১
খ. কর ও ফি একই কি না ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারি আয়ের খাতসমূহ যথেষ্ট কি না মন্তব্য করো। ৪

৮. অর্থনীতির শিক্ষক জনাব হাসান শ্রেণিকক্ষে সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎস নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, "সরকার আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক, জরিমানা, ফি, অনুদান ইত্যাদি বিভিন্ন খাত থেকে আয় করে থাকেন। সরকার তার ব্যয় মেটানোর জন্য বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে ঋণও গ্রহণ করে থাকেন।" *[সি. বো. ২০২৩]*

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. ফি ও কর এক নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব হাসান যে সকল কর রাজস্বের খাত উল্লেখ করেছেন তা চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎসের মধ্যে কোনটি থেকে ঋণ গ্রহণ করা দেশের জন্য উত্তম বলে মনে করো? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. বাংলাদেশ সরকার সাধারণত অবকাঠামো নির্মাণ ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ব্যক্তি, বিমা কোম্পানি, বন্ধুদেশ, সঞ্চয় ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, JAICA, IMF, IFC এবং বিদেশি সরকার হতেও ঋণ গ্রহণ করে থাকে। *[ম. বো. ২০২৫]*

ক. পরোক্ষ কর কাকে বলে? ১
খ. 'কর ও ফি এক নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক হতে সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎসসমূহ চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি ঋণের উৎসসমূহ কি পর্যাপ্ত বলে মনে করো? মতামত দাও। ৪

১০. নুসরাত দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস-এর একটি বিক্রয় কেন্দ্র থেকে কাপড় কেনে। নুসরাতকে কাপড়ের দাম ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু বেশি টাকা দিতে হলো। নুসরাত তার কারণ জানতে চাইলে দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস-এর বিক্রয় কর্মীরা বলেন এটি একটি কর যা পণ্য বিক্রির প্রতিটি স্তরে ক্রেতাকে দিতে হয়। তারা আরও জানায়, এ কাপড় উৎপাদনের জন্য সরকারকে তারাও কর দিয়ে থাকেন।

ক. সরকারি ঋণ কী? ১
খ. আয়করের উদ্দেশ্যগুলো লেখো। ২
গ. নুসরাত কোন ধরনের কর দিয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কর দুটির মধ্যে কোনটি সরকারের আয় বৃদ্ধিতে বেশি সহায়ক হবে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১. অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, সরকারের ব্যয়ের খাত হলো রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়। সরকার সাধারণত জনগণের মৌলিক চাহিদাপূরণ, প্রতিরক্ষা ব্যয় নির্বাহ, সামাজিক নিরাপত্তা, নগরায়ণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে। তাছাড়া ব্যয়ের পাশাপাশি সরকার বাণিজ্যিক রাজস্ব, আয়কর, জরিমানা,

মূল্য সংযোজন কর, টোল, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি খাত হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে। *[চ. বো. ২০২৩]*

ক. শুল্ক কী? ১
খ. 'আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব-এর খাতগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত খাতগুলো ব্যতীত সরকার আর কোন কোন খাতে ব্যয় করতে পারে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১২.

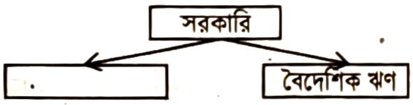

[রা. বো. ২০২৫]

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১
খ. সম্পূরক শুল্ক কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের খালি স্থানে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎস দুটির মধ্যে তুলনামূলক সুবিধা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচনা করো। ৪

১৩. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি খাতে সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাছাড়া জরুরি অবস্থা মোকাবিলা কিংবা বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে সরকার জনগণ, দেশের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বন্ধু রাষ্ট্র, বিদেশি সংস্থা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। *[চ. বো. ২০২৫]*

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১
খ. কর ও ফি ভিন্ন কেন? ২
গ. সরকার কেন ঋণ গ্রহণ করে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎসগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪. একটি দেশের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশ্যে সরকার দেশীয় আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিদেশি সংস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নিয়ে থাকে। অর্থনীতিবিদগণের মতে, এ ধরনের আর্থিক সংস্থান ভারহীন নয়। *[য. বো. ২০২৩]*

ক. কর কী? ১
খ. আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আর্থিক সংস্থানের উৎসগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসের তুলনামূলক সুবিধা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫. 'A' দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের জন্য অর্থ ব্যয় করে। সরকার এ সমস্ত ব্যয় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো হলো—প্রতিরক্ষা, গ্রাম পরিষদ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, শিক্ষা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রভৃতি। এসব ব্যয়ের মাধ্যমে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, তেমনি দেশকে টেকশই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। *[চ. বো. ২০২২]*

ক. সম্পূরক শুল্ক কী? ১
খ. মূল্য সংযোজন করকে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় ব্যয়ের খাতগুলোর তালিকা তৈরি করো। ৩
ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি সহায়ক কেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. 'B' দেশের সরকারের আয়ের উৎসসমূহ:

বিবরণ	২০১৮-১৯ (কোটি টাকায়)
মূল্য সংযোজন কর	১,১০,৫৫৫
সম্পূরক শুল্ক	৩২,৫৫৩
ভূমি রাজস্ব	১,৪০০
টোল ও লেভি	৬৫৭
যানবাহন কর	১,৪২৯

'B' দেশের সরকার জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর (১—৩০) নভেম্বর "জাতীয় আয়কর মেলা" আয়োজন করো। *[দি. বো. ২০২৩]*

ক. পরোক্ষ কর কী? ১
খ. আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে সরকারের কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের প্রধান উৎসগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১৭. সরকার ইচ্ছা করলে দেশ ও দেশের বাহির থেকে ঋণ নিতে পারে। দেশের বাহির থেকে ঋণ নিতে হলে বিভিন্ন শর্ত, সময়কাল, ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি

বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। তবে সরকার বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারলেও জামিল সাহেব কেবল দেশেই ঋণ নিতে পারে। *[ঢা. বো. ২০১৯]*

ক. সরকারি আয় কী? ১

খ. ফি বাধ্যতামূলক দেয় নয় কেন? ২

গ. বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে সরকার যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জামিল সাহেব যে উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে তার সাথে সরকারি ঋণের পার্থক্য উদ্দীপকের ভিত্তিতে লেখ। ৪

১৮. কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ব্যবস্থা উদ্ভবের পর সরকারি ব্যয়ের আওতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে অর্থনীতিবিদগণ দেশি-বিদেশি ঋণের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নসহ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণ সাধারণত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকে হয়ে থাকে যদিও "বৈদেশিক ঋণ, গ্রহীতা দেশের সার্বভৌম চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব করে।" *[দি. বো. ২০২৫]*

ক. NBR-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'প্রত্যক্ষ কর নাগরিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সরকারি ঋণের উদ্দেশ্যসমূহ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বৈদেশিক ঋণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৯. 'M' দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের জন্য অর্থ ব্যয় করে। সরকার এ সমস্ত ব্যয় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো হলো— প্রতিরক্ষা, গ্রাম পরিষদ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, শিক্ষা, মিউনিসিপ্যাল কার্পোরেশন প্রভৃতি। এসব ব্যয়ের মাধ্যমে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, তেমনি দেশকে টেকসই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। *[আলিম ২০২৩]*

ক. সরকারি ব্যয় কী? ১

খ. পরোক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় ব্যয়ের খাতগুলোর তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি সহায়ক কেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২০. 'R' দেশ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, জাপান ও চীন থেকে ঋণ গ্রহণ করে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করে। একইসাথে দেশটির সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এবং বন্ড বিক্রির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ICT তে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[ব. বো. ২০২৫]*

ক. ফি কাকে বলে? ১

খ. পরোক্ষ কর তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সরকারি ঋণের উৎসগুলোর ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঋণের উৎসগুলোর তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২১. বাংলাদেশ সরকার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন— দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। এতে সরকারের ব্যয় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বন্ধু রাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক, এডিবি প্রভৃতি উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করেছে। *◀৪ ও ৯ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. জনসংখ্যার পরিমাপ কাকে বলে? ১

খ. জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মানবসম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট কি? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

১০

উন্নয়ন পরিকল্পনা

Development Planning

প্রধান প্রধান শব্দ

- অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
- উন্নয়ন পরিকল্পনা
- প্ররোচিত পরিকল্পনা
- স্থানীয় পরিকল্পনা
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা
- জাতীয় পরিকল্পনা
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
- রূপকল্প ২০২১

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা দ্বারা কোনো দেশের বা অঞ্চলের জনগণ প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। আর পরিকল্পনা হলো কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা সচেতনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অগ্রাধিকার আরোপ করা। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাই পরিকল্পনা। আধুনিক যুগ পরিকল্পনার যুগ। বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্রই পরিকল্পনা শব্দটি সমাদৃত। ১৯২৮ সালে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে রাশিয়ায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম সূত্রপাত ঘটে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই পুঁজিবাদী এবং মিশ্র অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রতিটি পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ করা হয়। তবে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সবসময় একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবুও নির্দিষ্ট ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা হয়। এ অধ্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা, প্রকারভেদ, পারস্পরিক সম্পর্ক, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিকল্পনার গুরুত্ব ও অভিজ্ঞতা, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা
- বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সম্পর্ক
- স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পারস্পরিক তুলনা
- উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব
- বাংলাদেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের অভিজ্ঞতা
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উন্নয়ন কৌশল এবং এর স্বাতন্ত্র্য
- বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য
- দেশের উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১ ও ২	অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা ও উত্তম উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ; অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ
পাঠ ৩ ও ৪	পরিকল্পনাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বা পার্থক্য; স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ
পাঠ ৫	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ; স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য
পাঠ ৬ ও ৭	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি; উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব
পাঠ ৮ ও ৯	অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি; বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা (লক্ষ্যমাত্রা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন, সম্পদ বণ্টন এবং অর্জন)
পাঠ ১০ ও ১১	বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ; বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ ১২	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পটভূমি; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা ও কৌশলপত্র; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাধান্য ও খাতসমূহ; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক অর্থায়ন কৌশল এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য
পাঠ ১৩	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র: প্রধান নির্দেশকসমূহ; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাত ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল
পাঠ ১৪	বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা
পাঠ ১৫ ও ১৬	বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলি; পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলি সমাধানের উপায়
পাঠ ১৭ ও ১৮	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫

পাঠ ১ ও ২

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা ও উত্তম উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ; অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

১০.১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা (Concept of Economic Development Planning)

একটি দেশের উন্নয়ন নির্দেশক নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে। **কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত ও স্বচ্ছভাবে বর্ণিত অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যে সুচিন্তিত কর্মসূচি ও কৌশল গ্রহণ করে, তাকেই উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।** পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে–

- ■ অধ্যাপক **ডাল্টন** (Prof. Dalton) বলেন, 'ব্যাপক অর্থে ঈপ্সিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনার নিমিত্তে সীমিত সম্পদ ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।'
- ■ অধ্যাপক **লুইস** (Prof. W. A. Lewis) বলেন, "অর্থনীতির সামগ্রিক লক্ষ্য নির্ধারণের পর ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে দেশের সমুদয় শ্রম, বৈদেশিক মুদ্রা, কাঁচামাল ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পদ বণ্টনকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা যায়।"

উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো সরকারি কর্তৃপক্ষের অধীনে সচেতন ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থা, যেখানে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলি নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান আমলে এবং ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিকল্পনা বিভাগ চালু হয়। বর্তমানে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (NEC) পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের এক্সিকিউটিক কমিটি (ECNEC) পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। একনেকের সভাপতি হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী।

১০.২ উত্তম উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of a Good Development Planning)

পরিকল্পনা ভালো বা উত্তম হওয়া আবশ্যক। উত্তম পরিকল্পনার কতিপয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. **উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** কী উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে তা সুস্পষ্ট হতে হবে।

২. **লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ:** সামাজিক লক্ষ্য প্রণয়নকালে কৃষি, শিল্প ও সেবা প্রভৃতি খাতের উৎপাদন ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

৩. **প্রকল্প নির্বাচন:** পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ঠিকমতো প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে কোন কোন প্রকল্প লাভজনক এবং কোন খাতটি গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **উৎপাদন কৌশল নিরূপণ:** গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল না মূলধন নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

৫. **প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ নির্ধারণ:** পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে কী কী উপকরণ কতটুকু ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

৬. **সময় নির্ধারণ:** গৃহীত প্রকল্পগুলো কত সময়ে লাভজনক হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

৭. **প্রকল্প মূল্যায়ন:** বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কাজ মূল্যায়ন করতে হবে। ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দিক নির্দেশনা পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৮. **অর্থনৈতিক চলক:** গৃহীত পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অর্থনৈতিক চলক (যেমন— জাতীয় আয়, ভোগ, বিনিয়োগ) দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এসব বিষয়গুলো বিবেচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

৯. **বৈদেশিক সাহায্য:** অভ্যন্তরীণ সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে দেশকে বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কী পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ পাওয়া যাবে তার হিসাব করতে হয়। তাছাড়া দাতাদেশ বা সংস্থা কর্তৃক বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ ছাড়ের সম্ভাবনা কতটুকু তাও বিবেচনায় রাখতে হয়।

১০. **মিতব্যয়িতা:** উত্তম পরিকল্পনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মিতব্যয়িতা। উত্তম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবশ্যই মিতব্যয়িতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়।

সুতরাং একটি উত্তম পরিকল্পনার জন্য এসব বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০.৩ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ (Types of Economic Development Planning)

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু রয়েছে। এ পরিকল্পনা একেক দেশে একেক রকম।। পরিকল্পনার প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও অর্থব্যবস্থার তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত পরিকল্পনাসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। পরিকল্পনার প্রকারভেদ নিম্নরূপ:

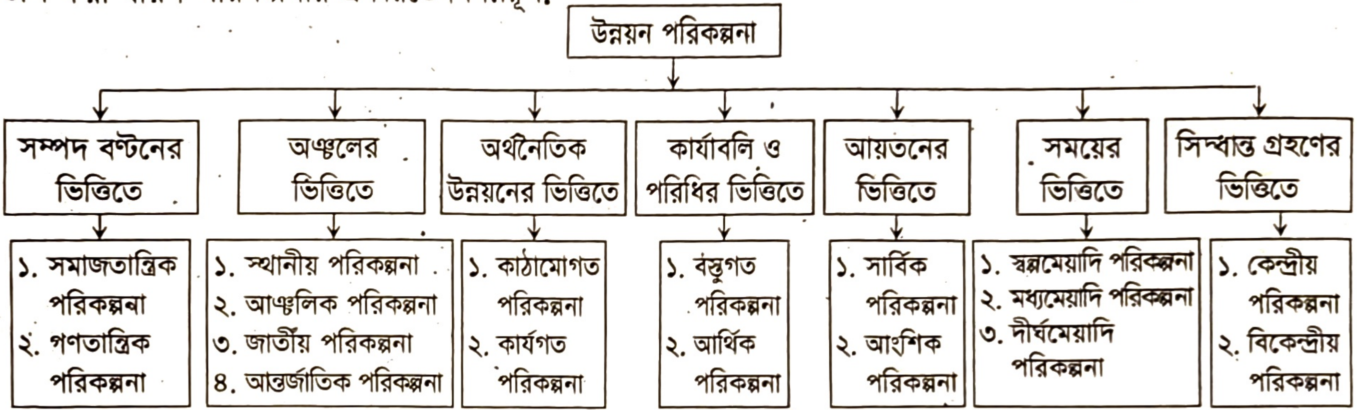
উন্নয়ন পরিকল্পনা
সম্পদ বণ্টনের ভিত্তিতে
অঞ্চলের ভিত্তিতে
অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে
কার্যাবলি ও পরিধির ভিত্তিতে
আয়তনের ভিত্তিতে
সময়ের ভিত্তিতে
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে
১. সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা
২. গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা
১. স্থানীয় পরিকল্পনা
২. আঞ্চলিক পরিকল্পনা
৩. জাতীয় পরিকল্পনা
৪. আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা
১. কাঠামোগত পরিকল্পনা
২. কার্যগত পরিকল্পনা
১. বস্তুগত পরিকল্পনা
২. আর্থিক পরিকল্পনা
১. সার্বিক পরিকল্পনা
২. আংশিক পরিকল্পনা
১. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা
২. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা
৩. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
১. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
২. বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা

চিত্র: উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি ও প্রকারভেদ

নিচে উক্ত প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করা হলো—

১. **সম্পদ বণ্টনের ভিত্তিতে:** সম্পদ বণ্টনের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

i. **সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা:** যে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনায় অবাধ বাজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না।

ii. **গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা:** যে পরিকল্পনা অর্থনীতির একটি খাতের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতির মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হয় তাকে গণতান্ত্রিক বা প্রেরণাত্মক পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনায় উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২. **অঞ্চলের ভিত্তিতে:** অঞ্চলের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

i. **স্থানীয়:** দেশের কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্থানীয় পরিকল্পনা বলে। যেমন— হাওড় এলাকার কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরকল্পনা।

ii. **আঞ্চলিক পরিকল্পনার:** দেশের প্রতিটি অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলে। যেমন— দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত সহিষ্ণু কৃষি চাষাবাদ প্রকল্প।

iii. **জাতীয় পরিকল্পনা:** সমগ্র দেশের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে জাতীয় পরিকল্পনা বলে। যেমন— বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পরিকল্পনা।

iv. **আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা:** অর্থনৈতিক জোটভুক্ত দেশসমূহ তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাকে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বলে। যেমন— বৈশ্বিক মন্দা দূরীকরণে সামষ্টিক উদ্যোগ।

৩. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে দুইভাগে ভাগ করা যয়। যথা—

i. **কাঠামোগত:** যে পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তনকে বিবেচনা করা হয় তাকে কাঠামোগত পরিকল্পনা বলে।

ii. **কার্যগত পরিকল্পনা:** দেশের প্রচলিত কাঠামো অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে পরিবর্তন না করে যদি উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করা হয়, তখন তাকে কার্যগত পরিকল্পনা বলে।
কাঠামোগত পরিকল্পনা দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে এবং কার্যগত পরিকল্পনা দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। বস্তুত একটি দেশের কাঠামোগত উন্নয়ন নির্ভর করে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ওপর।

৪. **কার্যাবলি ও পরিধির ভিত্তিতে:** কার্যাবলি ও পরিধির ভিত্তিতে পকিল্পনাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

i. **বস্তুগত:** পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে যখন পরিমাণ বা বস্তুর সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বস্তুগত পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ ৩০০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান, ২ কোটি গজ কাপড় অথবা ১০ লক্ষ মেট্রিক টন ডাল ইত্যাদি যদি পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় এবং এইগুলো উৎপাদন করতে কী পরিমাণ উপকরণ লাগবে তা যদি হিসাব করা হয় তবে সেই পরিকল্পনাকে বস্তুগত পরিকল্পনা বলা হয়।

ii. **আর্থিক পরিকল্পনা:** পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে যদি অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তবে তাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। যেমন— কোন পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা হলো যে ২০০ কোটি টাকা পোশাক তৈরি করা হবে অথবা কৃষি থেকে ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের চিংড়ি উৎপাদন হবে ইত্যাদি।

৫. **আয়তনের ভিত্তিতে:** আয়তনের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

i. **সার্বিক পরিকল্পনা:** যখন কোনো দেশের অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন তাকে সার্বিক পরিকল্পনা বলা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য অর্থাৎ সমগ্র অর্থনীতি সার্বিক পরিকল্পনার আওতায় থাকে।

ii. **আংশিক পরিকল্পনা:** দেশের বিশেষ বিশেষ খাতকে যদি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে তাকে আংশিক পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ শুধু কৃষি বা শিল্প অথবা পাট শিল্পকে যদি পরিকল্পনায় আওতায় আনা হয় তবে তাকে আংশিক পরিকল্পনা বলে। আংশিক পরিকল্পনা সার্বিক পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। আংশিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব।

৬. **সময়ের ভিত্তিতে:** সময়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

i. **স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা:** যে পরিকল্পনা এক বছর বছরের জন্য প্রণয়ন করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

ii. **মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা:** যে পরিকল্পনার মেয়াদ এক বছর থেকে বেশি এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছর হয় তাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

iii. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা:** পরিকল্পনার মেয়াদ যদি পাঁচ বছর বেশি এবং সর্বোচ্চ ত্রিশ বছর হয় তবে তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। স্বল্প ও মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পাওয়া যায়।

৭. **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে:** সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

i. **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা:** একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং গোটা দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করাকে 'কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা' বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়। এই অর্থব্যবস্থায় সকল সম্পদ ও উপকরণের মালিক রাষ্ট্র।

ii. **বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা:** প্ররোচিত পরিকল্পনা, পুঁজিবাদী পরিকল্পনা, গণতান্ত্রিক পরকল্পনা বা বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা একই অর্থ প্রকাশ করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক প্রকৃতির। দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এককসমূহের সাথে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বলে। এই পরিকল্পনায় অর্থনীতির বিভিন্ন ভাগ হতে অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, সেবা ইত্যাদি খাতগুলো নিজ নিজ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে একটি পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া হয়।

৮. **ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা:** যে পরিকল্পনার সময় অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে তাকে ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা বলে। এই পরিকল্পনা প্রতিবছরই গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার একটি বছর শেষ হওয়ার সাথে নতুন করে আরেক বছর যুক্ত হয়। এই পরকল্পনার প্রণেতা সুইডিশ অর্থনীতিবিদ আন্দ্রে গুনার মিরডাল। এই পরিকল্পনা থেকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ধারণা লাভ করা যায়, যার ফলে সময়ের অপচয় হয় না এবং বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয় বজায় থাকে।

৯. **প্ররোচিতমূলক পরিকল্পনা:** প্ররোচিত বা ইঙ্গিতমূলক পরিকল্পনায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারি অপেক্ষা বেসরকারি খাতের প্রাধান্য অনেক বেশি থাকে। এ ধরনের পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিরাজমান এবং ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত। এরূপ পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বেসরকারি খাতের কার্যক্রমের দ্বারা অর্জিত হয়। তবে এরূপ পরিকল্পনায় বেসরকারি কার্যক্রম এবং অবাধ বাজার ব্যবস্থা অবশ্যই ন্যূনতম সরকারি আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন সালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম সূত্রপাত ঘটে?
২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সংস্থার নাম কী? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১০-১১, চবি ঙ ইউনিট ২০১৫-১৬]*
৩. ECNEC-এর পূর্ণরূপ কী? *[চবি ঙ ইউনিট ২০০৬-০৭]*
৪. কোন দেশে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়? *[সি. বো.; য. বো. ২০১৭]*
৫. কত সালে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়?
৬. কোন অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়? *[কু. বো. ২০১৯]*
৭. কোন ধরনের পরিকল্পনায় সমাজের সকলের মতামতের প্রতিফলন ঘটে?
৮. একনেক (ECNEC) এর প্রধান কে? *[৪৩তম বিসিএস]*
৯. আয়তনের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
১০. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনার প্রবক্তা কে?

▶ উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সময়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে মেয়াদ ও উদাহরণ ছকে এঁকে দেখাও।

পাঠ ৩ ও ৪ পরিকল্পনাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বা পার্থক্য; স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

১০.৪ পরিকল্পনাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বা পার্থক্য (Relations or Differences Among Plans)

১. **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও স্থানীয় পরিকল্পনা:** একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং গোটা দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করাকে 'কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা' বলা হয়। অন্যদিকে, সাধারণত যখন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তখন তাকে 'স্থানীয় পরিকল্পনা' বলা হয়। স্থানীয় জনগণের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে স্থানীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। আমাদের দেশে প্রধানত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন প্রভৃতি সংস্থা এ ধরনের 'স্থানীয় পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে থাকে।

২. **সার্বিক পরিকল্পনা ও আংশিক পরিকল্পনা:** একটি দেশের সব খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যদি পরিকল্পনার আওতায় আনা হয় তবে তাকে সার্বিক পরিকল্পনা বলে। পক্ষান্তরে, যখন কোনো দেশের সকল খাতকে পরিকল্পনার আওতায় না এনে বিশেষ বিশেষ খাত; যেমন— কৃষি, শিল্প প্রভৃতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন তাকে আংশিক পরিকল্পনা বলা হয়।

৩. **কার্যগত পরিকল্পনা ও কাঠামোগত পরিকল্পনা:** যখন কোনো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে উন্নয়ন কর্মসূচিকে পরিকল্পনার সাহায্যে বাস্তবায়ন করা হয় তখন তাকে 'কার্যগত পরিকল্পনা' বলা হয়। সাধারণত পুঁজিবাদী দেশে এ ধরনের কার্যগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, যখন কোনো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে কাঠামোগত পরিকল্পনা বলা হয়। কাঠামোগত পরিকল্পনা একদিকে যেমন অর্থনীতিকে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করে তেমনি দেশের চলতি সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটায়। সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশে এ ধরনের কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রচলিত রয়েছে।

৪. **বস্তুগত পরিকল্পনা ও আর্থিক পরিকল্পনা:** যখন কোনো পরিকল্পনা বস্তুগত সম্পদের ভিত্তিতে করা হয় এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলোও সেভাবে স্থির করা হয় তখন তাকে বস্তুগত পরিকল্পনা বলে। পক্ষান্তরে, পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা যখন অর্থের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় এবং এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের ব্যয় অর্থের মাধ্যমে হিসাব করা হয় তখন তাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। অবশ্য বস্তুগত পরিকল্পনা ও আর্থিক পরিকল্পনা পরস্পরবিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণের স্বার্থে বস্তুগত পরিকল্পনা ও আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

৫. **স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা:** সাধারণত এক বছর মেয়াদে প্রণীত পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনাকে 'বার্ষিক পরিকল্পনা'ও বলা হয়। এ ধরনের পরিকল্পনার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে এক বছরের বেশি কিন্তু পাঁচ বছরের কম সময়ের জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে যেমন ৫ থেকে ৩০ বছর মেয়াদের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে 'দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা' বলা হয়।

৬. **আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা:** কোনো দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যখন পৃথকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলা হয়। পক্ষান্তরে, একটি দেশের সমগ্র অঞ্চলের জন্য যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন তাকে জাতীয় পরিকল্পনা বলা হয়। একটি দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা হলো জাতীয় পরিকল্পনার ভিত্তি। আবার যখন দুই বা ততোধিক দেশ সম্মিলিতভাবে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে তখন তাকে 'আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা' বলা হয়। যেমন— ইউরোপীয় দেশসমূহ তাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিককালে এ ধরনের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০.৫ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (Short Term, Medium Term and Long Term Planning)

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা: স্বল্পমেয়াদি কিছু সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ৬ মাস থেকে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত হতে পারে। রাষ্ট্রীয় সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, সাময়িক খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রাকৃতির দুর্যোগের সময় পরিস্থিতির মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এজন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত বাস্তবমুখী হয়ে থাকে।

মধ্যমমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে বহুমুখী লক্ষ্য ও কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা প্রয়োজন হয়। যখন সুনির্দিষ্ট কতকগুলো আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য কয়েক বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তখন এ ধরনের পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, এক বছরের বেশি কিন্তু ৫ বছরের কম সময়ের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে মধ্যমমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে। এরূপ পরিকল্পনায় কোনো দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত থাকে না। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলা যায়। এ পরিকল্পনার মধ্যে এমন বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকেও মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলা হয়। এ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হলো—

১. আর্থ-সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন।
২. মেয়াদভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৩. বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সফলতা ও বিফলতা মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৫. পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর উন্নয়ন প্রক্রিয়া সহজভাবে ত্বরান্বিত করা।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে। এমন প্রকল্প রয়েছে যা স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়ন করা যায় না। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কিছু প্রেক্ষিত থাকে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলা হয়। সাধারণত ১০, ১৫, ২০ বা ২৫ বছর মেয়াদের ভিত্তিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে 'দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা' বলে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা পরিকল্পনা, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে মাথাপিছু আয় ও পুঁজি গঠন, কর্মসুযোগ বৃদ্ধি, কৃষিতে কারিগরি পরিবর্তন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি প্রভৃতি কর্মসূচির বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এ লক্ষ্যগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হলো—

১. দেশের যেসব গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচি ও লক্ষ্যের বাস্তবায়ন স্বল্পসময়ে সম্ভব নয়, সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
২. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ধারাবাহিকতা রক্ষা।
৩. কোনো একটি পরিকল্পনার কোনো ব্যর্থতা অন্য পরিকল্পনার মাধ্যমে পূরণ করে সার্বিক অগ্রগতি বজায় রাখা।
৪. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর সাধন করা।
৫. দেশের অর্থব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা দূর করে উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা।

১০.৬ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Short Term Planning)

স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা:** স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। আর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে থাকে।

২. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা:** স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা। দেশে প্রায়ই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। আর এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা আবশ্যক।

৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার:** স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আর একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা। দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। আর এগুলোর সদ্ব্যবহার করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪. **বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ:** স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো স্বল্প মেয়াদভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। আমাদের দেশ বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি বিরাট অংশ আমরা বিদেশ থেকে সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। কাজেই বৈদেশিক সাহায্যেগুলোর নিশ্চিত ব্যবহার করা স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৫. **বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব:** দেশে বিশেষ কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কখনো কখনো দেশে বিরাজমান বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অন্তর্বর্তীকালের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্তে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মতো একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

৬. **শিক্ষার হার বৃদ্ধি:** স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। একটি দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৭. **কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন:** স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে যে কোনো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ করে এগুলোকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

৮. **উন্নয়ন প্রক্রিয়া সহজ ও ত্বরান্বিত করা:** স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হলো গৃহীত ও পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের উন্নয়ন প্রক্রিয়া সহজ ও ত্বরান্বিত করা। উন্নয়নের জন্য যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার বাস্তবায়ন করতে হলে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯. **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো:** স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার আরও একটি উদ্দেশ্য হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও অনেক বেশি। আর এ হারকে কমিয়ে আনতে হলে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

১০. **গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর সমস্যা সমাধান:** স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর সমস্যা সমাধান করা। এক্ষেত্রে যেসব খাতগুলো অধিকতর সমস্যাপ্রবণ এবং দেশের সঠিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সেগুলোর সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অপর নাম কী?
২. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অন্য কী নামে পরিচিত?
৩. প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদকাল কোনটি? */রা. বো. ২০১৯/*
৪. বাংলাদেশের ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনাকে বলা কী হয়? */কু. বো. ২০১৭/*
৫. এক বছরের বেশি কিন্তু ৫ বছরের কম সময়ের জন্য কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়?
৬. বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে কোন মেয়াদি পরিকল্পনা বলা যায়?

▶ উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার সম্পর্ক ছকে তৈরি করে দেখাও।

পাঠ ৫

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ; স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য

১০.৭ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Long Term Planning)

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কতিপয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবর্তিত। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো—

১. **শিল্পের উন্নয়ন :** দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো দ্রুত শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। অনুন্নত দেশসমূহে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

২. **কৃষির উন্নয়ন :** দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা। কৃষি উন্নয়ন একটি দীর্ঘকালীন ধারা। স্বল্প সময়ে এর উন্নয়ন সম্ভব নয়। খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের দীর্ঘকালীন চাহিদা বিচার করেই স্বল্পকালে বিনিয়োগ করা হয়। সুতরাং কৃষির উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার :** দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। কেননা প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কার, উত্তোলন ও সুষ্ঠু ব্যবহার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৪. **উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন :** কিছু উন্নয়ন প্রকল্পই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। যেমন— বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, শিল্পক্ষেত্রে অবকাঠামো পরিবর্তন, পরিবেশগত উন্নয়ন, কৃষিক্ষেত্রে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

৫. **অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য :** দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অব্যাহত উন্নয়নের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রচিত না হলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের সাথে অভারসাম্য দেখা দিতে পারে।

৬. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** স্বল্পকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। এর জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা হয়।

৭. **লেনদেনে ভারসাম্য আনয়ন :** দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনয়ন করা। দেশের লেনদেনের ভারসাম্যে প্রায় সময়ই ঘাটতি দেখা যায়। আর এ ঘাটতি পূরণ স্বল্পসময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে লেনদেনের ভারসাম্যের ঘাটতি দূর করা সম্ভব হয়।

৮. **আঞ্চলিক উন্নয়নে ভারসাম্য আনয়ন :** দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আরো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। স্বল্পকালে আঞ্চলিক উন্নয়নে ভারসাম্য আনা যায় না। সুতরাং, আঞ্চলিক উন্নয়নে ভারসাম্য আনয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজন।

৯. **সঞ্চয় ও মূলধন গঠন :** দেশে মূলধন গঠন করতে হলে সঞ্চয় করা প্রয়োজন। একদিনের সঞ্চয়ের দ্বারা মূলধন গঠন সম্ভব নয়। তাই সঞ্চয়ের দ্বারা মূলধন গঠনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন।

১০. **মূলধনের ব্যবহার :** সম্পদ ও মূলধন গঠনের পাশাপাশি এগুলোর কাম্য ব্যবহারের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাই, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের জন্য এবং এগুলোর উত্তম ব্যবহার করা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১০.৮ স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য (Differences between Short Term & Long Term Planning)

সাধারণ পরিকল্পনার দু'টি বিশেষ রূপ হলো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। তবে এদের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। নিচে এদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যসমূহ আলোচনা করা হলো—

পার্থক্যের বিষয়	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
১. সংজ্ঞা	স্বল্পমেয়াদি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।	দীর্ঘমেয়াদি কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

পার্থক্যের বিষয়	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
২. সময়সীমা	সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা সর্বোচ্চ এক বছর হতে পারে।	সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা ১০ থেকে ২৫ বা ৩০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
৩. উদ্দেশ্য	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কোনো দেশের অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা দূর করে উন্নয়নের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা।
৪. স্বার্থ সংরক্ষণ	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়।	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।
৫. উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা বেশ জটিল।	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় অতি সহজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়।
৬. কার্যকারিতা	অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে কম।	অর্থনৈতিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কার্যকারিতা অত্যন্ত বেশি।
৭. বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার অধীনে যেসব কর্মসূচি ও প্রকল্প নির্ধারণ করা হয়; সেগুলোর যথাযথ কার্যকারিতার মধ্যদিয়ে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটে।	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা হয়। তাই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটবে।
৮. স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব	এটি একটি অস্থায়ী পরিকল্পনা, তাই এর অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে।	এটি একটি স্থায়ী পরিকল্পনা, তাই এটির অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।
৯. নমনীয়তা	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নমনীয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে এটিকে পরিবর্তন করা যায়।	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনমনীয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে এটিকে পরিবর্তন করা যায় না।
১০. প্রয়োগ ক্ষেত্র	রাষ্ট্রীয় সাময়িক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি, খাদ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়।	বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, কৃষিতে কারিগরি পরিবর্তন, পরিবেশগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

সুতরাং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা স্বল্পসময়ের জন্য গৃহীত হয় অর্থাৎ জরুরি প্রেক্ষিতে গৃহীত হয় এবং এর পরিসর স্বল্প। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘ সময়ের জন্য গৃহীত হয় এবং এর পরিধি ব্যাপক।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১০, ১৫ বা ২০ বছর সময়কালের জন্য কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়?
২. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দুটি উদ্দেশ্য লেখো। */দি. বো. ২০১১; কু. বো. ২০১৬/*
৩. সাধারণত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সময়সীমা কত সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে?
৪. কোন পরিকল্পনায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়?

▶ উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ৫টি উদ্দেশ্য তালিকা আকারে দেখাও।

পাঠ ৬ ও ৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি; উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব

১০.৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Development Programme – ADP)

এক আর্থিক বছরের (জুলাই-জুন) মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় তাকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা ADP-Annual Development Programme বলে।

দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এসব পরিকল্পনা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর বেশ কিছু কর্মসূচি (Programme) গ্রহণ করা হয়। সরকার প্রতি অর্থবছরের জন্য যে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও ঘোষণা করে, সাধারণত তার দুটো অংশ থাকে, যথা—রাজস্ব বাজেট (Revenue Budget) এবং উন্নয়ন বাজেট (Development Budget)। উন্নয়ন বাজেটে যেসব লক্ষ্যসমূহ নেয়া হয়; তার খাতওয়ারী বরাদ্দই হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়। যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা এ বাজেটের আওতায় থাকে তাকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা ADP বলে।

একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে, বাজেটে যেসব উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে তা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে উল্লেখ করা হয়। ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি মূলধন বা উন্নয়ন বাজেট হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতিটি ADP-তে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নের বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এডিপির খাতসমূহ হলো: ১. কৃষি; ২. পল্লি উন্নয়ন; ৩. পানিসম্পদ; ৪. শিল্প; ৫. শক্তি; ৬. গ্যাস, তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ; ৭. পরিবহন ও যোগাযোগ; ৮. ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন; ৯. শিক্ষা ও ধর্ম; ১০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা ইত্যাদি। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারের বার্ষিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ থাকে, যার মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করা হয়।

২. এ পরিকল্পনায় আয়ের প্রধান উৎসগুলো হলো— রাজস্ব বাজেটের সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত, সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব তহবিল, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য ইত্যাদি। ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো হলো—কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পানি সম্পদ ও পল্লি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রভৃতিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ।

৩. সাধারণত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোনো উদ্বৃত্ত থাকে না। বরং প্রসারণমূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকাই স্বাভাবিক মনে করা হয়।

৪. সাধারণত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে এবং তার অংশ হিসেবে প্রতি বছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়।

৫. অনেক সময় সরকারের বাজেট লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে অর্থনীতির কোনো কোনো খাতে রাজস্ব বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয়ের একীভূতকরণ ঘটে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিশেষ করে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ত্বরান্বিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

এ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ।

৪. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫. আর্থ-সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ ও কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন।

৬. জাতীয় সঞ্চয়, আমদানি, রপ্তানি, ভোগসংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি অর্জন করা।

১০.১০ উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব
(Importance of Development Planning in Developing Country)

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব একান্ত আবশ্যক। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো—

১. **জাতীয় আয় বৃদ্ধি:** বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কম এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু। একমাত্র সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেই এদেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

২. **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** বাংলাদেশে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার অনেক কম। দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা অপরিহার্য। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব।

৩. **জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান:** বর্তমানে বাংলাদেশে অত্যন্ত দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সমাধান করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৪. **ভারী শিল্প স্থাপন:** ভারী শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে ভারী শিল্পের অভাব রয়েছে। ভারী শিল্পের অভাবে শিল্পোন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর হয়। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। ভারী শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

৫. **মূলধন গঠন:** এদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক কম। ফলে তাদের মূলধন গঠনের সামর্থ্য কম। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মূলধনের। একমাত্র সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারা এটি সম্ভব।

৬. **একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ:** অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের চেষ্টা করে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে অস্বাভাবিক মুনাফা লাভের সুযোগ থাকে না।

৭. **বেকার সমস্যা সমাধান:** এদেশের হাজার হাজার লোক বেকার। কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা উপযুক্ত কাজ পাচ্ছে না। সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

৮. **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার:** বাংলাদেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির মাধ্যমে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

৯. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** এদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। একমাত্র সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই এ অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে।

১০. **কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন:** কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ কৃষি ও শিল্পে অনুন্নত। এদেশের কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন দরকার।

১১. **মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি:** জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার যা উন্নত দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। ফলে এখানে অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্নমানের। এরূপ সমস্যা সমাধানের জন্য সুষ্ঠু ও কার্যকর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিকল্প নাই।

১২. **খাদ্য সমস্যার সমাধান:** কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত। এ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা। তাই বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন।

১৩. **শোষণ রোধ:** পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিতে অর্থব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা নানাভাবে শ্রমিক কর্মচারীদের শোষণ করে থাকে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এ ধরনের শোষণ রোধ করা সম্ভব।

১৪. **মুদ্রাস্ফীতি রোধ:** পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শুধু সামাজিকভাবে কাম্য পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য সম্পদ বিনিয়োগ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

১৫. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন:** দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব সর্বাধিক। অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। তাই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৬. **আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন:** আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত অনুন্নত। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধা। তাই এ কাঠামোর উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন।

১৭. **বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন:** বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা অনেকটা অনুন্নত। অনুন্নত বাজার ব্যবস্থার কারণে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অনেক কম। উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ কম। বাজার ব্যবস্থার উন্নতি হলে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের যথার্থ মূল্য পাওয়া যাবে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

১৮. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন:** উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটা অনুন্নত। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন সুষম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

১৯. **সুষম উন্নয়ন:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য দেশের প্রায় সব অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়োজন। এজন্য সুষ্ঠু ও বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

২০. **লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর:** দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অধিক আমদানি ব্যয়ের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে যে প্রতিকূলতা দেখা দেয় তা পরিকল্পিত উপায়ে আমদানি বিকল্প-রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে লেনদেনের ভারসাম্য দূর কর সম্ভব।

সুতরাং, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বেকার সমস্যার সমাধান, সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ সম্ভব। মোটকথা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ADP কী? */সকল বোর্ড ২০১৮/*
২. ADP-এর প্রকল্প বাস্তবায়নে কার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়? */ব. বো. ২০১৯/*
৩. বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সন কোন সময় থেকে শুরু হয়? */চবি. ব্যবসা শিক্ষা শাখা ২০১৫-১৬/*
৪. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কী ঘটে?
৫. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে কীসের ওপর?
৬. উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কী? */চ. বো. ২০১৭/*
৭. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কী প্রয়োজন?

▶ উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার পাঁচটি গুরুত্ব চিহ্নিত করো।

পাঠ ৮ ও ৯ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি; বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা (লক্ষ্যমাত্রা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন, সম্পদ বণ্টন এবং অর্জন)

১০.১১ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি (Methods of Preparing Economic Planning)

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কিছু মূল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যা নিম্নরূপ–

১. **উদ্দেশ্যাবলি নির্ণয়:** পরিকল্পনা প্রণয়নকালে কতকগুলো মৌলিক উদ্দেশ্য স্থির করতে হয়।

২. **লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়:** উদ্দেশ্য হলো একটা গুণগত বিষয় এবং লক্ষ্যমাত্রা হলো পরিকল্পনাগত বিষয়। কোনো উদ্দেশ্যকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার কী পরিমাণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে সেটাকেই লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয় বলে। যেমন- পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হতে পারে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট বছরে (ধরি) ২% থেকে ১% এ কমিয়ে আনা।

৩. **উন্নয়নের হার নির্ণয়:** দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন বা স্থির রেখে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্ণয় করাকে উন্নয়নের হার নির্ণয় বলে। মাথাপিছু জাতীয় আয়, লেনদেন ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত, উৎপাদন বৃদ্ধির হার ইত্যাদির ভিত্তিতে উন্নয়নের হার পরিমাপ করা হয়।

৪. **বিনিয়োগ হার নির্ণয়:** কোনো দেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ণয় বিশেষভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক উন্নতিতে মূলধন গঠন এবং সরকারি কাজের জন্য বিশেষভাবে ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় বিনিয়োগকে মূলধন গঠনের প্রয়োজনীয় যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। অনুন্নত দেশে জাতীয় আয়ের সাধারণত ১৫% বিনিয়োগ হওয়া উচিত।

৫. **পরিকল্পনার মেয়াদকাল:** যেকোনো পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য তার সময় বা মেয়াদি নির্ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ পরিকল্পনাটি স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি হবে, তা পূর্বে নির্ধারণ করতে হবে।

৬. **বস্তুগত বনাম আর্থিক পরিকল্পনা:** দেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে বস্তুগত পরিকল্পনা প্রণীত হয়। কিন্তু একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের ভিত্তিতে আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বস্তুগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় হলো সম্পদ ঘাটতি। তাছাড়া উৎপাদনে বস্তুগত পরিকল্পনার পূর্বেই আর্থিক পরিকল্পনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অপরদিকে, আর্থিক পরিকল্পনার অসুবিধা হলো এর কারণে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

৭. **পরিকল্পনার সমতা:** পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমতা প্রণয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন। এমনকি চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পূর্বেই এ সমতা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনার সমতা তিন প্রকার। যথা— ক. খাতভিত্তিক সমতা, খ. পশ্চাৎমুখী সমতা এবং গ. আর্থিক সমতা। খাতভিত্তিক সমতা বলতে মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং বিদ্যমান সম্পদের সমতাকে বোঝায়। পশ্চাৎমুখী সমতা বলতে চূড়ান্ত উৎপাদন এবং বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সমতা আনয়নকে বোঝায়। অপরদিকে, আর্থিক সমতা বলতে সকল জনসমষ্টির আয় এবং ভোগ্যদ্রব্যের সমতাকে বোঝায়।

৮. **পরিপূরক পরিকল্পনা:** মূল পরিকল্পনায় যদি কোনো খাত বাদ পড়ে যায় তবে তা পূরণ করার জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয় তাকে পরিপূরক পরিকল্পনা বলে।

৯. **উচ্চমুখী বনাম নিম্নমুখী:** সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে উচ্চ থেকে নিম্ন এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে নিম্ন থেকে উচ্চমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সুবিধা-অসুবিধা সমাধান করার জন্য উচ্চমুখী পরিকল্পনা শ্রেয়। কিন্তু দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কল্যাণে নিম্নমুখী পরিকল্পনা অপরিহার্য। নিম্নমুখী পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে শুরু হয়। অপরদিকে, উচ্চমুখী পরিকল্পনা প্রশাসনের স্থানীয় ইউনিট থেকে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা সমগ্র অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে।

১০. **সুপরিবর্তনীয় বনাম দুষ্পরিবর্তনীয়:** পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতির সর্বশেষ ধাপ হলো পরিকল্পনা সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় উভয় হতে পারে। যে পরিকল্পনা সহজে পরিবর্তনযোগ্য তাকে সুপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা বলে। অপরপক্ষে, যে পরিকল্পনা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকৃতির সাহায্য নিতে হয় তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় পরিকল্পনা বলে। সুতরাং পরিকল্পনা খুব সহজে পরিবর্তনীয় বা খুব বেশি দুষ্পরিবর্তনীয় না হয়ে মাঝামাঝি হওয়াই উত্তম।

সুতরাং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উপরের স্তরগুলোর আলোকে কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে।

১০.১২ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা (লক্ষ্যমাত্রা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন, সম্পদ বণ্টন এবং অর্জন) Experiences of Development Planning in Bangladesh (Targets and Return of Growth, Distribution of Assets and Achievement)

বাংলাদেশের ইতিহাসে 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' গৃহীত হয়েছে নভেম্বর ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৩-১৯৭৮ মেয়াদি এ পরিকল্পনা। ১৯৭৮-১৯৭৯ এ দু'বছর পঞ্চবার্ষিক কোনো পরিকল্পনা ছিল না। পরবর্তীকালে ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ এই পনেরো বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। ১৯৯৭ থেকে ২০০২ এই পাঁচ বছর উন্নয়নের পথে দেশ এগিয়ে গেছে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। তারপর আবার দীর্ঘ বিরতি। ২০০৩ থেকে ২০১০ সময়ে দেশে কোনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল না। তখন ছিল উন্নয়ন সহযোগীদের চাপিয়ে দেওয়া 'দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র'। নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা খতিয়ান বর্ণনা করা হলো—

১. **প্রাক্কলিত ও প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ:** বিগত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর মেয়াদে প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ সব সময়ই প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম ছিল। অর্থাৎ যে পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার সবটা ব্যয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। নিচে তা দেখানো হলো—

(কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রাক্কলিত ব্যয়ের (%)
১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮	৪৪৫৫	২০৭৪	৪৬.৫৫
দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৮-১৯৮০	৩৮৬১	৩৩৫৯	৮৭.০
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫	১৭২০০	১৫২৯৭	৮৮.৯৪
৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০	৩৮৬০০	২৭০১১	৬৯.৯৮
৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫	৬২০০০	৫৯৮৪৮	৯৬.৫৩
৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯৭-২০০২	১৯৫৯৫২.১০	১৩৭৩৬৩.৯০	৭০.১০
৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২০১১-২০১৫	১৭৬৩৩৬৫৭	১৭১১৫৮২৯	৯৭.০৬

সুতরাং বাংলাদেশে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনারই ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

২. **প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন:** বাংলাদেশে এ যাবৎ গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধির হার কোনো ক্ষেত্রেই তা লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি। কোনো পরিকল্পনাই দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে মোটেও সন্তোষজনক নয়। নিচে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো—

পরিকল্পনা	মেয়াদ	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (%)	অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার (%)	লক্ষ্য অর্জনের হার(%)	মাথাপিছু দেশজ আয়(%)	মাথাপিছু জিএসআই (USS)*
১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮	৫.৫	৪.০	৭৩	১.৩	১১১
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮১-১৯৮৫	৫.৪	৩.৮	৭০	১:৫	১৪৫
৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮৬-১৯৯০	৫.৪	৩.৮	৭০	১.৬	২০৪
৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫	৫.০	৪.২	৮৪	২.৪	২৫৩
৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯৭-২০০২	৭.১	৫.১	৭২	৩.৫	৪৩১
৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২০১১-২০১৫	৭.৩	৬.৩	৮৬	৪.৯	১৩১৪
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	২০১৬-২০২০	৭.৪	৭.১৩	৯৬	৫.৭৩	২০৬৪

উৎস: বিবিএস বিভিন্ন বর্ষ

সুতরাং বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহীত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ হয়েছে।

৩. **সঞ্চয় ও বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন:** বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা কখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নিচের সারণিতে তা দেখানো হলো—

পরিকল্পনা	মেয়াদ	সঞ্চয়ের লক্ষ্য মাত্রা (%)	অর্জিত হার (%)	বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা (%)	অর্জিত হার (%)
১ম পঞ্চবার্ষিকং পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮	১৪.২০	৩.১০	১৯.৫৪	১১.১০
দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৮-১৯৮০	৫.৭০	৩.৮০	১৬.৩৪	১১.৩৪
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫	৭.১৬	৪.১০	১৬.৩৫	১২.৫৩
৩য় পঞ্চব্যার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০	১০.০০	৭.২০	১৭.২৫	১৩.৫৩
৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫	১৩.৩০	৮.৪১	১৭.৬৪	১৬.৬৩
৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯৭-২০০২	১৭.৫০	১৯.৬৪	২৫.২৪	২৪.৩১

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫, ২০০৮

৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়া আর কোনো ক্ষেত্রেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। বেসরকারি খাতে ব্যাপক প্রসার, রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে সঞ্চয়ের হার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তবে ১৯৯৪-১৯৯৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ ১৬.৬৩% এ বৃদ্ধি পায় এবং ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে তা ২৪% ছাড়িয়ে যায়। এ সময় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিদেশি বিনিয়োগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সামগ্রিক বিচারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

৪. **মাথাপিছু আয়:** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ১টি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। জনগণের মাথাপিছু আর্থিক আয় সামান্য বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত আয় তেমন কিছুই বাড়েনি। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ৪৭০ মার্কিন ডলার, বর্তমানে (২০২৪) ২৭৮৪ মার্কিন ডলার, যা অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম।

৫. **দারিদ্র্য বিমোচন:** উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর মেয়াদ শেষ হলেও বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছে। এখনও প্রায় ১৮.৭%-এর মতো মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। UNDP-র জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে দরিদ্রতার ভয়াবহতা কতিপয় সার্ক দেশসমূহের থেকে বেশি। সুতরাং বলা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থ হয়েছে।

৬. **খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন:** প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চাল ও ১১৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের গম আমদানি করা হয়।* ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। নিচে প্রতিটি পরিকল্পনায় মেয়াদ শেষে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন দেখানো হলো—

(প্রতি বছর লক্ষ মে. টন)

পরিকল্পনা	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ঘাটতি
১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮	১৫৪	১৩২	২২
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫	১৭৫	১৫৮	১৭
৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০	২০৭	১৮৫	২২
৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫	২৩৫	২১০	২৫
৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯৭-২০০২	২৫০	২১৬	৩৪

***উৎস:** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা—২০১০*

৭. **কর্মসংস্থান:** প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় বেকারত্ব দূর করে প্রচুর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এ খাতেও তেমন সাফল্য আসেনি। এছাড়াও কৃষি খাতে প্রচুর ছদ্মবেশী বেকার রয়েছে। সুতরাং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে বেকারত্ব কমানোর লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

---

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪

৮. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ:** প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। নিচে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বৃদ্ধির হার দেখানো হলো—

পরিকল্পনা	মেয়াদ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বৃদ্ধির হার (অর্জন)
১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮	২.৮%	২.৮৭%
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫	১.৫%	২.৪০%
৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০	১.৮%	২.২০%
৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫	১.৮১%	১.৮৮%
৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯৭-২০০২	১.২০%	১.৭৭%

উৎস: *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা– ২০০৫, ২০০৮, ২০১০*

সুতরাং বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর লক্ষ্যমাত্রা কোনো পরিকল্পনার মেয়াদেই অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

৯. **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** কর্মক্ষম মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রতিটি পরিকল্পনার মেয়াদে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রচুর অর্থ ব্যয়ও হয়। কিন্তু বাস্তবে তেমন মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটেনি। এ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কারিগরি প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে অনুপাতে শিক্ষার গুণগত মান বাড়েনি। সুতরাং মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও রপ্তানি বৃদ্ধি, বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি, অবকাঠামোর উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

উপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী এ কথা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি। তবে লক্ষ্য অর্জনের ব্যর্থতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ক্রমে বেসরকারি খাতকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে মোট ব্যয়ের ১১.২৯% ছিল বেসরকারি খাতে। অতঃপর দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে মোট ব্যয়ের যথাক্রমে ১৫.৫৪%, ৩৫.৪৭%, ৩৫.২৩%; ৪৪.০৩% ও ৫৬.১৭% বেসরকারি খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৮% লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে আশা করা যায় যে মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের মেয়াদ কত? *[ব. বো. ২০১৬]*
২. পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রথম কোনটি নির্ণয় করতে হয়? *[য. বো. ২০১৯; চ. বো. ২০১৬]*
৩. ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে সাধারণত কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়?
৪. যে পরিকল্পনা সহজে পরিবর্তন করা যায় তাকে কোন ধরনের পরিকল্পনা বলে?
৫. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোন মেয়াদকালের জন্য প্রযোজ্য ছিল? *[বরিশাল বিশ্ব. ঘ ইউনিট ২০১৫-১৬]*
৬. কত সালে বাংলাদেশে প্রথম দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল?
৭. আমাদের দেশে এ যাবৎ কয়টি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে? *[রাবি (অর্থনীতি) ২০০৮-০৯]*
৮. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল?
৯. বাংলাদেশে কোন সময়কালে কোনো পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি? *[রা. বো. ২০১৬]*
১০. ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কতভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল?

▶ উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে পাঁচটি পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করো।

পাঠ ১০ ও ১১

বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ; বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১০.১৩ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ
(Description of Success and Failure of Development Planning)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১টি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা আংশিক সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চলছে। তাছাড়া ১৯৯০-২০১০ এবং ২০১০-২০২১ সময় মেয়াদে দুটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। নিচের ছকে কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হলো—

বিভিন্ন পরিকল্পনার আয়তন, প্রকৃত ব্যয় এবং GDPতে প্রবৃদ্ধির হার (মিলিয়ন টাকা)

পরিকল্পনা	পরিকল্পনার আকার			বাস্তবায়িত প্রকৃত ব্যয়			প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়িত প্রবৃদ্ধির হার
	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	(%)	(%)
১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৪৪৫৫০	৩৯৫২০	৫০৩০	২০৭৪০	১৬৩৫০	৪৩৯০	৫.৫০	৪.০
দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮৬১০	৩২৬১০	৬০০০	৩৩৫৯০	২৪০২০	৯৫৭০	৫.৬০	৩.৫০
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৭২০০০	১১১০০০	৬১০০০	১৫২৯৭০	১০৩২৮০	৪৯৬৯০	৫.৪০	৩.৮০
৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩৮৬০০০	২৫০০০০	১৩৬০০০	২৭০১১০	১৭১২৯০	৯৮৮২০	৫.৪০	৩.৮০
৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৬২০০০০	৩৪৭০০০	২৭৩০০০	৫৯৮৪৮০	২৭৪০৮৩	৩২৪৩৯৭	৫.০	৪.১৫
৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৫৯৫২১	৮৫৮৯৩৯	১১০০৫৮২	১৩৭৩৬৩৯	৬৩৫৩৬৮	৩৭৮২৭১	৭.০	৫.২১
৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৭৬৩৩৬৫৭	৩৮৭৪৬১৬	১৩৭৫৯০৪০	১৭১১৫৮২৯ (৯৭.০৬)	৩৭৯৯৫৭৬ (৯৮.০৬)	১৩৩১৬২৫৩ (৯৬.৭৮)	৭.৩০	৬.৩৫
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩১৯০২৮০০	৭২৫২৩০০	২৪৬৫০৫০০	—	—	—	৭.৪০	৭.২০*
৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা*	৬৪৯৫৯৮০	১২৩০১২০	৫২৬৫৮৬০	—	—	—	৮.৫০	—

*উৎস: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন * ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার। *কোটি টাকায়*

ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনার (২০১১-২০১৫) মোট বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ১৩,৩২,৬৭০ কোটি টাকার মধ্যে গণ খাতে ২,৯৭,০৭০ কোটি টাকা, বেসরকারি খাতে ১০,৩৫,৬০০ কোটি টাকা।

১. **প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে শুরু হয়ে ১৯৭৮ সালের ৩০ জুন শেষ হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল জনগণের দারিদ্র্য লাঘব করা, মোট জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক ৫.৫% হারে বৃদ্ধি করা, ২.৫% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক ৩% হার হতে ২.৮% হারে নামিয়ে আনা, অভ্যন্তরীণ সম্পদের সদ্ব্যবহার ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা, দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কারণে এসব লক্ষ্যের অধিকাংশই অর্জিত হয়নি। কারণ প্রয়োজনীয় কর্মসূচির বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহিসম্পদের অপ্রতুলতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও দক্ষ জনশক্তির অভাব, প্রতিকূল আবহাওয়া, অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি, ক্রমবর্ধমান আমদানি ব্যয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সরকারি খাতে ব্যর্থতা, জাতীয় অর্থনৈতিক ঘাটতি ইত্যাদি প্রকৃত উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে।

২. **দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা:** বাংলাদেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু না করে ১৯৭৮ সালের ১ জুলাই হতে ১৯৮০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ের জন্য একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যা ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাটি ছিল মূলত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্প্রসারণ। মোট কথা, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজসমূহ সমাপ্ত করাই ছিল দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। উক্ত পরিকল্পনার অধিকাংশ লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হয় নি। কারণ বৈদেশিক সাহায্যে নির্ভরশীলতা, আমলাতান্ত্রিক প্রভাব, ভূমি সংস্কারের অনুপস্থিতি, স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিকে উপেক্ষা, ১৯৭৯ সালে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্যান্য লক্ষ্যসমূহকে ব্যাহত করে।

৩. **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:** বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০ সালের ১ জুলাই শুরু হয় এবং ১৯৮৫ সালের ৩০ জুন শেষ হয়। জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, বার্ষিক জাতীয় উৎপাদন ৫.৪% হারে বৃদ্ধি, মাথাপিছু

বার্ষিক আয় ৩.৫% হারে বৃদ্ধি, কৃষিখাতে ৫% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, শিল্পখাতে ৮.৪% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৭% হতে ১.৫% এ নামিয়ে আনা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পল্লি এলাকার উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনা শেষে দেখা যায়, প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন ৫.৪ ভাগের পরিবর্তে ৩.৮ ভাগ হারে অর্জিত হয় ও কৃষি উৎপাদন ৫ ভাগ হারের পরিবর্তে ৩.৫ ভাগ হারে অর্জিত হয়। আবার শিল্প উৎপাদন ৮.৪ ভাগ হারের পরিবর্তে ৪.৮ ভাগ হারে নেমে আসে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ২.৪ ভাগে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত থাকে।

৪. **তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:** বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই হতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় এবং ১৯৯০ সালের ৩০ জুন শেষ হয়। এই পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৪ ভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ৪৫.৫২ ভাগ, বৈদেশিক সম্পদ নির্ভরতা ৫৪.৪৮ ভাগ। কিন্তু অর্জিত হয়েছে প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ১০ ভাগ এবং বৈদেশিক সম্পদ নির্ভরতা ৯০ ভাগ। ফলে পরিকল্পনায় গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

৫. **চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:** বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের ১ জুলাই হতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় এবং ১৯৯৫ সালে ৩০ জুন শেষ হয়। দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি অবস্থার প্রেক্ষিতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। তবে পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ওপর। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ বাস্তবায়নের শুরুর পর থেকে প্রথম দিকে দেশে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধাবস্থা, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ, দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাসমূহের উপর দিয়ে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার কারণে উন্নয়ন কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের অতীতের চারটি পরিকল্পনার মতো চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।

৬. **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:** বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়ে ২০০২ সালের জুন মাসে শেষ হয়। এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের ৫৬% বেসরকারি খাতে এবং ৪৪% সরকারি খাতে বরাদ্দ করা হয়। সুতরাং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ অধিক, যা বাংলাদেশের পূর্ববর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের ব্যতিক্রম। তবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন এবং বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যাত্রা শুরু করে। সকল কর্মকাণ্ড শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ ও কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হয়। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জিত হয়নি। ফলে বিনিয়োগ ও লেনদেন ভারসাম্য হ্রাস পায় এবং অপচয় ও দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। ফলে অন্যান্য পরিকল্পনার মতো পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি।

৭. **ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:** ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১০-১৫) জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭.৩% উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু সেটি অর্জিত হয়েছে ৬.৩%। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি, মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহারসহ (৭১%) বেশ কিছু সূচকের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। এ পরিকল্পনায় দেশে নতুন করে ১ কোটি ৪ লাখ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এ সময়ে কর্মসংস্থান হয়েছিল ৬২ লাখ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের হার ২২.৫% নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু অর্জিত হয়েছে ২৪%। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মূল্যস্ফীতির হার ৬% মধ্যে রাখার লক্ষ্য ছিল। বছর শেষে ৬% মধ্যেই ছিল। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ৪.৩% উন্নীত করার কথা থাকলেও সেটি ঠেকেছে ৩.৩৩%।

৮. **সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:** সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জন্য (২০১৬-২০) ব্যয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৩১,৯০,২৮০ কোটি টাকা। এ সময়ে আমরা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। এলডিসি শ্রেণি থেকে বের হওয়ার শর্ত পূরণ করেছি। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তেজি হয়েছে। দারিদ্র্য হার ১৮.৬% এবং চরম দারিদ্র্য হার ৮.৯%এ হ্রাস, কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে না হলে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। এ পরিকল্পনার অন্যতম দুর্বল দিক ছিল অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। আবার ২০২০ সালের মধ্যে পদ্মা সেতু এবং ঢাকা এলিভেটেড সেতুর কাজ সম্পূর্ণ করা। প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং শেষ দিকে করোনার প্রকোপের প্রভাবে ব্যয়ের লক্ষ্য পূরণ হয়নি। পাঁচ বছরে দেশে-বিদেশে নতুন ১ কোটি ২৯ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৭৪ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। দারিদ্র্য কমলেও আয় বৈষম্য কমেনি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের তুলনীয় উন্নয়ন হয়নি।

সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। কোনো পরিকল্পনাই তার লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে পারেনি। তারপরেও বাংলাদেশে অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহেরই সুফল।

১০.১৪ বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives and Targets of Different Economic Planning)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ: বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কতিপয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রণীত হয়, যা উল্লেখ করা হলো: ১. দারিদ্র্য দূরীকরণ, ২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৩. অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, ৪. বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, ৫. বেকারত্ব হ্রাস, ৬. উৎপাদন বৃদ্ধি, ৭. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ৮. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ৯. সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ১০. জনসংখ্যা রোধ, ১১. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ: ১. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ২. কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, ৩. জাতীয় উৎপাদন, ৪. মাথাপিছু আয়, ৫. কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হার, ৬. নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জনসম্পদের উন্নয়ন, ৭. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, ৮. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ৯. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, ১০. গৃহনির্মাণ, ১১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ: বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক বেকারত্ব, দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা, অশিক্ষা প্রভৃতি সমস্যা নির্মূলের লক্ষ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ: ১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, ২. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ৩. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ৪. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ৫. মৌলিক চাহিদা পূরণ, ৬. অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ৭. স্বনির্ভরতা অর্জন, ৮. পানি সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন, ৯. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ১০. শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, ১১. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ: নিচে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো: ১. দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি, ২. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, ৪. দেশজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, ৫. গ্রামীণ উন্নয়ন, ৬. দারিদ্র্য বিমোচন, ৭. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ৮. সর্বজনীন শিক্ষা, ৯. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ১০. শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, ১১. আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি, ১২. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ১৩. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ: ১. দারিদ্র্য বিমোচন; ২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি; ৩. বার্ষিক প্রবৃদ্ধি; ৪. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন; ৫. উৎপাদন বৃদ্ধি; ৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; ৭. মানবসম্পদের উন্নয়ন; ৮. বিনিয়োগ; ৯. রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ; ১০. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা; ১১. গবেষণা ও উন্নয়ন; ১২. গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; ১৩. করের হার বৃদ্ধি; ১৪. বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ: ১. উৎপাদন, আয় সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হার হ্রাস, ২. মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা), ৩. নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবহার নিশ্চিত করা, ৪. শক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ৫. লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, ৬. পরিবেশ সংরক্ষণ, ৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ: ১. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, ২. পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন, ৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ, ৪. জনসংখ্যা হ্রাস, ৫. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পর্যাপ্ত সরবরাহ, ৬. খাদ্য নিরাপত্তা, ৭. টেকসই মানব উন্নয়ন, ৮. অবকাঠামো সুবিধা সম্প্রসারণ, ৯. আস্থাশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন, ১০. বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা, ১১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ: ১. জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮.১৫%, ২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৩. প্রবাসী কর্মী বৃদ্ধি, ৪. মূল্যস্ফীতি হ্রাস, ৫. দারিদ্র্য হ্রাস, ৬. অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর, ৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ, ৮. জিডিপি-এর ৩৭.৪০% বিনিয়োগ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্বাধীনতা পরবর্তী কয়টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে? *[ঢা. বো. ২০১৯; সি. বো. ২০১৯; দি. বো. ২০১৭]*
২. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন সালে গৃহীত হয়? *[বরিশাল বিশ্ব. ঘ ইউনিট ২০১৩-১৪]*
৩. বাংলাদেশে মোট কতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে? *[৪৫তম বিসিএস]*
৪. বাংলাদেশের ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল? *[ঢা. বি. ঘ ইউনিট ১৯৯৭-৯৮]*

▶ উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১২

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পটভূমি; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা ও কৌশলপত্র; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাধান্য; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাধান্য ও খাতসমূহ; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক অর্থায়ন কৌশল এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

১০.১৫ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পটভূমি (Background of Sixth Five Year Plan)

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল প্রণয়নকালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি), দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) সহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকেও যথাযথভাবে বিবেচনা নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০.১৬ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিকনির্দেশনা ও কৌশলপত্র (Direction and Strategy of SFYP)

১. প্রথম ভাগে, 'রূপকল্প ২০২১' এর আলোকে ২০১৫ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭.৩০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের প্রাক্কলন অর্জনের কৌশলসমূহ এবং সম্ভাব্য অর্থায়ন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে;

২. দ্বিতীয় ভাগে, খাতভিত্তিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, চ্যালেঞ্জ, অগ্রাধিকার, টার্গেট, নীতিকৌশল বর্ণনাসহ প্রতিটি খাতে সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে;

৩. তৃতীয় ভাগে, প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয়ে ব্যবহৃত ইকোনমেট্রিক মডেলসমূহের বর্ণনা ও ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তসমূহ উল্লেখ রয়েছে।

১০.১৭ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাধান্য (Priorities of SFYP)

১. দারিদ্র্য নিরসন ও বৈষম্য কমানো; ২. মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা; ৩. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা; ৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট উত্তরণ; ৫. মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; ৬. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নগরায়ণ; ৭. সামাজিক নিরাপত্তা; ৮. নারী-পুরুষ সমতা; ৯. ভূমি ব্যবস্থাপনা; ১০. সুশাসন অর্জন।

১০.১৮ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাধান্য ও খাতসমূহ (Sectoral Priorities of SFYP)

পরিকল্পনা দলিলে ব্যক্তিখাতে গুরুত্বারোপ করে কিছু কিছু খাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা দলিলের দ্বিতীয় খণ্ডে খাতভিত্তিক অধ্যায় হিসেবে বিবৃত করা হয়েছে। প্রধান খাতগুলো নিম্নরূপ:

১. কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লি অবকাঠামো; ২. রপ্তানি ও শিল্পায়ন; ৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি; ৪. যোগাযোগ ব্যবস্থা; ৫. পরিকল্পিত নগরায়ণ (দারিদ্র্য নিরসন ও জেলা-উপজেলা পর্যন্ত অবকাঠামো মাস্টারপ্ল্যান); ৬. জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির বিকাশ; ৭. শিক্ষা (কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও প্রচলিত) এবং প্রশিক্ষণ; ৮. জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি; ৯. আঞ্চলিক দারিদ্র্য ও আয়-বৈষম্য দূরীকরণ; ১০. পরিবেশ সংরক্ষণ।

১০.১৯ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্বিক অর্থায়ন কৌশল (Overall Financial Strategies of SFYP)

(২০১০-১১ অর্থবছরের অর্থমূল্যে) (বিলিয়ন টাকা)

অর্থায়ন কৌশল	সর্বমোট	অংশ (%)	গণখাত	অংশ (%)	ব্যক্তিখাত	অংশ (%)
পরিকল্পনার আকার (বিনিয়োগ)	১৩,৪৬৯.৪	১০০	৩,০৭৫.৮	১০০	১০,৩৯৩.৬	১০০
অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১২,২১৫.৩	৯০.৭	২,২৩৯.৬	৭২.৮	৯,৯৭৫.৭	৯৬.০
বৈদেশিক সম্পদ (নিট)	১,২৫৪.১	৯.৩	৮৩৬.২	২৭.২	৪১৭.৯	৪.০

১. ষষ্ঠ পরিকল্পনার আওতায় মোট বিনিয়োগ হবে ১৩.৪৭ ট্রিলিয়ন টাকা (২০১০-১১ অর্থবছরের অর্থমূল্যে), তন্মধ্যে গণখাতে বিনিয়োগ হবে ৩.১ ট্রিলিয়ন টাকা (মোট বিনিয়োগের ২২.৮ শতাংশ)।
২. মোট বিনিয়োগের প্রায় ৭৭.২ শতাংশ ব্যক্তিখাত থেকে আসবে, যার অধিকাংশই অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিখাত।
৩. পরিকল্পনায় সর্বমোট বিনিয়োগের ৯.৩ শতাংশ বৈদেশিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে, তন্মধ্যে ৪.০ শতাংশ ব্যক্তিখাতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে আসবে।
৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (মোট বিনিয়োগের ৯০.৭ শতাংশ)।
৫. পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) সরকারি বিনিয়োগ হবে মোট ০.৪৯ ট্রিলিয়ন টাকা, যা প্রতিবছর গড়ে জিডিপির ০.৯৩ শতাংশ।
৬. পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হবে ১৬.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পরিকল্পনা মেয়াদে গড় রিজার্ভ থাকবে ১৩.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
৭. বাংলাদেশের কর ও জিডিপির অনুপাত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ অপেক্ষা কম এবং বিগত কয়েক দশকে জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর সংগ্রহ বাড়েনি।
৮. ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ২০১৫ সাল নাগাদ রাজস্ব ও জিডিপির অনুপাত বর্তমানের ১০.৯% থেকে ১৪.৬% এ উন্নীত করার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অধিকাংশ রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে।
৯. রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য শুল্কের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ, এ দুটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্য রাজস্ব আইন সংস্কার এবং কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা হবে।
১০. সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ওপর জোর দেওয়া হবে।
১১. পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৯ শতাংশ হারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি হবে।
১২. ষষ্ঠ পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা রাখা হবে।
১৩. পূর্বে মূলত সরকারি ব্যয় পরিবীক্ষণ করা হতো এবং অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জন ছিল পরিবীক্ষণের মানদণ্ড। বর্তমান পরিকল্পনায় ফলাফলভিত্তিক অর্জন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

১০.২০ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of Sixth Five Year Plan)

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে দারিদ্র্য বিমোচন করা।
২. সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সাথে স্থায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন।
৩. অর্থনীতির ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সেবাখাতে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
৪. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আয় বৈষম্য দূরীকরণ।
৫. ন্যায়বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস।
৬. আইসিটিএর মাধ্যমে দেশে ডিজিটালাইজেশন করা।
৭. মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মূলধন উৎপাদন অনুপাত (ICOR) বৃদ্ধি করা।
৮. এম.এম.ই-এর মাধ্যমে এবং ফার্মের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন।
৯. কৃষিখাতের বহুমুখীকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ।
১০. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
১১. জন্মহার হ্রাসকরণ।
১২. প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল? *[য. বো. ২০১৬]*
২. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) কয়টি? *[GST গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা খ ইউনিট ২০২২-২৩]*
৩. এমডিজি এর পূর্ণরূপ কী?
৪. বাংলাদেশে কর সংগ্রহের জন্য কোন সরকারি সংস্থাটি দায়িত্ব প্রাপ্ত? *[জগন্নাথ বিশ্ব. গ ইউনিট ২০১২-১৩]*
৫. পিপিপি কী?

▶ উত্তরের জন্য দেখো ৪৫৩ পৃষ্ঠা।

খ. একক কাজ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দুটি সফলতার দিক উল্লেখ করো।

পাঠ ১৩

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র: প্রধান নির্দেশকসমূহ; ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাত ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল

১০.২১ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা (Targets of Sixth Five Year Plan)

লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান অবস্থা ২০০৫-২০১০	SFYP ২০১৫	ভিশন ২০২১
ক. উৎপাদন; আয় বর্ধন এবং দারিদ্র্য			
১. প্রকৃত বার্ষিক আয় বৃদ্ধি (%)	৬.১	৮	১০
২. দারিদ্র্য হার (%)	৩১.৫	২২	১৩.৫
৩. শিল্পখাতে নিয়োগ	১৭	২৫	৩০
৪. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উৎপাদনশীলতার অবদান (%)	৮	১০	২০
৫. বিদেশে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ (%)	৩৫	৫০	২০
খ. মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা)			
৬. প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তি (%)	৯১	১০০	-
৭. দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির হার (%)	-	৬০	১০০
৮. পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত কোটেসন (%)	৫৫	১০০	-
৯. মোট জন্মহার হ্রাস	২.৭	২.২	১.৮
১০. জন্মনিয়ন্ত্রণ হার বৃদ্ধি (%)	৬০	৭২	৮০
১১. ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু (প্রতি ১০০০)	৬২	৫০	-
১২. টিকা, হাম (১২ মাসের নিচে শিশু (%))	৮৭	১০০	-
১৩. মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি লক্ষে জন্মে)	১৯৪	১৪৩	১০০
১৪. দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা জন্মদান (% of Total)	২৪	৫০	-
গ. পানি ও স্যানিটেশন			
১৫. শহরে শতভাগ লোকের জন্য নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা	৯৯.৯%	১০০%	১০০%
১৬. গ্রামের লোকের জন্য নিরাপদ খাবার পানি	৭৯%	৯৬.৫%	১০০%
১৭. শহরের লোকের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৮৮%	১০০%	১০০%
১৮. গ্রামের লোকের স্বাস্থসম্মত পায়খানা	৮৫%	৯০%	১০০%
ঘ. জ্বালানি অবকাঠামো			
১৯. বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)	৫৮০৩	১৪৪৫৭	২০,০০০
২০. বিদ্যুতায়নের হার	৪৭%	৬৮%	১০০%
ঙ. জেন্ডার (লিঙ্গ) সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন			
২১. উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রীর অনুপাত %	৩২ ঃ ৬৮	৪০ ঃ ৬০	-
২২. ২০ থেকে ২৪ বছর বয়স কাঠামোতে শিক্ষিত নারী-পুরুষের অনুপাত	৮৫ ঃ ১০০	১০০ ঃ ১০০	১০০ ঃ ১০০
২৩. বিদেশে নারী কর্মসংস্থান %	৫%	১০%	২০%
চ. পরিবেশের ভারসাম্য			
২৪. উৎপাদনশীল বনভূমির আওতা (%)	১৩%	১৫%	২০%
ছ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি			
২৫. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় GDP-এর শতাংশে	০.৬%	১%	১.৪%
২৬. উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত ICT শিক্ষা	০	উচ্চ মাধ্যমিক	৫ম শ্রেণি
২৭. ইউনিয়ন পর্যায়ে শতভাগ ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলি সেন্টার স্থাপন	০%	১০০%	১০০%
২৮. টেলিফোন সংযোগ	০%	৭০%	১০০%
২৯. ব্রডব্যান্ড কাভারেজ	০%	৩০%	৪০%

সূত্র: Planning Commission (2018)

১০.২২ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র: প্রধান নির্দেশকসমূহ

(Macro-Economic Data of Bangladesh: SFYP in Main Indicators)

	অর্থবছর				
সামষ্টিক অর্থনীতির মানদণ্ড	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
জিডিপির প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৭	৭.০	৭.২	৭.৬	৮.০
মূল্যস্ফীতি (%)	৮.০	৭.৫	৭.০	৬.৫	৬.০
স্থূল দেশজ বিনিয়োগ (জিডিপির %)	২৪.৭	২৬.৮	২৯.৬	৩১.০	৩২.৫
ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ (জিডিপির %)	১৯.৫	২২.২	২২.৭	২৩.৮	২৫.০
অবকাঠামোতে বিনিয়োগ (জিডিপির %)	২.০	৩.৫	৪.৫	৫.০	৬.০
সরকারি খাতে বিনিয়োগ (জিডিপির %)	৫.৩	৬.৬	৬.৯	৭.২	৭.৫
জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপির % অংশ)	২৮.৪	২৬.৭	২৯.৪	৩০.৭	৩২.১

১. বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮% অর্জন করা এবং মূল্যস্ফীতি ৬% এ নামিয়ে আনা।

২. প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান পাথেয় হবে বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং একই সাথে আর্থিক ও মুদ্রাখাতের সঠিক ব্যবস্থাপনা।

৩. এ পরিকল্পনার উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর কৌশলে পরিবর্তন এনে ম্যানুফ্যাকচারিং ও কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির ওপর ব্যাপক জোর দেওয়া হবে।

৪. শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ মূলত অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা (বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ) দূরীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত করা।

৫. শ্রমঘন, রপ্তানিমুখী শিল্পখাত এবং সংগঠিত সেবা খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধিসহ অর্থনীতিতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬. ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে অসততা দূর করার জন্য ভূমি রেকর্ডসমূহ কম্পিউটারাইজড করা হবে এবং জমির নামজারি (মিউটেশন) পদ্ধতি যন্ত্রায়িত করা হবে।

৭. সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পখাতে ব্যবহারের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হবে যেন কৃষিজমির ওপর চাপ না বাড়ে।

৮. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কৃষির বহুমুখীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৯. শস্য বহুমুখীকরণে জোর দেওয়া হবে। এছাড়াও রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য কৃষি পণ্যভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর জোর দেওয়া হবে। যেমন— পোল্ট্রি, অর্গানিক সবজি, মাছ, মাংস, পনির, ফল সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হবে।

১০.২৩ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার খাত ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা

(Sectoral Priorities and Target of SFYP)

ষষ্ঠ পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ ও সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে সাতটি প্রধান ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত। যেমন—

১. **আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস**
   - ক. প্রতিবছর ৭.৩% হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, মেয়াদান্তে তা ৮% অর্জন
   - খ. দারিদ্র্য হার ৩১.৫% থেকে ২২% এ কমিয়ে আনা
   - গ. শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির হার ১৭% থেকে ২৫% এ উন্নীতকরণ
   - ঘ. বিদেশে দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান ৩৫% থেকে ৫০% উন্নীত করা।
   - ঙ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উৎপাদনশীলতার অবদান ৮% থেকে ১০% এ উন্নীত করা।

২. মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি)

ক. প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ

খ. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৫৫% থেকে ১০০% এ উন্নীতকরণ

গ. দ্বাদশ শ্রেণিতে সমাপ্তির হার ৬০% এ উন্নীতকরণ

ঘ. শিশু মৃত্যুর হার (১০০০ জীবিত জন্মে) ৫২ থেকে ৩১ জনে নামিয়ে আনা

ঙ. অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়েসী শিশু মৃত্যুর হার (১০০০ জীবিত জন্মে) ৬৫ থেকে ৫০ জনে নামিয়ে আনা

চ. মাতৃমৃত্যুর হার (লাখ জীবিত জন্মে) ১৯৪ থেকে ১৪৩ জনে নামিয়ে আনা

ছ. মোট প্রজনন হার ২.২ এ হ্রাসকরণ

জ. জন্মনিরোধ ব্যবহারের হার ৭২% এ উন্নীত করা।

ঝ. অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা ৪৩% হতে ২৫% এ হ্রাস করা।

ঞ. দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর তত্ত্বাবধানে সন্তান প্রসবের হার ২৪ থেকে ৫০ এ উন্নীত করা।

৩. নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

ক. শহরাঞ্চলের শতভাগ, গ্রামীণ ৯৬.৫% জনগোষ্ঠীর নিকট বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা

খ. শহরাঞ্চলের শতভাগ এবং গ্রামীণ ৯০% জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা করা

জেনে রাখো

দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ বিশেষ সংস্থা ও কর্মসূচি—

- দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)
- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি
- স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
- নগর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি
- দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বগুড়া)
- সমাজ সেবা কার্যক্রম

৪. জ্বালানি ও অবকাঠামো

ক. ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৫,৪৫৭ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ (১১,৪৫৭ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন)

খ. বিদ্যুতায়নের বিস্তৃতি ৬৮% এ উন্নীতকরণ

৫. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

ক. উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রী ও ছাত্রের অনুপাত ৩২ : ৬৮ থেকে ৪০ : ৬০ এ উন্নীতকরণ

খ. ২০-২৪ বছর বয়সী নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হার ৮৫% থেকে ১০০% এ উন্নীতকরণ

৬. পরিবেশের ভারসাম্য

ক. উৎপাদনশীল বনভূমির শতকরা হার ১৫ শতাংশে উন্নীতকরণ (বর্তমানে ১৩ শতাংশ)

খ. শহরাঞ্চলের বর্জ্য-পানি পরিশোধনপূর্বক নদীর পানি গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধতায় নিয়ে আসা

গ. জ্বালানি দক্ষতা ১০% বৃদ্ধি করা

৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

ক. গবেষণা উন্নয়ন খাতে সরকারি ব্যয় জিডিপির বর্তমানের ০.৬% থেকে ১% এ উন্নীতকরণ।

খ. মাধ্যমিক পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

গ. ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের হার ৩০% এ উন্নীতকরণ।

ঘ. টেলি ঘনত্বের হার ৭০% এ উন্নীতকরণ।

ঙ. দেশের সকল ইউনিয়নে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিসেন্টার/কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন।

চ. সকল পোস্ট অফিসগুলোকে কল সেন্টার/তথ্য কেন্দ্র হিসেবে এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা বিতরণে ব্যবহার করা।

ছ. ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজড করা এবং ডিজিটালাইজেশনের সূচনা করা।

৮. **খাদ্য নিরাপত্তা:** খাদ নিরাপত্তা অর্জনে করণীয় ১. কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ২. শস্যবহুমুখীকরণ ৩. কৃষি শ্রমিকের আয় ও ভোগ বৃদ্ধি।

১০.২৪ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল (Development Strategies of the Sixth Five Year Plan)

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হয়:

১. কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ এবং কৃষি শ্রমিকদের আয় ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২. দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শক্তি, জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতে উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৩. ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবাখাতে ১০.৪ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা করা হয়। GDP তে এ সময়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২০%-এ উন্নীত করা এবং কর্মসংস্থান ১৫% বৃদ্ধির লক্ষ্য নেয়া হয়েছে।

৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার বিভিন্ন কৌশল বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৫. রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে WTO এর আওতায় বৈদেশিক বাণিজ্যের বাধাসমূহ অপসারণ, প্রতিবেশী, আঞ্চলিক দেশ ও জোটের সাথে সম্পর্ক জোরদারের মাধ্যমে আঞ্চলিক সম্পর্ক উন্নয়ন, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬. মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান প্রভৃতির মাধ্যমে রেমিটেন্স বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

৭. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ প্রভৃতির অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন জোরদার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৮. ভূমি প্রশাসনের আধুনিকায়ন, ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সুষ্ঠু নগরায়ণ কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৯. সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকে অগ্রাধিকার, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসকে উন্নত করার কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

১০. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধি, নারীদের বিপক্ষে যায় সব ধরনের বৈষম্য বিলোপের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

১১. সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় সমতার ভিত্তিতে সবার জন্য সুযোগ নিশ্চিত করা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইনের শাসন কার্যকর করা, ই-গভর্নেন্স চালু প্রভৃতির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১২. উন্নততর প্রযুক্তি গ্রহণের লক্ষ্যে, উৎপাদনের উপাদানের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য ২০১৫ সালের GDP-এর এক ভাগ গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

১৩. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) কর্মসূচির প্রতি এ পরিকল্পনায় জোর প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শক্তি ও জ্বালানি খাত, সড়ক ও জনপথ, রেল, সমুদ্রবন্দর উন্নয়ন, আবাসন ও পর্যটন, টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল কত? */জাহাঙ্গীর. বিশ্ব. বি ইউনিট ২০১২-১৩/*

২. 'রূপকল্প ২০২১'-এ শিল্প খাতে কর্মসংস্থান কত ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে?

৩. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল্যস্ফীতি কত এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল?

৪. ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কত হবে?

৫. 'রূপকল্প-২০২১'– এ বিদ্যুতায়নের হার কততে উন্নীতের লক্ষ্য রয়েছে?

► উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১৪ বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা

১০.২৫ বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন পরিকল্পনার ভূমিকা (Role of Development Planning in Poverty Alleviation in Bangladesh)

বাংলাদেশে জনগণের মাথাপিছু আয় কম এবং অসম। তাই জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনার জন্য গৃহীত কর্মসূচিকে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বলে।

বাংলাদেশের প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা নিচে বর্ণিত হলো–

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: (১৯৭৩-১৯৭৮)

১. **দারিদ্র্যমুক্ত:** স্বাধীনতার পর পর যেকোনো দেশে দারিদ্র্য দেখা দেয়। দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ তৈরি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য।

২. **বেকারত্ব হ্রাস:** ১৯৭৩ সালে এদেশের প্রথম ৪১ লক্ষ লোক বেকার জীবনযাপন করছিল। তাদেরকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা ছিল এ পরিকল্পনার একটি বিশেষ লক্ষ্য।

৩. **দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার:** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের সংখ্যা কমানোর কথা বলা হলেও পরিকল্পনা শেষে দেখা যায় দারিদ্র্যের সংখ্যা এবং ধনী ও গরিবের মধ্যে আয়ের অসমতা আরও বেড়েছে।

দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-১৯৮০)

১. দারিদ্র্য রোধ ও আয় বণ্টন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য রোধ, আয় বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

২. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার আর একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ২৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)

১. **কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি:** এ পরিকল্পনায় জনগণের জীবনধারণের উপযুক্ত সম্পদ এবং শ্রমের যোগানের সাথে সজাতি রক্ষা করে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-১৯৯০)

১. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরিকল্পনার মেয়াদকালে অতিরিক্ত ৫১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

২. **মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন:** পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনসহ অন্যান্য খাতে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিকল্পনাকালে ১০% জনগণকে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির চিত্র খুবই হতাশাব্যঞ্জক। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বছরভিত্তিক অর্জিত হার ছিল ১৯৮৫-৮৬ তে ১.৫%, ১৯৮৬-৮৭ তে ১.৬%, ১৯৮৭-৮৮ তে ০.৬%, ১৯৮৮-৮৯ তে (–) ০.১%, ১৯৮৯-৯০ তে ৩.৪%।

৩. **কর্মসংস্থান:** ৫.১ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকৃত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয় ৩.৯৩ মিলিয়ন।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: (১৯৯০-১৯৯৫)

১. **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** সঠিক শিক্ষা, পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম উপায়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের নীতি অবলম্বন অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত।

২. **দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান:** এ পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দারিদ্র্য বিমোচন ও বর্ধিত পরিমাণে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: (১৯৯৭-২০০২)

১. **দারিদ্র্য বিমোচন:** জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** শ্রম প্রগাঢ় ও মূলধন প্রগাঢ় প্রযুক্তির মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সমন্বয়ের ভিত্তিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৩. **দারিদ্র্য বিমোচন করা:** পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেগুলো হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: (২০১১-২০১৫)

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দারিদ্র্য নিরসনে নিম্নে বর্ণিত ভূমিকা পালন করেছে:

১. দরিদ্র অঞ্চলে উপার্জনক্ষম কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে চরম দারিদ্র্য হ্রাস করেছে ১৭.৬% থেকে ১২.৯% এবং দারিদ্র্যসীমা ৩১.৫% থেকে ২৪.৩% এ হ্রাস পেয়েছে।
২. কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান উৎপাদন ৩৩.৫৪ মিলিয়ন টন থেকে ৩৪.৫৯ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি হয়েছে।
৩. ম্যানুফ্যাকচারিং এ ১২.৪% কর্মসংস্থান (২০১০) থেকে ১৫.৪% (২০১৫) সৃষ্টি করেছে।
৪. খাস জমি বিতরণ, সার, বীজ, সেচ, কৃষি (প্রণোদনার মাধ্যমে) বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি এবং গ্রামীণ সড়ক মেরামত কাজ সৃষ্টি (কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি) সহায়ক বিষয়সমূহে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করেছে।
৫. দরিদ্রদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভাতা যেমন— বিধবা ভাতা অধিক হারে প্রদান এবং আশ্রয়ণ প্রকল্পে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

তাই, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থাপত্র দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমান বাড়ানো ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার মূলধন গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেকার ও খাদ্য সমস্যার সমাধান, আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন করে সুষম উন্নয়ন, লেনদেনের ভারসাম্য কমিয়ে এনে ও বৈদেশিক সাহায্যে নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। বিগত ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য হ্রাস করা। যা অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের অবস্থা:

১. ১৯৭২-৭৩ সালে মাথাপিছু গড় আয় ছিল খুব কম এবং জনগণের ৮৩% দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল।
২. বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানা যায় যে, ১৯৯০-২০০০ সময়ে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে মাত্র ২৩ লক্ষ।[১]
৩. বিগত ১ম থেকে ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮; ১৯৮০-৮৫; ১৯৮৫-১৯৯০; ১৯৯০-৯৫; ১৯৯৭-২০০২) মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন। এই দারিদ্র্য বিমোচন অধিক হ্রাস পেয়েছে নগর এলাকায়। কিন্তু পল্লি এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের মাত্রা বা হার কম।[২]
৪. ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে (উচ্চ দারিদ্র্য রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্র্যের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশের নিচে নেমে আসে। অপরদিকে ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে আয় দারিদ্র্যের হার ৪০.০ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।
৫. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার আরও কমেছে। অর্থাৎ দারিদ্র্যের হার হয়েছে ২০.৫ যা ২০১৮ সালে ছিল ২১.৮।[৩]

বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমা ও অতি দারিদ্র্য সীমার গতিধারা

	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২*
দারিদ্র্যসীমা (%)	৪৮.৯	৪০	৩১.৫	২৪.৩	২১.৮	২০.৫	১৮.৬	২০	১৮.৭
অতি দারিদ্র্যসীমা (%)	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১২.৯	১০.৪	১০.৫	৮.৯	১০	৫.৬

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন খানা ও ব্যয় জরিপ

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৭২-৭৩ সময়ে এদেশের কত শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল?
২. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্য কী ছিল?
৩. বিগত ১ম থেকে ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো মূল লক্ষ্য কী ছিল?
৪. ১৯৭৩ সনের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য কী ছিল?

► উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের গৃহীত কর্মসূচিসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[১] বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন ২০১০

[২] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩, পৃষ্ঠা-২৪১,২৪২, অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০, পৃ. ১৮৯।

[৩] পরিকল্পনা কমিশনের SFYP-Final ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

* বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪, পৃ. ১৯০।

পাঠ ১৫ ও ১৬

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলি; পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলি সমাধানের উপায়

১০.২৬ বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলি (Problems of Formulation and Implementation of Planning in Bangladesh)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো–

১. **মূলধন অভাব:** পর্যাপ্ত মূলধন ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নশীল বাংলাদেশে মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যাহত হচ্ছে।

২. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** পরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৩. **দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে অত্যন্ত দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরূপ বর্ধিত জনগণের খাদ্য বস্ত্রের সংস্থানের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে দেশে মূলধন গঠনের হার ব্যাহত হচ্ছে এবং সবসময় পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে না।

৪. **অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা অভাব:** যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো উন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো। কিন্তু বাংলাদেশে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, বিদ্যুৎ ও শক্তির নিয়মিত ও পর্যাপ্ত যোগানের অভাব, উন্নত ব্যাংক ও অর্থ যোগান প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রভৃতি অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৫. **দক্ষ মানবসম্পদের অভাব:** বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। কিন্তু আমাদের দেশের শ্রমিকরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও নিয়তিনির্ভর। তাই তারা অদক্ষ। এ অবস্থায় পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিদেশ থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক আমদানি করতে হয়। সুতরাং দক্ষ মানবসম্পদের অভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রার অভাব:** বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতা অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিরাট অন্তরায়। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৭. **বিশেষজ্ঞের অভাব:** সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দক্ষ বিশেষজ্ঞের দরকার হয়। বাংলাদেশে দক্ষ বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই সুষ্ঠু ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না।

৮. **আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি:** পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের সব স্তরে স্বচ্ছতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও নানারকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কিছুটা হলেও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৯. **বাস্তবধর্মী পরিকল্পনার অভাব:** বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের অভাবে পরিকল্পনার কাল্পনিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। ফলে মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবধানের সৃষ্টি হয় এবং পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায় না।

১০. **প্রশাসনিক দুর্বলতা :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রশাসনিক দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগে সৎ ও দক্ষ লোকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাছাড়া এ বিভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী দুর্নীতিপরায়ণ। ফলে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয় না।

১১. **বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের অভাব:** বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এখনো বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি। হরতাল, ধর্মঘট, শ্রমিক অসন্তোষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে দেশি-বিদেশি উভয় প্রকার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও হতাশা বিরাজ করছে। ফলে বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

১২. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা, খরা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। ফলে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। আর এসব কারণে পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

১০.২৭ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলি সমাধানের উপায়
(Solution of Problems in the Formulation and Implementation of Planning)

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথে যেসব সমস্যাবলি পরিলক্ষিত হয় তা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত উপায়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে—

১. **সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্পষ্টতা থাকা জরুরি। সুতরাং পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সঠিকভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. **দক্ষ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ:** সুষ্ঠু ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ যাচাই করে নিয়োগ করতে হবে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের দ্বারা সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে এর বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়।

৩. **মূলধন গঠন:** মূলধন সংগ্রহের বিষয়টির প্রতি নজর রেখে পরিকল্পনার আয়তন নির্ধারণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বৈদেশিক সম্পদের সঠিক প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে তার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

৪. **জরুরি খাতে বিনিয়োগ;** দেশের সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় বিলাসবহুল খাতসমূহ সঙ্কুচিত করে জরুরি খাতসমূহে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এতে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল প্রত্যক্ষ করা যাবে।

৫. **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ:** বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমস্যাবহুল হয়ে পড়ে। তাই শক্তিশালী আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতি গ্রহণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হবে।

৬. **নির্ভুল পরিসংখ্যান তথ্যাদি:** অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্ভুল ও প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান তথ্যাদির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই উপযুক্ত ও দক্ষ লোকের মাধ্যমে নির্ভুল ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এতে গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

৭. **প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়ন:** দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামোর কারণেই বাংলাদেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। তাই প্রশাসনকে শক্তিশালী, দক্ষ ও সৎ করে তুলে প্রশাসনিক কাঠামো যথোপযুক্ত করতে হবে। এতে দেশে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

৮. **দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি:** বাংলাদেশে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তির অভাব পরিকল্পনা প্রণয়নের পথে একটি বিরাট বাধা। এ সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. **যথাযথ ব্যয়:** অতিরিক্ত লোক নিয়োগ, তত্ত্বাবধানের ত্রুটি, অসম চুক্তি, বাস্তবায়নের সময়ের দীর্ঘতা, কলা-কুশলীর অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে যাতে প্রকল্প ব্যয়, নির্ধারিত ব্যয় ছাড়িয়ে না যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এমনটি হলেই কেবল পরিকল্পনার সাফল্য সম্ভব।

১০. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ:** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করতে হবে।

১১. **সঠিক উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ:** উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সঠিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করতে হবে। এতে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সৃষ্ট জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

১২. **বেসরকারিকরণ:** অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় তা দূর করার অন্যতম উপায় হলো বেসরকারিকরণ। কেননা বেসরকারিকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। আর যতবেশি মুনাফা অর্জন সম্ভব ততবেশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাও প্রণয়ন সম্ভব।

১৩. **কারিগরি জ্ঞানের প্রসার:** বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর এবং তাদের মধ্যে কারিগরি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জনগণের মধ্যে কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে।

১৪. **জনগণের সম্পৃক্ততা:** অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো জনগণের সহযোগিতা। কাজেই যেকোনো উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমেই উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।

১৫. **অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি:** অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো উন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো। কাজেই উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও শক্তির নিয়মিত ও পর্যাপ্ত যোগান, রাস্তাঘাট প্রভৃতি অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৬. **বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি:** বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি রোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর এসব অপ্রত্যাশিত ঘটনা রোধ করা সম্ভব হলে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

১৭. **বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস:** বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হবে। কেননা বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত। কাজেই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮. **রাজনৈতিক মতৈক্য:** উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য এমন রাজনৈতিক দর্শন চর্চা করা উচিত যাতে সরকার বদল হলেও গৃহীত পরিকল্পনার কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এজন্য এমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার যাতে রাজনৈতিক দলগুলোর মতৈক্যের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়।

১৯. **পরিকল্পনাকারী ও প্রকল্প প্রশাসকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক:** পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জন করতে হলে পরিকল্পনাবিদ ও তা বাস্তবায়নকারী প্রশাসকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তার গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলোতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রশাসকদেরকে সম্পৃক্ত করলে তারা তা বাস্তবায়নে অধিক যত্নবান ও দায়িত্বশীল হবে। ফলে গৃহীত পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

২০. **গণমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন:** উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হলে তা এমনভাবে প্রণয়ন করা দরকার যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটতে থাকলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সুনির্দিষ্টভাবে কী নির্ধারণ করেত হবে?
২. সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কী দরকার হয়?
৩. কোনটি ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়?
৪. দেশের সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় কোন খাতে ব্যয় সঙ্কুচিত করতে হবে?

▶ উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যাবলি সমাধানের পাঁচটি উপায় চিহ্নিত করো।

পাঠ ১৭ ও ১৮ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫

১০.২৮ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ (Seventh Five Year Plan 2016-2020)

রূপরেখা

ষষ্ঠ পরিকল্পনায়, যেখানে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ও রূপকল্প ২০২১ দলিলদ্বয় বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় সংজ্ঞায়িত হয়, তা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকার প্রাপ্ত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অর্জন থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসে যে, ১৯৩০ এর মহামন্দার সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে সূচিত মন্দার প্রেক্ষাপটেও, যে কোনো বৈরি পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা অসামান্য। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ মূলত ত্বরান্বিত অথচ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য, অসমতা ও মানবিক বঞ্চনা অবসানের জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প অর্জনের দ্বিতীয় পর্যায় রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার সফল কর্মপরিকৃতির আলোকে সপ্তম পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনের মৌলিক কৌশল অঙ্গীভূত করে একই সাথে ষষ্ঠ পরিকল্পনার অধীনে পরিকৃতির শূন্যতাগুলো সমাধানের বিষয়ে প্রাধান্য দান করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশে গ্রন্থিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি-কৌশলে চারটি মূল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

- প্রবৃদ্ধিকে ৬ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে বের করে এনে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩% এ উন্নীতকরণ;
- প্রবৃদ্ধি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, দরিদ্রমুখী ও পরিবেশগতভাবে টেকসই;
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদান্তে চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে ৮.৯% এর কাছাকাছি;
- অধিকাংশ অর্ধবেকারসহ সকল অতিরিক্ত শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।

রূপকল্প ২০২১-এর প্রেক্ষাপটে সপ্তম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় কৌশলগত নির্দেশনা নির্ধারণসহ অনুসৃতব্য কর্মপন্থার বিশদ রূপরেখা প্রদান করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্যের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

- একটি অসাম্প্রদায়িক, সহনশীল, উদার, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ;
- সুশাসন নিশ্চিত করা ও দুর্নীতি দমন;
- টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস;
- একটি বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-মিশ্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন;
- অনুকূল শিল্পায়ন ও বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থার উন্নতকরণ;
- বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন;
- পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান;
- পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ধারা অনুসরণ; এবং
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

এই বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫ অর্থবছর) প্রণীত ও পরিচালিত হচ্ছে এবং তা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০ অর্থবছর) এর জন্য অগ্রগতির দৃঢ় পদচিহ্ন রেখে যায়, যাতে এর অসমাপ্ত বাকি কাজগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই ষষ্ঠ পরিকল্পনারই প্রধান প্রধান নীতি ও লক্ষ্যের ধারাবাহিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার রূপকল্প ও লক্ষ্যের আলোকে এর মূল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। চৌদ্দটি কৌশলগত খাত থেকে আসা এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে দশটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা যেতে পারে (সারণি)।

ক. আয় ও দারিদ্র্য

- পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতি বছর গড়ে প্রকৃত জিডিপি-প্রবৃদ্ধি হার ৭.৩% হারে অর্জন;
- মাথাগুণতি দারিদ্র্যের অনুপাত ৬.২ শতাংশে কমিয়ে আনা;
- চরম দারিদ্র্য প্রায় ৪.০ শতাংশে হ্রাস;
- ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থানের অংশ ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করে নতুন শ্রমশক্তিতে যোগদানকারীসহ অর্ধবেকারদের সমন্বয়ে বৃহৎ শ্রমশক্তির জন্য উপর্যুক্ত মানের কর্মসৃজন।

খ. খাত উন্নয়ন

- কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অর্থবহ প্রবৃদ্ধি;
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান জিডিপির ২১% এ বৃদ্ধি;
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করে তা ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ:
- ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে বাণিজ্য-জিডিপির অনুপাত ৫০% অর্জন।

গ. সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন

- ২০২০ এর মধ্যে মোট রাজস্ব জিডিপির ১০.৭% থেকে ১৬.১% এ উন্নীত করা;
- জিডিপির ৫% এর চলতি আর্থিক ঘাটতি বজায় রাখা;
- ২০২০ এর মধ্যে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে ৯.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে হবে।

ঘ. নগর উন্নয়ন

- উপশহরের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলোতে, বিশেষ করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো ঘিরে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও পৌর সুবিধাদির সম্প্রসারণ।
- অনানুষ্ঠানিক বসতি ও বস্তিগুলোতে বসবাসকারী মানুষসহ শহরের অধিবাসীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক গৃহায়ণ ও অন্যান্য পৌর সেবা সুবিধার বিকাশ;
- টেকসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও অঞ্চল চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর পরিকল্পনা;
- নগরকেন্দ্রিক অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, সহজলভ্য অর্থায়ন সুবিধা ও নীতি সমর্থন।

ঙ. মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা)

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শতভাগ নিট ভর্তি হার অর্জন;
- পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর শতাংশ বর্তমান ৮০% থেকে শতভাগে উন্নীত করা;
- প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৫-এর নিম্নে মৃত্যুহার ৩৭ জনে নামিয়ে আনা;
- প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর অনুপাত ১০৫ জনে কমানো;
- প্রতিষেধক টিকাদান, হাম প্রতিরোধ (১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের শতাংশ) ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করতে হবে;
- অনূর্ধ্ব-৫ বয়সী শিশুদের মধ্যে স্বল্প ওজন শিশুর অনুপাত ২০ শতাংশে বৃদ্ধি করতে হবে;
- মোট উর্বরতা হার ২.০ এ নামিয়ে আনতে হবে;
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৭৫% এ উন্নীত করতে হবে।

চ. পানি ও স্যানিটেশন

- সবার জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ;
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধাভোগী নগরবাসীর অনুপাত ১০০ ভাগ-এ বৃদ্ধি;
- স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধাভোগী গ্রামীণ জনগণের অনুপাত ৯০ শতাংশে উন্নীত করা।

ছ. জ্বালানি ও অবকাঠামো

- বিদ্যুতের ইনস্টলকৃত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২০ এর মধ্যে ২৩,০০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি করা;
- জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য জ্বালানি মিশ্রণ নিশ্চিত করা;
- শিল্পকারখানায় অবিরাম সরবরাহসহ বিদ্যুতের আওতা ৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা;
- সিস্টেম লস ১৩% থেকে ৯% এ কমিয়ে আনা এবং জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ আরো উন্নত করা;
- মাওয়া ও জাজিরায় ৬.১৫ কিমি দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ;
- প্রায় ২৬ কিমি দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ;

- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-৬ লেনে উন্নীত করা;
- রেলপথ ও নৌপথে চলাচলের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়ে 'মাল্টি মোডাল' পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নতি সাধন;
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ওপর প্রাধান্যসহ বিভিন্ন নগরের যানজট কমিয়ে আনা;
- সড়ক দুর্ঘটনার সংঘটন কমানো;
- নিম্নবর্ণিত উচ্চ অগ্রাধিকার মেঘা প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করা;
- পদ্মা সেতু; গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প; এমআরটি-৬ প্রকল্প; এলএনজি টার্মিনাল প্রকল্প; পায়রা বন্দর প্রকল্প; রূপপুর পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র প্রকল্প; রামপাল কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প; মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প।

জ. লিঙ্গসমতা, আয় বৈষম্য ও সামাজিক সুরক্ষা

- উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানে ৭০% থেকে ১০০% এ উন্নীত করা;
- ২০-২৪ বছর বয়সী শিক্ষিত নারী-পুরুষের অনুপাত বর্তমানের ৮৬% থেকে ১০০% বৃদ্ধি করা;
- কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষায় নারীদের অধিক হারে ভর্তির জন্য উৎসাহ প্রদান;
- বর্তমান ০.৪৫ এর আয় বৈষম্য হ্রাস করা বা বজায় রাখা;
- জিডিপির অংশ হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় জিডিপির ২.৩% এ বৃদ্ধি করতে হবে।

ঝ. পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন

- উৎপাদনশীল বনের আয়তন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি;
- ঢাকা ও অন্যান্য বড় নগরগুলোতে বায়ুর মান উন্নয়ন এবং বিশুদ্ধ বায়ু আইন প্রণয়ন;
- শিল্প বর্জ্যের শূন্য নির্গমণ/নিক্ষেপণ প্রবর্ধন করা;
- জলাভূমি সংরক্ষণ আইন মেনে বিভিন্ন নগরের জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা করা;
- উপকূলরেখা ব্যাপী ৫০০ মিটার চওড়া স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ;
- টেকসই ভূমি/পানি ব্যবহারের জন্য ভূমি অঞ্চল চিহ্নিতকরণ (জোনিং) সম্পন্ন করা;
- সংশ্লিষ্ট বিবেচনাসমূহের প্রকল্প বিন্যাস, বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হ্রাস সমন্বয় সাধন।

ঞ. আইসিটি উন্নয়ন

- টেলি ঘনত্ব ১০০%, ইন্টারনেট বিস্তার ১০০% এবং ব্রডব্যান্ড বিস্তার ৫০% এ উন্নীতকরণ;
- সকল প্রাথমিক স্কুলে অন্ততপক্ষে একটি করে এবং সকল মাধ্যমিক স্কুলে অন্ততপক্ষে তিনটি করে মাল্টিমিডিয়া সুবিধাযুক্ত ক্লাসরুম থাকতে হবে; প্রাথমিক স্কুলের ৩০% এ এবং সকল মাধ্যমিক স্কুলের ১০০ ভাগ স্কুলে আইসিটি ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হবে;
- কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোতে নগরাঞ্চলের বিশেষজ্ঞদের সাথে টেলিপরামর্শ গ্রহণ সুবিধা ২৫% হারে গড়ে তোলা হবে;
- ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে সকল জি-টু-পি নগদ হস্তান্তর এবং অধিকাংশ পি-টু-জি ও বি-টু-জি পরিশোধ কাজ সম্পাদন করা হবে;
- মোবাইল ডিভাইস ও জাতীয় পোর্টালের মাধ্যমে সকল ডিজিটাল কেন্দ্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেবার বিকাশ ঘটাতে হবে; ১০০% নাগরিক ও অধিবাসীদেরকে ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রদানের সুবিধার আওতায় আনতে হবে;
- বিভিন্ন চাহিদা ও সরবরাহ সংশ্লিষ্ট স্টোকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগের জন্য নিয়মিতভাবে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহৃত হবে;
- সরকারি সিদ্ধান্তের সমর্থনে নিয়মিতভাবে উন্মুক্ত সরকারি তথ্য ও বড় তথ্য বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয়; অভ্যন্তরীণ আইসিটি আয় ২ বিলিয়ন ডলারে এবং রপ্তানি আয় ২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ, আইসিটি শিল্পের জন্য ১ মিলিয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসম্পদ তৈরিকরণ;
- গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জিডিপির ১% ব্যয় বরাদ্দ;
- শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

সারণি: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

	লক্ষ্যমাত্রা	ভিত্তি বছর ২০১০	রূপকল্প ২০২১	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অগ্রগতি ২০১৫	সপ্তম পরিকল্পনা ২০২০
ক.	**উৎপাদন, আয় উপার্জন ও দারিদ্র্য**				
১	প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.১	১০	৬.৫	৮
২	মাথাগুণতি দারিদ্র্য (%)	৩১.৫	১৩.৫	২৪.৮	১৮.৬

	লক্ষ্যমাত্রা	ভিত্তি বছর ২০১০	রূপকল্প ২০২১	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অগ্রগতি ২০১৫	সপ্তম পরিকল্পনা ২০২০
৩	চরম দারিদ্র্য হ্রাস (%)	১৭.৬		১২.৯	৮.৯
৪	জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর অংশ (%)	১৬.৮৯	২৭	১৭.৭৮	২৫.১
৫	ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থানের অংশ (%)	১২.৪	২০	১৫.৪	২০
৬	মোট জাতীয় মাথাপিছু আয় (US$)	৮৪৩	২০০০	১৩১৪	২০০৯
খ.	**খাত উন্নয়ন**				
৭	কৃষিতে প্রবৃদ্ধি (%)	৬.১৫		৩.০৪	৩.৩৪**
৮	শিল্পে প্রবৃদ্ধি (%)	৭.০৩		৯.৬	১০.৯**
৯	সেবায় প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৫৩		৫.৮৩	৬.৪৯**
১০	ধান উৎপাদন (মিলিয়ন এমটি)	৩৩.৫৪		৩৪.৯	৩৬.৮১
১১	রপ্তানি (US$ বিলিয়ন)	১৬.২	৮২	৩১.৭	৫৪.১
১২	বাণিজ্য-জিডিপি অনুপাত (%)	৩৪.৬৫	-	৪২.৯৭	৫০
গ.	**সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন**				
১৩	মোট রাজস্ব (জিডিপি-র %)	৯.৯৮		১০.৭	১৬.১
১৪	এনবিআর কর রাজস্ব (জিডিপি-র %)	৮.০৩		৯.০	১৩.৭
১৫	আর্থিক ঘাটতি (জিডিপি-র %)	৩.৩		৪.৭	৪.৭
১৬	রেমিট্যান্স ($ বিলিয়ন)	১০.৯		১৫.৬	২৫.৪
১৭	মোট সরকারি ব্যয় (জিডিপি-র %)	১৩.৮৮	২৫	১৫.৭	২১.১
১৮	জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপি-র %)	২৯.৪৪		২৯.০১	৩২
১৯	মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (জিডিপি-র %)	২৬.২৫		২৮.৯৭	৩৪.৪
২০	এফডিআই ($ বিলিয়ন)	০.৯১৩		১.৬০	৯.৫৬
২১	সিপিআই মূল্যস্ফীতি (গড়)	৬.৮২	৫.২	৬.৫	৫.৫
ঘ.	**নগর উন্নয়ন**				
২২	বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের সুবিধাভোগী নগরবাসী %	৮৫	১০০	৮৬	১০০
২৩	ঢাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতা %			৬০	৮০
২৪	নগরবাসীর জন্য স্যানিটেশন সুবিধা (%)			৪০	৬০
ঙ.	**মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা)**				
২৫	প্রাথমিক পর্যায়ে নিট ভর্তি (%)	৯১		৯৭.৩	১০০
২৬	মাধ্যমিক পর্যায়ে নিট ভর্তি (%)	৪৩		৫৭	১০০
২৭	উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে নিট ভর্তি (%)	৯		১২	২০
২৮	৫ম গ্রেড পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর (%)	৫৫		৮০.৫	১০০
২৯	মোট উর্বরতা হার	২.৭	১.৮	২.১১	২.০
৩০	জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বার্ষিক প্রচলন হার (%)	৬০	৮০	৬২	৭৫
৩১	৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু হার (প্রতি ১০০০ এ)	৬২		৪৬	৩৭
৩২	টিকা, হাম প্রতিরোধ (১২ মাসের নিচে শিশু %)	৮৭		৮৪	৯৫
৩৩	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (% প্রতি বছর)	১.৪	১	১.৩৭	১
৩৪	মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (প্রতি ১০০০০০ জীবিত জন্মে)	১৯৪		১৭০	১০৫
৩৫	দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে জন্মদান (মোট কর্মীর %)	২৪		৪২.১	৬৫
৩৬	সাক্ষরতার হার (৭+)		১০০	৫৭.২	১০০

	লক্ষ্যমাত্রা	ভিত্তি বছর ২০১০	রূপকল্প ২০২১	ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অগ্রগতি ২০১৫	সপ্তম পরিকল্পনা ২০২০
চ.	**পানি ও স্যানিটেশন**				
৩৭	উন্নত স্যানিটেশন সুবিধাভোগী (জনসংখ্যার %)	৫৩	১০০	৫৭	১০০
৩৮	বিশুদ্ধ পানি উৎসের সুবিধাভোগী গ্রামীণ জনসংখ্যা %	৮৩	১০০	৮৪	১০০
ছ.	**জ্বালানি ও অবকাঠামো**				
৩৯	ইনস্টলকৃত উৎপাদন ক্যাপাসিটি (MW)	৫৮২৩	২৪০০০	১৩,৫৪০	২৩০০০*
৪০	বিদ্যুতের আওতা (%)	৪৮	১০০	৭৪	৯৬
৪১	মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার	২২০ kWh		৩৭১ kWh	৫১৪ kWh
৪২	সঞ্চালন ও বিতরণ 'লস'	১৬%		১৩%	৯%
৪৩	ভালো অবস্থায় আরএইচডি জাতীয় মহাসড়ক (নেটওয়ার্কের %)	৬৬%	৮৫%	৭৬%	৮৫%
জ.	**লিঙ্গাসমতা ও সামাজিক সুরক্ষা**				
৪৪	উচ্চ শিক্ষায় নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত (%)	৩২		৭০	১০০
৪৫	শিক্ষিত নারী ও পুরুষের অনুপাত (২০-২৪ বছর বয়সীদের %)	৮৫		৮৬	১০০
৪৬	কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর ভর্তি (%)			২৭	৪০
৪৭	আয় বৈষম্য (গিনি সহগ)	০.৪৫৮			০.৪৫০
৪৮	সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় (জিডিপির %)			২.০২	২.৩
ঝ.	**পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন**				
৪৯	উৎপাদনশীল বনের আওতা (%) (৭০% বৃক্ষ ঘনত্বসহ)	১৩	২০	১৩.১৪	২০
৫০	শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা (মোট প্রবাহের %)			১৫	২৫
৫১	গড় বন্যার বিস্তৃতি (মোট এলাকার %)			৩০	২৫‡
৫২	বন্যায় অরক্ষিত জনগণ (মিলিয়নে)			৮৮	৬০‡
৫৩	সাইক্লোনে ক্ষতির পরিমাণ (মোট এলাকার %)			১০	৪‡
৫৪	জলাবদ্ধতার বিস্তৃতি (মোট উপকূলীয় অঞ্চলের %)			২.৫	০.৫‡
ঞ.	**আইসিটি উন্নয়ন**				
৫৫	গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় (জিডিপির %)	০.৬	১.৪		১
৫৬	টেলিঘনত্ব বৃদ্ধি (%)		৯০	৭৮	১০০
৫৭	ব্রড ব্যান্ড আওতার বিস্তৃতি (%)		৪০	৩০	৩৫
৫৮	আইসিটি, ভ্রমণ ও পর্যটন থেকে আয় ($ মিলিয়ন)			১.৫	৬

দ্রষ্টব্য: (*) বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনার নির্ধারিত; (**) সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার ৫ বছরের গড়; (‡) ২০২১ এর জন্য বদ্বীপ পরিকল্পনায় নির্ধারিত।

১০.২৯ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫ (Eighth Five Year Plan 2020-2025)

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (এসডিজি) নিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০–জুন ২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে পরবর্তী পাঁচটি অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থায়ন: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৫৭ লাখ ৪৮ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা (৮৮.৫%) এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৫৯০ কোটি টাকা (১১.৫%) আসবে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি কৌশলের মধ্যে ৭টি প্রধান বিষয় রয়েছে। যথা– ১. শ্রমঘন, অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণসহ রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং তাড়িত প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ; ২. কৃষির বহুমূখীকরণ উৎসাহিতকরণ; ৩. কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (CMSME) গতিশীলতা দান; ৪.

আধুনিক সেবাখাত শক্তিশালীকরণ; ৫. নন-ফ্যাক্টর সেবাসমূহের রপ্তানি ত্বরান্বিতকরণ; ৬. চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংবলিত আইসিটিভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ উৎসাহিতকরণ এবং ৭. বৈদেশিক কর্মসংস্থান শক্তিশালীকরণ।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কিছু অর্থনৈতিক সূচকের প্রক্ষেপণ:

কর-জিডিপি অনুপাত হবে ১২.৩%, মাথাপিছু আয় ৩১০৬ মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭৪ বছর, এ পরকিল্পনার মেয়াদান্তে ৩০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা:

অর্থবছর	প্রবৃদ্ধির হার (%)	মূল্যস্ফীতি (%)	অর্থবছর	প্রবৃদ্ধির হার (%)	মূল্যস্ফীতির (%)
২০২০-২১	৭.৪০	৫.৪	২০২১-২২	৭.৭০	৫.৩
২০২২-২৩	৮.০	৫.২	২০২৩-২৪	৮.৩২	৪.৯
২০২৪-২৫	৮.৫১	৪.৮			

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য:

১. অষ্টম (২০২১-২০২৫) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হবে। এর মধ্যে ৩৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রবাসে, বাকি ৮১ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে দেশে।

২. এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পিছিয়ে পড়া জেলাগুলো থেকে বিদেশে কর্মী পাঠানোর সুযোগ তৈরির লক্ষে সঠিক তথ্য, প্রশিক্ষণ, অভিবাসন ব্যয় মেটাতে ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে।

৩. এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ ধরা হয়েছে ৮.৫১%।

৪. এ পরিকল্পনা কালে ধাপে ধাপে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি নেমে আসবে ৪.৮%তে।

৫. এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য হার ৭.৪% এবং দারিদ্র্য হার ১৫.৬% কমিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. এ পরিকল্পনায় ২০৩১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হয়েছে।

৭. এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা কৌশল হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য পথপরিক্রমা প্রণয়ন, যা হবে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ও টেকসই পরিকল্পন গ্রহণ।

৮. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে মোট জিডিপির ৩৭.৪০%।

সুতরাং, দারিদ্র্যবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় গুণগত শিক্ষা, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট সাময়িক বেকারত্বসহ বিদেশ ফেরত কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এছাড়া শ্রমবাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করা, আয়-বৈষম্য কমানো, সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, টেকসই নগরায়ন, সরকারের 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাঠ মূল্যায়ন

? ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল কোনটি? *[ঢাবি খ ইউনিট ২০১৯-২০]*

২. এফডিআই কী?

৩. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির কত ধরা হয়েছে?

৪. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকাল কত ধরা হয়েছে?

৫. বর্তমানে বাংলাদেশে কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ক্রিয়াশীল? *[ঢা. বো. ২০১৭]*

৬. বাংলাদেশে এখন কততম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলে? *[চ. বো. ২০১৯]*

▶ উত্তরের জন্য ৪৫৩ পৃষ্ঠা দেখো।

☞ খ. একক কাজ

রূপকল্প ২০২১ এর মূল লক্ষ্যমাত্রাসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ ও ২:	১. ১৯২৮ সালে; ২. ECNEC; ৩. Executive Committee of the National Economic Council; ৪. রাশিয়া; ৫. ১৯৭৩ সালে; ৬. সমাজতান্ত্রিক; ৭. বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা; ৮. প্রধানমন্ত্রী; ৯. দুইভাগে; ১০. গুনার মিরডাল।
পাঠ-৩ ও ৪:	১. বার্ষিক পরিকল্পনা; ২. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা; ৩. ১০—২৫ বছর; ৪. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা; ৫. মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা; ৬. মধ্যমমেয়াদি।
পাঠ-৫:	১. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা; ২. কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন; ৩. সর্বোচ্চ এক বছর; ৪. দীর্ঘমেয়াদি।
পাঠ-৬ ও ৭:	১. Annual Development Programme; ২. ECNEC; ৩. জুলাই-জুন; ৪. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার; ৫. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ওপর; ৬. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন; ৭. পরিকল্পনা অপরিহার্য।
পাঠ-৮ ও ৯:	১. এক বছরের কম সময়; ২. লক্ষ্যমাত্রা; ৩. নিম্ন থেকে উচ্চমুখী; ৪. সুপরিবর্তনীয়; ৫. ১৯৭৩-১৯৭৮; ৬. ১৯৭৮; ৭. ৭টি; ৮. ৫.৫০% ; ৯. ২০০৩-২০১০; ১০. ৭.১৩%।
পাঠ-১০ ও ১১:	১. একটি; ২. ১৯৭৩ সালে; ৩. ৮টি; ৪. ৪.৭%।
পাঠ-১২:	১. দারিদ্র্য দূরীকরণ; ২. ১৭টি; ৩. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals-MDGs); ৪. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; ৫. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব।
পাঠ-১৩:	১. ২০১১-২০১৫; ২. ৩০%; ৩. ৬%; ৪. ২০,০০০ মেগাওয়াট; ৫. ১০০%।
পাঠ-১৪:	১. ৮৩%; ২. দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ তৈরি; ৩. দারিদ্র্য বিমোচন; ৪. সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ।
পাঠ-১৫ ও ১৬:	১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; ২. দক্ষ বিশেষজ্ঞের; ৩. পর্যাপ্ত মূলধন; ৪. বিলাসবহুল।
পাঠ-১৭ ও ১৮:	১. ২০১৬-২০২০; ২. প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ; ৩. ৮.৫১%; ৪. ২০২০—২০২৫ ; ৫. ৮ম; ৬. অষ্টম।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা	কোনো দেশের সীমিত সম্পদের দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সুনিশ্চিত ও সুপরিকল্পিত কর্মসূচিই হলো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।
উন্নয়ন পরিকল্পনা	একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতির অগ্রাধিকার বাছাইপূর্বক কতগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশে প্রাপ্ত সকল সম্পদের সুষ্ঠু, দক্ষ ও উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে যে নির্ধারিত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।
প্ররোচিত পরিকল্পনা	যে পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের বণ্টন করা হয় এবং উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তাকে প্ররোচিত পরিকল্পনা বলে। তবে এ ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানোর জন্য রাষ্ট্রকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।
স্থানীয় পরিকল্পনা	সাধারণত যখন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তখন তাকে স্থানীয় পরিকল্পনা বলা হয়। আমাদের দেশে প্রধানত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন প্রভৃতি বিভাগ স্থানীয় জনগণের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সম্পদের সাহায্যে এ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।
প্রেক্ষিত পরিকল্পনা	যে পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদ যেমন ১০, ১৫, ২০ বছর সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হয় তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অপর নাম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।
জাতীয় পরিকল্পনা	একটি দেশের সমগ্র অঞ্চলের জন্য যখন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন তাকে জাতীয় পরিকল্পনা বলা হয়।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	একবছর সময়সীমার মধ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাধীন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত সম্পদের দক্ষ ব্যবহারকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বলে। এরূপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করে।
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয় ৩০ জুন ১৯৭৮ সালে। পরবর্তীতে পুনরায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু করার কথা থাকলেও তৎকালীন সরকার দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে আগ্রহী হয়। ১৯৭৮ সালের ১ জুলাই থেকে ১৯৮০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ পরিকল্পনার ব্যপ্তি ধরা হয়।
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	সাধারণত পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
রূপকল্প ২০২১	'রূপকল্প ২০২১' হলো, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকার প্রাপ্ত জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন পরিকল্পনা বা কর্মপর্যায়। রূপকল্প ২০২১-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। এ লক্ষ্যে সরকার উচ্চ প্রযুক্তির (3G এবং 4G) সুবিধা সম্বলিত ইন্টারনেট এবং ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা সকলের মাঝে পৌছে দেওয়ার চিন্তা করছে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা

প্রশ্ন-১. সর্বপ্রথম কত সালে পরিকল্পনা গৃহীত হয়?

উত্তর: ১৯২৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় সর্বপ্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

প্রশ্ন-২. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী?
[ঢা. বো. ১৯; ব. বো. ১৯, ১৬; রা. বো., সি. বো. ১৭, ১৯; ঢা. বো.; দি. বো., য. বো., সি. বো. ১৮; সি. বো. ১৬; আলিম ১৮, ১৭]

উত্তর: কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সচেতনভাবে পরিকল্পিত ও প্রণীত আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

■ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রশ্ন-৩. মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা কাকে বলে?
[দি. বো. ১৯; কু. বো. ১৬]

উত্তর: কতকগুলো সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ৩ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কাল এবং ১০ বছরের চেয়ে কম সময়ের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

প্রশ্ন-৪. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা কাকে বলে?
[কু. বো., চ. বো. ১৯]

উত্তর: স্বল্পমেয়াদি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

প্রশ্ন-৫. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কী? *[দি. বো. ১৭]*

উত্তর: সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

প্রশ্ন-৬. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কী? *[ঢা. বো. ১৭]*

উত্তর: যে পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদ যেমন ১০, ১৫, ২০ বছর সময়ের জন্য প্রণয়ন করা হয় তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে।

প্রশ্ন-৭. কাঠামোগত পরিকল্পনা কী?

উত্তর: যখন কোনো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তখন তাকে কাঠামোগত পরিকল্পনা বলা হয়।

প্রশ্ন-৮. আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাকে বলে? *[রা. বো. দি. বো. ১৬]*

উত্তর: কোনো একটি দেশের বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তাকে আঞ্চলিক পরিকল্পনা বলা হয়।

প্রশ্ন-৯. প্ররোচিত পরিকল্পনা কী? *[য. বো. ১৯]*

উত্তর: যে পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের বণ্টন করা হয় এবং উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তাকে প্ররোচিত পরিকল্পনা বলে।

প্রশ্ন-১০. স্থানীয় পরিকল্পনা কাকে বলে? *[সি. বো. ১৯]*

উত্তর: দেশের কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন তাকে স্থানীয় পরিকল্পনা বলে। আমাদের দেশে প্রধানত ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন প্রভৃতি সংস্থা এ ধরনের 'স্থানীয় পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে থাকে।

■ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Development Programme)

প্রশ্ন-১১. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কী?
[কু. বো., চ. বো., ব. বো., রা. বো. ১৮]

উত্তর: এক আর্থিক বছরের (জুলাই-জুন) মেয়াদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় তাকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বলে।

প্রশ্ন-১২. দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা কী?

উত্তর: দুই বছর মেয়াদি পরিকল্পনাকে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা বলা হয়।

■ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা (লক্ষ্যমাত্রা ও প্রবৃদ্ধি অর্জন, সম্পদ বণ্টন ও অর্জন)

প্রশ্ন-১৩. পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কী?

উত্তর: এক থেকে পাঁচ আর্থিক বছরের মেয়াদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় তাকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

প্রশ্ন-১৪. বাংলাদেশে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত ছিল? *[য. বো. ১৭; চ. বো. ১৬]*

উত্তর: বাংলাদেশে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকাল ছিল— ১লা জুলাই ১৯৭৮ সাল থেকে ৩০শে জুন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ?

উত্তর: স্বল্পমেয়াদি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলে।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে এমন ধরনের কর্মসূচি, প্রকল্প ও লক্ষ অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো জাতীয় স্বার্থে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোকে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বলা যায়।

প্রশ্ন-২. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কেন প্রণয়ন করা হয়? *[ঢা. বো. ১৯]*

উত্তর: দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

সাধারণত দীর্ঘমেয়াদে ১০ থেকে ২৫ বছর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্বাচন করে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য এমন কিছু প্রকল্প এবং আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা প্রয়োজন হয় যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে বাস্তবায়ন করা যায় না। সেজন্য আরও বেশি সময় ও ব্যাপকতার নীতি ও কৌশল গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মৌলিক কিছু সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

প্রশ্ন-৩. 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮]*

উত্তর: সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। এসব সমস্যার আশু সমাধানের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন-৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন— ব্যাখ্যা করো। *[কু. বো., চ. বো., ব. বো., রা. বো. ১৮; চ. বো. ১৬]*

উত্তর: সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যাবলির সমাধান তথা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ বর্তমানে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এসব সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি, লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিকূলতা প্রভৃতি প্রধান। এসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন পরিকল্পনা গ্রহণ।

প্রশ্ন-৫. উন্নয়ন পরিকল্পনা কীভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে? *[দি. বো. ১৭]*

উত্তর: সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করা যায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রায়শই বৈদেশিক সাহায্যের ধরন অনেক সময় দেশের জন্য অতি মাত্রার বোঝা সৃষ্টি করে। তাই প্রয়োজন হয় সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, যা বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে নিজস্ব তথা অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে পারলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কতটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে?
ক. ৪টি খ. ৫টি গ. ৬টি ঘ. ৭টি

২. কত সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দেয়?
ক. ১৯৩০ সালে খ. ১৯৩১ সালে
গ. ১৯৩২ সালে ঘ. ১৯৩৩ সালে

৩. 'New Economic Policy' কোন দেশে গ্রহণ করা হয়েছিল?
ক. আমেরিকায় খ. রাশিয়ায়
গ. গ্রিসে ঘ. বাংলাদেশ

৪. সোভিয়েত ইউনিয়নে কত সালে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে?
ক. ১৯১৮ খ. ১৯২৮ গ. ১৯৩৮ ঘ. ১৯৪৮

৫. ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনার প্রবক্তা কে?
ক. এল রবিন্স খ. বারবারা উটন
গ. গুনার মিরডাল ঘ. হায়েক

৬. পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৭. কোনটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সুবিধা নয়?
ক. কম মূলধন প্রয়োজন খ. ব্যর্থতায় ক্ষতি কম
গ. দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ঘ. আয় বৈষম্য হ্রাস

৮. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে কীসের সাফল্যের ওপর?
ক. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
গ. বার্ষিক পরিকল্পনা ঘ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা

৯. বাংলাদেশ যদি ১০০ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় তৈরির পরিকল্পনা করে তা কোন ধরনের পরিকল্পনা?
ক. আর্থিক পরিকল্পনা খ. বস্তুগত পরিকল্পনা
গ. কাঠামোগত পরিকল্পনা ঘ. কার্যগত পরিকল্পনা

১০. সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কমিশন যে ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে কী বলে?
ক. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খ. জাতীয় পরিকল্পনা
গ. স্থানীয় পরিকল্পনা ঘ. আঞ্চলিক পরিকল্পনা

১১. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সর্বোচ্চ মেয়াদসীমা কত?
ক. ১ বছর খ. ৪ বছর
গ. ৩ বছর ঘ. ৭ বছর

১২. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে অন্য কী নামে অভিহিত করা যায়?
ক. কাঠামোগত পরিকল্পনা খ. প্ররোচিত পরিকল্পনা
গ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ঘ. নির্দেশভিত্তিক পরিকল্পনা

১৩. কোন পরিকল্পনা জরুরি ভিত্তিতে গৃহীত হয়?
ক. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা খ. স্থানীয় পরিকল্পনা
গ. জাতীয় পরিকল্পনা ঘ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা

১৪. নির্দেশমূলক পরিকল্পনার সমার্থক পরিকল্পনা কোনটি?
ক. পুঁজিবাদী খ. বিকেন্দ্রীয়
গ. প্ররোচিত ঘ. কেন্দ্রীয়

১৫. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদ কত বছর?
ক. ১-৫ বছর খ. ১-১০ বছর
গ. ৫-১০ বছর ঘ. ১-১৫ বছর

১৬. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত বছর?
ক. ১-১০ খ. ১০-২৫ গ. ২০-২৫ ঘ. ২৫-৩০

১৭. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোন সময় মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছিল?
ক. ১৯৭২-১৯৭৭ খ. ১৯৭৩-১৯৭৮
গ. ১৯৭৪-১৯৭৯ ঘ. ১৯৭৫-১৯৮০

১৮. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোন সময় মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছিল?
ক. ১৯৭৮-১৯৮৩ খ. ১৯৭৯-১৯৮৪
গ. ১৯৮০-১৯৮৫ ঘ. ১৯৮১-১৯৮৬

১৯. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোন সময় মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছিল?
ক. ১৯৮৪-১৯৮৯ খ. ১৯৮৫-১৯৯০
গ. ১৯৮৬-১৯৯১ ঘ. ১৯৮৭-১৯৯২

২০. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোন সময় মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছিল?
ক. ১৯৮৯-১৯৯৪ খ. ১৯৯০-১৯৯৫
গ. ১৯৯১-১৯৯৬ ঘ. ১৯৯২-১৯৯৭

২১. রহমান মিয়া জাতিসংঘের শান্তিমিশনে আফ্রিকায় যায়, যেখানে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা হয়। আফ্রিকায় কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়?
ক. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খ. স্থানীয় পরিকল্পনা
গ. কাঠামোগত পরিকল্পনা ঘ. উন্নয়ন পরিকল্পনা

২২. জনাব সাদেক আলী 'নাহার কোম্পানির' কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য এক বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এটি কোন ধরনের পরিকল্পনা?
ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা খ. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা
গ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ঘ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৩. পরিকল্পনার প্রকারভেদ হলো—
i. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ii. প্রণোদনামূলক পরিকল্পনা
iii. স্থানীয় পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৪. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়—
i. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে
ii. বন্যা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে
iii. শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৫. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সুবিধা হলো—
i. মূলধন কম লাগে
ii. দ্রুত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
iii. ব্যাপ্তিকাল কম তাই পরিকল্পনা নির্ভুল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৬. ADP এর উদ্দেশ্যসমূহ হলো—
i. বিভিন্ন পরিকল্পনার ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ দূরীক্ষরণ
ii. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার প্রসার
iii. জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৭. উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে মূলত জনগণের—
i. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য
ii. জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য
iii. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে—
i. জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি
ii. কৃষি সংক্রান্ত কার্যাবলি
iii. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো—
i. প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা ii. মানব উন্নয়ন
iii. আয় বৈষম্য বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাহী একটি বই পড়ে জানতে পেরেছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আফ্রিকার একটি দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেই দেশের সরকার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল এবং সরকার কীভাবে সুচিন্তিত কর্মসূচি ও কৌশল গ্রহণ করেছিল, এ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য।

৩০. রাহীর পঠিত বইটিতে আফ্রিকার ঐ দেশটির কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা
খ. জাতীয় বাজেটের পরিকল্পনা
গ. আমদানি পণ্য কমিয়ে আনার প্রভাব
ঘ. রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলাফল

৩১. এই ধরনের কার্যক্রমে দেশটির—
i. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে ii. জন্মহার হ্রাস পাবে
iii. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিম সাহেব মেঘনা ব্যাংকে একটি DPS খুললেন। প্রতি মাসের ৫ তারিখে এতে অর্থ জমা করতে শুরু করলেন। যেখান থেকে প্রতি পাঁচ বছরে তার টাকা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

৩২. অনুচ্ছেদটি কোন ধরনের পরিকল্পনার কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক. দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা
গ. পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ঘ. বার্ষিক পরিকল্পনা

৩৩. উক্ত পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হলো—
i. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা
ii. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
iii. সামাজিক মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৪. কোন দেশ সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে? *[চ. বো. ১৭; কু. বো. ১৬]*
ক. রাশিয়া খ. ইংল্যান্ড
গ. চীন ঘ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৩৫. পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রথম কোনটি নির্ণয় করতে হয়? *[য. বো. ১৯; চ. বো. ১৬]*
ক. উদ্দেশ্যাবলি খ. লক্ষ্যমাত্রা
গ. উন্নয়নের হার ঘ. বিনিয়োগের হার

৩৬. কোনো অর্থনীতির উন্নয়ন নির্দেশক নীল-নকশা প্রণয়ন ও সম্ভাব্য বাস্তবায়নকে কী বলে? *[সি. বো. ১৬]*
ক. বাজেট খ. পরিকল্পনা
গ. টেকসই উন্নয়ন ঘ. অর্থায়ন

৩৭. কোন অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়? *[কু. বো. ১৯]*
ক. মিশ্র খ. ইসলামি
গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. পুঁজিবাদী

৩৮. কোনটি স্থানীয় ব্যয়? *[সি. বো. ১৯]*
ক. প্রতিরক্ষা খ. কালভার্ট নির্মাণ
গ. সাধারণ প্রশাসন ঘ. বিচার বিভাগ

৩৯. প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদকাল কোনটি? *[রা. বো. ১৯]*
ক. ১—৫ বছর খ. ৫—১০ বছর
গ. ১০—২৫ বছর ঘ. ৫—১৫ বছর

৪০. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা → পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা → ?

? চিহ্নিত স্থানে বসবে— [চ. বো. ১৯]

ক. বার্ষিক পরিকল্পনা খ. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা
গ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ঘ. শাখা পরিকল্পনা

৪১. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা 'রূপকল্প-২০১১' এর মেয়াদ কত? [ব. বো. ১৬]

ক. ২০১১-২০২১ খ. ২০১০-২০২১
গ. ২০১০-২০২০ ঘ. ২০১৫-২০২১

৪২. বাংলাদেশের ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদি পরিকল্পনাকে বলা হয়— [কু. বো. ১৭]

ক. রূপকল্প-২০২১ খ. দশশালা পরিকল্পনা
গ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ঘ. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

৪৩. এ পর্যন্ত কয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিচালনা গ্রহণ করা হয়েছে? [আলিম ১৯]

ক. ৪ খ. ৫ গ. ৬ ঘ. ৮

৪৪. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের মেয়াদ কত? [ব. বো. ১৬]

ক. ১ বছরের কম খ. ১-৫ বছরের মধ্যে
গ. ৫-১০ বছরের মধ্যে ঘ. ১০ বছরের বেশি

৪৫. নির্দিষ্ট সময়ে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য? [ঢা. বো. ১৭]

ক. প্রেক্ষিত খ. দীর্ঘমেয়াদি
গ. মধ্যমেয়াদি ঘ. স্বল্পমেয়াদি

৪৬. কোন পরিকল্পনায় সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পায়? [দি. বো. ১৭]

ক. নির্দেশকমূলক খ. কেন্দ্রীয়
গ. বিকেন্দ্রীয় ঘ. প্ররোচিত

৪৭. ADP কী? [য. বো. ২৫; সকল বোর্ড ১৮]

ক. Annual Development Programme
খ. Asian Development Plan
গ. Annual Development Project
ঘ. Asian Development Project

৪৮. ADP-এর প্রকল্প বাস্তবায়নে কার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়? [ব. বো. ১৯]

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. ECNEC ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক

৪৯. উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কী? [চ. বো. ১৭]

ক. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন
খ. বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণ
গ. দারিদ্র্য দূরীকরণ
ঘ. মুদ্রাস্ফীতি রোধ

৫০. বাংলাদেশে এখন কততম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলে? [চ. বো. ১৯]

ক. ৫ম খ. ৬ষ্ঠ গ. ৭ম ঘ. ৮ম

৫১. কোন দেশে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়? [সি. বো., য. বো. ১৭]

ক. চীন খ. জাপান
গ. রাশিয়া ঘ. জার্মানী

৫২. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন সালে গৃহীত হয়? [সি. বো. ১৭]

ক. ১৯৭৩ খ. ১৯৭৫ গ. ১৯৮১ ঘ. ১৯৮৫

৫৩. বাংলাদেশে কোন সময়কালে কোনো পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি? [রা. বো. ১৬]

ক. ১৯৭৩-২০০০ খ. ২০০৩-২০১০
গ. ১৯৯০-১৯৯৫ ঘ. ১৯৯৭-২০০২

৫৪. স্বাধীনতা পরবর্তী কয়টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে? [ঢা. বো. ১৯; সি. বো. ১৯; দি. বো. ১৭]

ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪

৫৫. বাংলাদেশের সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল কোনটি? [য. বো. ১৯]

ক. ২০১৫-২০১৯ খ. ২০১৬-২০২০
গ. ২০১৭-২০২১ ঘ. ২০১৮-২০২২

৫৬. ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত? [সি. বো., রা. বো. ১৯]

ক. ১৯৮৫-১৯৯০ খ. ১৯৯০-১৯৯৫
গ. ১৯৯৭-২০০২ ঘ. ২০১১-২০১৫

৫৭. বর্তমানে বাংলাদেশে কোন পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ক্রিয়াশীল? [ঢা. বো. ১৭]

ক. চতুর্থ খ. পঞ্চম গ. ষষ্ঠ ঘ. অষ্টম

৫৮. ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা কত সালে শুরু হয়? [য. বো. ১৬]

ক. ২০০৫ খ. ২০১১
গ. ২০১২ ঘ. ২০১৫

৫৯. উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো— [আলিম ১৭]

i. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ii. বেকার সমস্যা দূরীকরণ
iii. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শক্তিশালী করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৬০. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে— [দি. বো. ১৯; কু. বো. ১৬]

i. সুশাসন বৃদ্ধি ii. টেকসই উন্নয়ন
iii. খাদ্য নিরাপত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬১. ADP এর উদ্দেশ্য হলো— [য. বো. ১৭]

i. কৃষি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি
ii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি iii. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬২. উত্তম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— [দি. বো. ১৭]

i. উদ্দেশ্য নির্ধারণ ii. লক্ষ্য নির্ধারণ
iii. সম্পদ বরাদ্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি দেশের সরকার ৩০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। *[সকল বোর্ড ১৮]*

৬৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনাটি কী ধরনের?
ক. স্বল্পমেয়াদি খ. মধ্যমমেয়াদি
গ. দীর্ঘমেয়াদি ঘ. বিশেষ

৬৪. এ ধরনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো—
i. মানবসম্পদ উন্নয়ন ii. জন্মনিয়ন্ত্রণ
iii. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'X' দেশের সরকার ২০৩৫ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য ২৫ বৎসর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশটির জনগণ ইতোমধ্যে এ পরিকল্পনার সুফল পেতে শুরু করেছে। *[ব. বো. ১৭]*

৬৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনাটি কোন ধরনের?
ক. বার্ষিক পরিকল্পনা খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা
গ. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা ঘ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

৬৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনার ফলে—
i. বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে
ii. মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটবে
iii. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২০৪১ সালের মধ্যে সরকার দেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে ২০ বছরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। *[দি. বো. ১৬]*

৬৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়কাল নিচের কোন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কযুক্ত?
ক. বার্ষিক খ. স্বল্পমেয়াদি
গ. মধ্যমমেয়াদি ঘ. দীর্ঘমেয়াদি

৬৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—
i. অর্থনীতির সকল চলকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ
ii. অর্থনীতির সকল খাতের অন্তর্ভুক্ত
iii. ধারাবাহিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আলহাজ স্যার ক্লাসে বাংলাদেশে গৃহীত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে পড়ালেন। তিনি বললেন এ পর্যন্ত ৬টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং সুচিন্তিত কর্মসূচি ও কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। *[দি. বো. ১৭]*

৬৯. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোন সালে শুরু হয়?
ক. ২০০৯ খ. ২০১০ গ. ২০১১ ঘ. ২০১২

৭০. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে—
i. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে
iii. জন্মহার বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ঘ	২	ক	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	ক	১১	ক	১২	গ
১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	খ
২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক	৩১	খ	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	খ
৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	ক	৪১	খ	৪২	গ	৪৩	ঘ	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	ক	৪৮	গ
৪৯	ক	৫০	গ	৫১	গ	৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	ক	৫৫	খ	৫৬	ঘ	৫৭	ঘ	৫৮	খ	৫৯	ঘ	৬০	ঘ
৬১	খ	৬২	ঘ	৬৩	গ	৬৪	খ	৬৫	ঘ	৬৬	গ	৬৭	ঘ	৬৮	ঘ	৬৯	গ	৭০.	ক				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ?
২. উন্নয়ন পরিকল্পনা কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা করো।
৩. বস্তুগত ও আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
৪. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য লিখ।
৫. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
৬. মধ্যমমেয়াদি পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
৭. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো।
৮. পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
৯. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? ব্যাখ্যা করো।
১০. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো কী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশে বাস করে ইব্রাহিম শরাফী। দেশটির সরকার উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। কিন্তু নানা কারণে দেশটির উন্নয়ন ব্যাহত হয়। কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে মূলধনের অভাব, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

ক. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কী? ১
খ. উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ইব্রাহিম শরাফীর দেশটির উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তরায়ের বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. একটি সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইব্রাহিম শরাফীর দেশের সরকার কীভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে— বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করো। ৪

২. 'A' দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মানবসম্পদ ইত্যাদির গুণগত পরিবর্তনের জন্য ১০-২৫ বছরের জন্য পরিকল্পনা করে। অন্যদিকে 'B' দেশ কিছু সুনির্দিষ্ট খাতের উন্নয়নের জন্য ১-৫ বছরের পরিকল্পনা করে।

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো কী কী? ২
গ. 'A' দেশের পরিকল্পনা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে A ও B দেশের পরিকল্পনার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. রহিমের দেশের সরকার বাজেটে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিপুল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ দেয়। উন্নয়ন কর্মসূচিতে ঘূর্ণিঝড়দুর্গত এলাকার উন্নয়ন ও চর এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়নে বরাদ্দ দেয়া হয়। বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণের জন্যও বাজেট বরাদ্দ থাকে।

ক. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কী? ১
খ. স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২
গ. রহিমের দেশে কোন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত পরিকল্পনার সাথে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সম্পর্ক রয়েছে কি? যুক্তি দাও। ৪

৪. শিক্ষক এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করল তুমি যদি প্রধানমন্ত্রী হও তবে তুমি দেশের জন্য কী করতে চাও? জবাবে ছাত্র বলল, যদি আমি প্রধানমন্ত্রী হই তবে প্রত্যেক অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি করব এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে পাঁচ বছরমেয়াদি কিছু প্রকল্প চালু করব। এছাড়াও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে নজর রেখে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য সাধন করার জন্য প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করব।

ক. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কত সালে কার্যক্রম শুরু করে? ১
খ. প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানবসম্পদ উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছাত্রের বক্তব্যে সময়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনার যে ধরনগুলো প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে এই ধরনের পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম— মূল্যায়ন করো। ৪

৫. জসিম স্যার একদিন এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ক্লাসে বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন, বাংলাদেশে এ যাবৎ যতগুলো পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এমন কথা বলা যায়।

ক. কাঠামোগত পরিকল্পনা কী? ১
খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ? ২
গ. এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. 'X' ও 'Y' দুটি দেশ। উভয় দেশই আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং বেকার সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে সচেষ্ট। এ ক্ষেত্রে, 'X' দেশ কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু 'Y' দেশ রাজস্ব ও আর্থিক নীতির সহযোগিতায় বেসরকারি খাতকে উৎসাহদানের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। *[চা. বো. ২০১৯]*

ক. পরিকল্পনা কী? ১
খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কেন প্রণয়ন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে 'Y' দেশের গৃহীত পরিকল্পনার ধরন চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. 'X' ও 'Y' দেশে গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কোনটি বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭. বাংলাদেশ সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। এ দেশের উন্নয়নের জন্য দ্রুত শিল্পায়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এজন্য সরকার ২০১০-২০২১ ও ২০১১—২০১৫ এর ন্যায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেদ করা সম্ভব এবং দৃশ্যমান সফলতাও অর্জিত হচ্ছে। যদিও এটি সময় সাপেক্ষ বিষয়। *[রা. বো. ২০১৯]*

ক. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কী? ১
খ. উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেদ করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে'— উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮. কোনো দেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এগিয়ে নিতে হলে কিছু পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। এসব কর্মসূচিকে আবার কতকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়। আয় বৈষম্য হ্রাস, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য লাঘব, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ কর্মসূচির গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু মূলধন ও ঋণের অভাব, তথ্য-উপাত্তের সংকট, দুর্নীতি, অদক্ষ জনগোষ্ঠী, দুর্বল অবকাঠামো, প্রশাসনিক অদক্ষতা প্রভৃতি এ কর্মসূচিতে সফলতার মুখ দেখতে দেয় না। *[দি. বো. ২০১৯]*

ক. মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১
খ. 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সফলতার ওপর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সফলতা নির্ভরশীল'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কী কী কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯. দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি দেশের অর্থনীতিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। প্রতিটি পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন। 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে হলো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বর্তমানের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং এভাবে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। *[কু. বো. ২০১৯]*

ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা কাকে বলে? ১
খ. 'বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে? মূল্যায়ন করো। ৪

১০. কোনো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। তন্মধ্যে দক্ষ মানবসম্পদের অভাব, দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, সঠিক তথ্য ও উপাত্তের অভাব, অর্থায়নের অনিশ্চয়তা, বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশের অনুপস্থিতি, সৎ ও দক্ষ প্রশাসনের অভাব ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *[চ. বো. ২০১৯]*

ক. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা কী? ১
খ. 'কোনো দেশের সুষম উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়নশীল দেশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তোমার সুপারিশ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে উন্নয়ন পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশ সরকার ২০১১-১৫ মেয়াদে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কৃষি উৎপাদন, শিল্পে কর্মসংস্থান, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেয়। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। *[সি. বো. ২০১৯]*

ক. স্থানীয় পরিকল্পনা কাকে বলে? ১
খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার দুটি সুবিধা লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশল বিশ্লেষণ করো। ৪

১২. উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া কোনো দেশই উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা ২০১৫ সালে শেষ হয়। মূলত এই পরিকল্পনা উন্নয়ন কৌশল অবলম্বন করেই দেশটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথ সুগম করেছে। *[য. বো. ২০১৯]*

ক. প্ররোচিত পরিকল্পনা কী? ১
খ. 'পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের কোন পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে? এই পরিকল্পনার তিনটি উদ্দেশ্য লেখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশলসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩. দেশের উন্নয়নকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে রূপকল্প ২০২১ নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০১১-২০১৫ সময়সীমার আরও একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকল সেক্টরের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করে। *[ব. বো. ২০১৯]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. 'পরিকল্পনা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি কোন ধরনের পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে? এ ধরনের পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় কেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনা দুটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে কতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছে? মূল্যায়ন করো। ৪

১৪. একটি সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনমান বাড়ানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, মূলধন গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেকার ও খাদ্য সমস্যার সমাধান, সুষম উন্নয়ন, লেনদেন ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূরীকরণ, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে। ফলে দেশটির দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্য বেশ সফলতা পায়। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্রকে' অর্থনীতির ভাষায় কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশটির গৃহীত 'ব্যবস্থাপত্র' দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা সফল হয়েছে বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

১৫. বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশ বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। 'A' দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন, দ্রুত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন, অতীতে গৃহীত পরিকল্পনার মূল্যায়ন ও অনিশ্চয়তা হ্রাসের প্রক্রিয়া নির্ধারণ, বৈদেশিক সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১৫-২০১৭ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'B' দেশ সাক্ষরতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫,০০০ মেগাওয়াট নিশ্চিতকরণ, সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণসহ নানাবিধ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ২০১৫-২০১৭ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। *[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ২০১৮]*

ক. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পা কী? ১

খ. 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' দেশের পরিকল্পনাটি কোন ধরনের? তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'A' ও 'B' দেশের পরিকল্পনার মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে কি? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬. বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১'-এর সুনির্দিষ্ট ২২টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। এ পরিকল্পনার অধীনে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ায় সম্প্রতি সরকার সর্বশেষ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার মনে করে এসব পরিকল্পনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞরাও আশা করেছেন, এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সম্ভব হবে। *[ঢা. বো. ২০১৭]*

ক. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কী? ১

খ. 'স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভীত রচনা করে।'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মেয়াদকাল উল্লেখ করো। ৩

ঘ. বিশেষজ্ঞগণের আশাবাদের আলোকে বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭. 'Y' একটি উন্নয়নশীল দেশ। গত বছর নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং অপর একটি পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৬) গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, সকল ইউনিয়নে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান, সকল শিশুর স্কুল গমন নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সকল পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। *[রা. বো. ২০১৭]*

ক. উন্নয়ন পরিকল্পনা কী? ১

খ. 'লেনদেনের ভারসাম্যের প্রতিকূলতা দূর করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত পদেক্ষপসমূহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা আবশ্যক। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পদ্মা সেতুর মতো বিশাল প্রকল্পের বাস্তবায়ন এগিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত মূলধন, সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং বিশেষজ্ঞের অভাব বিদ্যমান। *[দি. বো. ২০১৭]*

ক. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কী? ১
খ. উন্নয়ন পরিকল্পনা কীভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোসহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সমস্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

১৯. বর্তমান সরকার উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সম্পৃক্তকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, দক্ষতা অর্জন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। *[কু. বো. ২০১৭]*

ক. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল কোনটি? ১
খ. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে?— যুক্তি দাও। ৪

২০. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ইতোমধ্যেই সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার সফলতা অর্জন করেছে। *[দি. বো. ২০১৬]*

ক. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কী? ১
খ. 'সুষ্ঠু পরিকল্পনা উন্নয়নে সহায়ক'– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপকল্পটি কোন পরিকল্পনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো। ৪

২১. সিরাজ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা। তার বন্ধু জাকির শিল্প মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। জাকির সিরাজকে প্রশ্ন করেন, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য কি করা উচিত? উত্তরে সিরাজ বলল, শুধু কৃষি নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। অর্থনীতির প্রতিটি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে হবে। অতঃপর তা অর্জনের জন্য এক, পাঁচ বা দীর্ঘ সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এসব পরিকল্পনা পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব। *[রা. বো. ২০১৬]*

ক. আঞ্চলিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ১
খ. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আন্তঃসংযোগ আবশ্যক? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২২. বাংলাদেশ সরকার "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে মূল লক্ষ্য বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ইতিমধ্যে সরকার তার পরিকল্পনা এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। *[আলিম ২০১৯]*

ক. SDG কী? ১
খ. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত "রূপকল্প ২০২১" কোন ধরনের পরিকল্পনা? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বিশ্লেষণ কর। ৪

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২৩. রাজধানী ঢাকাকে যানজটমুক্ত করতে এবং নগরবাসীর সময় বাঁচাতে ২০১২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় সরকার। প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাইকা দেবে ১৬ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা। আর সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন হচ্ছে ৫ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা। *◀৯ ও ১০ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. সরকারি আয়ের উৎসকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? ১
খ. বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি কী ধরনের ভূমিকা রাখে? ২
গ. উদ্দীপকে প্রকল্পটি কোন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত? একটি দেশের অর্থনীতিতে উক্ত পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরকারের অর্থসংস্থানের উৎসগুলো কী কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য বইটির শেষে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ (Reference Books)

১. পরার্থপরতার: অর্থনীতি – ড. আকবর আলি খান
২. দারিদ্র্যের অর্থনীতি: অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ – ড. আকবর আলি খান
৩. মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার– বাংলাদেশের অর্থনীতি
৪. সৈয়দ আকমল মাহমুদ– বাংলাদেশের অর্থনীতি
৫. ড. আশফাক হোসেন– বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা
৬. ড. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার– বাংলাদেশের ইতিহাস
৭. মঞ্জুর মোরশেদ– বাংলাদেশের অর্থনীতি
৮. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম– বাংলাদেশের অর্থনীতি
৯. শাহেদ, খুরশিদ, ফারুক, রহমান– বাংলাদেশের অর্থনীতি
১০. মোহাম্মদ আবু ইছা– চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ম্যানুয়াল
১১. জাফর আহমেদ চৌধুরী– কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন
১২. ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক– খাদ্য নিরাপত্তা
১৩. প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান— বাংলাদেশের অর্থনীতি
১৪. মনোরঞ্জন দে— সরকারি অর্থব্যবস্থা
১৫. প্রফেসর মোঃ আব্দুল হামিদ ও নাজনীন নাহার হামিদ— অর্থ, ব্যাংকিং, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সরকারি অর্থব্যবস্থা
১৬. এফ. এম. শহীদুল্লাহ, আহম্মেদ শরীফ খান– ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা
১৭. খোন্দকার মো. সাদেকুর রহমান কাজল, এইচ এস সাইফুল আলম – বাংলাদেশের অর্থনীতি
১৮. কৃষি তথ্য বার্তা– কৃষি অধিদপ্তর, খামার বাড়ি
১৯. বাংলাদেশের শিল্পনীতি– ২০১০, ২০১৬, ২০২২
২০. অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থবিভাগ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার– বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪
২১. সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা– পরিকল্পনা কমিশন।
২২. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
২৩. বাজেট বিবরণী ২০২৫

পরিশিষ্ট

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২৫

বিজ্ঞান ইউনিট (মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা)

১. **মুদ্রানীতির প্রধান উদ্দেশ্য কী?** *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩২৪।*
Ⓐ সরকারি রাজস্ব বাড়ানো
Ⓑ সরকারি ঋণ পরিচালনা করা
Ⓒ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা
Ⓓ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রা স্থিতিশীল করা 🅓

২. **নিচের কোনটি একটি পরোক্ষ করের উদাহরণ?**
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৯২।
Ⓐ আয়কর Ⓑ কর্পোরেট ট্যাক্স
Ⓒ মূল্য সংযোজন কর (ঘ) সম্পদ কর 🅒

৩. **কোনটি বাণিজ্য বাধার উদাহরণ?** *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৫৪।*
Ⓐ শুল্ক Ⓑ বিনামূল্যে পণ্য আমদানি
Ⓒ কর রেয়াত Ⓓ বাণিজ্য সম্প্রসারণ 🅐

৪. **সরকারের ঘাটতি বাজেট ঘটে যখন—**
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৯৬।
Ⓐ মোট রাজস্ব মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি
Ⓑ মোট রাজস্ব মোট ব্যয়ের চেয়ে কম
Ⓒ মোট কর-রাজস্ব মোট ব্যয়ের চেয়ে কম
Ⓓ রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি 🅑

৫. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে, শুল্ক হলো—**
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৯৩।
Ⓐ রপ্তানির উপর করা
Ⓑ আমদানির উপর কর
Ⓒ দেশীয় উৎপাদকদের জন্য ভর্তুকি
Ⓓ বিদেশি পণ্যের উপর কোটা 🅑

৬. **সরকারি রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস কী?**
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৮৯।
Ⓐ ঋণ Ⓑ বিদেশি সাহায্য
Ⓒ শুল্ক ও কর Ⓓ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুদান 🅒

৭. **মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ কোনটি?** *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩১৭।*
Ⓐ উৎপাদন বৃদ্ধি Ⓑ সম্পদের সুষম বণ্টন
Ⓒ চাহিদার হ্রাস Ⓓ চাহিদার বৃদ্ধি 🅓

ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট (বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা)

১. **মূল্য সংযোজন কর কোন ধরনের কর?**
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৯২।
Ⓐ প্রত্যক্ষ কর Ⓑ পরোক্ষ কর
Ⓒ বিক্রয় কর Ⓓ আয় কর 🅑

২. **মুদ্রা সরবরাহ বাড়ালে কী হয়?** *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩০৯।*
Ⓐ মূল্যস্ফীতি কমে Ⓑ মূল্যস্ফীতি বাড়ে
Ⓒ মুদ্রার চাহিদা বাড়ে Ⓓ মুদ্রার চাহিদা কমে 🅑

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩-২৪

১. **কোনটি বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান?**
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৩৭।
Ⓐ BGMEA Ⓑ BRTC
Ⓒ বাংলাদেশ রেলওয়ে Ⓓ BRTA 🅐

২. **বাংলাদেশে কয়টি পুঁজিবাজার রয়েছে?**
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২৮৬।
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি
Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি 🅑

৩. **বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বৃহৎ বাজার হলো—** *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২৯।*
Ⓐ ইইউ Ⓑ চীন
Ⓒ যুক্তরাষ্ট্র Ⓓ জাপান 🅐

৪. **অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে—** *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩১০।*
Ⓐ দামস্তর হ্রাস পায়
Ⓑ দামস্তর বৃদ্ধি পায়
Ⓒ দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে
Ⓓ অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায় 🅑

৫. **নিচের কোনটি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য নয়?**
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৫৩।
Ⓐ মৎস্য Ⓑ তৈরি পোশাক
Ⓒ চাল Ⓓ শাক-সবজি 🅒

৬. **নিচের কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ?**
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩২৪।
Ⓐ আমানত সংগ্রহ Ⓑ জনগণকে ঋণ প্রদান
Ⓒ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ Ⓓ ডলার ছাপানো 🅒

ভর্তি পরীক্ষা ২০২২-২৩

১. **ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ কোন ধরনের বাণিজ্যের প্রবক্তা?** *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৪৬।*
Ⓐ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য Ⓑ বৈদেশিক বাণিজ্য
Ⓒ সংরক্ষণ বাণিজ্য Ⓓ মুক্ত বাণিজ্য 🅓

২. **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিচের কোন সরকারি পদক্ষেপগুলো নিতে হবে?** *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩২১।*
Ⓐ কর বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস
Ⓑ কর হ্রাস ও ব্যয় স্থির রাখা
Ⓒ কর বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি
Ⓓ কর ও ব্যয় উভয়ই হ্রাস 🅐

৩. **তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তি কী?** *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৪৫।*
Ⓐ ডলারের মূল্য Ⓑ শ্রমের মূল্য
Ⓒ পুঁজির মূল্য Ⓓ সুযোগ ব্যয় 🅓

আলিম পরীক্ষা ২০২২

বিষয় কোড: | ২ | ১ | ৪ |

সেট ঘ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সময়— ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

পূর্ণমান— ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। যেকোনো ১৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. কোনো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে কী বলে?

(ক) দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য (খ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (ঘ) উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য

২. কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য?

(ক) কাঁচা পাট (খ) কাগজজাত দ্রব্য

(গ) সিরামিক সামগ্রী (ঘ) ফার্নেস্ ওয়েল

৩. বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য—

i. শ্রমের অবাধ প্রবাহ ii. মূলধনের স্থবিরতা

iii. পণ্যের সহজলভ্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাশরাফি ও মুবীন দুই বন্ধু। দুজনই ব্যবসায়ী। মাশরাফির কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয়। মুবীনের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য সারাদেশে বিক্রি হয়।

৪. মুবীনের ব্যবসায়কে কী বলে?

(ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(গ) পাইকারি বাণিজ্য (ঘ) খুচরা বাণিজ্য

৫. মাশরাফি কর্তৃক সংঘটিত বাণিজ্যের কারণে—

i. একচেটিয়া বাজার প্রসার লাভ করে

ii. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পায়

iii. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. কোনটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র?

(ক) $M = \frac{O - A}{O}$ (খ) $M = \frac{A - O}{O}$

(গ) $M = \frac{A - O}{A}$ (ঘ) $M = \frac{O - A}{A}$

৭. কোনো দেশের জনসংখ্যা ১০ কোটি হলে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী ১০০ বছর জনসংখ্যা কত হবে?

(ক) ২০ কোটি (খ) ৪০ কোটি

(গ) ৮০ কোটি (ঘ) ১৬০ কোটি

৮. মুদ্রাস্ফীতিতে কারা লাভবান হয়?

(ক) সীমিত আয়ের লোক (খ) দরিদ্র কৃষক

(গ) উৎপাদন শ্রেণি (ঘ) ঋণদাতাগণ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নিপা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মী। তার মতো প্রায় ২০ হাজার কর্মী উক্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছরই প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

৯. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের?

(ক) চা শিল্প (খ) চামড়া শিল্প

(গ) সংরক্ষিত শিল্প (ঘ) তৈরি পোশাক শিল্প

১০. উক্ত শিল্পটি দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ—

i. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখে

ii. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা রাখে

iii. শিল্প খাতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(ক) অধিক মূলধন (খ) সম্প্রসারিত বাজার

(গ) উন্নত প্রযুক্তি (ঘ) প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা

১২. বাঁশের তৈরি ঝুড়ি কোন শিল্পের পণ্য?

(ক) কুটির শিল্প (খ) ক্ষুদ্র শিল্প

(গ) বৃহৎ শিল্প (ঘ) মাঝারি শিল্প

১৩. Biotechnology শব্দটির প্রবর্তক কে?

(ক) রবার্ট ম্যালথাস (খ) কার্ল এরেকি

(গ) ডাল্টন (ঘ) ডেভিড মিলার

১৪. সর্বাধিক চা উৎপাদিত হয় কোন জেলায়?

(ক) সিলেট (খ) পঞ্চগড়

(গ) রাজশাহী (ঘ) চট্টগ্রাম

১৫. দেশের মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত?

(ক) ২৭.৩০% (খ) ৩৭.৩%

(গ) ৪৭.৩% (ঘ) ৫৭.৩%

[নোট: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী ৪৫.৩৩%।]

১৬. রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার জন্য কোন কর ধার্য করা হয়?

(ক) আবগারি শুল্ক (খ) সম্পূরক শুল্ক

(গ) আমদানি শুল্ক (ঘ) রপ্তানি শুল্ক

১৭. কোনটি রাজস্ব বহির্ভূত আয়?

(ক) আয়কর (খ) আবগারি শুল্ক

(গ) মূল্য সংযোজন কর (ঘ) সরকারি ঋণ

১৮. প্রত্যক্ষ করের সবচেয়ে বড় উৎস কোনটি?

(ক) মূল্য সংযোজন কর (খ) ভূমি কর

(গ) আয়কর (ঘ) সম্পদ কর

১৯. বাংলাদেশের কোন শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি?

(ক) বৃহৎ শিল্পে (খ) ক্ষুদ্র শিল্পে

(গ) মাঝারি শিল্পে (ঘ) কুটির শিল্পে

২০. বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির ধারণাটির সূত্রপাত হয়—

(ক) ৬০ দশকের শেষদিকে (খ) ৭০ দশকের শেষদিকে

(গ) ৮০ দশকের শেষদিকে (ঘ) ৯০ দশকের শেষদিকে

২১. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি কোনটি?

(ক) সঞ্চয় বৃদ্ধি (খ) আমদানি বৃদ্ধি

(গ) মজুরি নিয়ন্ত্রণ (ঘ) ঋণপত্র বিক্রয়

২২. যুদ্ধকালীন ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি?

(ক) জাতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি (খ) নিয়োগভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

(গ) চাহিদাভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি (ঘ) সময়ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি

২৩. ২০১৯ সালে কোনো একটি পণ্যের মূল্য ছিল ৫০ টাকা। ২০২০ সালে পণ্যটির দাম বৃদ্ধি পেয়ে হলো ৬০ টাকা। এক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির হার কত?

(ক) ১০% (খ) ২০% (গ) ৩০% (ঘ) ৪০%

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

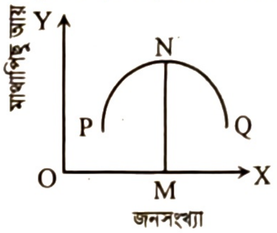

২৪. চিত্র অনুযায়ী কোন বিন্দুতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক?

(ক) N (খ) Q (গ) M (ঘ) P

২৫. চিত্র অনুযায়ী—

i. N বিন্দুর পর মাথাপিছু আয় কমতে থাকে
ii. জনসংখ্যা M বিন্দুর বামে হলে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ
iii. জনসংখ্যা M বিন্দুর ডানে হলে কাম্য জনসংখ্যা দেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দরিদ্র কৃষক মনু মিয়া সামান্য জমিতে চাষাবাদ করে যে ফসল উৎপাদন হয় তা তার পরিবারের ভরণপোষণ কোনো রকমে চলে। অপরদিকে তার বন্ধু সাহেব আলী অধিক পুঁজি ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি বৃহৎ আয়তনের খামার পরিচালনা করেন।

২৬. সাহেব আলীর খামারটি কোন ধরনের?

(ক) বাণিজ্যিক খামার (খ) ক্ষুদ্রায়তন খামার
(গ) সমবায় খামার (ঘ) জীবন নির্বাহী খামার

২৭. মনু মিয়ার তুলনায় তার বন্ধু সাহেব আলীর খামারটির সুবিধা হলো—

i. দক্ষ ব্যবস্থাপনা
ii. কম উদ্বৃত্ত
iii. অধিক উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮. মাশরুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—

i. সুস্বাদু ও পুষ্টিকর
ii. ফলন পেতে অধিক সময় লাগে
iii. ঔষধি গুণসম্পন্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে কার ধারণাটি জনপ্রিয়?

(ক) এডওয়ার্ড ওয়েস্ট (খ) এল. রবিন্স
(গ) ডাল্টন (ঘ) হেনরি মিডউইক

৩০. জ্যামিতিক হার কোনটি?

(ক) ১, ৩, ৬, ৯, ১২ (খ) ১, ২, ৪, ৮, ১৬
(গ) ১, ২, ৩, ৪, ৫ (ঘ) ১, ২, ৬, ১০, ১৬

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট ক

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ স্বল্পশিক্ষিত যুবক রফিক তার নিজ বাড়িতে এক ধরনের পুষ্টিকর সুস্বাদু সবজি চাষ করে। রফিক অল্প দিনেই বেশ সুনাম অর্জনের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও সচ্ছল হয়ে ওঠে। এই সবজি চাষে আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না। ঘরের মধ্যেই চাষ করা যায়। এর ঔষধি গুণও অনেক।

ক. কৃষিজোত কী? ১
খ. কৃষিকগণ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার পেছনে মধ্যস্বত্ব ভোগকারীদের দৌরাত্ম্যই দায়ী— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রফিকের উৎপাদিত সবজিটির উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আত্মকর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উক্ত কৃষিপণ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে— তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ ঢাকার সাভারে অবস্থিত একটি রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক জমিলা। শতকরা ৮০ ভাগ মহিলা শ্রমিক এ শিল্পে নিয়োজিত। বৈদেশিক বাজারে শুল্ক বাধা ও ঘন ঘন শ্রমিক অসন্তোষ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার বড় একটি অংশ আসে এ শিল্প থেকে। এ শিল্পে বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনাও।

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১
খ. আমদানি বিকল্প শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জমিলা কোন শিল্পে কাজ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো জমিলার শিল্পটি একটি সম্ভাবনাময় শিল্প? তোমার মতামত দাও। ৪

৩.▶ "ক" দেশে যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ জনগণের গুণগত মান অত্যন্ত নিম্নমানের। বেশিরভাগ মানুষই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে। ফলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যহানি ঘটছে অন্যদিকে নিম্ন মাথাপিছু আয়ও তাদের অশিক্ষা, জন্মহার বৃদ্ধিসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। বর্তমানে সে দেশের সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

ক. মানবসম্পদ কী? ১
খ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. "ক" দেশটিতে জনসংখ্যার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করো। ৪

৪.▶ "A" দেশের ২০১৮ সালে ভোক্তার মূল্য সূচক ছিল ৩০০ এবং ২০১৯ সালে ভোক্তার মূল্য সূচক বেড়ে ৩৬০ হয়। বাজারে পণ্যের দামও ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এর ফলে গরিব, নিম্নবিত্ত ও সীমিত আয়ের লোক ভোগান্তির শিকার হয়।

ক. মুদ্রা সংকোচন কী? ১
খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে "A" দেশের ২০১৯ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত গরিব, নিম্নবিত্ত ও সীমিত আয়ের লোকের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে যেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে তেমনি বিদেশি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও সংস্থার কাছ থেকে সাহায্যও গ্রহণ করছে। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি উদ্দেশ্যে এসব সাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশ অন্যের সাহায্য ও নিজের চেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছে।

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি কী? ১
খ. বিশ্বায়নের দুটি অসুবিধা লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বৈদেশিক সাহায্য সবসময় পরনির্ভরতা বাড়ায় না— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ খবরের কাগজ পড়তে দিয়ে একটি খবরের প্রতি হাসান সাহেবের দৃষ্টি আটকে যায়। খবরে লেখা হয় রাজশাহীর সাহেব বাজারের সবজির দামের সাথে ঢাকার কাওরান বাজারের সবজির দামের আকাশ পাতাল পার্থক্য। খবরে আরও জানতে পারেন অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগী ও দালালদের দৌরাত্ম্য এবং সংরক্ষণের অসুবিধার কারণে দামের এই পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান সরকার সহজ শর্তে ঋণদান, পণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এইসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।

ক. জীবন নির্বাহী খামার কী? ১
খ. 'শস্য' বহুমুখীকরণের ফলে ঝুঁকি হ্রাস সম্ভব'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাজশাহীর সাহেব বাজার এবং ঢাকার কাওরান বাজারে সবজির দামের পার্থক্যের কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ রফিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করে বাড়িতে এসে দেখলেন গ্রামের অনেক নারী-পুরুষ মিলে বিভিন্ন ধরনের বাঁশ ও বেতের কাজ করছে। এ বিষয়ে কোথায় প্রশিক্ষণ নিয়েছে রফিক তাদের জিজ্ঞেস করায় তারা জানায় এতে তেমন কোনো প্রশিক্ষণ নিতে হয় না। এছাড়া বেশি মূলধনেরও প্রয়োজন নেই। তবে তৈরিকৃত সামগ্রী বিক্রির জন্য পর্যাপ্ত রাস্তাঘাট ও উপযুক্ত বাজার পাওয়া যায় না। এসব সমস্যার যথাযথ সমাধান করা সম্ভব হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।

ক. মাঝারি শিল্প কী? ১
খ. "বেকারত্ব হ্রাসে শিল্পায়নের বিকল্প নেই"— বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রফিকের দেখা কারখানাটি যেন কুটির শিল্পের প্রতিচ্ছবি— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ নিম্নে একটি দেশের খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি তালিকা দেওয়া হলো:

বছর →	০	২৫	৫০	৭৫	১০০	...	১৫০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি →	১	২	৪	৮	১৬	...	৬৪
খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি →	১	২	৩	৪	৫	...	৭

ক. স্থূল মৃত্যুহার কী? ১
খ. আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যটি জনসংখ্যার যে তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উন্নত শিক্ষার প্রসার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ নিশ্চিত হলে উদ্দীপকে তত্ত্বটি কি কার্যকরী হবে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶

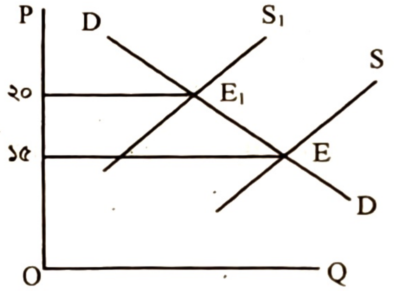

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১
খ. সীমিত আয়ের লোকদের ওপর মুদ্রাস্ফীতি প্রভাব ঋণাত্মক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ বাংলাদেশ বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ফুল, সবজি, হস্তশিল্প ও হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করছে। যদিও কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ এ ধরনের পণ্য রপ্তানি করত না। ফলস্বরূপ রপ্তানি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ এখনো খুবই কম। সরকার তাই রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুল্ক রেয়াত, ট্যাক্স হলিডে, আয়কর রেয়াত, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পুনর্গঠন ও রপ্তানি ঋণপ্রদানসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানি পণ্যের ধরন কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পরিবহন ও যোগাযোগ বাবদ ব্যয় এবং দুস্থ ও বয়স্কভাতাসহ অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার একদিকে দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও জনগণের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করছে। অন্যদিকে বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্র থেকেও ঋণগ্রহণ করছে।

ক. পরোক্ষ কর কী? ১
খ. সরকার আয় করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি ঋণের প্রধান উৎস দুটির মধ্যে কোন উৎসটি তুলনামূলক সুবিধাজনক? তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর																														
	১	ⓚ-খ	২	গ	৩	খ	৪	ক	৫	গ	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ঘ	১০	খ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ক	২৭	গ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ

আলিম পরীক্ষা ২০২৩

বিষয় কোড: ২ ১ ৪

সেট খ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

পূর্ণমান— ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]*

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব কোনটি?

ⓚ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি — (খ) খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি

(ক) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি
(খ) খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি
(গ) শ্রমের যোগান বৃদ্ধি
(ঘ) বেকারত্ব বৃদ্ধি

২. মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক হলো—

i. আয়ুষ্কাল
ii. শিক্ষার্জন
iii. জীবনযাত্রার মান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৩. নিচের কোন উদ্যোগটি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে?

(ক) মজুরি বাড়ানো
(খ) টাকা ছাপানো
(গ) ঋণের সরবরাহ
(ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধি

৪. "মুদ্রাস্ফীতি হলো এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অধিক পরিমাণ অর্থ স্বল্প পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পেছনে ধাবিত হয়"— সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?

(ক) অধ্যাপক পিগু
(খ) অধ্যাপক কুলবর্ন
(গ) অধ্যাপক লর্ড কেইন্স
(ঘ) অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার

৫. মূল্যস্তর ক্রমাগত হ্রাস পেলে—

(ক) অর্থের মূল্যহ্রাস পায়
(খ) অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়
(গ) ভোক্তার প্রকৃত আয় বাড়ে
(ঘ) শ্রমিকশ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়

৬. কোনটি কৃষির সবচেয়ে বড় উপখাত?

(ক) শস্য ও শাকসবজি
(খ) প্রাণিসম্পদ
(গ) বনজ সম্পদ
(ঘ) মৎস্য সম্পদ

৭. 'সাদা সোনা' নামে খ্যাত কোনটি?

(ক) চিনি
(খ) ইলিশ
(গ) চিংড়ি
(ঘ) পাট

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'B' দেশের সরকার সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ কৌশলের আওতায় বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের যৌক্তিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

৮. উদ্দীপকে বর্ণিত উন্নয়ন কৌশল কী নামে পরিচিত?

(ক) FDI
(খ) GSP
(গ) PPP
(ঘ) SDG

৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্যোগটি যৌক্তিক, কারণ এর ফলে—

i. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়
ii. প্রকল্প ব্যয় ন্যূনতম হয়
iii. পর্যাপ্ত পুঁজির সরবরাহ সম্ভব হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১০. কোনটি কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস?

(ক) এনজিও
(খ) গ্রাম্য মহাজন
(গ) গ্রামীণ ব্যাংক
(ঘ) কৃষি ব্যাংক

১১. কোনটি বিশ্বায়নের সাথে সম্পর্কিত?

(ক) অধিক কর্মসংস্থান ও নিম্ন মাথাপিছু আয়
(খ) অধিক কর্মসংস্থান ও উচ্চ মাথাপিছু আয়
(গ) কম কর্মসংস্থান ও নিম্ন মাথাপিছু আয়
(ঘ) কম কর্মসংস্থান ও উচ্চ মাথাপিছু আয়

১২. নিচের কোনটি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য?

(ক) কাঁচাপাট
(খ) তৈরি পোশাক
(গ) হিমায়িত খাদ্য
(ঘ) হোসিয়ারি দ্রব্য

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

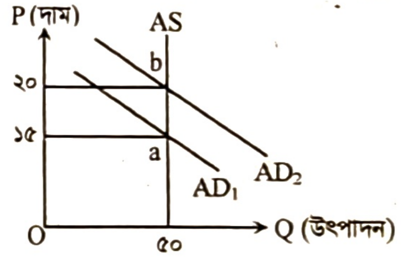

১৩. উদ্দীপকের a থেকে b বিন্দুতে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে?

(ক) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
(খ) উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি
(গ) অতি উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি
(ঘ) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

১৪. উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতির কারণে—

i. শ্রমিক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
ii. করদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়
iii. ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১৫. কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার সবচেয়ে বেশি আয় করে থাকে?

(ক) পানি উন্নয়ন বোর্ড
(খ) পল্লি উন্নয়ন বোর্ড
(গ) রাজস্ব বোর্ড
(ঘ) তুলা উন্নয়ন বোর্ড

১৬. কৃষকরা স্বেচ্ছায় পরস্পরের জমি একত্রিত করে যে খামার গড়ে তোলে তাকে বলে—

(ক) জীবন নির্বাহী খামার
(খ) সমবায় খামার
(গ) বহুমুখী খামার
(ঘ) মিশ্র খামার

১৭. ডায়াবেটিস, কিডনি, ক্যান্সার ও উচ্চ রক্তচাপ রোগ-নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধক সবজির নাম হলো—

(ক) পালংশাক
(খ) পুঁইশাক
(গ) মাশরুম
(ঘ) লাল শাক

১৮. নিচের কোনটি সংরক্ষিত শিল্পের উদাহরণ?

(ক) টাকশাল
(খ) হার্ডওয়্যার
(গ) বায়োটেকনোলজি
(ঘ) সফটওয়্যার টেকনোলজি

১৯. নিচের কোনটি শ্রমনিবিড় শিল্প?

(ক) সাবান শিল্প
(খ) চিনি শিল্প
(গ) কাগজ শিল্প
(ঘ) তৈরি পোশাক

২০. স্বল্প মূলধন, হালকা যন্ত্রপাতি, দেশীয় কাঁচামাল কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য?

(ক) ক্ষুদ্র শিল্প
(খ) হাইটেক শিল্প
(গ) মাঝারি শিল্প
(ঘ) সংরক্ষিত শিল্প

২১. যে বাজারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী অবাধে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারে তাকে কী বাজার বলে?

(ক) জাতীয় বাজার
(খ) স্থানীয় বাজার
(গ) আঞ্চলিক বাজার
(ঘ) মুক্ত বাজার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শফিক সাহেব ঢাকার একটি দোকান থেকে গত বছর খেজুর কিনেছিলেন। এ বছর সৌদি আরব গিয়ে তিনি ওখানকার মার্কেটগুলোতে বাংলাদেশি সিরামিক, ভারতীয় কাপড়সহ বিভিন্ন দেশের তৈরি পণ্য দেখতে পান।

২২. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশ দুটির মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যক বলে—

ক অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য খ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য
গ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘ উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য

২৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাণিজ্যের ফলে—

i. মূলধনের গতিশীলতা হ্রাস পাবে
ii. কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত হবে
iii. দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎস হলো—

i. বিদেশি ব্যক্তি ii. বিদেশি সংস্থা
iii. আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. কোনোরূপ সুবিধা প্রত্যাশা ছাড়া জনগণ সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কী বলে?

ক কর খ ফি
গ সুদ ঘ ভর্তুকি

২৬. An Essay on the Principle of Population গ্রন্থের লেখক কে?

ক এল রবিন্স খ অধ্যাপক-মার্শাল
গ ম্যালথাস ঘ অ্যাডাম স্মিথ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শুধু অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা দেশীয় চাহিদা মেটানো, বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস ও আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশে এক ধরনের শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে।

২৭. উদ্দীপকে কোন শিল্পের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক সংরক্ষিত শিল্প খ আমদানি বিকল্প শিল্প
গ চা শিল্প ঘ পাট শিল্প

২৮. উক্ত শিল্পস্থাপন করা হলে—

i. রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে
ii. আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাবে
iii. লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি কমে আসবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ—

i. বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল ii. অনুকূল জলবায়ু
iii. ভূমির উর্বরতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. গাণিতিক হার কোনটি?

ক ১, ২, ৩, ৪, ৫ খ ১, ২, ৪, ৮, ১৬
গ ১, ৩, ৬, ৯, ১২ ঘ ১, ৩ ৯, ২৭, ৮১

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট খ

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ রাজিব সাহেব একজন দরিদ্র কৃষক। তার খামারের আয়তন ছোট হওয়া সত্ত্বেও যে ফসল ফলে তা দিয়ে তার পরিবারের ভরণপোষণ চলে। পক্ষান্তরে হামিদ সাহেব একজন ধনী কৃষক। তার খামারের আয়তন বড় হওয়ায় তার খামারে অধিক ফসল উৎপাদন হয়। যা দিয়ে তার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত ফসল বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করে।

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১
খ. "বৈশ্বিক উষ্ণতা কৃষির জন্য হুমকিস্বরূপ"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রাজিব সাহেবের খামার কোন ধরনের খামারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজিব সাহেবের খামারের তুলনায় হামিদ সাহেবের খামার অধিক ভূমিকা রাখে— উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

২.▶ জনাব আবদুর রহমান গবাদিপশু থেকে পাওয়া এক ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, মানিব্যাগ, ব্রিফকেস, বেল্ট তৈরি করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে প্রচুর আয় করেন। প্রক্রিয়াজাতকরণের অসুবিধা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব ও পরিবেশ দূষণের মতো সমস্যা থাকলেও প্রচুর কাঁচামালের সরবরাহ, সস্তা শ্রম ও দেশে-বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও উজ্জ্বল।

ক. ক্ষুদ্রশিল্প কাকে বলে? ১
খ. ফার্ম ও শিল্প এক নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে উক্ত শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর— উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ আত্মবিশ্বাসী রোকেয়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অল্প কিছু ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন। আত্মপ্রত্যয়ী ও পরিশ্রমী রোকেয়া এখান থেকে ভালো মুনাফা অর্জন করতে থাকে। বর্তমানে সে একটি নার্সারি ও একটি পোল্ট্রি ফার্মের মালিক এবং তার অধীনে প্রায় ১৫ জন লোক কাজ করে।

ক. স্থূল জন্মহার কী? ১
খ. আদমশুমারি কেন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের কোন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রোকেয়ার উদ্যোগ বেকার সমস্যা সমাধানে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ আসাদ সাহেবের ২০১৮ জানুয়ারি ও ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের দ্রব্যের মোট ব্যয় (কাল্পনিক) সূচি নিচে দেখানো হলো—

ভোগ্য দ্রব্যের নাম	২০১৮ সালের ব্যয় (P_0Q_0)	২০২০ সালের ব্যয় (P_nQ_0)
চাল	২৫০০	৩০০০
আলু	৩০০	৪০০
লবণ	৫০	৬০
তেল	৬০০	৭০০

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. "উৎপাদন হ্রাস ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তার দামসূচক (CPI) বের করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, উৎপাদন হ্রাস, বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবার মূল্য বৃদ্ধির কারণে উক্ত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ জনাব ফয়সাল একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক। তার কারখানায় উৎপাদিত পোশাক মানসম্মত হওয়ার কারণে আমেরিকা, জার্মানি, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়মিত কার্যাদেশপ্রাপ্ত হন। এতে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে।

ক. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কী? ১

খ. "বৈদেশিক সাহায্যের তুলনায় বৈদেশিক বাণিজ্য উত্তম"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব ফয়সাল কোন ধরনের বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব ফয়সালের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে কীভাবে ত্বরান্বিত করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ 'M' দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের জন্য অর্থ ব্যয় করে। সরকার এ সমস্ত ব্যয় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো হলো— প্রতিরক্ষা, গ্রাম পরিষদ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, শিক্ষা, মিউনিসিপ্যাল কার্পোরেশন প্রভৃতি। এসব ব্যয়ের মাধ্যমে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, তেমনি দেশকে টেকসই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

ক. সরকারি ব্যয় কী? ১

খ. পরোক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় ব্যয়ের খাতগুলোর তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি সহায়ক কেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ গণি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণগ্রহণের জটিলতার কারণে আত্মীয় স্বজন, গ্রাম্য মহাজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে যে ঋণ পেয়েছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। সম্প্রতি সরকার কৃষকদের সহায়তা করার জন্য ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে স্বল্পমূল্যে রাসায়নিক সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি উপকরণ পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে গণি মিয়ার মতো কৃষকদের কৃষি চাষাবাদের প্রতি দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে।

ক. কৃষি খামার কাকে বলে? ১

খ. কৃষি বাংলাদেশের মানুষের প্রধান পেশা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যে উৎস হতে গণি মিয়া ঋণ গ্রহণ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির মূল্যায়ন করো। ৪

৮.▶ পাট বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। এক সময় বাংলাদেশের পাট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। পরবর্তীতে পাটের বিকল্প আবিষ্কার ও কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের চাহিদা ও মূল্য দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। এছাড়া সরকার পাটের অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকার কৃষকদের পাট চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, বন্ধ পাটকল পুনরায় চালুসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে বর্তমানে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. মাইক্রো শিল্প কী? ১

খ. প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর চা শিল্প কীভাবে নির্ভরশীল? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাট শিল্পের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ উদ্দীপকটি লক্ষ করো:

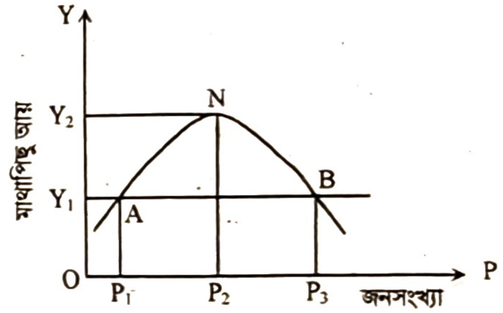

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. কর্মসংস্থানের ওপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব কেমন? ২

গ. উদ্দীপক থেকে নিম্ন জনসংখ্যা ও অতি জনসংখ্যা উল্লেখ করো। ৩

ঘ. প্রদত্ত উদ্দীপকে কাম্য জনসংখ্যা কত ও কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ উদ্দীপকটি লক্ষ করো:

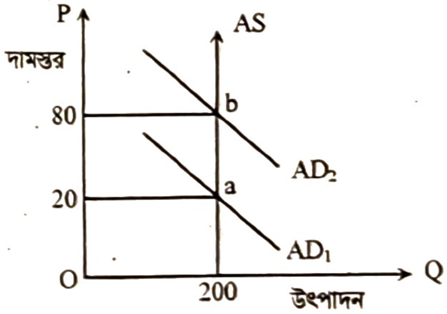

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতিতে ঋণগ্রহীতা কীভাবে লাভবান হয়? ২

গ. চিত্রে, a থেকে b তে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. আমদানি-রপ্তানি, ধনী কৃষক ও কর দাতার ওপর উক্ত মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ হারুন সাহেব তার মোট আয় হতে তিন লক্ষ টাকা বাদ দিয়ে বাকি টাকার ওপর নির্দিষ্ট হারে সরকারকে কর প্রদান করেন। এই করের ভার তিনি কোনোভাবেই অন্যের ওপর চাপাতে পারেন না।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় কীভাবে কর্মসংস্থান ঘটায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হারুন সাহেব এর প্রদানকৃত করের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি রোধ ও নাগরিক চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত করের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

উত্তর	১	গ	২	ঘ	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	গ	৮	গ	৯	ঘ	১০	খ	১১	খ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	ক

এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

ঢাকা বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ক

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

১. চাষাবাদের আয়তন ভিত্তিক খামার কোনটি?
(ক) জীবননির্বাহী খামার (খ) বহুমুখী খামার
(গ) সমবায় খামার (ঘ) ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার

২. বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবদান কত?
(ক) ৯৬ শতাংশ (খ) ৮৬ শতাংশ
(গ) ৭৬ শতাংশ (ঘ) ৬৬ শতাংশ

৩. আমদানি বিকল্প শিল্পের মাধ্যমে—
i. বিলাস জাতীয় পণ্যের আমদানি বাড়ে
ii. দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা হয়
iii. বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দরিদ্র কৃষক আক্কাছ মিয়া পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একখণ্ড জমিতে চাষাবাদ করেন। অন্যদিকে ঐ এলাকার মাসুক মিয়া অধিক পুঁজি, আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে বৃহৎ খামার পরিচালনা করেন।

৪. আক্কাছ মিয়ার খামার কোন ধরনের?
(ক) বাণিজ্যিক (খ) ক্ষুদ্রায়তন
(গ) ব্যক্তিগত (ঘ) জীবননির্বাহী

৫. মাসুক মিয়ার পরিচালিত খামারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—
i. দক্ষ ব্যবস্থাপনা ii. কম উদ্বৃত্ত
iii. অধিক উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত কোনটি?
(ক) ঔষধ (খ) প্রসাধনী
(গ) প্রিন্টিং (ঘ) হোসিয়ারি

৭. বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান গড় আয়ু কত?
(ক) ৬০.৩ বছর (খ) ৬৫.৩ বছর
(গ) ৭০.৩ বছর (ঘ) ৭২.৩ বছর

৮. জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
(ক) $DP = \frac{\Sigma B}{\Sigma P}$ (খ) $DP = \frac{TP}{TA}$
(গ) $DP = \frac{\Sigma P}{\Sigma B}$ (ঘ) $DP = \frac{TA}{TP}$

চিত্রটির আলোকে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

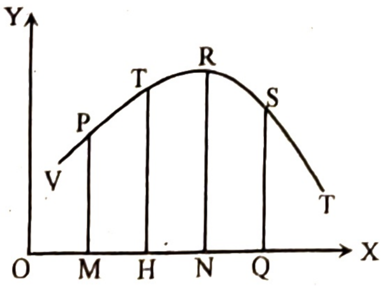

৯. উদ্দীপকে ভূমি অক্ষ কী নির্দেশ করে?
(ক) জনসংখ্যা (খ) মাথাপিছু আয়
(গ) জীবনযাত্রার মান (ঘ) সময়

১০. উদ্দীপক অনুযায়ী MH স্তরে—
i. কাম্য জনসংখ্যা ii. কাম্য অপেক্ষা কম জনসংখ্যা
iii. কাম্য অপেক্ষা কম মাথাপিছু আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে উপেক্ষিত হয়েছে—
i. দরিদ্রতা ii. জনসংখ্যার গুণগত দিক
iii. খাদ্য উৎপাদনে প্রযুক্তির প্রয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. বাংলাদেশের পণ্য সেবা রপ্তানি ও আমদানির শীর্ষে রয়েছে—
(ক) যুক্তরাষ্ট্র-ভারত (খ) চীন-যুক্তরাজ্য
(গ) চীন-ভারত (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র-চীন

১৩. বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কোনটি?
(ক) কাঁচা পাট (খ) সিরামিক সামগ্রী
(গ) চা (ঘ) চামড়া

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাঘমারার সুজনের একটি ছোট কারখানা আছে। সেখানে কোনো ভাড়াটিয়া শ্রমিক কাজ করে না।

১৪. এটি একটি—
(ক) মাইক্রো শিল্প (খ) কুটির শিল্প
(গ) ক্ষুদ্র শিল্প (ঘ) মাঝারি শিল্প

১৫. সুজনের কারখানার প্রতিস্থাপন ব্যয় কত?
i. ৫ লক্ষ টাকার নিচে ii. ১০ লক্ষ টাকার নিচে
iii. ১০ লক্ষ টাকার উপরে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. IT মূলত” সংক্ষিপ্ত রূপ—
(ক) Information Technology
(খ) Information and Computer Technology
(গ) Information and Communication Technology
(ঘ) Information and Cooperation Technology

১৭. $M = \frac{A - O}{O}$ সূত্র অনুসারে A দ্বারা বোঝায়—
(ক) প্রকৃত জনসংখ্যা (খ) অসামঞ্জস্যের পরিমাণ
(গ) কাম্য জনসংখ্যা (ঘ) অতিরিক্ত জনসংখ্যা

১৮. কোনটি মৌলিক মানব উন্নয়ন সূচক নয়?
(ক) আয়ুষ্কাল (খ) শিক্ষা
(গ) জীবনযাত্রার মান (ঘ) কর্মসংস্থান

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

অনুপম স্নাতক সম্পন্ন করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স সম্পন্ন করে স্থানীয় বাজারে একটি কম্পিউটার দোকান শুরু করলো। এতে তার ভালো আয় হতে লাগলো।

১৯. অনুপমের এ উদ্যোগকে অর্থনীতিতে কী বলা হয়?
(ক) আত্মকর্মসংস্থান (খ) ব্যবসা
(গ) যুব উন্নয়ন কার্যক্রম (ঘ) মানব উন্নয়ন

২০. অনুপমের মতো অন্যরা এরূপ কাজ করলে—
i. দারিদ্র্য বিমোচন হবে ii. বেকারত্ব হ্রাস পাবে
iii. দ্রুত ধনী হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয়—
(ক) রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে (খ) আমদানি দ্রব্যের জন্য
(গ) কর রাজস্ব বাড়াতে (ঘ) কর রাজস্ব কমাতে

২২. বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রভাব মাপা হয়—
i. পণ্য ও সেবার প্রবাহ দ্বারা
ii. শ্রম ও জনশক্তির প্রবাহ দ্বারা
iii. প্রযুক্তির প্রবাহ দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. কোনটি চাষে জমি প্রয়োজন হয় না?
(ক) তুলা (খ) মাশরুম (গ) গম (ঘ) চা

২৪. সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কত?
(ক) ১৮০০ ডলার (খ) ২০২৭ ডলার
(গ) ২২২৭ ডলার (ঘ) ২৪০০ ডলার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
সালাম সাহেব পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ জন শ্রমিক নিয়ে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প স্থাপন করেন।

২৫. সালাম সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের?
(ক) বৃহৎ শিল্প (খ) মাঝারি শিল্প
(গ) ক্ষুদ্র শিল্প (ঘ) মাইক্রো শিল্প

২৬. এ শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে—
i. কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ হতে পারে
ii. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবহার হতে পারে
iii. শুধু পরিবারের সদস্যরাই এর মালিক হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. জনসংখ্যার নির্ধারক নয় কোনটি?
(ক) জন্মহার (খ) ভৌগোলিক আয়তন
(গ) নিট অভিবাসন (ঘ) জীবনযাত্রার মান

২৮. BSTI-এর কাজ কী?
(ক) পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা
(খ) ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করা
(গ) যানবাহনের লাইসেন্স দেওয়া
(ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন করা

২৯. বাংলাদেশে 'সাদা সোনা' কী?
(ক) হীরক (খ) পেট্রোলিয়াম (গ) ইলিশ (ঘ) চিংড়ি

৩০. পাউরুটি কোন ধরনের দ্রব্য?
(ক) প্রাথমিক (খ) মাধ্যমিক (গ) চূড়ান্ত (ঘ) মূলধনী

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ এরশাদ তার জমিতে আলু চাষ করে। এতে ফলনও ভালো হয়। কিন্তু অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দুর্বল বাজার কাঠামোসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে নাম মাত্র মূল্যে গ্রামীণ প্রাথমিক বাজারে আলু বিক্রি করতে সে বাধ্য হয়। ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় সে আলু চাষে নিরুৎসাহী হয়ে পড়ে। কৃষির উন্নয়নে বর্তমান সরকার গুদামঘর নির্মাণ এবং স্বল্প সুদে ঋণদানসহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. কৃষি জোত কাকে বলে? ১
খ. ভোগ্য ঋণ ও অনুৎপাদনশীল ঋণের মধ্যে দুইটি পার্থক্য লেখো। ২
গ. এরশাদের উৎপাদিত আলুর ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আলু বিপণনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট কি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ বাংলাদেশের কৃষির দুটি উপখাতের GDP এর খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার নিচে দেওয়া হলো:

সময় খাত	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
প্রাণিজ সম্পদ	৩.২০	৩.৩১	৩.৪০	৩.৫৪
বনজ সম্পদ	৫.১২	৫.৬০	৫.৫১	৮.৩৪

ক. জীবননির্বাহী খামার কাকে বলে? ১
খ. শস্য বহুমুখীকরণ কি খাদ্য ঘাটতি দূর করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বনজ সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের GDP-তে দুটি খাতের অবদানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ গরিব কৃষক বেলাল তার জমিতে প্রতি বছর একই ফসল চাষ করে। এতে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়ায় ফসল উৎপাদন কম হয়। এমতাবস্থায় সে ফসল উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার বন্ধু জামিলের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রাম্য মহাজনের নিকট থেকে ঋণ না নিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় এবং একই জমিতে বছরে তিনটি ফসল চাষ করে। প্রথমে মরিচ, তারপর সরিষা এবং সবশেষে সে ধান উৎপাদন করে। এখন তার ফসল উৎপাদন অনেক বেশি হয়।

ক. কৃষি বিপণন কী? ১
খ. জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামারের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। ২
গ. বেলালের কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম উৎপাদনের কোন ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋণের উৎসের মধ্যে কোন উৎসের ঋণ অধিক ভালো এবং কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ বাংলাদেশ প্রতি বছর শিল্প ও কৃষির যন্ত্রপাতি, নির্মাণ সামগ্রী, প্রসাধনী দ্রব্য ইত্যাদি বিদেশ থেকে কেনার জন্য মুদ্রা ব্যয় করে। পক্ষান্তরে বর্তমানে আমাদের দেশ হতে পাট, চা, তৈরি পোশাকসহ ইত্যাদি পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। এমতাবস্থায় যেসব দ্রব্য আমদানি করা হয় সেসব দ্রব্যের শিল্প স্থাপন দেশের অভ্যন্তরে করা সম্ভব হলে, দেশের আয় দেশেই থাকবে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ১
খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কীভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশে ভূমিকা রাখে? ২
গ. উদ্দীপক থেকে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কীভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৫.▶ অর্থনীতির শিক্ষক জনাব জাহাঙ্গীর আলম ক্লাসে বললেন যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে মিল রেখে এমন শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন যেখানে স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ, নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিজস্ব গৃহে উৎপাদন এবং পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব।

ক. সংরক্ষিত শিল্প কী? ১

খ. শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন কীভাবে প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লিখিত শিল্পের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু জবাই করা হয়। তাছাড়া ঈদ-উল-আযহার সময় কমপক্ষে ২০-২৫ লক্ষ গরুর-মহিষ এবং ৪০-৪৫ লক্ষ ছাগল-ভেড়া জবাই করা হয়। দেশে এবং বিদেশে এসব চামড়ার চাহিদা অনেক বেশি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিককালে ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কারণে মূল্যবান চামড়া মাটিতে পুঁতে ফেলা কিংবা নদীতে ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে।

ক. অগ্রাধিকার শিল্পের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. PPP যৌথভাবে ঝুঁকি বহন করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার প্রধান তিনটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য তুমি কী কী সুপারিশ করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶

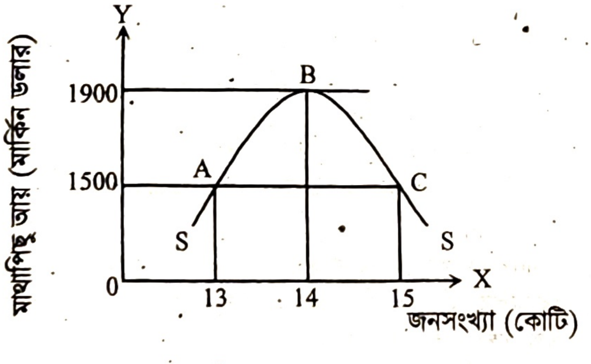

ক. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কীভাবে প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি জনসংখ্যার কোন তত্ত্বকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কাম্য জনসংখ্যা কত ও কেন? বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি কোন বিন্দুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট একটি দেশের জনসংখ্যার কাঠামো নিম্নরূপ:

২০১৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা	২০১৬ সালের মোট জন্মসংখ্যা	২০১৬ সালের মোট মৃত্যুর সংখ্যা
১৬,০০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৮,০০,০০০

ক. নিট অভিবাসন কী? ১

খ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে মানবসম্পদ উন্নয়নের সম্পর্ক কেমন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক থেকে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করো। দেশটি জনবহুল হলে তার সমাধানের জন্য তোমার মতামত প্রদান করো। ৪

৯.▶ আকতার অর্থনীতিতে মাস্টার্স পাস করার পর সরকারি চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু চাকরি হয়নি। পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে টাকা ধার করে এবং ১০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে একটি আমবাগান গড়ে তোলে। বর্তমানে সে একজন সফল আম চাষি। কোনোরকম রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার ছাড়াই সে আম উৎপাদন করে। বিদেশে তার আমের অনেক চাহিদা।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. ট্যাক্স হলিডে রপ্তানি বাণিজ্যকে কীভাবে সম্প্রসারণ করে? ২

গ. আকতারের কর্মসংস্থান কী প্রকৃতির? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আকতারের মতো সফল হতে দেশের বেকার যুবকদের করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ এক সময় বাংলাদেশ শুধু কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, নিউজপ্রিন্ট কাগজ ইত্যাদি রপ্তানি করতো। বর্তমানকালে রপ্তানি বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশ তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, সিরামিক, শাকসবজি, তাজা ফুল, হোসিয়ারি দ্রব্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি দ্রব্য রপ্তানি করছে। ফলে দেশের অর্থনীতি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। তথাপি মেট্রোরেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন রকম কঠিন শর্ত মেনে বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করছে।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত দেশের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহের তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কোনটি অধিক প্রয়োজনীয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ সমগ্র বিশ্ব করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পৃথিবীর সকল দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শিল্পখাতসহ ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের শিল্পখাত ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। শুল্ককর রেয়াত, আমদানি নীতি উদারীকরণ, ভর্তুকি প্রদান, আয়কর সুবিধা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ, সহজ ঋণ সুবিধা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিধারা চলমান আছে।

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১

খ. সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ রপ্তানি বাণিজ্যের গতিধারা চলমান রাখার ক্ষেত্রে কীরূপ ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত পরিস্থিতিতে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর	১	(ক)	২	(খ)	৩	(গ)	৪	(ঘ)	৫	(খ)	৬	(ক)	৭	(ঘ)	৮	(খ)	৯	(ক)	১০	(গ)	১১	(গ)	১২	(ঘ)	১৩	(খ)	১৪	(খ)	১৫	(খ)
	১৬	(ক)	১৭	(ক)	১৮	(ঘ)	১৯	(ক)	২০	(ক)	২১	(ক)	২২	(ঘ)	২৩	(খ)	২৪	(গ)	২৫	(গ)	২৬	(ক)	২৭	(খ)	২৮	(ক)	২৯	(ঘ)	৩০	(গ)

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – ক

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. কোনো দেশে কত শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার?

ⓚ ১৫ (খ) ২০ (গ) ২৫ (ঘ) ৩০

২. ডায়াবেটিস, ব্লাড কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপ ও ক্যান্সার রোগ নিয়ন্ত্রণের সবজির নাম কী?

(ক) লাল শাক (খ) মাশরুম

(গ) পালং শাক (ঘ) মিষ্টি আলুর শাক

৩. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী সর্বোচ্চ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনকারী দেশ কোনটি?

(ক) ভারত (খ) যুক্তরাষ্ট্র (গ) রাশিয়া (ঘ) চীন

৪. নার্সারি স্থাপন কোন কার্যক্রমের অংশ?

(ক) সমবায় (খ) বনায়ন (গ) শস্য (ঘ) সেবা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব কবির একজন কৃষক। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত এক খণ্ড জমিতে তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়েই চাষাবাদ করেন এবং তা দিয়েই পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করেন।

৫. উদ্দীপকে কোন ধরনের খামারের কথা বলা হয়েছে?

(ক) জীবননির্বাহী খামার (খ) বহুমুখী খামার

(গ) বাণিজ্যিক খামার (ঘ) মিশ্র খামার

৬. উক্ত খামারের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. জীবন ধারণ করা ii. অধিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা

iii. ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব ফারুক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করে। গত কয়েক বছর তার গ্রামে প্রচুর কৃষিজ পণ্য উৎপাদন হয়। সে পণ্যের বাজার দাম সম্পর্কে অবগত নয়। উক্ত গ্রামে কোনো গুদামঘর নেই এবং গ্রামের রাস্তাটি যথেষ্ট সরু।

৭. জনাব ফারুকের গ্রামের উৎপাদন সম্পর্কিত সমস্যাটি কোন ধরনের?

(ক) কৃষিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ (খ) কৃষি ঋণের প্রসার

(গ) শস্য বহুমুখীকরণ (ঘ) কৃষিপণ্যের বিপণন

৮. জনাব ফারুকের সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান হলো—

i. কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন

ii. গুদামঘর নির্মাণ

iii. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯. বাংলাদেশে সর্বশেষ শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয় কোন সালে?

(ক) ২০০৫ (খ) ২০১০ (গ) ২০১৬ (ঘ) ২০২০

১০. জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব কোন শিল্পের বৈশিষ্ট্য?

(ক) উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প (খ) অগ্রাধিকার শিল্প

(গ) নিয়ন্ত্রিত শিল্প (ঘ) হাইটেক শিল্প

১১. তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে কততম?

(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয় (গ) পঞ্চম (ঘ) অষ্টম

১২. কোনটি চা শিল্পের প্রধান সমস্যা?

(ক) দরপতন (খ) সংরক্ষণের অভাব

(গ) অনিয়মিত বৃষ্টিপাত (ঘ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতি

১৩. শিল্পনীতি-২০১৬ এর আলোকে কোনটি অগ্রাধিকার শিল্প?

i. ঔষধ শিল্প ii. জাহাজ নির্মাণ শিল্প

iii. পর্যটন শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

এক সময় বাংলাদেশ সব ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী এবং গাড়ির জন্য সম্পূর্ণ বিদেশের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের সামগ্রী দেশের অভ্যন্তরেই কিছু প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করছে এবং অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখছে।

১৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে কোন ধরনের শিল্প?

(ক) আমদানি বিকল্প শিল্প (খ) রপ্তানিমুখী শিল্প

(গ) অগ্রাধিকার শিল্প (ঘ) সংরক্ষিত শিল্প

১৫. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পের প্রভাবে—

i. বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়

ii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়

iii. দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশের বিলিয়ন ডলার শিল্পটি হতে বর্তমানে মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৫ ভাগ অর্জিত হয়। এখানে প্রচুর নারী শ্রমিক কর্মরত। এটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখনও প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন।

১৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প কোনটি?

(ক) জাহাজ নির্মাণ শিল্প (খ) তৈরি পোশাক শিল্প

(গ) চামড়া শিল্প (ঘ) পাট শিল্প

১৭. উদ্দীপকের শিল্পটির সমস্যা হলো—

i. অন্যান্য দেশে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন

ii. শ্রমিক অসন্তোষ

iii. স্বল্প আইটেমের পোশাক রপ্তানি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী সবচেয়ে কম দারিদ্র্য প্রবণ জেলা কোনটি?

(ক) কুড়িগ্রাম (খ) নারায়ণগঞ্জ

(গ) দিনাজপুর (ঘ) ফরিদপুর

১৯. যে জনসংখ্যা দ্বারা সর্বোচ্চ জাতীয় উৎপাদন অর্জিত হয় তাকে কী বলে?

(ক) কম জনসংখ্যা (খ) অধিক জনসংখ্যা

(গ) কাম্য জনসংখ্যা (ঘ) প্রকৃত জনসংখ্যা

২০. অধ্যাপক ডাল্টন প্রদত্ত কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের সূত্রে M কী প্রকাশ করে?
(ক) অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ
(খ) স্থির বা স্থবির জনসংখ্যার দেশ
(গ) নিম্ন জনসংখ্যার দেশ
(ঘ) নিম্ন জনসংখ্যা হতে বিচ্যুতির মাত্রা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, তোমাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হতে হবে, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।

২১. প্রধান অতিথির বক্তব্য অনুসরণ করলে নিচের কোনটি ঘটবে?
(ক) মানব সম্পদ বৃদ্ধি পাবে (খ) শিক্ষার হার বাড়বে
(গ) কৃষির উন্নয়ন হবে (ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন বাড়বে

২২. প্রধান অতিথির বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো—
i. নিরক্ষরতা দূরীকরণ
ii. দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা
iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

চাকরির পিছনে অনেক ঘুরে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে হিল্লোল নিজ পুকুরের সাথে আরও তিনটি পুকুর বর্গা নিয়ে মাছ চাষ শুরু করল। এর ফলে তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলো এবং তার সঙ্গে আরও ১২ জন যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হলো।

২৩. হিল্লোলের এ প্রচেষ্টাকে কী বলা যায়?
(ক) কর্মসংস্থান সৃষ্টি (খ) আত্মকর্মসংস্থান
(গ) সৃজনশীলতা (ঘ) উৎপাদনশীলতা

২৪. হিল্লোলের এরূপ প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন—
i. আত্মবিশ্বাস ii. ইতিবাচক মনোভাব
iii. প্রচুর মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব হলো—
i. উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি
ii. উৎপাদকের দক্ষতা বৃদ্ধি
iii. নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশ সার ও রাসায়নিক পণ্যদ্রব্যের পাশাপাশি টেরিটাওয়েল ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল, সিরামিক সামগ্রী এবং হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদিও রপ্তানি করে থাকে।

২৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানিদ্রব্যগুলো কী ধরনের দ্রব্য?
(ক) কৃষিজাত (খ) সেবাজাত
(গ) প্রচলিত (ঘ) অপ্রচলিত

২৭. উক্ত দ্রব্যগুলো রপ্তানি করে বাংলাদেশের—
i. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
iii. সম্পর্কের উন্নয়ন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮. বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের কোনটির অবদান সবচেয়ে কম?
(ক) নিটওয়্যার (খ) তৈরি পোশাক
(গ) পাট ও পাটজাত দ্রব্য (ঘ) চা

২৯. 'অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম' কোন ধরনের আমদানিকৃত পণ্য?
(ক) শিল্পজাত (খ) প্রাথমিক
(গ) মূলধনী (ঘ) চূড়ান্ত

৩০. EPZ-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Export Promotion Zone
(খ) Export Production Zone
(গ) Export Processing Zone
(ঘ) Export Procuring Zone

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ জনাব আশরাফ উপকূলীয় এলাকার একজন প্রান্তিক চাষী। তিনি সারাবছর বিভিন্ন রকমের শস্য উৎপাদন করে থাকেন। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য তিনি তার উৎপাদিত শস্য শহরে বিক্রয় করতে পারেন না। অন্যদিকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী ও দালালদের দৌরাত্ম্যের কারণে তিনি ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হন। সংরক্ষণের সুযোগ না থাকায় ফসলের মৌসুমেই কম দামে শস্য বিক্রয় করতে বাধ্য হন। কঠোর পরিশ্রম করেও আশরাফের আর্থিক সচ্ছলতা অর্জিত হয়নি।

ক. আত্মতোষণ খামার কাকে বলে? ১
খ. কৃষি খামার ও কৃষি জোত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. "কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ"— উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২.▶ রমিজ সাহেব একজন ক্ষুদ্র চাষী। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া সামান্য জমিতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজেই চাষাবাদ করেন। কঠোর পরিশ্রম করেও তিনি সচ্ছলতার মুখ দেখেননি। বরং কোনোরকমে জীবননির্বাহ করে চলেছেন। অন্যদিকে সফিক সাহেব অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক। জমি চাষাবাদ করে তিনি বেশ লাভবান হয়েছেন। তার নিজের ট্রাক্টর ও সেচযন্ত্র আছে। গত বছর তিনি উৎপাদিত পণ্য ও উপকরণ পরিবহনের জন্য একটি পিকআপ ভ্যান ক্রয় করেছেন। এ বছর তিনি একটি হারভেস্টার কেনার ইচ্ছা পোষণ করেন।

ক. কৃষি ঋণ কী? ১
খ. পরিবেশ দূষণ কীভাবে কৃষি উৎপাদনে প্রভাব ফেলে? ২
গ. উদ্দীপকে আলোচিত রমিজ সাহেবের খামারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রমিজ সাহেব ও সফিক সাহেবের খামারের মধ্যে পার্থক্য মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ মি. মতিন তার জমিতে বছরে দুবার ধান চাষ করে থাকেন। কিন্তু গত বছর ধান উৎপাদন কম হওয়ায় লোকসানের শিকার হন। এমতাবস্থায় মি. মতিন কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। কৃষি কর্মকর্তা তাকে একই জমিতে বার বার একই ফসল চাষ না করে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদনের পরামর্শ দেন। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে মতিন সাহেব, এ বছর পর্যায়ক্রমে ধান, গম ও পাট উৎপাদন করে বেশ লাভবান হয়েছেন।

ক. মাশরুম কী? ১

খ. কৃষিতে ভর্তুকির প্রভাব কী? ২

গ. উদ্দীপকে একই জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষের এ কৌশল কোন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এদেশের কৃষি উন্নয়নে মতিন সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপ কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ রহমান সাহেব দেশের নামকরা শিল্পোদ্যোক্তা। তিনি চামড়াজাত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে প্রচুর আয় করেন। তার কারখানায় অনেক লোক কাজ করে। গত বছর রপ্তানি মেলায় রহমান সাহেব পুরস্কৃত হন।

ক. হাইটেক শিল্প কাকে বলে? ১

খ. পাট শিল্প কীভাবে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত শিল্পটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বর্তমান সরকার বৃহৎ বিদ্যুকেন্দ্র স্থাপন করে দেশের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে নাগরিক জীবনে স্বস্তি এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ক. শিল্প কী? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কীভাবে দেশের সুষম উন্নয়ন ঘটায়? ২

গ. উদ্দীপকে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে সরকারের শিল্পনীতির কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি নীতির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ জনাব তাপস শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে নিজ এলাকায় সুপরিচিত। তার সিমেন্ট ও সার উৎপাদন কারখানা রয়েছে। তার কারখানায় এক হাজারের অধিক শ্রমিক কাজ করে। তিনি কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের নতুন কারখানা স্থাপনের কাজ করছেন। তার শিল্প কারখানার জন্য ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত ঋণ পেয়েছেন, সরকারও তাকে নানারকম সহযোগিতা প্রদান করছে। দেশের আমদানি হ্রাসে জনাব তাপস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

ক. মাঝারি শিল্প কাকে বলে? ১

খ. শিল্পায়ন কীভাবে কৃষিকে সহায়তা করে? ২

গ. উদ্দীপকে মি. তাপসের শিল্প কারখানা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ যেসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি, সেসব দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি উন্নয়নকে ব্যাহত করে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে খাদ্য ও বাসস্থানের যোগান দিতে ভূমির ওপর চাপ পড়ে, শিশুরা অপুষ্টির শিকার হয়।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কাকে বলে? ১

খ. নারী শিক্ষা কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণ করো। ৪

৮.▶ সালমা বেগম একজন আত্মপ্রত্যয়ী নারী। উৎপাদনশীল কাজ করার প্রবল আগ্রহ থেকে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেলাই, ব্লক ও বাটিকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি তার দীর্ঘদিনের জমানো অর্থ দিয়ে নিজ গৃহে কাপড় সেলাই, জামাকাপড়ের নকশা তৈরির কাজ শুরু করেন। কিন্তু করোনা মহামারির প্রভাবে প্রাথমিক অবস্থায় পণ্য বিক্রয় আশানুরূপ হয়নি। তিনি হতাশ হননি, বরং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতা আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। এতে তিনি সফল হন। তার ব্যবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. বেকারত্ব কী? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্যসেবার ভূমিকা কী? ২

গ. উদ্দীপকে সালমা বেগমের কর্মসংস্থানের প্রকৃতি আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত কর্মসংস্থানের জন্য একজন ব্যক্তির করণীয় নির্ধারণ করো। ৪

৯.▶ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানবসম্পদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের সুস্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে অপরিহার্য পূর্বশর্ত। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সত্ত্বেও যদি জনগোষ্ঠীকে অপুষ্টি, নিরক্ষরতা ও স্বাস্থ্যহীনতার অভিশাপমুক্ত করা না যায়, তাহলে সে প্রবৃদ্ধি অর্জন অর্থহীন। তাই শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের তাগিদেই নয়, বরং মানবসম্পদ উন্নয়ন পৃথকভাবেই একটি ইপ্সিত লক্ষ্য।

ক. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাকে বলে? ১

খ. পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

১০.▶ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে শ্রম বিভাগের উপযুক্ত ব্যবহার, মূলধনের সঠিক প্রয়োগ ও গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায়। এতে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে যেতে পারে। ফলাফল স্বরূপ ঘটে বিশ্বায়ন, যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্যাপী নিবিড় সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা দূরত্ব হ্রাস পায়। বর্তমানে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডাসহ প্রায় ৩০টি দেশে সফটওয়্যার এবং আইটি সার্ভিস রপ্তানি করছে। নকিয়া, জাপান এয়ারলাইন্স, বিশ্বব্যাংক, এইচপি বাংলাদেশের তৈরি সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। বাংলাদেশের জনগণের প্রযুক্তি দক্ষতা বাড়ছে।

ক. বৈদেশিক সাহায্য কাকে বলে? ১

খ. জনশক্তি রপ্তানি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ মি. আলম একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। তিনি দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে চাল সংগ্রহ করে চট্টগ্রামে পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করেন। ফলের মৌসুমে তিনি রাজশাহী অঞ্চলের আম, লিচু ইত্যাদি সংগ্রহ করে চট্টগ্রামে সরবরাহ করে থাকেন। অন্যদিকে, মি. চৌধুরী তৈরি পোশাক রপ্তানি করে সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি সরকারের প্রদত্ত নগদ সহায়তা, আয়করের ওপর রেয়াত সুবিধা লাভ করেন। সরকার তাকে সিআইপি মর্যাদায় ভূষিত করেন।

ক. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কাকে বলে? ১

খ. "বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছু বাণিজ্য ভালো"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. আলম এবং মি. চৌধুরীর বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তর	১	গ	২	খ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	গ	১০	ঘ	১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	গ

রাজশাহী বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ঘ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **বিশ্বায়নের যুগের নতুন অর্থনীতি বিকাশে কার ভূমিকা মুখ্য?**
(ক) শিক্ষা (খ) তথ্য প্রযুক্তি
(গ) জনগণ (ঘ) সরকার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' দেশের ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৮৬৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্বের বছরের চেয়ে ৮০০ মিলিয়ন ডলার কম।

২. **'ক' দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি কেমন?**
(ক) ঘাটতি (খ) ভারসাম্য
(গ) অনুকূল (ঘ) উদ্বৃত্ত

৩. **এ অবস্থার পরিবর্তনে কী প্রয়োজন?**
i. আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠা
ii. রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি
iii. মুদ্রার অবমূল্যায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. **বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব নয় কোনটি?**
(ক) ভূমিকম্প (খ) সাইক্লোন
(গ) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (ঘ) লবণাক্ততা বৃদ্ধি

৫. **সুতা কোন ধরনের পণ্য?**
(ক) প্রাথমিক (খ) মাধ্যমিক
(গ) মূলধনী (ঘ) চূড়ান্ত

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে রাজু তার ৩০ শতাংশ জমিতে ঋতুভেদে আলু, বাদাম, পাট, ধান চাষ করেন।

৬. **রাজুর জমিতে চাষাবাদের ধরন কী?**
(ক) উচ্চ ফলনশীল (খ) বাণিজ্যিক চাষ
(গ) শস্য বহুমুখীকরণ (ঘ) মিশ্র চাষ

৭. **উক্ত চাষ পদ্ধতির উদ্দেশ্য—**
i. উৎপাদন খরচ কমানো
ii. মাটির পুষ্টি ঠিক রাখা
iii. আগাছা কমানো
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. **বাংলাদেশে আদর্শ কৃষি খামারের আয়তন কত?**
(ক) ১ একর (খ) ৩ একর
(গ) ৫ একর (ঘ) ১০ একর

৯. **চাল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত?**
(ক) চতুর্থ (খ) তৃতীয়
(গ) দ্বিতীয় (ঘ) প্রথম

১০. **আবাদযোগ্য জমিকে বলে—**
(ক) কৃষি জোত (খ) কৃষি খামার
(গ) জীবননির্বাহী খামার (ঘ) বাণিজ্যিক খামার

১১. **কোনো জীবকে মানব কল্যাণে প্রয়োগের প্রযুক্তিকে কী বলা হয়?**
(ক) কৃষি প্রযুক্তি (খ) জৈব প্রযুক্তি
(গ) টিস্যু কালচার (ঘ) সেরিকালচার

১২. **কৃষিতে ICT এর ব্যবহার হচ্ছে—**
i. কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে
ii. কৃষি বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণে
iii. কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধানে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩. **TCB এর কাজ কী?**
(ক) খাদ্যের ভেজাল প্রতিরোধ করা
(খ) তামাক নিয়ন্ত্রণ করা
(গ) পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা
(ঘ) ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করা

১৪. **বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বৃহত্তম বাজার কোনটি?**
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) ই.ইউ
(গ) মধ্যপ্রাচ্য (ঘ) যুক্তরাজ্য

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুখলেছ একজন দরিদ্র কৃষক। নিজের জমি না থাকায় সে অন্যের জমি চাষ করে। সে সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করে। সেচ ও সার ব্যবহার করতে পারে না। তার উৎপাদন ক্ষমতা কম।

১৫. **মুখলেছ কোন ধরনের কৃষক?**
(ক) ভূমিহীন (খ) বর্গাচাষি
(গ) প্রান্তিক (ঘ) দরিদ্র

১৬. **মুখলেছের উৎপাদন ক্ষমতা কম হবার কারণ—**
i. জমির মালিকানা না থাকা
ii. মৌসুমি বায়ুর ওপর নির্ভরতা
iii. সনাতনী চাষ পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. **উৎপাদনকারী → মধ্যস্বত্বভোগী → পাইকারি ব্যবসায়ী → খুচরা ব্যবসায়ী → ভোক্তা**
প্রবাহ চিত্রটি কী নির্দেশ করে?
(ক) বিপণন পদ্ধতি (খ) উৎপাদন পদ্ধতি
(গ) ক্রয় পদ্ধতি (ঘ) সংরক্ষণ পদ্ধতি

১৮. **PPP-এর পূর্ণরূপ কী?**
(ক) Private Public Partnership
(খ) Public Private Partnership
(গ) Public Production Policy
(ঘ) Private Production Policy

১৯. **ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প কোনটি?**
(ক) নির্মাণ শিল্প (খ) বিদ্যুৎ
(গ) খনিজ (ঘ) ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্প

২০. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত?
ⓚ হবিগঞ্জ ⓚh মৌলভীবাজার

২০. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত?

(ক) হবিগঞ্জ (খ) মৌলভীবাজার
(গ) সিলেট (ঘ) চট্টগ্রাম

২১. বাংলাদেশের আমদানি পণ্যসামগ্রীকে ভাগ করা যায়—

i. প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহ
ii. শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল
iii. মূলধনী যন্ত্রপাতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

খলিল সাহেবের শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী সম্পদ ৫০ কোটি টাকার অধিক এবং শ্রমিক সংখ্যা ১,০০০ এর অধিক। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এটি সফলতা অর্জন করেছে।

২২. খলিল সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?

(ক) চামড়া শিল্প (খ) তৈরি পোশাক শিল্প
(গ) পাট শিল্প (ঘ) চা শিল্প

২৩. এ শিল্পের ক্ষেত্রে—

i. ১৯৭৬ সালে রপ্তানি শুরু করে
ii. রপ্তানি আয়ের ৮২% অর্জিত হয়
iii. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪. বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম কিসের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন?

(ক) ধান (খ) গম (গ) তুলা (ঘ) পাট

২৫. কাম্য জনসংখ্যার সূত্র কে প্রদান করেন?

(ক) ম্যালথাস (খ) ডাল্টন
(গ) মার্শাল (ঘ) স্যামুয়েলসন

২৬. রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার কী ব্যবস্থা নিতে পারে?

(ক) শুল্ক বৃদ্ধি (খ) ভর্তুকি হ্রাস
(গ) ভর্তুকি বৃদ্ধি (ঘ) জ্বালানির দাম বৃদ্ধি

২৭. বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ শিল্প কী?

(ক) পাট (খ) চামড়া
(গ) তৈরি পোশাক (ঘ) চা

সূচিটি লক্ষ করো এবং ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক দেশ

বছর	০	২৫	৫০	৭৫
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১	২	৪	৮
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি	১	২	৩	৪

২৮. ১২৫ বছর পর 'ক' দেশের জনসংখ্যা ও খাদ্যের পরিমাণ হবে যথাক্রমে—

(ক) ১২, ৫ (খ) ১৬, ৬
(গ) ৩২, ৬ (ঘ) ৩৫, ৫

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

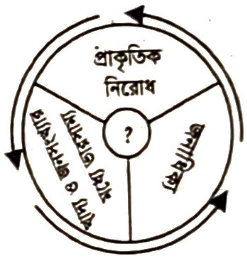

২৯. '?' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?

(ক) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (খ) ম্যালথাসীয় চক্র
(গ) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব (ঘ) জনমিতিক অবস্থান্তর তত্ত্ব

৩০. এখানে 'প্রাকৃতিক নিরোধ' বলতে বোঝায়—

i. মহামারী
ii. চরম দারিদ্র্য
iii. অসম্পূর্ণ পেশাগত নিয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ লুৎফর মোল্যা একজন সবজি চাষি। সে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করে। তার উৎপাদিত সবজি গ্রামের ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করে শহরের ভোক্তাদের চাহিদা মেটায়। তার সবজি চাষের ফলে একদিকে ভোক্তারা যেমন উৎকৃষ্টমানের সবজি ক্রয় করতে পারে, অন্যদিকে সেও আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হয়। তবে বাজারের দূরত্ব, যাতায়াত সমস্যা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বিদ্যমান।

ক. কৃষি কাঠামোর কী? ১
খ. কৃষিতে উন্নত বীজের ব্যবহার কর্মসংস্থানকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. লুৎফর মোল্যার উৎপাদিত পণ্য যে প্রক্রিয়ায় ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাজারজাতকরণের ত্রুটিসমূহ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ জমির প্রান্তিক কৃষক। সনাতন চাষ পদ্ধতি, অদক্ষ পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে যে ফসল উৎপাদন হয় তার সাহায্যে জীবিকানির্বাহ কঠিন। ফলে কৃষিকাজের জন্য ফসলের বীজ, কীটনাশক ও সার ক্রয়ের জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও বিভিন্ন এনজিও এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুদে ঋণ নিতে হয়। যার ফলে তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় না।

ক. জীবননির্বাহী খামার কী? ১
খ. "কৃষক দরিদ্র তাই ফসল বিপণনের সমস্যাও বেশি"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জমিরের কৃষি খামারের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. জমিরের গৃহীত ঋণের উৎসগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে 'ক' শিল্প থেকে। 'ক' শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে নতুন এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। অনগ্রসর নারীদের কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

ক. কুটির শিল্প কী? ১
খ. শিল্পায়নের মাধ্যমে কীভাবে একটি দেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করে? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দ্বারা কোন ধরনের শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো বাংলাদেশ 'ক' দ্বারা নির্দেশিত শিল্পের সমস্যা রয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪.▶ সুমন শিক্ষিত চাষি। পূর্বে তার জমি থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন হতো না। কিন্তু বর্তমানে সুমন ঐ জমিতে সারাবছরই বিভিন্ন শস্য ও সবজি উৎপাদন করে। এছাড়া তিনি উন্নত যন্ত্রপাতি, বীজ এবং তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন। তাই আরও এক বিঘা জমি ভাড়া নিয়ে ফসল, শস্য ও সবজি চাষের পরিধি বাড়াবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ক. কৃষি কী? ১

খ. "বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমনের একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের শস্য চাষাবাদ কোন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শস্য বহুমুখীকরণের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ জনাব আবুল বাশার একজন শিক্ষক। তিনি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দক্ষ মানবসম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রায় ১৬ কোটি লোক বাস করে। কিন্তু এসব লোকের বেশিরভাগই অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। এরা সমাজের বোঝা হয়ে থাকছে। তবে এসব লোককে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারা সম্পদে পরিণত হবে এবং উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কী বোঝ? ১

খ. প্রশিক্ষণ কীভাবে মানবসম্পদ তৈরি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আবুল বাশার মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব কীভাবে ব্যাখ্যা করেন? ৩

ঘ. বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

৬.▶ রহিমা একজন স্বাস্থ্যকর্মী। একদিন পাশের গ্রামের জুলেখার বাড়িতে গিয়ে দেখেন, তার বাড়ির পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর, পাঁচটি সন্তানই রোগাটে। ২/১ জন বাদে বাকি সব সন্তানই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। রহিমা তার পাশের গ্রামে জুলেখাসহ আরও কয়েকটি পরিবারকে পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে পরামর্শ দেন।

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. নারী শিক্ষা কীভাবে জনসংখ্যা হ্রাসে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জুলেখার পরিবারের প্রধান সমস্যাটা কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে কীভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে? মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে বিদ্যমান সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি। এজন্য বিভিন্ন সমস্যা যেমন: জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্বসহ ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যায়। তবে সাম্প্রতিককালে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কাকে বলে? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্য ও সেবার সম্পর্ক কী? ২

গ. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী কী সমস্যা সৃষ্টি করে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করবে বলে তুমি মনে করো? ৪

৮.▶ মি. মতিন কুমিল্লা জেলার একজন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি। সে কাজের সন্ধানে মালয়েশিয়ায় যায়। একদিন সে একটি শপিংমলে প্রাণ আচার, বি.ডি চানাচুর ও RFL এর পণ্যসামগ্রী দেখে আনন্দ অনুভব করে কিন্তু তা সামান্য মাত্র। শপিংমলের অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী চীন, জাপান, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের। দোকানদার মতিনকে বলেন যে, তোমার দেশের উৎপাদিত পণ্যের দাম নিম্ন কিন্তু পরিবহন সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য আমরা কম পণ্য আমদানি করি।

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১

খ. "বৈদেশিক সাহায্য দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শপিংমলে মতিনের দেশের পণ্য কম হওয়ার কারণ কী তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মতিনের দেশের বেশি পণ্যসামগ্রী শপিংমলে দেখতে হলে কী করা প্রয়োজন? ৪

৯.▶ রোকেয়ার স্বামী রিকসা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। সড়ক দুর্ঘটনায় তার দুটি পা নষ্ট হয়ে যায়। রোকেয়া স্বামী সন্তান নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় একটি NGO থেকে ৩ (তিন) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মুড়ি ভাজার কাজ শুরু করে এবং স্থানীয় বাজারে মুড়ি বিক্রি করে সংসার চালাতে থাকে।

ক. শিল্প কী? ১

খ. শিল্পায়নের মাধ্যমে একটি দেশ কীভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন করে? ২

গ. রোকেয়ার মুড়ি ভাজার কাজটি কোন ধরনের শিল্পের আওতাধীন? উক্ত শিল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প বিকশিত হলে এদেশের বেকারত্ব দূরীকরণে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো? ৪

১০.▶ দেশের শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার EPZ গঠন, শিল্প ঋণ প্রদান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, কারিগরি জ্ঞান প্রসারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ফলে তৈরি পোশাক, ঔষধ, প্লাস্টিক সামগ্রীসহ বহু পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচি রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে কীরূপ ভূমিকা পালন করছে? ৩

ঘ. দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে, খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে, প্রত্যেক দেশে প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়।

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১

খ. যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয় তাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে জনসংখ্যার কোন তত্ত্বটি সজ্ঞাতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উক্ত তত্ত্বটি কতটুকু কার্যকর? মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তর	১	খ	২	ক	৩	খ	৪	ক	৫	খ	৬	গ	৭	ঘ	৮	খ	৯	ক	১০	ক	১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ঘ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ

দিনাজপুর বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – ঘ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য কোনটি?
(ক) হিমায়িত খাদ্য (খ) তৈরি পোশাক
(গ) পাটজাত দ্রব্য (ঘ) চামড়া

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক হলো—
i. দুটি দেশ ও একটি পণ্য
ii. দুটি দেশ ও দুটি পণ্য
iii. দুটি দেশ ও একই মুদ্রা ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব রশিদ একজন কারখানার মালিক। সম্প্রতি অতি মুদ্রাস্ফীতি ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তিনি চিন্তিত।

৩. উদ্দীপকের সমস্যা দুটির কারণে নিচের কোনটি ঘটবে?
(ক) রপ্তানি হ্রাস (খ) রপ্তানি বৃদ্ধি
(গ) আমদানি হ্রাস (ঘ) চাহিদা বৃদ্ধি

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের উপায় কোনটি?
(ক) কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার
(খ) উৎপাদন বৃদ্ধি করা
(গ) উৎপাদনের মান বৃদ্ধি করা
(ঘ) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাফা ও পৃথা দুই বোন। দুজনই তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। রাফার তৈরি পোশাক চট্টগ্রামসহ সারাদেশে চাহিদা আছে। পৃথার তৈরি পোশাক আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যায়।

৫. রাফার ব্যবসাকে কী বলা হয়?
(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (খ) খুচরা ব্যবসা
(গ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (ঘ) পাইকারি ব্যবসা

৬. পৃথার ব্যবসায়ের কারণে—
(ক) কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়
(খ) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়
(গ) বিশ্ব বাজারে সম্মান বৃদ্ধি পায়
(ঘ) বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়

৭. কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য?
(ক) চা (খ) চামড়া
(গ) কাগজ (ঘ) হিমায়িত খাদ্য

৮. নিম্নের কোনটি স্থূল জন্মহার নির্ণয়ের সূত্র?
(ক) $CBR = \frac{B}{P} \times 100$ (খ) $CBR = \frac{P}{B} \times 100$
(গ) $CBR = \frac{B}{P} \times 1000$ (ঘ) $GBR = \frac{P}{B} \times 1000$

৯. ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যার চেয়ে খাদ্যোৎপাদন অনেক ধীরে বাড়ে। কারণ—
i. জমির যোগান সীমিত
ii. প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশ
iii. জমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি প্রযোজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

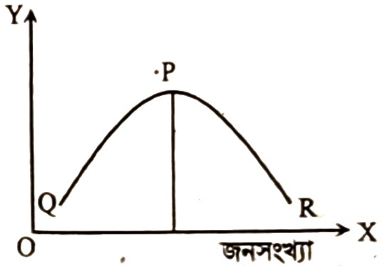

১০. চিত্রে সব অক্ষে কী পরিমাপ করা হয়?
(ক) মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ
(খ) মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ
(গ) মাথাপিছু আয়
(ঘ) মাথাপিছু ব্যয়

১১. জ্যামিতিক হার কোনটি?
(ক) ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ (খ) ১, ২, ৬, ১০
(গ) ১, ২, ৪, ৮, ১৬ (ঘ) ১, ৩, ৬, ৯

১২. নিচের কোন বিষয়টি জনসংখ্যার আকার নিরূপণে বিবেচিত হয় না?
(ক) জন্মহার (খ) অভিবাসন
(গ) মৃত্যুহার (ঘ) শিক্ষার হার

১৩. 'A' একটি দেশ যেখানে ১৫ কোটি লোকের বাস। দেশটির আয়তন ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ কিমি। দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
(ক) ১০০ জন (খ) ১০০০ জন
(গ) ১০,০০০ জন (ঘ) ১,০০,০০০ জন

১৪. Tax-holiday সুবিধা পায় কারা?
(ক) ভোক্তা (খ) উৎপাদনকারী
(গ) রপ্তানিকারক (ঘ) আমদানিকারক

১৫. বৃহদায়তন শিল্পের শ্রেণিভুক্ত হলো—
i. পাট ও বস্ত্র ii. বাঁশ ও বেত
iii. কাগজ ও সার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. চামড়া শিল্প হলো—
i. বৃহৎ ii. ম্যানুফ্যাকচারিং
iii. রপ্তানিমুখী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সজিব একটি কারখানা স্থাপন করেছে কিন্তু সেই কারখানায় কোনো ভাড়া করা শ্রমিক নেই।

১৭. সজিবের কারখানায় মূলধনের পরিমাণ কত?
(ক) ৫ লক্ষ টাকার কম (খ) ৫ থেকে ১০ লক্ষ
(গ) ১০ থেকে ১৫ লক্ষ (ঘ) ১৫ থেকে ২৯ লক্ষ

১৮. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা অনধিক কতজন?
(ক) ৫ (খ) ১০
(গ) ১৫ (ঘ) ২০

১৯. PPP-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Public-private project
(খ) Private-public partnership
(গ) Public-profit project
(ঘ) Public-private partnership

২০. ক্ষুদ্র শিল্পের উদাহরণ কোনটি?
(ক) মোমবাতি কারখানা (খ) ওয়েল্ডিং কারখানা
(গ) তাঁত (ঘ) সিমেন্ট

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জামাল পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকলে চাকরি করতেন। সেই সময় এই শিল্প পণ্যই বেশি রপ্তানি হতো। কিন্তু বর্তমানে সেই কল নেই। এরপরেও সে মনে করে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

২১. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের পণ্যটির চাহিদা ব্যাপকভাবে কমার কারণ কী?
(ক) পণ্যটির উৎপাদন হ্রাস
(খ) কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার
(গ) পণ্যটির উৎপাদন খরচ কম
(ঘ) পণ্যটির কাঁচামালের ঘাটতি

২২. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কোন ধরনের?
(ক) ক্ষুদ্র (খ) মাঝারি
(গ) বৃহৎ (ঘ) সংরক্ষিত

২৩. নার্সারি স্থাপন প্রধানত কোন কার্যক্রমের অংশ?
(ক) বাগান করা (খ) কুটির শিল্প
(গ) বনায়ন (ঘ) কৃষি

২৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে?
(ক) কৃষি (খ) শিল্প
(গ) সেবা (ঘ) তৈরি পোশাক

২৫. বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হচ্ছে—
i. কৃষি ঋণ বিতরণ ii. কৃষি উপকরণ বিতরণ
iii. শস্য বহুমুখীকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিম কোনো চাকরি না পেয়ে পরিবারের সকল সদস্য নিয়ে একটি গরুর খামার গড়ে তোলে। পরবর্তীতে তার পরিবারের ২ জন সদস্য চাকরি নিয়ে চলে গেলেও তার খামারের আয় হ্রাস পায়নি।

২৬. রহিমের প্রচেষ্টাকে কী বলা যায়?
(ক) আত্মনির্ভরশীলতা (খ) আত্মকর্মসংস্থান
(গ) সৃজনশীলতা (ঘ) উৎপাদনশীলতা

২৭. রহিমের খামারের জন্য কোনটি প্রযোজ্য?
(ক) ছদ্মবেশী বেকারত্ব সম্পন্ন (খ) বাণিজ্যিক
(গ) যৌথ (ঘ) সমবায়

২৮. বাংলাদেশের 'সাদা সোনা' কোনটি?
(ক) হীরক (খ) তরল সোনা
(গ) চিংড়ি (ঘ) ব্যাঙের পা

২৯. নিম্নের কাঠামো লক্ষ করো ও প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দাও:
কৃষক → মধ্যস্বত্বভোগী → পাইকারি বিক্রেতা → খুচরা বিক্রেতা → ভোক্তা।
কাঠামোটি কী নির্দেশ করে?
(ক) সংরক্ষণ (খ) প্রক্রিয়াজাতকরণ
(গ) উৎপাদন (ঘ) বিপণন

৩০. বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে বর্তমানে কোন শিল্পের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রয়েছে?
(ক) পোশাক (খ) পাট
(গ) গাড়ি (ঘ) লৌহ

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ সুজনের পিতা একজন প্রান্তিক কৃষক। সুজন এমএ পাস করে চাকরির পিছনে না ঘুরে অন্যের জমি বর্গা নিয়ে পেয়ারার চাষ করে। এজন্য সে এনজিও থেকে ঋণ নিল। কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নেওয়ায় সুজনের পেয়ারার ফলনও খুব ভালো হলো। কিন্তু অধিক পরিবহন ব্যয়, বাজার তথ্যের অভাব, দালাল-ফড়িয়া, সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি সমস্যার কারণে সে পেয়ারার ন্যায্য মূল্য পেলন না।

ক. কৃষি ঋণ কী? ১
খ. কৃষি কি জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে কৃষকেরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা সমাধানে সরকারের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার বলে তুমি মনে করো? ৪

২.▶ রাইয়ান মিয়া একজন সাধারণ কৃষক। সে উপজেলা কৃষি অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে জানতে পারল যে, একই জমিতে একমুখী ফসল উৎপাদন না করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। বর্তমানে সে একই জমিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন শুরু করল।

ক. জৈব প্রযুক্তি কী? ১
খ. কৃষিতে উন্নত বীজের ব্যবহার কর্মসংস্থানকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপকে ফসল উৎপাদনের কোন বিষয়টি নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কৃষির উন্নয়নে শস্য বহুমুখীকরণে কোন ধরনের প্রভাব রয়েছে বলে তোমার মনে হয়? মতামত দাও। ৪

৩.▶ রনি মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। সে কৃষিকাজের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। সে ১ম বছর বেশি সুদে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাম্য মহাজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে। ২য় বছর অল্প সুদে কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে বেশি সময় লেগে যায় আইনি প্রক্রিয়ার কারণে।

ক. কৃষি খামার কী? ১

খ. বাংলাদেশের কৃষি কি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রনি মিয়া বেশি সুদে যেখান থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা ঋণদানের কোন ধরনের উৎস? উৎসগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রনি মিয়ার ১ম বছর ও ২য় বছরের ঋণের মধ্যে কোন ঋণের উৎসটি তুলনামূলক সুবিধাজনক? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ রুমানার বাড়ি রাজশাহীতে। তারা আট ভাইবোন। রুমানা এসএসসি পাস করার পর সংসারে অভাব-অনটনের কারণে ঢাকাতে একটি পোশাক কারখানায় চাকরি নেন। সেখানে ৮০% এর ওপরে নারী শ্রমিক কাজ করে। তৈরি পোশাক খাত থেকে বর্তমানে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন গতিশীল।

ক. শিল্প কী? ১

খ. ফার্ম ও শিল্পের মৌলিক পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কীরূপ ভূমিকা পালন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ জনাব সাদিক নিজ বাড়িতে বসে তার পরিবারের ৭ জন সদস্য নিয়ে একটি ছোট কারখানা গড়ে তোলেন। তার মোট মূলধনের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা। তার কারখানার শ্রমিকরা তেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। তিনি উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে তার পরিবারের খরচ বহন করেন।

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. শিল্পায়নের মাধ্যমে কীভাবে ১টি দেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব সাদিক যে শিল্প গড়ে তুলেছেন তা কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প বিকশিত হলে এদেশের বেকারত্ব দূরীকরণে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো? ৪

৬.▶ বাংলাদেশে ইতিপূর্বে কোনো ফ্রিজ উৎপাদন করা হয়নি। সব ফ্রিজ বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। ওয়ালটন কোম্পানি প্রথম দেশি কাঁচামাল ব্যবহার করে ফ্রিজ উৎপাদন করে।

ক. PPP এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. দেশের উন্নয়নে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ওয়ালটনের উৎপাদিত পণ্যের শিল্পকে অর্থনীতির ভাষায় কী ধরনের শিল্প বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে এই ধরনের শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶

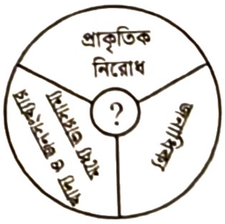

ক. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ১

খ. নারী শিক্ষা কীভাবে জনসংখ্যা হ্রাসে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কোন তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের জন্য প্রাকৃতিক নিরোধ অপেক্ষা প্রতিরোধ ব্যবস্থা অধিক কাম্য— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ মিনা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলায় বাস করেন। তার জেলার আয়তন ২,০০০ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৮০,৪০,০০০ জন। জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় শহরের বিভিন্ন স্থানে যানজট লেগেই থাকে। আগে সহজেই অনেক কাজ করা গেলেও বর্তমানে তা করা যায় না। অর্থাৎ, সবসময় আইনবিরোধী কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন সমস্যা লেগেই থাকে।

ক. স্থূল মৃত্যু হার কাকে বলে? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান কীভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মিনার জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করো। ৩

ঘ. অধিক জনসংখ্যা কী কী সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

৯.▶ পলাশ এমএ পাস করে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য চেষ্টা করেও কোনো চাকরি পায়নি। পরে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গরুর ফার্ম গড়ে তোলেন। এখন তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। গ্রামের বেকার যুবকদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য তিনি প্রশিক্ষণ ও এ ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পরামর্শ দান করেন।

ক. নিট অভিবাসন কী? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়গুলো কী? ২

গ. পলাশের কর্মসংস্থান কী প্রকৃতির? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পলাশের মতো সফল হতে দেশের বেকার যুবকদের করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ লিটন যশোর থেকে শাকসবজি ক্রয় করে ঢাকার স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে এবং ঢাকা থেকে কাপড় কিনে যশোরে বিক্রি করে। অপরদিকে, লিটনের বন্ধু মিলন শাকসবজি ও হিমায়িত মাছ সৌদি আরবে বিক্রি করে এবং ভারত থেকে পেঁয়াজ-রসুন আমদানি করে।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. "বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশের জন্য আবশ্যক"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে লিটনের বাণিজ্যকে কোন ধরনের বাণিজ্য বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে লিটনের ব্যবসায়ের সাথে মিলনের ব্যবসার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ খুলনার মৎস্যজীবী নজরুল সাহেব দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ করেন। তিনি চিংড়ি মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ২

গ. "নজরুল সাহেবের উৎপাদিত চিংড়ি মাছ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে"— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চিংড়ি চাষ কী ভূমিকা রাখছে বলে তুমি মনে করো? ৪

উত্তর	১	Ⓚ খ	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	গ	১০	গ	১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ক

কুমিল্লা বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – খ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. নিচের কোনটি মালিকানাভিত্তিক খামার?
(ক) মিশ্র খামার (খ) যৌথ খামার
(গ) বহুমুখী খামার (ঘ) বিশেষায়িত খামার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

'X' দেশে একটি শিল্প রয়েছে, যে শিল্প থেকে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয়। এ শিল্পে প্রায় ৫০ লক্ষ নারী শ্রমিক কর্মরত; যারা নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে এ শিল্পে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু উক্ত শিল্পটির বিদ্যমান সমস্যাগুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

২. উদ্দীপকে কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে?
(ক) চা (খ) চামড়া
(গ) ঔষধ (ঘ) তৈরি পোশাক

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—
i. বিশ্ব বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা
ii. শ্রমিক নিম্নমজুরি ও শ্রমিক অসন্তোষ
iii. কারখানার উন্নতমানের পরিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. PPP-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Public Private Partnership
(খ) Private Public Partnership
(গ) Partnership Public Private
(ঘ) Partnership Private Public

৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো—
i. দুটি দেশ ও একটি পণ্য
ii. দুটি দেশ ও দুটি পণ্য
iii. দুটি দেশ ও একই মুদ্রা ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. নিচের কোন বিষয়টি জনসংখ্যার আকারকে প্রভাবিত করে না?
(ক) অভিবাসন (খ) জন্মহার
(গ) মৃত্যুহার (ঘ) শিক্ষার হার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' দেশের আয়তন ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গকিলোমিটার। ২০১৫ সালে দেশটির জনসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি। দেশটিতে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ বেশি।

৭. 'ক' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
(ক) ১০০ (খ) ১,০০০
(গ) ১০,০০০ (ঘ) ১,০০,০০০

৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতির কারণে দেশটিতে—
i. খাদ্য ঘাটতি থাকতে পারে
ii. বেকারত্ব বিরাজ করতে পারে
iii. শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯. কোন রপ্তানি পণ্যটিকে হোয়াইট গোল্ড বলা হয়?
(ক) তৈরি পোশাক (খ) পাটজাত দ্রব্য
(গ) হিমায়িত চিংড়ি (ঘ) চামড়াজাত দ্রব্য

১০. বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলো হচ্ছে—
i. পরিবহন ব্যবস্থার অভাব
ii. সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি
iii. গুদামের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. বাংলাদেশে প্রচলিত রপ্তানি পণ্য কোনটি?
(ক) ঔষধ শিল্প (খ) পাট শিল্প
(গ) সিমেন্ট শিল্প (ঘ) হিমায়িত শিল্প

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

'X' দেশটির পণ্য রপ্তানি আয় ৬৩২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ব্যয় ৮৪৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১২. 'X' দেশটির বাণিজ্যিক ভারসাম্য—
(ক) ২১৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত
(খ) ২১৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি
(গ) ১২৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত
(ঘ) ১২৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি

১৩. দেশটির বাণিজ্যের অবস্থা শক্তিশালী করার উপায়—
i. আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন
ii. আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি
iii. বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪. আমদানি বিকল্প শিল্পের মাধ্যমে—
i. অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হবে
ii. বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে
iii. শিল্পায়ন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. $M = \frac{A - O}{O}$ সমীকরণে $M = O$ হলে কী নির্দেশ করে?
(ক) প্রকৃত জনসংখ্যা (খ) অধিক জনসংখ্যা
(গ) নিম্ন জনসংখ্যা (ঘ) কাম্য জনসংখ্যা

১৬. বাংলাদেশের কোন বিভাগে জনসংখ্যা সবচেয়ে কম?
(ক) রাজশাহী (খ) খুলনা
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) বরিশাল

১৭. বাংলাদেশে আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয় অপেক্ষা বেশি হওয়ার কারণ—

i. বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ
ii. শ্রমনির্ভর শিল্প উৎপাদন জড়িত
iii. রপ্তানি পণ্য বেশি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি কত সালে প্রচারিত হয়?

(ক) ১৬৯৮ (খ) ১৭৯৮ (গ) ১৮৭৮ (ঘ) ১৮৯৮

১৯. কোনটি বিশ্বায়নের সাথে সম্পর্কিত?

(ক) অধিক কর্মসংস্থান ও নিম্ন মাথাপিছু আয়
(খ) অধিক কর্মসংস্থান ও অধিক মাথাপিছু আয়
(গ) কম কর্মসংস্থান ও নিম্ন মাথাপিছু আয়
(ঘ) কম কর্মসংস্থান ও উচ্চ মাথাপিছু আয়

২০. মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক কয়টি?

(ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪

২১. কোনটি কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস?

(ক) কৃষি ব্যাংক (খ) গ্রামীণ ব্যাংক
(গ) গ্রাম্য মহাজন (ঘ) এনজিও

২২. কুটির শিল্পের উৎপাদিত পণ্য হলো—

i. তাঁত ii. সাবান
iii. মৃৎ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. কোনটি HYV Technology?

(ক) উফশী প্রযুক্তি (খ) তথ্য প্রযুক্তি
(গ) পরমাণু প্রযুক্তি (ঘ) জৈব প্রযুক্তি

২৪. কোনটি পৃথিবীর প্রাচীন পেশা?

(ক) কৃষিকাজ (খ) পশুপালন
(গ) মৎস্য শিকার (ঘ) ব্যবসা

২৫. কৃষির উপখাতগুলো হলো—

i. পশু সম্পদ ii. শস্য ও শাকসবজি
iii. খনিজ সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়?

(ক) শিল্পের কাঁচামাল (খ) মূলধনী দ্রব্য
(গ) ভোগ্যপণ্য (ঘ) রপ্তানি পণ্য

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

অর্থনৈতিক এক সেমিনারে জামান সাহেব বললেন, "আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রতি বছর হ্রাস পাচ্ছে। কৃষিতে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে, যা দ্বারা কৃষকরা কৃষি সমস্যা সমাধান, কীটনাশক প্রয়োগ-কৌশল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস জানতে পারে।"

২৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি হলো—

(ক) জৈব প্রযুক্তি (খ) পারমাণবিক কৃষি প্রযুক্তি
(গ) আইসিটি (ঘ) উন্নত বীজ

২৮. কৃষিতে উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণ হলো—

i. পণ্যের বাজারজাতকরণ
ii. কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধান
iii. কৃষি বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. বাংলাদেশে কোন ধরনের শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি?

(ক) বৃহৎ শিল্পে (খ) ক্ষুদ্র শিল্পে
(গ) মাঝারি শিল্পে (ঘ) কুটির শিল্পে

৩০. শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে—

i. খাদ্য ঘাটতি পূরণ সম্ভব
ii. নতুন জাতের ফসল উৎপাদন সম্ভব
iii. এক শস্যের পরিবর্তে একাধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ জসিম ও আয়নাল দু'জনই কৃষক। তবে তাদের চাষাবাদের প্রকৃতি ও ফসলের ব্যবহারে ভিন্নতা আছে। জসিম জমি চাষ করে শুধু পারিবারিক চাহিদা পূরণ করতে পারে কিন্তু আয়নাল পারিবারিক চাহিদা পূরণের পরেও উৎপাদিত ফসলের বেশির ভাগই বিক্রি করে দেয়। ফলে আয়নাল ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে পারে।

ক. কৃষি কী? ১
খ. মৌমাছি পালন কৃষিকাজ কেন? ২
গ. জসিম যে ধরনের চাষাবাদ করে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখো। ৩
ঘ. "আয়নালের চাষাবাদ পদ্ধতি জসিমের চেয়ে উন্নততর"— বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ জলিল মিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য সে পায় না। আর এজন্য মূলত মধ্যস্বত্বভোগী, পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন ব্যবস্থা দায়ী। সম্প্রতি সে টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পারে অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ঋণ, উপকরণ ভর্তুকী ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সরকার কৃষকদের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ক. কৃষি জোত কী? ১
খ. সমবায় গঠন কীভাবে কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করে? ২
গ. জলিল মিয়া উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় না কেন তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান করার জন্য সরকারের পদক্ষেপের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ জনাব মালেক একজন কৃষি কর্মকর্তা। তিনি কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, কৃষক সহায়তা কর্মসূচি, কৃষি বিমার প্রচলন এবং কৃষিপণ্যের বিপণন।

ক. যৌথ খামার কী? ১
খ. মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে কেন? ২
গ. জনাব মালেক সাহেবের পরামর্শে বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর যে বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে উদ্দীপকের আলোকে তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. "তার পরামর্শের বাইরেও কৃষি কাঠামোর কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত"— তোমার মতামত দাও। ৪

৪.▶ আলেয়া বেশ কয়েক বছর ধরে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বুটিকের কাজ করে আসছে। কিন্তু এতে তার পরিবারের তেমন উন্নতি হয়নি। বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কাপড়ের নিম্নমান, জনগণের চাহিদার স্বল্পতা ইত্যাদি তার ব্যবসার অন্তরায়ের কারণ।

ক. সংরক্ষিত শিল্প কাকে বলে? ১
খ. কৃষির উন্নয়ন শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

৫.▶ জনাব এনামুল সাহেব একটি ট্যানারির মালিক। তিনি কোরবানির ঈদের সময় কম দামে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করেন। কিন্তু শুধু ফিনিশড চামড়া ছাড়া তিনি জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি ধরনের কোনো চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি করেন না। তার চামড়া সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধাও অপ্রতুল। এজন্য তিনি ব্যবসায় লাভবান হতে পারেননি।

ক. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্পে সর্বাধিক মূলধন কত? ১
খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে দুইটি পার্থক্য লেখো। ২
গ. কী কী কারণে এনামুল সাহেব ব্যবসায় তেমন লাভবান হতে পারেননি? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার মতে এনামুল সাহেবের শিল্পকে কীভাবে লাভজনক করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ সাদেক ২০১২ সালে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি শিল্প গড়ে তোলে। ২০১৫ সালে তার পুঁজির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা হয় এবং শ্রমিকের সংখ্যা হয় ২০ জন। ২০২০ সালে তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে পুঁজি বেড়ে হয় ১০ কোটি এবং শ্রমিক বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ জনে।

ক. শিল্প কী? ১
খ. সরকার পলিথিন ব্যবহার রোধ করতে ব্যবস্থা নিচ্ছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ২০১২, ২০১৫ এবং ২০২০ সালে সাদেকের শিল্পসমূহকে সংজ্ঞায়িত করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০২০ সালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পের অবদান ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ 'A' একটি উন্নয়নশীল দেশ। নিম্নে 'A' দেশের জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো—

সাল	১৯৪৫	১৯৭০	২০২০
জনসংখ্যা	৪ কোটি	৮ কোটি	৩২ কোটি
খাদ্য উৎপাদন	২ একক	৩ একক	৪ একক

ক. নিট অভিবাসন কাকে বলে? ১
খ. মানবসম্পদ উন্নয়নে সুস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যসমূহ কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত তত্ত্বটি কি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮.▶ আমাদের প্রিয় রফিক স্যার জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি আলোচনায় 'A' এবং 'B' দেশের কথা বললেন। যেখানে A ও B দেশ দুইটির আয়তন যথাক্রমে ১৭৩২০ বর্গকিলোমিটার এবং ২৩৪২৫ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা যথাক্রমে ১,৫৬,৭৪,৬০০ জন এবং ৩,৫৩,৪৮,৩২৫ জন। তিনি আরও বললেন কোনো দেশের জনসংখ্যার পরিমাণ সে দেশের জলবায়ু, জীবনযাত্রা, ভূমির প্রকৃতি, সম্পদের সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

ক. জ্যামিতিক হার কী? ১
খ. নারী শিক্ষা কীভাবে জনসংখ্যা হ্রাসে অবদান রাখে? ২
গ. 'A' এবং 'B' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করো এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের সাথে তুলনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ছাড়াও বাংলাদেশে আর কী কী কারণে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ সালাম স্বল্প বেতনের একজন সরকারি কর্মচারী। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী ও বাবা-মাকে নিয়ে ১০ সদস্যের পরিবার। তিনি ভরণপোষণের ব্যয় মিটিয়ে কোনো সন্তানকেই উচ্চশিক্ষিত করতে পারেননি। বৃদ্ধবয়সে তিনি বুঝতে পারলেন সন্তান কম হলে তাদের উচ্চশিক্ষিত করতে পারতেন এবং পারিবারিক অবস্থা ভালো হতো।

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১
খ. "অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা"— কেন? ২
গ. উদ্দীপকে সালাম সাহেবের পরিবারের অধিক জনসংখ্যা কেন তার কষ্টের কারণ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কীভাবে সালাম সাহেব তার পরিবারে সচ্ছলতা আনতে পারতেন? উদ্দীপকের আলোকে উত্তর দাও। ৪

১০.▶ জাহিদ সাহেব অনেক দিন হলো বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি লক্ষ করেন বাংলাদেশ থেকে আগে কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি হলেও বর্তমানে তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য ইত্যাদি অধিক রপ্তানি করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে পণ্যের মান, সঠিক সময়ে পণ্য জাহাজীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যাও দেখা দিয়েছে।

ক. অপ্রচলিত পণ্য কী? ১
খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে প্রধান দুইটি পার্থক্য উল্লেখ করো। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ 'A' ও 'B' দুটি দেশ। 'A' দেশ তাদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন করে এবং দেশের মধ্যেই ক্রয়-বিক্রয় করে। 'B' দেশ তার উৎপাদিত দ্রব্য নিজ দেশে ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাজারে বিক্রয় করে এবং অন্য দেশের পণ্য নিজ দেশের জন্য ক্রয় করে। এতে 'B' দেশের পণ্যের মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়।

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১
খ. দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ২
গ. 'A' ও 'B' দেশের বাণিজ্যের মধ্যে যে ধরনের পার্থক্য আছে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের বাণিজ্যের গুরুত্ব কতটুকু? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	খ	২	ঘ	৩	ক	৪	ক	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	গ	১০	গ	১১	খ	১২	খ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	গ	২১	গ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ক	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: | ১ | ১ | ০ |

সেট – ক

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সময়— ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **কৃষি জমির প্রয়োজন নেই—**
(ক) মাছ চাষে (খ) পান চাষে
(গ) মাশরুম চাষে (ঘ) মরিচ চাষে

২. **মালিকানার ভিত্তিতে কৃষি খামার কয় প্রকার?**
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৩. **কৃষিকাজের সাথে সম্পর্কিত—**
i. পশু, পাখি পালন ii. কাঠের আসবাবপত্র তৈরি
iii. বনায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. **বাংলাদেশে কৃষি বিপণনের সমস্যা হচ্ছে—**
i. অবকাঠামোগত সমস্যা
ii. কৃষিপণ্য সংরক্ষণের সমস্যা
iii. বাজার সম্পর্কে ধারণা না থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. রফিক একজন আলু চাষি। তার প্রচুর আলু উৎপাদন হয়। কিন্তু ফসল উঠার সাথেই তাকে কম দামে সব আলু বিক্রি করে দিতে হয়। কয়েক মাস পর আলুর দাম ৫ গুণ বৃদ্ধি পায়।

৫. **মি. রফিকের কম দামে আলু বিক্রির কারণ নয় কোনটি?**
(ক) সংরক্ষণের সমস্যা
(খ) বাজার সম্পর্কে রফিকের পূর্ণ জ্ঞান
(গ) পরিবহন সমস্যা
(ঘ) রফিকের দারিদ্র্যতা

৬. **মি. রফিক ন্যায্যমূল্য পেত, যদি—**
i. গুদামজাতকরণের সুবিধা থাকে
ii. ঋণ পরিশোধের তাগাদা না থাকে
iii. আলুর দাম পূর্বনির্ধারিত না থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. **বাংলাদেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য—**
(ক) প্রযুক্তির ব্যবহার (খ) আধুনিক চাষ পদ্ধতি
(গ) সরকারি হস্তক্ষেপ (ঘ) প্রাচীন চাষ পদ্ধতি

৮. **নিচের কোনটি কুটির শিল্প?**
(ক) প্লাস্টিক শিল্প (খ) সাবান শিল্প
(গ) মৃৎ শিল্প (ঘ) সিরামিক শিল্প

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশে একটি শিল্প রয়েছে। এ শিল্পে প্রায় ৭০ লক্ষ নারী শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাছাড়া দেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই আসে এ শিল্প হতে। অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন ভারসাম্য আনয়নের জন্য উক্ত শিল্প আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ জরুরি।

৯. **উদ্দীপক অনুযায়ী শিল্পটির নাম—**
(ক) পাট শিল্প (খ) চা শিল্প
(গ) তৈরি পোশাক শিল্প (ঘ) ঔষধ শিল্প

১০. **নির্দেশিত শিল্পের প্রসার ঘটলে—**
i. দেশে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে
ii. লেনদেন ভারসাম্য অনুকূলে আসবে
iii. শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. **বৃহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো—**
i. মূলধন অনেক বেশি ii. শ্রম বিভাজনের সুযোগ কম
iii. উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. **বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা হলো—**
i. দক্ষ শ্রমিকের সমস্যা
ii. বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার সমস্যা
iii. প্রশিক্ষণের সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রেহেনাদের গ্রামের বাড়িতে কাসার প্লেট, গ্লাস, বাটি তৈরির কারখানাতে তাদের পরিবারের ৭/৮ জন সদস্য কাজ করে। তাদের মূলধন কম। মাত্র ২ লক্ষ টাকা। তবুও তাদের সংসার ভালোভাবেই চলে।

১৩. **রেহেনাদের কারখানাটি যে শিল্পের অন্তর্গত—**
(ক) মাঝারি শিল্প (খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
(গ) অতি ক্ষুদ্র শিল্প (ঘ) বৃহৎ শিল্প

১৪. **উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো—**
i. স্বল্প পুঁজি
ii. কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত
iii. ভাড়া করা শ্রমিকের প্রাধান্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. **কোন দেশে $M = \frac{A - O}{O} = O$ হলে দেশটি—**
(ক) অধিক জনসংখ্যার দেশ (খ) ঘাটতি জনসংখ্যার দেশ
(গ) কাম্য জনসংখ্যার দেশ (ঘ) শূন্য জনসংখ্যার দেশ

১৬. **একটি নির্দিষ্ট বছরে কোন দেশের মোট অভিবাসী ও মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার পার্থক্যকে বলা হয়—**
(ক) নিট বহির্গমন (খ) নিট বহিরাগমন
(গ) নিট জনসংখ্যা বৃদ্ধি (ঘ) নিট অভিবাসন

১৭. **মানবসম্পদ উন্নয়নের খাতগুলো হলো—**
i. শিক্ষা ও প্রযুক্তি ii. নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম
iii. পর্যটন ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. **জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে বোঝায়—**
i. দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসরত জনসংখ্যা
ii. দেশে প্রতি বর্গমিটারে বসবাসরত জনসংখ্যা
iii. দেশে প্রতি মিটারে বসবাসরত জনসংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. **জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে—**
i. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়
ii. দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পায়
iii. অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে, আমরা এমন জনসংখ্যা চাই যে জনসংখ্যায় জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ হবে এবং মাথাপিছু আয় বাড়বে।

২০. স্বাস্থ্যমন্ত্রী কী ধরনের জনসংখ্যার কথা বলেন?
ⓚ কাম্য জনসংখ্যা ⓚ অধিক জনসংখ্যা
ⓖ কম জনসংখ্যা ⓖ শূন্য জনসংখ্যা

২১. এ ধরনের জনসংখ্যায় হলে—
i. উৎপাদন সর্বোচ্চ হয় ii. মৃত্যুহার অধিক হয়
iii. মানুষের মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হলো দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার লেনদেন বলেছেন—
ⓚ এডাম স্মিথ ⓚ কিন্ডেল বার্জার
ⓖ মার্শাল ⓖ ডেভিড রিকার্ডো

২৩. বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই কোন দেশের?
ⓚ ভারত ⓚ পাকিস্তান ⓖ ইসরাইল ⓖ ইংল্যান্ড

২৪. একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে বলে—
ⓚ স্থানীয় বাণিজ্য ⓚ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
ⓖ রপ্তানি বাণিজ্য ⓖ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

২৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়—
i. উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানিতে
ii. ঘাটতি পণ্য আমদানিতে
iii. উচ্চ শিক্ষা অর্জনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৬. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে অপ্রচলিত পণ্য হলো—
i. শাকসবজি ও ফলমূল ii. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য
iii. হিমায়িত মাছ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বর্তমান বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য অনেক বৈচিত্র্যতায় ভরপুর। কেন না পাট, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের পাশাপাশি হিমায়িত খাদ্য, তাজা ফুল, শাকসবজিও রপ্তানি হচ্ছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিকূলতা হ্রাস পাচ্ছে।

২৭. নিচের কোন পণ্যটি বাংলাদেশের বাণিজ্যে বৈচিত্র্যতা আনয়নের বড় ভূমিকা রাখে?
ⓚ পাট ⓚ চামড়া ⓖ চা ⓖ শাকসবজি

২৮. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বৈচিত্র্যতার ফলে বাংলাদেশে—
i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে
ii. উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে
iii. দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশ ও চীন পরস্পর বাণিজ্যে লিপ্ত। কিন্তু বাংলাদেশের রপ্তানি কম, আমদানি বেশি। বাংলাদেশের সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। চীনে বাংলাদেশি পণ্যের আকর্ষণ বাড়ানো গেলে রপ্তানি বাড়বে।

২৯. চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অবস্থা কীরূপ?
ⓚ অনুকূল ⓚ প্রতিকূল
ⓖ স্বাভাবিক ⓖ অস্বাভাবিক

৩০. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ নির্ভর করে—
i. পারস্পরিক যোগানের ওপর
ii. উৎপাদনের উপকরণ প্রাপ্তির ওপর
iii. শ্রম বিভাজনের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. ▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

অবদান (%) GDP তে

কৃষি উপখাত	২০১৪-১৫	২০১৮-১৯
১. শস্য ও শাকসবজি	১.৮৩	১.৭৫
২. প্রাণিসম্পদ	৩.০৮	৩.৪৭
৩. বনজসম্পদ	৫.০৮	৫.৫৮
৪. মৎস্য সম্পদ	৬.৩৬	৬.২৯

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯

ক. শস্য বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝ? ১
খ. "কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে একটি স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. কৃষির যে পরিবর্তনের ধারা উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

২. ▶ রমিজ মিয়া একজন সাধারণ অশিক্ষিত কৃষক। তিনি তার নিজের জমি সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করেন। এতে বেশি ফসল পান না। টেলিভিশনে তিনি কৃষির ওপর একটি প্রতিবেদন দেখে জানতে পারেন বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বেড়েছে। এতে খাদ্য ঘাটতি সমস্যার সমাধান হয়েছে।

ক. কৃষি জোত কী? ১
খ. "বাংলাদেশের কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধ থেকে বঞ্চিত হয়"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত প্রযুক্তি চিহ্নিত করো এবং বাংলাদেশের কৃষিতে উৎপাদনের ওপর তার প্রভাব আলোচনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের পথে বাধাসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. ▶

A দেশ	B দেশ
বিভিন্ন কারণে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্য দাম পায় না। এতে পরবর্তী বছর উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হয়।	সরকারি হস্তক্ষেপ এবং প্রযুক্তিগত সুবিধার জন্য কৃষকরা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্য দাম পায়।

ক. কৃষি খামার কী? ১
খ. চিংড়িকে 'সাদা সোনা' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশের কৃষকদের সমস্যা চিহ্নিত করে আলোচনা করো। ৩
ঘ. আরও কী কী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে 'A' দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে 'B' দেশের পর্যায়ে উন্নতি করা যায়? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. ▶ অর্থনীতির ক্লাসে আকমল স্যার বলেন, বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। প্রয়োজন মিটাবার জন্য দেশটি কৃষি উপকরণ, যন্ত্রপাতি, কৃষি দ্রব্য, যন্ত্রাংশ, ইঞ্জিন এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করে থাকে। ফলে দেশটিকে অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। এজন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। কিন্তু আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনে দেশটির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। আমদানি বিকল্প শিল্প জাতীয় আয় বাড়াতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ১

খ. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপন করা হয় কেন? ২

গ. আকমল স্যার আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনের যে ক্ষেত্র এবং সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মতো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনের গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ ক্লাসে শিক্ষক শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময় এমন এক ধরনের শিল্পের কথা বলেন যা উৎপাদন হয় গ্রামভিত্তিক স্থানীয় কাঁচামাল এবং শৈল্পিক দক্ষতা প্রয়োগ করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই শিল্পের অবদান GDP তে ৯.২৫ ভাগ ছিল। তিনি আরও বলেন এই শিল্পের বিরাজমান মূলধনের স্বল্পতা, ত্রুটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থা, দক্ষ কারিগরের অভাব প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করতে পারলে এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হতে পারে।

ক. বৃহদায়তন শিল্প কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করো। ৪

৬.▶ নিচের টেবিলটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

বছর	২০০০	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭
ইনডেক্স ভ্যালু	০.৪৬৮	০.৫৪৫	০.৫৯২	০.৫৯৭	০.৬০৮

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০১৮ (UNDP)

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কী বোঝ? ১

খ. নারী শিক্ষা কীভাবে জনসংখ্যা হ্রাসে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উপরের উদ্দীপকে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকের এই ক্রমোন্নতির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি"— উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

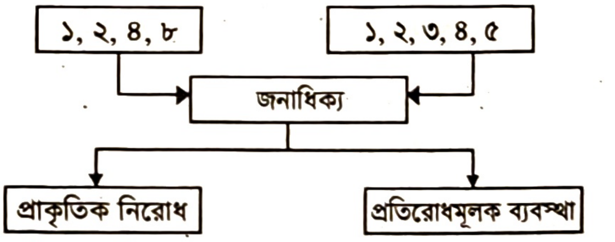

ক. অভিবাসন কী? ১

খ. "জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জনসংখ্যা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্বটি কতটুকু কার্যকর? মূলায়ন করো। ৪

৮.▶ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বণ্টন নিম্নরূপ:

শুমারি বর্ষ	০-১৪ বছর	১৫-৫৯ বছর	৬০ বছর বা ৬০ এর উর্ধ্বে
১৯৮১	৪৬.৭%	৪৭.৮%	৫.৫%
১৯৯১	৪৫.১%	৪৯.৫%	৫.৪%
২০০১	৪০.১%	৫৫%	৪.৯%

উৎস: শুমারি প্রতিবেদন- ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কী বোঝ? ১

খ. জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ১৫-৫৯ বছরের জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ১৫-৫৯ বছরের জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে আত্মকর্মসংস্থানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ নিচের টেবিলটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

অর্থবছর	আমদানি (বিলিয়ন ইউএস ডলার)	রপ্তানি (বিলিয়ন ইউএস ডলার)
২০১০-১১	৩৩.৬৬	২২.৯২
২০১১-১২	৩৫.৫২	২৪.৩০
২০১২-১৩	৩৩.৯৭	২৭.০৩
২০১৩-১৪	৩৬.৯৯	৩০.১৮

উৎস: বৈদেশিক বিনিময় হার বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. "বাণিজ্য সকলকে আরও লাভবান করে তুলে"— ব্যাখ্যা করো।২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানি আয়ের আলোকে বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিতা বাণিজ্য ঘাটতি কমাবার উপায় হিসেবে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপায়সমূহ কী হতে পারে? আলোচনা করো। ৪

১০.▶ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বৈদেশিক সাহায্য বিষয় পড়ানোর সময় নিম্নোক্ত টেবিল দেখান:

অর্থবছর	সাহায্যের পরিমাণ (বিলিয়ন ডলার)	(%) মোট দেশজ উৎপাদন
২০১৪-১৫	৩.০৪	১২.২৫
২০১৫-১৬	৩.৫৬	১১.৭৭
২০১৬-১৭	৩.৪০	১২.৮

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

তিনি বলেন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের অর্থসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তিনি বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতি নয়। তিনি আরও বলেন বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে উন্নয়নে অর্থসংস্থান ও দেশের স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব।

ক. আমদানি বিকল্প শিল্প কী? ১

খ. বাংলাদেশ কোন ধরনের মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে? ২

গ. বৈদেশিক সাহায্যের নেতিবাচক প্রভাব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

১১.▶ জনাব আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে জড়িত। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি বাংলাদেশের আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করছেন। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রচলিত দ্রব্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও লক্ষ করলেন যে, বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. "বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক সমমুখী"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. আহমেদ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের যে ধারা লক্ষ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মতো অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব আছে কি? আলোচনা করো। ৪

উত্তর	১	গ	২	খ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	গ	১০	গ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	গ	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ক

সিলেট বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ঘ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. বাংলাদেশে সাধারণত কত বছর পরপর আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ১২ বছর (খ) ১০ বছর
(গ) ১৫ বছর (ঘ) ২০ বছর

২. কোনো একটি দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তনের নির্ধারক কোনটি?

(ক) দেশের আয়তন (খ) জীবনযাত্রার মান
(গ) জন্মহার (ঘ) জনঘনত্ব

৩. যে জনসংখ্যার স্তরে জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে, তাকে বলা হয়—

(ক) সর্বোচ্চ জনসংখ্যা (খ) প্রকৃত জনসংখ্যা
(গ) দক্ষ জনসংখ্যা (ঘ) কাম্য জনসংখ্যা

৪. কোনো একটি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় হলো—

i. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রসার
ii. উৎপাদন হ্রাস
iii. পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. দেশের জনসংখ্যাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা জনশক্তিতে রূপান্তর করাই—

(ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (খ) দেশের উন্নয়ন
(গ) জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি (ঘ) শিক্ষার প্রসার

৬. মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক কয়টি?

(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৭. নিচের কোনটি বাংলাদেশে প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য?

(ক) চা (খ) তৈরি পোশাক
(গ) হিমায়িত খাদ্য (ঘ) শাকসবজি

৮. "White gold" বলতে বোঝায়—

(ক) সার (খ) তুলা
(গ) তেল (ঘ) চিংড়ি

৯. দুইয়ের অধিক দেশের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে বলে—

(ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(গ) আঞ্চলিক বাণিজ্য (ঘ) স্থানীয় বাণিজ্য

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রহিমা নিজ উদ্যোগে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্য নিয়ে বাঁশ ও বেতের তৈরি ঝুড়ি, কুলা, পাটি এবং খেলনা তৈরির কাজ শুরু করেন। এতে অধিক লাভ হওয়ায় তিনি তার শিল্পকে মাঝারি শিল্পে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১০. রহিমার প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি কোন ধরনের শিল্প?

(ক) সংরক্ষিত শিল্প (খ) হাইকেট শিল্প
(গ) মাঝারি শিল্প (ঘ) কুটির শিল্প

১১. রহিমার শিল্পটি মাঝারি শিল্পে রূপান্তরিত হলে—

i. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নত হবে
ii. বেকারত্ব হ্রাস পাবে
iii. নতুন শিল্প গড়ে উঠবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কোনটি রোধ করা প্রয়োজন?

(ক) বাণিজ্য চক্র (খ) অদৃশ্য রপ্তানি
(গ) বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ (ঘ) চোরাচালান

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশ বর্তমানে তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য ও কিছু কৃষিপণ্য রপ্তানি করে। আর এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

১৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো কী ধরনের দ্রব্য?

(ক) সেবা (খ) কৃষিজাত দ্রব্য
(গ) অপ্রচলিত (ঘ) প্রচলিত

১৪. উক্ত দ্রব্যগুলো রপ্তানি করে বাংলাদেশের—

i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
ii. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়
iii. উৎপাদন হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যা বাড়ে—

(ক) সমহারে (খ) গাণিতিক হারে
(গ) জ্যামিতিক হারে (ঘ) অপরিবর্তিত থাকে

১৬. বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কোনটি?

(ক) শিল্প (খ) কৃষি
(গ) সেবা (ঘ) বাণিজ্য

১৭. বাংলাদেশের GDP তে কৃষির কোন উপখাতের অবদান সর্বোচ্চ?

(ক) শস্য ও শাকসবজি (খ) প্রাণিসম্পদ
(গ) বনজ সম্পদ (ঘ) মৎস্য সম্পদ

১৮. উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে খামার কত প্রকার?

(ক) ১ (খ) ২
(গ) ৩ (ঘ) ৪

১৯. যে খামারে এক অংশে ফসল উৎপাদন এবং অন্য অংশে পশুপালন করা হয় তাকে কী বলে?

(ক) বিশেষায়িত খামার (খ) বহুমুখী খামার
(গ) মিশ্র খামার (ঘ) প্রান্তিক খামার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' একজন কৃষক। তার জমির পরিমাণ ২ একরের কম। ঐ জমিতে তার পরিবারের সকল সদস্য কাজ করে জীবন নির্বাহ করেন।

২০. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক'-এর কৃষি খামারটি কোন ধরনের?
(ক) বাণিজ্যিক (খ) সমবায়ী
(গ) বিশেষায়িত (ঘ) ক্ষুদ্র

২১. উদ্দীপকে উল্লিখিত খামারটির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. জীবননির্বাহী
ii. মুনাফামুখী
iii. বাণিজ্যিক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. বাংলাদেশের কৃষি ঋণের উপানুষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
(ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (খ) সোনালী ব্যাংক
(গ) গ্রামীণ ব্যাংক (ঘ) সমবায় ব্যাংক

২৩. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (RMG) পণ্যের বৃহৎ বাজার হলো—
(ক) ইউরোপীয় ইউনিয়ন (খ) জাপান
(গ) দক্ষিণ কোরিয়া (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

২৪. সংরক্ষিত শিল্পের উদাহরণ হচ্ছে—
i. অস্ত্রশস্ত্র
ii. সার শিল্প
iii. সিকিউরিটি প্রিন্টিং
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৫. সর্বশেষ শিল্পনীতি কত সালে ঘোষণা হয়?
(ক) ২০০৫ (খ) ২০১০
(গ) ২০১৬ (ঘ) ২০২০

২৬. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়কারী শিল্পকে কী ধরনের শিল্প বলে?
(ক) আমদানি বিকল্প শিল্প
(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
(গ) বৃহৎ শিল্প
(ঘ) রপ্তানিমুখী শিল্প

২৭. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি?
(ক) আখ (খ) ধান
(গ) মাশরুম (ঘ) পাট

২৮. কোন শিল্পের গড় উৎপাদন খরচ কম কিন্তু অধিক উৎপাদন সম্ভব?
(ক) মাঝারি (খ) কুটির
(গ) বৃহৎ (ঘ) ক্ষুদ্র

২৯. EPZ অর্থ—
(ক) Export Product Zone
(খ) Export Production Zone
(গ) Export Procurement Zone
(ঘ) Export Processing Zone

৩০. জনসংখ্যা ঘনত্ব $DP = \frac{TP}{TA}$ এখানে DP বলতে বোঝায়—
(ক) জনসংখ্যার ঘনত্ব
(খ) দেশের মোট আয়তন
(গ) বিশেষ এলাকার জনসংখ্যা
(ঘ) মোট জনসংখ্যা

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১. ► করিম মিয়া তিস্তা নদীর চরে বসবাস করেন। তিনি তার জমিতে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি চাষাবাদ করেন। জমির উর্বরতার কারণে প্রচুর শাকসবজি উৎপন্ন হয়। কিন্তু দারিদ্র্যতা, সংরক্ষণের সমস্যা এবং শহরে যাওয়ার রাস্তা ভালো না থাকায় তিনি তার সবজি কম দামে দালালদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হন।

ক. কৃষির উপখাতগুলো কী কী? ১
খ. চিংড়িকে সাদা সোনা বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে করিম মিয়ার সবজি কম দামে বিক্রি করার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. করিম মিয়ার এসব সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

২. ► জামিলা খাতুন ও তার পরিবারের ৮ জন সদস্য মিলে ফুলদানি, কুলা, ডালা, ঝাঁপি তৈরি ও বিক্রি করে। তার স্বল্প পুঁজি থাকায় সে ঋণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ও ব্যাংকে যোগাযোগ করে। জামানত দিতে না পারায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাকে ঋণ দেয় না। ফলে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়।

ক. শিল্প কী? ১
খ. "পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কোন ধরনের তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের উন্নয়নের জন্য তুমি কী কী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করো? ৪

৩. ► রহিম মিয়া চরাঞ্চলের একজন কৃষক। পূর্বে তার জমি থেকে প্রাপ্ত ফসল নিজের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে অপরিকল্পিত শিল্প কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড, সি.এফ.সি ও মিথেন গ্যাসের নিঃসরণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, খরা, জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে রহিম মিয়ার ফসলের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক কম হচ্ছে।

ক. কৃষি ঋণ কী? ১
খ. কৃষকেরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কম পায় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রহিম মিয়ার সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো? ৪

৪. ► শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ জনসংখ্যার এমন একটি তত্ত্বের আলোচনা করবো যে তত্ত্বে বলা হয়েছে জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে এবং খাদ্যোৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে। ফলে খাদ্য ঘাটতিসহ নানা দুর্যোগ নেমে আসে এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই একসময় উভয়ের মধ্যে সমতা ফিরে আসে।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১
খ. "আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জনসংখ্যার কোন তত্ত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তত্ত্বটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতটুকু কার্যকর? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ মাসুম সাহেব খুলনা থেকে তৈরি পোশাক ক্রয় করে বরিশালের স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। অন্যদিকে রিপন সাহেব চীন থেকে পেঁয়াজ, রসুন ক্রয় করে বাংলাদেশে বিক্রয় করেন। আর বাংলাদেশ থেকে শাকসবজি ও চিংড়ি মাছ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করেন।

ক. অপ্রচলিত পণ্য কী? ১

খ. কেন অধিক রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মাসুম সাহেবের কাজকে কোন ধরনের বাণিজ্য বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মাসুম সাহেব ও রিপন সাহেবের ব্যবসার ধরন উল্লেখপূর্বক এদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও:

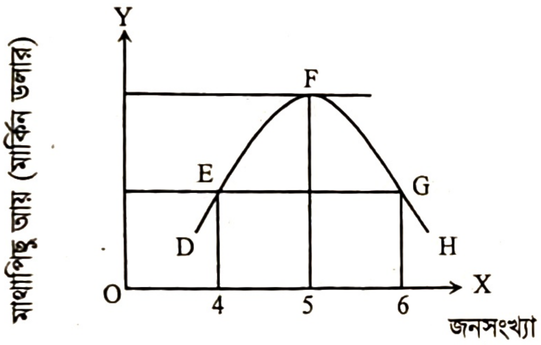

ক. অভিবাসন কী? ১

খ. কীভাবে স্থূল জন্মহার পরিমাপ করবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে E ও G বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থান বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ 'X' একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটি জনবহুল হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকার একটি বিশেষ শিল্পে প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। যা নারী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দেশীয় শিল্পের বিকাশে সাহায্য করবে।

ক. হাইকেট শিল্প কী? ১

খ. বৃহৎ শিল্প কীভাবে বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকে 'X' দেশটিতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশীয় শিল্পের বিকাশে উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি নিম্নরূপ:

অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১১-১২	২৩৯৯২	৩১৯৮৭
২০১২-১৩	১৭০৭৭	২১৭৮৪

ক. Foreign Aid কী? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উল্লিখিত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে কীরূপ ভারসাম্য বিরাজ করছে? কেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবধান কমানোর জন্য তুমি কোন ধরনের নীতিকে সমর্থন করবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯.▶ অর্থনীতির ক্লাসে শিক্ষার্থীর একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে শিক্ষক বললেন, বাংলাদেশের লোকসংখ্যা অধিক হলেও বেশিরভাগই নিরক্ষর, অশিক্ষিত ও কর্মক্ষেত্রে অদক্ষ, যা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। এ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকারও বিষয়টির উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। যেমন— শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, অপুষ্টি দূরীকরণ, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি।

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১

খ. কর্মসংস্থানের ওপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব কেমন? ২

গ. উদ্দীপকে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিষয়টির উন্নয়নে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ মূল্যায়ন করো। ৪

১০.▶ সিরাজ মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। অভাবের সংসারে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামান্য জমি ছাড়া আর কোনো সম্পদ তার নেই। তাই কৃষিকাজ করার সময় তাকে ধানের বীজ, কীটনাশক ও সার ক্রয়ের জন্য স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ হারে সুদে টাকা ধার নিতে হয়।

ক. কৃষি খামার কী? ১

খ. মাশরুম কি ঔষধি সবজি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সিরাজ মিয়া কৃষিকাজের জন্য কোন ধরনের উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎস কৃষি ঋণের জন্য পর্যাপ্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ জনাব রহমান অর্থনৈতিক এক সেমিনারে বলেন, 'Z' একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় শিল্প। কোনো একটি বিশেষ উৎসবের সময় এ শিল্পের কাঁচামালের যোগান এত বেড়ে যায় যে, সংরক্ষণের অভাবে ব্যাপক দরপতন ঘটে। তাছাড়া এ শিল্পের বিকাশে ঋণের অভাব, প্রক্রিয়াজাতকরণের অসুবিধা, পরিবেশ দূষণ ও দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। তথাপি শিল্পনগরী স্থাপন, বিদেশের বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি এবং সস্তা শ্রম শিল্পটিকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে।

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ১

খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে প্রধান দুটি পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে যে শিল্পের কথা বলা হয়েছে সে শিল্প বিকাশের বাধাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, উক্ত শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	(খ)	২	(ঘ)	৩	(ঘ)	৪	(গ)	৫	(ক)	৬	(গ)	৭	(ক)	৮	(ঘ)	৯	(খ)	১০	(ঘ)	১১	(ঘ)	১২	(ঘ)	১৩	(গ)	১৪	(ক)	১৫	(গ)
	১৬	(খ)	১৭	(ক)	১৮	(খ)	১৯	(গ)	২০	(ঘ)	২১	(ক)	২২	(গ)	২৩	(ক)	২৪	(গ)	২৫	(গ)	২৬	(ক)	২৭	(ঘ)	২৮	(গ)	২৯	(ঘ)	৩০	(ক)

যশোর বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – ঘ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ কত টাকা?

(ক) ৫ লক্ষ (খ) ৫০ লক্ষ

(গ) ১০ কোটি (ঘ) ৩০ কোটি

২. কোনটি স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র?

(ক) $CDR = \frac{P}{D} \times 1000$ (খ) $CDR = \frac{D}{P} \times 1000$

(গ) $CDR = \frac{P}{D} \times 100$ (ঘ) $CDR = \frac{D}{P} \times 100$

৩. ম্যালথাস তার জনসংখ্যা বিষয়ক তত্ত্বটি কত সালে প্রথম প্রকাশ করেন?

(ক) ১৭৬৮ (খ) ১৭৭৮ (গ) ১৭৮৮ (ঘ) ১৭৯৮

৪. কোনটি রপ্তানির মাধ্যমে সরকার রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে?

(ক) জনশক্তি (খ) তৈরি পোশাক

(গ) চিংড়ি (ঘ) চামড়া

৫. দেশের অভ্যন্তরে যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাকে কী বলে?

(ক) অভ্যন্তরীণ (খ) আন্তর্জাতিক

(গ) আঞ্চলিক (ঘ) অবাধ

৬. কোনটি কৃষি প্রযুক্তির উপাদান?

(ক) সার (খ) শ্রম (গ) পরিকল্পনা (ঘ) আবহাওয়া

৭. কোনটি কৃষিপণ্য বিপণনের সমস্যা?

(ক) অনুন্নত বীজ (খ) বর্গা চাষ

(গ) নিম্নমানের পণ্য (ঘ) উন্নত পরিবহন

৮. কোনটি পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ?

(ক) বাংলাদেশ (খ) নেপাল (গ) ভুটান (ঘ) মিয়ানমার

৯. ম্যালথাসের মতে, 'বিলম্ব বিবাহ' জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যবস্থা?

(ক) ধর্মীয় (খ) প্রাকৃতিক

(গ) বৈজ্ঞানিক (ঘ) নিবারণমূলক

১০. কোনটি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য?

(ক) তৈরি পোশাক (খ) রাসায়নিক দ্রব্য

(গ) চা (ঘ) হিমায়িত খাদ্য

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাহমুদের একটি ফলের বাগান রয়েছে। তিনি বাগানের পাশেই জমিতে আলু চাষ করেন। তিনি ছাগল পালনের একটি খামার প্রতিষ্ঠা করেছেন। মৌমাছি চাষে তার খুব আগ্রহ রয়েছে। তবে আলু চাষ থেকেই তার আয় বেশি হয়।

১১. মাহমুদ কৃষির কোন উপখাতে বেশি অবদান রাখছেন?

(ক) শস্য (খ) বনজ (গ) প্রাণিজ (ঘ) মৎস্য

১২. মাহমুদের সাথে সম্পর্কিত কৃষির উপখাতগুলো হলো—

i. শস্য ii. বনজ iii. প্রাণিজ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনাব সাহেদ ঢাকার মিরপুরে একটি জুতা তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক কাজ করে। তিনি ইতোমধ্যে একটি পাটকল স্থাপন করেছেন। যার স্থায়ী সম্পদ ৬০ কোটি টাকা।

১৩. জুতার কারখানাটি কোন ধরনের শিল্প?

(ক) কুটির (খ) ক্ষুদ্র (গ) মাঝারি (ঘ) বৃহৎ

১৪. সাহেদের পাটকল স্থাপন জুতা কারখানা স্থাপনের চেয়ে আলাদা কারণ—

i. অধিক শ্রমিক ii. অধিক মূলধন

iii. আমদানি বিকল্প শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

২০২০ সালে 'ক' দেশের স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার যথাক্রমে ১৮.৯ এবং ৫.২।

১৫. 'ক' দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কত?

(ক) ১.১৭ (খ) ১.২৭ (গ) ১.৩৭ (ঘ) ১.৪৭

১৬. ZPG = 0 হতে হলে—

i. CBR এর মান ১৮.৯ এর পরিবর্তে ৫.২ হবে

ii. CDR এর মান ৫.২ এর পরিবর্তে ১৮.৯ হবে

iii. CBR ও CDR এর মান অপরিবর্তনীয় থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' দেশ পাট, চা ও কাগজ রপ্তানি করে। সম্প্রতি দেশটির রপ্তানি বাণিজ্যে সিরামিক সামগ্রীও যুক্ত হয়েছে। দেশটির সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

১৭. 'ক' দেশের অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য কোনটি?

(ক) পাট (খ) চা (গ) কাগজ (ঘ) সিরামিক

১৮. রপ্তানি বৃদ্ধিতে 'ক' দেশের করণীয়—

i. বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি

ii. রপ্তানি মেলার আয়োজন করা

iii. ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম বাড়ানো

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ—

i. জনসংখ্যা ii. বন্দর সুবিধা

iii. ভৌগোলিক অবস্থান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন—

i. ধৈর্য ii. নিজস্ব চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তা

iii. দক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে—

i. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ii. শিল্পখাত বিকশিত হয়

iii. জমির উর্বরতা হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. কোন শিল্পটি উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত?
ⓚ খেলনা ⓚ বাঁশ ও বেত
ⓖ ঔষধ ⓖ মসলা

২৩. জনসংখ্যা নির্ধারক হলো—
i. স্থূল জন্মহার ii. স্থূল মৃত্যুহার
iii. আদমশুমারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৪. কোনটি বাংলাদেশে আদর্শ কৃষি খামারের আয়তন?
ⓚ ৩ একর ⓚ ৪ একর ⓖ ৫ একর ⓖ ১০ একর

২৫. বাংলাদেশে কোন ধরনের খামারের প্রাধান্য রয়েছে?
ⓚ বহুমুখী ⓚ জীবননির্বাহী ⓖ সমবায় ⓖ যৌথ

২৬. বাংলাদেশে কৃষির বৃহত্তম উপখাত কোনটি?
ⓚ শস্য ⓚ বনজ সম্পদ ⓖ পশুসম্পদ ⓖ মৎস্য

২৭. বাংলাদেশে প্রথম শিল্পনীতি হয় কত সালে?
ⓚ ১৯৭৩ ⓚ ১৯৮২ ⓖ ১৯৮৬ ⓖ ১৯৯১

২৮. কোন শিল্পটি মূলত শ্রমঘন?
ⓚ কুটির ⓚ ক্ষুদ্র ⓖ মাঝারি ⓖ বৃহৎ

২৯. EPZ এর পূর্ণরূপ কী?
ⓚ Export Prouring Zone
ⓚ Export Producing Zone
ⓖ Export Process Zone
ⓖ Export Processing Zone

৩০. কুটির শিল্পে সর্বাধিক কতজন শ্রমিক থাকে?
ⓚ ১০ ⓚ ১৫ ⓖ ২৫ ⓖ ৫০

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ কালামের দেশের কৃষি চারটি উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত। উপখাতগুলো হচ্ছে যথাক্রমে— শস্য, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ। সাম্প্রতিক সময়ে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান নিম্নরূপ:

উপখাত	২০১৬-১৭ (শতকরা)	২০১৭-১৮ (শতকরা)
১. শস্য	৭.৯২	৭.৩৭
২. মৎস্য	৩.৬১	৩.৫৭
৩. প্রাণিসম্পদ	১.৬০	১.৫৪
৪. বনজ সম্পদ	১.৬৬	১.৬৩

উল্লিখিত তথ্যে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে কমছে। দেশে দ্রুত শিল্প খাতের বিকাশ ও কৃষির প্রকৃতি নির্ভরতাকে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমে যাওয়ার কারণ বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু দেশের GDP তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ত্বরান্বিত করতে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি জরুরি। আবার শিল্প খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে কাঁচামালের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতের উন্নয়ন অপরিহার্য।

ক. মিশ্র খামার কী? ১
খ. সনাতনী কৃষি কাঠামো বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কালামের দেশের জিডিপিতে কৃষি উপখাতের অবদান লেখচিত্রে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের GDP এর প্রবৃদ্ধির জন্য কৃষি খাতের কোন উপখাতের গুরুত্ব বেশি উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

২.▶ 'B' একটি কৃষি নির্ভর দেশ। দেশের প্রায় ৭৫% জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি ব্যবস্থা এখনও উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল নয়। এর অন্যতম কারণ হলো এখানকার কৃষি পরিবেশ দূষণের শিকার। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তন, কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কৃষি পরিবেশকে দূষিত করছে। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বন্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় দেশটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন নীতি, চুক্তি ও প্রটোকলে স্বাক্ষর করাসহ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষিতে পরিবেশ দূষণের সাথে অভিযোজনের জন্য উল্লিখিত পদক্ষেপের সাথে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে হবে, তবেই সফলতা আসবে।

ক. পরিবেশ দূষণ কী? ১
খ. কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অবলম্বনে কৃষিতে পরিবেশ দূষণের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনগণের সচেতনতা কৃষি পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে'— তুমি কি একমত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ 'ক' দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় বিভিন্ন উৎসবসহ সারা বছর এখানে বিভিন্ন পশুর কাঁচা চামড়ার যোগান পাওয়া যায়, যা চামড়া শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্ব বাজারে চামড়াজাত শিল্প পণ্যের চাহিদাও প্রচুর। বিশ্বের অনেক দেশে চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের অভাব, মূলধনের অভাব, অদক্ষ শ্রমিক, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব, কাঁচা চামড়ার ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় পশু পালনে অনীহা ইত্যাদি এ শিল্পকে সংকটে ফেলেছে। কাঁচামাল সহজলভ্য হলে এ শিল্পের সংকট মোকাবেলা করা গেলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

ক. PPP কী? ১
খ. "আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "'ক' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে উদ্দীপকের উল্লিখিত শিল্পের বিকাশ প্রয়োজন"— তোমার দেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ জাহিদ একজন শিক্ষিত যুবক। ব্যবসায়ী বাবার উৎসাহে সে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে পৈতৃক অবকাঠামোতে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। তার প্রতিষ্ঠানে ১৫ জন ভাড়াটে শ্রমিক কাজ করে। দেশের বৃহৎ শিল্পের উপজাতসমূহ স্বল্পমূল্যে এ প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজন ভালো হওয়ায় সে এখন সফল উদ্যোক্তা। জাহিদের এরূপ সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার বন্ধু কাশেম একই রকমের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করে, যে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য দেশের বৃহৎ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জাহিদ মনে করে, তাদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পসমূহ দেশের বৃহৎ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য ও উপজাতসমূহের ক্রেতা হিসেবে যেমন চাহিদা সৃষ্টি করে তেমনি বৃহৎ শিল্পের কাঁচামালের যোগানদাতা হিসেবে ভূমিকা রেখে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, আয় বৈষম্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

ক. সংরক্ষিত শিল্প কী? ১

খ. কৃষির আধুনিকীকরণে শিল্পের অবদান ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাহিদের কারখানা কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত "জাহিদের শিল্প ও বৃহৎ শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ 'X' একটি জনবহুল দেশ। এই দেশের কাম্য জনসংখ্যা হলো ৬ কোটি কিন্তু বর্তমান জনসংখ্যা হলো ২৪ কোটি। যদি দেশটি কাম্য জনসংখ্যার দেশ হতো তাহলে মাথাপিছু উৎপাদন, অর্থনৈতিক কল্যাণ সর্বোচ্চ হতো এবং দেশটিতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হতো।

ক. মৃত্যু হারের সূত্রটি লেখো। ১

খ. জনসংখ্যা ও খাদ্য সমস্যা কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনসংখ্যা সম্পর্কিত ধারণাটি চিত্রে উপস্থাপন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দেশটির প্রদত্ত জনসংখ্যা কি কাম্য জনসংখ্যা হতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬.▶ 'X' একটি উন্নয়নশীল ছোট জনবহুল দেশ। এখানে জনসংখ্যা ১৬ কোটির উর্ধ্বে, জন্মহার ২৩.৯ ও মৃত্যুহার ১০.২। জন্মহার ও মৃত্যুহারের এ অসম ব্যবধান দেশটির উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা। দেশটির সরকার এ সমস্যা সমাধানে শিক্ষা বিস্তার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. জন্মহার কী? ১

খ. "নারী উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য অবলম্বনে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানে তুমি আর কী কী পদক্ষেপের সুপারিশ করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ জামাল একজন সবজি চাষি। এ বছর দেশে আলুর সংকট থাকায় সে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামীণ ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজস্ব জমিসহ চুক্তিতে জমি নিয়ে আলু চাষ করে। আলু চাষে সে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা কেন্দ্রের সহায়তা নিয়ে উৎপাদনে যেমন সফলতা পায়, তেমনি উৎপাদিত ফসলের বাজার সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে লাভবান হয়।

ক. কৃষি জোত কী? ১

খ. "উচ্চ ফলনশীল বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কৃষি ঋণের উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষিতে ICT ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ জামিলা ঢাকার একটি কারখানায় কাজ করে। তার মতো ৮০০ শ্রমিক এ কারখানায় কাজ করে, যার ৮০ শতাংশই দরিদ্র ও অদক্ষ মহিলা। এ কারখানা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৬% এ শিল্প থেকে অর্জিত হয়। কিন্তু বর্তমানে করোনা মহামারির কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মন্দা এ শিল্পকে সংকটে ফেলেছে, যা দেশের অর্থনীতিসহ জামিলার মতো হাজার হাজার শ্রমিকের দুশ্চিন্তার বিষয় হয়েছে। সরকার রপ্তানিমুখী এ শিল্পের সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। সবার প্রত্যাশা— মহামারি কেটে সুদিন আসবে।

ক. হাইকেট শিল্প কী? ১

খ. পাটকে 'সোনালী আঁশ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "রপ্তানিমুখী শিল্প সংকট মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত পদক্ষেপ সময়োপযোগী উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ মি. সুমন একজন জনসংখ্যা গবেষক। দেশের জনাধিক্য সমস্যা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, অধিক জনসংখ্যা একটি দেশের খাদ্য ঘাটতিসহ নানাবিধ আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করা গেলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। তার মতে, জনসংখ্যা একটি দেশের জন্য শুধু অভিশাপেই নয় বরং আশীর্বাদও বটে। প্রয়োজন শুধু জনসংখ্যার কার্যকর ব্যবস্থাপনা।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. "জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দূষণ ঘটায়"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অধিক জনসংখ্যা কী কী আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে? তোমার দেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "জনসংখ্যা শুধু অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদও বটে"— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি নিম্নরূপ:

অর্থবছর	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৪-১৫	৪০৭০৪	৩১২০৯
২০১৫-১৬	৪২৯২১	৩৪২৫৭

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১

খ. "বৈদেশিক বাণিজ্য দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি হ্রাস প্রয়োজন"— তুমি কি একমত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ 'X' একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে দেশটি তার অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুতকরণ, লেনদেনের প্রতিকূলতা মোকাবেলা, দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্তযুক্ত ঋণ, উচ্চ সুদের হার, সাহায্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা, দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই দেশটির উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়। যেমন— দক্ষতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি। বর্তমানে দেশটি স্ব-অর্থায়নে উন্নয়নের বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

ক. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য কী? ১

খ. দেশীয় শিল্পের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিকূল দিকসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কীভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য দেশের বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ঘ	২	খ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	ক	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	গ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	ক	২২	গ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ

বরিশাল বোর্ড ২০২১

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ঘ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট | পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. নিচের কোনটি বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি পণ্য?
(ক) চা (খ) জুতা
(গ) হিমায়িত খাদ্য (ঘ) শাকসবজি ও ফলমূল

২. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?
(ক) রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন
(খ) ক্রেডিট কার্ড প্রবর্তন
(গ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতিষ্ঠা
(ঘ) রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আবেদের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য ঢাকাসহ সারাদেশে বিক্রি হয়। তার ভাই জাবেদের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য যুক্তরাজ্য ও কানাডায় বিক্রয় হয়।

৩. আবেদের ব্যবসাকে কী বলা হয়?
(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (খ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
(গ) খুচরা ব্যবসা (ঘ) পাইকারি ব্যবসা

৪. জাবেদের ব্যবসার কারণে—
i. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়
ii. কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়
iii. বিশ্ব বাজারে দেশের সম্মান বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. বস্তুগত সম্পদ নিচের কোনটি?
(ক) সংগঠন ও ভূমি (খ) ভূমি ও মূলধন
(গ) ভূমি ও মানবসম্পদ (ঘ) মূলধন ও মানবসম্পদ

৬. স্থূল জন্মহার নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
(ক) $\frac{\Sigma B}{\Sigma P} \times$ ১০০০ (খ) $\frac{\Sigma P}{\Sigma B} \times$ ১০০০
(গ) $\frac{\Sigma P}{\Sigma B}$ (ঘ) $\Sigma P - \Sigma B$

৭. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে?
(ক) কৃষি (খ) শিল্প
(গ) সেবা (ঘ) তৈরি পোশাক

৮. জ্যামিতিক হার কোনটি?
(ক) ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ (খ) ১, ২, ৬, ১০
(গ) ১, ২, ৪, ৮, ১৬ (ঘ) ১, ৩, ৬, ৯

৯. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কোনটি?
(ক) পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
(খ) শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
(গ) অপ্রচলিত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি
(ঘ) সার্কভুক্ত দেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ 'Y'। দেশটির আয়তন ১,৫০,০০০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৫ কোটি। দেশটিতে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ বেশি। অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত ও বেকার।

১০. 'Y' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
(ক) ১০ (খ) ১০০ (গ) ১০০০ (ঘ) ১০০০০

১১. উদ্দীপকের দেশটিতে—
i. মাথাপিছু আয় কম ii. জনসংখ্যা কাম্যস্তরে
iii. জীবনযাত্রার মান নিম্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. নিচে কোন দেশ থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে?
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) যুক্তরাজ্য (গ) ভারত (ঘ) চীন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুমন প্রাথমিক অবস্থায় তার পরিবারের ১০ জন সদস্য নিয়ে একটি কারখানা স্থাপন করে। পরবর্তীতে তার পণ্যের চাহিদা বাড়ায় সে অতিরিক্ত ১৫ জন শ্রমিক ভাড়া করে।

১৩. প্রাথমিক অবস্থায় সুমনের কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত ছিল?
(ক) কুটির (খ) ক্ষুদ্র (গ) মাঝারি (ঘ) বৃহৎ

১৪. পরবর্তীতে সুমনের কারখানার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
(ক) এটি কুটির শিল্পের অন্তর্গত হবে
(খ) এটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্গত হবে
(গ) মূলধনের পরিমাণ হবে ৫০ লক্ষ—১০ কোটি টাকা
(ঘ) মূলধনের পরিমাণ হবে ১৫ কোটি টাকার বেশি

১৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিচের কোন শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম?
(ক) বৃহৎ (খ) মাঝারি (গ) ক্ষুদ্র (ঘ) কুটির

১৬. PPP এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Public Private Procurement
(খ) Public Private Partnership
(গ) Public Private Preparation
(ঘ) Public Private Privilege

১৭. কোনটি বৃহৎ শিল্প?
(ক) সাবান (খ) সিমেন্ট (গ) তাঁত (ঘ) তামাক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আয়েশা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মী। তার প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা হলো যুক্তরাষ্ট্র।

১৮. আয়শা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সেটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
(ক) তৈরি পোশাক (খ) পাট
(গ) চা (ঘ) চামড়া

১৯. এই শিল্প বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ—
i. মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়
ii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়
iii. রপ্তানিমুখী শিল্প
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. আমদানি বিকল্প শিল্পের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
(ক) আমদানি বৃদ্ধি পায়
(খ) আমদানি হ্রাস পায়
(গ) বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়
(ঘ) দেশে কর্মসংস্থান হ্রাস পায়

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র: $M = \frac{A - O}{O}$

২১. উক্ত সূত্রটি কে প্রদান করেন?
(ক) এ মার্শাল (খ) পিগু
(গ) ম্যালথাস (ঘ) ডাল্টন

২২. উক্ত সূত্রে $M < O$ হলে তা কী নির্দেশ করে?
(ক) নিম্ন জনসংখ্যা (খ) অধিক জনসংখ্যা
(গ) কাম্য জনসংখ্যা (ঘ) জনসংখ্যার বিস্ফোরণ

২৩. বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য নিচের কোনটি?
(ক) প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা (খ) উন্নত প্রযুক্তি
(গ) মূলধন নিবিড়তা (ঘ) সম্প্রসারিত বাজার

২৪. বাংলাদেশসহ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে কোন ধরনের খামার বেশি প্রচলিত রয়েছে?
(ক) বহুমুখী (খ) সমবায়
(গ) জীবননির্বাহী (ঘ) বাণিজ্যিক

২৫. কৃষিতে পানি সেচের ফলে—
i. খাদ্য ঘাটতি পূরণ হয় ii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
iii. পরনির্ভরশীলতা বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাজু 'X' প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ ব্যবহার করে উপকূলীয় এলাকায় ধান চাষ করেছে এবং একই জমিতে সারা বছর কয়েক জাতের ফসল উৎপাদন করে অধিক আয় করছে।

২৬. উদ্দীপকে 'X' নামক প্রযুক্তি কোনটি?
(ক) পানি সেচ (খ) জৈব প্রযুক্তি
(গ) ICT (ঘ) শস্য বহুমুখীকরণ

২৭. সাজুর ব্যবহৃত কৌশলটির কারণে—
i. উৎপাদন বহুগুণ বাড়বে
ii. ঝুঁকির মাত্রা বাড়বে
iii. জমির উর্বরতা সংরক্ষিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮. কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস নয় কোনটি?
(ক) গ্রাম্য মহাজন
(খ) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব
(গ) গ্রাম্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার
(ঘ) বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড

২৯. বাংলাদেশে উফশী প্রযুক্তি সম্প্রসারণের পথে বাধা—
i. বৃহদায়তন খামার ii. পর্যাপ্ত সারের অভাব
iii. শিক্ষার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. ২০ জনের অধিক কিন্তু ২৩০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় কোন শিল্পে?
(ক) বৃহৎ (খ) মাঝারি (গ) ক্ষুদ্র (ঘ) কুটির

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ বাংলাদেশ বর্তমানে মধ্যম আয়ের দেশ। বিভিন্ন খাতের মতো কৃষির অবদান যথেষ্ট। আগে অধিকাংশ জমি ছিল এক ফসলি। এখন কোনো জমি পতিত নেই। প্রতিটি জমিতে বছরে তিন/চার ফসলও উৎপন্ন হয়। আলুর সাথে মিষ্টিকুমড়া ও ভুট্টা হয়। ফলে কৃষকের আয় বাড়ছে, নতুন কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ছে, কৃষকের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। সরকার ও কৃষকের জন্য আর্থিক প্রণোদনাসহ বীজ, কীটনাশক সরবরাহ করে কৃষকদের সহায়তা করছে।

ক. কৃষি প্রযুক্তি কী? ১
খ. বাণিজ্যিক ও জীবননির্বাহী খামারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পার্থক্য লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে শস্য বহুমুখীকরণের সুবিধাসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. শস্য বহুমুখীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি যথেষ্ট? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ মি. 'X' কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলো। বেশ কয়েক বছর পর সে দেশে ফিরে আসে। সে দেখে বাংলাদেশের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সময়মতো বৃষ্টিপাত না হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। সেচ ছাড়া কোনো ফসল হয় না। সময়ে, অসময়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়। সে মনে করে কৃষক সচেতন হলে, জৈব সার ব্যবহার করলে ও রাসায়নিক সার কম ব্যবহার করলে হয়তো এসব সমস্যা হ্রাস পেতে পারে।

ক. কৃষি খামার কী? ১
খ. "বাংলাদেশের কৃষি মৌসুমি বায়ুর ওপর নির্ভরশীল"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষিতে পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করো। ৩
ঘ. পরিবেশ দূষণের সাথে অভিযোজনের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ মি. মুহিম পড়ালেখা শেষে তার গ্রামের বাড়িতে গেল। সে উঠানে একটি গর্ত খুড়ে সেখানে পলিথিন বিছিয়ে পানি দিয়ে চৌবাচ্চা তৈরি করে এবং শিং মাছ চাষ শুরু করে। কয়েকদিনের মধ্যে মাছগুলো বড় হতে থাকে। খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের জন্য সে অর্থাভাবে পড়ে। মুহিম তখন নিকটস্থ কৃষি ব্যাংকের সাথে ঋণের জন্য যোগাযোগ করে। কিন্তু ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি না থাকায় ব্যাংক ঋণ দেয় না। তখন সে গ্রাম্য মহাজনের নিকট যায়। মহাজন ঋণ দিতে চায় কিন্তু অধিক সুদের হার হওয়ায় সে মহাজনের ঋণ গ্রহণ করে না। মুহিম চিন্তা করে সরকার যদি ঋণ সরবরাহ উপকরণ ভর্তুকী ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করতো, তাহলে তার মতো ভূমিহীনরাও কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখতে পারতো।

ক. কৃষি ঋণ কী? ১
খ. মৎস্য চাষের দুটি উপকারিতা লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ক্ষুদ্র কৃষকের ঋণ প্রাপ্তির সমস্যাসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকে আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ কানিজ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার বাবা, মা শিক্ষিত এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। কানিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষে দুই বছর বিভিন্ন চাকরির চেষ্টা করে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত চাকরি না পাওয়ায় বাড়িতে চলে আসে। সে তার বাবাকে বোঝায় যে গ্রামের কর্মহীন ১০ থেকে ১৫ জন শ্রমিক নিয়ে, ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে একটি বুটিক কারখানা স্থাপন করতে চায়। সে তখন গ্রামের বেকার যুব সমাজকে প্রশিক্ষিত করে তুলবে। ফলে বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান হবে, কারো চাকরি পাওয়ার ঝামেলা হবে না। সে নিজেও আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। তাছাড়া মেয়েদের উদ্যোগ গ্রহণে সরকার সহায়তা করে। এভাবে সে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। তার বাবা মা বিষয়টি উপলব্ধি করে উৎসাহের সাথে অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা করতে রাজি হন।

ক. মাঝারি শিল্প কী? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিপিপি এর ভূমিকা কী? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে অতিক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. জাতীয় উন্নয়নে অতিক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য করণীয় বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

৫.▶ মি. 'B' ইংল্যান্ড প্রবাসী। সে পঞ্চগড় জেলার বাসিন্দা। বেশ কয়েক বছর পর দেশে বেড়াতে আসে। পঞ্চগড়ে এসে সে খুব খুশি হয়। কারণ তার জেলাতেও কয়েকটি পাটকল স্থাপিত হয়েছে। লোকজনের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু সে লক্ষ করে পাটকলগুলো পাট পাচ্ছে না এবং উৎপাদন খরচের তুলনায় পাটজাত পণ্যের দাম কম। দক্ষ শ্রমিকের অভাব ও গ্যাসের সরবরাহ না থাকায় উৎপাদন খরচ বেশি হয়। সে

মনে করে এই শিল্পের জন্য সরকারের ভর্তুকী প্রদান, শ্রমিক প্রশিক্ষণ ও গ্যাস সরবরাহের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। যাতে করে বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার হয়।

ক. হাইকেট শিল্প কী? ১
খ. বৃহৎ শিল্প কীভাবে আয় বৈষম্য সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে পাট শিল্পের সমস্যাসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য আরও কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকে আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ গোলাপ ছোটবেলা থেকে ঢাকা শহরে বসবাস করে। এবার সে তাদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহে বেড়াতে যায়। সে দেখে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গরিব এবং কৃষক। কৃষকদের দরিদ্রতার কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখলেন গ্রামে অনেক ছোট ছোট শিশু। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই মায়ের কোলে একজন শিশু। অনেকের একাধিক স্ত্রী। পরিবারগুলোতে সবসময় ঝগড়া, কলহ লেগে আছে। তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। সে ভাবে এই লোকগুলোকে বোঝানো গেলে এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে হয়তো এত শিশু জন্মগ্রহণ করতো না এবং গ্রামের লোকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতো।

ক. স্থূল জন্মহার কী? ১
খ. "জনসংখ্যা বেশি হারে বৃদ্ধি উন্নয়নের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "জনসংখ্যা বৃদ্ধির অধিক হার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়"— উদ্দীপকে আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ মি. রুবেল বাংলাদেশ থেকে চীনে ডাক্তারি পড়তে যায়। সে দেখতে পায় চীনে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা হলেও কোনো অভাব নেই। কাজের জন্য মানুষের কোনো হাহাকার নেই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কর্মে নিয়োজিত। নিজ উদ্যোগে সবাই বিভিন্ন জিনিস তৈরি করছে। তবে সবাই প্রশিক্ষিত এবং সবাই শিক্ষিত। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগের নেই কোনো ঘাটতি। সবাই কাজের উপযুক্ত মূল্যও পাচ্ছে। রুবেল চিন্তা করে তার দেশেও যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো যেতো তাহলে জনসংখ্যা সমস্যা না হয়ে সম্পদে পরিণত হতো। অবশ্য সরকার বর্তমানে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. 'শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী? ১
খ. "সুস্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ পরিপূরক"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চীন এবং বাংলাদেশের মানবসম্পদের গুণগত মানে কোনো পার্থক্য আছে কি? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ রহিম SSC পাস করার পর পড়ালেখা করেনি। তার পারিবারিক অবস্থাও ভালো নয়। সে চিন্তা করে তার বাবাকে সাহায্য করা উচিত। তাদের নিজস্ব জমিজমাও নেই। রহিম পাশের গ্রামের বন্ধুর বাড়ির পাশে একটি ফুলের নার্সারি দেখতে যায়। মালিকের সাথে আলাপ করে জানতে পারে, নার্সারিতে তার ভালো মুনাফা হয়। রহিম নার্সারি করতে উৎসাহিত হয়। কিন্তু তার কোনো মূলধন নেই। জমি এবং প্রশিক্ষণও নেই। সে বিষয়টি নিয়ে তার গ্রামের স্কুলের শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে। শিক্ষক জানান যে, সরকার বেকা যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ দিচ্ছে। বিষয়টি শুনে রহিম আনন্দিত হয়।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১
খ. "প্রশিক্ষণ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রহিমের আত্মকর্মসংস্থানের পথে বাধাসমূহ কী কী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রহিমের মতো বেকার জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৯.▶ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ। এদেশের জনগণ দেশের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনগণ ক্রমান্বয়ে বেশি হারে উৎপাদন করছে। অনেকক্ষেত্রেই প্রয়োজনের বেশি উৎপাদন হচ্ছে। এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। সে আয়ের সাহায্যে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করা হচ্ছে। এভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অধিকতর সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অবশ্য সরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন- EPZ স্থাপন, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগকারীদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১
খ. "উদ্বৃত্ত দ্রব্য রপ্তানি, ঘাটতি দ্রব্য আমদানি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লক্ষ্য"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের সরকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ স্বাধীনতার পর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়, প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন ও ব্যবহার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তখনকার প্রেক্ষাপটে তা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ ছাড়াই পদ্মা সেতুর মতো একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কারণ বৈদেশিক সাহায্যে অনেক অসম্মানজনক শর্ত থাকে, ঋণের সুদের হার বেশি হয়, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়; পরমুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

ক. ওয়েজআর্নার স্কিম কী? ১
খ. "আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ছিল? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বৈদেশিক সাহায্য কি দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নের অন্তরায়? উদ্দীপকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ 'A' একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে দেশটি তার অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুতকরণ, লেনদেনের প্রতিকূলতা মোকাবেলা ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্তযুক্ত ঋণ, উচ্চ সুদের হার, সাহায্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই দেশটির উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বৈদেশক বাণিজ্য প্রসারে বিভিন্ন বিষয়ে বাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া। যেমন- দক্ষতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নয়নের বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলছে।

ক. ক্লিংকার কী? ১
খ. দেশী শিল্পের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিকূল দিকসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কীভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য দেশের বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ক	২	ক	৩	খ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	ক	৮	গ	৯	গ	১০	গ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	খ

ঢাকা বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: | ১ | ১ | ০ |

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – গ

সময়— ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. একটি দেশে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বহিরাগমন ও বহির্গমন এর পার্থক্যকে বলে—

(ক) জনসংখ্যার ঘনত্ব (খ) নিট অভিবাসন
(গ) শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি (ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

২. "জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং জীবন ধারণের উপকরণ খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে"— বক্তব্যটি কার?

(ক) Herbert Spencer
(খ) Dalton
(গ) Thomas Robert Malthus
(ঘ) Professor Edwin Cannan

৩. মানবসম্পদ উন্নয়নে বিবেচ্য মৌলিক সূচক—

i. আয়ুষ্কাল ii. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
iii. জীবনযাত্রার মান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

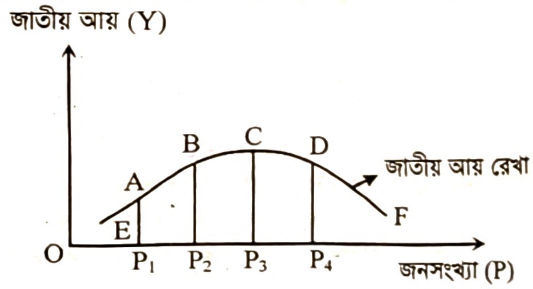

৪. উদ্দীপক অনুসারে কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশক বিন্দু কোনটি?

(ক) A (খ) B
(গ) C (ঘ) D

৫. 'D' বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের (M) ধরন কীরূপ?

(ক) '+' (খ) '–'
(গ) '0' (ঘ) '∝'

৬. সাধারণত দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাকে কী বলে?

(ক) মুদ্রাস্ফীতি (খ) মুদ্রাসংকোচন
(গ) অর্থের যোগান (ঘ) অর্থের চাহিদা

৭. নিম্নের কোনটি মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ?

(ক) সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি (খ) অর্থের যোগান বৃদ্ধি
(গ) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি (ঘ) উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি

৮. মুদ্রাস্ফীতির ফলে—

(ক) অর্থের মূল্য বাড়ে
(খ) জনজীবনে অস্থিরতা কমে আসে
(গ) রপ্তানির পরিমাণ কমে যায়
(ঘ) সঞ্চয়কারী লাভবান হয়

ছকটি লক্ষ করো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

অর্থবছর	দামস্তর
২০১৯-২০২০	৫
২০২০-২০২১	৬

পরিস্থিতি বিবেচনায়, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষ দ্রব্য ও সেবার সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

৯. উদ্দীপক অনুসারে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?

(ক) ২০% (খ) ৩০%
(গ) ৪০% (ঘ) ৫০%

১০. পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কে?

(ক) ক্রেতা (খ) বিক্রেতা
(গ) উৎপাদক (ঘ) সরকার

১১. দুই বা ততোধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মধ্যে আইনগত প্রক্রিয়ায় দ্রব্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সম্পাদিত হলে তাকে কী বলে?

(ক) বৈদেশিক বিনিয়োগ (খ) বৈদেশিক সাহায্য
(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (ঘ) বিশ্বায়ন

১২. বিশ্বায়নের অসুবিধা কোনটি?

(ক) টেকসই উন্নয়ন
(খ) ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের ব্যাপকতা
(গ) নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব
(ঘ) প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা

১৩. বৈদেশিক সাহায্য অর্থবহ হয়, যখন তা—

(ক) কঠিন শর্তযুক্ত হয়
(খ) রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হয়
(গ) দেশীয় উৎপাদন কাঠামো ভেঙে দেয়
(ঘ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সর্বাধিক সচ্ছলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাম্প্রতিককালে বিমানবন্দর, গভীর সমুদ্রবন্দর, মহাসড়ক ও রেললাইন, বহুমুখী সেতু প্রকল্প, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে আসলেও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বর্তমান বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাণিজ্যবান্ধব স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

১৪. উদ্দীপক অনুসারে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্র কোনটি?

(ক) জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নয়ন
(খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন
(গ) বেকার সমস্যা দূরীকরণ
(ঘ) বৃহৎ অবকাঠামো বিনির্মাণ

১৫. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী ধরনের?

(ক) বাণিজ্য ও সাহায্য কোনোটিই নয়
(খ) বাণিজ্য নয়, সাহায্য
(গ) বাণিজ্য ও সাহায্য উভয়েই
(ঘ) সাহায্য নয়, বাণিজ্য

১৬. সরকার কর্তৃক আরোপিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যা বাধ্যতামূলক প্রদেয় এবং এর বিপরীতে কোনো সুবিধার দাবি উত্থাপন করা যায় না তা হলো—

(ক) কর (খ) ফি
(গ) খাজনা (ঘ) টোল

১৭. নিম্নের কোনটি কর বহির্ভূত রাজস্ব?

(ক) আমদানি শুল্ক
(খ) VAT
(গ) রপ্তানি শুল্ক
(ঘ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক আয়

১৮. সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয় হলো—

i. উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস
ii. অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
iii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ব্যয় বাস্তবায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয় ৬ লাখ ৩ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা। এ বিশাল অর্থসংস্থানের প্রধান ও স্থায়ী উৎস হলো NBR নিয়ন্ত্রিত করসমূহ। এর পাশাপাশি কর বহির্ভূত রাজস্বের বাইরে সরকার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থসংস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১৯. সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের উল্লিখিত স্থায়ী উৎসে নিম্নের কোনটির অবদান সবচেয়ে বেশি?

(ক) আমদানি শুল্ক (খ) মূল্য সংযোজন কর
(গ) আয়কর (ঘ) আবগারি শুল্ক

২০. সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের শেষোক্ত উৎস হতে অর্থায়নের উদ্দেশ্য কী?

i. সরকার ও জনপ্রশাসন পরিচালনা
ii. আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ
iii. ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. কৃষি জোত বলতে বোঝায়—

(ক) কৃষি উৎপাদনের জন্য আবাদযোগ্য জমি
(খ) কৃষি জমিতে পরিচালিত উৎপাদন কার্যক্রম
(গ) কৃষি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম
(ঘ) একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন মৌসুমে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষাবাদ

২২. জীবননির্বাহী খামারের ক্ষেত্রে কোনটি লক্ষণীয়?

(ক) খামারের আয়তন বড় হয়
(খ) পারিবারিক ভোগই একমাত্র উদ্দেশ্য
(গ) চাষাবাদ পদ্ধতি আধুনিক
(ঘ) কারিগরি দিকের কার্যকর প্রয়োগ

২৩. কৃষিপণ্য বিপণনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম হলো—

i. অর্থায়ন
ii. গুদামজাতকরণ
iii. বাজার অনুসন্ধান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মূলত জরুরি কৃষি উপকরণ ক্রয়, কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং সেচের খরচ যোগাতে কৃষকদের ঋণ গ্রহণ করতে হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি, কৃষি ও কৃষকের কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ সরকারও এ খাতে নিরবচ্ছিন্ন ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

২৪. নিম্নের কোনটি উল্লিখিত ঋণ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় উৎস?

(ক) এনজিও (খ) ধনী কৃষক
(গ) আত্মীয়-স্বজন (ঘ) সমবায় সমিতি

২৫. বর্ণিত কর্তৃপক্ষসমূহের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগের ফলে—

(ক) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে
(খ) প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক বাড়বে
(গ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে
(ঘ) মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বাড়বে

২৬. বাংলাদেশের শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির একক বৃহত্তম খাত কোনটি?

(ক) পাট (খ) চা
(গ) চামড়া (ঘ) তৈরি পোশাক

২৭. স্পর্শকাতরতা ও সংবেদনশীলতা বিবেচনায় নিম্নের কোন শিল্প শুধু সরকারি বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত?

(ক) হাইটেক শিল্প (খ) সংরক্ষিত শিল্প
(গ) অগ্রাধিকার শিল্প (ঘ) মাইক্রো শিল্প

২৮. আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের মাধ্যমে—

(ক) অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হয়
(খ) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পায়
(গ) আমদানি ব্যয় কমে আসে
(ঘ) দেশীয় উৎপাদকের উৎপাদন সক্ষমতা ক্ষুণ্ন হয়

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্বজুড়ে এখন বহুল স্বীকৃত উন্নয়ন কৌশল। বাংলাদেশ সরকারও এ কৌশলের আওতায় বিবিধ খাতে বেশ কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের যৌক্তিক উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

২৯. উদ্দীপকে বর্ণিত উন্নয়ন কৌশল কী নামে পরিচিত?

(ক) FDI (খ) PPP
(গ) GSP (ঘ) SDG

৩০. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের উদ্যোগ যৌক্তিক, কেননা এর মাধ্যমে—

i. ব্যাপক পুঁজির সরবরাহ সম্ভব হয়
ii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়
iii. প্রকল্প ব্যয় ন্যূনতম হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ অধ্যাপক জামাল আহমেদ অর্থনৈতিক এক সেমিনারে "বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব" শীর্ষক এক আলোচনায় বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর বিরূপ প্রভাব বেশি পড়ছে। উক্ত সেমিনারে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সামাজিক বনায়ন, পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

ক. কৃষিজোত কী? ১
খ. শস্য বহুমুখীকরণ কি খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তাপমাত্রা বৃদ্ধি বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকে কীভাবে বাধাগ্রস্ত করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ রায়হান সাহেব বাংলাদেশে বসবাস করেন। দেশটিতে বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে সরকার একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। যা নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ দেশীয় শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ক. হাই-টেক শিল্প কী? ১
খ. স্ব-নির্ভরতা অর্জনে শিল্পায়ন জরুরি কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দেশীয় শিল্পের বিকাশে উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ জনাব মাহবুব স্যার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জনসংখ্যা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে একটি তত্ত্বে বলা হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১, ২, ৪, ৮, ১৬..... হারে এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১, ২, ৩, ৪, ৫..... হারে। অপর তত্ত্বে দেশে জনসংখ্যার এমন একটি স্তর নির্দেশ করা হয়, যেখানে সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় অর্জিত হয়।

ক. নিট অভিবাসন কী? ১
খ. প্রশিক্ষণ কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রথমে জনসংখ্যার যে তত্ত্বটি উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনসংখ্যার তত্ত্ব দুটির মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন তত্ত্বটিকে তুমি অধিকতর কার্যকর বলে মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ মিজান একজন স্বল্প আয়ের মানুষ। তিনি বাজারে গিয়ে লক্ষ করলেন, দিন দিন চাল, ডাল, তেল, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যে সরকার পণ্যের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ, উৎপাদকদের ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১
খ. অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে পণ্যের দাম বৃদ্ধি অর্থনীতির যে বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাজারে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে উদ্দীপকে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ কি যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫.▶ বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি পরিস্থিতি:

রপ্তানি আয় মিলিয়ন মার্কিন ডলার		আমদানি ব্যয় মিলিয়ন মার্কিন ডলার	
২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২
২২,৯২৪	২৪,৩০২	৩৩,৬৫৮	৩৫,৫১৬

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার দুটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ২০১১-১২ অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানি বৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কি না তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর:

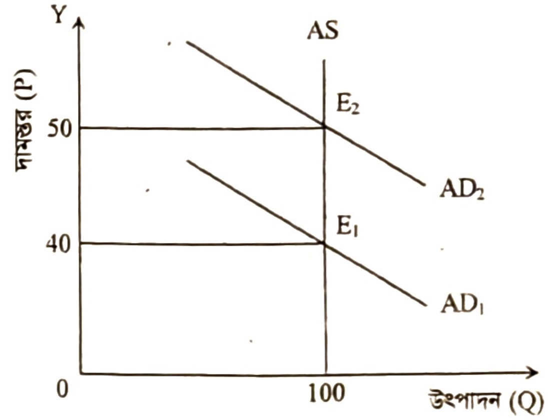

ক. CPI- এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. "অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়"-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্রে E_1 থেকে E_2 তে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করবে? আলোচনা করো। ৪

৭.▶ করিম মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। পাঁচজনের অভাবের সংসারে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামান্য জমি ছাড়া তার কোনো সম্পদ নেই। তাই কৃষিকাজ করার সময় ধানের বীজ, কীটনাশক ও সার ক্রয়ের জন্য স্থানীয় মহাজন, ধনী ব্যবসায়ী ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে উচ্চহারে সুদে টাকা ধার নিতে হয়।

ক. কৃষি কী? ১
খ. "বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে"- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে করিম মিয়ার ঋণগ্রহণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. তুমি কী মনে করো উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎসসমূহ কৃষি ঋণের জন্য পর্যাপ্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ "ক" একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যার কাঠামো নিম্নরূপ:

২০১৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা	২০১৫ সালের মোট জীবিত জনসংখ্যা	২০১৫ সালের মোট মৃত জনসংখ্যা
১৫,০০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	২০,০০,০০০

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১
খ. "অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা"— কেন? ২
গ. উদ্দীপক থেকে স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে "ক" দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় সাপেক্ষে দেশটি জনবহুল হলে তার সমাধানের উপায় বর্ণনা করো। ৪

৯.▶ 'Z' শিল্পটি দেশে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করছে। শুল্ক বাধা, বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা, আর্থিক ঋণ সুবিধার অনুপস্থিতিসহ নানাবিধ সমস্যা এ শিল্পের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। তথাপি সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।

ক. শিল্প কী? ১
খ. "ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশে সুষম উন্নয়ন ঘটায়"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘Z’ শিল্পটির সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. “বাংলাদেশে ‘Z’ শিল্প এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিল্প”—বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ মারুফ দীর্ঘদিন যাবৎ জাপানে অবস্থান করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি দেশে এসেছেন। গ্রামে এসে তিনি একটি বিষয় লক্ষ করলেন, গ্রামের অবস্থা আর পূর্বের মতো নেই। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে, রঙিন টিভি ও ডিশলাইন এসেছে। মানুষ চায়ের দোকানে বসে চা পানের সাথে সাথে টিভির বিভিন্ন চ্যানেলের সংবাদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের আচার-অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের বাইরে থাকা আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও ছোটোখাটো ব্যবসা পরিচালনা করছে। এতে মারুফ আনন্দিত ও আশান্বিত।

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১

খ. কেন অধিক রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন? ২

গ. “সাম্প্রতিক সময়ে সমাজের এই পরিবর্তনকে অর্থনীতির পরিভাষায় কী নামে চিহ্নিত করা যায়?” তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে এদেশের অর্থনীতিতে বিষয়টির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ বর্তমান সময়ে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পরিবহন ও যোগাযোগ বাবদ ব্যয় এবং দুস্থ ও বয়স্কভাতাসহ অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধির কারণে সরকারের সামগ্রিক ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিবর্গ, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করছে, অন্যদিকে বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্র থেকেও ঋণ গ্রহণ করছে।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. “প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি”—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারি ঋণের উৎস দুটির মধ্যে কোনটি দেশের জন্য মঙ্গলজনক উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তর	১	ⓚ খ	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ক	৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	ক	১০	ঘ	১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ঘ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ	২১	ক	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ক

সময়— ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. বাংলাদেশের কৃষি ঋণের উৎস কয়টি?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

২. বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারব্যবস্থা কোন ধরনের?
ক আধুনিক খ উন্নত
গ ত্রুটিপূর্ণ ঘ ভোক্তাবান্ধব

৩. বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য—
i. স্বল্প উৎপাদন ii. অধিক মূলধন
iii. ত্রুটিপূর্ণ বাজার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে—
i. উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
ii. কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে
iii. জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রফিকের বাবার অনেক জমি। রফিক পড়াশোনা শেষে বাবার কৃষিজোত দেখাশোনা শুরু করে। আবহাওয়া অনুকূলে হওয়ায় এ বছর রফিক অনেক টাকা মুনাফা করে।

৫. রফিকের খামারটি কোন ধরনের?
ক জীবননির্বাহী খামার খ বাণিজ্যিক খামার
গ সমবায়ী খামার ঘ বিশেষায়িত খামার

৬. রফিকের খামারে—
i. আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাবে
ii. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ করা যাবে
iii. কর্মসংস্থান বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প কোনটি?
ক পাট শিল্প খ চামড়া শিল্প
গ তৈরি পোশাক ঘ কুটির শিল্প

৮. শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী শিল্প কত প্রকার?
ক ৭ খ ৮
গ ৯ ঘ ১০

৯. অগ্রাধিকার শিল্পে—
i. পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয় ii. কর রেয়াত দেওয়া হয়
iii. নজরদারি করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. ক্ষুদ্র শিল্পে সাধারণত—
i. যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করা হয়
ii. ভাড়াটিয়া শ্রমিক ব্যবহার করা হয়
iii. দেশি-বিদেশি কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. X একজন শিল্পপতি। তিনি বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে সাভারে একটি মোটরসাইকেল তৈরির কারখানা স্থাপন করলেন। অল্প দিনেই তিনি বেশ সুনাম অর্জন করলেন।

১১. মি. X এর স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
(ক) ক্ষুদ্র শিল্প (খ) মাঝারি শিল্প
(গ) আমদানি বিকল্প শিল্প (ঘ) রপ্তানি উন্নয়ন শিল্প

১২. উল্লিখিত শিল্প স্থাপনের ফলে—
i. দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে
ii. বাণিজ্যিক ভারসাম্য প্রতিকূল হবে
iii. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩. জনসংখ্যার কোন স্তরে জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ হয়?
(ক) নিম্ন জনসংখ্যা (খ) সর্বোচ্চ জনসংখ্যা
(গ) কাম্য জনসংখ্যা (ঘ) দক্ষ জনসংখ্যা

১৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে—
i. জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় ii. বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়
iii. দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. সফিকের দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি। দেশটি হতে ১ কোটি লোক বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে গমন করে এবং ২ কোটি লোক দেশে আগমন করে।

১৫. উদ্দীপকে নিট অভিবাসন হার—
(ক) ৬.০০ (খ) ৬.২৫ (গ) ৬.৫০ (ঘ) ৬.৭৫

১৬. উদ্দীপকে নিট অভিবাসন ধনাত্মক হওয়ায়—
i. মাথাপিছু আয় বাড়বে ii. খাদ্যের চাহিদা বাড়বে
iii. মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. অধিক পরিমাণ মুদ্রা অল্প পরিমাণ দ্রব্যের পেছনে ধাবিত হওয়ার নাম মুদ্রাস্ফীতি— উক্তিটি কার?
(ক) কুলবর্ন (খ) ক্রাউথার
(গ) জি অ্যাকলে (ঘ) লর্ড কেইন্স

১৮. গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি কয় প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

১৯. মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়—
i. ভোক্তা ii. উৎপাদক
iii. বিক্রেতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

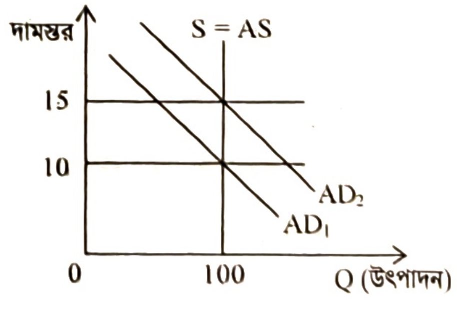

২০. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির হার—
(ক) ২০ (খ) ৩০ (গ) ৪০ (ঘ) ৫০

২১. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে যদি—
i. ভোগ বাড়ে ii. বিনিয়োগ বাড়ে
iii. সুদের হার বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য কোনটি?
(ক) পাট (খ) চা
(গ) চামড়া (ঘ) তৈরি পোশাক

২৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে—
i. প্রযুক্তির উন্নয়ন হবে ii. ভোগ বৃদ্ধি পায়
iii. দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪. বাংলাদেশের আমদানিকৃত মূলধন জাতীয় দ্রব্য হলো—
i. কৃষি যন্ত্রপাতি ii. বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি
iii. ভোজ্য তেল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশ সরকার দ্রুত উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। ফলে দেশের শিল্প কাঠামো মজবুত হচ্ছে। দেশে রপ্তানি আয় বাড়ছে, আমদানি ব্যয় কমছে এবং জাতীয় আয় বাড়ছে।

২৫. উদ্দীপকে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে যে শিল্পায়নের মাধ্যমে তা হচ্ছে—
(ক) আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন (খ) রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন
(গ) প্রচলিত শিল্পায়ন (ঘ) সংরক্ষিত শিল্পায়ন

২৬. সরকারের এই পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে—
i. উৎপাদন বাড়বে ii. ভোগ বাড়বে
iii. কর্মসংস্থান বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. VAT এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Value And Tax (খ) Valuable Added Tax
(গ) Valuable Actual Tax (ঘ) Value Added Tax

২৮. সরকারি ব্যয় এর উদ্দেশ্য হলো—
i. সামাজিক কল্যাণ
ii. অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা
iii. আয় বৈষম্য সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. X একজন শিল্পপতি। তাকে প্রতিবছর প্রায় ৫ লক্ষ টাকা আয়কর দিতে হয়। তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সময়ও কর দিতে হয়। এতেও সে অখুশি নয়।

২৯. উদ্দীপকে কর কয় প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৩০. মি. X অখুশি নয়, কারণ—
i. কর আয় বৈষম্য হ্রাস করে
ii. এই অর্থ দেশের কল্যাণে ব্যয় হয়
iii. কর দ্বারা দেশের সার্বিক উন্নয়ন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ সাদেক আলী একজন সাধারণ কৃষক। তিনি গতানুগতিক উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ফসল দিয়ে তিনি পারিবারিক প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন। অন্যদিকে হাসান সরকার একজন প্রতিষ্ঠিত কৃষক। তিনি আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে তিনি ভালোই মুনাফা অর্জন করে থাকেন।

ক. কৃষি খামার কী? ১
খ. "শস্য বহুমুখীকরণ কৃষি উৎপাদনে ঝুঁকি কমায়"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সাদেক আলীর উৎপাদনের সাথে সংগতিপূর্ণ কৃষি খামারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাদেক আলী ও হাসান সরকারের কৃষি খামারের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ জনাব আজম তাঁর নিজস্ব কৃষি জমিতে চাষাবাদ করার জন্য ঋণগ্রহণ করেন। আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম্য মহাজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে তিনি যে ঋণ পেয়েছেন তা পর্যাপ্ত নয়। গ্রামে কৃষি ঋণের যোগানের অপর্যাপ্ততা ও ঋণদান প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কারণে তিনি ইতিপূর্বে অনন্যোপায় হয়েই এ ঋণ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি সরকার কৃষি উন্নয়নে উপকরণ বিতরণ, বীজ সহায়তা, প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বন্টন এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ক. কৃষি ঋণ কী? ১
খ. কৃষি পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যে উৎস হতে জনাব আজম ঋণ গ্রহণ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ মিসেস ফারজানা একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি স্ব-অর্থায়নে ঘরোয়া পরিবেশে বাঁশ ও বেতের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করেন। তাঁকে এ কাজে তাঁর স্বামী সহযোগিতা করেন। ইদানীং তাঁর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু তাঁর পুঁজি স্বল্প। ঋণের জন্য তিনি একটি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করেন। প্রতিষ্ঠানটি তাঁকে সহজ শর্তে ঋণ দেয়। ঋণের অর্থ দ্বারা উৎপাদন বাড়িয়ে তিনি বেশ ভালো মুনাফা অর্জন করছেন।

ক. শিল্প কী? ১
খ. ফার্ম কি শিল্প হতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিসেস ফারজানার উৎপাদনকে কোন ধরনের শিল্প বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

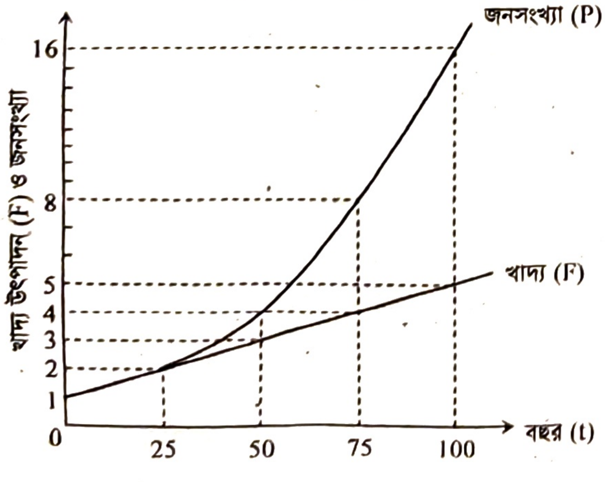

ক. অভিবাসন কী? ১
খ. অধিক জনসংখ্যা কীভাবে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তত্ত্বটির আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

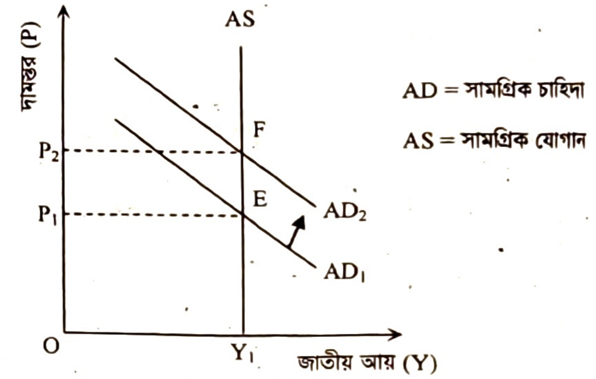

চিত্রে প্রদর্শিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যাংক হার, নগদ রিজার্ভ অনুপাত, সরকারি ব্যয় ও কর হার পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১
খ. "মুদ্রাস্ফীতি সর্বদা খারাপ নয়"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের পদক্ষেপগুলো মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ নিচের টেবিলটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

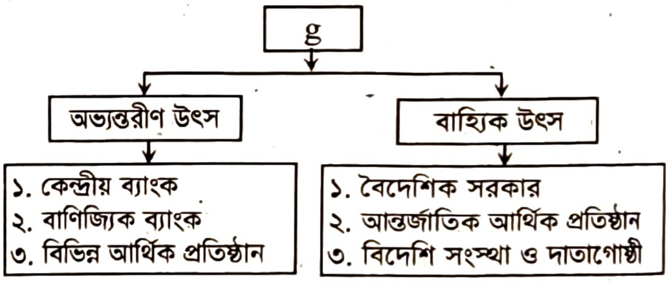
g
অভ্যন্তরীণ উৎস
বাহ্যিক উৎস
১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
২. বাণিজ্যিক ব্যাংক
৩. বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান
১. বৈদেশিক সরকার
২. আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৩. বিদেশি সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠী

ক. ফি কী? ১
খ. আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'g' চিহ্নিত স্থানের প্রাসঙ্গিক বিষয়টি উল্লেখ করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দু'ধরনের উৎসের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ বাংলাদেশে ১৯৭৬ সালে রপ্তানি শুরু করা শিল্পটিতে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৬% অর্জিত হয় এবং প্রায় ৪৪ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। বর্তমানে শিল্পটি প্রতিকূল কর্মপরিবেশ, বিশ্ব বাজারে প্রবল প্রতিযোগিতা, কাঁচামালের সংকট, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি সমস্যা দ্বারা জর্জরিত। এ সকল সমস্যার সমাধানে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ১
খ. আমদানি বিকল্প শিল্প কীভাবে দেশকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি চিহ্নিত করো এবং এর সমস্যাসমূহ তুলে ধরো। ৩

ঘ. সরকারের পদক্ষেপসমূহ কী হতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৮.▶ 'X' একটি জনবহুল দেশ। এই বিপুল জনসংখ্যা দেশটির খাদ্য, জনস্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যা সমাধানে সম্প্রতি দেশটির সরকার পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জোরদারকরণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ, সবার জন্য চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মতো কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে? ২

গ. 'X' দেশের সমস্যাগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'X' দেশের সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ 'A' দেশের দামস্তর ক্রমাগত বাড়ছে। দেশটিতে ২০১৯ ও ২০২০ সালের ভোক্তার দাম সূচক যথাক্রমে ১২৫ ও ১৫০। ফলস্বরূপ দেশটি কৃষক, সীমিত আয়ের জনগণ, উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার ওপর বিভিন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ক. ভোক্তার দাম সূচক কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণিতে ব্যক্তির ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আলোচনা করো। ৪

১০.▶ রহিম সাহেব সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করেন। অন্যদিকে নিজাম সাহেব সিরামিক ফ্যাক্টরির মালিক। তিনি দেশীয় বাজারের পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পণ্য বিক্রয় করেন। নিজাম সাহেবের অর্জিত আয় দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম কীভাবে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করে? ২

গ. রহিম সাহেব ও নিজাম সাহেবের বাণিজ্যের ধরন চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নিজাম সাহেবের বাণিজ্য দেশের সম্পদ ব্যবহার, উৎপাদন বাজার সম্প্রসারণ এবং মূলধনের গতিশীলতার ওপর কী প্রভাব ফেলে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ বর্তমান সময়ে সরকার মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এসব খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকার মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক এবং আবগারি শুল্কের ওপর নির্ভরশীল।

ক. সরকারি আয় কী? ১

খ. কর ও ফি একই কি না ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারি আয়ের খাতসমূহ যথেষ্ট কি না মন্তব্য করো। ৪

উত্তর	১	(খ)	২	(গ)	৩	(খ)	৪	(ঘ)	৫	(খ)	৬	(ঘ)	৭	(গ)	৮	(গ)	৯	(ক)	১০	(ঘ)	১১	(গ)	১২	(খ)	১৩	(গ)	১৪	(গ)	১৫	(খ)
	১৬	(গ)	১৭	(ক)	১৮	(গ)	১৯	(খ)	২০	(ঘ)	২১	(খ)	২২	(ঘ)	২৩	(ক)	২৪	(ক)	২৫	(ক)	২৬	(ঘ)	২৭	(ঘ)	২৮	(ক)	২৯	(ক)	৩০	(ঘ)

রাজশাহী বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ক

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ২০ মিনিট

পূর্ণমান— ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারের ধরন কেমন?
- (ক) জীবননির্বাহী খামার
- (খ) সমবায় খামার
- (গ) বহুমুখী খামার
- (ঘ) যৌথ মূলধনি খামার

২. বাংলাদেশের কৃষির সবচেয়ে বড় উপখাত কোনটি?
- (ক) মৎস্য খাত
- (খ) শস্য খাত
- (গ) পশুসম্পদ খাত
- (ঘ) বনজ খাত

৩. HYV Technology বলতে কী বোঝায়?
- (ক) তথ্য প্রযুক্তি
- (খ) উফশী প্রযুক্তি
- (গ) পরমাণু প্রযুক্তি
- (ঘ) জৈব প্রযুক্তি

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে—

i. বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস পায়
ii. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়
iii. বৈশ্বিক উষ্ণতার ওপর প্রভাব ধনাত্মক

নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
- (খ) ii ও iii
- (গ) i ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'মি. ক' ও 'মি. খ' নিজস্ব বাড়িতে পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার করে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং অর্থ উপার্জনের পথ সৃষ্টি করেছেন।

৫. পোল্ট্রি ও ডেইরি কৃষির কোন উপখাত—
- (ক) শস্য
- (খ) মৎস্য
- (গ) বনজ
- (ঘ) পশু সম্পদ

৬. এ দুটি খামার থেকে সৃষ্টি হয়েছে—

i. আয় উপার্জন
ii. কর্মসংস্থান
iii. যাতায়াত

নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

৭. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের কত শতাংশ মহিলা শ্রমিক?
- (ক) ৮০%
- (খ) ৮৫%
- (গ) ৯৫%
- (ঘ) ৯০%

৮. EPZ এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Export Processing Zone
(খ) Export Procuring Zone
(গ) Export Producing Zone
(ঘ) Export Private Zone

৯. রপ্তানিমুখী শিল্পনীতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো—
i. রপ্তানি আয় বৃদ্ধি
ii. কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি
iii. পরনির্ভরশীলতা হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মাসুদ সাহেবের তৈরি পোশাক কারখানায় ১০০০ শ্রমিক কাজ করে। এ কারখানার উৎপাদিত পণ্যগুলো বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

১০. কারখানাটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?
(ক) কুটির
(খ) ক্ষুদ্র
(গ) মাঝারি
(ঘ) বৃহৎ

১১. পোশাক কারখানাটি স্থাপনের ফলে—
i. কর্মসংস্থান বাড়ছে
ii. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে
iii. বাণিজ্য ভারসাম্যের উন্নতি হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১২. $M = \frac{A - O}{O}$ এর সমীকরণে $M = O$ হলে—
(ক) শূন্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে
(খ) অধিক জনসংখ্যা নির্দেশ করে
(গ) কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে
(ঘ) নিম্ন জনসংখ্যা নির্দেশ করে

১৩. 'An Essay On the Principles of Population' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) অ্যাডাম স্মিথ
(খ) অধ্যাপক মার্শাল
(গ) টমাস ম্যালথাস
(ঘ) পি. এ. স্যামুয়েলসন

১৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে বোঝায়—
i. জনসংখ্যার স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন
ii. জনসংখ্যা হ্রাস
iii. জনসংখ্যার গুণগত পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

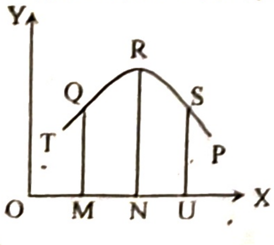

১৫. উদ্দীপকে OX অক্ষে কি নির্দেশ করে?
(ক) সময়
(খ) সময় ও মাথাপিছু আয়
(গ) মাথাপিছু আয়
(ঘ) জনসংখ্যার পরিমাণ

১৬. MN স্তরে—
i. কাম্য অপেক্ষা বেশি জনসংখ্যা
ii. কাম্য অপেক্ষা কম জনসংখ্যা
iii. কাম্য অপেক্ষা কম মাথাপিছু আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১৭. সাধারণত দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতাই হলো—
(ক) মুদ্রাস্ফীতি
(খ) মুদ্রা সংকোচন
(গ) অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি
(ঘ) অর্থের যোগান বৃদ্ধি

১৮. CPI এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Consumption Price Index
(খ) Consumer Profit Index
(গ) Consumer Price Index
(ঘ) Consumption Production Index

১৯. কোনটি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়—
i. করের হার বৃদ্ধি
ii. ঋণপত্র বিক্রয়
iii. ব্যাংক হার বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

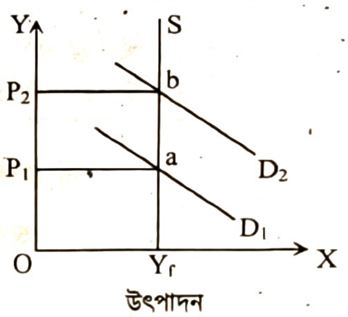

২০. উদ্দীপকে P_1P_2ba কি নির্দেশ করে?
(ক) মুদ্রাস্ফীতি
(খ) মুদ্রা সংকোচন
(গ) মোট আয়
(ঘ) মোট ব্যয়

২১. SY_f রেখাটি নির্দেশ করে—
i. সামগ্রিক চাহিদা
ii. সামগ্রিক যোগান
iii. পূর্ণ নিয়োগ উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

২২. দুই বা ততোধিক স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্যকে কী বলে?
(ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
(খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(গ) আমদানি বাণিজ্য
(ঘ) রপ্তানি বাণিজ্য

২৩. বাংলাদেশের প্রধান অ-প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য কোনটি?
(ক) চা
(খ) চামড়াজাত দ্রব্য
(গ) পাটজাত দ্রব্য
(ঘ) তৈরি পোশাক

২৪. দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে যে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে—

i. রপ্তানি আয়ের ওপর কর রেয়াত
ii. রপ্তানি ঋণ বৃদ্ধি
iii. খাদ্য দ্রব্য আমদানি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'A' ও 'B' দুই বন্ধুই দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। 'A' এর কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় বিক্রয় হয়। অন্যদিকে 'B' এর কারখানার উৎপাদিত দ্রব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রয় হয়।

২৫. 'A' এর ব্যবসাকে বলা হয়—

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (খ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
(গ) খুচরা ব্যবসা (ঘ) পাইকারি ব্যবসা

২৬. 'B' এর ব্যবসার কারণে—

i. বিদেশের বাজারে দেশের সম্মান বৃদ্ধি পায়
ii. কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়
iii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. প্রত্যক্ষ কর কোনটি?

(ক) বাণিজ্য শুল্ক (খ) আবগারি শুল্ক
(গ) আয় কর (ঘ) মূল্য সংযোজন কর

২৮. সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎস কোনটি?

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক (খ) কর্মসংস্থান ব্যাংক
(গ) আই. এম. এফ. (ঘ) সোনালী ব্যাংক

২৯. VAT এর পূর্ণরূপ কোনটি?

(ক) Value Added Tax (খ) Value Accept Tax
(গ) Value As Tax (ঘ) Value And Tax

৩০. সরকারের ঋণ গ্রহণের কারণ—

i. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস
ii. উৎপাদন বৃদ্ধি
iii. ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ পূর্বা তার বাবার সাথে ট্রেনযোগে খুলনা থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় পদ্মা নদীর পাড়ে রূপপুর নামক স্থানে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বিরাট কর্মযজ্ঞ দেখতে পায়। সেই সাথে সারি সারি সু-উচ্চ বিল্ডিং ও বিদেশিদের আনাগোনা দেখতে পায়। পূর্বা বাবার কাছে এ সম্পর্কে জানতে চায়। তার বাবা তাকে বলে যে, এটা হচ্ছে পাবনার রূপপুর। এখানে বাংলাদেশের একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। বিদ্যুৎ এর পাশাপাশি পারমাণবিক শক্তিকে কৃষি উৎপাদনে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, খাদ্য নিরাপত্তাসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা যাবে।

ক. কৃষিতে ভর্তুকি কী? ১
খ. পরিবেশ দূষণ কেন হয়? ২
গ. উদ্দীপকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোন বিষয়টি উল্লেখ আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? বাংলাদেশের কৃষি, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে পরমাণু শক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ মি. A দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে নিজ দেশে বেড়াতে এসে দেখেন দেশের বিভিন্ন শহরে কারিগরের তৈরি দেশীয় পণ্যের নানাবিধ দেশীয় দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। পণ্যগুলো দামে সস্তা ও আকর্ষণীয় হলেও এর উৎপাদনকারীরা ন্যায্যমূল্য পায় না। তারা গরিব বিধায় ঋণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিল্পটি মি. A এর দেশের অতীত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকও বটে।

ক. কুটির শিল্প কী? ১
খ. চিংড়িকে 'White Gold' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে শিল্পটির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে শিল্পটির সমস্যা সমাধানে তোমার মতামত প্রদান করো। ৪

৩.▶ প্রদীপদের সংসারে মোট ৭ জন সদস্য। অভাবের সংসার। প্রদীপ ও তার মা কোনো একটি গ্রামের NGO থেকে ঋণ নিয়ে হস্তচালিত তাঁতের লুঙ্গি, শাড়ি, গামছা তৈরি করেন। এ কাজে তাদের দাদা-দাদিরাও সাহায্য করেন। কিন্তু হস্তচালিত হওয়ায় তাদের উৎপাদন কম ও সময় সাপেক্ষ। তাই প্রদীপ আরও কিছু ঋণ নিয়ে কয়েকটি মেশিন কিনে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছার পাশাপাশি কিছু হোসিয়ারি দ্রব্য তৈরি করে। ফলে তার আয় যেমন বাড়ে, সবার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, দারিদ্র্য কমে তেমনি দেশেরও উন্নতি হয়।

ক. মাঝারি শিল্প কাকে বলে? ১
খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য কী? ২
গ. প্রদীপদের শিল্প কী ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উল্লিখিত শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ মি. রহমান একটি গার্মেন্টস শিল্প পরিচালনা করেন। এ শিল্পটি বাংলাদেশে খুব দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এ শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করে। বর্তমানে এ শিল্পে ৫০ লক্ষের মতো শ্রমিক কাজ করে। মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ এ শিল্প হতে আসে। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের এ শিল্পের খুব সুনাম রয়েছে।

ক. শিল্প কাকে বলে? ১
খ. শিল্প সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কী ধরনের শিল্প—ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ খাত—ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ একদিন অর্থনীতির এক ক্লাসে শিক্ষক বললেন, বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি, মাথাপিছু আয় কম, জীবনযাত্রার মান নিম্ন হওয়ায় বাংলাদেশকে অধিক জনসংখ্যার দেশ বলা হয়। তিনি বলেন, যদি আমরা আমাদের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারি, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারি, মাথাপিছু আয় বাড়াতে পারি, শান্তিতে বসবাস করতে পারি তাহলে বাংলাদেশকেও কাম্য জনসংখ্যার দেশ বলা যাবে।

ক. জনসংখ্যার স্থানান্তর কী? ১
খ. আদমশুমারি কেন করা হয়? ২
গ. বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ—ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অধিক জনসংখ্যাকেও কাম্য জনসংখ্যায় রূপান্তর করা যায়—ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ—

বছর	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১	২০২১
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২.৭০	২.৩৬	২.১৭	১.৪৮	১.৩৬	১.৩৭

পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যায়।

ক. অধিক জনসংখ্যা কী? ১
খ. কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের চিত্র ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও অধিক? কীভাবে এ হার নিয়ন্ত্রণ করা যায়? ৪

৭.▶ উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

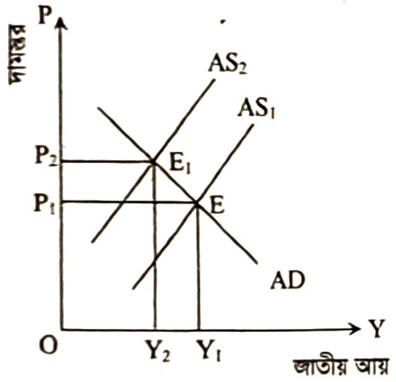

ক. G.N.P. ডিফ্লেক্টর কী? ১
খ. কোন মাত্রার মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য ভালো? ২
গ. উল্লিখিত চিত্রটি কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য দেশীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করতে সাহায্য করে। তবে বেশিরভাগ ঋণ ও সাহায্যের সাথে কঠিন শর্ত থাকে। দাতা দেশসমূহ বিভিন্ন অজুহাতে দেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রচুর বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য এসেছে যার বেশিরভাগই অপচয় ও দুর্নীতি হয়েছে। তাই আমাদের উচিত বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিত্যনতুন রপ্তানিমুখী দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করা। ফলে এদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১
খ. অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করো। ৩
ঘ. আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের দিকসমূহ আলোচনা করো। ৪

৯.▶ তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার এর বর্ষভিত্তিক রপ্তানি আয়ের লেখচিত্র:

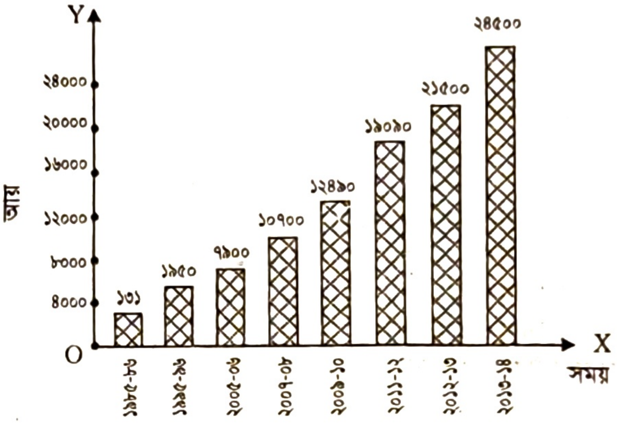

[মিলিয়ন মার্কিন ডলারে]

ক. বৈদেশিক অনুদান কী? ১
খ. কীভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে? ২
গ. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের বর্ষভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী রপ্তানি আয়ের এ ধারা যথেষ্ট গতিশীল বলে কি তুমি মনে করো? যদি না হয় তবে কীভাবে তা গতিশীল করা যায়? ৪

১০.▶ সরকারি ঋণ বলতে সরকারের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গৃহীত ঋণকে বোঝায়। সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি খাত থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সরকার মূলত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, ঘাটতি বাজেট পূরণ ও জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এজন্য সরকারি ঋণ শুধু উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা উচিত। তা না হলে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১
খ. সরকারের আয়ের প্রধান খাতগুলো কী কী? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ঋণের উৎসসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. সরকারের ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যাবলি পূরণে প্রাপ্ত ঋণ কি যথেষ্ট বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ একদিন ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদের বলেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে কর দিতে হয়। আয়কর, সম্পদকর, ভূমিকর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কর। আবার বিক্রয়কর, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, প্রমোদকর, পণ্যকর ইত্যাদি পরোক্ষ কর। তিনি আরও বলেন পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ কর বেশি অপ্রিয়।

ক. রপ্তানি শুল্ক কী? ১
খ. করের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ কীভাবে পরিমাপ করা যায়? ২
গ. করের বিভিন্ন উৎস উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রত্যক্ষ কর বেশি অপ্রিয় হওয়ার যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর																														
	১	ক	২	খ	৩	খ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ক	৭	ক	৮	ক	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ঘ

দিনাজপুর বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – ঘ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ২০ মিনিট

পূর্ণমান— ১৫

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]*

১. বাংলাদেশে শিল্পখাতে 'উপখাত' কয়টি?

(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

২. পাট উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

(ক) ১ম (খ) ২য়
(গ) ৩য় (ঘ) ৪র্থ

৩. জনসংখ্যার নির্ধারকসমূহ হলো—

i. জন্মহার
ii. মৃত্যুহার
iii. আদমশুমারি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মহোদয় বলেন, "তোমাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা রাখতে হবে।"

৪. ভিসি মহোদয়ের বক্তব্য অনুসরণ করলে নিম্নের কোনটি ঘটবে?

(ক) শিক্ষার হার বাড়বে
(খ) কৃষির উন্নয়ন হবে
(গ) উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে
(ঘ) মানবসম্পদ বৃদ্ধি পাবে

৫. ভিসি মহোদয়ের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো—

i. দক্ষ জনশক্তি তৈরি
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
iii. কৃষির উন্নয়ন সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. বাংলাদেশে কেন পাহাড়ি অঞ্চলে 'চা' চাষ অধিক করা হয়?

(ক) শ্রমিক সস্তা (খ) মাটি উর্বর
(গ) উদ্যোক্তাদের ইচ্ছা (ঘ) অধিক বৃষ্টিপাত

৭. বাংলাদেশের কোন ধরনের শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সর্বাধিক?

(ক) হস্ত শিল্প (খ) কুটির শিল্প
(গ) ক্ষুদ্র শিল্প (ঘ) মাঝারি শিল্প

৮. আত্মতোষণ খামার হলো—

(ক) জীবননির্বাহী খামার (খ) বাণিজ্যিক খামার
(গ) বহুমুখী খামার (ঘ) বিশেষায়িত খামার

৯. "আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে ঋণ গ্রহন" — কৃষি ঋণের কোন ধরনের উৎস?

(ক) উপানুষ্ঠানিক (খ) আনুষ্ঠানিক
(গ) অনানুষ্ঠানিক (ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক

১০. বাংলাদেশে আদর্শ কৃষি খামারের আয়তন বিবেচিত হয়—

(ক) ন্যূনতম ১ একর (খ) ন্যূনতম ৩ একর
(গ) ন্যূনতম ৫ একর (ঘ) ন্যূনতম ১০ একর

১১. মালিকানার ভিত্তিতে কৃষি খামার হতে পারে—

i. বহুমুখী
ii. ব্যক্তি মালিকানাধীন
iii. যৌথ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বেলায়েত হোসেন একজন কৃষক। তার পরিবারে স্ত্রী ও ২ ছেলে আছে। পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত তার ১ বিঘা জমিতে পারিবারিক শ্রম ও পুঁজি প্রয়োগের মধ্যেমে ধান উৎপাদন করেন।

১২. উদ্দীপকে কোন ধরনের খামারের কথা বলা হয়েছে?

(ক) মিশ্র খামার (খ) জীবননির্বাহী খামার
(গ) সমবায় খামার (ঘ) বাণিজ্যিক খামার

১৩. উক্ত খামারের মূল উদ্দেশ্য হলো—

i. জীবনধারণ করা
ii. উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা
iii. মুনাফা অর্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪. মুদ্রাস্ফীতির কারণে—

i. দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়
ii. অর্থের মূল্য হ্রাস পায়
iii. সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. কোন পণ্যের ভিত্তি বছরের দামস্তর ৪০ এবং চলতি বছরের দামস্তর ৪২ হলে, মুদ্রাস্ফীতি কত?

(ক) ৪২% (খ) ৪০%
(গ) ১০% (ঘ) ৫%

১৬. রাজস্ব নীতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় হলো—

i. মজুরি নিয়ন্ত্রণ
ii. সরকারি ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি
iii. কর হারের পরিবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মূল্যস্তর বেশি হওয়ায় বাজারে অল্প পরিমাণ দ্রব্যের পেছনে বেশি টাকা ধাবিত হয়।

১৭. উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থাকে কী বলে?

(ক) মুদ্রা সংকোচন (খ) মুদ্রাস্ফীতি
(গ) অবমূল্যায়ন (ঘ) অবচয়ন

১৮. বাজারে এ অবস্থা সৃষ্টির কারণ হলো—
i. অর্থের যোগান বৃদ্ধি
ii. উৎপাদন হ্রাস
iii. মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. মুদ্রাস্ফীতির ফলে যে শ্রেণি লাভবান হয়—
i. ঋণদাতা ii. উৎপাদনকারী
iii. ঋণগ্রহীতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. কোনটি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য?
(ক) হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য (খ) শাক-সবজি ও ফলমূল
(গ) তৈরি পোশাক (ঘ) নিউজপ্রিন্ট

২১. A দেশ ও B দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যে গত অর্থবছরে A দেশের ১৪৩৯৩ মিলিয়ন ডলার এবং B দেশের ১৩৭৫৭ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হলে, কোনটি সঠিক?
(ক) B দেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ৬৩৬ মিলিয়ন ডলার
(খ) A দেশের উদ্বৃত্ত বাণিজ্য ৬৩৬ মিলিয়ন ডলার
(গ) A দেশের ঘাটতি বাণিজ্য ৬৩৬ মিলিয়ন ডলার
(ঘ) A ও B দেশের ভারসাম্য বাণিজ্য চলছে

২২. বিশ্বায়ন বলতে বোঝায়—
(ক) অবাধ তথ্য বাণিজ্য
(খ) অবাধ শ্রমশক্তির স্থানান্তর
(গ) অবাধ মত প্রকাশ
(ঘ) অবাধ তথ্য, যোগাযোগ ও বাণিজ্য প্রবাহ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর জনবহুল দেশ। এ দেশ থেকে বিভিন্ন দেশে কাঁচা পাট, চা, চামড়া, তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য ইত্যাদি রপ্তানি হয়। এছাড়া মূলধনি যন্ত্রপাতি, শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করে।

২৩. রপ্তানি আয়ের শীর্ষে কোন পণ্যটি?
(ক) কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য
(খ) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য
(গ) তৈরি পোশাক
(ঘ) হিমায়িত খাদ্য

২৪. অপ্রচলিত পণ্য হলো—
i. হস্ত শিল্প
ii. শাক-সবজি
iii. ন্যাপথা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৫. কোনটি রাজস্ব আয়?
(ক) দেশের ব্যাংক থেকে ঋণ
(খ) বিদেশি অনুদান
(গ) বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ
(ঘ) মূল্য সংযোজন কর

২৬. যার ওপর ধার্য করা হয়, তিনি নিজেই যদি করের বোঝা বহন করে তবে তাকে বলে—
(ক) আয়কর (খ) বিক্রয় কর
(গ) মূল্য সংযোজন কর (ঘ) প্রমোদ কর

২৭. সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য হলো—
i. জরুরি অবস্থা মোকাবিলা
ii. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন
iii. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
খোকা সাহেব মাসিক দুই লক্ষ টাকা বেতনে চাকরি করেন এবং নিয়মিত কর প্রদান করেন। তিনি সম্প্রতি এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং নিজের নামে রেজিস্ট্রেশন করেন।

২৮. খোকা সাহেবের নিয়মিত প্রদেয় কর কোন ধরনের?
(ক) বিক্রয় কর (খ) আয়কর
(গ) মূল্য সংযোজন কর (ঘ) প্রমোদ কর

২৯. জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেওয়া অর্থকে কী বলা হয়?
(ক) অনুদান (খ) জরিমানা
(গ) ফি (ঘ) কর

৩০. শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী 'পর্যটন শিল্প' নিম্নের কোন শিল্পের অন্তর্গত?
(ক) উচ্চ অগ্রাধিকার (খ) অগ্রাধিকার
(গ) নিয়ন্ত্রিত (ঘ) সংরক্ষিত

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ আনু মিয়া তার উৎপাদিত ধান এ বছর স্থানীয় একটি বাজারে নিয়ে বিক্রি করার আগ্রহ পাচ্ছেন না। কেননা বিগত বছরগুলোতে বেশিরভাগ সময়ে পরিবহন সমস্যা, দালাল ও ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্যসহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। উপরন্তু ন্যায্য দাম পাওয়া নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা, তবে আশার বাণী হচ্ছে ইদানীং সরকারের কিছু কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা শোনা যাচ্ছে।

ক. কৃষির উপখাত কয়টি? ১
খ. সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি কৃষি উন্নয়নে সহায়ক—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষিক্ষেত্রের যে সমস্যার কথা প্রকাশ করা হয়েছে তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে করো? ৪

২.▶

দ্রব্য	পরিমাণ(Q_0)	ভিত্তি বছর দাম(P_0)	বর্তমান বছর দাম(P_n)
X	৫	২০	৪০
Y	৫	৩০	৬০

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১
খ. সহনীয় পর্যায়ের মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে অর্থনীতির জন্য সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে ভোক্তার দাম সূচক নির্ণয় করো। ৩
ঘ. প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দামস্তরের বৃদ্ধি জনজীবনে কী প্রভাব ফেলবে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা দাও। ৪

৩.▶

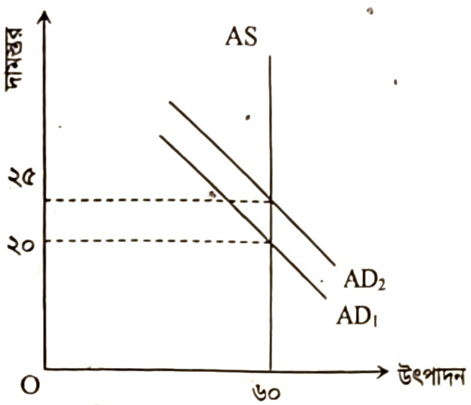

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি ঘটার জন্য অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় কতখানি দায়ী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে দামস্তর ২০ থেকে ২৫ হওয়ার কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ করো। ৪

৪.▶ 'A' ও 'B' দুটি দেশ। 'A' দেশ দীর্ঘদিন ধরে 'B' দেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে আসছে। এখন 'A' দেশের কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করতে পারছে তারা দাতা দেশ 'B' এর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি দর কষাকষির ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে। প্রতীয়মান হচ্ছে আরও নানাবিধ সমস্যা।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উপরিউক্ত সমস্যা ছাড়া আরও কী কী সমস্যা হতে পারে বলে তুমি মনে করো? বর্ণনা দাও। ৪

৫.▶ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩,৬৭৪.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। কিন্তু জুলাই ২০-মে ২০২১ সময়ে রপ্তানি আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫,১৮০.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এর মধ্যে কৃষিপণ্য রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, নিটওয়্যার, তৈরি পোশাক প্রভৃতি রপ্তানি পণ্যেরে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. একেবারে বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছুটা বাণিজ্য হওয়াও ভালো—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দ্রব্যগুলোকে প্রচলিত ও অপ্রচলিত এ দু'ভাগে ভাগ করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানির গতিধারা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ জনসংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুটি তত্ত্ব বহুল প্রচলিত। একটিতে জনসংখ্যার আধিক্য ও খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মাথাপিছু আয় ও সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার ওপর।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. প্রাকৃতিক ব্যবস্থা (Positive Checks) কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় তত্ত্বটির মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম তত্ত্বটি বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? মতামত দাও। ৪

৭.▶ 'ক' দেশে কোনো এক বছরে ২০ লক্ষ জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুবরণ করে ১০ লক্ষ লোক। উক্ত বছরের মধ্যসময়ে মোট লোকসংখ্যা ছিল ১০ কোটি। সম্পদ সীমিত হওয়ার কারণে বেকারত্বসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. নিট অভিবাসন ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' দেশের জন্মহার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে তোমার সুপারিশসমূহ উল্লেখ করো। ৪

৮.▶ আমাদের দেশে স্বল্প পুঁজি ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য আকর্ষণীয় ও তুলনামূলকভাবে সস্তা। কিন্তু যারা উৎপাদন করে তারা গরিব ও কষ্টে জীবনযাপন করে। উপরন্তু বৃহৎ শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাও কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে।

ক. শিল্প কাঠামো কী? ১

খ. 'পাট শিল্প আন্তর্জাতিক বাজার হারাচ্ছে'—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের শিল্পের কথা উল্লেখ আছে বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. উল্লিখিত শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? ৪

৯.▶ 'X' নামক দেশের সরকার জনগণের কল্যাণার্থে পরিবহন খাত এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রতি বছরই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে যথাসময়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এ বছর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ক. ক্ষুদ্র শিল্প কাকে বলে? ১

খ. আমদানি বিকল্প শিল্প কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন কৌশলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো বাংলাদেশে এ কৌশল প্রয়োগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ বর্তমান বিশ্বে প্রায় সব দেশেরই সরকারি ব্যয় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যয়ভার মেটানোর জন্য 'B' দেশের সরকার আয়কর, ভ্যাট ও বিভিন্ন ধরনের ফি এর হার বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতেও ব্যয় সংকুলান না হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

ক. কর বলতে কী বোঝ? ১

খ. পরোক্ষ কর তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয় কেন? ২

গ. প্রদত্ত উদ্দীপকে সরকারের অর্থ সংগ্রহের উৎসের ধরন উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা অর্থনীতির জন্য কতখানি যুক্তিযুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় বছরই প্লাবিত হয়। এতে জমির লবণাক্ততা বাড়ে এবং উৎপাদন ক্ষমতা কমে। বর্তমানে কৃষি বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে এ সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করছে।

ক. কৃষি কাজ কী? ১

খ. শিল্পের কাঁচামালের জন্য কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাংলাদেশের কৃষির ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে তুমি কী কী সুপারিশ করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ঘ	২	খ	৩	ক	৪	ঘ	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	গ	১০	খ	১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	গ	২০	ঘ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ

কুমিল্লা বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – গ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ২০ মিনিট

পূর্ণমান— ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. বিশ্বায়ন ধারণাটির উদ্ভব ঘটে কোন দশকে?
(ক) ত্রিশ-এর দশকে (খ) চল্লিশ-এর দশকে
(গ) পঞ্চাশ-এর দশকে (ঘ) ষাট-এর দশকে

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারব্যবস্থা অনুন্নত, অসংগঠিত ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় কৃষক ও ভোক্তা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

২. উদ্দীপকে কৃষিপণ্যের কী নির্দেশ করা হয়েছে?
(ক) বিপণনব্যবস্থা
(খ) উৎপাদনব্যবস্থা
(গ) ক্রয়ব্যবস্থা
(ঘ) সংরক্ষণ ব্যবস্থা

৩. বাংলাদেশের কৃষক ও ভোক্তা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ—
i. মধ্যস্বত্বভোগীদের উপস্থিতি
ii. সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ
iii. গুদামের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. দেশীয় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয় পেয়ে থাকেন?
(ক) বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড (খ) পানি উন্নয়ন বোর্ড
(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (ঘ) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

৫. বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব হলো—
i. পণ্য ও শ্রমের অবাধ প্রবাহ
ii. পুঁজির অবাধ প্রবাহ
iii. তথ্যের অবাধ প্রবাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. একটি দেশের দামস্তর ছিল ২০২০ সালে ৫০ টাকা এবং ২০২১ সালে ৫৩ টাকা। ঐ দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার কত?
(ক) ৪% (খ) ৫%
(গ) ৬% (ঘ) ৭%

৭. জ্যামিতিক হার কোনটি?
(ক) ১, ২, ৪, ৮ ... (খ) ১, ৩, ৫, ৭ ,,,,
(গ) ১, ২, ৩, ৪ ,,, (ঘ) ২, ৪, ৬, ৮ ...

৮. HYV এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) High Yielding Vagetable
(খ) High Yielding Variety
(গ) High Yielding Vaccination
(ঘ) High Yielding Variation

৯. সরকারি অর্থব্যবস্থায়—
(ক) ব্যয় অনুযায়ী আয় করা হয়
(খ) আয় অনুযায়ী ব্যয় করা হয়
(গ) আয়-ব্যয় গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়
(ঘ) আয়-ব্যয় হিসাব করা হয় না

১০. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের প্রবক্তা—
(ক) অ্যাডাম স্মিথ (খ) ডেভিড রিকার্ডো
(গ) আলফ্রেড মার্শাল (ঘ) এল. রবিন্স

১১. নিচের কোনটি মুদ্রাস্ফীতির কারণ?
(ক) অর্থের যোগান হ্রাস (খ) রপ্তানি হ্রাস
(গ) উৎপাদন হ্রাস (ঘ) জনসংখ্যা হ্রাস

১২. নির্ভরশীল জনসংখ্যার বয়স—
(ক) ১৫ বছরের বেশি এবং ৬০ বছরের কম
(খ) ১৫ বছরের কম এবং ৬০ বছরের বেশি
(গ) ২০ বছরের কম এবং ৫০ বছরের বেশি
(ঘ) ২০ বছরের বেশি এবং ৫০ বছরের কম

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দরিদ্র চাষি মোবারক আলী আফসোস করে বলেন যে, 'সোনালি আঁশ' এর সেই সোনালি দিন এখন আর নেই।

১৩. উদ্দীপকে কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে?
(ক) চা (খ) চামড়া
(গ) পাট (ঘ) তৈরি পোশাক

১৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যা হলো—
i. বিকল্প দ্রব্যের আবিষ্কার
ii. বাজার তথ্যের অভাব
iii. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. নিচের কোনটিকে 'সবজি মাংস' বলা হয়ে থাকে?
(ক) লাল শাক (খ) পালং শাক
(গ) মাশরুম (ঘ) ফুলকপি

১৬. সংরক্ষিত শিল্পের আওতায় পড়ে—
i. অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম
ii. লৌহ ও ইস্পাত
iii. সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়—
(ক) স্বল্প আয়ের মানুষ (খ) ঋণগ্রহীতা
(গ) ঋণদাতা (ঘ) স্থির আয়ের মানুষ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। তাই ব্যক্তি পর্যায়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

১৮. উদ্দীপকে যে কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে তাকে বলা হয়—
(ক) সরকারি কর্মসংস্থান (খ) আত্ম-কর্মসংসস্থান
(গ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান (ঘ) অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান

১৯. উদ্দীপক অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে—

i. উৎপাদন বাড়বে
ii. বেকারত্ব কমবে
iii. স্বনির্ভরতা অর্জিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি পণ্য কোনটি?

(ক) তৈরি পোশাক (খ) জুতা
(গ) সার (ঘ) চা

২১. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাত হলো—

i. জনকল্যাণ সাধন করা
ii. সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা
iii. শিক্ষার প্রসার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. যে খামারের উৎপাদিত পণ্য দিয়ে শুধু পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে তাকে কী ধরনের খামার বলে?

(ক) বিশেষায়িত খামার
(খ) আদর্শ খামার
(গ) জীবননির্বাহী খামার
(ঘ) বাণিজ্যিক খামার

২৩. মূল্য সংযোজন কর এক ধরনের—

(ক) প্রত্যক্ষ কর (খ) পরোক্ষ কর
(গ) আয়কর (ঘ) সম্পদ কর

২৪. দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আমদানি-রপ্তানির হিসাবের বিবরণকে বলা হয়—

(ক) বাণিজ্যের ভারসাম্য
(খ) লেনদেনের ভারসাম্য
(গ) বাজার ভারসাম্য
(ঘ) উৎপাদকের ভারসাম্য

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে চাহিদা বৃদ্ধি বা খরচ বৃদ্ধি যে কারণেই হোক না কেন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

২৫. উদ্দীপকে কয় ধরনের মুদ্রাস্ফীতির কথা বলা হয়েছে?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় হতে পারে—

i. আর্থিক নীতি
ii. রাজস্ব নীতি
iii. প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলো যদি একটি দেশের—

(ক) জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হয়
(খ) জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে কম হয়
(গ) জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই শূন্য হয়
(ঘ) জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই সমান হয়

২৮. বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য নিজের দেশে উৎপাদন করতে শিল্প স্থাপন করাকে বলা হয়—

(ক) পশ্চাৎমুখী শিল্প (খ) বৃহৎ শিল্প
(গ) রপ্তানিমুখী শিল্প (ঘ) আমদানি বিকল্প শিল্প

২৯. ফসল উৎপাদনের ধরনের ভিত্তিতে কৃষি খামারের প্রকারভেদ হলো—

i. বিশেষায়িত খামার
ii. বহুমুখী খামার
iii. মিশ্র খামার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোন ধরনের ঋণের উৎস?

(ক) বাণিজ্যিক (খ) বৈদেশিক
(গ) অভ্যন্তরীণ (ঘ) বেসরকারি

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ আব্দাল মিয়া একজন ক্ষুদ্র চাষি। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের জটিলতার কারণে গ্রাম্য মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে চাষাবাদ করেন। ফলে মূলধন সংকট লেগেই থাকে। ইদানীং সরকার কৃষকদের সহায়তা করার জন্য ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের মাঝে স্বল্পমূল্যে রাসায়নিক সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি উপকরণ পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে আব্দাল মিয়ার মতো কৃষকেরা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. 'জীবননির্বাহী খামার' ও 'বাণিজ্যিক খামার' ধারণা দুটি ভিন্ন—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আব্দাল মিয়ার অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলোর বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. কৃষির উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষি উপকরণ বিতরণের ইতিবাচক দিকটি মূল্যায়ন করো। ৪

২.▶ বাংলাদেশের কৃষি এখনো প্রকৃতির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাপী অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, নগরায়ন, কার্বন নির্গমন ইত্যাদির প্রভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এর প্রভাবে বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বাংলাদেশের কৃষি অতিমাত্রায় ঝুঁকিতে রয়েছে। কৃষি কার্যক্রমের অভিযোজন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সরকার একটি তহবিল গঠনসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

ক. কৃষি ঋণ কী? ১
খ. বাংলাদেশের কৃষি কি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমগুলো উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৩.▶ আগের মতো বাংলাদেশ শিল্পে পশ্চাৎপদ নয়। এক সময় যেসব পণ্য বাহির থেকে আমদানি করতো তার বেশিরভাগই এখন দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন হচ্ছে। এসব শিল্পের মধ্যে অন্যতম তৈরি পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, সফ্‌টওয়্যার শিল্প। এসব শিল্প খাত সামগ্রিক রপ্তানি আয়ে অবদান রাখছে।

ক. বৃহৎ শিল্প কী? ১

খ. শিল্পায়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পগুলো কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত অবদান রাখতে পারছে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৪.▶ বিশেষজ্ঞদের মতামত হলো, একটি দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে অবশ্যই ওই দেশকে আমদানি বিকল্প শিল্প নীতি অনুসরণ করতে হবে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ এ নীতি অনুসরণ করছে। এর মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পায়। এ নীতি অনুসরণে কৌশল নির্ধারণ, কর্মসংস্থান, ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো কিছু সমস্যাও সৃষ্টি হয়।

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. স্বনির্ভরতা অর্জনে শিল্পায়ন জরুরি কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক এ নীতির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ কোনো একটি উন্নয়নশীল দেশের ২৫ বছর অন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলো:

বছর	০	২৫	৫০	৭৫	১০০
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১	২	৪	৮	১৬
খাদ্য উৎপাদন	১	২	৩	৪	৫

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকটি জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সারণিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶

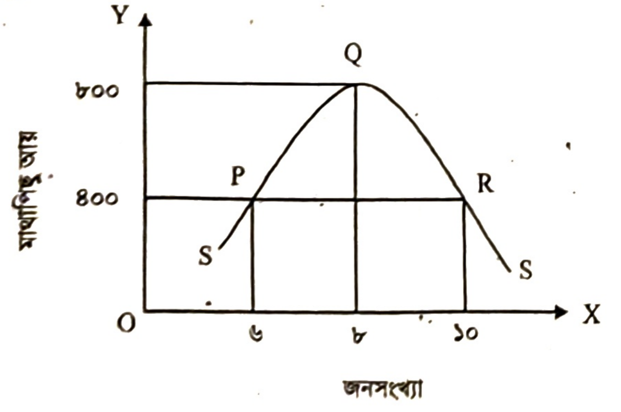

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদের উন্নয়ন প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'P' বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কাম্য জনসংখ্যা কত ও কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

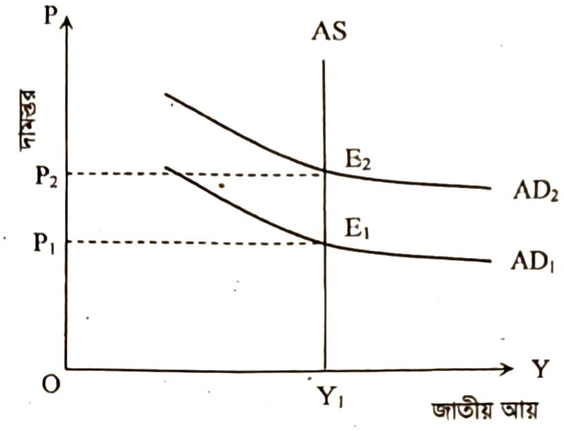

ক. CPI এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ছেদবিন্দু E_1 থেকে E_2 তে পরিবর্তনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কী ভূমিকা রাখতে পারে—ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ 'X' দেশের ভিত্তি বছর ও বর্তমান বছরের দুটি ভোগ্য পণ্যের পরিমাণ, দাম ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ভোগ্য পণ্য	পরিমাণ (Q_0) কেজি/লিটার	ভিত্তি বছর		বর্তমান বছর	
		দাম(P_0) টাকা	ব্যয়(P_0Q_0) টাকা	দাম(P_0) টাকা	ব্যয়(P_nQ_0) টাকা
চাল	৪০	৪০	১৬০০	৬০	২৪০০
তেল	৫	৮০	৪০০	১২০	৬০০

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. "মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কতটুকু ভূমিকা রাখবে উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ মি. জামিল ও মি. সোহান দুই বন্ধু। তারা দুজনই দুটি তৈরি পোশাক কারখানার মালিক। মি. জামিল যে সমস্ত পোশাক প্রস্তুত করেন তিনি সেগুলো ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে বিক্রি করেন। এ ক্ষেত্রে মি. জামিল সরকার কর্তৃক নগদ সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা ভোগ করেন। অন্যদিকে মি. সোহান তার তৈরি পোশাকগুলো দেশের অভ্যন্তরে বিক্রি করেন। কিন্তু তিনি সরকার কর্তৃক তেমন কোনো সুবিধা পান না।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ২

গ. মি. সোহানের বাণিজ্য কোন ধরনের বাণিজ্যের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. জামিলকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির সরকারি পদক্ষেপের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

১০.▶ বাংলাদেশ যেসব পণ্য সচরাচর বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে আসছে সেগুলো হলো কাঁচা পাট, চা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কাগজ ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে রপ্তানি বাণিজ্যের গতি প্রকৃতিতে বেশ পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্নমুখী চাহিদার প্রেক্ষিতে এসব পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ বৈচিত্র্য এনেছে। নতুন এসব দ্রব্য রপ্তানির

মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, হোসিয়ারি দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, শাক-সরজি, ফলমূল ইত্যাদি। বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে এসব পণ্যের অবদান ৮৫ ভাগেরও বেশি। ইদানীং সরকার রপ্তানি বাণিজ্য অধিক সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানিকারকদের শুল্ক কর রেয়াত, আয়কর সুবিধাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. উদ্বৃত্ত পণ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা কীরূপ ভূমিকা রাখছে উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারকে প্রচুর ব্যয় করতে হয়। শিক্ষা, চিকিৎসা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি খাতে সরকারকে প্রচুর ব্যয় করতে হয়। তবে এসব ঋণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে তা দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. মূল্য সংযোজন করকে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের খাতগুলোর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহের অসুবিধা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর	১	খ	২	ক	৩	খ	৪	গ	৫	ঘ	৬	গ	৭	ক	৮	খ	৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	গ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ঘ

সময়— ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. কোনটি প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ
(ক) VAT (খ) বিক্রয় কর
(গ) সম্পদ কর (ঘ) আবগারি শুল্ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজেশের দেশের চাকরিজীবী জয়নব খানম প্রত্যেক অর্থবছরে শেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু টাকা জমা দেন। অন্যদিকে বাড়ির মালিক বুশো আহম্মেদ সিটি কর্পোরেশন অফিসে হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ টাকা জমা দেন।

২. উদ্দীপক অনুযায়ী জয়নব খানম নিচের কোনটি জমা দেন?
(ক) আয়কর (খ) নাবয়ন ফি
(গ) মূল্য সংযোজন কর (ঘ) প্রমোদ কর

৩. উদ্দীপক অনুযায়ী বুশো আহম্মেদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রটি—
(ক) বাধ্যতামূলক (খ) বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি
(গ) জরিমানা (ঘ) বাণিজ্যিক আয়ের অংশ

৪. $\frac{P_1 - P_0}{P_0} \times$ ১০০ [যেখানে $P_0 =$ পূর্ববর্তী বছরের দামস্তর, $P_1 =$ পরবর্তী বছরের দামস্তর] সূত্রটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত?
(ক) মুদ্রা সংকোচন (খ) অর্থের মূল্য
(গ) মুদ্রাস্ফীতি (ঘ) দাম সূচক

৫. নিচের কোনটি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ?
(ক) নতুন নোট ছাপানো
(খ) দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস
(গ) বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ বৃদ্ধি
(ঘ) শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি

৬. মুদ্রাস্ফীতির সময় লাভবান হয় যে শ্রেণি—
(ক) চাকরিজীবী (খ) ব্যবসায়ী
(গ) শ্রমিক (ঘ) ঋণদাতা

৭. জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উপখাত কোনটি?
(ক) শস্য ও শাকসবজি (খ) পশু সম্পদ
(গ) বনজ সম্পদ (ঘ) মৎস্য সম্পদ

৮. যে খামারের জমির পরিমাণ ২.৪৯ একর; তাকে কোন ধরনের খামার বলে?
(ক) প্রান্তিক (খ) ক্ষুদ্রায়তন
(গ) মাঝারি (ঘ) বৃহদায়তন

৯. কৃষিপণ্যের পাইকারি বাজার কোন পর্যায়ের বাজারকে নির্দেশ করে?
(ক) গ্রাম্য (খ) প্রাথমিক
(গ) মাধ্যমিক (ঘ) চূড়ান্ত

১০. কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরিকল্পনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কোনটি?
(ক) কৃষিজোত (খ) কৃষি উপখাত
(গ) কৃষি কাঠামো (ঘ) কৃষি খামার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কৃষক শম্ভু মিয়া বর্ষা মৌসুমে ধানের জমিতে কৈ মাছের চাষ করেন।

১১. উদ্দীপক অনুযায়ী কৃষক শম্ভু মিয়ার খামারটি কোন ধরনের?
(ক) বিশেষায়িত (খ) বহুমুখী
(গ) মিশ্র (ঘ) যৌথ

১২. উদ্দীপক অনুযায়ী খামারের উৎপাদক শম্ভু মিয়ার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য হবে?
i. উৎপাদন বৃদ্ধি
ii. খরচ বৃদ্ধি
iii. জীবনমান বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সখিনা বেগমের কোনো ফসলি জমি নেই। গত বছর থেকে তিনি পরিত্যক্ত মাটির ঘরে এমন একটি কৃষি পণ্যের উৎপাদন শুরু করেছেন যা বিক্রি করে তিনি অর্থ উপার্জন করতে পারছেন।

১৩. উদ্দীপক অনুযায়ী সখিনা বেগম কোনটির উৎপাদন করেছেন?
(ক) চিংড়ি (খ) মাশরুম
(গ) চারাগাছ (ঘ) ঝিনুক

১৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষিপণ্য নিচের কোনটিকে সহায়তা করবে?
i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ii. উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি
iii. দারিদ্র্য বিমোচন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

১৫. সর্বশেষ বাংলাদেশের জাতীয় শিল্পনীতি কত সালে গ্রহণ করা হয়?
(ক) ২০০৫ (খ) ২০১০ (গ) ২০১৬ (ঘ) ২০২০

১৬. কুটির শিল্প টিকিয়ে রাখা কেন প্রয়োজন?
(ক) দেশজ কাঁচামালের সদ্ব্যবহার
(খ) সর্বাধিক রপ্তানি আয় অর্জন
(গ) সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা
(ঘ) উৎপাদনে মূল্য সংযোজন বেশি

১৭. বাংলাদেশে কৃষির ছদ্মবেশি বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে কোন শিল্প গড়ে উঠার কারণে?
(ক) হিমায়িত মাছ (খ) তৈরি পোশাক
(গ) চামড়া শিল্প (ঘ) বস্ত্র শিল্প

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'B' দেশে সম্প্রতি এমন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যেখান থেকে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয়। এ শিল্পে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এ শিল্প ভূমিকা রাখলেও এ শিল্পের কিছু সমস্যা বিদ্যমান।

১৮. উদ্দীপকে কোন শিল্পের কথা বলা হয়েছে?
(ক) তৈরি পোশাক (খ) ঔষধ
(গ) চামড়া (ঘ) কুটির শিল্প

১৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে—
i. বিশ্ব বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা
ii. কারখানার উন্নতমানের পরিবেশ
iii. শ্রমিকের নিম্ন মজুরি ও অসন্তোষ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

২০. কোন ধরনের জনসংখ্যাকে অর্থনীতিতে মানসম্পদ বলা হয়?
(ক) শিশু (খ) পূর্ণবয়স্ক
(গ) প্রবীণ (ঘ) উৎপাদনশীল

২১. বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক হতে বিশ্বে কততম?
(ক) ৭ম (খ) ৮ম
(গ) ৯ম (ঘ) ১০ম

২২. উচ্চ জন্মহার রোধে নিচের কোনটি সহায়ক?
(ক) বাল্যবিবাহ প্রচলন (খ) নিম্ন মাথাপিছু আয়
(গ) পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন (ঘ) নিম্নমুখী শিক্ষার হার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'A' দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি এবং আয়তন ১৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার। সম্প্রতি দেশটির সরকার মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরে উন্নীত করে আইন পাস করেছে।

২৩. উদ্দীপক অনুযায়ী 'A' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
(ক) ১,০০০ (খ) ১০,০০০
(গ) ১,০০,০০০ (ঘ) ১০,০০,০০০

২৪. উদ্দীপক অনুযায়ী 'A' দেশের জনসংখ্যার প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে পড়বে?
i. কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে
ii. জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে
iii. মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'C' দেশ বিগত শতাব্দী থেকে পাট, চা ও চামড়া রপ্তানি করে আসছে। কিন্তু গত দশক থেকে হস্তশিল্প, তৈরি পোশাক ও হিমায়িত মাছ ইত্যাদি রপ্তানি করছে।

২৫. উদ্দীপক অনুযায়ী প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য কোনটি?
(ক) তৈরি পোশাক (খ) চামড়া
(গ) হস্তশিল্প (ঘ) হিমায়িত মাছ

২৬. উদ্দীপক অনুযায়ী গত দশক থেকে নতুন পণ্য রপ্তানি দেশের অর্থনীতিকে যেভাবে সহায়তা করছে তা হলো—
i. অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য অর্জন
ii. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. বাংলাদেশে 'ওয়েজ আর্নার স্কিম' চালু হয় কত সালে?
(ক) ১৯৭৫ (খ) ১৯৭৩
(গ) ১০৭২ (ঘ) ১৯৭১

২৮. 'VAT' এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Value Added Tax (খ) Value and Tax
(গ) Value of Actual Tax (ঘ) Value Aggregate Tax

২৯. কর রাজস্বের উৎস কোনটি?
(ক) আয়কর (খ) নোট ছাপানো
(গ) জরিমানা (ঘ) ফি

৩০. কোনোরূপ সুবিধা প্রত্যাশা ছাড়া সরকারকে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে কী বলে?
(ক) ফি (খ) সুদ
(গ) কর (ঘ) ঋণ

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.► কাসিম ও হাসিম একই গ্রামের মানুষ। উভয়ই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কাসিম সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার কারণে একর প্রতি উৎপাদন খুবই কম হয়। কিন্তু হাসিম শিক্ষিত যুবক হওয়ায় এ সনাতন পদ্ধতি থেকে বের হয়ে কৃষিতে উন্নত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, উফসী বীজ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে। এছাড়াও সে লক্ষ করছে যে, ICT এর ব্যবহার তাকে অনেক লাভবান করছে। এর মাধ্যমে যেকোনো তথ্য সে সহজেই পাচ্ছে।

ক. কৃষি প্রযুক্তি কী? ১
খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা কৃষির জন্য হুমকিস্বরূপ—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হাসিমের কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহের গুরুত্ব উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার কীভাবে কৃষকদের লাভবান করেছে? তোমার মতামত দাও। ৪

২.▶ বাংলাদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনের গতিধারা নিম্নরূপ:

বছর	খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ (কোটি মেট্রিক টন)
১৯৮০-১৯৮১	১.৫০
২০০৪-২০০৫	২.৬৫
২০১৮-২০১৯	৪.২১

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও নতুন নতুন জাতের উফসী বীজের ব্যাপক ব্যবহার, পাওয়ার টিলারের ব্যবহার, যন্ত্রনির্ভর সেচব্যবস্থা, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১

খ. মাশরুম মানবদেহের জন্য উপকারী খাদ্য—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের গতিধারা লেখচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "কৃষি উৎপাদনযোগ্য ভূমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়"-উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ বস্তুত ৫০ ও ৬০ দশকের দিকে কাঁচাপাট রপ্তানির মাধ্যমেই বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হত। এ কারণে তখন পাটকে "সোনালী আঁশ" বলা হতো। কিন্তু পাটের বিকল্প ব্যবহার, মূল্য সমস্যা, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি, প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত ইত্যাদির কারণে পাটের চাহিদা ও মূল্য দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তবে বর্তমানে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধকরণ, পাটশিল্প উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হলে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়।

ক. আমদানি বিকল্প শিল্প কী? ১

খ. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কুটির শিল্পের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাটশিল্পের সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পাটশিল্পের সম্ভাবনা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ জনাব রহিম ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কারখানা স্থাপন করেন। কারখানার ৩২৫ জন শ্রমিকের অধিকাংশই দক্ষ। প্রতি বছর তিনি তার কারখানা থেকে ভালো মুনাফা লাভ করছেন। এ ধরনের শিল্প স্থাপনে প্রচুর মূলধন লাগে। তাই উন্নয়নশীল দেশে এ শিল্পের সংখ্যা কম। দেশে এসব শিল্পের প্রসার ঘটানো সম্ভব হলে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

ক. ক্ষুদ্র শিল্প কাকে বলে? ১

খ. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২

গ. জনাব রহিম যে কারখানা স্থাপন করেছেন তা কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? উক্ত শিল্পের সুবিধা লেখো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের বিকল্প নেই—তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫.▶ 'B' একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির সর্বশেষ আদমশুমারি তথ্য অনুযায়ী নারী ও পুরুষের অনুপাত হচ্ছে ১০০:১০০.৫। মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী হলেও, বিভিন্ন কারণে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারার বাইরে। তাই দেশটির সরকার নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান, ইভটিজিং বন্ধে আইন প্রণয়নসহ নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ক. গাণিতিক বৃদ্ধির হার কী? ১

খ. দারিদ্র্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নারী উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নারীর ক্ষমতায়ন কীভাবে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে? তোমার মতামত দাও। ৪

৬.▶ 'X' দেশের জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয় সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:

নির্দেশক বিন্দু	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	মাথাপিছু আয় (ডলার)
A	৬	২,৮০০
B	১২	৪,২০০
C	১৮	২,৮০০

ক. CBR এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. অধিক জনসংখ্যা কীভাবে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোন বিন্দুর সাথে তোমার দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ মি. 'X' এর দেশে সরকার মেগা প্রকল্প গ্রহণ, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যম জাতীয় মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়। ফলস্বরূপ সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। মি. 'Y' এর দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, উপকরণ সংকট ইত্যাদি কারণে সামগ্রিক যোগান হ্রাস পায় ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

ক. CPI-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণগ্রহীতা কীভাবে সুবিধা ভোগ করে—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. X ও Y এর দেশের মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবের তুলনা করো। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপ কোন দেশে বেশি কার্যকর এবং কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তিনটি পণ্যের রপ্তানি আয়ের (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) গতি-প্রকৃতি নিচে দেওয়া হলো—
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৫,৮৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জার্মানিতে ৫,০৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়।

পণ্যের নাম	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০
কাঁচাপাট	১১২	১৩০
পাটজাত দ্রব্য	৭০৪	৭৫২
জুতা	২৭২	২৭৭

বর্তমান সরকার কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব কাটিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে; যেমন— রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পুনর্গঠন ইত্যাদি।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. "উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল লক্ষ্য"— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য ও জুতার গতি-প্রকৃতি স্তম্ভ-লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো ব্যতীত আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে?—তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯.▶ ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রাথমিক ও শিল্পজাত পণ্যের আমদানি ও রপ্তানির তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

দ্রব্যসমূহ	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০
তৈরি পোশাক	১৭,২৪৫	১৪,০৪০
মূলধনী যন্ত্রপাতি	৪,৫১৩	৩,৫৮১
গম	১,৪৩৭	১,৬৫১
নিটওয়্যার	১৬,৮৮৯	১৩,৯০৮
পাটজাত দ্রব্য	৭০৪	৭৫২
তৈল বীজ	৭৯৬	১,১৮৩
হিমায়িত খাদ্য	৫০০	৪৫৬
ক্লিংকার	৯৯৩	৮৭৯

ক. প্রকল্প সাহায্য কী? ১

খ. "বিশ্বায়ন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায়"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক থেকে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা তৈরি করো।৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ সরকার জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসনিক কার্যাবলি, আর্থ-সামাজিক এবং টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব, যেমন— আয়কর, ফি, সম্পূরক শুল্ক, জরিমানা, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, সুদ, আবগারি শুল্ক, লেভি, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। সরকার স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য আয় আরো বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যেমন— কর ফাঁকি রোধ, করের ভিত্তি প্রসারণ।

ক. NBR এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. স্বেচ্ছামূলক দান কোন ধরনের কর? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে কোন উৎসটি আয় বৃদ্ধিতে অধিক ফলপ্রসূ বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১.▶ 'A' দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের জন্য অর্থ ব্যয় করে। সরকার এ সমস্ত ব্যয় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। সরকারি ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো হলো— প্রতিরক্ষা, গ্রাম পরিষদ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, শিক্ষা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রভৃতি। এসব ব্যয়ের মাধ্যমে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, তেমনি দেশকে টেকশই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

ক. সম্পূরক শুল্ক কী? ১

খ. মূল্য সংযোজন করকে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় ব্যয়ের খাতগুলোর তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি সহায়ক কেন? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ⓖ গ	২	ক	৩	খ	৪	গ	৫	ঘ	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	গ	১০	ঘ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ক	৩০	গ

সিলেট বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – গ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ২০ মিনিট পূর্ণমান— ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. সংরক্ষিত শিল্পের উদাহরণ কোনটি?
- ⓚ পারমাণবিক শক্তি
- ⓛ চা
- ⓜ চিনি
- ⓝ পর্যটন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দুই বন্ধুর সহযোগিতা এবং দশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে জনাব জাহেদ সেনিটারি পাইপ তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। তারা গত বছর সর্বসাকুল্যে এক লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেন।

২. জাহেদের কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
- ⓚ বৃহৎ
- ⓛ মাঝারি
- ⓜ মাইক্রো
- ⓝ কুটির

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. ১৬ — ৩০ জন শ্রমিক থাকে
ii. পণ্যের ছোট বাজার
iii. বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?
- ⓚ i ও ii
- ⓛ i ও iii
- ⓜ ii ও iii
- ⓝ i, ii ও iii

৪. কাম্য জনসংখ্যা পরিমাপের সূত্র কোনটি?
- ⓚ $M = \frac{A - O}{O}$
- ⓛ $M = \frac{O - A}{A}$
- ⓜ $M = \frac{A + O}{O}$
- ⓝ $M = \frac{A + O}{A}$

৫. নিচের কোনটি জ্যামিতিক প্রগতি?
- ⓚ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ...
- ⓛ ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ....
- ⓜ ১, ৩, ৬, ৯, ১২ ....
- ⓝ ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ....

৬. কোনটি বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র নয়?
- ⓚ পশুপালন
- ⓛ মৎস্য চাষ
- ⓜ বনায়ন
- ⓝ সরকারি চাকরি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। আয়তনের তুলনায় এদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। এই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৭. উদ্দীপকে সরকারের কোন উদ্দেশ্য নির্দেশ করা হয়েছে?
- ⓚ জন্মহার বৃদ্ধি
- ⓛ উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা
- ⓜ রপ্তানি বৃদ্ধি
- ⓝ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৮. সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ হতে পারে—
i. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ii. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
iii. লিঙ্গ বৈষম্য বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯. বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপে নিচের কোন পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করা হয়?
(ক) জিএনপি ডিফ্লেটর (খ) ভোক্তার দামসূচক
(গ) উৎপাদনের দামসূচক (ঘ) কর্মসংস্থান ব্যয়সূচক

১০. নিচের কোনটি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য?
(ক) দামস্তর হ্রাস (খ) যোগান বৃদ্ধি
(গ) ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস (ঘ) চাহিদা হ্রাস

১১. বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হলো—
(ক) অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি (খ) উৎপাদন বৃদ্ধি
(গ) সরকারি ব্যয় হ্রাস (ঘ) প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'A' দেশে ২০২০ সালে দামস্তর ছিল ১০০, যা ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১২০ হয়। দামস্তর নিয়ন্ত্রণে সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১২. 'A' দেশের ২০২১ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?
(ক) ১২% (খ) ২০% (গ) ১০০% (ঘ) ১২০%

১৩. উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ হতে পারে—
i. ব্যাংক হার বৃদ্ধি ii. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪. বিশ্বায়নের প্রভাব হলো—
i. পণ্যের দাম বৃদ্ধি ii. পুঁজির অবাধ প্রবাহ
iii. প্রযুক্তির উদ্ভাবন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জুয়েল ঢাকার নিউমার্কেট থেকে গত বছর মিসরের পেঁয়াজ কিনেছিলেন। এ বছর মিসর ভ্রমণে গিয়ে তিনি বাংলাদেশি সিরামিক পণ্য দেখতে পান।

১৫. উদ্দীপকে বর্ণিত দেশ দুটি কোন ধরনের বাণিজ্যে লিপ্ত?
(ক) অভ্যন্তরীণ (খ) আন্তর্জাতিক
(গ) আমদানি (ঘ) রপ্তানি

১৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাণিজ্যের ফলে—
(ক) বিশ্বের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
(খ) কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে
(গ) বাজার সংকুচিত হবে
(ঘ) একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হবে

১৭. নিচের কোনটি পরোক্ষ কর?
(ক) মুনাফা কর (খ) আয়কর
(গ) সম্পদ কর (ঘ) মূল্য সংযোজন কর

১৮. সরকারের প্রশাসনিক রাজস্বের উৎস হলো—
i. ফি
ii. জরিমানা
iii. সরকারি ঋণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরকার কর ও কর বহির্ভূত উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। অধিকন্তু সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে।

১৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের রাজস্বের প্রধান উৎস কোনটি?
(ক) জরিমানা (খ) কর
(গ) ফি (ঘ) অনুদান

২০. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন উৎসটি দেশকে পরনির্ভরশীল করে?
(ক) কর রাজস্ব (খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব
(গ) অভ্যন্তরীণ ঋণ (ঘ) বৈদেশিক ঋণ

২১. নিচের কোনটি বাংলাদেশের কৃষির বৃহত্তম উপখাত?
(ক) শস্য ও শাকসবজি (খ) মৎস্য সম্পদ
(গ) পশু সম্পদ (ঘ) বনজ সম্পদ

২২. নিচের কোনটিকে 'White gold' বলা হয়?
(ক) তৈরি পোশাক (খ) চামড়াজাত দ্রব্য
(গ) পাটজাত দ্রব্য (ঘ) হিমায়িত চিংড়ি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আসাদ মিয়ার কৃষি জমিতে এ বছর আলুর চমৎকার ফলন হয়। কিন্তু সংরক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় তিনি স্বল্পদামে গ্রাম্য বাজারে আলু বিক্রি করে দেন। আসাদ মিয়ার মতো কৃষকদের এ ধরনের সমস্যার সমাধানে সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২৩. আসাদ মিয়া যে বাজারে আলু বিক্রি করলেন তা কোন ধরনের বাজার?
(ক) স্থানীয় বাজার (খ) জাতীয় বাজার
(গ) আন্তর্জাতিক বাজার (ঘ) মূলধন বাজার

২৪. সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ হতে পারে—
i. কৃষি বিমা প্রচলন
ii. ভর্তুকি প্রত্যাহার
iii. সংরক্ষণের ব্যবস্থা জোরদারকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৫. নিচের কোনটি বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল?
(ক) শাকসবজি (খ) চা
(গ) ইক্ষু (ঘ) পাট

২৬. সময়ের ভিত্তিতে কৃষি ঋণ কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২৭. বাংলাদেশের কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
(ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক (খ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
(গ) গ্রাম্য মহাজন (ঘ) বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড

২৮. নিচের কোনটি শিল্প শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করে?
(ক) নিয়ন্ত্রিত (খ) হাইটেক
(গ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি (ঘ) সংরক্ষিত

২৯. EPZ-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Export Procuring Zone
(খ) Export Producing Zone
(গ) Export Planning Zone
(ঘ) Export Processing Zone

৩০. নিচের কোনটি কুটির শিল্প?
(ক) পাট (খ) প্লাস্টিক (গ) তাঁত (ঘ) পোশাক

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ কৃষকদের দারিদ্র্য, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণের অসুবিধা, দুর্বল বাজার কাঠামো, ঋণের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাণসহ নানাবিধ সমস্যার কারণে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। ফলে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধান করা হলে কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য লাভ করবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

ক. কৃষি ঋণ কী? ১

খ. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে কর্মসংস্থান কীভাবে প্রভাবিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে কৃষকদের কোন সমস্যার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে তোমার সুপারিশসমূহ তুলে ধরো। ৪

২.▶ রাকিব ও তুহিন একই গ্রামের দুইজন কৃষক। রাকিবের ছোট আয়তনের জমিতে যে ফসল উৎপাদন হয় তা দ্বারা তার পরিবার কোনোরকমে জীবিকানির্বাহ করতে পারে। অন্যদিকে তুহিন তার বৃহৎ আয়তনের জমিতে চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে অধিক মূল্য অর্জন করে।

ক. কৃষি কী? ১

খ. কৃষি খামার ও কৃষিজোত দুটি ভিন্ন ধারণা—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রাকিবের খামারের ধরন চিহ্নিত করে এই ধরনের খামারের দুটি সমস্যা তুলে ধরো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাকিব ও তুহিনের খামারের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করো। ৪

৩.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

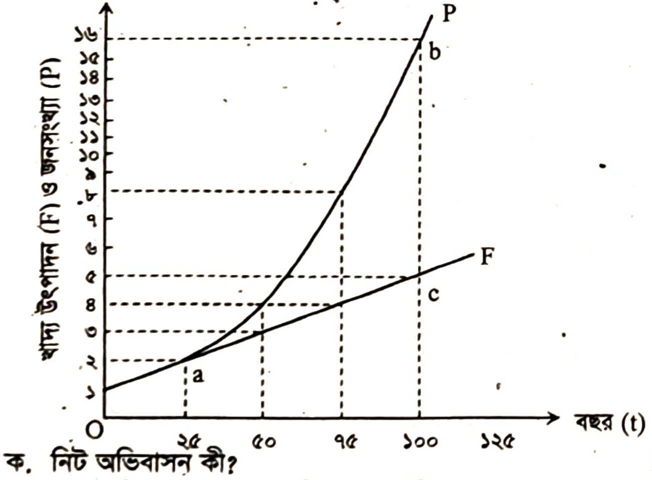

ক. নিট অভিবাসন কী? ১

খ. ভূ-প্রকৃতি জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটি সূচি তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনসংখ্যাবিষয়ক কোন তত্ত্বটি প্রতিফলিত হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ 'A' দেশ তার সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা নিজ দেশের মধ্যে বিনিময় করে। 'B' দেশ তার উৎপাদিত পণ্য ও সেবা নিজ দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে বিনিময় করে থাকে। এতে 'B' দেশ তার সম্পদের উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করতে পারে এবং অনুৎপাদিত পণ্য আমদানি করতে পারে। ফলে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে একচেটিয়া প্রভাব হ্রাস পায়—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'A' ও 'B' দেশে কোন ধরনের বাণিজ্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৫.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

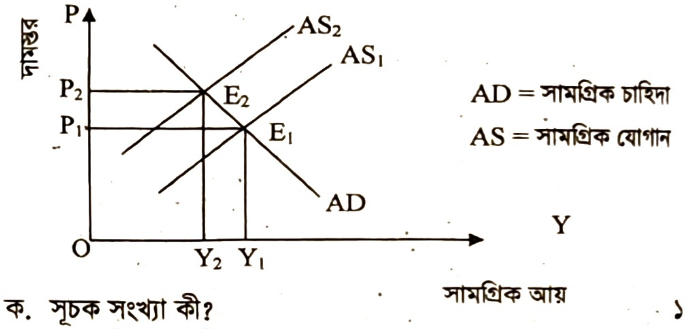

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়ে—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রকাশিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ 'A' দেশে ২০১৮ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক ছিল ১৬০। ২০২০ সালে ঐ দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক বেড়ে ১৮০ হয়। এর ফলে উৎপাদনকারীরা লাভবান হলেও গরিব ও সীমিত আয়ের লোক ভোগান্তির শিকার হয়।

ক. মুদ্রা সংকোচন কী? ১

খ. "মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্য হ্রাস পায়"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' দেশের ২০২০ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদনকারী এবং গরিব ও সীমিত আয়ের লোকের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আলোচনা করো। ৪

৭.▶ জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার বিভিন্ন উৎস যেমন: সরকারের প্রাপ্ত রাজস্ব, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, কর ও ঋণ, টাকা ছাপানো এবং অনুদান ও দান প্রভৃতি থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। এই সংগৃহীত অর্থ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজের জন্য ব্যয় করে।

ক. আমদানি শুল্ক কী? ১

খ. "ফি বাধ্যতামূলক নয়"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সরকারি অর্থব্যবস্থার কোন ধারণা দুটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ আলোচনা করো। ৪

৮.▶ 'A' ব্যক্তির ওপর ধার্যকৃত করের বোঝা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু 'B' ব্যক্তির ওপর ধার্যকৃত করের বোঝা সম্পূর্ণভাবে তাকেই বহন করতে হয়। 'A' ও 'B' ব্যক্তিদ্বয়ের ওপর ধার্যকৃত দুই ধরনের কর সরকারি আয়ের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু নিশ্চয়তা, নাগরিক চেতনা, পরিশোধ পদ্ধতি, জনপ্রিয়তা, দামের ওপর প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি দিক থেকে কর দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১
খ. প্রত্যক্ষ কর নাগরিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর দুটি চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কর দুটির মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস, মহিলাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি, সম্পদের সুষম বণ্টন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও নানাবিধ সমস্যার ভারে এ শিল্প জর্জরিত। সহজ শর্তে ও কম সুদে পর্যাপ্ত, ঋণের মাধ্যমে মূলধন সরবরাহ করা হলে এ শিল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে।

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১
খ. আমদানি বিকল্প শিল্প কীভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কুটির শিল্পের কোন সমস্যাটি সমাধানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ একটি দেশ তার জরুরি প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য, ওষুধ, প্রকল্প, দান, অনুদান, ঋণ, আর্থিক ও কারিগরি যেকোনো ধরনের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। যাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে। তবে এ ধরনের সাহায্য কঠিন শর্তযুক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সুদের হার উচ্চ হয়, যাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দাতার স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যবহার হয় এবং গ্রহীতা দেশকে পরনির্ভরশীল করে রাখে। অন্যদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, স্বাধীনভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় এবং বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।

ক. বাণিজ্য কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ভোক্তারা কীভাবে উপকৃত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পূর্বে কী কী বিষয় খেয়াল রাখা উচিত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "বৈদেশিক সাহায্য নয়; বৈদেশিক বাণিজ্যই একটি দেশকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে।"—উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ স্বল্প-শিক্ষিত, আত্মবিশ্বাসী ও কঠোর পরিশ্রমী নাসিমা একদিন স্বপ্ন দেখেছিল সে উদ্যোক্তা হবে; অন্যের অধীনে কাজ করবে না; অন্যকে কাজ দিবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অল্পকিছু ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। আত্মপ্রত্যয়ী ও পরিশ্রমী নাসিমা এখান থেকে ভালো মুনাফা অর্জন করতে থাকে। বর্তমানে সে একটি নার্সারি ও একটি পোল্ট্রি ফার্মের মালিক এবং তার অধীনে প্রায় ১০ জন লোক কাজ করে।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১
খ. মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের কোন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নাসিমার উদ্যোগ বেকার সমস্যা সমাধানে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	ক	৫	খ	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	ক	৯	খ	১০	গ	১১	ক	১২	খ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	গ

যশোর বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ঘ

সময়— ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. $M = \frac{A - O}{O}$ **সমীকরণে M = + (ধনাত্মক) হলে কী নির্দেশ করে?**
(ক) কাম্য জনসংখ্যা　(খ) অধিক জনসংখ্যা
(গ) ঘাটতি জনসংখ্যা　(ঘ) শূন্য জনসংখ্যা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিজান পড়াশোনা শেষ করে নিজ গ্রামে একটি কৃষি খামার স্থাপন করেন। উক্ত খামারে শাক-সবজি উৎপাদনের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন করেন।

২. মিজানের খামার—
(ক) যৌথ খামার　(খ) বহুমুখী খামার
(গ) মিশ্র খামার　(ঘ) বিশেষায়িত খামার

৩. উক্ত খামারের উদ্দেশ্য—
i. পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানো
ii. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি
iii. সামাজিক বনায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii　(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii　(ঘ) i, ii ও iii

৪. কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য?
(ক) পাট　(খ) চা
(গ) তৈরি পোশাক　(ঘ) চামড়া

৫. বিশ্বায়নের ফলে যেসব সুযোগ সৃষ্টি হয়—
i. উপকরণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়
ii. অধিক উৎপাদন
iii. দাম বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii　(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii　(ঘ) i, ii ও iii

৬. মূসক কোন ধরনের কর?
(ক) পরোক্ষ কর　(খ) প্রত্যক্ষ কর
(গ) ভূমি কর　(ঘ) প্রমোদ কর

৭. সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য—
i. জনকল্যাণে ব্যয়
ii. জরুরি অবস্থা মোকাবেলা
iii. বাজেট ঘাটতি পূরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৮. কর বহির্ভূত রাজস্ব কোনটি?
(ক) পরোক্ষ কর
(খ) বাণিজ্যিক রাজস্ব
(গ) সম্পূরক শুল্ক
(ঘ) টোল ও লেভি

৯. সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎস কোনটি?
(ক) গ্রামীণ ব্যাংক
(খ) সোনালী ব্যাংক
(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক
(ঘ) বিশ্ব ব্যাংক

১০. কোন ফসলের জন্য কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না?
(ক) তুলা
(খ) ধান
(গ) চা
(ঘ) মাশরুম

১১. বাংলাদেশে অধিক পরিমাণে রয়েছে—
(ক) যৌথ খামার
(খ) বাণিজ্যিক খামার
(গ) জীবন নির্বাহী খামার
(ঘ) সমবায় খামার

১২. মাশরুম গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে—
(ক) ঢাকা
(খ) গাজীপুর
(গ) সাভার
(ঘ) টাঙ্গাইল

১৩. কৃষির উপখাতগুলো হলো—
i. প্রাণিসম্পদ
ii. শস্য
iii. বনজ সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১৪. বাংলাদেশে কৃষি খাতে পরিবর্তনের যে সূচনা হয়েছে তার ফলে—
i. উৎপাদন বাড়ছে
ii. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে
iii. শস্য বহুমুখীকরণ ঘটছে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

১৫. দেশের মোট শ্রম শক্তির কত ভাগ কৃষি কাজে নিয়োজিত?
(ক) ৪০.৬
(খ) ৪৫.১
(গ) ৫০.১
(ঘ) ৫৪.৯০

১৬. শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য বিবেচনায় শিল্পকে ভাগ করা হয়েছে—
(ক) ২ ভাগে
(খ) ৩ ভাগে
(গ) ৩ ভাগে
(ঘ) ৫ ভাগে

১৭. শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয় কত সালের শিল্পনীতির মাধ্যমে?
(ক) শিল্পনীতি ১৯৮২
(খ) শিল্পনীতি ১৯৮৬
(গ) শিল্পনীতি ১৯৯১
(ঘ) শিল্পনীতি ১৯৯৫

১৮. শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে কুটির শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা কত জন?
(ক) সর্বোচ্চ ১০ জন
(খ) সর্বোচ্চ ১০ জন
(গ) সর্বোচ্চ ৩০ জন
(ঘ) সর্বোচ্চ ৪০ জন

১৯. আধুনিককালে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কোন খাতের ভূমিকা বেশি?
(ক) মৎস্য খাতের
(খ) কৃষি খাতের
(গ) শিল্প খাতের
(ঘ) স্বাস্থ্য খাতের

২০. আমদানি বিকল্প শিল্পের মাধ্যমে—
i. নিট রপ্তানি বৃদ্ধি পায়
ii. আমদানি বৃদ্ধি পায়
iii. দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

২১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
(ক) $\frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{১০০} \times ১০০০$
(খ) $\frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{১০০০} \times ১০০$
(গ) $\frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{১০০} \times ১০০$
(ঘ) $\frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{১০০০} \times ১০০০$

২২. বাংলাদেশে মোট কতটি চা বাগান আছে?
(ক) ১৬৫টি
(খ) ১৭০টি
(গ) ১৬৭টি
(ঘ) ১৬৯টি

২৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে—
i. শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়
ii. পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়
iii. বাজার সংকুচিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

২৪. ২০১৮ সালে পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বর্গ কি.মি. তে কতজন লোক বাস করে?
(ক) ৮০৪ জন
(খ) ১০১৫ জন
(গ) ১০৯০ জন
(ঘ) ১২৯০ জন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য দেশটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত কারখানা তৈরির জন্য 'খ' দেশ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে।

২৫. উদ্দীপকে 'ক' দেশের গৃহীত সাহায্য—
(ক) প্রকল্প সাহায্য
(খ) পণ্য সাহায্য
(গ) সামরিক সাহায্য
(ঘ) অপ্রকল্প সাহায্য

২৬. উক্ত সাহায্যের বৈশিষ্ট্য—
i. সম্পূর্ণ মানবিক কারণ
ii. দ্বিমুখী প্রক্রিয়া
iii. সুসম্পর্ক বজায় রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'X' দেশে ২০১৮ সালে ১২ লক্ষ জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং ১০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। ঐ বছরের মধ্য সময়ের জনসংখ্যা ১০ কোটি।

২৭. ২০১৮ সালে 'X' দেশে স্থূল জন্মহার প্রতি হাজারে কত ছিল?

ⓚ ৮ ⓚh ১০
ⓖ ১২ ⓖh ১৪

২৮. দেশটিতে ঐ সময়ে মৃত্যুবরণকারী সংখ্যা যদি হ্রাস পায় তবে স্থূল মৃত্যুহার—.

ⓚ স্থির থাকবে ⓚh শূন্য হবে
ⓖ কমবে ⓖh বাড়বে

২৯. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কখন দেখা দেয়?

ⓚ পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে ⓚh পূর্ণ নিয়োগের পরে
ⓖ পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ⓖh অপূর্ণ নিয়োগের পরে

৩০. "মুদ্রাস্ফীতি এমন একটি পরিস্থিতি, যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়"— সংজ্ঞাটি কোন অর্থনীতিবিদ দিয়েছেন?

ⓚ অধ্যাপক লর্ড কেইন্স
ⓚh অধ্যাপক পিগু
ⓖ অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার
ⓖh অর্থনীতিবিদ জি. অ্যাকলে

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ নিম্নে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) বিভিন্ন খাতের কাঠামোগত পরিবর্তন দেখানো হলো—

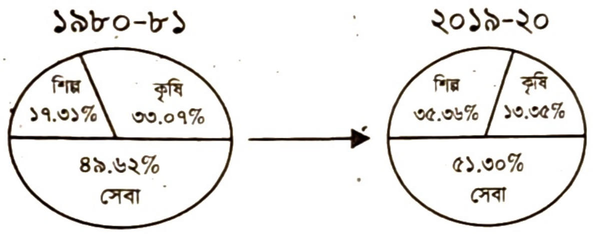

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১
খ. কৃষিজোত ও কৃষি খামার কি একই? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাতসমূহের কাঠামোগত পরিবর্তনকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো, বাংলাদেশের কৃষির ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে? উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶

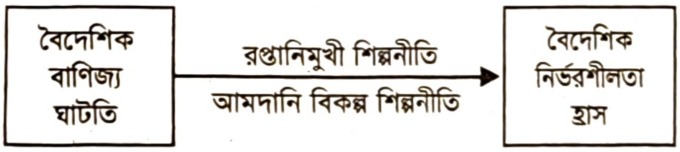

ক. PPP এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বর্তমানে চামড়া শিল্পের অবনতির কারণ কী? ২
গ. ওপরের উদ্দীপক অনুযায়ী বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাসে কোন শিল্পনীতি বেশি কার্যকর? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ নিম্নে বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি মূল্যের বিবরণ দেওয়া হলো:

অর্থবছর.	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	৯.৮৩	১০.২৬	৯.৩৮	৪.৮১	৩.১৩
রপ্তানি আয় (কোটি টাকা)	৬৪৩০.৬০	৬৮০১.৫৭	৫২২০.৮৫	৩০৫১.৩৭	২৩৬৯.৪৫

ক. সংরক্ষিত শিল্প কী? ১
খ. "আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণকে স্তম্ভ চিত্রে প্রকাশ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের পাট শিল্পের গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ নিম্নে বাংলাদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলে ধরা হলো:

বছর	জনসংখ্যার পরিমাণ (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)
১৯৭১	৭.৬৪	২.৪৮
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৫
১৯৯১	১১.১৪	২.১৭
২০০১	১৩.১৫	১.৫৯
২০১১	১৪.৯৮	১.৫৭
২০২১	১৬.৮২	১.৩৭

ক. কাম্য জনসংখ্যা বলতে কী বোঝ? ১
খ. জনসংখ্যার ঘনত্বের ওপর জন্মহারের প্রভাব কীরূপ? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের গতিধারা আলোচনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও জন্যসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶

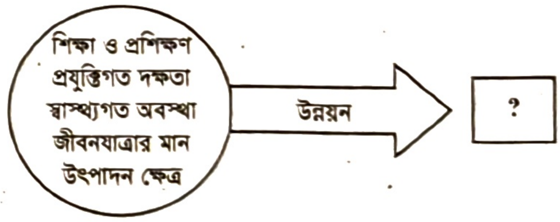

ক. গাণিতিক হার কী? ১
খ. নিট অভিবাসন কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপকের ☐ চিহ্নিত স্থানে কী হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ জাতীয় বেতন স্কেল পরিবর্তনে 'A' দেশের ২০২০ সালের ভোক্তার মূল্য সূচক হলো ১১৮। এই অবস্থায় দেশটিতে ভোক্তা, ঋণদাতা ও শ্রমিক শ্রেণির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেল।

অন্যদিকে ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি, ঋণগ্রহীতা ও করদাতা লাভবান হলো। উল্লেখ্য 'A' দেশে ২০১৫ সালে ভোক্তার মূল্য সূচক ছিল ১০০।

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. "অর্থের যোগানের সাথে মুদ্রাস্ফীতির সম্পর্ক সরাসরি"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে 'A' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও লাভবান হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ রফিক সাহেব অর্থনীতি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মুদ্রাস্ফীতি পড়াতে গিয়ে বলেন যে, একটি দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতি যথা- ব্যাংক হার, নগদ রিজার্ভের অনুপাত এবং খোলাবাজার নীতি যেমন কার্যকর ভূমিকা রাখে তেমনিভাবে সরকারের রাজস্বনীতি যথা- সরকারি ব্যয়, কর এবং সরকারি ঋণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক. মুদ্রাস্ফীতির হার কী? ১

খ. উদার ঋণনীতি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত করে? ২

গ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকে উল্লিখিত আর্থিক নীতির হাতিয়ারগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের রাজস্ব নীতিগুলো কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিধারা পরিবর্তনে নিম্নের দ্রব্য-সামগ্রীগুলো ভূমিকা রাখে— খাদ্যশস্য, তৈরি পোশাক, ভোজ্য তেল, কাঁচা পাট, তুলা, চা, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, মূলধনি দ্রব্য, জুতা, সিরামিক সামগ্রী, চামড়া, সার, ক্লিংকার, কাগজ, হিমায়িত দ্রব্য-সামগ্রী ইত্যাদি।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা কীভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করে? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি পণ্যসমূহের বিবরণ দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যগুলোকে চিহ্নিত করো এবং দেখাও যে, এগুলো দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ৪

৯.▶ সামিহা তার অর্থনীতি ক্লাস থেকে জানতে পারে যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্য, নাকি বৈদেশিক সাহায্য বেশি ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশের বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সে এ বিষয়ে স্যারের সাথে একমত হয় যে, বৈদেশিক সাহায্য দীর্ঘমেয়াদে পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য এরূপ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে না।

ক. সংরক্ষণ বাণিজ্য কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হওয়ার শর্তগুলো কী? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বাণিজ্য কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তুমি কি মনে করো অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যই অধিক কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ একটি দেশের সরকার প্রতি বছর জনপ্রশাসন ও জনকল্যাণ সাধনে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যয় করে যা পৌনঃপুনিক। আবার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আলোকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নেও ব্যয় করে। ফলে তাকে ঘাটতি বাজেট গ্রহণ করতে হয়।

ক. প্রত্যক্ষ কর কাকে বলে? ১

খ. মূল্য সংযোজন কর কি প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ কর? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের কোন ধরনের ব্যয় পৌনঃপুনিক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকার কেন ঘাটতি বাজেট গ্রহণ করে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶

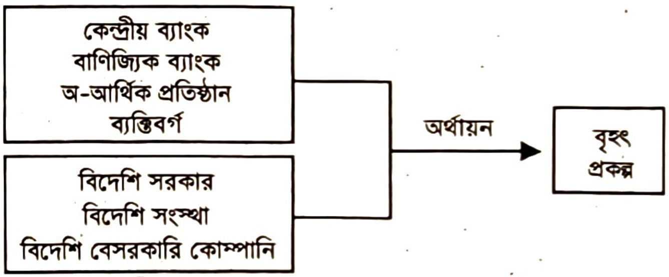

ক. করঘাত কী? ১

খ. কর ও ফি-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলোর বিবরণ দাও। ৩

ঘ. বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের উৎসের পাশাপাশি বৈদেশিক অর্থায়নের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	খ	২	গ	৩	ক	৪	গ	৫	ক	৬	ক	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	গ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	গ	২০	গ	২১	খ	২২	গ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ

বরিশাল বোর্ড ২০২২

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ক

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ২০ মিনিট

পূর্ণমান— ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। যেকোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. একই খামারে একাধিক শস্য উৎপাদন করাকে কী বলে?

(ক) শস্য বহুমুখীকরণ
(খ) নিবিড় চাষ পদ্ধতি
(গ) সমন্বিত চাষ পদ্ধতি
(ঘ) এক্যাধিক চাষ পদ্ধতি

২. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কৃষির উপখাত কোনটি?

(ক) বনজ সম্পদ (খ) প্রাণী সম্পদ
(গ) মৎস্য সম্প্রদ (ঘ) শস্য ও শাক-সবজি

৩. বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের সমস্যা হলো—

i. ফড়িয়া ও দালালের দৌরাত্ম্য
ii. কৃষকের দরিদ্রতা
iii. ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রহমান একজন বেকার যুবক। সে বাড়িতে মাশরুম চাষ করে। মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও ঔষধিগুণ সম্পন্ন সবজি। তাছাড়া বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ও নিরাময়ক হিসাবে কাজ করে। মাশরুম উৎপাদনের মাধ্যমে তার পুষ্টির অভাব পূরণ হয়েছে। আবার আয়-উপার্জনের একটি পথও পেয়েছে।

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত সবজিটির ক্ষেত্রে সঠিক নয় কোনটি?

(ক) আয় উপার্জনের পথ তৈরি (খ) রাস্তাঘাট উন্নয়ন
(গ) পুষ্টির চাহিদা পূরণ (ঘ) কর্মসংস্থান

৫. মাশরুম উৎপাদনে প্রয়োজন—

i. আবাদি জমি
ii. মূলধন
iii. শ্রম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কী নামে পরিচিত?

(ক) APP (খ) BPP
(গ) PPP (ঘ) CPP

৭. সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল কোন শিল্পের অন্তর্গত?

(ক) হাইটেক শিল্প (খ) সংরক্ষিত শিল্প
(গ) অগ্রাধিকার শিল্প (ঘ) নিয়ন্ত্রিত শিল্প

৮. চা-শিল্পের জন্য প্রয়োজন—

i. নিয়মিত বৃষ্টিপাত
ii. দক্ষ শ্রমিক
iii. পরিবর্তক দ্রব্যের উপস্থিতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শরীফা বেগম শীত মৌসুমে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্বল্প পুঁজিতে চাদর ও টুপি তৈরি করেন। উৎপাদিত দ্রব্য সুন্দর হওয়ায় বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে। ফলে তার আয় উপার্জন বেশ ভালো।

৯. উদ্দীপকের উৎপাদিত দ্রব্য কোন ধরনের শিল্পের?

(ক) বৃহৎ শিল্প (খ) মাঝারি শিল্প
(গ) ক্ষুদ্র শিল্প (ঘ) কুটির শিল্প

১০. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি অর্থনীতিতে অবদান রাখছে—

i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে
ii. জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে
iii. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কয়টি?

(ক) ১ (খ) ২
(গ) ৩ (ঘ) ৪

১২. প্রদত্ত সূত্র = $\frac{\text{জন্মহার} - \text{মৃত্যুহার}}{১০০০} \times ১০০$ কী নির্দেশ করে?

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (খ) স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার
(গ) স্থূল মৃত্যুহার (ঘ) স্থূল জন্মহার

১৩. শূন্য জনসংখ্যা পরিমাপে প্রয়োজন—

i. CBR ii. CDR
iii. NGR

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

ছকটি লক্ষ করো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

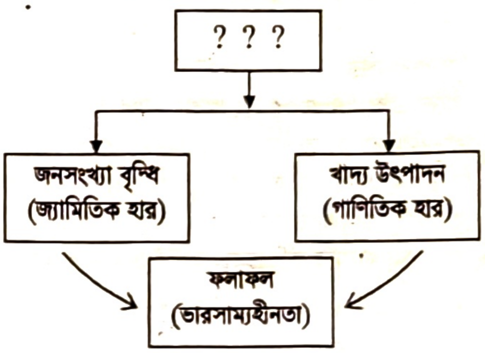

১৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকটি জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

(ক) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (খ) জনসংখ্যা সংক্রমণ তত্ত্ব
(গ) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব (ঘ) জনসংখ্যা বিবর্তণ তত্ত্ব

১৫. উদ্দীপকের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে, কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করা হলে কত বছর পরে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হবে?

(ক) ১০ (খ) ১৫
(গ) ২০ (ঘ) ২৫

১৬. "মুদ্রাস্ফীতি এরূপ একটি পরিস্থিতি যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের দাম ক্রমেই বৃদ্ধি পায়"। সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?

(ক) অধ্যাপক পিগু (খ) অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার
(গ) অর্থনীতিবিদ কুলবর্ন (ঘ) অধ্যাপক লর্ড কেইন্স

১৭. C.P.I এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Customer Price Index (খ) Consumer Price Index
(গ) Compact Price Index (ঘ) Common Price Index

১৮. গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

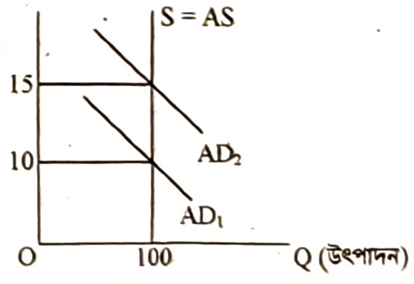

১৯. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির হার—

(ক) 20 (খ) 30 (গ) 40 (ঘ) 50

২০. মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে যদি—

i. ভোগ বাড়ে ii. বিনিয়োগ বাড়ে
iii. সুদের হার বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. বাণিজ্য কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

২২. কোনটি প্রাথমিক পণ্য?

(ক) ভোজ্যতেল (খ) সুতা
(গ) পেট্রোলিয়ামজাত (ঘ) তুলা

২৩. স্টেপল ফাইবার কোন শিল্পের কাঁচামাল?

(ক) সার (খ) সিমেন্ট
(গ) পোশাক শিল্প (ঘ) লৌহ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. সাইফুল একজন চা-ব্যবসায়ী। বর্তমানে পঞ্চগড়ে প্রচুর চা-উৎপাদন হয়। উৎপাদিত চা ভালো মানের হওয়ায় বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে। তাই তিনি সারাদেশে চা বাজারজাত করেন।

২৪. উদ্দীপকে কয় ধরনের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

(ক) ১ (খ) ২
(গ) ৩ (ঘ) ৪

২৫. উক্ত বাণিজ্যের সুবিধা হলো—

i. উপকরণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়
ii. স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়
iii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. দেশে উৎপাদিত দিয়াশলাই-এর ওপর আরোপিত করকে বলা হয়—

(ক) প্রমোদ কর (খ) আবগারি শুল্ক
(গ) বাণিজ্য শুল্ক (ঘ) বিক্রয় কর

২৭. NBR বহির্ভূত কর কোনটি?

(ক) আয়কর (খ) ভূমি রাজস্ব
(গ) আবগারি শুল্ক (ঘ) মূল্য সংযোজন কর

২৮. সরকারকে ফি প্রদান—

i. বাধ্যতামূলক নয়
ii. সুবিধা ভোগ করা যায়
iii. আইনগত বৈধতা আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. শরীফ একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তিনি রংপুর থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে বঙ্গবন্ধু সেতু অতিক্রম করার সময় ৫০০ টাকা দিলেন। এরপর চট্টগ্রামে কাস্টম হাউজে গাড়ি আমদানির জন্য ৫০,০০০ টাকা দিলেন। পরবর্তীতে সরকার গাড়ি বিক্রেতাদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করেন।

২৯. মি. শরীফ বঙ্গবন্ধু সেতু অতিক্রম করার সময় প্রদত্ত ৫০০ টাকা কী?

(ক) টোল (খ) কর (গ) ফি (ঘ) ঋণ

৩০. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত আরোপিত কর হচ্ছে—

(ক) যানবাহন কর (খ) বিশেষ কর
(গ) সম্পূরক কর (ঘ) আমদানি শুল্ক

সময়— ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৪০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ বাগমারা গ্রামের কৃষক আক্কাছ মিয়ার খামারের আয়তন ছোট হওয়ায় বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারে না। যা উৎপাদন করে তা দিয়ে শুধু তার পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে। অন্যদিকে তার প্রতিবেশী মাসুমের খামারের আয়তন বড় হওয়ায় সে পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। এতে তার আর্থিক সচ্ছলতা অর্জিত হয়েছে।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. "মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকার কারণে কৃষকরা ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না।"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আক্কাছ মিয়ার খামার কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "মাসুমের খামার একটি দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে"—যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ বাংলাদেশের GDP-তে মৎস্য খাতের অবদান নিচের তালিকায় প্রদর্শিত হলো:

	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১৩-১৪	২০১৮-১৯
GDP (কোটি টাকা)	২১,৬০৭	২৩,০৫১	২৪,২৭৯	২৭,৪১৯	৩৭,১৪৬
প্রবৃদ্ধির হার (%)	৪.৬০	৪.৬৯	৫.৩২	৬.৩৬	৬.২১

ক. কৃষিজোত কাকে বলে? ১
খ. কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে কেন? ২
গ. উদ্দীপক থেকে বাংলাদেশের GDP-তে মৎস্য খাতের অবদানের লেখচিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে"- উদ্দীপকের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ বাংলাদেশের ওয়াল্টন, ভিশন, মাইওয়ান, মিনিস্টার প্রভৃতি কোম্পানি বর্তমানে দেশেই ভালোমানের টিভি, ফ্রিজ, এয়ারকুলার ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করছে। এর পূর্বের তুলনায় আমদানি ব্যয় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। এই বিশেষ কৌশল অবলম্বনের ফলে বাংলাদেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করছে এবং ভোগ্যপণ্য ও মূলধনী পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করছে।

ক. PPP এর পূর্ণরূপ লেখো। ১
খ. "কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কুটির শিল্প ভালো ভূমিকা রাখে"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর শিল্প কৌশলের পরিচয় ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্বনির্ভরতা অর্জনে উক্ত কৌশলকে কি তুমি যথার্থ মনে করো? মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ পাট বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, মূল্য সমস্যা, মূলধন ও উদ্যোক্তার অভাব, পণ্য বহুমুখীকরণের অভাব, বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতি, প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত ইত্যাদি সমস্যা এ শিল্পে থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে কৃত্রিম আঁশ ও সিনথেটিক দ্রব্য পরিবেশ দূষণের কারণ হওয়ায় পাটের প্রতি বিশ্বব্যাপী আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। পাট পরিবেশবান্ধব এবং সবুজ পাট থেকে কাগজ ও রেয়ন তৈরির মণ্ড উদ্ভাবন করা হয়েছে যার চাহিদা সমগ্র বিশ্বে রয়েছে। পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটের তৈরি ব্যাগের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। তাই পাটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

ক. শিল্প কী? ১
খ. 'ফার্ম ও শিল্প এক নয়'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'পাটের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল'-মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

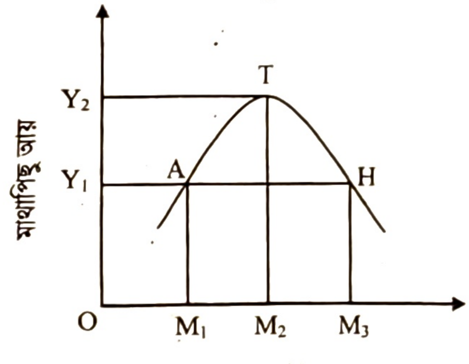

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১
খ. "শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুসারে 'নিম্ন জনসংখ্যা' ও 'অধিক জনসংখ্যা' স্তর ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক থেকে কাম্য জনসংখ্যার স্তর বোঝা যায়"—যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজু স্থানীয় বাজারে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলল। এখানে কম্পিউটার সংক্রান্ত বেসিক প্রশিক্ষণ, আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে উপার্জন ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। স্থানীয় তরুণরা প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের বেকারত্ব দূর করছে এবং ভালো আয় করছে। রাজুর চাকরি খোঁজার আর চিন্তা নেই।

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১
খ. "জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাজুর প্রচেষ্টা অর্থনীতিতে কী নামে পরিচিত—ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের জন্য এরকম প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে"-মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ নিম্ন আয়ের চাকরিজীবী অসীম বাজারে গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই কেনা তার জন্য সম্ভব হলো না। অন্যদিকে তার প্রতিবেশী সলিম নিজের জমিতে চাষ করেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তিনি তত চিন্তিত নন।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১
খ. মজুদদারি ক্ষতিকর কেন? ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠবইয়ের কোন বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সলিম দাম বৃদ্ধিতে তত চিন্তিত নন কেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশে জুতা, সিরামিক সামগ্রী, কাঁচা পাট, হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, শাকসবজি, ফলমূল, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি রপ্তানি করে। সাম্প্রতিকালে বাংলাদেশের অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি ক্রমশ বাড়ছে। সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কর অবকাশ, বিশেষ সুবিধা, রপ্তানি ঋণ, ইপিজেড স্থাপন, বাণিজ্য মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন হয়? ২
গ. উদ্দীপক থেকে বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করো। ৩
ঘ. রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো কতটুকু কার্যকর বলে তুমি মনে করো? মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ চিত্রটি লক্ষ করো—

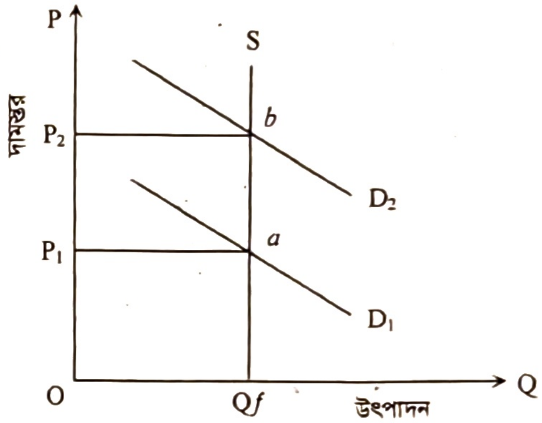

ক. উল্লম্ফ মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. "অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত মুদ্রাস্ফীতি রোধে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? মতামত দাও। ৪

১০.▶ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থার ব্যয় এবং দুস্থ ও বয়স্ক ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি কারণে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় ক্রমশ বাড়ছে। এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

ক. পরোক্ষ কর কাকে বলে? ১
খ. "বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য উত্তম"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি ঋণের দুটি উৎসের মধ্যে কোনটি উত্তম? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ ব্যক্তি তার আয় অনুসারে ব্যয় করে এবং সরকার ব্যয় অনুসারে আয় নির্ধারিত করে। বাংলাদেশ সরকার আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্কসহ বিভিন্নভাবে আয় করে। আবার যানবাহন ফি, ভূমি রাজস্ব, সুদ জরিমানা, টোল, ডাক, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি উৎস থেকে আয় করে। করের ভিত্তি সম্প্রসারণ, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় পরিহার, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ার মাধ্যমে সরকার তার আয় আরো বাড়াতে পারে।

ক. ফি কাকে বলে? ১
খ. আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার আয়ের উৎসগুলোর শ্রেণিবিভাগ করো। ৩
ঘ. সরকার তার আয় বৃদ্ধিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত উপায়গুলোসহ আর কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে তুমি মনে করো? আলোচনা করো। ৪

উত্তর	১	ক	২	ঘ	৩	ঘ	৪	খ	৫	খ	৬	গ	৭	খ	৮	ক	৯	ঘ	১০	গ	১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – ঘ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিধি-নিষেধ থাকলে তাকে বলা হয়—

ⓚ সংরক্ষিত বাণিজ্য (খ) অবাধ বাণিজ্য
(গ) আমদানি বাণিজ্য (ঘ) রপ্তানি বাণিজ্য

২. রপ্তানি বৃদ্ধিতে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—

i. রপ্তানি নীতি প্রণয়ন
ii. বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ
iii: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. দেশীয় উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উপর আরোপিত করকে বলে—

(ক) আবগারি শুল্ক (খ) আয়কর
(গ) বিক্রয় কর (ঘ) সম্পূরক শুল্ক

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

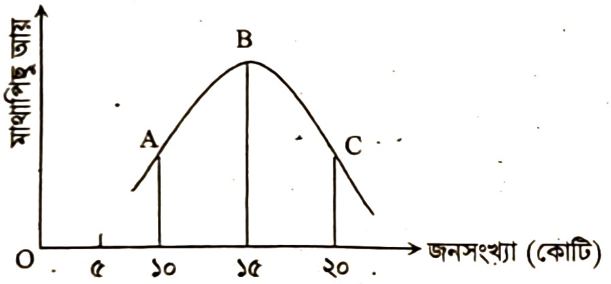

৪. উপরের চিত্রটি জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত?

(ক) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব (খ) জনমিতিক তত্ত্ব
(গ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (ঘ) মানবসম্পদ উন্নয়ন তত্ত্ব

৫. উল্লিখিত চিত্রে কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যার স্তর কত?

(ক) ২০ কোটি (খ) ১৫ কোটি (গ) ১০ কোটি (ঘ) ৫ কোটি

৬. শিল্পনীতি, ২০১৬ অনুসারে শিল্পকে কয়টি শাখায় শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে?

(ক) ৯ (খ) ১২ (গ) ১৫ (ঘ) ১৮

৭. নিচের কোন শিল্পটি শুধুমাত্র সরকারি বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত?

(ক) হাইটেক শিল্প (খ) সৃজনশীল শিল্প
(গ) সংরক্ষিত শিল্প (ঘ) ভারি শিল্প

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তৈরি পোশাক শিল্পের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক উপকরণ সুতা, বোতাম, জিপার, লেবেল ইত্যাদি পূর্বে সম্পূর্ণভাবে আমদানি করা হতো। বর্তমানে দেশেই শতভাগ উৎপাদিত হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপকরণগুলো কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?

(ক) ক্ষুদ্র শিল্প (খ) কুটির শিল্প
(গ) আমদানি বিকল্প শিল্প (ঘ) রপ্তানিমুখী শিল্প

৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প অবদান রাখছে—

i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ii. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে
iii. রপ্তানি বৃদ্ধিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০. কাম্য জনসংখ্যার সূত্রটি প্রদান করেন—

(ক) ম্যালথাস (খ) কে. ই. বোল্ডিং
(গ) ডালটন (ঘ) অ্যাডাম স্মিথ

১১. জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র:

(ক) $DP = TP + TA$ (খ) $DP = TP \times TA$
(গ) $DP = \frac{TA}{TP}$ (ঘ) $DP = \frac{TP}{TA}$

১২. দেশের জনগণ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে—

i. দেশে জন্মহার বাড়বে ii. জীবনযাত্রার মান বাড়বে
iii. সামাজিক অবক্ষয় কমবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩. Bio-technology শব্দের অর্থ—

(ক) কৃষি প্রযুক্তি (খ) জৈব প্রযুক্তি
(গ) অজৈব প্রযুক্তি (ঘ) আধুনিক প্রযুক্তি

১৪. পরিবেশ দূষণের প্রাথমিক সমস্যা কী?

(ক) উষ্ণতা বৃদ্ধি (খ) খাদ্য সংকট
(গ) উদ্বাস্তু সমস্যা (ঘ) স্বাস্থ্য সমস্যা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

পলাশ তার কৃষি খামারে কোনো জমি পতিত রাখে না। বাজারে কৃষি পণ্যের চাহিদা অনুসারে সে ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করে। এতে সে খুব লাভবান হয়।

১৫. পলাশের চাষ পদ্ধতি হলো—

(ক) মিশ্র চাষ (খ) শস্য বহুমুখীকরণ
(গ) বাণিজ্যিক চাষ (ঘ) আত্মপোষণকারী চাষ

১৬. উক্ত চাষ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো—

i. উৎপাদন খরচ কমানো
ii. মাটির পুষ্টিগুণ ঠিক রাখা
iii. নিবিড় পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

পিয়াস সাত সদস্যের পরিবার নিয়ে গ্রামে বাস করেন। তিনি কিছু হাঁস-মুরগি ও একটি গাভী পালন করে কোনো রকম জীবিকা নির্বাহ করেন। রূপকথা ডেইরি ফার্মের মালিক মি. নিলয় উন্নত জাতের দশটি গাভী নিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে একটি খামার পরিচালনা করেন।

১৭. উদ্দীপকে বর্ণিত পিয়াসের খামারটি কোন ধরনের?

(ক) জীবননির্বাহী (খ) বৃহদায়তন
(গ) বাণিজ্যিক (ঘ) ক্ষুদ্রায়তন

১৮. মি. নিলয় এর খামারটিতে বিদ্যমান—

i. দক্ষ ব্যবস্থাপনা ii. আধুনিক প্রযুক্তি
iii. অধিক উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের উৎস হলো—
i. বন্ড বিক্রি ii. বাণিজ্যিক ব্যাংক
iii. IMF
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. ১৯৯১ সাল থেকে পণ্য ও সেবার মূল্যের উপর আরোপিত করকে বলে—
(ক) বিক্রয় কর (খ) মূল্য সংযোজন কর
(গ) আবগারি শুল্ক (ঘ) পণ্য কর

২১. বর্তমানে দেশে বাৎসরিক তিন লক্ষ বা বেশি আয়ের জনগণের উপর আরোপিত কর হলো—
(ক) আয়কর (খ) সম্পত্তি করো
(গ) আমোদ-প্রমোদ কর (ঘ) সম্পূরক কর

২২. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে যে সময়ে খাদ্য উৎপাদন ৫ গুণ বৃদ্ধি পায় সে সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে—
(ক) ৪ গুণ (খ) ৫ গুণ (গ) ৮ গুণ (ঘ) ১৬ গুণ

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

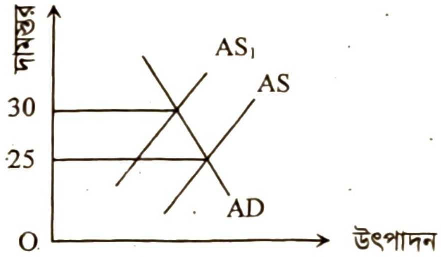

২৩. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?
(ক) ২০% (খ) ২৫% (গ) ৩০% (ঘ) ৩৫%

২৪. চিত্রে যে ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে—
(ক) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত (খ) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
(গ) ঘাটতি প্ররোচিত (ঘ) অবদমিত

২৫. অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়—
(ক) আর্থিক নীতি (খ) রাজস্বনীতি
(গ) আমদানি বৃদ্ধি (ঘ) সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ

২৬. মুদ্রাস্ফীতির ফলে কে লাভবান হয়?
(ক) ঋণদাতা (খ) উৎপাদনকারী
(গ) ভোক্তা (ঘ) শ্রমিক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মাজেদা বেগম স্বামী-সন্তান হারা। তার রোজগারের কোনো পথ নেই। ইউপি সদস্য তাকে সরকারি সহায়তার কার্ড করে দেয় যা থেকে প্রতিমাসে তিনি আর্থিক অনুদান পান।

২৭. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারি ব্যয় দ্বারা কোন উদ্দেশ্য অর্জিত হবে?
(ক) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি (খ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা
(গ) সামাজিক নিরাপত্তা (ঘ) জাতীয় আয় বৃদ্ধি

২৮. মাজেদা বেগমকে প্রদত্ত সরকারের সাহায্যটি হতে পারে—
i. বয়স্ক ভাতা ii. বিধবা ভাতা
iii. স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. বিশ্বায়ন বলতে মূলত বোঝায়—
(ক) ভৌগোলিক বিশ্বায়ন (খ) অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন
(গ) রাজনৈতিক বিশ্বায়ন (ঘ) তথ্যগত বিশ্বায়ন

৩০. $B_T = (X - M) > O$ দ্বারা কী নির্দেশ করে?
(ক) লেনদেন ভারসাম্য
(খ) বাণিজ্যের ভারসাম্য
(গ) অনুকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য
(ঘ) প্রতিকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন নিম্নরূপ:

অবদান	১৯৮০-৮১	১৯৯৫-৯৬	২০০৫-০৬	২০২০-২১
(শতকরা হার)	৩৩.০৭	২৫.৬৮	১৯.০১	১২.০৭

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশ ধান ও চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ অবস্থান থেকে তৃতীয় অবস্থানে উন্নীত হয়েছে।
ক. কৃষিপণ্য বিপণন বলতে কী বোঝ? ১
খ. কৃষিক্ষেত্রে আইসিটি কীভাবে ব্যবহৃত হয়? ২
গ. উদ্দীপকের টেবিলে প্রদত্ত কৃষিখাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন লেখচিত্রে প্রদর্শন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের তৃতীয় স্থান অর্জনে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কোনো গুরুত্ব আছে কি? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

২.▶ ফজলু তার অল্প জমিতে পরম যত্নে চাষাবাদ করে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে, তা দিয়ে সে কোনো মতে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারে কিন্তু বাজারজাত করার মতো তেমন কোনো উদ্বৃত্ত তার থাকে না। অপরদিকে, তার বন্ধু রানা এমনভাবে চাষাবাদ করে যে, সে একই জমিতে বছরে তিন-চারটি ফসল উৎপাদন করতে পারে; যেমন: ধান, আলু, সবজি, ডাল ইত্যাদি।
ক. বায়োটেকনোলজি কী? ১
খ. বাংলাদেশের কৃষিঋণ ব্যবস্থা অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলোর ওপর বেশি নির্ভরশীল কেন? ২
গ. ফজলুর কৃষি খামারটির উৎপাদন কৌশল ও দক্ষতা সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপূর্বক এর প্রকৃতি নির্ণয় করো। ৩
ঘ. রানার চাষাবাদ পদ্ধতিটি কী এবং কীভাবে এটি শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন (sustainable development) সাধনে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ সুলতান সাহেবের কারখানায় স্থায়ী মূলধন প্রায় ৫৫ কোটি টাকা এবং তার কারখানায় ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করে। এই কারখানায় পাটের কার্পেট, বস্তা ও হেসিয়ান সুতা তৈরি হয়। বর্তমানে বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।
ক. মাইক্রো শিল্প কী? ১
খ. আমাদের দেশে কাঁচা চামড়ার দাম কম থাকা সত্ত্বেও চামড়াজাত পণ্যের দাম এত বেশি কেন? ২
গ. সুলতান সাহেবের কারখানাটি যে শিল্পের অন্তর্গত তার ধরন নির্ণয় করো এবং বর্ণনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা করো। ৪

৪.▶ একসময় টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করা হলেও এসব পণ্য এখন দেশের ভেতরই উৎপাদিত হচ্ছে এবং এদেশের সাধারণ মানুষ সেগুলো কম দামে ক্রয় করতে পারছে। এ ধরনের দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ১
খ. "একটি দেশের সমৃদ্ধির জন্য শিল্পায়ন জরুরি"— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের শিল্পের কথা বলা হয়েছে তা নির্ধারণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ ২০২১ সালের মধ্যসময়ে 'ক' দেশের মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি, মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট জীবিত জন্মসংখ্যা ২৫ লক্ষ। উক্ত বছরে ঐ দেশে বহিরাগমন (in migration) ৮০ হাজার এবং বহির্গমন (out migration) ৪ লক্ষ।

ক. অশোধিত মৃত্যুহার কী? ১

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি কখন প্রত্যাশিত হতে পারে? ২

গ. 'ক' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অশোধিত জন্মহার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. 'ক' দেশের নিট অভিবাসন হারের ভিত্তিতে উক্ত দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৬.▶

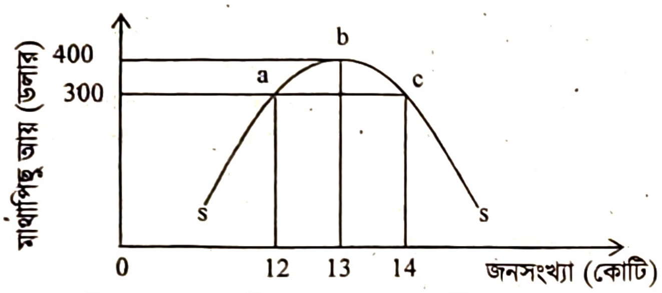

রতনের শিক্ষক ওপরের ছবির মাধ্যমে ক্লাসে একটি জনসংখ্যা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন। সে তখন বুঝতে পারে যে তার দেশ অতি জনবহুল। তাই সে চাকরির চিন্তা না করে পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে হাঁস-মুরগি ও মাছের খামার এবং একটি নার্সারি গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে সে আরও পাঁচজনের কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হয়।

ক. বেকারত্ব কী? ১

খ. জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টির সাথে মানবসম্পদ উন্নয়নের সম্পর্ক কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রদত্ত চিত্র থেকে a ও c বিন্দুতে অসামঞ্জস্য মান নির্ণয় করো এবং এর ভিত্তিতে নিম্ন জনসংখ্যা (under population) চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. রতনের মতো কর্মসংস্থানের জন্য তোমার কারণীয় কী? আলোচনা করো। ৪

৭.▶ 'X' দেশে ২০১৮ ও ২০২২ সালে বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ভোগ্য দ্রব্যের নাম	২০১৮		২০২২
	পরিমাণ (কেজি/লিটার)	দাম (টাকা)	দাম (টাকা)
চাল	৩০	৫০	৬০
লবণ	২	২৫	৩০
আলু	১০	২০	৩০
তেল	৫	১০০	১৮০.

উক্ত দেশের সরকার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশি-বিদেশি ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এছাড়াও করোনাকালীন স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে সুদের হার হ্রাসসহ উৎপাদনকারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করে।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. অর্থের অবমূল্যায়ন মুদ্রাস্ফীতির ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রদত্ত টেবিল থেকে ভোক্তার দাম সূচকের মাধ্যমে 'X' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের পদক্ষেপগুলো 'X' দেশের অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব ফেলবে? মতামত দাও। ৪

৮.▶ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য, চা, চামড়ার মতো গুটিকয়েক কৃষিপণ্য বিদেশে বিক্রি করলেও বর্তমানে তৈরি পোশাকের ন্যায় শিল্পপণ্যসহ বিচিত্র রকমের কৃষিপণ্য বিদেশে বিক্রয় করছে। আবার শিল্পায়নের প্রয়োজনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি বিদেশ থেকে কিনে নিয়ে আসে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের অনেক লোক কাজ করছে যাদের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. আবগারি শুল্ক রপ্তানিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২

গ. উদ্দীপক থেকে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা আলোচনাপূর্বক অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৯.▶ বহুকাল থেকেই বাংলাদেশ একটি আমদানি নির্ভর দেশ। প্রতি বছর দেশটির আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয়ের থেকে বেশি হয়ে থাকে। সম্প্রতি দেশটি প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি বেশ কিছু অপ্রচলিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে। তাছাড়া রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান সরকার উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, জ্বালানির মূল্যহ্রাস, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ক. প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশ সরকার বিলাস দ্রব্য আমদানিকে নিরুৎসাহিত করে মূলধনী দ্রব্য আমদানিতে অগ্রাধিকার প্রদান করছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি পর্যাপ্ত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ নিচের টেবিলে ২০১৯-২০ অর্থবছর 'ক' দেশের সরকারের বিভিন্ন ধরনের কর রাজস্বের পরিমাণ দেখানো হলো:

করের ধরন	রাজস্বের পরিমাণ (কোটি টাকা)
আমদানি শুল্ক	২৩,৬৪৩.৫৮
রপ্তানি শুল্ক	১.০৮
আবগারি শুল্ক	২,২৭৯.৪৮
আয়কর	৭২,১৭৯.৭৯
মূল্য সংযোজন কর	৭৩,০০৪.২১

ক. কর কাকে বলে? ১

খ. সরকারকে কেন আগে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী আয়ের উৎস খুঁজে বের করতে হয়? ২

গ. উদ্দীপক থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে 'ক' দেশের সরকারের মোট পণ্য করের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত করগুলোর মধ্যে কোনটি সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আয়-বৈষম্য হ্রাসে অধিক অবদান রাখে? ৪

১১.▶ বর্তমানে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকার অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রতিরক্ষা, প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহসহ বিভিন্ন কাজের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের উৎসগুলো হলো: (i) কর রাজস্ব (ii) কর-বহির্ভূত রাজস্ব (iii) সরকারি ঋণ (iv) নোট ছাপানো।

ক. মূল্য সংযোজন কর কী? ১

খ. আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থসংস্থানের তৃতীয় উৎসটি কখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর	১	ক	২	ঘ	৩	ক	৪	গ	৫	খ	৬	খ	৭	গ	৮	গ	৯	ঘ	১০	গ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	খ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: | ১ | ১ | ০ |

সেট – ক

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. **বাংলাদেশে আদর্শ কৃষি খামারের আয়তন—**
(ক) ২ একর (খ) ৩ একর (গ) ৪ একর (ঘ) ৫ একর

২. **Bio-technology শব্দের অর্থ কী?**
(ক) কৃষি প্রযুক্তি (খ) পরমাণু প্রযুক্তি
(গ) বহুমুখী প্রযুক্তি (ঘ) জৈব প্রযুক্তি

৩. **কোন ধরনের কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না?**
(ক) তুলা (খ) চা (গ) মাশরুম (ঘ) আখ

৪. **বাংলাদেশের কৃষিঋণের উপানুষ্ঠানিক উৎস কোনটি?**
(ক) সমবায় ব্যাংক (খ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
(গ) ধনী কৃষক (ঘ) গ্রামীণ ব্যাংক

৫. **মাশরুম হলো—**
i. ঔষধি গুণসম্পন্ন ও পুষ্টিকর
ii. ব্যয়বহুল
iii. এইডস প্রতিরোধক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব 'ক' একজন গরিব কৃষক। তার এলাকায় অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত গুদামঘর এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণের কারণে ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে তিনি বঞ্চিত হন।

৬. **জনাব 'ক' এর সসমস্যাটি কোন ধরনের?**
(ক) কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার (খ) শস্য বহুমুখীকরণ
(গ) কৃষি উপকরণ বিতরণ (ঘ) কৃষিপণ্য বিপণন

৭. **জনাব 'ক' এর সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান হলে—**
i. দালাল ও ফড়িয়ারা লাভবান হবে
ii. ভোক্তা যুক্তিসংগত দামে পণ্য ক্রয় করতে পারবে
iii. জনাব 'ক' ফসলের উপযুক্ত দাম পাবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮.
→মহিলাদের কর্মসংস্থান
→স্বল্প মূলধন
→দেশীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহার

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো কোন শিল্পের সাথে সংগতিপূর্ণ?
(ক) মাঝারি শিল্প (খ) অগ্রাধিকার শিল্প
(গ) কুটির শিল্প (ঘ) সংরক্ষিত শিল্প

৯. **PPP-এর পূর্ণরূপ কী?**
(ক) Public Private Procurement
(খ) Public Private Property
(গ) Public Private Privilege
(ঘ) Public Private Partnership

১০. **বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা হ্রাসের অন্যতম কারণ—**
(ক) পাট চাষ কষ্টকর (খ) পাটের নিম্নমান
(গ) সিনথেটিক পণ্য উৎপাদন (ঘ) পাটের নিম্নমূল্য

১১. **বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প কোনটি?**
(ক) পাটশিল্প (খ) বস্ত্রশিল্প
(গ) চামড়াশিল্প (ঘ) পোশাকশিল্প

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মোটরসাইকেল আমদানি করা হয়। সেটি বিবেচনায় রেখে ওয়ালটন কোম্পানির পরিচালকগণ দেশেই মোটরসাইকেল তৈরির কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

১২. **উদ্দীপকে ওয়ালটন কোম্পানিটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?**
(ক) মাঝারি শিল্প (খ) সংরক্ষিত শিল্প
(গ) রপ্তানিমুখী শিল্প (ঘ) আমদানি বিকল্প শিল্প

১৩. **উদ্দীপকে যে ধরনের শিল্পের কথা বলা হয়েছে তার প্রভাবে—**
i. আমদানি হ্রাস পাবে
ii. বাণিজ্য ঘাটতি কমবে
iii. বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪. **জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?**
(ক) $DP = \frac{TP}{TA}$ (খ) $DP = \frac{TA}{TP}$
(গ) $DP = \frac{PT}{AT}$ (ঘ) $DP = \frac{A-O}{O}$.

১৫. **নিচের কোনটি জনসংখ্যার আকারকে সরাসরি বৃদ্ধি করে?**
(ক) মাতৃমৃত্যু হার (খ) অভিবাসন
(গ) শিক্ষার হার (ঘ) উচ্চ জন্মহার

১৬.

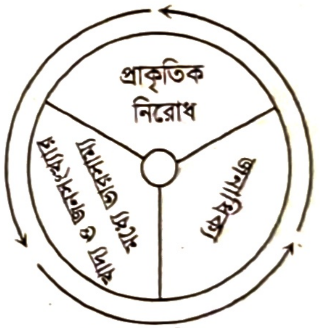

ছকটি কোন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত?
(ক) ডালটনের জনসংখ্যার তত্ত্ব (খ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব
(গ) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব (ঘ) ফিশারের তত্ত্ব

১৭. **মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়সমূহ হলো—**
i. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ii. পরিবেশ উন্নয়ন
iii. চিত্তবিনোদন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. **'X' দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ১২ কোটি এবং কাম্য জনসংখ্যা ৯ কোটি। দেশটির জনসংখ্যার অসামঞ্জস্যের পরিমাণ কত?**
(ক) ০.৩৩ (খ) ০.৫০ (গ) −০.৩৩ (ঘ) −০.৫০

১৯. **মুদ্রাস্ফীতির ফলে স্থির আয়ের লোকের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে?**
(ক) লাভবান হবে (খ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে
(গ) ভোগ বৃদ্ধি পাবে (ঘ) জীবনমান উন্নত হবে

২০. মুদ্রাস্ফীতির কারণ—
(ক) সঞ্চয়পত্রের সুদের হার বৃদ্ধি
(খ) ব্যাংক হার বৃদ্ধি
(গ) অর্থের যোগন বৃদ্ধি
(ঘ) লোনের সুদের হার বৃদ্ধি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব 'ক' একজন সরকারি চাকরিজীবী। সরকার বেতন বৃদ্ধি করায় তার বেতন ১১,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,০০০ টাকা হলো। এ অবস্থায় চালের দাম প্রতি কেজি ২৪ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ টাকা হলো।

২১. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?
(ক) ২০% (খ) ২৫% (গ) ৩০% (ঘ) ৩৫%

২২. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি হলো—
(ক) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত (খ) যোগান বৃদ্ধিজনিত
(গ) ব্যয় প্ররোচিত (ঘ) ঘাটতি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত

২৩. 'EPZ'-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Export Position Zone
(খ) Export Processing Zone
(গ) Expert Processing Zone
(ঘ) Export Production Zone

২৪. রপ্তানির চেয়ে আমদানি বৃদ্ধি পেলে নিচের কোনটি ঘটে?
(ক) লেনদেন ভারসাম্য (খ) অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য
(গ) বাণিজ্য ভারসাম্য (ঘ) প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইলেকট্রনিক সামগ্রী, সিরামিক সামগ্রী, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

২৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো কী ধরনের দ্রব্য?
(ক) প্রচলিত (খ) অপ্রচলিত
(গ) সেবা (ঘ) কৃষিপণ্য

২৬. উক্ত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে বাংলাদেশের—
i. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
iii. বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. সরকারের অনুৎপাদনশীল ব্যয় কোনটি?
(ক) সেবাখাতে ব্যয় (খ) শিল্পখাতে ব্যয়
(গ) কৃষি খাতে ব্যয় (ঘ) যুদ্ধ খাতে ব্যয়

২৮. করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির ওপর পড়ে এমন করের উদাহরণ হলো—
(ক) আবগারি শুল্ক (খ) আয়কর
(গ) আমদানি শুল্ক (ঘ) রপ্তানি শুল্ক

২৯. পরোক্ষ করের উদাহরণ হলো—
i. বাণিজ্য শুল্ক ii. আবগারি শুল্ক
iii. আয়কর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. কোনটি সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ উৎস?
(ক) বিশ্বব্যাংক (খ) এডিবি
(গ) আইএমএফ (ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংক

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ মি. সাজিদ একজন স্বল্পশিক্ষিত কৃষক। তিনি আর্থিকভাবে খুব একটা সচ্ছল নন। তিনি তার নিজস্ব জমিতে চাষাবাদ করেন। পরিবহন ও ঋণের অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুদামজাতকরণের সমস্যা ইত্যাদি কারণে তিনি তার জমিতে উৎপাদিত ফসল স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেন। এতে তার সংসারে অভাব অনটন লেগেই আছে। সরকার কৃষকদের এসব সমস্যা নিরসনে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি বিমা প্রচলন, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. জীবননির্বাহী খামার কী? ১
খ. 'কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. সাজিদ-এর উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপণনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কি পর্যাপ্ত? উত্তরের যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ 'X' দেশে ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষির উপখাতগুলোর অবদান নিম্নরূপ:

কৃষির উপখাত	শস্য ও শাক-সবজি	পশু সম্পদ	বনজ সম্পদ	মৎস্য সম্পদ
অবদানের শতকরা হার	১২	৪	৩	৫

জনাব রায়হান একজন কৃষি কর্মকর্তা। তার মতে, 'X' দেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি খাতে আইসিটি ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. কৃষকরা কেন ঋণ গ্রহণ করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি দণ্ডচিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব রায়হানের মতামতের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶

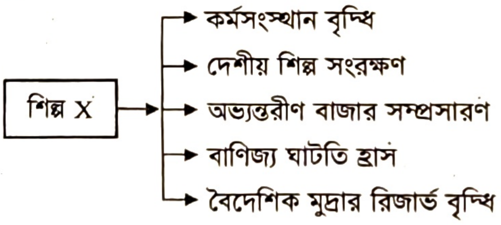

ক. মাইক্রো শিল্প কী? ১
খ. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটির সমস্যাসমূহ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করো। ৪

৪.▶ মি. আজাদ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তার শিল্পে প্রায় ৮০% শ্রমিকই নারী। তার শিল্পের উৎপাদন আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কম-বেশি অবদান রাখছে। তবে শিল্পটির সমস্যাগুলো হলো কাঁচামাল ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব, বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা, শ্রমিক অসন্তোষ, ব্র্যান্ডিং সমস্যা ইত্যাদি।

ক. PPP কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়ন প্রয়োজনীয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. আজাদের শিল্প এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ধরনের ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶

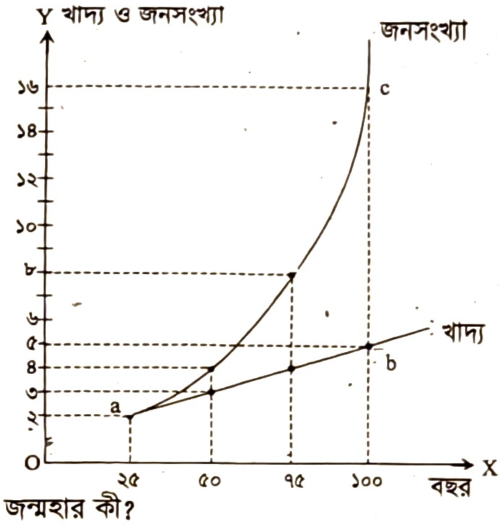

ক. স্থূল জন্মহার কী? ১

খ. জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ab' এবং 'ac' রেখা দ্বারা গণিতের কোন ধরনের হার নির্দেশিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্বটি বাংলাদেশে কতটুকু প্রাসঙ্গিক? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ মি. ক্যাথুই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এসসি পাস করার পর তার নিজ গ্রামে একটি আসবাবপত্র তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। স্থানীয় পাহাড়ি কাঠ ব্যবহার করে উৎপাদিত তার আসবাবপত্রগুলোর শহরে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তার নিকট-আত্মীয়রাই তার কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। মি. ক্যাথুই নিজ যোগ্যতায় একজন সফল উদ্যোক্তা হতে চান।

ক. বেকারত্ব কী? ১

খ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. ক্যাথুই-এর কর্মসংস্থানের কোন প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মি. ক্যাথুই-এর গৃহীত পদক্ষেপের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶

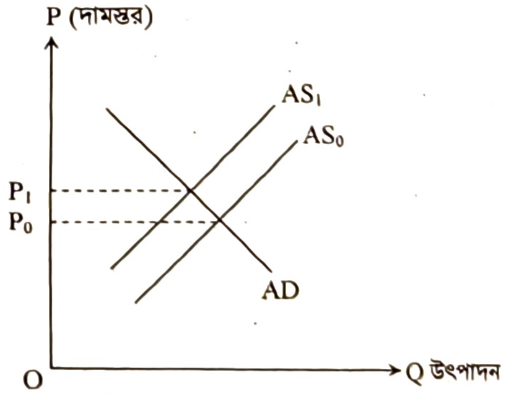

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি উপস্থাপিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত মুদ্রাস্ফীতির ফলে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ জনাব সাজু একজন খুচরা বিক্রেতা। তিনি পাবনা থেকে লুঙ্গি ক্রয় করেন এবং তা ঢাকার বাজারে বিক্রয় করেন। অন্যদিকে তার ভাই জনাব রাজু সৌদি আরব থেকে খেজুর কিনে তা ঢাকার বাজারে বিক্রয় করেন।

ক. আমদানি কী? ১

খ. কাঁচাপাটকে কেন বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি পণ্য বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রাজুর ব্যবসাকে কোন ধরনের বাণিজ্য বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সাজু ও রাজুর বাণিজ্যের চারটি পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ বর্তমানে বিশ্বের শ্রম বাজার, শ্রমিক সম্পর্ক ও শ্রম স্থানান্তর দ্রুত পরিবর্তনশীল। দেশে দেশে সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লিঙ্গ সম্পর্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তনের ঢেউ।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন সংঘটিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি দ্বারা আন্তর্জাতিকীকরণের কোন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ একটি দেশের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশ্যে সরকার দেশীয় আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিদেশি সংস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নিয়ে থাকে। অর্থনীতিবিদগণের মতে, এ ধরনের আর্থিক সংস্থান ভারহীন নয়।

ক. কর কী? ১

খ. আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আর্থিক সংস্থানের উৎসগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসের তুলনামূলক সুবিধা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ একটি দেশের ২০২০ ও ২০২২ সালের ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ ও দাম নিম্নরূপ:

ভোগ্য পণ্য	২০২০ সালের পরিমাণ	২০২০ সালের মূল্য	২০২২ সালের মূল্য
A	100	60	70
B	5	140	180
C	10	80	100
D	5	15	25

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেশটির সরকার আর্থিক নীতির আওতায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি সবসময় খারাপ নয়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তার মূল্য সূচক (CPI) নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ⓐ খ	২	ঘ	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ঘ	৭	গ	৮	গ	৯	ঘ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ	২১	খ	২২	ক	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ঘ

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – খ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. **"Inflation is such a situation when too much money chases too few goods" সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন?**

(ক) অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার (খ) অধ্যাপক কুলবর্ন
(গ) অধ্যাপক পিগু (ঘ) অধ্যাপক হট্রে

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ছকিনা বেগম একজন ভূমিহীন বয়স্ক এবং গরিব মহিলা, কিন্তু সরকারি রাজস্বে তার একটা অবদান রয়েছে। একইভাবে সরকারেরও তাকে সাহায্য করার দায়িত্ব রয়েছে।

২. **ছকিনা বেগম কীভাবে সরকারি রাজস্বে অবদান রাখছেন?**

(ক) পরোক্ষ কর পরিশোধ করে (খ) প্রত্যক্ষ কর পরিশোধ করে
(গ) খাজনা পরিশোধ করে (ঘ) জরিমানা প্রদান করে

৩. **সরকার ছকিনা বেগমকে সাহায্য করতে পারে—**

i. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে রেখে
ii. VGF কার্ড প্রদান করে
iii. বয়স্ক ভাতা প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii ও iii

৪. **সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য হলো—**

i. করহার কমানো
ii. নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
iii. অবকাঠামো নির্মাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

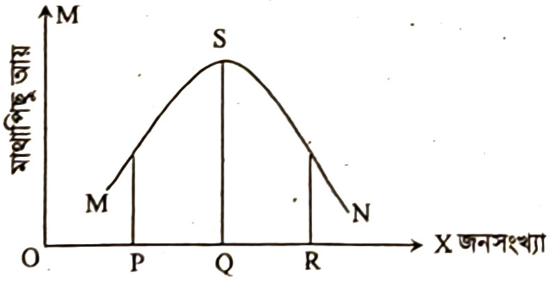

৫. **উল্লিখিত চিত্রটি জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত?**

(ক) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (খ) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব
(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন তত্ত্ব (ঘ) জনমিতিক তত্ত্ব

৬. **উল্লিখিত চিত্রে কাম্য জনসংখ্যার স্তর কত?**

(ক) OP (খ) OR (গ) OQ (ঘ) PR

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

করিম তার বাড়ির পাশে হস্তচালিত বুনন কারখানায় ৪ লাখ টাকা বিনিয়োগ করলেন। তিনি এবং তার পরিবার এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

৭. **করিমের উদ্যোগটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?**

(ক) ক্ষুদ্র শিল্প (খ) মাইক্রো শিল্প
(গ) কুটির শিল্প (ঘ) মাঝারি শিল্প

৮. **উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো—**

i. বাজার ছোট
ii. শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের অধিক
iii. লাভজনক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯. **মালিকানার ভিত্তিতে কৃষি খামার কত প্রকার?**

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

১০. **নিচের কোন্ উৎস থেকে বাংলাদেশের কৃষকরা বেশি ঋণ গ্রহণ করে?**

(ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (খ) আত্মীয়-স্বজন
(গ) ধনী কৃষক (ঘ) এনজিও

১১. **শিল্পনীতি-২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশে শিল্পসমূহকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?**

(ক) ১২ (খ) ১৩ (গ) ১৪ (ঘ) ১৫

১২. **বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য কোনটি?**

(ক) পাট (খ) চা
(গ) তৈরি পোশাক (ঘ) চামড়া

১৩. **নিচের কোনটি রপ্তানিমুখী শিল্প নয়?**

(ক) পাট (খ) বস্ত্র
(গ) গাড়ি (ঘ) তৈরি পোশাক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একরাম সাহেবের সামান্য পরিমাণ জমি আছে। এতে চাষ করে তিনি যে উৎপাদন করেন তা দ্বারা কোনোভাবে পারিবারিক চাহিদা মেটাতে পারেন।

১৪. **একরাম সাহেবের খামারটি কী ধরনের?**

(ক) বিশেষায়িত (খ) বাণিজ্যিক
(গ) জীবননির্বাহী (ঘ) সমবায়

১৫. **একরাম সাহেবের খামারে—**

(ক) চাষাবাদ পদ্ধতি আধুনিক
(খ) পারিবারিক ভোগই একমাত্র উদ্দেশ্য
(গ) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ আছে
(ঘ) আঞ্চলিক চাহিদা পূরণ হয়

১৬. **মাশরুম হলো এক ধরনের—**

i. ছত্রাক ii. সবজি
iii. ঔষধ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. **আমদানি বিকল্প শিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—**

i. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে
ii. দেশীয় শিল্প রক্ষা করে
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি দেশের আয়তন ১,১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। দেশটির জনসংখ্যা হচ্ছে ১১ কোটি। জনসংখ্যার অত্যধিক ঘনত্বের কারণে দেশটির সম্পদের ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

১৮. দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত?
(ক) ১০০ (খ) ১০০০ (গ) ১১১০ (ঘ) ১১১১

১৯. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যার কারণে দেশটিকে মোকাবিলা করতে হবে পারে—
i. খাদ্য ঘাটতি ii. বেকারত্ব বৃদ্ধি
iii. দূষণ বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিগত বছর একটি দেশে দামস্তর ছিল ১০০ টাকা, বর্তমান বছরে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দামস্তর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১২ টাকা। বর্তমানে দেশটির সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২০. দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?
(ক) ১০% (খ) ১২% (গ) ১৪% (ঘ) ১৫%

২১. দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ হতে পারে—
i. কর হার বৃদ্ধি ii. উৎপাদন বৃদ্ধি
iii. অর্থের যোগান বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. কোন শ্রেণি মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়?
(ক) ভোক্তা (খ) ঋণদাতা
(গ) শ্রমিক (ঘ) করদাতা

২৩. নিচের কোনটির কারণে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়?
(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি (খ) অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি
(গ) কর হার বৃদ্ধি (ঘ) সুদের হার বৃদ্ধি

২৪. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার নিচের কোন পদক্ষেপটি গ্রহণ করতে পারে?
(ক) অর্থ সরবরাহ হ্রাস (খ) করহার হ্রাস
(গ) সুদের হার হ্রাস (ঘ) ভর্তুকি হ্রাস

২৫. নিচের কোনটি বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি পণ্য?
(ক) তৈরি পোশাক (খ) সার
(গ) চা (ঘ) শাক-সবজি

২৬. বিশ্বায়নের সুফল হচ্ছে—
i. বিদেশি দ্রব্যের ভোগ হ্রাস পায়
ii. উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
iii. উপকরণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. নিচের কোন দেশটি বাংলাদেশের বড় রপ্তানি বাজার?
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) যুক্তরাজ্য
(গ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ঘ) ভারত

২৮. কোনো সুযোগের প্রত্যাশা করে সরকারকে যা প্রদান করতে হয়, তাকে বলে—
(ক) কর (খ) ফি (গ) লেভী (ঘ) খাজনা

২৯. নিচের কোনটি সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ উৎস?
(ক) JAICA (খ) UNDP
(গ) IBRD (ঘ) Treasury Bond

৩০. সরকারি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস কোনটি?
(ক) ভূমি রাজস্ব (খ) বাণিজ্য শুল্ক
(গ) আয়কর (ঘ) মূল্য সংযোজন কর

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ শমসের একজন শিক্ষিত কৃষক। তিনি দেশে বিদ্যমান প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জমি চাষাবাদ করেন। কিন্তু সংরক্ষণের সমস্যা, ত্রুটিপূর্ণ ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি, দুর্বল বাজার কাঠামো, পণ্যের মান নির্ধারণে জটিলতা, সরকারি যথাযথ নীতির অভাব, দামের ওঠা-নামা ইত্যাদি কারণে প্রায়ই ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। সরকার উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন।

ক. কৃষিঋণ কী? ১
খ. কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কীভাবে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়? ২
গ. উদ্দীপকে কৃষির কোন ধরনের সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে সরকার কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ আমাদের দেশের কৃষকরা কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ ব্যাংক, গ্রাম্য মহাজন, ভূস্বামী, মধ্যস্বত্বভোগী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। কৃষিঋণের উপযোগিতা বৃদ্ধিতে তথা এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সরকার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাস, তদারকি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. কৃষিজোত কী? ১
খ. কৃষি খাতের উন্নতি হলে কৃষকের দরিদ্রতা হ্রাস পাবে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো পৃথক করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত কি না? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ বসত বাড়ির পাশে সালিহা ঘরে উৎপাদিত সুতা ও বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ৮ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন এবং ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি পণ্যের বিপণন সমস্যা, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, কাঁচামালের উচ্চমূল্য ইত্যাদি কারণে লাভজনকভাবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতে পারছেন না।

ক. ক্ষুদ্র শিল্প কাকে বলে? ১
খ. কৃষি কীভাবে শিল্পকে সহায়তা করে? ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের শিল্পের উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ 'A' একটি অনুন্নত দেশ। উক্ত দেশটির জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

সন	১৯২৫	১৯৫০	১৯৭৫	২০০০
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১	২	৪	৮
খাদ্য উৎপাদন (কোটি টনে)	১	২	৩	৪

ক. বেকারত্ব কী? ১
খ. শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নে কীভাবে সহায়তা করে? ২
গ. 'A' দেশের তথ্য জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ সাদেক একজন শিক্ষিত বেকার। সম্প্রতি তিনি 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর' থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তার নিজস্ব জমিতে সবজি চাষ ও গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, সেচ সুবিধার অভাব, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া ইত্যাদি কারণে সাদেকের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সরকারি ও এনজিও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তিনি উল্লিখিত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেন।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১
খ. জনসংখ্যা বাড়লে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়ে কেন? ২
গ. সাদেকের উদ্যোগটি চিহ্নিত করো এবং তার সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাদেকের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ বিগত দশ বছর যাবৎ শামীম সাহেব পাঁচ ইউনিটের একটি রপ্তানিমুখী কারখানা অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালনা করে আসছেন। এ শিল্প থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫% উপার্জিত হয়। প্রচুর দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এ শিল্পে নিয়োজিত হয়েছে। এ শিল্পের কাঁচামালের বেশিরভাগ একটি উৎসবে সংগৃহীত হয়। সম্প্রতি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি, উদ্যোক্তাদের অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে এ শিল্পের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ১
খ. শিল্পায়ন কীভাবে বেকারত্ব নিরসনে সহায়তা করে? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটি চিহ্নিত করো এবং উদ্দীপকের আলোকে এ শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

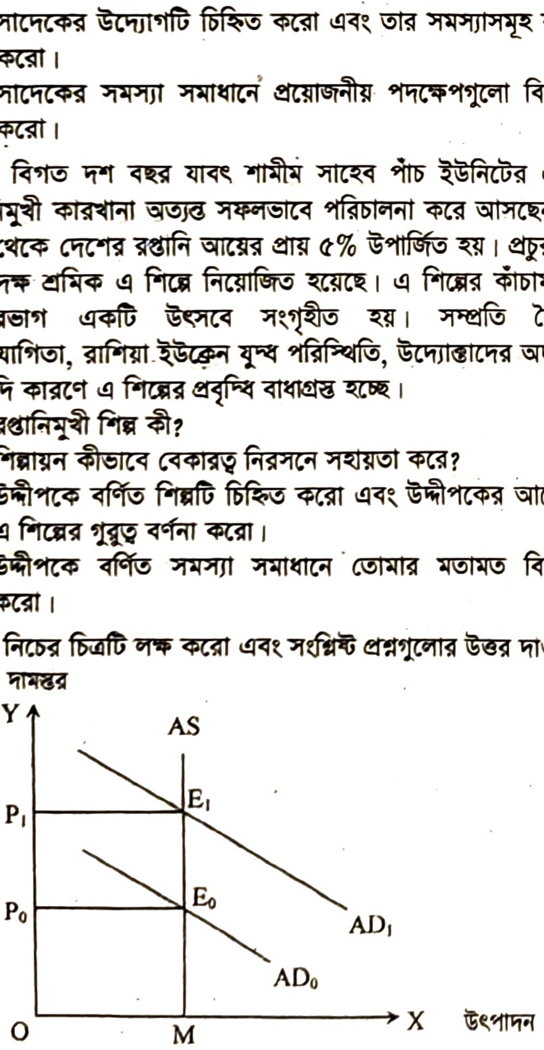

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভোক্তা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে, কোন ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ তৈরি পোশাক খাত থেকে বাংলাদেশ প্রায় ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এই শিল্পে প্রায় ৩৫ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং অনেক ধরনের পশ্চাত সংযোগ শিল্প গড়ে ওঠেছে। তাছাড়া এ খাত সাধারণত জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সম্প্রতি এ খাতের সমৃদ্ধির জন্য শিল্পোদ্যোক্তাগণ অধিকতর মানসম্পন্ন পোশাক তৈরির পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

ক. সংরক্ষিত শিল্প কী? ১
খ. রপ্তানি বৃদ্ধি কীভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎপাদন খাতটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাতটির সমস্যা সমাধানে তোমার মতামত দাও। ৪

৯.▶ 'X' দেশে ২০২০ সালে ভোক্তার মূল্য সূচক ছিল ১৬০, যা ২০২২ সাল বেড়ে ২০০ হয়। সম্প্রতি বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১
খ. অর্থের যোগান বৃদ্ধির কারণে কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

১০.▶ বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা অধিক জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে বোঝায়। এর ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও বাজার গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তবে এর প্রভাবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১
খ. আমদানি বৃদ্ধি কীভাবে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি সৃষ্টি করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বিশ্বায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উৎপাদন খাত কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ A দেশের একটি মেগা প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৪০% অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে JICA, ADB ও বিশ্বব্যাংক। অবশিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট উদ্বৃত্ত, সঞ্চয় পত্র, শেয়ার, সরকারি বন্ড বিক্রয়ের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিদেশি দাতারা বিভিন্ন শর্ত আরোপ করায় প্রকল্পটির কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ক. পরোক্ষ কর কী? ১
খ. কর কীভাবে জনকল্যাণ বাড়ায়? ২
গ. উল্লিখিত উদ্দীপক থেকে প্রকল্প ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎসগুলো পৃথক করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি উৎসের মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক? ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর	১	খ	২	ক	৩	ঘ	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	ক	১২	গ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ঘ

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – গ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]*

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

১. উদ্দীপকে কোন বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে?

(ক) মুদ্রার যোগান হ্রাস (খ) অর্থের মূল্য বৃদ্ধি

(গ) মুদ্রাস্ফীতি (ঘ) মুদ্রাসংকোচন

২. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে কে লাভবান হয়?

i. শ্রমিক শ্রেণি ii. ব্যবসায়ী শ্রেণি

iii. ঋণগ্রহীতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. ভোক্তার দাম সূচক নির্ণয়ে কোন বিষয়টি বিবেচনা করা হয়?

(ক) পাইকারি দাম (খ) খুচরা দাম

(গ) উপকরণ দাম (ঘ) যোগান দাম

৪. মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(ক) ব্যাংক হার বাড়িয়ে (খ) ব্যাংক হার কমিয়ে

(গ) ব্যাংক হার স্থির রেখে (ঘ) উৎপাদন কমিয়ে

৫. মুদ্রাস্ফীতির কারণ কী?

(ক) অর্থের যোগান বৃদ্ধি (খ) অর্থের যোগান হ্রাস

(গ) উৎপাদন বৃদ্ধি (ঘ) সরকারি ব্যয় হ্রাস

৬. বাংলাদেশ কোন দেশে বেশি জনশক্তি রপ্তানি করে?

(ক) আমেরিকা (খ) ইংল্যান্ড

(গ) মালয়েশিয়া (ঘ) সৌদি আরব

৭. বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে কোনটির অবদান সবচেয়ে বেশি?

(ক) তৈরি পোশাক (খ) নিটওয়্যার

(গ) চা (ঘ) পাটজাত পণ্য

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বর্তমান পৃথিবী একটি বৃহৎ গ্রামের মতো। ফলে, মানুষ যেমন বিভিন্ন সুবিধা পাচ্ছে তেমনি কিছু অসুবিধার সম্মুখীনও হচ্ছে।

৮. উদ্দীপকে কোন বিষয়টি বোঝানো হয়েছে?

(ক) নগরায়ণ (খ) বিশ্বায়ন

(গ) শিল্পায়ন (ঘ) অর্থায়ন

৯. উদ্দীপকে নির্দেশিত অসুবিধা হলো—

i. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

ii. চোরাচালান বৃদ্ধি

iii. বহুজাতিক কোম্পানির প্রাধান্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো—

i. দুটি দেশ ও একটি পণ্য

ii. দুটি দেশ ও দুটি পণ্য

iii. দুটি দেশ একই মুদ্রাব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. করের আপাত ভার ও চূড়ান্ত ভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বহন করলে তাকে কী বলা হয়?

(ক) প্রত্যক্ষ কর (খ) পরোক্ষ কর

(গ) মূল্য সংযোজন কর (ঘ) বিশেষ কর

১২. দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর কোন ধরনের শুল্ক আরোপ করা হয়?

(ক) আমদানি শুল্ক (খ) বাণিজ্য শুল্ক

(গ) আবগারি শুল্ক (ঘ) সম্পূরক শুল্ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরকার মানুষের কল্যাণে অনেক ব্যয় করে যাচ্ছে। তাই, মানুষের উচিত সরকারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

১৩. মানুষ সরকারের আয় বৃদ্ধিতে কীভাবে সহায়তা করতে পারে?

(ক) কর প্রদানের মাধ্যমে (খ) কর ফাঁকির মাধ্যমে

(গ) উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে (ঘ) সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে

১৪. সরকার কী ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারে?

i. রাস্তাঘাট নির্মাণ

ii. তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

iii. শিক্ষার প্রসার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. সরকারের আয়ের প্রধান খাত কোনটি?

(ক) কর রাজস্ব (খ) ফি ও জরিমানা

(গ) বৈদেশিক ঋণ (ঘ) বাণিজ্য শুল্ক

১৬. বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল খাত কোনটি?

(ক) শিল্প (খ) কৃষি (গ) সেবা (ঘ) নির্মাণ

১৭. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে কোনটি ঘটে?

(ক) উৎপাদন ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় (খ) পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন কমে

(গ) সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায় (ঘ) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়

১৮. প্রান্তিক কৃষকের জমির পরিমাণ — একর।

(ক) ০.০৫ — ০.৪৯ (খ) ০.৫০ — ২.৪৯

(গ) ২.৫০ — ৭.৪৯ (ঘ) ৭.৪৯ — ঊর্ধ্বে

১৯. কৃষির উপখাতসমূহ হচ্ছে—

i. প্রাণিসম্পদ ii. খনিজ সম্পদ

iii. মৎস্য সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. BRRI-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Bangladesh Rice Research Institute

(খ) Bangladesh Rice Recovery Institute

(গ) Bangladesh Rural Research Institute

(ঘ) Bangladesh Rural Recovery Institute

২১. নিচের কোন দ্রব্যটি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) বেতের চেয়ার (খ) প্লাস্টিকের চেয়ার

(গ) লোহার চেয়ার (ঘ) স্টিলের চেয়ার

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সোনিয়া একটি শিল্প কারখানায় কাজ করে। কারখানাটিতে তার মতো আরো অনেক মেয়ে কাজ করে। এই শিল্পটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২২. উদ্দীপকে কোন শিল্পকে বোঝানো হয়েছে?
(ক) পাট (খ) পোশাক (গ) চিনি (ঘ) চামড়া

২৩. উদ্দীপকের শিল্পটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলার কারণ হলো—
i. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি
iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪. সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগকে সংক্ষেপে বলা হয়—
(ক) PDP (খ) PPC (গ) PPP (ঘ) PPM

২৫. মাইক্রো শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা হলো—
(ক) ৫—৯ জন (খ) ১০—২৪ জন
(গ) ২৫—৯৯ জন (ঘ) ১০০—১৫০ জন

২৬. জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি হলো—
(ক) $DP = \frac{TR}{TP}$ (খ) $DP = \frac{TD}{TR}$
(গ) $DP = \frac{TP}{TA}$ (ঘ) $DP = \frac{TD}{TA}$

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি দেশে থেকে যেমন মানুষ বিদেশে যায় তেমনি বিদেশ থেকেও মানুষ ঐ দেশে আসে। ফলে, ঐ দেশে জনসংখ্যার পরিবর্তন দেখা দেয়।

২৭. উদ্দীপকে যে বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে তা হলো—
(ক) নিট জাতীয় আয় (খ) নিট অভিবাসন
(গ) নিট জন্মহার (ঘ) নিট মৃত্যুহার

২৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে যদি—
i. নিট অভিবাসন ধনাত্মক হয়
ii. নিট অভিবাসন ঋণাত্মক হয়
iii. নিট অভিবাসন শূন্য হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি করা হয় কত সালে?
(ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৪
(গ) ১৯৮১ (ঘ) ১৯৯১

৩০. চিত্তবিনোদন ও উন্নত শিক্ষার কারণে জন্মহার—
(ক) হ্রাস পায় (খ) বৃদ্ধি পায়
(গ) স্থির থাকে (ঘ) দ্বিগুণ হয়

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ মি. জামাল ও কামাল দুই বন্ধু। মি. জামালের জমির পরিমাণ কম এবং উৎপাদিত ফসল দিয়ে কোনোভাবে পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করেন। অন্যদিকে মি. কামালের জমির পরিমাণ বেশি। তিনি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদ করেন। তিনি পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করেন।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. কৃষকরা ঋণ গ্রহণ করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মি. জামাল ও কামালের কৃষি খামারের পার্থক্যগুলো বর্ণনা করো। ৩
ঘ. মি. জামালের তুলনায় মি. কামালের কৃষি খামার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ— উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২.▶ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অতীতে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে শুধু পাট, চা, চামড়া প্রভৃতি কতিপয় কৃষিপণ্য নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্যে এসব দ্রব্যের পাশাপাশি মাছ, তৈরি পোশাক, ফল, ফুল ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যসহ আরও অনেক পণ্য সংযোজিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল গঠন, বিদেশে বাণিজ্য অফিস খোলা, রপ্তানি শুল্ক হ্রাসকরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১
খ. কীভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে সম্প্রসারণ করে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিভাগ করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোই যথেষ্ট?— মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ এক সময় পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল। জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রতি আগ্রহ ও চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার এই শিল্পের উন্নতির জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও বিভিন্ন সেবামূলক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে "জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার" প্রতিষ্ঠা করেছে।

ক. PPP-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. আমদানি বিকল্প শিল্প কীভাবে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করে? ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত শিল্পটির বর্তমান সমস্যাগুলো বর্ণনা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এই শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶

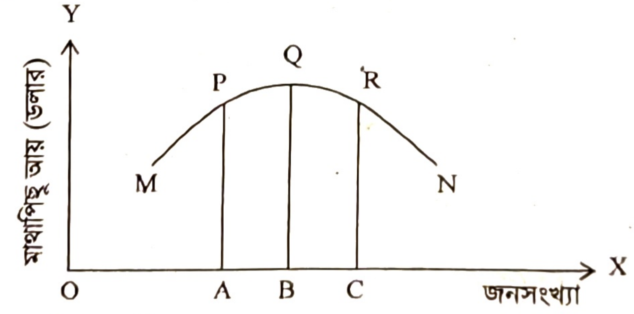

ক. অভিবাসন কী? ১
খ. প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পরস্পর পরিপূরক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জনসংখ্যা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নত নয়। দরিদ্রতা, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ সমস্যা এবং দুর্বল বাজার কাঠামোর কারণে কৃষকেরা ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষিবিমা প্রচলন ও কৃষি তথ্য সার্ভিস চালুসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. মাশরুম কী? ১

খ. আমিষের অভাব পূরণে হাঁস-মুরগি পালন কীভাবে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? মতামত দাও। ৪

৬.▶ রিমা ও শিমা নারায়ণগঞ্জে একটি গার্মেন্টস-এ চাকরিরত ছিল। 'কোভিড-১৯' মহামারির কারণে তাদের চাকরি চলে যায় এবং গ্রামে ফিরে আসে। তারা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শে স্থানীয় বাজারে 'সেলাইঘর' নামে একটি টেইলারিং-এর দোকান দেন। প্রথম মাসে তাদের নিট মুনাফা হয় বিশ হাজার টাকা।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. স্থূল জন্মহার কীভাবে পরিমাপ করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে রিমা ও শিমা-এর উদ্যোগটির প্রকৃতি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'সেলাইঘর'-এর যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶

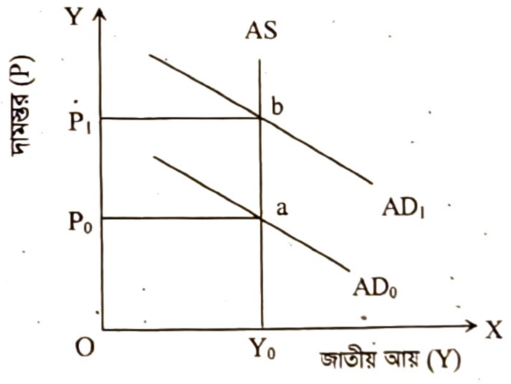

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় বর্ণনা করো। ৪

৮.▶ রাজিব শীতের ছুটিতে নানাবাড়ি বেড়াতে গেলো। সেখানে সে লক্ষ করলো নাজমা বেগম ও তার দুই মেয়ে বাড়িতে বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করেন। তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী শহরের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি করেন। এতে নাজমা বেগমের পরিবারের আয় ও সচ্ছলতা বাড়ছে। স্বল্প পুঁজি, স্থানীয় কাঁচামাল ও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না লাগার কারণে গ্রামের অনেক মহিলা এই কাজে এগিয়ে আসছে। এই ধরনের কর্মকাণ্ড নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

ক. শিল্প কী? ১

খ. পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল— বুঝিয়ে বলো। ২

গ. উদ্দীপকে নাজমা বেগমের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত শিল্পের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নির্দেশিত শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ 'B' দেশের সরকারের আয়ের উৎসসমূহ:

বিবরণ	২০১৮-১৯ (কোটি টাকায়)
মূল্য সংযোজন কর	১,১০,৫৫৫
সম্পূরক শুল্ক	৩২,৫৫৩
ভূমি রাজস্ব	১,৪০০
টোল ও লেভি	৬৫৭
যানবাহন কর	১,৪২৯

'B' দেশের সরকার জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর (১—৩০) নভেম্বর "জাতীয় আয়কর মেলা" আয়োজন করো।

ক. পরোক্ষ কর কী? ১

খ. আয়করকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে সরকারের কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের প্রধান উৎসগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১০.▶ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজে সরকার প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে। সরকারের ব্যয়ের মূল লক্ষ্যই হলো জনকল্যাণ।

ক. 'ফি' কী? ১

খ. VAT কে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "সরকারের ব্যয়ের মূল লক্ষ্যই হলো জনকল্যাণ"— উদ্দীপকের আলোকে এর যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ 'X' দেশে ২০২১ ও ২০২২ সালের বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের দাম এবং পরিমাণ নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্য	পরিমাণ (কেজি)	২০২১	২০২২
		দাম (টাকায়)	দাম (টাকায়)
চাল	২০	৫০	৬০
গম	১৫	৪০	৫০
চিনি	১০	৬০	৮০

দেশটির সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে প্রত্যক্ষ করের হার ও ব্যাংক হার বৃদ্ধি এবং অর্থের যোগান হ্রাস করে।

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. সীমিত আয়ের লোকের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো যথেষ্ট কি? তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর	১	ⓖ	২	ⓖ	৩	ⓚ	৪	ⓚ	৫	ⓚ	৬	ⓖ	৭	ⓚ	৮	ⓚ	৯	ⓖ	১০	ⓚ	১১	ⓚ	১২	ⓖ	১৩	ⓚ	১৪	ⓖ	১৫	ⓚ
	১৬	ⓚ	১৭	ⓖ	১৮	ⓚ	১৯	ⓚ	২০	ⓚ	২১	ⓚ	২২	ⓚ	২৩	ⓖ	২৪	ⓖ	২৫	ⓚ	২৬	ⓖ	২৭	ⓚ	২৮	ⓚ	২৯	ⓚ	৩০	ⓚ

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – গ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয়ের সূত্র—

(ক) $NGRP = \frac{BR - DR}{1000} \times 100$

(খ) $NGRP = \frac{DR - BR}{1000} \times 100$

(গ) $NGRP = \frac{DR - BR}{1000} \times 1000$

(ঘ) $NGRP = \frac{BR - DR}{1000} \times 1000$

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নাহিন সাহেব চাকরি হতে অবসরে গেছেন। কিডনি জটিলতার জন্য তার নিয়মিত ডায়ালাইসিস প্রয়োজন হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডায়ালাইসিসের খরচ বৃদ্ধি করেছে। এতে তিনি চিন্তিত।

২. ডায়ালাইসিসের খরচ বৃদ্ধিকে বলা হয়—

(ক) মুদ্রাস্ফীতি (খ) মুদ্রাসংকোচন

(গ) অস্থিতিশীল বাজার (ঘ) ব্যয় হ্রাস

৩. নাহিন সাহেবের চিন্তিত হওয়ার কারণ—

i. জীবনযাত্রার মান বাড়বে

ii. ক্রয়ক্ষমতা কমবে

iii. সঞ্চয় হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় হলো—

i. ব্যাংক হার বৃদ্ধি ii. ঋণপত্র বিক্রয়

iii. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. বিশ্বায়ন বলতে বোঝায়—

(ক) বৈদেশিক বাণিজ্য (খ) বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

(গ) বিশ্বগ্রাম (ঘ) গ্রিন ক্লাব

৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনটি আবশ্যক?

(ক) দু'টি দেশ ও অলিখিত চুক্তি

(খ) দু'টি দেশ ও অভিন্ন বাণিজ্যনীতি

(গ) দু'টি দেশ ও একই মুদ্রাব্যবস্থা

(ঘ) দু'টি দেশ ও পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা

৭. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবর্তনের ধারা হলো—

i. অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি

ii. বাণিজ্য কেন্দ্রিভূতকরণ

iii. রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. বাংলাদেশের প্রাচীন পেশা কোনটি?

(ক) মৎস্য শিকার (খ) পশু পালন

(গ) কৃষি কাজ (ঘ) ব্যবসা

৯. HYV Technology-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) High Yielding Varity Technology

(খ) High Yielding Variety Technology

(গ) High Yielding Veriety Technology

(ঘ) High Yielding Vareity Technology

১০. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমির জেলা কোনটি?

(ক) ময়মনসিংহ (খ) সাতক্ষীরা

(গ) নওগাঁ (ঘ) খাগড়াছড়ি

১১. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে—

i. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়

ii. খাদ্য সংকটের ঝুঁকি হ্রাস পায়

iii. শ্রমিকদের দক্ষতা হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাতক্ষীরা জেলার বেলাল সাহেব ধান চাষ করতে সমস্যায় পড়ত। কিন্তু বর্তমানে 'X' প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান চাষ করে সফলতা পেয়েছে।

১২. 'X' প্রযুক্তি হলো—

(ক) পারমাণবিক কৃষি প্রযুক্তি (খ) জৈব প্রযুক্তি

(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ঘ) সার-সেচ-বীজ প্রযুক্তি

১৩. কৃষিতে 'X' প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে—

i. প্রতিকূল আবহাওয়া প্রতিরোধী শস্য উৎপাদন হয়

ii. বায়োফার্মিং শস্য উৎপাদন হয়

iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস জানা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪. বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিল্পে কোন ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়?

(ক) মূলধনী দ্রব্য (খ) ভোগ্য পণ্য

(গ) শিল্পের কাঁচামাল (ঘ) রপ্তানি পণ্য

১৫. বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে চা উৎপাদিত হওয়ার মূল কারণ কোনটি?

(ক) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা (খ) শ্রমিক সস্তা

(গ) পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত (ঘ) সহজ সংরক্ষণের সুবিধা

১৬. দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর আরোপিত কর—

(ক) আমদানি শুল্ক (খ) মূল্য সংযোজন কর

(গ) আবগারি শুল্ক (ঘ) সম্পূরক শুল্ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'Y' দেশ বর্তমানে হিমায়িত খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সিরামিক দ্রব্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বর্তমান সরকার রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যগুলোর ধরন কোনটি?

(ক) প্রচলিত (খ) অপ্রচলিত

(গ) কৃষিজাত (ঘ) মূলধনী

১৮. 'Y' দেশের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ—
i. শুল্কমুক্ত ও ট্যাক্স হলিডে
ii. আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যোগদান না করা
iii. বাজার সার্ভে ও রপ্তানি ঋণ প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. কোনটি উৎপাদনশীল ঋণ?
(ক) কৃষি (খ) ভোক্তা (গ) যুদ্ধ (ঘ) নিষ্ক্রিয়

২০. রাজস্ব ব্যয়ের উদ্দেশ্য হলো—
i. অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা
ii. অর্থনৈতিক কল্যাণ
iii. সামাজিক সুরক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

ছকটি দেখো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

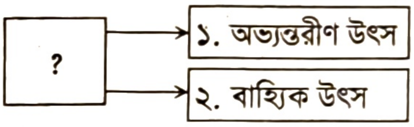

২১. উদ্দীপকে প্রশ্নবোধক ? চিহ্নিত স্থানে কোনটি প্রযোজ্য?
(ক) কর (খ) ব্যয় (গ) ঋণ (ঘ) ভোগ

২২. উদ্দীপকের ১নং উৎসটি অধিক ভালো কারণ—
i. জাতীয় আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়
ii. পরিশোধিত সুদ দেশের বাইরে যায়
iii. সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ে না
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব গবেষণা নির্ভর শিল্প হলো—
(ক) কুটির শিল্প (খ) সৃজনশীল শিল্প
(গ) মাইক্রো শিল্প (ঘ) হাইটেক শিল্প

২৪. আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের সুবিধা হলো—
i. দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ হয়
ii. অভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারণ হয়
iii. আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহমান সাহেবের কারখানায় ৩০০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে। কারখানার উৎপাদিত পণ্যগুলো অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি রপ্তানিও করা হয়।

২৫. কারখানাটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?
(ক) কুটির (খ) ক্ষুদ্র (গ) মাঝারি (ঘ) বৃহৎ

২৬. কারখানাটি স্থাপনের ফলে—
i. কর্মসংস্থান বাড়ছে
ii. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে
iii. বাণিজ্য ভারসাম্যের উন্নতি হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ কী?
(ক) মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি (খ) মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি
(গ) সঞ্চয় বৃদ্ধি (ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধি

২৮. মুদ্রাস্ফীতিতে সীমিত আয়ের জনগণের ওপর কী প্রভাব পড়ে?
(ক) ভোগ বৃদ্ধি পায় (খ) ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
(গ) ক্ষতিগ্রস্ত হয় (ঘ) লাভবান হয়

২৯. জনসংখ্যা কাঠামোর বয়োঃলিঙ্গ দিকগুলো হলো—
i. প্রথম বিবাহে গড় বয়স
ii. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি
iii. ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. জনসংখ্যার নির্ধারক কোনটি?
(ক) মুদ্রাস্ফীতি (খ) উৎপাদন
(গ) নিট অভিবাসন (ঘ) মূলধন গঠন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ দীর্ঘদিন পর জাভেদ বিদেশ থেকে এসে দেখলেন, তার বন্ধু রুবেল ডিগ্রি পাস করে ৭ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিয়ে একটি কারখানা স্থাপন করেছেন। সেখানে ১২ জন শ্রমিক নিয়োজিত আছে এবং সে এখন স্বাবলম্বী। জাভেদ তার অর্জিত মূলধন দ্বারা গাজীপুরে একটি কারাখানা স্থাপন করেন যার অধিকাংশ শ্রমিক নারী। তার অর্জিত আয়ের বেশিরভাগ আসে রপ্তানির মাধ্যমে।

ক. মাইক্রো শিল্প কী? ১
খ. 'বিদ্যুৎ শক্তির প্রসার শিল্পায়নকে প্রভাবিত করে' —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রুবেলের ফার্মটি যে শিল্পের অন্তর্গত তার তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জাভেদ সাহেবের শিল্পটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বার উন্মোচন করেছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ বাংলাদেশের শিল্পনীতির ফলে ৯০ দশক থেকে ঔষধ তৈরির কারখানার প্রসার ঘটেছে যা আমদানি হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ শিল্পনীতি সরকারের বিনিয়োগের সাথে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে।

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১
খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার সম্পদের সুষম বণ্টনে সহায়তা করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কী ধরনের ভূমিকা রাখছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ 'ক' দেশে ১৯০০ সালে জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি। ঐ বছরে জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে ১৫ লক্ষ। তখন দেশটিতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯২৫ সালে দেশটির জনসংখ্যা হয় ২০ কোটি, খাদ্য উৎপাদন হয় ২ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৫০ সালে জনসংখ্যা হয় ৪০ কোটি এবং খাদ্য উৎপাদন হয় ৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কাকে বলে? ১
খ. অধিক জনসংখ্যা মূলধন গঠনে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' দেশের স্থূল জন্মহার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. 'ক' দেশের জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা জনসংখ্যা সংক্রান্ত কোন তত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ বিগত কয়েক বছর ধরে দবিরুল ১ একর জমিতে মাছ ও সবজি চাষ করে আজ সে স্বাবলম্বী। সরকার দবিরুলের মতো উদ্যোগী যুবকদের স্বাবলম্বী করতে কর্মমুখী শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

ক. আদমশুমারি কী? ১
খ. প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দবিরুলের প্রচেষ্টাকে কোন ধরনের কার্যক্রম বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সরকারের ভূমিকা দবিরুলের কার্যক্রমে আরও বেগবান করবে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ 'X' দেশে ২০১৮ সালে চাল, আলু, লবণ, তেল এর কেজিপ্রতি দাম ছিলো যথাক্রমে— ৪০, ১৫, ১০, ১০০ টাকা। ২০২০ সালে যার দাম দাড়ায় যথাক্রমে ৪৫, ২০, ১৫, ১৫০ টাকা। দাম বাড়ায় সরকার ব্যাংক হার পরিবর্তন, নগদ রিজার্ভের অনুপাতের পরিবর্তনসহ ঋণ নিয়ন্ত্রণের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ক. অর্থের মূল্য কী? ১
খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ রহমত উল্লাহ তার খামার থেকে উৎপাদিত ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ সংরক্ষণের অভাবে বিক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত খরচ দিয়ে পাইকারি বাজারে নিয়ে গেলেও ফড়িয়া, দালালের জন্য সঠিক দাম থেকে বঞ্চিত হন। সমস্যা সমাধানে সরকার পণ্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ, ক্রয় এজেন্সি ও সমবায় বাজার গঠন করেন।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতি নির্ভর— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রহমত উল্লাহ কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রহমত উল্লাহর সমস্যা সমাধানে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ সিডরের পর জয়নালের জমিতে সমুদ্রের পানি প্রবেশ করায় জমির লবণাক্ততা বেড়ে যায়। জয়নাল তার জমিতে সেচের জন্য পর্যাপ্ত মিঠা পানি পাচ্ছে না। যার জন্য কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থায় অভিযোজন সমস্যা মেটানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, NGO, গ্রামীণ ব্যাংক, আত্মীয়-স্বজন, মহাজন, ধনী কৃষক এদের কারো না কারো কাছ থেকে জয়নালসহ গ্রামের লোকেরা ঋণ নিচ্ছেন।

ক. জৈব প্রযুক্তি কী? ১
খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা ফসল উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জয়নালের কৃষি ঋণের উৎসগুলোর শ্রেণি বিন্যাস করো। ৩
ঘ. জয়নালের মতো দেশের উপকূলের কৃষকরা অভিযোজন সমস্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ ফয়সাল সাহেব একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। তিনি দ্রব্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করেন। তিনি ব্যবসা প্রসারের জন্য সরকারের কাছে শুল্ক রেয়াত, কাঁচামাল আমদানি নীতি উদারীকরণ, আয়কর সুবিধাসহ বিদ্যুতের দাম হ্রাসের ব্যবস্থা জানান।

ক. বিশ্বায়ন কাকে বলে? ১
খ. 'প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ উন্নয়নের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ফয়সাল সাহেবের বাণিজ্য কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপগুলো ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ 'ক' দেশের সরকার প্রতিরক্ষা, সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণের কাজ করে থাকে। এ সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার আয়কর, আমদানি রপ্তানি শুল্ক, টোল, ফি VAT এর আওতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খাদ্য ঘাটতি পূরণের সহায়তা করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' দেশের সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য উদ্দীপকের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ সম্পদের উত্তম ব্যবহার, নতুন বাজার অন্বেষণ, রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ, রপ্তানি ঋণ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে 'A' দেশে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্য উৎপাদনে 'A' দেশের প্রবৃদ্ধির ধারা নিচে প্রদর্শিত হলো:

সাল পণ্য	২০১১-১২	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
শিল্পজাত পণ্য	২৩,০৩৫ মিলিয়ন ডলার	২৮,৭৯৮ মিলিয়ন ডলার	৩৫,৩৩০ মিলিয়ন ডলার

ক. বৈদেশিক বাণিজ্য কাকে বলে? ১
খ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একচেটিয়া প্রভাব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিতে উল্লিখিত প্রবৃদ্ধির ধারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶

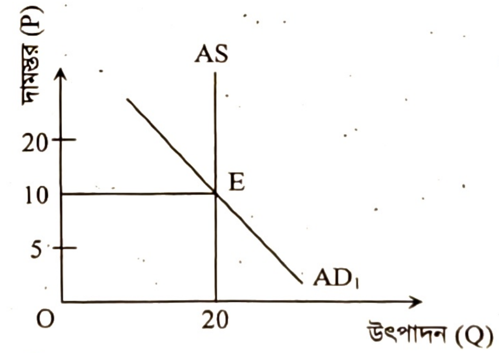

ক. সরকারি আয় কাকে বলে? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতি রোধে আয়কর সহায়তা করে— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সামগ্রিক চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয়ে যদি দামস্তর ২০ হয় তবে তা কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনীতিতে কী কী প্রভাব ফেলে? বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ক	২	ক	৩	গ	৪	ক	৫	গ	৬	ঘ	৭	খ	৮	গ	৯	খ	১০	ঘ	১১	ক	১২	খ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	গ
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – খ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট
পূর্ণমান— ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]*

১. **কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব হচ্ছে—**
(ক) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
(খ) জীবযাত্রার মান বৃদ্ধি
(গ) কৃষিজমির ওপর চাপ বৃদ্ধি
(ঘ) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

২. **"জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে।" — এটি কোন অর্থনীতিবিদ বলেছেন?**
(ক) মার্শাল
(খ) স্যামুয়েলসন
(গ) ম্যালথাস
(ঘ) ডালটন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'P' দেশের সরকার তার জনগণের উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। জনগণের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শক্তিশালী ও দক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেছে।

৩. **'P' দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে—**
(ক) আয়ের সুষম বণ্টন হবে
(খ) জেন্ডার বৈষম্য দূর হবে
(গ) সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে
(ঘ) মানবসম্পদ উন্নয়ন হবে

৪. **'P' দেশের গৃহীত কর্মসূচির ফলে—**
i. দেশের উৎপাদন বাড়বে
ii. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে
iii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. **জনাব শাহেদ পড়ালেখা শেষ করে চাকরি না খুঁজে একটি গুরুর খামার প্রতিষ্ঠা করেন। জনাব শাহেদের এই প্রচেষ্টাকে কী বলে?**
(ক) বিনিয়োগ বৃদ্ধি
(খ) দক্ষতা বৃদ্ধি
(গ) আত্মকর্মসংস্থান
(ঘ) সৃজনশীলতা

৬. **"মুদ্রাস্ফীতি এরূপ একটি পরিস্থিতি যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায়, অর্থাৎ দ্রব্যের দাম ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।"—এটি কার উক্তি?**
(ক) ক্রাউথার
(খ) জে. এম. কেইন্স
(গ) এ.সি.পিগু
(ঘ) ডালটন

৭. **নগদ রিজার্ভ অনুপাত পরিবর্তন করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে কে?**
(ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক
(খ) বিশেষায়িত ব্যাংক
(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক
(ঘ) সরকার

৮. **মুদ্রাস্ফীতি হলে কে লাভবান হয়?**
(ক) নিম্ন আয়ের লোক
(খ) সরকার
(গ) উৎপাদনকারী
(ঘ) ঋণদাতা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে 'R' দেশের সকল ভোগ্যপণ্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার কতিপয় রাজস্ব নীতি গ্রহণ করেছে।

৯. **উদ্দীপকে 'R' দেশে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে?**
(ক) চাহিদাজনিত
(খ) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
(গ) অর্থের যোগান বৃদ্ধিজনিত
(ঘ) উৎপাদন ঘাটতিজনিত

১০. **উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনটি কার্যকর করা হয়েছে?**
(ক) নগদ রিজার্ভ অনুপাত বৃদ্ধি
(খ) ব্যাংক হার বৃদ্ধি
(গ) খোলাবাজার নীতি
(ঘ) সরকারি ব্যয় হ্রাস

১১. **বিশ্বায়নের ফলে—**
i. শিশু শিল্পের সংরক্ষণ হয়
ii. উপকরণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. **বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে নিচের কোন পণ্যের অবদান সবচেয়ে বেশি?**
(ক) তৈরি পোশাক
(খ) পাটজাত দ্রব্য
(গ) চামড়া
(ঘ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

১৩. **বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নকল্পে কোন সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে?**
(ক) জাতীয় রপ্তানি কাউন্সিল
(খ) রপ্তানি উন্নয়ন কর্পোরেশন
(গ) রপ্তানি উন্নয়ন ফোরাম
(ঘ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব আখতার একজন সরকারি কর্মকর্তা। প্রতি মাসে তার বেতন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয়। তিনি যখন কেনাকাটা করতে বাজারে যান তিনি খেয়াল করেন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পণ্যমূল্যের অতিরিক্ত কেটে নেওয়া হয়েছে।

১৪. **জনাব আখতার প্রতি মাসে সরকারকে যে কর প্রদান করেন তাকে কী বলে?**
(ক) আয়কর
(খ) মুনাফা কর
(গ) সম্পদ কর
(ঘ) সরকারি কর

১৫. **জনাব আখতার পণ্যমূল্যের অতিরিক্ত যে পরিমাণ টাকা বিক্রেতাকে প্রদান করেন, সেটি—**
i. জনপ্রিয় কর পদ্ধতি
ii. করভার সরানো যায়
iii. করের ভিত্তি বিস্তৃত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. **নিচের কোনটি প্রদানের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রত্যক্ষ কোনো সুবিধা আশা করা যায় না?**
(ক) ফি (খ) ঋণ (গ) কর (ঘ) টোল

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' দেশের সরকার তার দেশের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেয় এবং দেশের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করে।

১৭. **উদ্দীপকে 'ক' দেশের সরকারের ব্যয়ের দ্বিতীয় খাতকে কী বলে?**
(ক) হস্তান্তর ব্যয়
(খ) রাজস্ব ব্যয়
(গ) কেন্দ্রীয় ব্যয়
(ঘ) উন্নয়ন ব্যয়

১৮. **উদ্দীপকে প্রথম ব্যয়টির উদ্দেশ্য হলো—**
i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ii. অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা
iii. প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. **বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কোনটি?**
(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন
(খ) উচ্চ জন্মহার
(গ) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
(ঘ) শিক্ষার প্রসার

২০. **একটি দেশে জনসংখ্যার পরিমাণকে প্রভাবিত করে—**
i. পরিবার পরিকল্পনা
ii. বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত
iii. মৃত্যুহার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. বাংলাদেশের কৃষি ঋণের উপানুষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
(ক) সোনালী ব্যাংক (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক
(গ) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (ঘ) গ্রামীণ ব্যাংক

২২. পারমাণবিক কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্ভব—
i. উদ্ভিদ ও প্রাণীর রোগ নির্ণয়
ii. শস্য বীজ সংরক্ষণের স্থায়িত্ব বাড়ানো
iii. জৈব সার প্রস্তুত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব সাইদুর একজন ধনী কৃষক। তিনি অনেক টাকা বিনিয়োগ করে বিশাল এলাকায় যান্ত্রিক উপায়ে ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি বৃহৎ খামার পরিচালনা করেন। অন্যদিকে তার বন্ধু মতি মিয়া একজন গরিব কৃষক। সে তার পরিবারের পাঁচজন সদস্য নিয়ে একখণ্ড জমিতে চাষাবাদ করেন। তারা সবাই মিলে যা উৎপাদন করেন তা দিয়ে কোনোমতে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করেন।

২৩. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব সাইদুরের খামারটির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত
ii. অধিক উৎপাদন
iii. পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪. উদ্দীপকে মতি মিয়ার খামারটি কোন ধরনের?
(ক) বাণিজ্যিক (খ) জীবননির্বাহী
(গ) ক্ষুদ্রায়তন (ঘ) বৃহদায়তন

২৫. "ত্রুটিপূর্ণ ওজন ব্যবস্থা" কৃষিতে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে?
(ক) উৎপাদনের সমস্যা (খ) কৃষি ঋণের সমস্যা
(গ) কৃষি উপকরণ বিতরণে সমস্যা (ঘ) কৃষি বিপণনের সমস্যা

২৬. জনাব আব্দুল করিম একটি শিল্প কারখানা স্থাপন করলেন। যেখানে শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী তার বিনিয়োগ সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা এবং শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ ১৬ থেকে ৫০ জন। জনাব আব্দুল করিমের শিল্প কারখানাটি কোন ধরনের?
(ক) সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প
(খ) ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্প
(গ) সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প
(ঘ) অগ্রাধিকার শিল্প

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব হাশেম একজন শিল্পপতি ও উদ্যোক্তা। তিনি দেখলেন তার দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর মোটরসাইকেল আমদানি করে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দেশে একটি মোটরসাইকেল কারখানা স্থাপন করবেন।

২৭. জনাব হাশেম যে শিল্পটি স্থাপন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন সেটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?
(ক) রপ্তানিমুখী শিল্প (খ) অগ্রাধিকার শিল্প
(গ) আমদানি বিকল্প শিল্প (ঘ) সংরক্ষিত শিল্প

২৮. উদ্দীপকের শিল্পের প্রভাবে দেশের অর্থনীতিতে—
i. আমদানি হ্রাস পায় ii. রপ্তানি বৃদ্ধি পায়
iii. আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশের জন্য কোনটি পরিত্যাগ করা উচিত?
(ক) শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি (খ) তৈরি পোশাক আমদানি
(গ) পরিপূরক শিল্পের বিকাশ (ঘ) মূলধনী দ্রব্য আমদানি

৩০. বৃহদায়তন শিল্প বিকাশের ফলে—
(ক) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকে
(খ) উন্নত উৎপাদন কৌশল ব্যবহার হয়
(গ) আয় বৈষম্য হ্রাস পায়
(ঘ) একচেটিয়া কারবার রোধ হয়

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ আবহমান কাল থেকে কৃষি বাংলাদেশের প্রধান পেশা। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য সেক্টরও দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কৃষিতে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কৃষকরা মূলধন সংগ্রহের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে পর্যাপ্ত ঋণের সুবিধা পাচ্ছে না। সরকারি কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন— কৃষি উপকরণ বিতরণ, কৃষি ঋণ বিতরণ সহায়তা, কৃষিবীজ সহায়তা সহজলভ্য করেছে।

ক. পরিবেশ দূষণ কী? ১
খ. কৃষিতে উন্নত বীজের ব্যবহার কর্মসংস্থানকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষির উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কি পর্যাপ্ত? তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

২.▶ রহিম মিয়া একজন প্রান্তিক কৃষক। তিনি কৃষি ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী একটি ব্যাংকে যান। কিন্তু ঋণ গ্রহণের প্রক্রিয়া জটিল হওয়ায় তিনি ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি গ্রাম্য মহাজনের কাছে চড়াসুদে ঋণ গ্রহণ করে উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক, পাওয়ার টিলার প্রভৃতি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন।

ক. মিশ্র খামার কী? ১
খ. 'কৃষির জন্য ঋণ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কৃষি ঋণের কোন উৎসের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রহিম মিয়ার ঋণের উৎসসমূহের সুবিধা কী একই? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ শিল্পনীতি ২০১৬ এর আলোকে:

ক-শিল্প	খ-শিল্প	গ-শিল্প
মূলধন ৫০ কোটির অধিক শ্রমিক ৩০০ জনের অধিক	মূলধন ৭৫ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি শ্রমিক ৩১-১২০ জন	মূলধন ১০ লক্ষ টাকার নিচে শ্রমিক সর্বোচ্চ ১৫ জন

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১
খ. 'আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়ক'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' শিল্প দুটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'খ' ও 'গ' শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনো ভূমিকা পালন করে কি? মতামত দাও। ৪

৪.▶

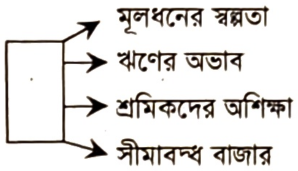

ক. বৃহৎ শিল্প কী? ১
খ. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে PPP কীভাবে ভূমিকা রাখে? ২
গ. উদ্দীপকে কোন শিল্পকে নির্দেশ করা হয়েছে? যুক্তি দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিল্পটির সমস্যা সমাধানের জন্য তুমি কী কী সুপারিশ করবে? ৪

৫.▶ অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এন. কে. স্যার একটি সেমিনারে বলেন "বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ও উন্নয়নকে ধরে রাখতে মানবসম্পদ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।" তিনি আরো বলেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে আশার কথা হলো বাংলাদেশ সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রযুক্তি ও শিক্ষার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি জোরদার, নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি ইত্যাদি। এর ফলে বাংলাদেশে চাকরি নির্ভরশীলতা কমছে ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. নিট অভিবাসন হার-এর সূত্রটি লেখো। ১
খ. কাম্য জনসংখ্যা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন কীভাবে সম্পর্কিত? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে আত্মকর্মসংস্থান কীভাবে বৃদ্ধি পায়? ৪

৬.▶ 'X' দেশের জনসংখ্যার তথ্য নিম্নরূপ:

সাল	জনসংখ্যা
১৯৫০	২
১৯৭৫	৪
২০০০	৮

ক. স্থূল জন্মহার কী? ১
খ. "জলবায়ু পরিবর্তন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী তত্ত্বের নাম উল্লেখপূর্বক চিত্রে উপস্থাপন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যে তুমি বাংলাদেশের জন্য কোনটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করো ও কেন? ৪

৭.▶ ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী ভোজ্য তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ দামস্তর বৃদ্ধির ফলে নির্দিষ্ট আয় ও নিম্ন আয়ের লোকজন তাদের ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশটি দুটি হাতিয়ার ব্যবহার করে?

ক. ভোক্তার মূল্য সূচক কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণগ্রহীতা লাভবান হয়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বিষয়টির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট অবস্থা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

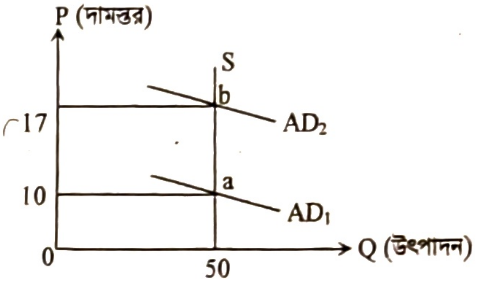

ক. ব্যাংক হার কী? ১
খ. 'মুদ্রাসংকোচন হলো মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত ধারণা'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. a বিন্দু হতে b বিন্দুতে দামস্তর স্থানান্তরিত হলে সীমিত আয়ের লোক, কৃষিজীবী, শ্রমিক শ্রেণি, ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতার ওপর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ জাহিদ তার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট শুনেছে যে, কোনো দেশের উদ্বৃত্ত দ্রব্য রপ্তানি ও ঘাটতি দ্রব্য আমদানির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়। অবশ্য এই বাণিজ্য চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ বা জোটের মধ্যে হয়ে থাকে। এতে অবশ্য লেনদেন জনিত সমস্যা, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার ও ভিন্নতার মত জটিলতাও থাকে। তবে এতে বিভিন্ন দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বাজার সম্প্রসারণ, ভোক্তার স্বার্থরক্ষা হয়ে থাকে। বিষয়টি জাহিদকে অনুপ্রাণিত করে।

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী? ১
খ. 'বাণিজ্য না হওয়ার চেয়ে কিছু বাণিজ্য ভালো'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ কীভাবে বৃদ্ধি পায়? সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১০.▶ অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, সরকারের ব্যয়ের খাত হলো রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়। সরকার সাধারণত জনগণের মৌলিক চাহিদাপূরণ, প্রতিরক্ষা ব্যয় নির্বাহ, সামাজিক নিরাপত্তা, নগরায়ণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে। তাছাড়া ব্যয়ের পাশাপাশি সরকার বাণিজ্যিক রাজস্ব, আয়কর, জরিমানা, মূল্য সংযোজন কর, টোল, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি খাত হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে।

ক. শুল্ক কী? ১
খ. 'আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব-এর খাতগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত খাতগুলো ব্যতীত সরকার আর কোন কোন খাতে ব্যয় করতে পারে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১১.▶

তালিকা-'ক'		তালিকা-'খ'
কেন্দ্রীয় ব্যাংক		বিশ্ব ব্যাংক
তফসিলি ব্যাংক	→ ? ←	বিভিন্ন দেশ
অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান		আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা
ব্যক্তিগত উৎস		বিদেশি ব্যক্তি

ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১
খ. 'শুধু কর রাজস্ব আয়ের একমাত্র উৎস নয়'। কেন? ২
গ. উদ্দীপকটি সরকারি অর্থ ব্যবস্থার কোন দিকটি নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কোন তালিকাটি বাংলাদেশের জন্য বেশি কল্যাণকর? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তর																													
	১	গ	২	গ	৩	ঘ	৪	ক	৫	গ	৬	ক	৭	গ	৮	গ	৯	খ	১০	ঘ	১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	খ

সিলেট বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – গ

সময়— ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. প্রত্যক্ষ করের উত্তম উদাহরণ কোনটি?
(ক) আয়কর (খ) সম্পদ কর
(গ) ভূমি কর (ঘ) কর্পোরেশন কর

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুফলসমূহ—
i. উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
ii. পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়
iii. মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' দেশ 'খ' দেশকে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে সাহায্য দেয়। এ সময় 'খ' দেশকে গুড়ো দুধ, ওষুধ এবং পরিবহন বিমান তৈরির উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

৩. 'ক' দেশ কর্তৃক 'খ' দেশকে দেওয়া সহায়তা কোনটির সাথে সম্পর্কিত?
(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (খ) বৈদেশিক বিনিয়োগ
(গ) বৈদেশিক সাহায্য (ঘ) বৈদেশিক অর্থায়ন

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাহায্যসমূহ—
i. পণ্য
ii. সামগ্রিক
iii. কারিগরি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. কোনটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ?
(ক) তাপমাত্রা বৃদ্ধি (খ) মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি
(গ) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (ঘ) বন্যপ্রাণী নিধন

৬. বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন কর্মসূচি কোনটিকে প্রভাবিত করে?
(ক) নগরায়ণ (খ) স্থানীয় সরকার
(গ) জনসংখ্যা (ঘ) অবকাঠামো

৭. শিল্পনীতি, ২০১৬ অনুযায়ী ক্ষুদ্র শিল্পে সর্বোচ্চ শ্রমিক সংখ্যা কত?
(ক) ৪০ (খ) ৫০
(গ) ৬০ (ঘ) ৭০

৮. কোনটির সাথে কৃষির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে?
(ক) সুতা উৎপাদন (খ) শ্রম ব্যবস্থাপনা
(গ) সমবায় গঠন (ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন

৯. কৃষির কাঠামোতে আলোচিত বিষয়সমূহ—
i. ভূমি বণ্টন
ii. জমি জনসংখ্যা অনুপাত
iii. কৃষি পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০. মালিকানার ভিত্তিতে কৃষি খামার কত প্রকার?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

১১. বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির কোন উপখাতের অবদান সর্বোচ্চ?
(ক) শস্য ও শাকসবজি (খ) প্রাণিজ সম্পদ
(গ) বনজ সম্পদ (ঘ) মৎস্য সম্পদ

১২. PPP-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Publice Public partnership
(খ) Private Public Partnership
(গ) Public Private Partnership
(ঘ) Private Private Partnership

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আহমেদ, কালাম ও আনিস তাদের জমি ও অন্যান্য উপকরণসমূহ একত্রিকরণ করে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। খামারে প্রত্যেকের এক একর জমি রয়েছে যেখানে যুগপৎ চাষাবাদ ও পশু পালন করা হয়।

১৩. উৎপাদন ধরন বিবেচনায় খামারটি কোন ধরনের?
(ক) বিশেষায়িত (খ) বহুমুখী
(গ) মিশ্র (ঘ) বাণিজ্যিক

১৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত খামার সম্পর্কে বক্তব্যসমূহ—
i. এটি একটি আদর্শ খামার
ii. এটি একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার
iii. এটি একটি যৌথ খামার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী হারে ঘটে?
(ক) স্বাভাবিক (খ) অস্বাভাবিক
(গ) গাণিতিক (ঘ) জ্যামিতিক

১৬. মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা কোনটি?
(ক) মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ (খ) মুদ্রাসংকোচন
(গ) মুদ্রা হ্রাস (ঘ) মুদ্রা সরবরাহ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জরিনা বেগম ৫ জন শ্রমিক নিয়ে তিন লক্ষ টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করে বাঁশ বেতের পণ্য উৎপাদন করেন। মুনাফা ভালো হওয়ায় ব্যাংক তাকে বিনিয়োগের জন্য দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কোন ধরনের?
(ক) ক্ষুদ্র (খ) অতিক্ষুদ্র
(গ) কুটির (ঘ) মাঝারি

১৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহ—
i. ব্যাংকের টাকা বিনিয়োগকৃত হলে এটি ক্ষুদ্র শিল্পে পরিণত হবে
ii. শ্রমিক সংখ্যা ২০ জন হলে এটি অতিক্ষুদ্র শিল্পে উন্নীত হবে
iii. শিল্পটিতে দেশজ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. নিচের কোনটি মুদ্রাস্ফীতির গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক?
(ক) মুদ্রার অবমূল্যায়ন (খ) মুদ্রার চাহিদা
(গ) মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ (ঘ) মুদ্রার যোগান

২০. ২০১৫ সালে একটি দেশের দামস্তর ২০ টাকা ছিল। ২০২০ সালে দামস্তর ৪০ টাকা হলে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?
(ক) ১০% (খ) ২০%
(গ) ৫০% (ঘ) ১০০%

২১. মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়—
i. সূচক সংখ্যা
ii. দ্রব্যমূল্য
iii. ভিত্তি বছর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. উৎপাদন উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেলে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ঘটে?
(ক) ব্যয় প্ররোচিত (খ) চাহিদা প্ররোচিত
(গ) অর্থ বৃদ্ধিজনিত (ঘ) মুনাফা বৃদ্ধিজনিত

২৩. কোনটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারক?
(ক) মুদ্রা (খ) লেনদেন
(গ) বাজারজাতকরণ (ঘ) দ্রব্যমূল্য

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' দেশের মোট জনসংখ্যা x এবং আয়তন y। দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব Z = ১,২০০ জন।

২৪. 'ক' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
(ক) $DP = \frac{y}{x}$ (খ) $DP = \frac{x}{y}$
(গ) $DP = xy$ (ঘ) $DP = \frac{xy}{z}$

২৫. 'ক' দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহ—
i. $DP = z$
ii. z = ১,২০০ জন হলে দেশটিকে অতি জনসংখ্যার দেশ বলা যায়
iii. 'ক' দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. কোনটি রপ্তানির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাওয়া যায়?
(ক) তৈরি পোশাক (খ) চা
(গ) চামড়া (ঘ) জনশক্তি

২৭. কোনটি পরোক্ষ কর?
(ক) মূল্য সংযোজন কর (খ) রেজিস্ট্রেশন ফি
(গ) আয়কর (ঘ) ভূমি রাজস্ব

২৮. সরকারি ব্যয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য কোনটি?
(ক) নগরায়ণ (খ) সম্পদ আবিষ্কার
(গ) দেশরক্ষা (ঘ) বৈষম্য বৃদ্ধি

২৯. বাংলাদেশে কোন ধরনের খামারের আধিক্য রয়েছে?
(ক) জীবননির্বাহী (খ) বহুমুখী
(গ) যৌথ (ঘ) সমবায়

৩০. কোনটি সরকারের রাজস্ব ব্যয়?
(ক) রাস্তাঘাট তৈরি (খ) সেতু নির্মাণ
(গ) সরকারি কর্মচারীর বেতন (ঘ) কৃষি সরঞ্জাম

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ রসূলপুর গ্রামে পেঁয়াজের খুব ভালো ফলন হয়। কিন্তু এ গ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থা ও বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততার কারণে কোনো ফসল সংরক্ষণাগার গড়ে উঠেনি। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির দালাল কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজ খুব কম মূল্যে কিনে নেয় এবং বেশি দামে শহরের বাজারে বিক্রয় করে।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কাকে বলে? ১
খ. 'বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষি উন্নয়নকে ব্যহত করছে' —উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রসূলপুর গ্রামের কৃষিতে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা দূরীকরণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

২.▶ জনাব জমির মিয়া বাণিজ্যিকভাবে ভুট্টা চাষ করার জন্য তার মামার নিকট থেকে কিছু টাকা এবং তাঁর গ্রামের ভুট্টা বেপারীর নিকট থেকে বাকি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর বন্ধু শরীফ হোসেন ভুট্টা চাষ করার জন্য স্থানীয় কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। চলতি বছর সরকার কৃষি ব্যাংকের ঋণের সুদ মওকুফ করার ঘোষণা করেছে।

ক. জীবন নির্বাহী খামার কী? ১
খ. কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কীভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষি ঋণের উৎসের শ্রেণিবিভাগ চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ শরীফ হোসেনের কৃষি উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মানের উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করবে? যথাযথ বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ 'X' দেশের বিভিন্ন বছরের জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ:

সাল	১৯৭০	১৯৯৫	২০২০
জনসংখ্যা	১ কোটি	২ কোটি	৪ কোটি
খাদ্য উৎপাদন	১ লাখ মে. টন	২ লাখ মে. টন	৩ লাখ মে. টন

ক. স্থূল জন্মহার কী? ১
খ. "জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন মানব সম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে" —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ছক তোমার বইয়ের কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্বানুযায়ী, জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে ব্যবধান দূর করার ক্ষেত্রে তুমি কী কী উপায় সুপারিশ করবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ 'A' দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যধিক। দেশটির জলবায়ু উষ্ণ ও আদ্র। ভূমিরূপ উর্বর ও সমতল। এদেশের জনগণের প্রধান খাদ্য ভাত। এছাড়া এখানে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। অধিক জনসংখ্যার কারণে এদেশে খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান,

জীবনযাত্রার নিম্নমান ইত্যাদি সমস্যা লেগেই আছে। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে উক্ত দেশের সরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

ক. নিট অভিবাসন কাকে বলে? ১

খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'A' দেশের জনাধিক্যের কারণগুলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অধিক জনসংখ্যার প্রভাব মোকাবেলায় 'A' দেশের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ 'C' দেশে পূর্বে টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটারসহ অন্যান্য ইলেক্টনিকস পণ্য আমদানি করা হতো। সম্প্রতি ঐ দেশে 'ABC Technology' নামে একটি ইলেক্টনিকস পণ্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। 'ABC Technology' বর্তমানে দেশের টিভি ফ্রিজ ও কম্পিউটার এর চাহিদা পূরণ করছে।

ক. সংরক্ষিত শিল্প কাকে বলে? ১

খ. "গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা রয়েছে" —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ABC Technology' কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'C' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'ABC Technology' এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৬.▶ 'Y' দেশে কয়েক দশক পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত পাট ও পাটজাত দ্রব্য প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। তবে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, গুণগতমানের অভাব, প্লাস্টিক ও সিনথেটিক জাতীয় সস্তা বিকল্প দ্রব্যের উপস্থিতির কারণে পাটজাত পণ্যের চাহিদা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তবে বর্তমান বিশ্ব সম্প্রদায় প্লাস্টিক ও সিনথেটিক পণ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। এদিকে সম্প্রতি উক্ত দেশের একজন বিজ্ঞানী পাটের জেনেটিক কোড উন্মোচন করেছেন।

ক. Public Private Partnership (PPP) বলতে কী বুঝ? ১

খ. "শিল্পোন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত" —উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাগুলো কীভাবে পাট শিল্পের ক্ষতি করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশ্ববাসীর মনোভাব পাট শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭.▶ সম্প্রতি রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হয় এবং জ্বালানি তেলসহ অধিকাংশ খাদ্য পণ্যের যোগান ঘাটতি দেখা দেয়। এর প্রভাবে 'D' দেশের খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে 'D' দেশের সরকার তার সকল ধরনের ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষকের উৎপাদনের উপর কেমন প্রভাব পড়বে? ২

গ. উদ্দীপকে 'D' দেশের যে ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী 'D' দেশের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কীভাবে ভূমিকা পালন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ উদ্দীপকটি লক্ষ করো ও উত্তর দাও:

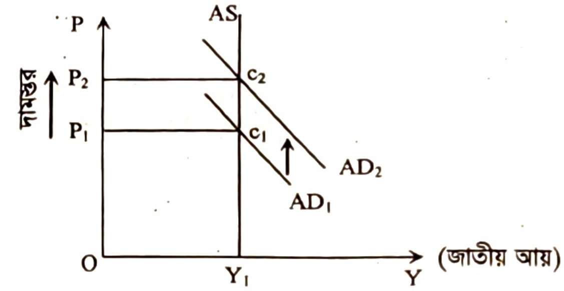

ক. ভোক্তার দাম সূচকের (CPI) সূত্রটি লেখ। ১

খ. একজন ঋণগ্রহীতার উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে তার তিনটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত ব্যবস্থা কী হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ জনাব জামিল মধুপুরের আনারস দেশের বিভিন্ন শহরে নিয়ে বিক্রয় করেন। তার ভাই রাজিব যে শিল্প কারখানায় চাকরি করেন সেখানকার উৎপাদিত পণ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে দেশের সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, দেশীয় শ্রমের ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ক. FDI-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. "তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার বিশ্বায়নে সহায়ক" —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী রাজিবের বাণিজ্যের তিনটি সুবিধা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জামিল ও রাজিবের বাণিজ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকলে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ বাংলাদেশ বিগত তিন দশক পূর্ব থেকে চামড়া, ঔষধ, চা, পাট, হিমায়িত মাছ, ফুল, ফল ও তাজা সবজি রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের সরকার রপ্তানি পণ্যের তালিকায় আরো পণ্য যুক্ত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে?

ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. 'Tax Holiday' রপ্তানিমুখী শিল্প বিকাশে সহায়ক' —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সরকারের আর কোন কোন উদ্যোগ তুমি সুপারিশ করবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ অর্থনীতির শিক্ষক জনাব হাসান শ্রেণিকক্ষে সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎস নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, "সরকার আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক, জরিমানা, ফি, অনুদান ইত্যাদি বিভিন্ন খাত থেকে আয় করে থাকেন। সরকার তার ব্যয় মেটানোর জন্য বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে ঋণও গ্রহণ করে থাকেন।"

ক. সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. ফি ও কর এক নয় কেনো? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব হাসান যে সকল কর রাজস্বের খাত উল্লেখ করেছেন তা চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎসের মধ্যে কোনটি থেকে ঋণ গ্রহণ করা দেশের জন্য উত্তম বলে মনে করো? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ক	২	খ	৩	গ	৪	খ	৫	ঘ	৬	খ	৭	খ	৮	খ	৯	ক	১০	খ	১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	গ

যশোর বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ক

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]*

১. কৃষির কোন উপখাতের অবদান জিডিপিতে সর্বোচ্চ?
(ক) শস্য ও শাকসবজি (খ) বনজ সম্পদ
(গ) প্রাণী সম্পদ (ঘ) মৎস্য সম্পদ

২. বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম জীবন রহস্য উন্মোচন করেন—
(ক) চা গাছের (খ) পাট গাছের
(গ) রাবার গাছের (ঘ) কলা গাছের

৩. কোন ফসল উৎপাদনে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না?
(ক) তুলা (খ) গম
(গ) ডাল (ঘ) মাশরুম

৪. নিচের কোনটি বাংলাদেশের প্রাধান অর্থকরী ফসল?
(ক) তৈল বীজ (খ) গম
(গ) পাট (ঘ) চা

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশের কিছু এলাকায় বর্ষাকালে ভারী বর্ষণের কারণে ধানক্ষেতে পানি জমে থাকে। কৃষকরা তখন ধান ক্ষেতে কৈ, শিং, মাগুর ও চিংড়ি চাষ করেন।

৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত খামারের ধরন কী?
(ক) বিশেষায়িত খামার (খ) যৌথ খামার
(গ) বহুমুখী খামার (ঘ) মিশ্র খামার

৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত খামারের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
(ক) উৎপাদন খরচ বাড়ে
(খ) কৃষকের আয় বাড়ে
(গ) উৎপাদনের পরিমাণ কমে
(ঘ) উৎপাদনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে—
i. বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাস পায়
ii. উৎপাদন হ্রাস পায়
iii. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. বাংলাদেশে উৎপন্ন খাদ্যশস্য হলো—
(ক) পাট (খ) তুলা
(গ) ধান (ঘ) চা

৯. শিল্পনীতি-২০১৬ অনুসারে উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প হলো—
i. পাট ও পাটজাত শিল্প
ii. পর্যটন শিল্প
iii. ঔষধ শিল্প
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাসেল একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের শিল্পটির মাধ্যমে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় অর্জিত হয়। এটি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০. উদ্দীপকের শিল্পটি হচ্ছে—
(ক) চা শিল্প (খ) তৈরি পোশাক শিল্প
(গ) পাট শিল্প (ঘ) চামড়া শিল্প

১১. উদ্দীপকের শিল্পটি কেন অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ?
i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
ii. পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আয়ের পথ দেখান
iii. আমদানি হ্রাসে ভূমিকা রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. অপসোনিন ঔষধ কোম্পানি একটি—
(ক) শিল্প (খ) ফার্ম
(গ) প্লান্ট (ঘ) ইউনিট

১৩. বাংলাদেশে কোন ধরনের শিল্পে কর্মসংস্থান বেশি?
(ক) বৃহৎ শিল্পে (খ) মাঝারি শিল্পে
(গ) হাইটেক শিল্পে (ঘ) কুটির শিল্পে

১৪. $M = \frac{A-O}{O}$ এর মান ঋণাত্মক হলে তাকে কী বলে?
(ক) কাম্য জনসংখ্যা (খ) নিম্ন জনসংখ্যা
(গ) অতিরিক্ত জনসংখ্যা (ঘ) সুষম জনসংখ্যা

১৫. জন্ম গ্রহণ ছাড়াও দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ—
(ক) অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর (খ) বহিরাগমন
(গ) বহির্গমন (ঘ) মৃত্যু

১৬. বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারি কতসালে পরিচালিত হয়?
(ক) ১৯৯১ (খ) ২০০১
(গ) ২০১১ (ঘ) ২০২১

১৭. মনে করি ২০২২ সালে বাংলাদেশে ২০ লক্ষ জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে। উক্ত বছরের মধ্যসময়ে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি হলে CBR কত?
(ক) ১২.৫ (খ) ১১.৫
(গ) ১৪.৫ (ঘ) ১৮.৫

১৮. জনসংখ্যা পরিমাপে ব্যবহৃত পদ্ধতি—
(ক) ৩টি (খ) ৪টি
(গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

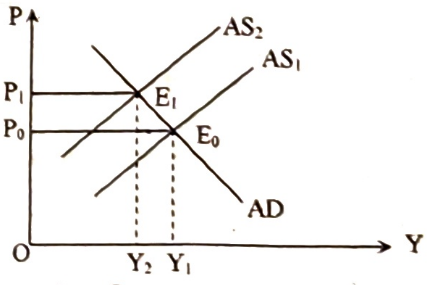

১৯. উদ্দীপকের চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করে?
(ক) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত (খ) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
(গ) যোগান বৃদ্ধিজনিত (ঘ) ঘাটতি ব্যয়জনিত

২০. উদ্দীপকে নির্দেশিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ—

i. শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি
ii. উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি
iii. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কখন দেখা দেয়?

(ক) পূর্ণ নিয়োগস্তরে (খ) পূর্ণ নিয়োগের পর
(গ) পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে (ঘ) অপূর্ণ নিয়োগস্তরে

২২. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ কোনটি?

(ক) যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহ (খ) অর্থের যোগান বৃদ্ধি
(গ) মজুরি বৃদ্ধি (ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত

২৩. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য কোনটি?

(ক) তৈরি পোশাক (খ) পাট ও পাটজাত দ্রব্য
(গ) চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য (ঘ) হিমায়িত খাদ্য

২৪. ট্যাক্স হলিডে সুবিধা পান কারা?

(ক) রপ্তানিকারক (খ) আমদানিকারক
(গ) ভোক্তা শ্রেণি (ঘ) ব্যবসায়ী শ্রেণি

২৫. বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি কারণ—

i. অর্থের যোগান বৃদ্ধি
ii. জনগণের হাতে নগদ অর্থ প্রাপ্তি
iii. উৎপাদন হ্রাস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ষাট বছরের গৃহহীন নারী করিমুন নেছাকে সরকার থাকার জন্য একটি ঘর করে দিয়েছেন। তাঁর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয় বলে তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তাও দিয়েছেন।

২৬. করিমুন নেছাকে সরকার কীভাবে সাহায্য করেছেন?

(ক) চাকুরি দিয়ে (খ) ব্যাংক ঋণ দিয়ে
(গ) বয়স্কভাতা দিয়ে (ঘ) মাতৃত্ব ভাতা দিয়ে

২৭. সরকারি কার্যক্রমে সরকারের কোন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে?

(ক) পূর্ণ নিয়োগ (খ) শান্তি শৃঙ্খলা
(গ) সামাজিক নিরাপত্তা (ঘ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

২৮. আয় কর—

i. নিশ্চিত ii. প্রগতিশীল
iii. অস্থিতিস্থাপক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. পরোক্ষ করের উদাহরণ—

i. ভ্যাট
ii. সম্পদ কর
iii. বাণিজ্য শুল্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. ধরি, ২০২০ সালে দামস্তর ১২০ এবং ২০১৮ সালে দামস্তর ছিল ১১০। তাহরে মুদ্রাস্ফীতির হা রকত?

(ক) ৯% (খ) ১০%
(গ) ১১% (ঘ) ১২%

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট.

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ নিচের উদ্দীপকে খামার 'Q' ও খামার 'R' এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

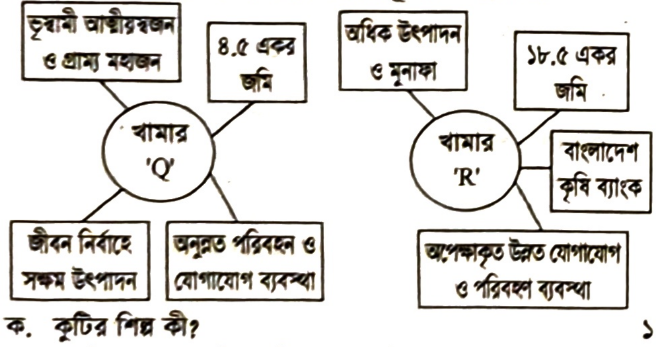
ভূস্বামী আত্মীয়স্বজন ও গ্রাম্য মহাজন
৪.৫ একর জমি
খামার 'Q'
জীবন নির্বাহে সক্ষম উৎপাদন
অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
অধিক উৎপাদন ও মুনাফা
১৮.৫ একর জমি
খামার 'R'
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
অপেক্ষাকৃত উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা

ক. কুটির শিল্প কী? ১
খ. 'বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষির জন্য ক্ষতিকর' —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. খামার 'Q' এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খামার 'Q' এবং খামার 'R' এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ বাংলাদেশের কৃষির দুটি উপখাতের GDP-এর খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার নিম্নরূপ:

খাত	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
প্রাণী সম্পদ	৩.৪৮	৩.৩৯	৩.৪৯
বনজ সম্পদ	৩.৯০	৪.৪২	৪.৪৭

ক. কৃষি পণ্যের বিপণন কী? ১
খ. কৃষি খামার ও কৃষি জোত কোন অর্থে এক নয়? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রাণী সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও। ৩
ঘ. বাংলাদেশের GDP-তে দুটি খাতের অবদানের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৩.▶ জনাব 'V' এর টি-শার্ট তৈরির কারখানায় ১,৮০০ জন শ্রমিক কাজ করে। তার কারখানার তৈরিকৃত পোশাক জাপান, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেনসহ আরো কয়েকটি দেশে সমাদৃত। মি. 'V' এর কারখানার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো ৪৪টি কারখানা দেশে বিদ্যমান।

ক. রপ্তানিমুখী শিল্প কী? ১
খ. আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির সহায়ক —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মি. 'V' এর কারখানার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকের উল্লিখিত শিল্পটির সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করো। ৪

৪.▶ নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও:

পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয়
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	কাঁচাপাট	পাটজাত পণ্য
২০১৯-২০	১৩০	৭৫২
২০২০-২১	১৩৮	১০২৩
২০২১-২২	১৪৬	৬৫৩

ক. মাঝারি শিল্প কাকে বলে? ১
খ. ফার্ম ও শিল্পের মূল্য পার্থক্য কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. আমদানি বিকল্প হিসাবে উক্ত শিল্পের ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

৫.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

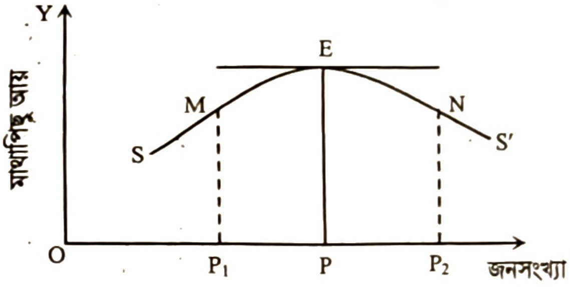

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১
খ. নারী শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক? ২
গ. উদ্দীপকে চিত্রটি কোন জনসংখ্যা তত্ত্ব নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত তত্ত্বটির সাথে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ নিচের তথ্য থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দ্রব্য	ভিত্তি বছর: ২০২০		চলতি বছর: ২০২১
	পরিমাণ (একক)	দাম (প্রতি একক)	দাম (প্রতি একক)
X_1	৪০	৬০	৭০
X_2	১৫	৩০	৪০
X_3	৩	৩৫	৫০
X_4	৭	১১০	১৪৫

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. কীভাবে অর্থের যোগান মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপক থেকে ভোক্তার দাম সূচক (CPI) নির্ণয় করো। ৩
ঘ. স্বল্প আয়ের মানুষের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

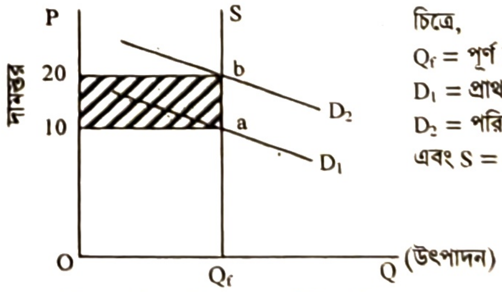

চিত্রে,
Q_f = পূর্ণ নিয়োগের উৎপাদন
D_1 = প্রাথমিক চাহিদা রেখা
D_2 = পরিবর্তিত চাহিদা রেখা
এবং S = যোগান রেখা

ক. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতি হলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন? ২
গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে— তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতির ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

৮.▶ 'A' ও 'B' দুটি দেশ। 'A' দেশ তাদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন করে এবং দেশের মধ্যেই ক্রয়-বিক্রয় করে। 'B' দেশ তার উৎপাদিত দ্রব্য নিজ দেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাজারে বিক্রয় করে এবং অন্য দেশের পণ্য নিজ দেশের জন্য ক্রয় করে। এতে 'B' দেশের পণ্যের মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১
খ. দুটি দেশের মধ্যে কেন বাণিজ্য সংঘটিত হয়? ২
গ. 'A' ও 'B' দেশের বাণিজ্যের পার্থক্য উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'B' দেশের বাণিজ্যের গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ জহির সাহেব অনেক দিন ধরে বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি লক্ষ করেন বাংলাদেশ থেকে আগে কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি হলেও বর্তমানে তৈরি পোশাক নিটওয়্যার, হিমায়িত খাদ্য ইত্যাদি অধিক রপ্তানি করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে পণ্যের মান, সঠিক সময়ে পণ্য জাহাজীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ক. বৈদেশিক সাহায্য কী? ১
খ. দেশীয় শিল্পের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যায় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ 'G' দেশে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, যুদ্ধের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, বয়স্ক ভাতা, বিদ্যুৎ ও পরিবহন, IT Sector সহ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে সরকারের ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার এসব ব্যয় মিটানোর জন্য আয়কর হার, সম্পত্তি কর হার, আমোদ-প্রমোদ কর হার, ভাড়া ও ইজারা, টোল ও লেভি এবং রেজিস্ট্রেশন ফি বৃদ্ধি করে। একই সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিদেশি সংস্থা ও রাষ্ট্র থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করেছে।

ক. সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কী? ১
খ. "পরোক্ষ কর ফাঁকি দেয়া কঠিন" —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সরকারি রাজস্ব ও সরকারি ঋণের উৎসের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১১.▶ 'F' দেশে IT তে দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অর্থসংস্থানের জন্য সরকার VAT, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক এর হার বৃদ্ধি করে।

ক. ফি কী? ১
খ. "সরকারি ব্যয় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক" —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর ও শুল্কসমূহ কোন ধরনের রাজস্ব? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনীতিতে কর ও শুল্কের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর	১	ক	২	খ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ঘ	৬	খ	৭	খ	৮	গ	৯	গ	১০	খ	১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

বিষয় কোড: | ১ | ১ | ০ |

সেট – ক

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. বাংলাদেশের কৃষি কয়টি উপখাত নিয়ে গঠিত?

ⓚ ১ ⓚ ২ ⓖ ৩ ⓖ ৪

২. কোনটি বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য?

(ক) উৎপাদন পদ্ধতি মূলধন নিবিড়
(খ) প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল
(গ) মধ্যস্বত্বভোগী অনুপস্থিত
(ঘ) নিষ্কণ্টক বিপণন ব্যবস্থা

৩. উৎপাদনের প্রকৃতি অনুসারে কৃষি খামারকে কয় শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৪. জীবনধারণোপযোগী কৃষি খামারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো—

i. পরিবারের চাহিদা মেটানো
ii. সমাজের চাহিদা মেটানো
iii. রপ্তানি চাহিদা মেটানো

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আবহমানকাল থেকে ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জন্ম ও বৃদ্ধি অনেকটা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত। মানুষ এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের চাহিদা মেটাচ্ছে।

৫. উল্লিখিত কর্মপ্রক্রিয়াকে কী নামে অভিহিত করা যায়?

(ক) শিল্প (খ) ব্যবসা
(গ) কৃষি (ঘ) আমদানি-রপ্তানি

৬. মানুষের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে—

i. ভূ-প্রকৃতি ii. জলবায়ু
iii. যন্ত্রপাতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প কোন ধরনের শিল্প নামে পরিচিত?

(ক) ক্ষুদ্র (খ) মাঝারি
(গ) অগ্রাধিকার (ঘ) হাইটেক

৮. EPZ কী?

(ক) Export Production Zone
(খ) Export Promotion Zone
(গ) Export Processing Zone
(ঘ) Expand Production Zone

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. সৈকত একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি দেখলেন দীর্ঘদিন ধরে মোবাইল ফোন এবং এর যন্ত্রাংশ আমদানি করা হচ্ছে। তাই তিনি দেশেই মোবাইল ফোন তৈরির একটা কারখানা স্থাপন করেন।

৯. মি. সৈকতের স্থাপিত কারখানা কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?

(ক) অগ্রাধিকার (খ) আমদানি
(গ) কুটির (ঘ) রপ্তানিমুখী

১০. মি. সৈকতের উদ্যোগ কার্যকর হলে—

i. বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে
ii. বেকারত্ব হ্রাস পাবে
iii. বাণিজ্য ঘাটতি বাড়বে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

(ক) ৮ (খ) ১০ (গ) ১২ (ঘ) ২০

১২. $M = \frac{A - O}{O}$ **সূত্রটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?**

(ক) দেশান্তর (খ) অভিবাসন
(গ) ম্যালথাসীয় তত্ত্ব (ঘ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

১৩. CPI এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Cost and Price Indicator
(খ) Customer Price Index
(গ) Cost Price Interest
(ঘ) Consumer's Price Index

১৪. ভিত্তি বছরের দামস্তর ২০ টাকা। চলতি বছরের দামস্তর ৩০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির হার কত?

(ক) ৩০% (খ) ৪০% (গ) ৫০% (ঘ) ৬০%

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কোনো দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ২৫ কোটি ও কাম্য জনসংখ্যা ২০ কোটি।

১৫. দেশটির জনসংখ্যায় অসামঞ্জস্যের পরিমাণ কত?

(ক) – ০.২৫ (খ) ০.৩০ (গ) ০.২৫ (ঘ) – ০.৩০

১৬. উক্ত পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত—

i. জনগণকে সচেতন করা
ii. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা
iii. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জোরদার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. নিচের কোনটি দ্বারা জন্মহার পরিমাপ করা হয়?

(ক) CBR (খ) CDR (গ) CRR (ঘ) CRB

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সাথে দ্রব্যমূল্যেরও ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়।

১৮. দ্রব্যমূল্যের এ আচরণকে অর্থনীতিতে কী বলা হয়?

(ক) মুদ্রার অবমূল্যায়ন (খ) মুদ্রাস্ফীতি
(গ) মুদ্রা সংকোচন (ঘ) বাজেট ঘাটতি

১৯. বর্ণিত সমস্যা সমাধানে সরকারের পদক্ষেপ হবে—

i. আয়কর হার বৃদ্ধি করা
ii. রিজার্ভ অনুপাত বাড়ানো
iii. ঋণপত্র বিক্রয় করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. আমদানি ব্যয় অপেক্ষা রপ্তানি আয় বেশি হলে বাণিজ্যের পরিস্থিতি কেমন?

(ক) অনুকূল (খ) প্রতিকূল (গ) ঘাটতি (ঘ) ভারসাম্য

২১. রপ্তানি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে—
i. ভর্তুকি বৃদ্ধি ii. শুল্ক বৃদ্ধি
iii. শুল্ক হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশ 'X' নামক দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। পক্ষান্তরে ঐ দেশ থেকে তেল আমদানি করে।

২২. দু দেশের মধ্যে বিদ্যমান কার্যক্রম কী নামে অভিহিত?
(ক) আমদানি বাণিজ্য (খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(গ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (ঘ) রপ্তানি বাণিজ্য

২৩. উল্লিখিত বাণিজ্যের ফলে—
i. দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হয়
ii. অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগ করা যায়
iii. দু'দেশের সম্পর্ক মজবুত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪. কোনটি রাজস্ব বহির্ভূত আয়?
(ক) জরিমানা (খ) আয়কর
(গ) সম্পদ কর (ঘ) আবগারি শুল্ক

২৫. VAT এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Value and Tax (খ) Value as Tax
(গ) Value Added Tax (ঘ) Value and Taxation

২৬. প্রত্যক্ষ কোনো সুবিধার বিনিময়ে সরকারকে প্রদত্ত অর্থকে কী বলে?
(ক) দান (খ) ফি (গ) কর (ঘ) অনুদান

২৭. যে ঋণ জাতীয় উৎপাদন বা সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে না তা কোন ধরনের ঋণ?
(ক) নিষ্ক্রিয় (খ) সক্রিয় (গ) বন্ধকী (ঘ) মৃতভার

২৮. বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তিতে কোনটি অধিকতর সহায়ক?
(ক) আত্মকর্মসংস্থান (খ) সু-স্বাস্থ্য
(গ) চাকরি খোঁজা (ঘ) মেধা

২৯. মাইক্রো শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা কত?
(ক) ১০ থেকে ১৬ বা তার চেয়ে কম
(খ) ৫১ থেকে ১২০
(গ) ১৬ থেকে ৩০ বা তার চেয়ে কম
(ঘ) ১৬ থেকে ৫০

৩০. পরোক্ষ করের ভার অন্যের উপর চাপানোর সুযোগ থাকে—
i. আংশিক ii. পুরোপুরি
iii. শূন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ কৃষি উন্নয়নে জনকল্যাণমুখী সরকার কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে বিভিন্ন কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের দাম নির্ধারণ করে দেয়। একটি বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে সমগ্র দেশের কৃষক এ তথ্য সম্পর্কে দ্রুত অবগত হতে পারে। এ ছাড়া কৃষির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও প্রযুক্তিটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে।

ক. আদর্শ খামার কী? ১
খ. মাশরুম একটি ঔষধি গুণসম্পন্ন খাবার —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের প্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষকরা কীভাবে উপকৃত হয়? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ মি. রবি গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বাড়িতে বেত দ্বারা বিভিন্ন ধরনের চেয়ার, দোলনা ও সোফাসেটসহ অনেক দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করেন। এ কাজে তার স্ত্রী, সন্তান ও ছোট ভাই তাকে সাহায্য করে। উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বাজারে বিক্রি করে যে মুনাফা অর্জন করে, তা দিয়ে তিনি ঋণ পরিশোধসহ পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করতে পারেন। তাকে দেখে গ্রামের অনেকেই এ কাজে আত্মনিয়োগ করে।

ক. PPP কী? ১
খ. আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়ক —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বেকারত্ব হ্রাস, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বণ্টনে উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৩.▶ জনসংখ্যা বিষয়ক এমন একটি তত্ত্ব রয়েছে যার অনুমিত শর্তগুলো হলো খাদ্যের যোগান সীমিত, জমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর, নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণ প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত ও শাশ্বত ও কৃষিই একমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ তত্ত্বে মূলত জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের সম্পর্ক বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১
খ. 'আত্মকর্মসংস্থানের মূল ভিত্তি আত্মপ্রত্যয়' —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে জনসংখ্যা সম্পর্কিত কোন তত্ত্বের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্বটি একটি গাণিতিক উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ একটি দেশের ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের দাম ও পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্য	২০১৪ সাল		২০১৫ সাল
	একক প্রতি দাম (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	একক প্রতি দাম (টাকা)
চাল	৪০	৬০	৫০
ডাল	৮০	১৫	১০০
আটা	৩০	৬০	৪৫
তেল	৮০	১০	১০০
লবণ	২৫	৬	৩০

দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক হার ও নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে এবং সরকারি ব্যয় হ্রাস করে।

ক. মুদ্রা সংকোচন কী? ১
খ. সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে দেশটির ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হাতিয়ারগুলো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কীভাবে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাঁচাপাট, চা, চামড়া, তৈরি পোশাক, শাক-সবজি ও হিমায়িত খাদ্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে। আবার দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাপূরণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, ভোজ্যতেল ও সারসহ বিভিন্ন মূলধনী দ্রব্য আমদানি করে। এভাবে আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে দেশটি যেমন অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগ করতে পারে, ঠিক তেমনি উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করতে পারে।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১

খ. "তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন বিশ্বায়নকে বেগবান করে" —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সংঘটিত বাণিজ্য বাংলাদেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ? তোমার মতামত দাও। ৪

৬.▶ সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার বিভিন্ন উৎস যেমন, আয়কর, সম্পদ কর, ভূমি রাজস্ব, বাণিজ্য শুল্ক, রেজিস্ট্রেশন ফি, জরিমানা, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিক্রয়, সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ইত্যাদি হতে অর্থ সংগ্রহ করে। তবে ঘাটতি অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ উৎস যেমন, দেশের অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইত্যাদি হতে ঋণ নিতে পারে। আবার বিভিন্ন বৈদেশিক উৎস যেমন বিদেশি সরকার, সংস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হতেও ঋণ নিতে পারে। তবে এসব গৃহীত ঋণের সুবিধা এবং অসুবিধা দুটিই রয়েছে।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১

খ. প্রত্যক্ষ কর সামাজিক ন্যায় বিচারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে কর-বহির্ভূত রাজস্বের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ঘাটতি অর্থসংস্থানে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎসের মধ্যে কোনটি শ্রেয়? তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণপূর্বক মন্তব্য করো। ৪

৭.▶ মি. 'X' তার পরিবারের সদস্য নিয়ে ছোট আয়তনের একটি জমিতে ধান উৎপাদন করেন। অন্যদিকে মি. 'Y' তার বড় আয়তনের জমিতে ভাড়া করা শ্রমিক দিয়ে আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহার করে অধিক দক্ষতার সাথে ধান উৎপাদন করেন। ধানের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি কৃষিপণ্যের বিপণন ইত্যাদি বিষয় মি. 'X' এর নিকট গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মি. 'Y' এর নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১

খ. "কৃষকদের দারিদ্র্য কৃষি পণ্য বিপণনের প্রধান সমস্যা" —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. 'X' এর খামারটি কোন ধরনের খামার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. 'X' ও মি. 'Y' এর খামার দুটির মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'X' দ্রব্যটির মতো আরো কয়েকটি দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। অপরদিকে দেশটির অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে 'Y' দ্রব্যটি আগে আমদানি করা হলেও বর্তমানে বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান দ্রব্যটি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন ও বিক্রয় করে। ফলে দ্রব্যটির আমদানি চাহিদা অনেকাংশেই কমে গেছে।

ক. শিল্প কী? ১

খ. কৃষি উন্নয়নে শিল্প কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'X' দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'Y' দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ, বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস ও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কীভাবে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ আয়তনের তুলনায় 'A' দেশটির জনসংখ্যা অনেক বেশি। দেশটির জনসংখ্যা ১২ কোটির উপরে, জন্ম হার ২২.৩ এবং মৃত্যু হার ৪.২। দেশটির জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধির কারণ হিসেবে জলবায়ু ও জনগণের খাদ্যাভ্যাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. ভূ-প্রকৃতি কীভাবে জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উচ্চ প্রজনন হারই 'A' দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। —উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

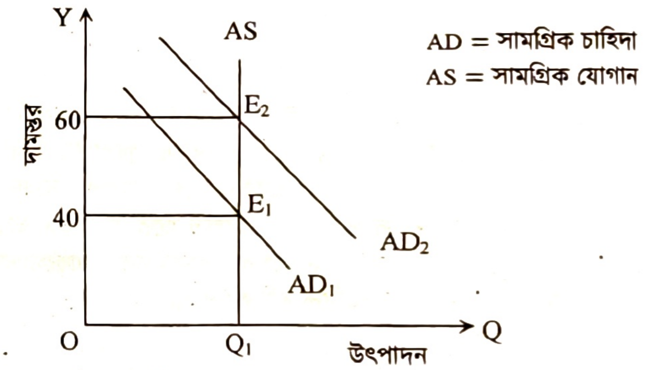

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. অর্থের যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. চিত্রে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 হতে AD_2 তে স্থানান্তরের সম্ভাব্য কারণসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ অর্থনীতি বিভাগের শামছুল আলম স্যার শ্রেণিকক্ষে সরকারি আয়ের দুটি উৎস নিয়ে কথা বলছিলেন। উৎস দুটির মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক এবং এর আইনগত বৈধতা রয়েছে। কিন্তু অন্য উৎসটি বাধ্যতামূলক নয় এবং এর আইনগত বৈধতাও নেই।

ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১

খ. "ব্যক্তির কাছ থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারে" —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সরকারি আয়ের উৎস দুটি চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের আয়ের উৎস দুটির তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ঘ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	খ	১০	ক	১১	গ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	ঘ

বি.দ্র. ২০২৪ সালে অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র বিষয়ের এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

ঢাকা বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – খ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

*[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]*

১. 'স্টেপল ফাইবার' কোথায় প্রয়োজন?
(ক) পোশাক শিল্পে (খ) চামড়া শিল্পে
(গ) পাট শিল্পে (ঘ) প্লাস্টিক শিল্পে

২. বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক প্রভাব পরিমাপ করা হয়—
i. পণ্যদ্রব্য ও সেবার প্রবাহ দ্বারা
ii. শ্রম ও জনশক্তির প্রবাহ দ্বারা
iii. সম্পদের আধিক্য দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' দেশে ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৫,৫৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা পূর্বের বছরের চেয়ে ৫,০০০ মিলিয়ন ডলার কম।

৩. 'ক' দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি কেমন?
(ক) প্রতিকূল (খ) স্থিতিশীল (গ) অনুকূল (ঘ) লাভজনক

৪. এ অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়োজন—
i. আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠা
ii. রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি iii. মুদ্রার অবমূল্যায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. কোনটি পরোক্ষ কর?
(ক) সম্পত্তি কর (খ) আয়কর
(গ) সঞ্চয় কর (ঘ) মূল্য সংযোজন কর

৬. নিচের কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য?
(ক) কাঁচাপাট (খ) চা
(গ) হিমায়িত খাদ্য (ঘ) চামড়া

৭. EPZ-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Export Promotion Zone (খ) Export Processing Zone
(গ) Export Production Zone (ঘ) Export Protect Zone

৮. সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি?
(ক) JAICA (খ) UNDP
(গ) IBRD (ঘ) Treasury Bond

৯. কৃষির সবচেয়ে বড় উপখাত কোনটি?
(ক) শস্য ও শাকসবজি (খ) প্রাণিসম্পদ
(গ) বনজসম্পদ (ঘ) মৎস্যসম্পদ

১০. কৃষিঋণের উপানুষ্ঠানিক উৎস হচ্ছে—
(ক) ধনী কৃষক (খ) কৃষি ব্যাংক
(গ) গ্রাম্য মহাজন (ঘ) গ্রামীণ ব্যাংক

১১. বাংলাদেশের কোন জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচাইতে বেশি?
(ক) সিলেট (খ) চট্টগ্রাম (গ) ঢাকা (ঘ) রাজশাহী

উদ্দীপকের আলোকে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তিন বন্ধু রনি, জনি ও সনি তাদের জমি ও অন্যান্য উপকরণ একত্রিত করে ১০ একর আয়তনের একটি খামার প্রতিষ্ঠা করে। তারা যুগপৎভাবে চাষাবাদ ও পশুপালন করে।

১২. উদ্দীপকে উল্লিখিত খামারটি কোন ধরনের?
(ক) মিশ্র (খ) বহুমুখী
(গ) বাণিজ্যিক (ঘ) বিশেষায়িত

১৩. উক্ত খামার হচ্ছে—
i. একটি বৃহদায়তন খামার
ii. একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার
iii. একটি যৌথ খামার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪. নিচের কোনটিকে সাদা সোনা বলা হয়?
(ক) ইলিশ (খ) রুই (গ) পাবদা (ঘ) চিংড়ি

১৫. চা গবেষণা কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) পঞ্চগড় (খ) হবিগঞ্জ
(গ) মৌলভীবাজার (ঘ) সিলেট

চিত্রটি দেখো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

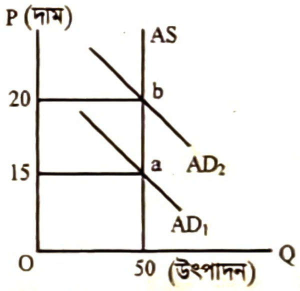

১৬. উদ্দীপকে a থেকে b বিন্দুতে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে?
(ক) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
(খ) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
(গ) উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি (ঘ) মৃদু মুদ্রাস্ফীতি

১৭. সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে স্থানান্তরিত হয়ে AD_2 হলে—
i. শ্রমিক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
ii. করদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় iii. ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. 'দ্রব্যের মূল্যের ক্রম ঊর্ধ্বগতি বা মুদ্রার মূল্যের '?' কে মুদ্রাস্ফীতি বলে '?' চিহ্নিত স্থানে হবে—
(ক) ক্রম নিম্নগতি (খ) ক্রম ঊর্ধ্বগতি
(গ) স্থির অবস্থা (ঘ) ঊর্ধ্বগতি

১৯. সরকারের আয়ের প্রধান খাত কোনটি?
(ক) বাণিজ্য শুল্ক (খ) কর রাজস্ব
(গ) বৈদেশিক ঋণ (ঘ) ফি ও জরিমানা

২০. ভোক্তার দাম সূচক নির্ণয়ে কোন বিষয়টি বিবেচনা করা হয়?
(ক) উপকরণ দাম (খ) ভোক্তার আয়
(গ) পাইকারি দাম (ঘ) খুচরা দাম

উদ্দীপকের আলোকে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দরিদ্র কৃষক গণি মিয়া অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত গুদামঘর এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণের ফলে তার উৎপাদিত আলুর ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন।

২১. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির ধরন কী?
(ক) কৃষি বিপণন (খ) কৃষি গুদামজাতকরণ
(গ) কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণ (ঘ) শস্য বহুমুখীকরণ

২২. গণি মিয়ার সমস্যা সমাধান হলে—
i. দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীরা লাভবান হবে
ii. ভোক্তা যুক্তিসঙ্গত দামে আলু কিনতে পারবে
iii. গণি মিয়া ন্যায্য দাম পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৩. মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক হচ্ছে—
i. আয়ুষ্কাল ii. শিক্ষার্জন
iii. জীবনযাত্রার মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৪. জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব শিল্প কোনটি?
ⓚ অগ্রাধিকার শিল্প ⓚ সংরক্ষিত শিল্প
ⓖ হাইটেক শিল্প ⓖ আমদানি বিকল্প শিল্প

২৫. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বৃহৎ বাজার কোনটি?
ⓚ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ⓚ যুক্তরাষ্ট্র
ⓖ জাপান ⓖ যুক্তরাজ্য

২৬. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন—
i. ধৈর্য ii. মূলধন
iii. দক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

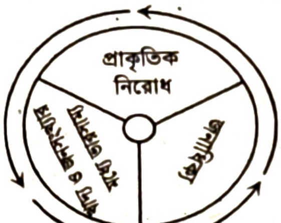

২৭. '?' চিহ্নিত স্থানে হবে—
ⓚ ম্যালথাসীয় চক্র ⓚ জনসংখ্যা চক্র
ⓖ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ⓖ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

২৮. 'প্রাকৃতিক নিরোধ' বলতে উদ্দীপকে কী বোঝানো হয়েছে?
i. জন্মনিয়ন্ত্রণ ii. মহামারি
iii. দুর্ভিক্ষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯. 'ক' দেশে ২০২৩ সালে ভোক্তার ব্যয় সূচক ২,২৫০ টাকা, ২০২৪ সালে ভোক্তার ব্যয় সূচক ২,৭১০ টাকা হলে মুদ্রাস্ফীতি কত?
ⓚ ১২০.৪৪% ⓚ ২৫%
ⓖ ২০.৪৪% ⓖ ১০০%

৩০. বাংলাদেশে কত বছর পর পর আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়?
ⓚ ৫ বছর ⓚ ১০ বছর ⓖ ১৫ বছর ⓖ ২০ বছর

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.► মি. X এমন একজন কৃষক যিনি শিক্ষিত এবং যার খামারের আয়তন বৃহৎ। অপরদিকে মি. Y এমন একজন কৃষক যিনি অশিক্ষিত এবং যার খামারের আয়তন ক্ষুদ্র। মি. X এবং মি. Y উভয়ে কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করে সুনাম অর্জন করেছেন। মি. X বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সমবায় ঋণদান সমিতি ইত্যাদি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। অপরদিকে মি. Y বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বল্প সময়ে এবং সহজে বন্ধু-বান্ধব, দোকানদার, গ্রাম্য মহাজন থেকে ঋণ গ্রহণ করেন।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. জীবননির্বাহী খামার এবং বাণিজ্যিক খামার কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. X-এর ঋণের উৎস কোন ধরনের তা চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. X এবং মি. Y-এর ঋণের উৎসের তুলনামূলক সুবিধা এবং অসুবিধা উদ্দীপক অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৪

২.► GDP-তে সার্বিক খাতসমূহের অবদান:

অর্থবছর / খাত	১৯৮০-৮১	২০২২-২৩
কৃষি	৩৩.০৭	১১.৩০
শিল্প	১৭.৩১	৩৭.৬৫
সেবা	৪৯.৬২	৫১.০৫

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১
খ. 'কৃষি এবং পরিবেশ পরস্পর পরিপূরক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা উদ্দীপক অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.► মি. 'A' একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী। তার তৈরি পোশাকের সুনাম বিশ্বব্যাপী। তার কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ১,২০০ জন এবং তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি টাকার অধিক। তিনি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। অপরদিকে মি. 'B' তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন করেন। তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম। এই উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন।

ক. সৃজনশীল শিল্প কী? ১
খ. ফার্ম এবং শিল্প কি পরস্পর ভিন্ন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. B-এর শিল্প কোন ধরনের তা চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দেশের জন্য মি. B-এর শিল্পের তুলনায় মি. A-এর শিল্পের গুরুত্ব বেশি"— উদ্দীপক অনুসারে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.► বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের রপ্তানি পণ্যের তুলনায় আমদানি পণ্য বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি হয়। আমদানি করতে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেশি কিছু দ্রব্য আমদানি না করে নিজ দেশে উৎপাদন করা গেলে বাণিজ্য ঘাটতি দূর, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব। যেমন: বিভিন্ন ফলের রস, জেলি ও চামড়াজাত বা প্লাস্টিকসামগ্রী দেশে উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করেও রপ্তানি করতে পারি। এ ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ক. অগ্রাধিকার শিল্প কী? ১
খ. 'রপ্তানিমুখী শিল্প কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ধারণাটি কোন ধরনের শিল্পকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ধারণাটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা দায় নয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। ফলে সে সমস্ত দেশ উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এদেশের আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে বদ্ধপরিকর। সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে সচেষ্ট। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণে সজাগ দৃষ্টি দিয়েছে। শিক্ষিত অল্প-শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রদান ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। সরকারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা মানবসম্পদে পরিণত হবে।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. বহিরাগমন জনসংখ্যার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি নারী উন্নয়নের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶

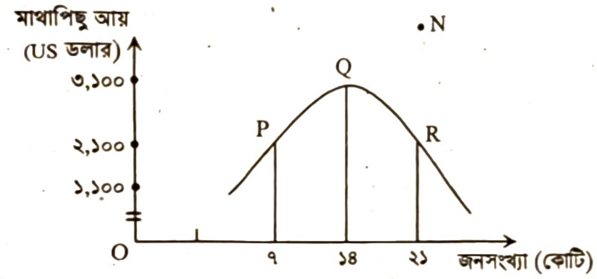

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১

খ. 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আত্মকর্মসংস্থানের দুটি প্রধান উপাদান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে P, Q এবং R বিন্দুর অসামঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে N বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা হতে পারে কি না? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ একটি দেশের ভোগ্যপণ্যের দাম ও পরিমাণ নিম্নরূপ:

দ্রব্যসমূহ	২০১৭		২০১৯
	দাম (টাকা)	পরিমাণ (একক)	দাম (টাকা)
A	৩২	৩	৩৮
B	২৬	২	৩০
C	৬৪	১	৭০
D	৩০	৬	৩২
E	১৭	২	২০

দেশটির সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কর হার এবং ব্যাংক হার বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. উল্লম্ফ মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. একটি দেশের জন্য মুদ্রাস্ফীতি কি সবসময় খারাপ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ব্যাংক হারকে কেন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার বলা হয়? উদ্দীপক অনুসারে উত্তর দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শন করেন যা নিম্নরূপ:

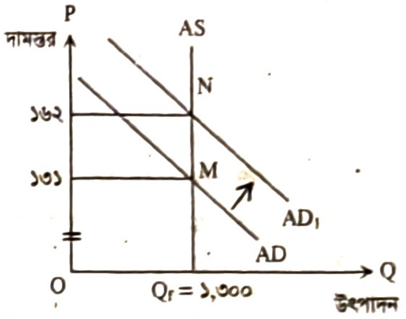

এছাড়াও তিনি বলেন যে সরকারি ব্যয় এবং ভোগবৃদ্ধির ফলে AD রেখা ডানে স্থানান্তর হয়।

ক. মুদ্রাসংকোচন কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি হলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানের জন্য সরকার রাজস্বনীতিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ দৃশ্যকল্প-১: মি. 'M' গলদা চিংড়ি ইউরোপসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে। আবার চীন থেকে লৌহজাত দ্রব্য আমদানি করে। ফলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশ উপকৃত হয়।

দৃশ্যকল্প-২: মি. 'N' নওগাঁ হতে চট্টগ্রাম ও সিলেটে চাল বিক্রি করে। ফলে বাংলাদেশে চালের দাম প্রায় একই থাকে।

ক. FDI-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. 'একাধিক দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প দুইটির বাণিজ্যের ধরন যুক্তি সহকারে উল্লেখ করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ অনুযায়ী একটি দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ মি. 'X' একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বেতন হিসাবে তিনি বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। এছাড়াও তিনি অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন। সরকার প্রতি বছর তার আয়ের ওপর ১৫% কর ধার্য করেন। এছাড়া তিনি যেসব দৈনন্দিন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করেন তার ওপরও কর প্রদান করেন।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় ও সামাজিক নিরাপত্তা কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. 'X' এর প্রদেয় কর কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কর দুটির মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১১.▶ একটি দেশের সরকার ব্যয়ভার মেটানোর জন্য আয়কর, VAT, ভূমি রাজস্ব, যানবাহন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, রপ্তানি শুল্ক, প্রশাসনিক ফি, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদি থেকে আয় করে। এছাড়াও ব্যয় সংকুলান না হলে দেশটি সহজে এবং স্বল্প সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কোনো কোনো সময় দেশটি বিশ্বব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে।

ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১

খ. কর এবং ফি কি একই ধারণা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. ঋণ গ্রহণের উৎস দুটির তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা উদ্দীপক অনুসারে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ক	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	ঘ	৬	গ	৭	খ	৮	ঘ	৯	ক	১০	ঘ	১১	গ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ	২১	ক	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	গ	৩০	খ

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – গ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা নিচের কোনটি?
(ক) দেশীয় কাঁচামালের অভাব (খ) দক্ষ সংগঠকের অভাব
(গ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা (ঘ) চোরাচালান

২. পাট কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?
(ক) মাঝারি (খ) ক্ষুদ্র
(গ) কুটির (ঘ) বৃহৎ

৩. 'Essay on the Principle of Population' গ্রন্থটির লেখক কে?
(ক) Plato (খ) Aristotle
(গ) Thomas Robert Malthus (ঘ) Dalton

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক জনসংখ্যা বিষয়ক একটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। যে তত্ত্বে জনসংখ্যা ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার মূল আলোচনার বিষয়।

৪. উল্লিখিত তত্ত্ব নিচের কোন অর্থনীতিবিদ প্রদান করেন?
(ক) P.A. Samuelson (খ) L. Robbins
(গ) Dalton (ঘ) A. Lewis

৫. যে কারণে তত্ত্বটি সমালোচিত—
i. ব্যবহারিক গুরুত্ব কম ii. কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় কঠিন
iii. জনসংখ্যার জ্যামিতিক বৃদ্ধি সঠিক নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. ২০২২ সালে 'ক' দেশের জন্মহার ছিল ৫০, মৃত্যুহার ৩০, অভিবাসন হার ১০ এবং বহির্গমন হার ৫। এক্ষেত্রে 'ক' দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কত?
(ক) ০.৫ (খ) ১.৫ (গ) ২.৫ (ঘ) ৩.৫

৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে—
i. শ্রমের যোগান বাড়ে ii. বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়
iii. খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের জন্য প্রধানত কয়টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়?
(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৬ (ঘ) ৮

৯. মুদ্রাসংকোচন-এর ফলে AD রেখা কোনদিকে স্থানান্তরিত হয়?
(ক) উপরে (খ) বামে
(গ) নিচে (ঘ) ডানে

১০. মুদ্রাস্ফীতির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়ে?
(ক) ঘাটতি বাড়ে (খ) ঘাটতি কমে
(গ) রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে (ঘ) রপ্তানির পরিমাণ কমে

১১. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন—
i. উৎপাদন বৃদ্ধি ii. খাদ্য ঘাটতি হ্রাস
iii. সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. কোন ধরনের অর্থনীতির দেশে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে?
(ক) উন্নয়নশীল (খ) উন্নত
(গ) অনুন্নত (ঘ) অতি উন্নত

১৩. বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানি পণ্য নিচের কোনটি?
(ক) চামড়া (খ) তৈরি পোশাক
(গ) চিংড়ি (ঘ) চা

১৪. বাংলাদেশের রপ্তানিতে অপ্রচলিত পণ্যের চাহিদা কোন ধরনের?
(ক) অস্থিতিস্থাপক (খ) স্থিতিস্থাপক
(গ) শূন্য (ঘ) ঋণাত্মক

১৫. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৯৮৫ (খ) ১৯৮৬ (গ) ১৯৮৭ (ঘ) ১৯৮৮

১৬. বিশ্বায়নের পূর্বশর্ত নিচের কোনটি?
(ক) রাজনৈতিক স্বচ্ছতা (খ) তথ্য প্রযুক্তি
(গ) জ্ঞান (ঘ) বাণিজ্য

১৭. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের ফলে—
i. রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ হয়েছে
iii. বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পেয়েছে
ii. বিলাসজাত দ্রব্যের আমদানি বেড়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. কোন ধারার অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন যে, রাষ্ট্র যত কম আয় করে এবং যত কম ব্যয় করে ততই মঙ্গল?
(ক) নিউক্লাসিক্যাল (খ) কেইনসিয়ান
(গ) মার্কসিস্ট (ঘ) ক্লাসিক্যাল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'B' একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। উক্ত দেশের সরকার কর এবং কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে। উল্লিখিত খাত থেকে অর্থ সংকুলান না হলে আরও অন্যান্য উৎস থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়।

১৯. 'B' দেশের সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যের সিংহভাগ অর্থ নিচের কোন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়?
(ক) আমদানি শুল্ক (খ) আবগারি শুল্ক
(গ) রপ্তানি শুল্ক (ঘ) প্রত্যক্ষ কর

২০. উক্ত দেশের সরকারের আয়ের অন্য উৎস সমূহ—
i. সম্পত্তি কর ii. নোট ছাপানো
iii. সরকারি ঋণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. 'প্রাইজবন্ড', ট্রেজারি বিল প্রভৃতি সরকারি ঋণের অর্থায়নের কোন উৎস হিসেবে ব্যবহার হয়?
(ক) বিশেষায়িত ব্যাংকে ঋণ প্রদান
(খ) জনগণের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ
(গ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ
(ঘ) জনগণকে ঋণ প্রদান

২২. কর হলো—

i. বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় ii. জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয়
iii. প্রত্যক্ষ সুবিধা দাবি করা যায় না

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক নিচের কোন ধরনের?

(ক) প্রান্তিক (খ) বৃহৎ
(গ) অতিবৃহৎ (ঘ) মাঝারি

২৪. কত একর জমি বাংলাদেশে আদর্শ কৃষি খামার হিসেবে বিবেচিত হয়?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২৫. বাণিজ্যিক খামার পরিচালিত হয়—

i. বৃহদায়তন ভিত্তিক ii. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে
iii. পারিবারিক ভরণপোষণের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কৃষক গনি মিয়া একটি কৃষিপ্রযুক্তি 'B' সম্পর্কে অবগত হলেন, যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ।

২৬. উদ্দীপকে 'B' দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোন প্রযুক্তি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

(ক) বায়োটেকনোলজি (খ) আইসিটি
(গ) পারমাণবিক শক্তি (ঘ) প্রাকৃতিক সার

২৭. উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে—

i. যোগাযোগ দ্রুত হচ্ছে
ii. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সহজ হয়
iii. উন্নতমানের বীজ উদ্ভাবন হচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮. অস্ত্রশস্ত্র, পারমাণবিক শক্তি, সিকিউরিটি প্রিন্টিং নিচের কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?

(ক) অতিক্ষুদ্র (খ) অগ্রাধিকার
(গ) হাইটেক (ঘ) সংরক্ষিত

২৯. বাংলাদেশ রপ্তানি তাড়িত কৌশল গ্রহণের কারণ—

i. বাণিজ্য উদারীকরণ
ii. সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব
iii. মুক্তবাজার অর্থনীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. PPP-এর পূর্ণরূপ নিচের কোনটি?

(ক) Public-Priority Partnership
(খ) Private-Public Pattern
(গ) People-Private Partnership
(ঘ) Public-Private Partnership

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ জনাব শামীম ও সালামের কৃষি খামারের আয়তন যথাক্রমে ১ একর ও ৯ একর। মূলধন স্বল্পতার কারণে শামীম বীজ, সার, সেচব্যবস্থা, কীটনাশক ক্রয় বাবদ গ্রাম্য মহাজন, ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের নিকট হতে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করলেও সালাম কৃষি ব্যাংক হতে স্বল্প সুদ ও তুলনামূলক নমনীয় কিস্তিতে ঋণ নিয়ে লাভজনক উপায়ে খামার পরিচালনা করছেন।

ক. কৃষিজোত কী? ১
খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বলে মনে করো? ২
গ. উদ্দীপক হতে জনাব শামীম ও সালামের কৃষি খামারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত কৃষি ঋণসমূহের মধ্যে কার গৃহীত ঋণকে কৃষকবান্ধব বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

২.▶ 'X' দেশের কৃষকরা দরিদ্র। তাদের অপ্রতুল বাজার সুবিধা, সংরক্ষণাগারের অভাব, দুর্বল বাজারকাঠামো, অপর্যাপ্ত বাজার তথ্য এবং সরকারি নীতির অভাব প্রকট রয়েছে। 'Y' দেশের সরকার কৃষকদের সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে কৃষিবিমার প্রচলন, উপকরণ সহায়তা ও ভর্তুকি প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং ই-কৃষি চালু করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

ক. জৈবপ্রযুক্তি কী? ১
খ. 'মাশরুম একটি ঔষধি গুণসম্পন্ন খাবার'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'X' দেশের উল্লিখিত তিনটি সমস্যা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'Y' দেশের কৃষি বিপণনে রাষ্ট্রের উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কোনো মিল আছে কি না? মতামত দাও। ৪

৩.▶ করিম সাহেব ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে ২,০০০ জন শ্রমিক নিয়ে রপ্তানিমুখী X শিল্প স্থাপন করেন। পক্ষান্তরে মর্জিনা বেগম ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৯ জন পারিবারিক সদস্য নিয়ে 'Y' শিল্প স্থাপন করেন।

ক. PPP কী? ১
খ. শিল্প উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নে কীভাবে সহায়তা করে? ২
গ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করিম সাহেবের শিল্পের ধরন চিহ্নিত করে তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' ও 'Y' শিল্পের শ্রেণি উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনটির গুরুত্ব সর্বাধিক বলে মনে করো? মতামত দাও। ৪

৪.▶ পূর্বে 'B' দেশটি M ও N পণ্যগুলো বিদেশ হতে আমদানি করলেও বর্তমানে উক্ত পণ্যসমূহ 'B' দেশটির অভ্যন্তরেই উৎপাদন হচ্ছে এবং কম দামে ভোক্তারা ক্রয় করছে। একই সাথে 'C' দেশটি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ও অর্থায়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত ও কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে লিপ্ত রয়েছে।

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১
খ. স্বনির্ভরতা অর্জনে বৃহৎশিল্প কীভাবে সহায়তা করতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকের 'B' দেশটির শিল্পের ধরন অনুযায়ী তিনটি গুরুত্ব উল্লেখ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'C' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি নীতির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ 'Z' দেশে ২০২৩ সালে ২৮ লক্ষ জীবিত শিশু জন্ম লাভ করে, ৯ লক্ষ ৭০ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি। 'Z' দেশের জনগণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কঠোর পরিশ্রমী, আত্মনিবেদিত ও ধৈর্যশীল।

ক. প্রাকৃতিক নিরোধ বলতে কী বোঝ? ১

খ. 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারী শিক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যসমূহ হতে 'Z' দেশটির ২০২৩ সালের জন্মহার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. 'Z' দেশের জনগণকে স্বকর্মসংস্থানে যুক্ত হতে উদ্দীপকে বর্ণিত গুণাবলিই কি পর্যাপ্ত বলে মনে করো? মতামত ব্যক্ত করো। ৪

৬.▶ 'X' দেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরে মাথাপিছু আয়ের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো। এ তালিকায় জনসংখ্যার তৃতীয় পর্যায়ে উক্ত দেশে জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির সুযোগ হ্রাস পায়।

জনসংখ্যা	২ কোটি	৪ কোটি	৬ কোটি
মাথাপিছু আয়	১,২০০ ডলার	১,৮০০ ডলার	১,০০০ ডলার

ক. জ্যামিতিক হার কী? ১

খ. প্রশিক্ষণ কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে? ২

গ. উদ্দীপকে জনসংখ্যার বর্ণিত তত্ত্বটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তালিকায় জনসংখ্যার প্রথম ও তৃতীয় পর্যায়ের জনসংখ্যাকে কাম্য পর্যায়ে উন্নীত করতে তোমার সুপারিশকৃত কর্মসূচিসমূহ কী কী হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ আরিফের দেশে বিগত কয়েকমাস যাবৎ পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে সেখানে ব্যাংক হার বৃদ্ধি ঋণের রেশনিং প্রগতিশীল হারে আয়কর আরোপ এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাসের ফলে দেশটি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সাফল্য লাভ করেছে। বিগত দু'বছরে দেশটির বাজার পরিস্থিতি নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্যের নাম	পরিমাণ (কেজি)	২০২৩ সাল দাম (টাকা)	২০২৪ সাল দাম (টাকা)
লবণ	৩	৩০	৪০
চাল	৪	৫০	৬০
আটা	৮	৪০	৫০

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উপরে উল্লিখিত সূচি হতে আরিফের দেশের ২০২৪ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপায় ব্যতীত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

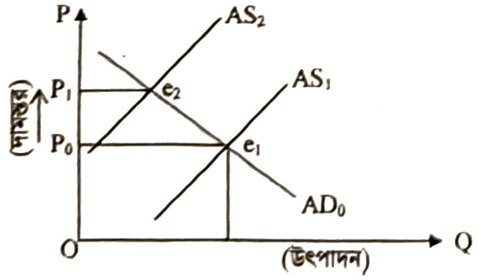

চিত্রে দামস্তর OP_1 হতে OP_0-এ হ্রাস করার জন্য অর্থের যোগান হ্রাস ও মজুরি নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

ক. CPI-কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার মানের উপর কী প্রভাব ফেলবে?— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উল্লিখিত চিত্রটি কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ বাংলাদেশ কাঁচাপাট, ফার্নেস অয়েল, হিমায়িত খাদ্য, জুতা, ন্যাপথা, টেরিটাওয়েল, তৈরি ও হোসিয়ারি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (জুতা ব্যতীত) এবং হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করছে। রপ্তানির পরিমাণ আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার শুল্ক রেয়াত, আমদানি নীতি উদারীকরণ, ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান, ক্রেডিট কার্ড প্রবর্তনসহ অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কী? ১

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য কেনো প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপক হতে বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে উদ্দীপকে প্রদর্শিত সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো কি পর্যাপ্ত? ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ বাংলাদেশ সরকার সাধারণত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, আইন ও বিচার বিভাগ, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। উক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফি, জরিমানা আদায়, জামানত বাজেয়াপ্ত, রেলওয়ে ও বিমান থেকে ভাড়া, ডাক ও তার বিভাগ হতে মাশুল, প্রাকৃতিক ও খনিজ পদার্থ বিক্রি করে আয় করে। এছাড়া আয়কর, সম্পদ কর, মুনাফা কর, বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, মূল্য সংযোজন কর, ইত্যাদি খাত হতে প্রচুর অর্থ রাজস্ব হিসেবে আহরণ করে থাকে।

ক. সরকারি ঋণ কী? ১

খ. সরকারি অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপক হতে কর রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্বের একটি তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাতসমূহ ছাড়াও সরকার আর কোন কোন খাতে ব্যয় করে থাকে বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১১.▶ বাংলাদেশ সরকার সাধারণত অবকাঠোমো নির্মাণ ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ব্যক্তি, বিমা কোম্পানি, বন্ধুদেশ, সঞ্চয় ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, JAICA, IMF, IFC এবং বিদেশি সরকার হতেও ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

ক. পরোক্ষ কর কাকে বলে? ১

খ. 'কর ও ফি এক নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎসসমূহ চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি ঋণের উৎসসমূহ কি পর্যাপ্ত বলে মনে করো? মতামত দাও। ৪

উত্তর	১	ক	২	ঘ	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	ঘ	৮	ক	৯	গ	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	খ	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	ঘ

রাজশাহী বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ঘ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. নিচের কোনটি সংরক্ষিত শিল্প?

(ক) সামরিক সরঞ্জাম (খ) কয়লা
(গ) এসিড (ঘ) ঔষধ

২. বৃহদায়তন শিল্পের পণ্যসমূহ হলো—

i. চিনি এবং পাট
ii. বস্ত্র এবং কাগজ
iii. বাঁশ এবং সার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিল্প	বৈশিষ্ট্য
শিল্প: M	i. নিজস্ব গৃহে পরিচালিত এবং পরিবারভিত্তিক
	ii. শ্রমিক সংখ্যা ১৫ জনের বেশি নয়
শিল্প: N	i. বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে গড়ে ওঠে
	ii. বেতনভুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ২৬ থেকে ১০০ জন

৩. শিল্প M কোন ধরনের শিল্প?

(ক) সৃজনশীল (খ) কুটির (গ) ক্ষুদ্র (ঘ) হাইটেক

৪. শিল্প N বিকাশিত হলে—

i. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে
ii. কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ বাড়বে
iii. অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণনির্ভরতা বাড়বে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. নিচের কোনটি গাণিতিক হার?

(ক) ১, ৩, ৫, ৭ (খ) ১, ২, ৪, ৮
(গ) ১, ২, ৩, ৪ (ঘ) ১, ৩, ৪, ৬

৬. $M = \frac{A - O}{O}$ সমীকরণে M এর মান ঋণাত্মক হলে তা কী ধরনের জনসংখ্যাকে নির্দেশ করে?

(ক) শূন্য (খ) নিম্ন (গ) অধিক (ঘ) কাম্য

৭. CBR-এর পূর্ণরূপ কোনটি?

(ক) Current Born Rate (খ) Crude Barrier Rate
(গ) Control Birth Rate (ঘ) Crude Birth Rate

৮. নিট অভিবাসন ধনাত্মক হলে দেশটির—

i. জনসংখ্যার বহির্গমন বেশি হয়
ii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়
iii. জনগণের উন্নত ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা বেশি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি দেখে ৯ এবং ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

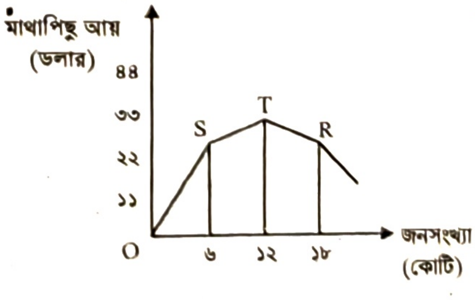

৯. উদ্দীপকের আলোকে কাম্য জনসংখ্যা কত কোটি?

(ক) ৬ (খ) ১২ (গ) ১৮ (ঘ) ৪৪

১০. উদ্দীপকের চিত্র অনুযায়ী—

i. T বিন্দুর পূর্বে মাথাপিছু আয় কম থাকে
ii. S বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা অর্জিত হয়নি
iii. R বিন্দুর পর মাথাপিছু আয় বাড়তে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. ভিত্তি বছরের দামস্তর ৪০ টাকা এবং চলতি বছরের দামস্তর ৭০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির হার কত?

(ক) ৪০% (খ) ৭০% (গ) ৭৫% (ঘ) ১০০%

১২. মুদ্রাস্ফীতির কারণ কোনটি?

(ক) ব্যাংক ঋণের সংকোচন (খ) উৎপাদন বৃদ্ধি
(গ) সরকারি ব্যয় হ্রাস (ঘ) অর্থের যোগান বৃদ্ধি

১৩. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় হলো—

i. ব্যাংক হার বৃদ্ধি
ii. ঋণপত্র ক্রয়
iii. রিজার্ভ অনুপাত বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'X' দেশে পূর্ণ নিয়োগের প্রেক্ষিতে সামগ্রিক যোগান স্থির। দেশটিতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দামস্তর ও বৃদ্ধি পায়। দামস্তর নিয়ন্ত্রণে সরকার রাজস্বনীতি গ্রহণ করে।

১৪. উদ্দীপক অনুসারে সরকারি নীতির হাতিয়ারসমূহ হলো—

i. ব্যাংক হার
ii. কর হার
iii. সরকারি ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি কত প্রকার?

(ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪

১৬. কোন দেশটি বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার?

(ক) যুক্তরাজ্য (খ) যুক্তরাষ্ট্র
(গ) ভারত (ঘ) কানাডা

১৭. বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যসমূহ হলো—

i. তৈরি পোশাক
ii. হিমায়িত খাদ্য
iii. চামড়াজাত দ্রব্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২০০০ ও ২০১০ সালের 'X' দেশের আমদানির পরিমাণ ছিল ১৫ ও ২৫ কোটি ডলার। উক্ত সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২০ ও ২২ কোটি ডলার। তবে আমদানি ও রপ্তানি বিশেষ করে উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে।

১৮. ২০০০ সালে 'X' দেশে বাণিজ্যের ধরন কেমন ছিল?

(ক) অনুকূল (খ) প্রতিকূল
(গ) ঘাটতি (ঘ) ভারসাম্য

১৯. ২০১০ সালের বাণিজ্য পরিস্থিতির জন্য নিচের কোনটি দায়ী?

(ক) আমদানি বেশি ও উৎপাদন বেশি
(খ) উৎপাদন বেশি ও আমদানি কম
(গ) রপ্তানি বেশি ও আমদানি কম
(ঘ) আমদানি বেশি ও উৎপাদন কম

২০. কোনটি সরকারি ঋণের বৈদেশিক উৎস?

(ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক (খ) এডিবি
(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক (ঘ) দেশীয় জনগণ

২১. সরকারের আয়ের প্রধান উৎস কর রাজস্ব যা-

(ক) স্বেচ্ছাধীন ও প্রত্যাশাভিত্তিক (খ) প্রত্যাশাহীন ও স্বেচ্ছাধীন
(গ) স্বেচ্ছাধীন ও বাধ্যতামূলক (ঘ) বাধ্যতামূলক ও প্রত্যাশাহীন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'Z' দেশের সরকার ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়কর, সম্পত্তি কর, মূল্য সংযোজন কর এবং মুনাফা কর ইত্যাদি থেকে আয় করে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তবে দ্রব্যের দামের ওপরও প্রভাব পড়ে।

২২. উদ্দীপক অনুসারে কোনটি পরোক্ষ কর?

(ক) মূল্য সংযোজন কর (খ) আয় কর
(গ) সম্পত্তি কর (ঘ) মুনাফা কর

২৩. উদ্দীপক অনুসারে কর প্রদানের ফলে—

i. রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ii. সম্পদ বৈষম্য বাড়ে
iii. মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪. কোনো দেশে কত শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার?

(ক) ১৫ (খ) ২০
(গ) ২৫ (ঘ) ৩০

২৫. উপানুষ্ঠানিক ঋণের উৎস হলো—

i. সমবায় ব্যাংক ii. এনজিও
iii. গ্রামীণ ব্যাংক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii,

২৬. বাংলাদেশের GDP-তে কোন খাতের অবদান ক্রমশ কমছে?

(ক) কৃষি (খ) শিল্প
(গ) সেবা (ঘ) নির্মাণ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. X এবং মি. Y উভয় কৃষকের ২০ একর আবাদযোগ্য কৃষি জমি আছে। এ বছর মি. X তার সম্পূর্ণ জমিতে চাষাবাদ করেন। কিন্তু মি. Y পুঁজির অভাবে ১২ একর জমিতে চাষাবাদ করেন।

২৭. মি. Y-এর কৃষি খামারের আয়তন কত একর?

(ক) ৮ (খ) ১২ (গ) ২০ (ঘ) ৩২

২৮. মি. X এবং মি. Y-এর চাষাবাদের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. মি. X এর কৃষি খামার এবং কৃষিজোত একই
ii. মি. X এবং মি. Y এর কৃষি খামারের আয়তন একই
iii. মি. Y এর কৃষি খামারের তুলনায় কৃষিজোত বড়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. সর্বশেষ শিল্পনীতি কত সালে গ্রহণ করা হয়?

(ক) ২০১০ (খ) ২০১৬
(গ) ২০২২ (ঘ) ২০২৪

৩০. নিয়ন্ত্রিত শিল্প হলো—

i. মৎস্য আহরণ ii. সিকিউরিটি প্রিন্টিং
iii. রাসায়নিক সার উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ GDP-তে সার্বিক খাতসমূহের অবদান:

অর্থবছর খাত	১৯৮০-৮১	২০২২-২৩
কৃষি	৩৩.০৭	১১.৩০
শিল্প	১৭.৩১	৩৭.৬৫
সেবা	৪৯.৬২	৫১.০৫

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১
খ. 'কৃষি এবং পরিবেশ পরস্পর পরিপূরক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা উদ্দীপক অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ জনাব 'ক' একজন কৃষক। তিনি তার কৃষি জমিতে নানা ধরনের ফসল ফলান। কিন্তু অধিক উৎপাদনের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কৃষিসামগ্রী ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি একটি ব্যাংকে গেলেন। কিন্তু, ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় তিনি স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণ করলেন। তিনি আরও বলেন যে, কৃষকরা ব্যাংক হতে ঋণ কম পায়।

ক. কৃষিজোত কী? ১
খ. 'কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষিঋণ গ্রহণের উৎসসমূহ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. জনাব 'ক' এর সমস্যা সমাধানে সরকার কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

৩.▶ মি. 'A' একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী। তার তৈরি পোশাকের সুনাম বিশ্বব্যাপী। তার কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ১,২০০ জন এবং তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি টাকার অধিক। তিনি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। অপরদিকে মি. 'B' তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন করেন। তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম। এই উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন।

ক. সৃজনশীল শিল্প কী? ১
খ. ফার্ম এবং শিল্প কি পরস্পর ভিন্ন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. 'B'-এর শিল্প কোন ধরনের তা চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'দেশের জন্য মি. 'B'-এর শিল্পের তুলনায় মি. 'A'-এর শিল্পের গুরুত্ব বেশি'— উদ্দীপক অনুসারে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ জনাব 'X' স্নাতক শেষে গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি স্বনির্ভর হওয়ার জন্য একটি ব্যবসার উদ্যোগ নেন। এজন্য ১ম পর্যায়ে তিনি তার বাবার কাছ থেকে শেখা বাঁশ-বেতের তৈরি ঝুড়ি, কুলা, পাটি তৈরির কাজ শুরু করেন। এতে তার পরিবারের সদস্যগণ তাকে সাহায্য করেন। ২য় পর্যায়ে তিনি স্থানীয় একটি ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে শিল্পে পুঁজি বৃদ্ধি করে এবং পরিবারের বাইরে শ্রমিক নিয়োগ দেয় ফলে তার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এতে তার মূলধন দাঁড়ায় ১ কোটি টাকা ও শ্রমিক ৪০ জন।

ক. নিয়ন্ত্রিত শিল্প কী? ১

খ. কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে PPP-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রাথমিক পর্যায়ের জনাব 'X'-এর শিল্পটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনাব 'X'-এর ২য় পর্যায়ের শিল্পটি উন্নয়নে দেশের অর্থনীতিতে কীরূপ ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা দায় নয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। ফলে সে সমস্ত দেশ উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এ দেশের আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে বদ্ধপরিকর। সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে সচেষ্ট। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণে সজাগ দৃষ্টি দিয়েছে। শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রদান ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। সরকারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা মানবসম্পদে পরিণত হবে।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. বহির্গমন জনসংখ্যার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি নারী উন্নয়নের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶

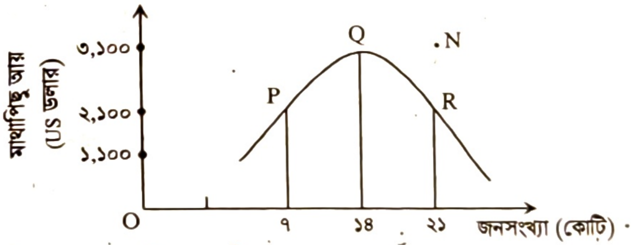

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১

খ. 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আত্মকর্মসংস্থানের দুটি প্রধান উপাদান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে P, Q এবং R বিন্দুর অসামঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে N বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা হতে পারে কি না? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ নিচের চিত্রটি দেখো—

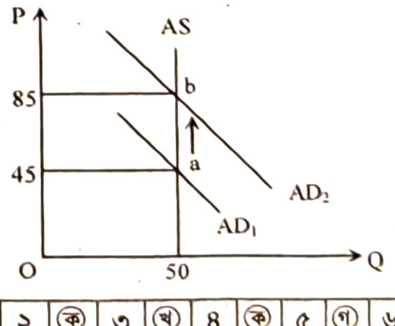

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. রপ্তানি বৃদ্ধি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটিতে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে করো? ৪

৮.▶ 'Y' দেশের ২০২৩ সালের সামগ্রিক দামস্তর ১৫০ টাকা। ২০২৪ সালে সামগ্রিক দামস্তর হয় ২২০ টাকা, যা একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দামস্তরের এরূপ পরিবর্তনের ফলে নির্দিষ্ট আয়ের লোক, শ্রমজীবী, স্বল্প আয়ের লোক এবং ক্রেতা ও ভোগকারীর ওপর এক ধরনের প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা, উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী শ্রেণি ও করদাতা ইত্যাদির ওপর আরেক ধরনের প্রভাব পড়ে।

ক. যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. চাহিদার বৃদ্ধিজনিত ও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের 'Y' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রভাবসমূহ কি একই? তোমার মতামত দাও। ৪

৯.▶ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য তেমন সমৃদ্ধ নয়। রপ্তানি পণ্যের তালিকায় আছে কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্য, চা, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, তৈরি পোশাক ও রাসায়নিক দ্রব্যের ন্যায় আরো কিছু পণ্য। কিন্তু আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা অনেক বেশি। তাই বাণিজ্য ভারসাম্য বরাবরই প্রতিকূলে। প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত দেশটির উন্নয়নের বড় অন্তরায়।

ক. প্রচলিত রপ্তানি পণ্য কী? ১

খ. ট্যাক্স হলিডে রপ্তানি বাণিজ্যকে কীভাবে সম্প্রসারণ করে? ২

গ. উদ্দীপক অবলম্বনে প্রাথমিক ও শিল্পজাত রপ্তানি পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে 'রপ্তানি বৃদ্ধি না আমদানি হ্রাস'— কোন কৌশলকে সমর্থন করো? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১০.▶ মি. 'X' একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বেতন হিসাবে তিনি বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। এছাড়াও তিনি অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন। সরকার প্রতি বছর তার আয়ের ওপর ১৫% কর ধার্য করেন। এছাড়া তিনি যে সব দৈনন্দিন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করেন তার ওপরও কর প্রদান করেন।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১

খ. সরকারি ব্যয় ও সামাজিক নিরাপত্তা কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. 'X'-এর প্রদেয় কর কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কর দুটির মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১১.▶

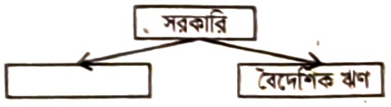

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. সম্পূরক শুল্ক কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের খালি স্থানে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎস দুটির মধ্যে তুলনামূলক সুবিধা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচনা করো। ৪

উত্তর																														
	১	ক	২	ক	৩	খ	৪	ক	৫	গ	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	খ	১০	ক	১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	খ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ১ | ০ |

সেট – ঘ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সময়— ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. মুদ্রাস্ফীতির ফলে কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?
(ক) করদাতা (খ) ঋণদাতা
(গ) উৎপাদনকারী (ঘ) বিনিয়োগকারী

নিচের চিত্র থেকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

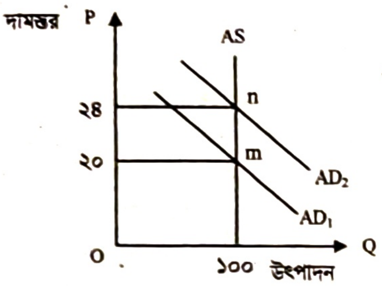

২. উদ্দীপকে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত (খ) খরচ বৃদ্ধিজনিত
(গ) অতিরিক্ত (ঘ) প্রত্যাশিত

৩. উদ্দীপক অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হার কত?
(ক) ৫% (খ) ১০%
(গ) ১৫% (ঘ) ২০%

৪. বাংলাদেশের আমদানিকৃত মূলধন জাতীয় দ্রব্য কোনটি?
(ক) ভোজ্য তেল (খ) গুঁড়ো দুধ
(গ) কৃষি যন্ত্রপাতি (ঘ) ঔষধ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে কোনো একটি দেশের রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় ১৪০ কোটি ডলার বেশি।

৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি কেমন?
(ক) অনুকূল (খ) ঘাটতি
(গ) উদ্বৃত্ত (ঘ) ভারসাম্য

৬. বাণিজ্যের উল্লিখিত পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন—
i. আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠা
ii. রপ্তানি শুল্ক হ্রাস
iii. মুদ্রার অবমূল্যায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. কোনটি সরকারি আয়ের উৎস?
(ক) কর (খ) ভর্তুকি
(গ) বয়স্ক ভাতা (ঘ) পেনশন

৮. নিচের কোনটিকে মৃতভার ঋণ বলা হয়?
(ক) রাস্তাঘাট নির্মাণ ঋণ (খ) যুদ্ধ ঋণ
(গ) হাসপাতাল স্থাপন ঋণ (ঘ) পাঠাগার স্থাপন ঋণ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. 'Z' একটি পণ্য কিনে দাম পরিশোধ করার সময় দেখলেন পণ্যটির গায়ে যে দাম লেখা আছে তার ওপর নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে।

৯. মি. 'Z'-এর অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকাকে কী বলে?
(ক) প্রত্যক্ষ কর (খ) আবগারি শুল্ক
(গ) পরোক্ষ কর (ঘ) আমদানি শুল্ক

১০. উদ্দীপকে বর্ণিত অতিরিক্ত টাকা পরিশোধের ফলে—
i. সরকারের আয় বৃদ্ধি পায় ii. রিজার্ভ বৃদ্ধি পায়
iii. উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. সরকারের ঋণ গ্রহণের কারণ—
i. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ii. জরুরি অবস্থা মোকাবিলা
iii. ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. অভ্যন্তরীণ ঋণের উৎস কোনটি?
(ক) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক
(গ) বিশ্বব্যাংক (ঘ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

১৩. চাষাবাদের প্রকৃতি ও আয়তনের দিক থেকে কৃষি খামার কয় প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

১৪. এক অংশে ফসল উৎপাদন ও অন্য অংশে পশুপালন করা হলে এ ধরনের খামারকে কী খামার বলে?
(ক) সমবায় (খ) বহুমুখী (গ) মিশ্র (ঘ) যৌথ

১৫. নিচের কোনটি বাংলাদেশের কৃষির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?
(ক) উৎপাদন পদ্ধতি মূলধন নিবিড়
(খ) মধ্যস্বত্বভোগী অনুপস্থিত
(গ) সম্প্রসারিত বাজার
(ঘ) প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আনু হোসেন একজন কৃষক। তিনি তার জমিতে ধান, আলু ও মিষ্টি কুমড়া চাষ করেন। এতে তার জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।

১৬. আনু হোসেনের খামারটি কোন ধরনের?
(ক) বিশেষায়িত (খ) মিশ্র
(গ) জীবননির্বাহী (ঘ) বহুমুখী

১৭. উক্ত খামারের বৈশিষ্ট্য—
i. জমির উর্বরাশক্তি হ্রাস পায় ii. কৃষিতে ঝুঁকি হ্রাস পায়
iii. উপকরণের সুনিশ্চিত ব্যবহার হয়।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. কোন শিল্পটি স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসেবে বিবেচিত?
(ক) সংরক্ষিত (খ) অগ্রাধিকার
(গ) নিয়ন্ত্রিত (ঘ) হাইটেক

নিচের উদ্দীপক থেকে ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. 'X' নিজ দেশে রঙিন টেলিভিশন উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। এখন আর রঙিন টেলিভিশন এবং এর এক্সেসরিজ বিদেশ থেকে আনতে হবে না।

১৯. মি. 'X'-এর উৎপাদন কার্যক্রমকে কোন ধরনের শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়?

(ক) বৃহৎ (খ) রপ্তানিমুখী
(গ) মাঝারি (ঘ) আমদানি বিকল্প

২০. মি. 'X'-এর উদ্যোগ ফলপ্রসূ হলে—

i. বেকারত্ব কমবে
ii. বাণিজ্য ঘাটতি বাড়বে
iii. বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে মাইক্রো শিল্পের স্থায়ী সম্পদের মূল্য কত টাকা?

(ক) ১০ লক্ষ থেকে ৭৫ লক্ষ (খ) ১০ লক্ষ থেকে ২ কোটি
(গ) ২ কোটি থেকে ৩০ কোটি (ঘ) ৩০ কোটির অধিক

২২. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের অবদান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে?

(ক) শিল্প (খ) সেবা
(গ) কৃষি (ঘ) তৈরি পোশাক

২৩. স্থূল জন্মহার নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

(ক) $CBR = \frac{\Sigma B}{\Sigma P} \times 100$ (খ) $CBR = \frac{\Sigma B}{\Sigma P} \times 1000$
(গ) $CBR = \frac{\Sigma P}{\Sigma B} \times 1000$ (ঘ) $CBR = \frac{\Sigma P}{\Sigma B} \times 100$

২৪. কোনো দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি এবং জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ ৮৪ হাজার হলে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?

(ক) ৮৩৩. (খ) ৯৫০ (গ) ১১৭০ (ঘ) ১২০০

২৫. কোনটি মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচক?

(ক) জলবায়ু (খ) নারী উন্নয়ন
(গ) জীবনযাত্রার মান (ঘ) ভূ-প্রকৃতি

২৬. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য হলো—

i. জুতা ii. সিরামিক সামগ্রী
iii. ফার্নেস অয়েল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. জনসংখ্যা কাম্যস্তরে থাকলে—

i. উৎপাদন সর্বোচ্চ হয় ii. জন্মহার শূন্য হয়
iii. মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'A' দেশে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল।

২৮. উদ্দীপকে কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

(ক) মুদ্রার অবমূল্যায়ন (খ) মুদ্রাসংকোচন
(গ) বাজেট ঘাটতি (ঘ) মুদ্রাস্ফীতি

২৯. বর্ণিত সমস্যা সমাধানে রাজস্ব পদ্ধতি হচ্ছে—

i. সরকারি ব্যয় হ্রাস ii. করের পরিমাণ বৃদ্ধি
iii. ব্যাংক হার বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. PPI-এর পূর্ণরূপ কোনটি?

(ক) Producer Price Indicator
(খ) Production and Price Index
(গ) Producer Price Index
(ঘ) Production, Price and Industry

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ 'ক' দেশে কয়েকটি কৃষি পণ্যের দাম নিম্নরূপ:

পণ্যের দাম	কৃষক পর্যায়ে দাম (প্রতি লিটার/কেজি)/টাকা	ভোক্তা পর্যায়ে দাম (প্রতি লিটার/কেজি)/টাকা
আলু	১৫	৪৫
তরল দুধ	৫০	৯০
টমেটো	২০	৬০

সাম্প্রতিক সময়ে দেশটিতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে। এ ছাড়া বাজার মনিটরিং করার জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত কাজ করছে।

ক. কৃষিজোত কাকে বলে? ১
খ. উন্নত বীজের ব্যবহার কীভাবে কৃষিকে প্রভাবিত করে? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পণ্যসমূহের মূল্যে ব্যাপক ব্যবধানের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ ব্যতীত আর কী কী পদক্ষেপ তুমি সুপারিশ করবে? ৪

২.▶ ছেরু মিয়ার সন্তোষজনক কৃষি জমি আছে। নিরক্ষর বলে তিনি কখনো ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণের সুবিধা গ্রহণ করেননি। ঋণের জরুরি প্রয়োজনে তিনি আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা নেন। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি উদ্যোগে কৃষি বীজসহ অন্যান্য উপকরণ সহায়তার কারণে ছেরু মিয়াসহ সকল কৃষকের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

ক. যৌথ খামার কী? ১
খ. সনাতনি কৃষি কাঠামো প্রবৃদ্ধিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
গ. ছেরু মিয়া যে উৎস থেকে কৃষিঋণ নেন তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. সরকারি কর্মসূচির গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ স্বাধীনতা অর্জনের পর 'ক' দেশে অনেক দ্রব্যসামগ্রীর প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ কারণে জনগণকে অনেক উচ্চমূল্য দিতে হতো। তবে দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের ফলে দেশে এসব পণ্যের শিল্পায়ন হয়েছে। বর্তমানে দেশটির চাহিদার প্রায় ৮০% দ্রব্যসামগ্রী দেশে উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে কোনো কোনো দ্রব্য বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

ক. শিল্প কাকে বলে? ১
খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য লেখো। ২
গ. 'ক' দেশে কী ধরনের শিল্পায়ন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে শিল্পায়নের কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা কতটুকু প্রাসঙ্গিক? মতামত দাও। ৪

৪.▶ ১৯৮০'র দশকে বাংলাদেশে একটি শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে ওঠে। এর ফলে নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্ববৃহৎ উৎস। দক্ষ শ্রমিকের যোগান এবং বৈচিত্র্যময় আইটেম তৈরি করতে পারলে এই শিল্পের এখনো ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান।

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১

খ. কৃষি কীভাবে শিল্পকে সহায়তা করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্ণিত শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উদ্দীপকের আলোকে তুলে ধরো। ৪

৫.▶ X দেশে ২০২৪ সালে স্থূল জন্মহার ১৯.৪ এবং স্থূল মৃত্যুহার ৬.১০। এই বছর উন্নত জীবনের সন্ধানে অনেকেই স্থায়ীভাবে বাইরে পাড়ি জমিয়েছেন আবার অনুকূল জলবায়ুর কারণে বাইরের দেশ থেকেও 'X' দেশে বহুলোক আসছে। সার্বিকভাবে দেশটি জনাধিক্যের চাপে জর্জরিত। অধ্যাপক হারভে লাইবেনস্টেন এর মতে, "অতিরিক্ত জনসংখ্যা আয় বিনষ্টকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে"।

ক. বেকারত্ব কী? ১

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কখন শূন্য হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে X দেশে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. অধ্যাপক হারভে লাইবেনস্টেন এর মন্তব্য বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো:

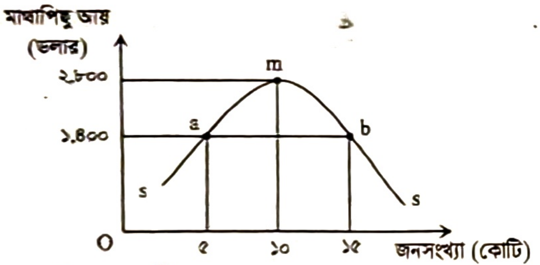

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে a ও b বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ পরিমাপ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত তত্ত্বটির সাথে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো:

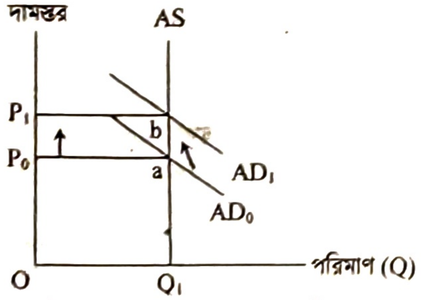

চিত্রে AD = সামগ্রিক চাহিদা রেখা AS = সামগ্রিক যোগান রেখা দামস্তরের এরূপ বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য সরকার ব্যাংক হার বাড়িয়েছে অন্যদিকে সরকারি ব্যয় কমিয়েছে।

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি সর্বদা খারাপ নয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দৃশ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সরকারি পদক্ষেপসমূহ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ A ও B দুটি দেশ। A দেশ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রয়-বিক্রয় করে। অন্যদিকে B দেশ তার উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রী বাইরের দেশসমূহের বাজারে বিক্রয় করে। আবার অন্য দেশের পণ্য তার নিজের দেশের জন্য ক্রয় করে। এতে B দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'A' ও 'B' দেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাণিজ্য কীভাবে 'B' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে-বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ বাংলাদেশ জনসংখ্যার ভারে আক্রান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত একটি দেশ। প্রতি বছর ঘাটতি মেটানোর জন্য প্রচুর খাদ্য আমদানি করতে হয়। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ নানা উৎস থেকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেছে। বৈদেশিক সাহায্য সাধারণত কঠিন শর্তযুক্ত যা গ্রহীতা দেশকে পরনির্ভরশীল করে রাখে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, 'আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সাহায্য নয় বাণিজ্যই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

ক. ওয়েজ আর্নার স্কিম কী? ১

খ. 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে একচেটিয়া প্রভাব হ্রাস পায়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ণিত দেশটির বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের কারণসমূহ লেখো। ৩

ঘ. অর্থনীতিবিদগণের মতামতের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১০.▶ বাংলাদেশ সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। প্রতি বছর বিশাল সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের জন্য সরকার NBR নিয়ন্ত্রিত এবং NBR বহির্ভূত বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে।

ক: আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. "পরোক্ষ কর ফাঁকি দেয়া যায় না"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সরকারি ব্যয়ের উদ্দেশ্য লেখো। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থানের উৎস হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত খাতগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দাও। ৪

১১.▶ কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা উদ্ভবের পর সরকারি ব্যয়ের আওতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে অর্থনীতিবিদগণ দেশি-বিদেশি ঋণের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, জরুরি অবস্থা মোকাবিলা ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নসহ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণ সাধারণত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকে হয়ে থাকে যদিও "বৈদেশিক ঋণ, গ্রহীতা দেশের সার্বভৌম চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব করে।"

ক. NBR-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'প্রত্যক্ষ কর নাগরিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সরকারি ঋণের উদ্দেশ্যসমূহ উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বৈদেশিক ঋণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তর	১	(খ)	২	(ক)	৩	(ঘ)	৪	(গ)	৫	(খ)	৬	(ঘ)	৭	(ক)	৮	(খ)	৯	(গ)	১০	(ঘ)	১১	(ঘ)	১২	(খ)	১৩	(ক)	১৪	(গ)	১৫	(ঘ)
	১৬	(ঘ)	১৭	(গ)	১৮	(ক)	১৯	(ঘ)	২০	(খ)	২১	(ক)	২২	(গ)	২৩	(খ)	২৪	(ঘ)	২৫	(গ)	২৬	(ক)	২৭	(খ)	২৮	(ঘ)	২৯	(ক)	৩০	(গ)

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – খ

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. **নিচের কোনটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত?**
(ক) ঔষধ (খ) তাঁতশিল্প
(গ) হোসিয়ারি (ঘ) তামাক

২. **সর্বোচ্চ পর্যায়ের জীবনযাত্রার মান নির্দেশক জনসংখ্যাকে কী বলে?**
(ক) কাম্য জনসংখ্যা (খ) দক্ষ জনসংখ্যা
(গ) উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা (ঘ) স্থির জনসংখ্যা

৩. **নিচের কোনটি জ্যামিতিক হারের উদাহরণ?**
(ক) ১, ৫, ৯, ১৩ (খ) ১, ৪, ৭, ১০
(গ) ১, ২, ৩, ৪ (ঘ) ১, ২, ৪, ৮

নিচের চিত্রটি থেকে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

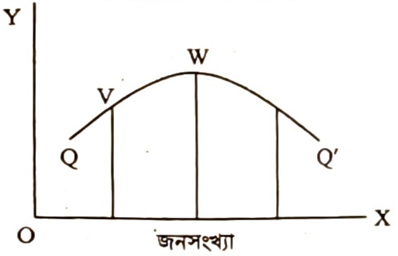

৪. **উদ্দীপকে QQ' রেখা কী নির্দেশ করে?**
(ক) সময় (খ) জীবনযাত্রার মান
(গ) জনসংখ্যা (ঘ) অসামঞ্জস্যের পরিমাণ

৫. **'P' দেশের পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হলো—**
২০২৩ সালের জীবিত মোট জনসংখ্যা = ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার, মধ্যবর্তী সময়ের মোট জনসংখ্যা = ২০ কোটি। 'P' দেশের স্থূল জন্মহার কত?
(ক) ২৫.২৫ (খ) ২১.২৫
(গ) ২০.২৫ (ঘ) ১৯.২৫

৬. **$M = \frac{A - O}{O}$ সূত্রে M কী নির্দেশ করে?**
(ক) অসামঞ্জস্যের পরিমাণ (খ) কাম্য জনসংখ্যা
(গ) প্রকৃত জনসংখ্যা (ঘ) বেকারত্বের পরিমাণ

৭. **সাধারণত দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে কী বলে?**
(ক) অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি (খ) অর্থের যোগান বৃদ্ধি
(গ) মুদ্রাসংকোচন (ঘ) মুদ্রাস্ফীতি

৮. **সীমিত আয়ের লোকের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কীরূপ?**
(ক) ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
(খ) ক্রয়ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকে
(গ) জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়
(ঘ) জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত থাকে

নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

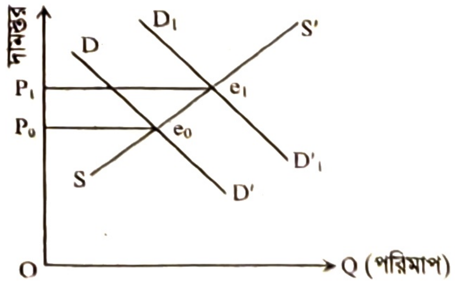

৯. **উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি কোন ধরনের?**
(ক) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত (খ) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত
(গ) ঘাটতি প্ররোচিত (ঘ) উল্লম্ফন

১০. **উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্য কারণ—**
i. আয় বৃদ্ধি ii. অর্থের যোগান হ্রাস
iii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii, (ঘ) i, ii ও iii

১১. **সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ল্যাসপিয়ারের সূত্র কোনটি?**
(ক) $\frac{\Sigma p_n q_0}{\Sigma p_0 q_0}$ (খ) $\frac{\Sigma p_n q_n}{\Sigma p_0 q_n}$
(গ) $\frac{\Sigma p_n q_n}{\Sigma p_0 q_0}$ (ঘ) $\frac{\Sigma p_0 q_0}{\Sigma p_n q_n}$

১২. **দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত বাণিজ্যকে কী বলে?**
(ক) অবাধ বাণিজ্য (খ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (ঘ) কোনটিই নয়

১৩. **বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কোনটি?**
(ক) কাঁচাপাট (খ) চা
(গ) চামড়া (ঘ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব 'X' এর কারখানায় উৎপাদিত পণ্যসমূহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে বিক্রি করা হয়। অন্যদিকে জনাব 'Y' এর কারখানায় উৎপাদিত পণ্য অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করা হয়।

১৪. **জনাব 'X'-এর বাণিজ্যকে বলে—**
(ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(গ) আমদানি বাণিজ্য (ঘ) রপ্তানি বাণিজ্য

১৫. **জনাব 'Y'-এর বাণিজ্যের ফলে—**
i. মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয় ii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়
iii. দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. **বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিক কোনটি?**
(ক) প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি (খ) টেকসই উন্নয়ন
(গ) অধিক উৎপাদন (ঘ) দেশীয় সংস্কৃতির বিপর্যয়

১৭. **VAT-এর পূর্ণরূপ কী?**
(ক) Value And Tax (খ) Value Added Tax
(গ) Value Additional Tax (ঘ) Value Access Tax

১৮. **কোনটি প্রত্যক্ষ কর?**
(ক) আমদানি শুল্ক (খ) মূল্য সংযোজন কর
(গ) ভূমি কর (ঘ) বিক্রয় কর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব 'W' আয়কর ও ভূমিকরের পাশাপাশি তার কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সময় কর প্রদান করেন।

১৯. উদ্দীপকে কত প্রকারের কর উল্লেখ করা হয়েছে?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২০. অকর রাজস্বের উৎস হলো—
i. আবগারি শুল্ক
ii. জরিমানা
iii. লাইসেন্স ফি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. বাংলাদেশ সরকারের পরোক্ষ করের সবচেয়ে বড় উৎস কোনটি?
(ক) মূল্য সংযোজন কর (খ) প্রমোদ কর
(গ) আবগারি শুল্ক (ঘ) রপ্তানি শুল্ক

২২. কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
(ক) আত্মীয়-স্বজন (খ) ভূস্বামী
(গ) সমবায় সমিতি (ঘ) দোকানদার

২৩. কোনটিকে 'সাদা সোনা' বলা হয়?
(ক) মাশরুম (খ) চিংড়ি
(গ) তুলা (ঘ) চা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব 'X'-এর খামারে হাঁস-মুরগির পাশাপাশি সবজি চাষও করা হয়।

২৪. জনাব 'X'-এর খামার কোন ধরনের?
(ক) মিশ্র (খ) যৌথ
(গ) বহুমুখী (ঘ) বিশেষায়িত

২৫. উক্ত খামারের মাধ্যমে—
i. খাদ্য ঘাটতি পূরণ সম্ভব
ii. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে
iii. উৎপাদন ঝুঁকি সর্বদায় বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. HYV Technology কী?
(ক) উফশী প্রযুক্তি (খ) মহাকাশ প্রযুক্তি
(গ) তথ্য প্রযুক্তি (ঘ) পরমাণু প্রযুক্তি

২৭. PPP-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Private Public Participation
(খ) Public Private Participation
(গ) Public Private Partnership
(ঘ) Private Public Projects

২৮. শিল্পনীতি-২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৯ (ঘ) ১২

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশে 'Y' শিল্পে অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। এ শিল্প হতে দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

২৯. 'Y' শিল্পটি হলো—
(ক) চামড়া শিল্প (খ) তৈরি পোশাক শিল্প
(গ) চা শিল্প (ঘ) বস্ত্র শিল্প

৩০. 'Y' শিল্পের প্রসারণ হলে—
i. দামস্তর ক্রমাগত বাড়বে
ii. লেনদেন ভারসাম্য অনুকূল হবে
iii. বেকারত্ব হ্রাস পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ আসলাম ও রাকিব উভয়ই বরগুনা জেলার কৃষক। আসলামের খামারের আয়তন ছোট হওয়ায় সে শুধু পরিবারের ভরণপোষণের জন্য চাষাবাদ করে। অন্যদিকে রাকিবের খামারের আয়তন বড় হওয়ায় সে পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করেন এবং তার পরিবারের সকলকে নিয়ে খুব ভালো আছেন।

ক. কৃষি পণ্যের বিপণন কী? ১
খ. শস্য বহুমুখীকরণ খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়ক— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আসলামের খামার কোন ধরনের খামার? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আসলামের খামার ও রাকিবের খামারের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ হাসিব একজন দরিদ্র কৃষক। তার গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। গ্রামে ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। পণ্যের দাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানায় সে দালাল ও ফড়িয়াদের কাছে অল্প দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে সরকার পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ন্যায্যমূল্যে কৃষি পণ্য ক্রয় ও বিপণন, ঋণ সহজীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হাসিবের সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়েছে।

ক. কৃষিজোত কী? ১
খ. 'কৃষি জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কৃষি সংক্রান্ত কোন সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে?— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারি পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত বলে কি তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে 'X' নামক শিল্প থেকে। এ শিল্পে কর্মরতদের শতকরা ৮০ ভাগ মহিলা শ্রমিক। বৈদেশিক বাজারে শিল্পটির উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শ্রমিক অসন্তোষ, কাঁচামালের অভাব ইত্যাদি কারণে শিল্পটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না। দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা শিল্পটির সমস্যা সমাধানে সরকারি প্রণোদনা প্রদান, ঋণের সহজলভ্যতা ও উদার শিল্পনীতি প্রণয়নের পরামর্শ দেন।

ক. বৃহৎ শিল্প কী? ১
খ. 'পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন শিল্পটির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শিল্পের সমস্যা সমাধানে অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ পর্যাপ্ত বলে কি তুমি মনে করো? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ জনাব 'X' ২০১৫ সালে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কারখানা স্থাপন করেন। তখন তার কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ছিলো ৮০ জন। কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকায় সাত (৭) বছর পরে জনাব 'X' ১০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং আরও ৮০ জন শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন সম্প্রসারণ করেন।

ক. PPP-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. 'বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নয়, সাশ্রয় করাই হলো আমদানি বিকল্প শিল্পের উদ্দেশ্য' ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জনাব 'X' এর কারখানা কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২০২২ সালে শিল্পটির পরিবর্তন বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ নিচের ছকে মুনতাসিরের দেশের জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া আছে।

বছর	–	১৯২৫	–	১৯৭৫	–	–
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	৮	–	৩২	–	–	২৫৬
খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি	–	৫	–	–	৮	–

ক. শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী? ১

খ. 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে যথাযথ কারণ ব্যাখ্যাসহ টেবিলের খালিঘর পূরণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্বের অভারসাম্য কী উপায়ে দূর হতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ ২০২০ সালে 'X' দেশে ২০ লক্ষ জীবিত শিশু জন্ম গ্রহণ করে ও ১১ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে এবং উক্ত বছরের মধ্যবর্তী সময়ে মোট জনসংখ্যা ১৮ কোটি। 'X' দেশের জমির পরিমাণ সীমিত হওয়ায় পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্য-সেবার অপ্রতুলতাসহ নানা কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে।

ক. অভিবাসন কী? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'X' দেশের জন্মহার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের অর্থনীতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৭.▶ ২০২৩ সালে 'ক' দেশের দামস্তর ছিলো ২১৩। ২০২৪ সালে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে ২২৫ হয়। সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা হ্রাস, অপ্রয়োজনীয় আমদানি হ্রাস, মজুরি নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. 'সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট কিনা মূল্যায়ন করো। ৪

৮.▶ চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

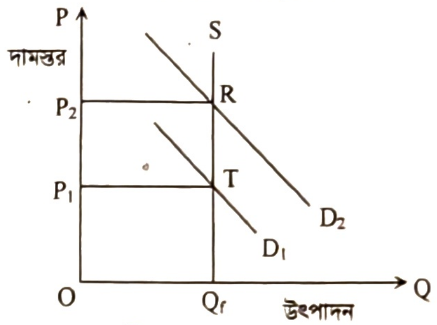

ক. ভোক্তার দাম সূচক কী? ১

খ. অর্থের যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে কি? ২

গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করবে? আলোচনা করো। ৪

৯.▶ সবুজ ফরিদপুর থেকে শাকসবজি ক্রয় করে ঢাকার স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে এবং ঢাকা থেকে কাপড় কিনে ফরিদপুরে বিক্রি করে। অপরদিকে সবুজের বন্ধু শাকিল শাক, সবজি ও হিমায়িত মাছ মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রয় করে এবং ভারত থেকে পিঁয়াজ, চীন থেকে রসুন, আদা আমদানি করে।

ক. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কী? ১

খ. দেশীয় শিল্পের ওপর বিশ্বায়নের বিরূপ প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সবুজের বাণিজ্যকে কোন ধরনের বাণিজ্য বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সবুজের বাণিজ্যের সাথে শাকিলের বাণিজ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ জহির একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি প্রতি বছর তার আয়ের ওপর আয়কর পরিশোধ করে থাকেন। অপরদিকে দিনমজুর ও শ্রমিকরা বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে কর পরিশোধ করে থাকেন।

ক. VAT কী? ১

খ. 'প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জহিরের প্রদত্ত কর কোন ধরনের কর? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জহিরের প্রদত্ত কর সমাজে আয় বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক হলেও দিনমজুর ও শ্রমিকের প্রদত্ত কর সমাজে আয় বৈষম্য সৃষ্টি করে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ সাধারণ মানুষ আয় বুঝে ব্যয় করে। কিন্তু সরকার ব্যয় অনুসারে আয় করে। সরকার আয়কর, সম্পদকর, ফি, মুনাফা, রেলওয়ে, তার ও টেলিফোন, VAT, আমদানি শুল্ক, লাইসেন্স ফি, জরিমানা, ডাক, রাষ্ট্রীয় কারখানা ইত্যাদি উৎস হতে আয় করে থাকে। যদি এসব উৎসের আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান না হয়, তবে ঘাটতি অর্থায়নের অংশ হিসেবে সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ নেয়। যদিও এ দুটো উৎসয়ের সুবিধা-অসুবিধা উভয়ই রয়েছে।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. মূল্য সংযোজন করকে পরোক্ষ কর বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের আয়ের উৎসগুলোর কর রাজস্ব ও অকর রাজস্ব চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উল্লিখিত ঘাটতি অর্থায়নের উৎস দুটির তুলনাপূর্বক কোনটি অধিকতর কার্যকর তা বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ⓚ	২	ⓚ	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	খ	১১	ক	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ	২১	ক	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	গ

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ১ | ০ |

সেট – খ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ হলো—

i. উচ্চ জন্মহার ii. শিক্ষার প্রসার

iii. নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি দেখে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

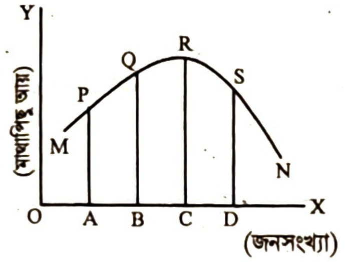

২. উদ্দীপক অনুযায়ী, জনসংখ্যা কী পরিমাণ হলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়?

(ক) OA (খ) OB (গ) OC (ঘ) OD

৩. উদ্দীপক অনুযায়ী, AB স্তর নির্দেশ করে—

i. জীবনযাত্রার মান উন্নত

ii. কাম্য অপেক্ষা কম জনসংখ্যা

iii. কাম্য অপেক্ষা কম মাথাপিছু আয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. 'যখন অধিক পরিমাণ অর্থ, স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর পেছনে ধাবিত হয় তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে'— উক্তিটি নিচের কোন অর্থনীতিবিদের?

(ক) অ্যাডাম স্মিথ (খ) কেইনস

(গ) ক্রুলবর্ণ (ঘ) স্যামুয়েলসন

৫. বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির কারণ—

i. অর্থের যোগান বৃদ্ধি ii. সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি

iii. দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব আব্দুল্লাহ একজন চাকরিজীবী। তার বেতন ৫০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫২ হাজার টাকা হলো। একই সময়ে তার দেশের দামস্তর ১৫০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০ হয়।

৬. জনাব আবদুল্লাহর দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?

(ক) ৬.৬৭% (খ) ৭.৫০%

(গ) ৮.২৫% (ঘ) ১০%

৭. উদ্দীপকের উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে—

i. ঋণদাতা লাভবান হয় ii. শ্রমিকশ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়

iii. জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি ii. ওয়েজ আর্নার্স স্কিম

iii. অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯. নিচের কোনটি বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য?

(ক) হিমায়িত খাদ্য (খ) তৈরি পোশাক

(গ) চামড়াজাত দ্রব্য (ঘ) শাকসবজি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. 'X' এবং মি. 'Y' দুজন ব্যবসায়ী। মি. 'X' তার ফার্মে উৎপাদিত ডিম তার নিজের দেশেই বিক্রি করেন। অপরদিকে মি. 'Y' তার ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য দেশের বাইরে বিক্রি করেন।

১০. মি. 'X'-এর ব্যবসা কোন ধরনের বাণিজ্য?

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (খ) সংরক্ষিত বাণিজ্য

(গ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (ঘ) মূলধনী পণ্যের বাণিজ্য

১১. মি. 'Y'-এর ব্যবসার মাধ্যমে—

i. বিশ্ববাজারে তার দেশের সম্মান বৃদ্ধি পায়

ii. কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হয়

iii. নিজের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. NBR-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) National Board of Revenue

(খ) National Board of Reserve

(গ) National Bank of Revenue

(ঘ) National Bank of Reserve

১৩. প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ হচ্ছে—

(ক) সম্পদ কর (খ) বিক্রয় কর

(গ) আবগারি শুল্ক (ঘ) প্রমোদ কর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

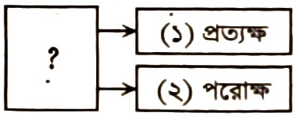

১৪. উদ্দীপকের $\boxed{?}$ চিহ্নিত স্থানে নিচের কোনটি অধিক প্রযোজ্য?

(ক) ঋণ (খ) কর (গ) আয় (ঘ) ব্যয়

১৫. উদ্দীপকের (১) নং ধারণাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

i. ইহা অপসারণ করা সম্ভব নয়

ii. ইহা অধিক জনপ্রিয়

iii. ইহা নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির কোন উপখাতের অবদান বেশি?

(ক) মৎস্যসম্পদ (খ) বনজসম্পদ

(গ) প্রাণিজসম্পদ (ঘ) শস্য ও শাকসবজি

১৭. সাদা সোনা বলতে নিচের কোনটিকে বোঝায়?
(ক) সার (খ) ইলিশ
(গ) তুলা (ঘ) চিংড়ি

১৮. কৃষি জমি ছাড়া কোনটি উৎপাদন করা যায়?
(ক) তুলা (খ) মাশরুম
(গ) গম (ঘ) চা

১৯. বাংলাদেশে কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
(ক) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (খ) গ্রাম্য মহাজন
(গ) ধনী কৃষক (ঘ) আত্মীয়স্বজন

২০. বাংলাদেশে কৃষি বিপণনের সমস্যা হলো—
i. অবকাঠামোগত সমস্যা ii. গুদামজাতকরণ সমস্যা
iii. দামের উত্থান-পতন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. সেলিম ও মি. রায়হান পড়া-লেখা শেষে নিজ গ্রামে ফিরে একটি খামার স্থাপন করলো। উক্ত খামারে হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে একদিকে তারা তাদের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হলো। অপরদিকে এখান থেকে প্রতি মাসে একটি ভালো আয়ও আসলো।

২১. উদ্দীপকে হাঁস-মুরগি পালনের খামারটি-
(ক) মিশ্র খামার (খ) সমবায়ী খামার
(গ) বাণিজ্যিক খামার (গ) জীবননির্বাহী খামার

২২. খামারটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো—
i. উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা
ii. কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা
iii. পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. EPZ- এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Export Procurement Zone
(খ) Export Processing Zone
(গ) Export Production Zone
(ঘ) Export Promotion Zone

২৪. 'কনফিডেন্স সিমেন্ট' কারখানাটি হলো একটি—
(ক) শিল্প (খ) ফার্ম
(গ) প্লান্ট (ঘ) ইউনিট

২৫. সংরক্ষিত শিল্প হলো-
i. চামড়া শিল্প ii. অস্ত্র শিল্প
iii. সিকিউরিটি প্রিন্টিং শিল্প
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. কোন সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি করা হয়?
(ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৪
(গ) ১৯৭৬ (ঘ) ১৯৭৯

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিসেস সালমা বেগমের প্রতিষ্ঠিত তৈরি পোশাক শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্যগুলো বিদেশে রপ্তানি হয় এবং তার কারখানায় বর্তমান শ্রমিকের সংখ্যা ২০০০ জন।

২৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারখানাটি কোন ধরনের?
(ক) কুটির (খ) ক্ষুদ্র
(গ) মাঝারি (ঘ) বৃহৎ

২৮. কারখানাটি স্থাপনের ফলে দেশে—
i. উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে
iii. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. কোনটি জ্যামিতিক হার?
(ক) ১, ৩, ৫, ৭, ৯ (খ) ১, ২, ৩, ৪, ৫
(গ) ১, ২, ৪, ৮, ১৬ (ঘ) ১, ২, ৪, ৬, ৮

৩০. জনসংখ্যা তত্ত্বে $M = \frac{A-O}{O}$ সমীকরণে $M = O$ হলে কী নির্দেশ করে?
(ক) অধিক জনসংখ্যা (খ) কাম্য জনসংখ্যা
(গ) শূন্য জনসংখ্যা (ঘ) নিম্ন জনসংখ্যা

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ জনাব আবদুল গণি তার জমিতে ধান, গম ও শাক-সবজি উৎপাদন করে কোনো রকমে পরিবারের চাহিদা মেটান। অপরদিকে তার প্রতিবেশী সুরেশবাবু জমিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদনে সমর্থ হন এবং বাজারে বিক্রি করে লাভবান হন।

ক. কৃষি প্রযুক্তি কী? ১
খ. কৃষকেরা ঋণ গ্রহণ করে কেন? ২
গ. সুরেশবাবুর খামারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুই ধরনের খামারের তুলনা করো। ৪

২.▶ লালমনিরহাট জেলার মোমিন মিয়া একজন উদ্যমী কৃষক। এ বছর তিনি তার জমিতে প্রচুর পরিমাণ ফুলকপি উৎপাদন করেছেন। কিন্তু বাজারে সরবরাহ বেশি থাকায় এবং পরিবহণ খরচ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। অপরদিকে খাগড়াছড়ি জেলার দুর্গম এলাকার কৃষক আমান মিয়া তার উৎপাদিত কলা স্থানীয় বাজারে কম দামে বিক্রি করে দেন।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. কৃষিতে অভিযোজন প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানে সরকার কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? ৪

৩.▶ জনাব মাসুদ ও তার স্ত্রী বাঁশ, বেত ও পাট দিয়ে বিভিন্ন দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও সৌখিন জিনিস তৈরি করেন এবং সেগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের মূলধন কম থাকায় এবং উপকরণ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ফলে অনেক সময় উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বেকারত্ব নিরসন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের স্বার্থে এ ধরনের উৎপাদন কার্যক্রম টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন।

ক. বৃহৎ শিল্প কাকে বলে? ১

খ. রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকে যে শিল্পের কথা বলা হয়েছে তার তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লিখিত শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ একটি শিল্প থেকে অর্জিত হয়। শ্রমিকের সহজলভ্যতা ও নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের কারণে এ শিল্প সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ, ক্রেতাদের নানামুখী শর্তের চাপ মোকাবিলার পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হতে হচ্ছে।

ক. PPP-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির গুরুত্ব লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচ্য শিল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় নির্দেশ করো। ৪

৫.▶ নিচের ছকটি লক্ষ করো:

দেশ	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	জনসংখ্যা (কোটি)	স্থূল জন্মহার	স্থূল মৃত্যুহার
A	৬৫,৬১০	২.২২	১১.২	৮.২
B	১,৪৭,৫৭০	১৭	৩০	১৬

ক. নিট অভিবাসন কাকে বলে? ১

খ. মানবসম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্যসেবা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. 'B' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করো। ৩

ঘ. 'A' দেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার 'B' দেশের স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম - উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৬.▶ কোনো দেশের জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ:

সাল	১৯২৫	১৯৫০	১৯৭৫	২০০০	২০২৫
জনসংখ্যা (কোটি)	২	৪	৮	১৬	৩২
খাদ্য উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	২	৩	৪	৫	৬

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. উচ্চ জন্মহার রোধে নারীশিক্ষার ভূমিকা কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যগুলো জনসংখ্যার যে তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্তমানে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে উক্ত তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

৭.▶ কোনো দেশের দামস্তর ২০২৩ সালে ছিল ২১০ টাকা এবং ২০২৪ সালে ছিল ২৩৪ টাকা। দামস্তরের এ ধরনের বৃদ্ধি উৎপাদনকারী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রভাবিত করে।

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. মজুরি বৃদ্ধি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণি-পেশার মানুষের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো:

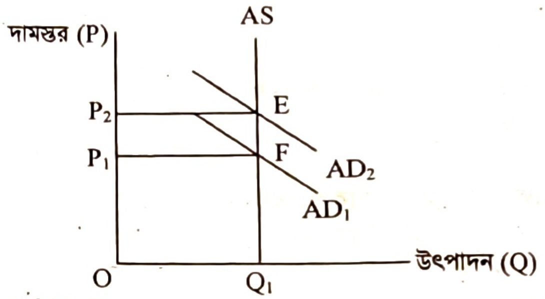

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি কখন কল্যাণকর হতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির যে ধরন প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরকারি ব্যয় হ্রাসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ শরীফ সাহেব দিনাজপুরের লিচু, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম ও বরিশালের আমড়া কুমিল্লার স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। তার বন্ধু কমল সাহেব হিমায়িত চিংড়ি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করেন। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, মুদ্রাব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে দুজনের বাণিজ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

ক. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কাকে বলে? ১

খ. শিক্ষা কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নকে প্রভাবিত করে? ২

গ. কমল সাহেব যে বাণিজ্যের সাথে জড়িত তার গুরুত্ব লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয় বন্ধুর বাণিজ্যের পার্থক্য লেখো। ৪

১০.▶ বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর ও জনবহুল দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে বৈদেশিক সাহায্য অনেক সময় শর্তযুক্ত হয়ে থাকে এবং দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। তাছাড়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উভয় দেশের স্বার্থ রক্ষিত হলেও বৈদেশিক সাহায্য গ্রহীতা দেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ক. ট্যাক্স হলিডে কী? ১

খ. বিশ্বায়ন কীভাবে বাণিজ্য বৃদ্ধি করে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো। ৩

ঘ. 'বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজনীয় অথচ ক্ষতিকারক'— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি খাতে সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাছাড়া জরুরি অবস্থা মোকাবিলা কিংবা বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে সরকার জনগণ, দেশের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বন্ধু রাষ্ট্র, বিদেশি সংস্থা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. কর ও ফি ভিন্ন কেন? ২

গ. সরকার কেন ঋণ গ্রহণ করে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎসগুলো চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করো। ৪

উত্তর	১	Ⓧ খ	২	গ	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	ক	৭	গ	৮	ক	৯	গ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	খ

সিলেট বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: | ১ | ১ | ০ |

সেট – ক

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়— ৩০ মিনিট
পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. বাংলাদেশে কৃষি ঋণের উপানুষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
(ক) সমবায় ব্যাংক (খ) গ্রামীণ ব্যাংক
(গ) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (ঘ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

২. নিচের কোনটি HYV Technology?
(ক) তথ্য প্রযুক্তি (খ) জৈব প্রযুক্তি
(গ) উফশী প্রযুক্তি (ঘ) পরমাণু প্রযুক্তি

৩. বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির কোন উপখাতের অবদান সবচেয়ে বেশি?
(ক) মৎস্য সম্পদ (খ) বনজ সম্পদ
(গ) প্রাণিজ সম্পদ (ঘ) শস্য ও শাক-সবজি

৪. শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে—
i. খাদ্য ঘাটতি পূরণ সম্ভব ii. কর্মসংস্থান হ্রাস পায়
iii. একাধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও iii (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. X লেখাপড়া শেষে নিজ গ্রামে একটি কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উক্ত খামারে শাক-সবজি উৎপাদনের পাশাপাশি হাঁস-মুরগিও পালন করেন।

৫. মি. X-এর প্রতিষ্ঠিত খামারটি হলো—
(ক) বিশেষায়িত খামার (খ) যৌথ খামার
(গ) বহুমুখী খামার (ঘ) মিশ্র খামার

৬. উক্ত খামারের উদ্দেশ্য হলো—
i. পারিবারিক খাদ্যের চাহিদা পূরণ
ii. কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি
iii. সামাজিক বনায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. PPP-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Private Production Policy
(খ) Private Public Partnership
(গ) Public Private Partnership
(ঘ) Public Private Preparation

৮. বাংলাদেশে কোন ধরনের শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়?
(ক) ক্ষুদ্র শিল্প (খ) কুটির শিল্প
(গ) বৃহৎ শিল্প (ঘ) মাঝারি শিল্প

৯. বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি না করে যদি নিজ দেশে উৎপাদন করতে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাকে বলে—
(ক) আমদানি বিকল্প শিল্প (খ) বৃহৎ শিল্প
(গ) রপ্তানিমুখী শিল্প (ঘ) পশ্চাৎমুখী শিল্প

১০. বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা হলো—
i. প্রশিক্ষণের সমস্যা ii. দক্ষ শ্রমিকের সমস্যা
iii. বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. Y দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন।

১১. মি. Y-এর শিল্প প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) বৃহৎ শিল্প (খ) ক্ষুদ্র শিল্প
(গ) কুটির শিল্প (ঘ) মাঝারি শিল্প

১২. মি. Y-এর শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে—
i. কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ হতে পারে
ii. শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই মালিক হতে পারে
iii. প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ব্যবহৃত হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩. "An Essay on The Principle of Population" গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) ম্যালথাস (খ) এডাম স্মিথ
(গ) অধ্যাপক মার্শাল (ঘ) এল. রবিন্স

১৪. অধ্যাপক ড. ডাল্টনের প্রদত্ত জনসংখ্যার সূত্রে $M = \frac{A-O}{O}$ সমীকরণে M এর মান ঋণাত্মক হলে নিচের কোনটি নির্দেশ করে?
(ক) কাম্য জনসংখ্যা (খ) নিম্ন জনসংখ্যা
(গ) অধিক জনসংখ্যা (ঘ) শূন্য জনসংখ্যা

১৫. নিচের কোনটি স্থূল জন্মহার নির্ণয়ের সূত্র?
(ক) $CBR = \frac{\Sigma P}{\Sigma B} \times 100$ (খ) $CBR = \frac{\Sigma B}{\Sigma P} \times 1000$
(গ) $CBR = \frac{\Sigma P}{\Sigma B} \times 1000$ (খ) $CBR = \frac{\Sigma B}{\Sigma P} \times 100$

১৬. বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় হলো—
i. আবাসন ii. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রসার
iii. শক্তি ভোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. Z লেখাপড়া শেষ করে চাকরি না পেয়ে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুপরামর্শে নিজ জমিতে নার্সারি গড়ে তুলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন।

১৭. মি. Z-এর নার্সারি প্রতিষ্ঠানকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে?
(ক) আত্মকর্মসংস্থান (খ) যুব উন্নয়ন কার্যক্রম
(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (ঘ) অর্থনৈতিক মুক্তি

১৮. মি. Z-এর মত অন্য শিক্ষিত বেকার যুবকরা যদি এ ধরনের কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয় তবে—
i. বেকারত্ব হ্রাস পাবে ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে
iii. দারিদ্র্য বিমোচন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. "অধিক পরিমাণ অর্থ অল্প পরিমাণ দ্রব্যের পেছনে ধাবিত হওয়ার নাম মুদ্রাস্ফীতি"— উক্তিটি কার?
(ক) পিগু (খ) কুলবর্ণ
(গ) ক্রাউথার (ঘ) লর্ড কেইনস

২০. কোনো দেশে ২০২২ সালে দামস্তর ছিল ৫০ এবং ২০২৩ সালে দামস্তর বেড়ে ৬০ হয়। উক্ত দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার কত?
(ক) ১৫% (খ) ১০% (গ) ২০% (ঘ) ২৫%

২১. মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের উপায় কোনটি?
(ক) অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ (খ) রপ্তানি বৃদ্ধি করা
(গ) উৎপাদন স্থির রাখা (ঘ) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা

২২. বাংলাদেশ 'রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল' এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
(ক) EZP (খ) EPZ (গ) EPC (খ) EPS

২৩. নিচের কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্য?
(ক) চামড়া (খ) কাগজ
(গ) চা (ঘ) হিমায়িত খাদ্য

২৪. বিশ্বায়নের যুগে নতুন অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে কার ভূমিকা মুখ্য?
(ক) সরকার (খ) শিক্ষা
(গ) তথ্য প্রযুক্তি (ঘ) জনগণ

২৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে—
(ক) বিশ্বের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
(খ) খাদ্য ঘাটতি বাড়ে
(গ) সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয় না
(ঘ) উদ্বৃত্ত পণ্য অব্যবহৃত থাকে

২৬. দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর কোন ধরনের কর আরোপ করা হয়?
(ক) বিক্রয় কর (খ) রপ্তানি শুল্ক
(গ) সম্পূরক শুল্ক (ঘ) আবগারি শুল্ক

২৭. যে করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির ওপর পড়ে এ ধরনের করকে বলে—
(ক) পরোক্ষ কর (খ) আয়কর
(গ) প্রমোদ কর (ঘ) মূল্য সংযোজন কর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'A' দেশের সরকার অবকাঠামো নির্মাণ, প্রশাসন, যুদ্ধ পরিচালনা ও কল্যাণ ভাতা প্রদান প্রভৃতি কারণে অর্থ ব্যয় করে থাকে। উক্ত অর্থ আসে কর, জরিমানা, ফি, শুল্ক প্রভৃতি উৎস থেকে।

২৮. উদ্দীপকের আলোকে কোনটি উন্নয়ন ব্যয়?
(ক) যুদ্ধ ব্যয় (খ) কল্যাণ ভাতা প্রদান ব্যয়
(গ) অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় (ঘ) প্রশাসন পরিচালনা ব্যয়

২৯. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের সরকারের আয়ের অভ্যন্তরীণ উৎস হলো—
i. কর রাজস্ব ii. জরিমানা
iii. শুল্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. সরকারের আয়ের প্রধান খাত কোনটি?
(ক) কর রাজস্ব (খ) সরকারি ঋণ
(গ) বৈদেশিক অনুদান (ঘ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎস থেকে মাছের উৎপাদন (লাখ মেট্রিক টন) নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো হলো:

উৎস	২০১৩-১৪	২০২০-২১
অভ্যন্তরীণ জলাশয়	২৯.৫১	৩৯.৪০
সামুদ্রিক	৫.৯৬	৬.৮১

ক. কৃষিজোত কী? ১
খ. 'বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কিছু নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষ করা যায়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. প্রদত্ত টেবিল থেকে একটি লেখচিত্র অঙ্কন করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত কৃষির উপখাতটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব ফেলছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কৃষিঋণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণের ন্যায় কর্মসূচিসমূহ গ্রহণের ফলে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তারপরও বৈরী আবহাওয়া ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে অস্থিরতার কারণে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর দাম রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক. আদর্শ কৃষি খামার কাকে বলে? ১
খ. 'জীবননির্বাহী খামারে বহুবিধ ফসল উৎপাদিত হওয়ায় ঝুঁকির মাত্রা কম হয়।' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিগুলোর বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে কৃষক ও ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারের আর কোন পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অধিক যৌক্তিক হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶ করিমের কারখানায় ২০ জন শ্রমিক কাজ করে। তার স্থায়ী মূলধন প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। তার বন্ধু ফাহিম পরিবারের লোকজনের পুঁজি ও শ্রম ব্যবহার করে নিজ গৃহে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন। তবে দুজনেই সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে দিনে দিনে ব্যবসার প্রসার করছেন।

ক. সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব কী? ১
খ. 'কৃষি উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন জরুরি'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. করিমের কারখানাটি যে ধরনের শিল্পের অন্তর্গত তা নির্ণয় করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে ফাহিমের শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৪.▶ চামড়া শিল্প বাংলাদেশের একটি উদীয়মান ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প। এই শিল্পের উৎপাদিত প্রধান দ্রব্যগুলোর মধ্যে রয়েছে জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, অলঙ্কারের বাক্স ইত্যাদি। এই সমস্ত দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

ক. কৃষিভিত্তিক শিল্প কী? ১
খ. আমদানি বিকল্প শিল্প বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সাহায্য করে কীভাবে? ২
গ. কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পের ধরন চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং এক্ষেত্রে সরকারের করণীয় আলোচনা করো। ৪

৫.▶ 'ক' দেশের মোট জনসংখ্যা ৩০ কোটি; মোট আয়তন ৯১,৪৭,৫৯০ বর্গ-কিলোমিটার এবং মোট মৃত্যু সংখ্যা ২৫ লক্ষ। উক্ত

দেশে বহিরাগমন (in migration) ৮ কোটি এবং বহির্গমন (out migration) ৮০ হাজার।

ক. জ্যামিতিক হার কী? ১

খ. সবক্ষেত্রে জনসংখ্যা কি সম্পদ হয়ে থাকে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও অশোধিত মৃত্যুহার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. 'ক' দেশের নিট অভিবাসন হারের ভিত্তিতে উক্ত দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

৬.▶ বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে খাদ্য ঘাটতি, উচ্চ জন্ম ও মৃত্যুহার, অধিক বেকারত্বসহ ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। তবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কারণে জন্মহার সফলভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও নারী উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে এই অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

ক. নমুনা জরিপ কী? ১

খ. নারীর ক্ষমতায়নের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক কেমন তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনসংখ্যার কোন তত্ত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর পারস্পরিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶

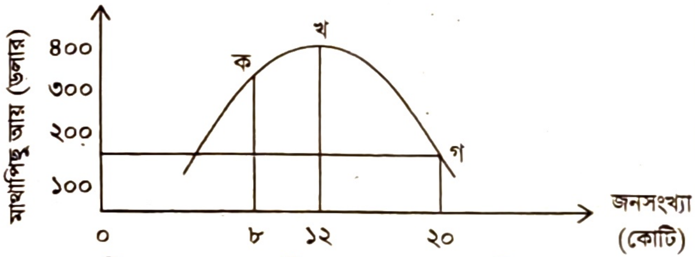

জামানের শিক্ষক ওপরের চিত্রের মাধ্যমে একটি জনসংখ্যার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন। তখন সে বুঝতে পারল যে, তার দেশ অতি জনবহুল। তাই সে চাকরির চিন্তা না করে একটি বাণিজ্যিক কৃষি খামার গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে সে বেশকিছু লোকের কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হয়।

ক. জনসংখ্যার পরিমাপ কাকে বলে? ১

খ. কোন দেশে জনসংখ্যা স্থির অবস্থায় রাখতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত হতে হবে? মতামত দাও। ২

গ. অধ্যাপক ডালটনের সূত্র ব্যবহার করে প্রদত্ত চিত্র থেকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও নিম্ন জনসংখ্যা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. জামানের ন্যায় কর্মসংস্থান তৈরির জন্য আর কী পদক্ষেপসমূহ নেয়া যেতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ 'X' দেশে ভিত্তি বছর ও বর্তমান বছরে দুটি ভোগ্যপণ্যের পরিমাপ ও দাম নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্য	পরিমাণ	দাম (টাকা)	
	(কেজি/লিটার)	ভিত্তি বছর	বর্তমান বছর
চাল	৩০	৪০	৬০
তেল	৫	১০০	১২০

মুদ্রাস্ফীতি কমানোর জন্য উক্ত দেশের সরকার সুদের হার বৃদ্ধি, উন্নয়ন ব্যয় হ্রাস, ভ্যাট ও শুল্ক হ্রাস করলেও তাৎক্ষণিকভাবে আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে 'X' দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকারি পদক্ষেপসমূহ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে তাৎক্ষণিকভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ অর্থনীতি ক্লাসে শিক্ষক বললেন যে, 'ক' দেশের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলেও 'খ' দেশের সাথে কোন দেশের এরকম সম্পর্ক নাই। 'ক' দেশটি তার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। তবে শিক্ষক বললেন যে বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য বেশি কাম্য।

ক. আমদানি শুল্ক কী? ১

খ. 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কারণ উৎপাদন খরচের পার্থক্য'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' ও 'খ' দেশে বাণিজ্যের প্রকৃতি নির্ণয় করো এবং কোন দেশের বাণিজ্য তার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অধিক সহায়ক হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শিক্ষকের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০.▶ বাংলাদেশে ২০২০-২১ অর্থবছরে কয়েকটি পণ্যের রপ্তানি আয় নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	পরিমাণ (মিলিয়ন ডলারে)
১	হিমায়িত খাদ্য	৪৭৭
২	কাঁচাপাট	১৩৮
৩	চা	০.৪
৪	কৃষিজাত পণ্য	৫৩২
৫	তৈরি পোশাক	১৪৪৯৭
৬	চামড়া	১১৯

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য আশানুরূপ নয়।

ক. মূলধনী দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যসামগ্রী আমদানি করতে হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক থেকে বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি আয় পৃথকভাবে নিরূপণপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় বলে তুমি মনে করো? আলোচনা করো। ৪

১১.▶ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: প্রতিরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। এসব ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার কর রাজস্ব ও অকর রাজস্ব গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশের সরকার বিভিন্ন প্রয়োজনে দেশের জনগণ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক, বিদেশি সরকার, বিশ্বব্যাংক, IMF, ADB, IDA এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

ক. পণ্য কর কী? ১

খ. সরকার প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের জন্য প্রথমেই নতুন নোট ছাপাতে চায় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যয়ের খাতগুলোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎসগুলোর মধ্যে কোনগুলো অধিক নিরাপদ? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	খ	২	গ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ঘ	৬	ক	৭	গ	৮	খ	৯	ক	১০	ঘ	১১	খ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	গ	২১	ক	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ক

যশোর বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: ১ ১ ০

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সেট – ক

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. **'সাদা সোনা' বা White gold নামে খ্যাত কোনটি?**
(ক) চিংড়ি (খ) ইলিশ (গ) পাট (ঘ) তামাক

২. **কোন ফসলে কৃষি জমির প্রয়োজন হয় না?**
(ক) তুলা (খ) গম (গ) মাশরুম (ঘ) চা

৩. **ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে—**
(ক) জ্যামিতিক হারে (খ) গাণিতিক হারে
(গ) সমহারে (ঘ) ক্রমবর্ধমান হারে

৪. **বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণ—**
i. উচ্চ জন্মহার ii. অর্থনৈতিক উন্নতি
iii. বাল্যবিবাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. **প্রশাসনিক ফি সরকারের কোন ধরনের প্রাপ্তি?**
(ক) NBR ভুক্ত (খ) NBR বহির্ভূত
(গ) বাধ্যতামূলক (ঘ) কর বহির্ভূত

৬. **ADP-কী?**
(ক) Annual Development Programme
(খ) Asain Development Plan
(গ) Annual Development Project
(ঘ) Asain Development Project

৭. $\mathbf{M = \frac{A - O}{O}}$ **সমীকরণে M = O হলে নির্দেশ করে—**
(ক) শূন্য জনসংখ্যা (খ) অধিক জনসংখ্যা
(গ) নিম্ন জনসংখ্যা (ঘ) কাম্য জনসংখ্যা

উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশ বর্তমানে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সিরামিক সামগ্রী, জুতা রপ্তানি করছে। এতে বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

৮. **উদ্দীপকে উল্লিখিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো হলো—**
(ক) প্রচলিত (খ) অপ্রচলিত (গ) কৃষিজাত (ঘ) সেবা

৯. **উক্ত দ্রব্যগুলো রপ্তানি করে বাংলাদেশের—**
i. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় ii. উৎপাদন হ্রাস পায়
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্রটির আলোকে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

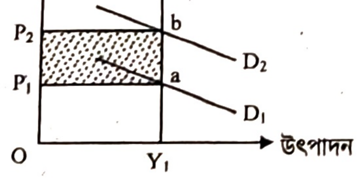

১০. **চিত্রে P_1P_2ba নির্দেশ করে—**
(ক) মুদ্রাস্ফীতি (খ) মুদ্রাসংকোচন
(গ) মোট আয় (ঘ) মোট খরচ

১১. **$S'Y_1$ রেখাটি কী নির্দেশ করে?**
i. সামাজিক চাহিদা ii. সামগ্রিক যোগান
iii. পূর্ণ নিয়োগ উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. **মোট কত একর জমি নিয়ে আদর্শ কৃষি খামার গঠিত হয়?**
(ক) ৩ একর (খ) ৪ একর (গ) ৯ একর (ঘ) ১০ একর

১৩. **"অত্যধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে"— সংজ্ঞাটি কার?**
(ক) অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার (খ) অর্থনীতিবিদ কুলবর্ণ
(গ) অর্থনীতিবিদ হট্রে (ঘ) অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ এবং ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. ফিলিক্স বিগত ৫ বছরে তার দেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ে বিচলিত। কারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়ে তা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

১৪. **উদ্দীপকের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়াকে কী বলে?**
(ক) মুদ্রাস্ফীতি (খ) মুদ্রাসংকোচন
(গ) মুদ্রার যোগান (ঘ) মুদ্রার অবমূল্যায়ন

১৫. **উদ্দীপকের উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিতে—**
i. ঋণগ্রহীতা উৎসাহিত হবে
ii. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করবে
iii. জীবনযাত্রার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. **PPP-এর পূর্ণরূপ কী?**
(ক) Public Private Partnership
(খ) Public Private Property
(গ) Personal Procurement Policy
(ঘ) Production Possibility Picture

১৭. **কোনটি অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য?**
(ক) কাঁচাপাট (খ) চা
(গ) নিউজপ্রিন্ট (ঘ) হিমায়িত খাদ্য

১৮. **ফার্মের আয়তন বাড়লে সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের মাধ্যমে কোন সুবিধা পাওয়া যায়?**
(ক) অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ (খ) বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ
(গ) জাতীয় ব্যয় সংকোচ (ঘ) আন্তর্জাতিক ব্যয় সংকোচ

চিত্রটি দেখো এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

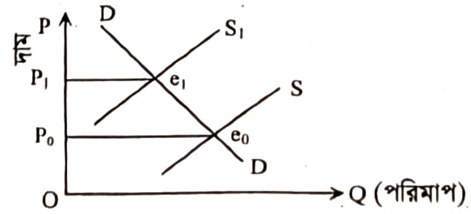

১৯. **চিত্রে প্রদর্শিত প্রাথমিক বিন্দু e_0 হলে মুদ্রাস্ফীতিটি হলো—**
(ক) চাহিদাজনিত (খ) ব্যয়জনিত
(গ) ঘাটতি প্ররোচিত (ঘ) অতিরিক্ত

২০. চিত্রে যোগান হ্রাস পাওয়ার ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি হয় তার কারণ—

i. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি
ii. উপকরণের চাহিদা হ্রাস
iii. উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব সাজিদ বাংলাদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি দেখলেন প্রতি বছর দেশে বিদেশ থেকে প্রচুর মোবাইল সেট আমদানি করতে হয়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি দেশে মোবাইল সেট তৈরির কারখানা স্থাপন করবেন।

২১. জনাব সাজিদের কারখানাটি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্গত?

(ক) মাঝারি (খ) সংরক্ষিত
(গ) অগ্রাধিকার (ঘ) আমদানি বিকল্প

২২. উদ্দীপকে যে ধরনের শিল্পের কথা বলা হয়েছে তার প্রভাবে দেশে—

i. আমদানি হ্রাস পাবে
ii. রপ্তানি হ্রাস পাবে
iii. দেশের নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. বর্তমানে বাংলাদেশে কোন শিল্পটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে?

(ক) চামড়া (খ) সিমেন্ট (গ) ঔষধ (ঘ) প্রসাধনী

২৪. বাংলাদেশের জিডিপিতে কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি?

(ক) শিল্প (খ) কৃষি (গ) সেবা (ঘ) তৈরি পোশাক

২৫. কৃষির উপখাতগুলো হচ্ছে—

i. খনিজসম্পদ
ii. শস্য ও শাকসবজি
iii. পশুপালন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জনাব শাহেদ একজন কৃষক। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তার সামান্য জমিতে পরিবারের সদস্য নিয়েই চাষাবাদ করেন এবং তা দিয়েই পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করেন।

২৬. উদ্দীপকে কোন ধরনের খামারের কথা বলা হয়েছে?

(ক) বাণিজ্যিক (খ) মিশ্র
(গ) বহুমুখী (ঘ) জীবননির্বাহী

২৭. উক্ত খামারের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. মুনাফা অর্জন করা
ii. জীবন ধারণ করা
iii. ব্যবস্থাপনা অসংগঠিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮. বিশ্বায়ন বলতে বোঝায়—

(ক) বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠা (খ) বৈদেশিক বাণিজ্য
(গ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (ঘ) বৈদেশিক বিনিয়োগ

২৯. নিচের কোন কৃষিজাত পণ্যটি বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় কম উৎপাদন হয়?

(ক) গম (খ) পাট (গ) ধান (ঘ) চা

৩০. বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে যদি—

i. বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়
ii. অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি মোকাবিলা করা যায়
iii. নতুন বাজার অন্বেষণ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১.▶ 'A' ও 'B' ব্যক্তির প্রত্যেকের একটি করে খামার রয়েছে। 'A' ব্যক্তির খামারে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন না পড়লেও 'B' ব্যক্তির খামারে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় অসংখ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। এছাড়া প্রথম ব্যক্তির খামারে বহুবিধ ফসল উৎপাদন হলেও উপকরণের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির খামারে একটি বা দুটি ফসল উৎপাদন হলেও উপকরণের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ অধিক কর্মসংস্থানে সহায়ক-ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম খামারটির ধরন চিহ্নিত করে দুটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় খামারে কীভাবে উপকরণের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ পাট, বস্ত্র, চা, চামড়া ও তৈরি পোশাক শিল্পসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিদেশের বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে এমন কিছু শিল্প রয়েছে যা পৃথিবীর অপরাপর দেশ হতে ক্রয়কৃত পণ্য ও সেবা হ্রাস এবং উক্ত দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন ও যোগান দেয়ার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। তবে দু'ধরনের শিল্পই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বেকারত্ব নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. শিল্প কী? ১
খ. তৈরি পোশাক শিল্প নারীর ক্ষমতায়নে কীভাবে সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন কোন ধরনের শিল্পের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প দুটির তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৩.▶ 'ক' দেশটি পৃথিবীর ঘনবসতি দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশটির মোট জনসংখ্যা ১৭,০১,৪৮,২০১ জন এবং আয়তন মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হওয়ার পিছনে দেশটির ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, মানুষের খাদ্যাভ্যাস, কুসংস্কার ও চরম দারিদ্র্য ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১
খ. নিট অভিবাসন হার কখন ধনাত্মক হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত নির্ধারকসমূহ কীভাবে দেশটির উচ্চ জনসংখ্যার জন্য দায়ী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪.▶ মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভূমিহীন কৃষক, গরিব জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী ও সীমিত আয়ের লোকদের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যয়, ব্যাংক হার পরিবর্তন, কর, খোলাবাজার নীতি, সরকারি ঋণ ও নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন ইত্যাদি হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে।

ক. মুদ্রাসংকোচন কী? ১

খ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক হতে আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতির হাতিয়ারসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতির হাতিয়ারসমূহ কীভাবে কাজ করে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫.▶ 'ক' দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহ অত্যন্ত গতিশীল, বাণিজ্য নীতির কোন পরিবর্তন হয় না এবং মানুষের রুচি ও পছন্দেরও তেমন কোন পার্থক্য থাকে না। অন্যদিকে 'খ' দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের বৈশিষ্ট্যগত যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, ভোগের পরিমাণ ও ভোগ অভ্যাস পরিবর্তিত হয় এবং মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয় বাণিজ্যই যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের পারস্পারিক চাহিদা পূরণে অত্যাবশ্যকীয়।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১

খ. বিশ্বায়নের ফলে দেশিয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' ও 'খ' দেশের বাণিজ্যের ধরন চিহ্নিত করে সংজ্ঞায়িত করো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন দেশের বাণিজ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ? তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মন্তব্য করো। ৪

৬.▶ একটি দেশের সরকার নিজ দেশের জনগণ, ব্যাংক ব্যবস্থা, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আবার বিদেশি ব্যক্তি, সরকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকেও ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চকরণ ইত্যাদি লক্ষ্যে কোনো দেশ এ দুটি উৎস থেকে প্রায়শই ঋণ নিয়ে থাকে। তবে উভয় উৎস থেকে গৃহীত ঋণের সুবিধা যেমন রয়েছে তেমন অসুবিধাও রয়েছে।

ক. আয়কর কী? ১

খ. সরকারি ঋণ কি ভারহীন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ঋণ গ্রহণের কোন দুটি উৎসের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋণের উৎস দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিচারে কোনটি উত্তম? যুক্তিসহ মন্তব্য করো। ৪

৭.▶ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ও লবণাক্ততার হার বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষির বিভিন্ন উপখাত যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমন জনজীবনও বিপর্যস্ত হচ্ছে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস ও সৃষ্ট সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

ক. কৃষিজোত কী? ১

খ. কৃষকের দারিদ্র্যতাই পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির অন্যতম অন্তরায় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন কোন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ও জনজীবন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৮.▶ জনসংখ্যা বিষয়ক বহুল প্রচলিত দুটি তত্ত্ব রয়েছে। এর একটি তত্ত্বে শুধু অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করলেও অন্যটিতে অতিরিক্ত ও নিম্ন জনসংখ্যা উভয়কেই সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রথম তত্ত্বে নৈরাশ্যবাদের কথা শুনালেও অন্যটিতে আশার কথাও শুনিয়েছেন।

ক. নিট অভিবাসন কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থানই বেকারত্ব নিরসণের অন্যতম উপায়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম তত্ত্বের মূল বক্তব্য লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তত্ত্ব দুটির মধ্যে কোনটি উন্নত? তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মন্তব্য করো। ৪

৯.▶ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্য উভয়ই অপরিহার্য। পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান, বৃহৎ অবকাঠামো বিনির্মাণ, প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাবপূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন। আবার অভ্যন্তরীণ সম্পদের কাম্য ব্যবহার, দেশের প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি, স্বাধীনভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে সতর্ক না হলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে।

ক. অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য কী? ১

খ. বিশ্বায়নের ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে কী কী বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত বলে তুমি মনে করো? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য না বাণিজ্য কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ? উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

১০.▶ সরকারি অর্থব্যবস্থায় দু'ধরনের ব্যয় লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনা করে বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ স্থানীয় সমস্যাবলি সমাধানের লক্ষ্যে অর্থ ব্যয় করে থাকে। উভয় ব্যয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়ে একে অপরের পরিপূরক।

ক. NBR-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. প্রত্যক্ষ কর অপ্রিয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন দুটি ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যয় দুটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরস্পরের পরিপূরক— ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶

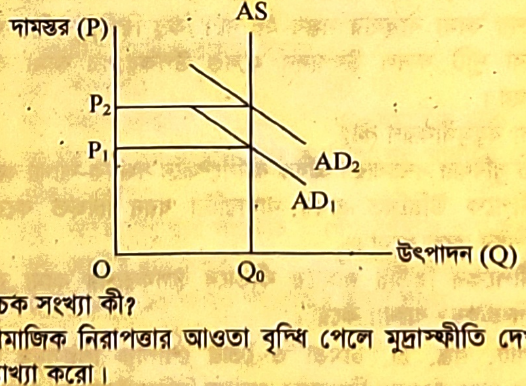

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতির ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	ক	২	গ	৩	ক	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	খ	১০	ক	১১	গ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ঘ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	খ	২০	খ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	গ

বরিশাল বোর্ড ২০২৫

বিষয় কোড: ১ ১ ০

সেট – ঘ

অর্থনীতি : দ্বিতীয় পত্র

সময়— ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. বাংলাদেশে সাধারণত কত বছর পর পর জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়?
(ক) ৫ (খ) ১০
(গ) ১৫ (ঘ) ২০

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

দেশে জনসংখ্যার তুলনায় কাজের সুযোগ অপ্রতুল, তাই বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় কাসেম সাহেব এমন উদ্যোগ নিলেন, যাতে নিজের কাজের পাশাপাশি অন্যদেরও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২. কাসেম সাহেবের উদ্যোগকে বলা যায়—
(ক) আত্মনির্ভরতা (খ) আত্মউদ্যোগ
(গ) আত্মনিয়োগ (ঘ) আত্মকর্মসংস্থান

৩. উদ্দীপক অনুযায়ী কাজের সুযোগ সৃষ্টির ফলে—
i. উৎপাদন বাড়বে ii. বেকারত্ব কমবে
iii. আত্মনির্ভরতা বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে কী বলে?
(ক) দামস্তর (খ) অর্থের মূল্য
(গ) দামব্যবস্থা (ঘ) অর্থের প্রচলন গতি

৫. মুদ্রাস্ফীতির কারণ কোনটি?
(ক) অর্থের যোগান বৃদ্ধি (খ) প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি
(গ) মোট উৎপাদন বৃদ্ধি (ঘ) আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি

নিচের চিত্রটি দেখো এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

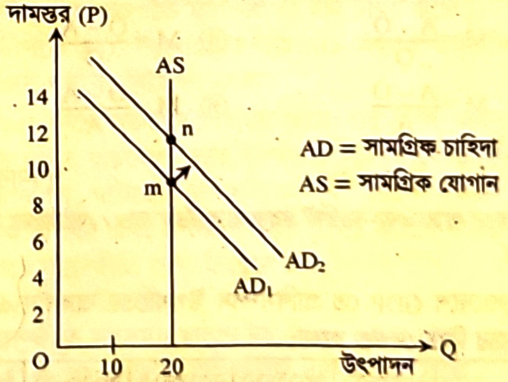

৬. উদ্দীপকের m থেকে n বিন্দুতে স্থানান্তরিত হলে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হবে?
(ক) ঘাটতি প্ররোচিত (খ) বাধাজনিত
(গ) ব্যয়জনিত (ঘ) চাহিদাজনিত

৭. উদ্দীপকের সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতির কারণে—
i. উৎপাদক লাভবান হবে ii. করদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে
iii. ঋণগ্রহীতা লাভবান হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. কোনটি বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য?
(ক) কাঁচাপাট (খ) হিমায়িত খাদ্য
(গ) চামড়া (ঘ) চা

৯. বিশ্বায়নের অসুবিধা কোনটি?
(ক) নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব (খ) টেকসই উন্নয়ন
(গ) মেধা পাচার (ঘ) একচেটিয়া ক্ষমতা হ্রাস

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশি নাগরিক মি. তারেক মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে গত তিন বছর ধরে কাজ করছেন এবং দেশে পরিবারের জন্যে নিয়মিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করেন, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

১০. মি. তারেক দেশে যে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করেন, তা হলো—
(ক) রপ্তানি আয় (খ) বৈদেশিক আয়
(গ) বাণিজ্য আয় (ঘ) রেমিট্যান্স

১১. মি. তারেকের কাজ—
i. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে
ii. বেকার সমস্যা হ্রাস করে
iii. নিজ দেশের GDP হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত আরোপিত করকে বলা হয় 'পণ্য ও সেবার উপর'—
(ক) আবগারি শুল্ক (খ) বাণিজ্য শুল্ক
(গ) বিক্রয় কর (ঘ) উৎপাদন কর

১৩. কোনটি প্রত্যক্ষ কর?
(ক) মূল্য সংযোজন কর (VAT) (খ) আমদানি শুল্ক
(গ) রপ্তানি শুল্ক (ঘ) আয়কর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'A' দেশের ধনী-গরিব নির্বিশেষে সরকারকে এমন একটি কর দেয়, যেটি ফাঁকি দেয়া যায় না।

১৪. উদ্দীপকে বর্ণিত করটি কোন ধরনের?
(ক) পরোক্ষ কর (খ) প্রত্যক্ষ কর
(গ) প্রগতিশীল কর (ঘ) অধোগতিশীল কর

১৫. বিবেচ্য করটির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. সার্বজনীন ii. অন্যের ওপর চাপানো যায়
iii. প্রগতিশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬. কোনটি বিশেষায়িত ব্যাংক?
(ক) সোনালী ব্যাংক (খ) অগ্রণী ব্যাংক
(গ) কর্মসংস্থান ব্যাংক (ঘ) ইসলামী ব্যাংক

১৭. কৃষির সবচেয়ে বড় উপখাত কোনটি?
(ক) প্রাণিসম্পদ (খ) মৎস্য সম্পদ
(গ) শস্য ও শাকসবজি (ঘ) বনজ সম্পদ

১৮. কোনটি HYV প্রযুক্তি?
(ক) তথ্য প্রযুক্তি (খ) উফশী প্রযুক্তি
(গ) পরমাণু প্রযুক্তি (ঘ) জৈব প্রযুক্তি

১৯. একজন কৃষকের সকল আবাদযোগ্য জমিকে একত্রে বলা হয়—
(ক) কৃষিজোত (খ) কৃষি খামার
(গ) কৃষি জমি (ঘ) কৃষি ব্যবস্থা

২০. শস্য বহুমুখীকরণের ফলে প্রধানত কী ঘটে?
(ক) জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়
(খ) জমিতে সেচের ব্যবহার বাড়ে
(গ) সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়
(ঘ) জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা হ্রাস পায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মি. রহিমুদ্দিন অল্প পরিমাণ জমিতে চাষ করে কোনো প্রকারে তার পরিবার নিয়ে দিনাতিপাত করেন। অন্যদিকে মি. আরমান মিয়া আধুনিক প্রযুক্তি ও পুঁজিনির্ভর বৃহৎ খামার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন।

২১. মি. রহিমুদ্দিনের খামারটি কোন ধরনের?
(ক) আদর্শ (খ) সমবায়
(গ) বাণিজ্যিক (ঘ) জীবননির্বাহী

২২. মি. রহিমুদ্দিনের তুলনায় মি. আরমান মিয়ার খামারের সুবিধা হলো—
i. অধিক উৎপাদন ii. সহজ পরিচালনা
iii. লাভজনক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল কোন শিল্পের অন্তর্গত?
(ক) নিয়ন্ত্রিত (খ) অগ্রাধিকার
(গ) সংরক্ষিত (ঘ) হাইটেক

২৪. শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
(ক) ৯ (খ) ১২
(গ) ১৫ (ঘ) ১৭

২৫. কোনো পণ্যের আমদানি কমানোর উদ্দেশ্যে ঐ পণ্য দেশে উৎপাদন করার জন্য শিল্প স্থাপনকে বলে—
(ক) আমদানিমুখী শিল্প (খ) নিয়ন্ত্রিত শিল্প
(গ) অগ্রাধিকার শিল্প (ঘ) আমদানি বিকল্প শিল্প

২৬. সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানায় কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপ হলো—
(ক) PPC (খ) PPP
(গ) GSP (ঘ) GPF

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সিলেটের ছকিনা খাতুন বাড়ির আঙ্গিনায় 'শীতলপাটি' বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে পরিবারের আট সদস্য ও স্বল্প পুঁজি নিয়ে উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

২৭. ছকিনা খাতুনের উৎপাদন কোন শিল্পের অন্তর্গত?
(ক) ক্ষুদ্র শিল্প (খ) মাঝারি শিল্প
(গ) কুটির শিল্প (ঘ) মাইক্রো শিল্প

২৮. উদ্দীপকের শিল্পটির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. পুঁজি বিশ লাখ টাকার কম ii. স্বল্প কর্মসংস্থান
iii. পরিবেশবান্ধব
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. নিচের কোনটি জ্যামিতিক বৃদ্ধির হার?
(ক) ১, ২, ৩, ৪, ৫........ (খ) ১, ৩, ৫, ৭, ৯........
(গ) ১, ২, ৪, ৮, ১৬........ (ঘ) ২, ৪, ৬, ৮, ১০........

৩০. কাম্য জনসংখ্যা পরিমাপের সূত্র কোনটি?
(ক) $M = \frac{A - O}{O}$ (খ) $M = \frac{O - A}{O}$
(গ) $M = \frac{A - O}{A}$ (ঘ) $M = \frac{O - A}{A}$

সময়— ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান— ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶

কৃষি খামার 'A'	কৃষি খামার 'B'
→ সীমিত জমির ব্যবহার	→ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
→ উৎপাদিত ফসল দ্বারা শুধু পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ হয়।	→ উৎপাদিত ফসল দ্বারা পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের সাথে অধিক মুনাফা অর্জন হয়।

ক. কৃষি প্রযুক্তি কী? ১
খ. 'শস্য বহুমুখীকরণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'A' এবং 'B' কৃষি খামারের পার্থক্য আলোচনা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি খামারের মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৪

২.▶ বাংলাদেশে GDP তে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান এবং এর প্রবৃদ্ধির হার নিচে দেওয়া হলো:

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১৩-১৪	২০২০-২১	২০২১-২২
GDP-তে অবদান (কোটি টাকায়)	১২,২২১	১২,৫৪৯	১৩,২৫৮	৫৩,৯৮৯	৫৫,৬৬১
GDP-তে প্রবৃদ্ধির হার	২.৫৯	২.৬৮	২.৮৩	১.৯৮	১.৯০

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১
খ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষির জন্য ক্ষতিকর— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক থেকে বাংলাদেশের GDP তে প্রাণিসম্পদের প্রবৃদ্ধির হারকে স্তম্ভচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করো। ৩
ঘ. 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে'— উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩.▶

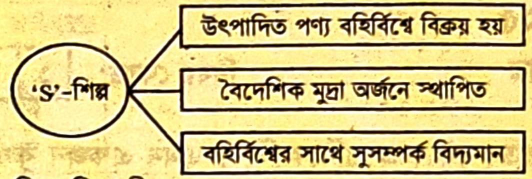
'S'-শিল্প
উৎপাদিত পণ্য বহির্বিশ্বে বিক্রয় হয়
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে স্থাপিত
বহির্বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক বিদ্যমান

ক. সংরক্ষিত শিল্প কী? ১
খ. শিল্পায়ন কীভাবে বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'S'-শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'S'-শিল্পটির গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচনা করো। ৪

৪.▶ 'A' কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকের শতকরা আশি ভাগের বেশি নারী। কারখানাটি স্থাপনের ফলে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি (যেমন: সুতা, কার্টুন, পলিব্যাগ প্রভৃতি পণ্যের কারখানা) এর দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে কারখানাটি উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

ক. হাইটেক শিল্প কী? ১
খ. 'কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কুটির শিল্পের ভূমিকা'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে 'A'-কারখানাটি কী ধরনের শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত শিল্পটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ করো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

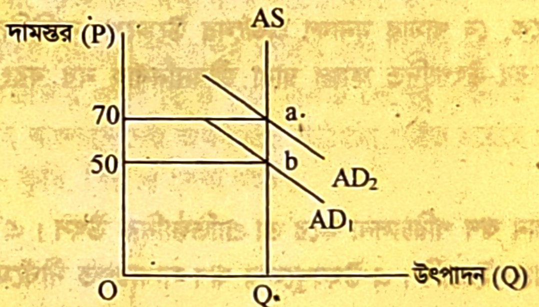

ক. মুদ্রাসংকোচন কী? ১
খ. ঋণগ্রহীতার ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে AD_1 স্থানান্তরিত হয়ে AD_2 হওয়ায় অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ 'M' দেশে সরকারের বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক চাহিদা বেড়েছে ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। অপরদিকে 'N' দেশে হরতাল, ধর্মঘট, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং উপকরণ খরচ বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক যোগান হ্রাস পেয়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে।

ক. GNP ডিফ্লেটর কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতি সবসময় খারাপ নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'M' ও 'N' দেশের মুদ্রাস্ফীতির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'N' দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করো। ৪

৭.▶ একটি উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

সন	১৯০০	১৯২৫	১৯৫০	১৯৭৫	২০০০
জনসংখ্যা (কোটি)	১	২	৪	৮	১৬
খাদ্য উৎপাদন (কোটি টন)	১	২	৩	৪	৫

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১
খ. প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনসংখ্যার কোন তত্ত্বের সাথে উদ্দীপকের তথ্য সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনসংখ্যা তত্ত্বটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রাসঙ্গিক? আলোচনা করো। ৪

৮.▶ 'D' দেশে সম্পদের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা এবং উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশটির উন্নয়নকে ব্যহত করেছে। এর ফলে শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। খাদ্য, বাসস্থান ও ভূমির ওপর ভীষণ চাপ পড়েছে। ফলে মানবসম্পদ উন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে।

ক. কাম্য জনসংখ্যা কী? ১
খ. 'আত্মকর্মসংস্থান দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ জনাব 'X' সিলেট থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ফল বিক্রি করেন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে তৈরি পোশাক কিনে সিলেটে বিক্রি করেন। অন্যদিকে জনাব 'Y' শাকসবজি ও হিমায়িত চিংড়ি বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে বিক্রি করেন এবং চীন থেকে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আমদানি করেন।

ক. বিশ্বায়ন কী? ১
খ. দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব 'X' এর বাণিজ্যকে কোন ধরনের বাণিজ্য বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনাব 'X' ও 'Y' এর বাণিজ্যের ধরন উল্লেখপূর্বক এদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো। ৪

১০.▶ 'A' দেশের সরকার শিক্ষা ও প্রযুক্তি, জননিরাপত্তা, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্যসেবা, আইনশৃঙ্খলা, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজ করছে। এ সকল কাজে ব্যয় নির্বাহের জন্য আয় ও মূলধনের উপর কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, ভাড়া ও ইজারা, টোল, VAT এবং ফি এর আওতা বৃদ্ধির নীতিমালা গ্রহণ করে।

ক. পরোক্ষ কর কী? ১
খ. 'আয়কর প্রত্যক্ষ কর'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'A' দেশের সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ব্যয় নির্বাহের জন্য গৃহীত সরকারি পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ 'R' দেশ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, জাপান ও চীন থেকে ঋণ গ্রহণ করে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করে। একইসাথে দেশটির সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এবং বন্ড বিক্রির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ICT তে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ক. ফি কাকে বলে? ১
খ. পরোক্ষ কর তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে সরকারি ঋণের উৎসগুলোর ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঋণের উৎসগুলোর তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তর	১	খ	২	ঘ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	খ	৯	গ	১০	ঘ	১১	ক	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ক	২১	ঘ	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক

সৃজনশীল নমুনা প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র বিষয় কোড: ১ ১ ০

প্রশ্ন-১. মি. X এমন একজন কৃষক যিনি শিক্ষিত এবং যার খামারের আয়তন বৃহৎ। অপরদিকে মি. Y এমন একজন কৃষক যিনি অশিক্ষিত এবং যার খামারের আয়তন ক্ষুদ্র। মি. X এবং মি. Y উভয়ে কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করে সুনাম অর্জন করেছেন। মি. X বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সমবায় ঋণদান সমিতি ইত্যাদি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। অপরদিকে মি. Y বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বল্প সময়ে এবং সহজে বন্ধু-বান্ধব, দোকানদার, গ্রাম্য মহাজন থেকে ঋণ গ্রহণ করেন।

ক. শস্য বহুমুখীকরণ কী? ১
খ. জীবননির্বাহী খামার এবং বাণিজ্যিক খামার কি একই? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. X-এর ঋণের উৎস কোন ধরনের তা চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. X এবং মি. Y-এর ঋণের উৎসের তুলনামূলক সুবিধা এবং অসুবিধা উদ্দীপক অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই জমিতে বিভিন্ন মৌসুমে এক ফসলের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করাকে শস্য বহুমুখীকরণ বলে।

খ উৎপাদনের উদ্দেশ্য বিবেচনায়, জীবননির্বাহী খামার ও বাণিজ্যিক খামার এক নয়।

জীবননির্বাহের জন্য কৃষক যে ভূখণ্ডে ফসল উৎপাদন করে, তাকে জীবননির্বাহী খামার বলে। অর্থাৎ উৎপাদিত ফসল দ্বারা মুনাফা অর্জন নয় বরং কোনোভাবে জীবননির্বাহ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, যে খামার মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হয়, তাকে বাণিজ্যিক খামার বলে। অর্থাৎ এ ধরনের খামারের উৎপাদিত ফসল দ্বারা জীবননির্বাহ নয় বরং মুনাফা অর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য।

গ মি. X প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আইন-কানুন ও শর্তাবলির অধীনে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ পরিচালনা করে তা প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। এ ধরনের উৎসগুলো হলো— বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদি। এ উৎসগুলোর ঋণ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্প সুদের হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. X বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সমবায় ঋণদান সমিতি ইত্যাদি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন ও শর্তাবলি মেনে ঋণ পরিচালনা করেন। তাই এগুলো কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের ঋণগুলো সাধারণত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদের হয়। তবুও বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় নয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. Y এবং মি. X যেসব উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করেন সেগুলো যথাক্রমে ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎস।

সরকারি বিধি ও নিয়মের অন্তর্ভুক্ত কৃষি ঋণের উৎসগুলো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। যেমন: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রভৃতি। তবে সরকারি নিয়ম ও বিধি বহির্ভূত কৃষি ঋণের উৎসগুলোকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলা হয়। যেমন: গ্রাম্য মহাজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ফড়িয়া, বেপারি প্রভৃতি।

উদ্দীপকের মি. X বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সমবায় ঋণ দান সমিতি ইত্যাদি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। এটি কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। অন্যদিকে মি. Y তার প্রয়োজনে স্বল্প সময়ে তার বন্ধু-বান্ধব, দোকানদার ও গ্রাম্য মহাজন থেকে ঋণ নেন। এটি কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস। এ উৎস দুটির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসই অধিক সুবিধাজনক।

অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণের সুদের হার বেশি। এখানে কোনো সাংগঠনিক স্তর ও নিয়ম না থাকায় এটি শোষণমূলক উৎস। আবার এ ঋণের জন্য কোনো কাঠামো না থাকায় ঋণ প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা থাকে। ফলে এ উৎস থেকে ঋণ নিয়ে কৃষকেরা তেমন লাভবান হয় না। অপরপক্ষে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদের হার স্বল্প। এ ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে। আবার, এখানে সরকারি ঋণদান কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত। এ উৎসের প্রসারে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অপ্রতুলতা, সময় সাপেক্ষ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রভৃতি সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যা সমাধান করলে কৃষকেরা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের চেয়ে তুলনামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিয়ে বেশি লাভবান হবে।

প্রশ্ন-২. GDP-তে সার্বিক খাতসমূহের অবদান:

অর্থবছর খাত	১৯৮০-৮১	২০২২-২৩
কৃষি	৩৩.০৭	১১.৩০
শিল্প	১৭.৩১	৩৭.৬৫
সেবা	৪৯.৬২	৫১.০৫

ক. কৃষিপণ্যের বিপণন কী? ১

খ. 'কৃষি এবং পরিবেশ পরস্পর পরিপূরক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা উদ্দীপক অনুসারে ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিপণ্য বিপণন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো হয়।

খ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কৃষিকাজ প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের কৃষি এখনও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও মাটির উর্বরতার ওপর কৃষির উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভর করে। পর্যাপ্ত আধুনিক সেচ ব্যবস্থার অভাবে আমাদের দেশের কৃষকরা চাষাবাদের জন্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে থাকে। এছাড়া পরাগায়ণের কাজে পশু-পাখি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, কৃষিব্যবস্থা প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

গ প্রদত্ত টেবিলে জিডিপির সার্বিক খাত তিনটি হলো কৃষি, শিল্প ও সেবা।

যে কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে একটি দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয়, তাকে অর্থনীতির কাঠামো বলে। বিভিন্ন খাত ও উপখাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামো গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের GDP-তে উৎপাদনভিত্তিক খাতকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত।

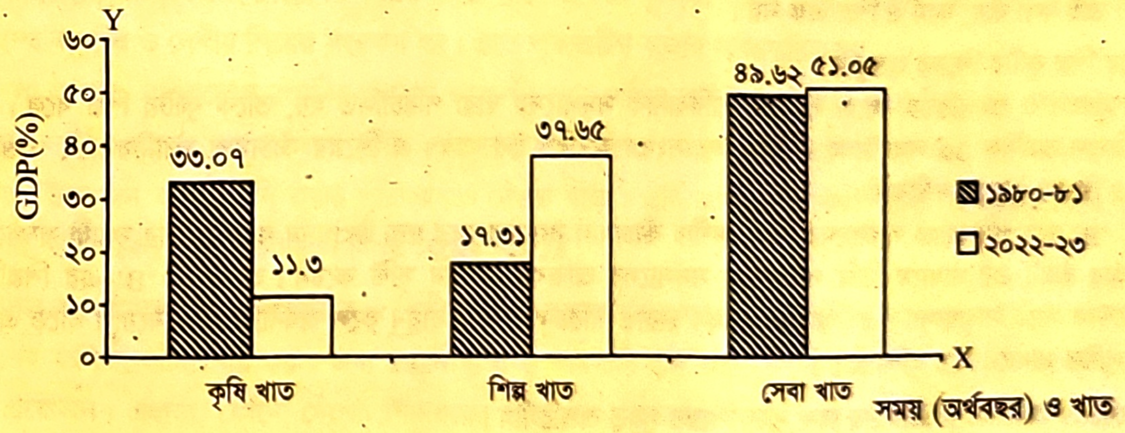

চিত্র: বিভিন্ন অর্থবছরে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের স্তম্ভচিত্র

চিত্রে OX অক্ষ সময় (অর্থবছর) ও খাত এবং OY অক্ষে জিডিপি (%) দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যায়, ১৯৮০-৮১ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষিখাতের অবদান যথাক্রমে ৩৩.০৭ ও ১১.৩০ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ৪৯.৬২ ও ৫১.০৫ শতাংশ। অন্যদিকে শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ১৭.৩১ ও ৩৭.৬৫ শতাংশ।

ঘ সার্বিক খাতসমূহের মধ্যে কৃষির ক্রমহ্রাসমান, শিল্পের ক্রমবর্ধমান এবং সেবাখাতের অবদান প্রায় স্থির।

বাংলাদেশের জিডিপি মূলত কৃষিনির্ভর। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা খাত ছিল কৃষিখাত। কিন্তু এ খাতের অবদান ক্রমশ কমছে। শিল্পখাতের অবদান এখনও ক্রমবর্ধমান। অন্যদিকে, সেবাখাতের অবদান প্রায় স্থির রয়েছে। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় এ খাতের অবদানই সর্বোচ্চ।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের অবদান উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ১৯৮০-৮১ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষির অবদান যথাক্রমে ৩৩.০৭ ও ১১.৩০। শিল্পখাতের অবদান যথাক্রমে ১৭.৩১ ও ৩৭.৬৫ এবং সেবাখাতের অবদান যথাক্রমে ৪৯.৬২ ও ৫১.০৫। অর্থাৎ সেবাখাতের অবদান প্রায় স্থির থাকলেও কৃষির অবদান ক্রমশ কমেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বৃহত্তম খাত হলো সেবাখাত। এ খাতের অবদান দীর্ঘদিন ধরে প্রায় স্থির রয়েছে; যা ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। আর কৃষিখাতের অবদান ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে ৩৩.০৭ শতাংশ থেকে কমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১.৩০ শতাংশ হয়। অন্যদিকে শিল্পখাতের অবদান ক্রমশ বেড়ে ১৭.৩১ থেকে ৩৭.৬৫ শতাংশে দাঁড়ায়। আবার সেবাখাতের অবদান স্থির থাকলেও কৃষিখাতের অবদান ক্রমহ্রাসমান এবং শিল্পের অবদান ক্রমবর্ধমান। এভাবে উদ্দীপকের সার্বিক খাতসমূহের কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন-৩. মি. 'A' একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী। তার তৈরি পোশাকের সুনাম বিশ্বব্যাপী। তার কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ১,২০০ জন এবং তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি টাকার অধিক। তিনি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। অপরদিকে মি. 'B' তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন করেন। তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম। এই উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন।

ক. সৃজনশীল শিল্প কী? ১

খ. ফার্ম এবং শিল্প কি পরস্পর ভিন্ন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. B-এর শিল্প কোন ধরনের তা চিহ্নিত করো এবং ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দেশের জন্য মি. B-এর শিল্পের তুলনায় মি. A-এর শিল্পের গুরুত্ব বেশি"— উদ্দীপক অনুসারে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সব শিল্পে উদ্ভাবনী মেধা, দক্ষতা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল পণ্য উৎপাদন করা হয় তা সৃজনশীল শিল্প।

খ হ্যাঁ, ফার্ম এবং শিল্পের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

একই ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনের সব ইউনিটের সমষ্টিকে ফার্ম বলে। যেমন- বাংলাদেশে সিমেন্ট উৎপাদনকারী 'মেঘনা সিমেন্ট', 'প্রিমিয়ার সিমেন্ট' প্রভৃতি নামের প্রতিটি কারখানা হলো এক একটি ফার্ম। অন্যদিকে, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অধীনে একই দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে। যেমন: বাংলাদেশের সকল সিমেন্ট ফার্ম নিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সিমেন্ট শিল্প। তাই বলা যায়, ফার্ম ও শিল্প এক নয়।

গ মি. B-এর শিল্প কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

যে শিল্প স্বল্প মূলধন ও শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পারিবারিক সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাকে কুটির শিল্প বলে। এ শিল্পে মূলধনের পরিমাণ অনধিক ১০ লক্ষ টাকা ও শ্রমিকের সংখ্যা অনধিক ১৫ জন। এ শিল্পের কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায়। অর্থনীতিতে এ শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উদ্দীপকে মি. 'B' তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন করেন। তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম। এর মাধ্যমে তিনি পরিবারের সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ মি 'B'-এর শিল্পটি কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ শিল্প স্বল্প মূলধন দ্বারাও পরিচালনা করা যায়। ফলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়ে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পায়।

ঘ কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

যে শিল্পর কারখানা ভবন ব্যতীরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৫০ কোটি টাকার অধিক তা বৃহৎ শিল্প। শ্রমঘন এ ধরনের শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা সাধারণত ১,০০০ এর অধিক হয়। ফলে বিপুল পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এছাড়াও বৃহৎ শিল্পের আয়তন বড় হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণও বেশি হয়।

উদ্দীপকে 'A' এর কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ১,২০০ জন। তার সম্পদের মূল্য ৫০ কোটি টাকার অধিক। তিনি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। অর্থাৎ মি. 'A' এর শিল্পটি হলো বৃহৎ শিল্প। অন্যদিকে, 'B' তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার করে উৎপাদন করেন। তার স্থায়ী সম্পদের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম। এটি কুটির শিল্পের অন্তর্গত।

কুটির শিল্প সহজে স্থাপন করা গেলেও এ শিল্পের সর্বোচ্চ শ্রমিক সংখ্যা ১৫ জন। আবার শিল্পের আকার ছোট হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণও কম। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের তৈরি পোশাক শিল্পের মতো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংখ্যা ১০০০ জনের অধিক হয়। অনেক সময় শ্রমিক সংখ্যা কয়েক হাজার হয়ে থাকে। এর ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এছাড়াও এ ধরনের শিল্পের বিপুল পরিমাণ উৎপাদন দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি করা হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়াও আরও নানামুখী সুবিধার কারণে বৃহৎ শিল্প কুটির শিল্পের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-৪. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের রপ্তানি পণ্যের তুলনায় আমদানি পণ্য বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি হয়। আমদানি করতে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেশ কিছু দ্রব্য আমদানি না করে নিজ দেশে উৎপাদন করা গেলে বাণিজ্য ঘাটতি দূর, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব। যেমন: বিভিন্ন ফলের রস, জেলি ও চামড়াজাত বা প্লাস্টিকসামগ্রী দেশে উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করেও রপ্তানি করতে পারি। এ ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ক. অগ্রাধিকার শিল্প কী? ১

খ. 'রপ্তানিমুখী শিল্প কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ধারণাটি কোন ধরনের শিল্পকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ধারণাটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প বিকাশমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে অবদান রাখছে সেগুলোকে অগ্রাধিকার শিল্প বলে।

খ রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ঘটলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশে পণ্য রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ শিল্পের উন্নয়ন ঘটলে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে শিল্প ক্ষেত্রে মূলধন গঠন হয়। এতে দেশে অধিক সংখ্যক রপ্তানিমুখী ও এর সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব শিল্পের শ্রমের চাহিদা পূরণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, রপ্তানিমুখী শিল্প বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকের শিল্পটি আমদানি বিকল্প শিল্প।

একটি দেশের আমদানিকৃত দ্রব্য আমদানি না করে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপনই আমদানি বিকল্প শিল্প। আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি ব্যয় হ্রাস পায়। এতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি এবং বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাসে এ শিল্প ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ হয়। এতে অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানি পণ্য বেশি। তাই আমদানি না করে কিছু পণ্য নিজ দেশে উৎপাদন করে বাণিজ্য ঘাটতি দূর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ফলের রস, জেলি ও চামড়াজাত বা প্লাস্টিকসামগ্রী উৎপাদন করে রপ্তানি করার পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। এটি আমদানি বিকল্প শিল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিল্পটি আমদানি বিকল্প শিল্পের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকের বাংলাদেশে আমদানি কমাতে ও দেশীয় শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করতে আমদানি বিকল্প শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কোনো দেশের বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করা দরকার। আমদানি হ্রাসের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের প্রয়োজন। এছাড়া, কোনো দেশের শিল্পায়নের প্রয়োজনে সাধারণত মূলধনি দ্রব্য বেশি আমদানি করে। তাই আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ করা হলে দেশের ভেতরেই মূলধনি দ্রব্য উৎপাদিত হবে। ফলে দেশে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

উদ্দীপকের বাংলাদেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানি পণ্য বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়। তাই দেশটিতে কিছু দ্রব্য আমদানি না করে দেশে উৎপাদনের চিন্তা করা হচ্ছে। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি দূর, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রায় অর্জন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে। উক্ত ধারণা বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশের আমদানি হ্রাস পাবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। এছাড়া, আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশে বিভিন্ন রকম ভোগ্যপণ্য, মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মূলধনি দ্রব্য উৎপাদিত হবে। ফলে শিল্পপণ্যের দিক থেকে দেশ স্বনির্ভর হয়ে ওঠবে। অন্যদিকে, আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে শিল্পের বিকেন্দ্রীয়করণ ঘটে এবং সমগ্র শিল্পখাতের প্রসার ঘটবে। সেইসাথে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন করবে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ধারণাটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমদানি বিকল্প শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রশ্ন-৫. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা দায় নয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। ফলে সে সমস্ত দেশ উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এদেশের আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে বদ্ধপরিকর। সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে সচেষ্ট। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণে সজাগ দৃষ্টি দিয়েছে। শিক্ষিত অল্প-শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রদান ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। সরকারের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা মানবসম্পদে পরিণত হবে।

ক. জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? ১

খ. বহিরাগমন জনসংখ্যার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি নারী উন্নয়নের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে যতজন লোক স্থায়ীভাবে বাস করে তাকে বোঝায়।

খ বহিরাগমন জনসংখ্যার বৃদ্ধি করে।

স্থায়ী বা অস্থায়ী বসবাসের লক্ষ্যে বাইরের দেশ থেকে জনসংখ্যার আগমনই বহিরাগমন। বহিরাগমনের ফলে ঐ অঞ্চলে জনসংখ্যার আধিক্য দেখা দেয়। ফলে বাসস্থান সমস্যা, কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দেয়। এছাড়াও অধিক জনসংখ্যার ফলে সামাজিক কাঠামোতে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে। তবে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহায়তা বাড়ে।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী, মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিচে মূল্যায়ন করা হলো।

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যক। এর ফলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত কর্মগুণের বিকাশ ঘটবে। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। এই লক্ষ্যে সরকারকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বাস্থ্য উন্নয়নসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশও উন্নত দেশগুলোর মতো জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরে বদ্ধ পরিকর। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করছে। এছাড়াও শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও বিদেশে কর্মসংস্থানে সহায়তা করছে। এর ফলে জনসংখ্যা ধীরে ধীরে সম্পদে পরিণত হবে। সুতরাং বলা যায়, সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি ভবিষ্যতে সাফল্য বয়ে আনবে।

ঘ মানবসম্পদ উন্নয়ন নারী উন্নয়নে সহায়ক।

নারীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলাকে নারীর ক্ষমতায়ন বলা হয়। একটি দেশের জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক নারী থাকে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারী সমাজকে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদে রূপান্তর করা প্রয়োজন।

উদ্দীপকে সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্ব দিয়েছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, ঋণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সহায়তা করছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে এই পদক্ষেপগুলো নারী ক্ষমতায়নে সহায়তা করে। নারীরা এই সুযোগ সুবিধা পেলে তা জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

নারীরা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। ফলে তারা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নারীরা বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার মাধ্যমে আত্মনির্ভশীল হতে পারবে। ফলে তাদের যেমন আর্থিক উন্নতি ঘটবে তেমনি দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। তাছাড়া, নারী শিক্ষার মাধ্যমে দেশে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে। এভাবে নারীর ক্ষমতায়ন জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক হবে। সুতরাং বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-৬.

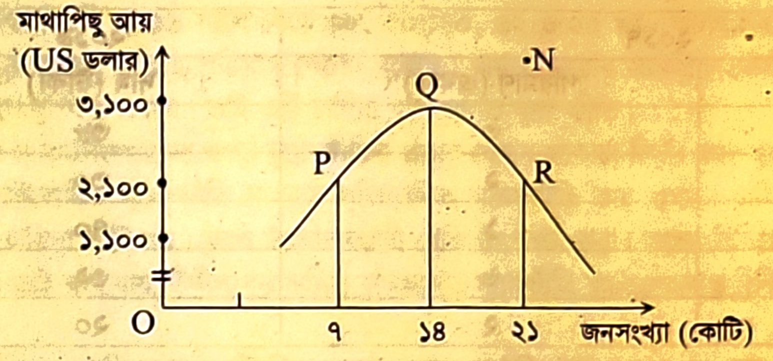

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন কী? ১

খ. 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আত্মকর্মসংস্থানের দুটি প্রধান উপাদান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে P, Q এবং R বিন্দুর অসামঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে N বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা হতে পারে কি না? ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে দক্ষ ও কর্মঠ হিসেবে পরিণত করা হলে, তাকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলা হয়।

খ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়।
শিক্ষা হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষার প্রসার ঘটলে মানুষ নিজেকে সম্পদে পরিণত করার বিভিন্ন কৌশল ও সৃজনী ক্ষমতা অর্জন করে। অন্যদিকে কোনো একটি কাজ সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বার বার করাই হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ মানুষের শ্রমের গুণগত মান বাড়িয়ে উৎপাদনশীল করে। প্রশিক্ষণ যত উন্নত পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় মানুষ ততই তার কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। এরূপ দক্ষ লোক নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির দুটি প্রধান উপাদান।

গ প্রদত্ত চিত্রে P, Q ও R বিন্দুতে যথাক্রমে নিম্ন, কাম্য ও অধিক জনসংখ্যা স্তর নির্দেশ করেছে।
কাম্য জনসংখ্যা হলো সর্বোত্তম কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা যেখানে উৎপাদন, আয় ও মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ হয়। তবে কোনো দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে কম হলে তাকে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ বলে। আর, কোনো দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে বেশি হলে তাকে অধিক জনসংখ্যার দেশ বলে।
উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী, কাম্য জনসংখ্যা, ১৪ কোটি এবং P, Q ও R বিন্দুতে প্রকৃত জনসংখ্যা, যথাক্রমে ৭, ১৪ ও ২১ কোটি।

সুতরাং, P বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ $= \frac{৭ - ১৪}{১৪} = - ০.৫$

Q বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ $= \frac{১৪ - ১৪}{১৪} = ০$

R বিন্দুতে অসামাঞ্জস্যের পরিমাণ $= \frac{২১ - ১৪}{১৪} = ০.৫$

সুতরাং, P, Q ও R বিন্দুতে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ যথাক্রমে –০.৫, ০ ও ০.৫। এগুলো নিম্ন, কাম্য ও অধিক জনসংখ্যা নির্দেশ করে।

ঘ মাথাপিছু আয়ের সাপেক্ষে যেকোনো বিন্দুতে জনসংখ্যা কাম্য হতে পারে।
জনসংখ্যার যে স্তরে মাথাপিছু আয় বা জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা জীবনযাত্রার মান ও জনসংখ্যার পরিমাণের সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করে। কাম্য জনসংখ্যার স্তর কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু নয়। এটি একটি চলমান বিন্দু।
উদ্দীপকের চিত্রে লম্ব অক্ষে মাথাপিছু আয় এবং ভূমি অক্ষে জনসংখ্যা পরিমাণ দেওয়া আছে। এখানে Q বিন্দুতে ১৪ কোটি জনসংখ্যা হলে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ ৩১০০ মার্কিন ডলার হয়। অর্থাৎ জনসংখ্যার কাম্য স্তর হলো ১৪ কোটি। কিন্তু 'N' বিন্দুটি কাম্য জনসংখ্যা রেখার ওপরের দিকে অবস্থিত। উক্ত বিন্দুতে জনসংখ্যার পরিমাণ ও মাথাপিছু আয় দুটোই বেশি। তাই এটি কাম্য জনসংখ্যা হতে পারে।
কাম্য জনসংখ্যা কোনো স্থির বিন্দু নয়। বরং এটি মাথাপিছু আয়ের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। তাই যে বিন্দুতে মাথাপিছু আয় তুলনামূলক বেশি হবে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ হবে সেটিই কাম্য জনসংখ্যা বলে বিবেচিত হবে। উদ্দীপকের N বিন্দুতে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয় Q অপেক্ষা অধিক। এ কারণে উদ্দীপকের 'N' বিন্দুতে কাম্য জনসংখ্যা হতে পারে।

প্রশ্ন-৭. একটি দেশের ভোগ্যপণ্যের দাম ও পরিমাণ নিম্নরূপ:

দ্রব্যসমূহ	২০১৭		২০১৯
	দাম (টাকা)	পরিমাণ (একক)	দাম (টাকা)
A	৩২	৩	৩৮
B	২৬	২	৩০
C	৬৪	১	৭০
D	৩০	৬	৩২
E	১৭	২	২০

দেশটির সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কর হার এবং ব্যাংক হার বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ক. উল্লম্ফ মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. একটি দেশের জন্য মুদ্রাস্ফীতি কি সবসময় খারাপ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ব্যাংক হারকে কেন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার বলা হয়? উদ্দীপক অনুসারে উত্তর দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টি কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যমূল্য যখন অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় তখন তাকে উল্লম্ফ মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ উদ্দীপকে ব্যাংক হার বাড়ালে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অন্যতম হাতিয়ার হলো ব্যাংক হারের পরিবর্তন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ভোক্তার দাম সূচকের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয় করা যায়। ভোক্তার দাম সূচক (CPI) $= \frac{\Sigma P_n Q_0}{\Sigma P_0 Q_0} \times ১০০\%$

উদ্দীপকে একটি দেশের ভোগ্যপণ্যের দাম ও পরিমাণ হতে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয় করা হলো—

দ্রব্য	২০১৭			২০১৯	
	দাম (P_0) টাকা	দ্রব্যের পরিমাণ (Q_0)	ব্যয় (P_0Q_0)	দাম (P_n)	ব্যয় (P_nQ_0)
A	৩২	৩	৯৬	৩৮	১১৪
B	২৬	২	৫২	৩০	৬০
C	৬৪	১	৬৪	৭০	৭০
D	৩০	৬	১৮০	৩২	১৯২
E	১৭	২	৩৪	২০	৪০
			$\Sigma P_0Q_0 = ৪২৬$		$\Sigma P_nQ_0 = ৪৭৬$

∴ ভোক্তার দাম সূচক (CPI) $= \frac{\Sigma P_n Q_0}{\Sigma P_0 Q_0} \times ১০০\% = \frac{৪৭৬}{৪২৬} \times ১০০\% = ১১১.৭৪\%$। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার $= (১১১.৭৪ - ১০০)\% = ১১.৭৪\%$। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যাংক হার বৃদ্ধি করে। ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা কমে যায়। ফলে অর্থনীতিতে মুদ্রার যোগান হ্রাস পায় বলে সামগ্রিক চাহিদাও হ্রাস পায়। পাশাপাশি বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পায়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক হার বৃদ্ধি অতি দ্রুত কাজ করে। এসব কারণে ব্যাংক হারকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকের চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ফলে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি পণ্য ও সেবার অতিরিক্ত চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি হয়। অর্থের যোগান উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি জন্য এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। তাই এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় বলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

উদ্দীপকে ২০১৭ ও ২০১৯ সালের দাম দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে দ্রব্য A, B, C, D ও E এর দাম যথাক্রমে ৩২, ২৬, ৬৪, ৩০ ও ১৭ টাকা। এটি ২০১৯ সালে বেড়ে ৩৮, ৩০, ৭০, ৩২ ও ২০ হয়। অর্থাৎ সব দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে শুধু ২০১৭ সালের দ্রব্যের পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, দ্রব্যের সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এটি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কেমন হবে তা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির ধরনের ওপর। অর্থাৎ এটি নির্ভর করে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি না ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি তার ওপর। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়। ফলে উৎপাদনকারী বেশি উৎপাদন করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ও শ্রম নিয়োগ বাড়ায়। এতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের ওপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-৮. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শন করেন যা নিম্নরূপ:

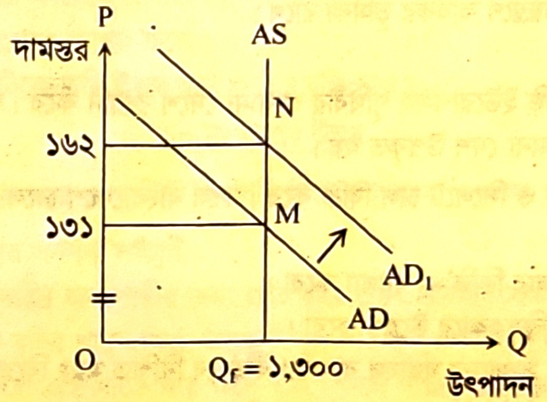

এছাড়াও তিনি বলেন যে সরকারি ব্যয় এবং ভোগ বৃদ্ধির ফলে AD রেখা ডানে স্থানান্তর হয়।

ক. মুদ্রাসংকোচন কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি হলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানের জন্য সরকার রাজস্বনীতিতে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা অর্থের যোগান কম হলে দামস্তর ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে, তখন তাকে মুদ্রাসংকোচন বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের প্রকৃত মূল্য কমে যাওয়ার কারণে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঋণ প্রদানের সময় দ্রব্যমূল্য মুদ্রাস্ফীতির সময় অপেক্ষা কম থাকে। তাই এসময় ঋণের ক্রয়ক্ষমতা বেশি হয়। আর মুদ্রাস্ফীতি হলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। তখন ঋণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ঋণদাতা যেহেতু ঋণ প্রদানের সমপরিমাণ অর্থই ফেরত পায়, তাই মুদ্রাস্ফীতির পর তার ক্রয়ক্ষমতা কম হয়। এভাবে মুদ্রাস্ফীতি হলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ দামস্তরের শতাংশিক পরিবর্তনই হলো মুদ্রাস্ফীতির হার।

সাধারণ দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হলো মুদ্রাস্ফীতি। অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। যেমন— চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি, ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি। সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে কোনো কারণে সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এভাবে দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়াকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদন এবং লম্ব অক্ষে দামস্তর পরিমাপ করা হয়েছে। সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা AD থেকে AD$_1$ হয়েছে। ফলে দামস্তর বেড়ে ১৩১ থেকে ১৬২ হয়েছে। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হবে,

$$\text{মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{১৬২} - \text{১৩১}}{\text{১৩১}} \times \text{১০০}\%$$

$$= \text{২৩.৬৬}\%$$

এখানে,
বর্তমান দামস্তর P_1 = ১৬২
পূর্বের দামস্তর P_0 = ১৩১

অতএব, মুদ্রাস্ফীতির হার ২৩.৬৬%।

ঘ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারি ব্যয় হ্রাস, কর বৃদ্ধি, আমদানি শুল্ক হ্রাস ইত্যাদি রাজস্ব নীতি গ্রহণ করতে পারে।
রাজস্বনীতি হলো সরকার কর্তৃক গৃহীত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের একটি পদক্ষেপ। সরকার সরকারি ব্যয় হ্রাস ও প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাছাড়া সঞ্চয় বৃদ্ধি ও পরোক্ষ করের পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদি রাজস্ব নীতির ফলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়।
উদ্দীপকে চিত্রে সামগ্রিক যোগান AS স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা AD বৃদ্ধি পেয়ে AD$_1$ হয়েছে। ফলে সামগ্রিক দামস্তর ১৩১ থেকে বেড়ে ১৬২ হয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে। এটি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি অধিক কার্যকর। তবে রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করেও মুদ্রাস্ফীতি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
সরকারি ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে সমতা বাজেট নীতি অনুসরণ করা যায়। সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাসে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় কমে। ফলে মুদ্রার যোগান হ্রাস পায়। এছাড়া রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি ও আমদানি শুল্ক হ্রাস করলে দ্রব্যের যোগান বাড়ে। এভাবেও মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। সুতরাং বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারের রাজস্ব নীতির হাতিয়ারগুলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-৯. দৃশ্যকল্প-১: মি. 'M' গলদা চিংড়ি ইউরোপসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে। আবার চীন থেকে লৌহজাত দ্রব্য আমদানি করে। ফলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশ উপকৃত হয়।

দৃশ্যকল্প-২: মি. 'N' নওগাঁ হতে চট্টগ্রাম ও সিলেটে চাল বিক্রি করে। ফলে বাংলাদেশে চালের দাম প্রায় একই থাকে।

ক. FDI-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১
খ. 'একাধিক দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প দুইটির বাণিজ্যের ধরন যুক্তিসহকারে উল্লেখ করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ অনুযায়ী একটি দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার কীভাবে নিশ্চিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক FDI-এর পূর্ণরূপ হলো— Foreign Direct Investment.

খ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দুটি দেশের মধ্যে দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়।
দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। এ ধরনের বাণিজ্যে দেশের উৎপাদিত অতিরিক্ত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। বিপরীতে দেশের চাহিদা অনুযায়ী অন্য দ্রব্য আমদানি করা হয়। এভাবে দুটি পৃথক দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়। তাই বলা যায়, একাধিক দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

গ উদ্দীপকে মি. 'N' অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং মি. 'M' আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করেন।
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। তাই অভ্যন্তরীণ বাজারে দেশের মধ্যেই বিভিন্ন বাজারের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজ দেশের প্রয়োজনে অন্য দেশ থেকে পণ্য আমদানি এবং নিজ দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করা হয়।
উদ্দীপকে মি. 'N' নওগাঁ থেকে সিলেটে ও চট্টগ্রামে চাল বিক্রি করেন। অর্থাৎ তিনি দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করেন। তাই এটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। এ ধরনের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা একই থাকে। অন্যদিকে, মি. 'M' গলদা চিংড়ি ইউরোপসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করেন। আবার লৌহজাত দ্রব্য চীন থেকে আমদানি করেন। অর্থাৎ তিনি আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে তার ব্যবসা পরিচালনা করেন। তাই তার বাণিজ্যটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এ ধরনের বাণিজ্যে সরকারি নীতির ভিন্নতা এবং মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থায় পার্থক্য দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে মি. 'M'-এর বাণিজ্য দেশের সম্পদ ব্যবহার, বাজার সম্প্রসারণ ও মূলধনের গতিশীলতার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি বলা হয়। রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। আবার, আমদানির মাধ্যমে নিজ দেশের প্রয়োজন মতো পণ্যদ্রব্য আমদানি করে দেশীয় চাহিদা মেটানো যায়। এভাবে অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অপরিসীম ভূমিকা পালন করে।
উদ্দীপকে মি. 'M' গলদা চিংড়ি ইউরোপসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে। আবার, তিনি লৌহজাত দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানি করেন। ফলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে উপকৃত হয়। অর্থাৎ, লৌহজাত দ্রব্যের আমদানির মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা পূরণ হয়। এভাবে অতিরিক্ত উৎপাদিত চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। এর ফলে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করে বাজার স্থিতিশীল রাখা যায়। এতে নিজ দেশের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হবে। ফলে উৎপাদন বাড়বে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারিত হবে। এছাড়াও একটি দেশের সাথে একাধিক দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে মূলধনের গতিশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন-১০. মি. 'X' একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বেতন হিসাবে তিনি বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা আয় করেন। এছাড়াও তিনি অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন। সরকার প্রতি বছর তার আয়ের ওপর ১৫% কর ধার্য করেন। এছাড়া তিনি যেসব দৈনন্দিন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করেন তার ওপরও কর প্রদান করেন।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১
খ. সরকারি ব্যয় ও সামাজিক নিরাপত্তা কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. 'X' এর প্রদেয় কর কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কর দুটির মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ সরকারি ব্যয় ও সামাজিক নিরাপত্তার সম্পর্ক সমমুখী।

বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করতে হয়। এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করলে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, তাতে বিপুল পরিমাণ অসচ্ছল সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা অর্জিত হয়। আবার সরকারি ব্যয় কমালে এই খাতে ব্যয় কমে যায়। ফলে দরিদ্র, অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত লোকদের সামাজিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে।

গ উদ্দীপকে মি. 'X' এর প্রদেয় আয়কর হলো প্রত্যক্ষ কর এবং ভ্যাট হলো পরোক্ষ কর।

সরকারের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ কোনো সুবিধা ব্যতীত জনসাধারণ সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তা কর। করের মধ্যে আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর অন্যতম। ব্যক্তির আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তা আয়কর। আর কোনো দ্রব্যের সংযোজিত মূল্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তা মূল্য সংযোজন কর।

উদ্দীপকের মি. 'X' এর বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের ওপর সরকার ১৫% কর ধার্য করেন। এ কর মি. 'X' এর ব্যক্তিগত আয়ের ওপর ধার্য করা হয়। তাই আয়কর হিসেবে গণ্য হবে। এ করের করঘাত অন্যের ওপর চাপানো যায় না। তাই এটি প্রত্যক্ষ কর। অন্যদিকে তিনি দৈনন্দিন সেবা ও দ্রব্য ক্রয় করেন তার ওপরও কর দেন। এটি মূল্য সংযোজন কর বা VAT-এর অন্তর্ভুক্ত। এ কর অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। তাই এই কর হলো পরোক্ষ কর। সুতরাং মি. 'X' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ধরনের কর প্রদান করেন।

ঘ উদ্দীপকের কর দুটির মধ্যে পরোক্ষ করকে আমি উত্তম বলে মনে করি।

যে ব্যক্তির ওপর কর ধার্য করা হয় তাকেই যদি করের বোঝা বহন কতে হয় তাহলে তা প্রত্যক্ষ কর। যেমন: আয়কর, ভূমিকর, সম্পদ কর ইত্যাদি। অন্যদিকে কর আরোপিত ব্যক্তি যদি করের বোঝা অন্যের ওপর চাপাতে পারে তাহলে তা পরোক্ষ কর। যেমন— ভ্যাট, বিক্রয় কর, আমদানি শুল্ক ইত্যাদি।

উদ্দীপকে মি. 'X' এর সার্বিক আয়ের ওপর সরকার প্রতি বছর ১৫% কর ধার্য করেন। এটি আয়করের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কর নিজেকেই পরিশোধ করতে হয়। তাই এটি প্রত্যক্ষ কর। অন্যদিকে মি. 'X' তার দৈনন্দিন দ্রব্য ও সেবার ক্রয়ের ওপরও কর প্রদান করেন। এ ধরনের কর একজনের ওপর আরোপিত হলেও তা অন্যের ওপর চাপানো যায়। তাই এটি পরোক্ষ কর হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ কর প্রদানের দিক থেকে করদানকারী ব্যক্তির কাছে প্রত্যক্ষ করের থেকে পরোক্ষ কর অধিক জনপ্রিয়।

প্রত্যক্ষ করের বোঝা অন্যের ওপর অপসারণ করা যায় না। কিন্তু পরোক্ষ কর অপসারণ করা যায়। প্রত্যক্ষ কর নির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত। কিন্তু পরোক্ষ কর অনির্দিষ্ট এবং অনিশ্চিত। প্রত্যক্ষ কর নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে। কিন্তু পরোক্ষ কর অজান্তেই দিতে হয় বলে নাগরিক চেতনা অনুভূত হয় না। প্রত্যক্ষ কর পরিশোধ পদ্ধতি জটিল হলেও পরোক্ষ কর পরিশোধ করা সহজ। অর্থাৎ, পরোক্ষ কর যার ওপর কার ধার্য করা হয় সে প্রাথমিকভাবে করের বোঝা বহন করলেও শেষ পর্যন্ত এ করের চূড়ান্ত ভার অন্যের ওপর পড়ে। এজন্য প্রত্যক্ষ করের চেয়ে পরোক্ষ কর অধিক জনপ্রিয়।

প্রশ্ন-১১. একটি দেশের সরকার ব্যয়ভার মেটানোর জন্য আয়কর, VAT, ভূমি রাজস্ব, যানবাহন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, রপ্তানি শুল্ক, প্রশাসনিক ফি, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদি থেকে আয় করে। এছাড়াও ব্যয় সংকুলান না হলে দেশটি সহজে এবং স্বল্প সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কোনো কোনো সময় দেশটি বিশ্বব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে।

ক. প্রত্যক্ষ কর কী? ১

খ. কর এবং ফি কি একই ধারণা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো। ৩

ঘ. ঋণ গ্রহণের উৎস দুটির তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা উদ্দীপক অনুসারে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে।

খ কর ও ফি এক নয়।

সরকারি কোনো সুবিধা বা প্রাপ্তি প্রত্যাশা না করে সরকারকে জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাই কর। যেমন– আয়কর, বিক্রয় কর, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি। অন্যদিকে সরকার কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ ধরনের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে তার নিকট থেকে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে। যেমন– জমি রেজিস্ট্রেশন ফি, কোর্ট ফি, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স ফি ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায়, কর ও ফি এক নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের আয়ের উৎসগুলো কর রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্বে বিভক্ত।

কোনো প্রকার সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে সরকারকে জনগণ যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। অর্থাৎ কর থেকে যে আয় হয়, তাই কর রাজস্ব। যেমন: আয়কর, সম্পদ কর, VAT ইত্যাদি। আবার, সরকার কর ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে যে আয় করে তাকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব বলে। যেমন– জরিমানা, ফি, অনুদান ইত্যাদি।

উদ্দীপকে সরকার ব্যয় ভার মেটানোর জন্য আয়কর, VAT, ভূমি রাজস্ব, যানবাহন কর, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাপ, প্রশাসনিক ফি, রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি থেকে আয় করেন। অর্থাৎ এখানে সরকার কর রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব থেকে আয় করেন। নিচে রাজস্ব আয়ের এখাতগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা হলো—

কর রাজস্ব	কর-বহির্ভূত রাজস্ব
আয়কর	ভূমি রাজস্ব
মূল্য সংযোজন কর	যানবাহন কর
আবগারি শুল্ক	নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
	প্রশাসনিক ফি

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণ উত্তম হবে বলে আমি মনে করি।

সরকার নিজ দেশের জনগণ, ব্যাংকব্যবস্থা থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। পক্ষান্তরে, বিদেশি ব্যক্তি, সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে যে ঋণ গ্রহণ করে তাই বৈদেশিক ঋণ। সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহ করতে জনগণকে স্বেচ্ছায় ঋণ প্রদানে পদক্ষেপ নিতে পারে।

উদ্দীপকে সরকার ব্যয় সংকুলান করতে না পারলে সহজে ও স্বল্প সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। অর্থাৎ এটি সরকারি ঋণের অভ্যন্তরীণ উৎস। আবার কোনো কোনো সময় দেশটি বিশ্বব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ গ্রহণ করে। অর্থাৎ, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের উভয় উৎসের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ঋণের আর্থিক ভার নেই, শুধু প্রকৃত ভার আছে। অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণ দ্বারা এক দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অন্য দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ঋণ পরিশোধে সমাজের আর্থিক ও প্রকৃত ভার উভয়ই বহন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ করার জন্য নতুন মুদ্রা ছাপানো যায়। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অথবা স্বর্ণ আবশ্যক। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ ঋণ সহজে সংগ্রহ করা যায়। এ ধরনের ঋণের কোনো শর্ত থাকে না। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ অধিকাংশ সময়ই কঠিন শর্তযুক্ত হয়। যা দেশের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই বৈদেশিক ঋণ অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি।

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইসমূহ

আবশ্যিক বইসমূহ

- বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

প্রথম পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

- পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র • রসায়ন প্রথম পত্র • জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র • উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র
- উচ্চতর গণিত সমাধান প্রথম পত্র • গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র • গাণিতিক রসায়ন প্রথম পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

- ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্র • হিসাববিজ্ঞান প্রথম পত্র • ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্র
- উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন প্রথম পত্র

মানবিক শাখা

- পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র • সমাজকর্ম প্রথম পত্র • সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র
- ভূগোল প্রথম পত্র • ইসলাম শিক্ষা প্রথম পত্র • যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্র • ইতিহাস প্রথম পত্র • অর্থনীতি প্রথম পত্র

ঐচ্ছিক

- মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্র • গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম পত্র • কৃষিশিক্ষা প্রথম পত্র • পরিসংখ্যান প্রথম পত্র

দ্বিতীয় পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

- পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • রসায়ন দ্বিতীয় পত্র • জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র
- উচ্চতর গণিত সমাধান দ্বিতীয় পত্র • গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • গাণিতিক রসায়ন দ্বিতীয় পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

- ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্র • হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র
- উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দ্বিতীয় পত্র

মানবিক শাখা

- পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র • সমাজকর্ম দ্বিতীয় পত্র • সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র
- ভূগোল দ্বিতীয় পত্র • ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র • যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র • ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র • অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র

ঐচ্ছিক

- মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • গার্হস্থ্য বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • কৃষিশিক্ষা দ্বিতীয় পত্র • পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র

ব্যবহারিক বইসমূহ

- ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক রসায়ন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
- ব্যবহারিক উচ্চতর গণিত প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক ভূগোল প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
- ব্যবহারিক কৃষিশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

BNS 2507-02-04-1033-8
2507020410338

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
www.akkharpatra.com